প্রথম প্রকাশ: ১৯৬০

প্রকাশক:
অশোক রায়
এ পি পি
১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

বর্ণসংস্থাপণ:
লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক:
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫/১ নীরোদ বিহারী মল্লিক রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ:
অশোক রায়

মার্পল পোয়ারো অ্যাণ্ড কোং

আগাথা ঃ কিছু কথা

সারা বিশ্বে আগাথা ক্রিস্টি কেন যে "রহস্য সম্রাজ্ঞী" হিসাবে পরিচিতা, সেটা যেমন আজ কারো কাছে অজানা নয়, আবার সেটা এক রহস্যও বটে! তবে সে রহস্য আর কিছু নয়, তাঁর লেখার এবং সব শেষে তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দাদের বিশাল জনপ্রিয়তা। প্রথমেই ধরা যাক, সেই বেঁটে, ছোট-খাটো চেহারার ধূসর কোষের অধিকারি বেলজিয়ান গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারোর কথা। খুনের কোনো ক্লু নেই, অথচ এ হেন কেসে তিনি তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি দিয়ে, অবিশ্বাস্য যুক্তি দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত খুনীকে ঠিক খুঁজে বার করেছেন। এরকুল পোয়ারোর অসাধারণ বুদ্ধির ছাপ আমরা দেখতে পাই ক্রিস্টির বিখ্যাত গোয়েন্দা উপন্যাস "মার্ডার অফ রজার অ্যাকরয়েড"-এ। আবার এই গোয়েন্দা রহস্য উপন্যাসটিরই প্রথম নাট্যরূপ দেওয়া হয় "অ্যালিবাই" নামে এবং ওয়েষ্ট এন্ড-এ সাফল্যের সঙ্গে সেই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। পোয়ারোর পরেই আগাথার আর এক বিখ্যাত গোয়েন্দা মিস মার্পলের নাম সবার জানা আছে নিশ্চয়ই। ১৯৭৬ সালে আগাথা ক্রিস্টি তার শেষ লেখা " স্লিপিং মার্ডারে" মিস মার্পলকে সফল গোয়েন্দা হিসাবে উপস্থাপন করে তাঁর সূক্ষ্ম চুলচেরা বিচারের আর এক নজির স্থাপন করেছিলেন।

এই অমনিবাসে আগাথা ক্রিস্টিব সৃষ্ট সব গোয়েন্দাদেরই স্থান দেওয়া হয়েছে, আর তাই সব গোয়েন্দাদের এখানে একত্রিত কবতে পারাব জন্য এব নামকরণ সার্থক হয়েছে ঃ "পোয়ারো মার্পল এন্ড কোম্পানি।" নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আগাথা ক্রিস্টির শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং গল্পের স্থান করে দেওয়া হয়েছে এখানে। তবে একথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, তাঁর প্রতিটি উপন্যাস অনবদ্য, সর্বকালের সেরা বলে বিবেচিত। ইংরেজী ভাষায় তাঁর বই যেমন লক্ষ লক্ষ বিক্রী হয়েছিল, তেমনি লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রী হয় ৪৫টি বিদেশী ভাষায়। সর্বকালের সর্বভাষায় তিনি এক অপ্রতিদ্বন্দী লেখিকা। বিক্রীর দিক থেকেবাইবেল এবং শেক্সপীয়রের পরেই তাঁর স্থান বলা যেতে পারে।

আগাথা ক্রিস্টি জন্মগ্রহন করেছিলেন টুর্কিতে (Torquay)। ওঁর প্রথম উপন্যাস 'দি মিস্ট্রিয়াস অ্যাফেয়ার অ্যাট ষ্টাইলস" লেখা হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ ভাগে। তখন তিনি VAD হিসাবে কাজ করছিলেন। ১৯২৬ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছর একটি করে তার উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

৭৯টি রহস্য-গোয়েন্দা উপন্যাস, বেশ কয়েকটি ছোট বহস্য গল্পের সংকলন, ১৯টি নাটক লিখেছিলেন তিনি। আবার মেরি ওয়েষ্ট ম্যাকটের ছদ্মনামে ছয়টি উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। তার সেরা উপন্যাসগুলির অন্যতম 'অ্যান্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান' ও 'ক্যারিবিয়ান মিস্ট্রি এই সংকলনে গ্রথিত হয়েছে। আগাথা ক্রিস্টি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ১৯৭১ সালে।

আগাথা ক্রিস্টি চারটি সামাজিক উপন্যাসও লিখেছিলেন। সেই সঙ্গে একটি অটোবায়োগ্রাফি ঃ "কাম, টেল মি হাউ ইউ লিভ", যাতে তিনি তাঁর আর্কিওলজিস্ট স্বামী স্যার ম্যাক্স ম্যালোয়ানকে সাথী করেছিলেন।

সৌরেন দত্ত

অ্যাণ্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান

❑ এক ❑

ট্রেনটা ছুটে চলেছে হাওয়ার বেগে................

প্রথম শ্রেণীর কামরার এক প্রান্তে বসে আছে মিঃ ওয়ারগ্রেভ, সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। হাতে জ্বলন্ত সিগার, চোখের আগ্রহ-দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ 'দি টাইমস'-এর রাজনৈতিক সংবাদ-স্তম্ভে।

সিগারের লম্বা একটা টান দিয়ে খোলা জানালা পথে বাইরে চোখ মেলে তাকালেন ওয়ারগ্রেভ। সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠের পর মাঠ। মাঠ পেরিয়ে দূরে, বহুদূরে ভূমিতে মাথা নুইয়ে আকাশ যেন বলছে, প্রণমি তোমায়। দৃশ্যটা অপূর্ব! যেন অকৃপণ হাতে সব সৌন্দর্য বিলিয়ে দিয়েই প্রকৃতি খুশি সেখানে। সমারসেটের এমন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সত্যিই অতুলনীয়।

কব্জি ঘড়ির ওপর দৃষ্টি দিলেন ওয়ারগ্রেভ, পৌঁছতে এখনো ঘন্টা দুয়েক বাকি। তাঁর গন্তব্যস্থল নিগার দ্বীপ। দ্বীপটা যেন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল, প্রায় প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে শুধু একটি নাম, নিগার দ্বীপ! আর খবরের কাগজগুলোই বা কি? দ্বীপটা নিয়ে কাগজগুলো ক'দিন কত রোমাঞ্চকর লেখাই না লিখল। সেই সব লেখাগুলো এক এক করে ভাবতে বসলেন ওয়ারগ্রেভ। সেই কোটিপতি আমেরিকাবাসী, সমুদ্রের জলে ইয়াট চালাতে যিনি ভালবাসেন, এই মুহূর্তে তাঁর নামটা ঠিক মনে করতে পারলেন না ওয়ারগ্রেভ। সে যাইহোক, এই দ্বীপের তিনিই প্রথম মালিক হন। ডিভনের উপকূলে ছবির মতো একটা বিরাট বিলাসবহুল প্রাসাদ বানালেন তিনি ফুর্তিতে কাটানোর জন্যে—এ সব খবরই খবরের কাগজগুলোতে বেরিয়েছে। আরো আছে, লেখার মতো খোরাকই বটে! সেই কোটিপতি আমেরিকাবাসীর ভাগ্য বোধ হয় নেহাতই খারাপ ছিল, তা না হলে তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীটি কেনই বা টিকলো না বেশিদিন। ভদ্রলোক মনের দুঃখে তাঁর সেই সাধের দ্বীপটি ছেড়ে একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন।

এরপর সেই দ্বীপের মালিক হয়ে এলেন অখ্যাত একজন যাঁর নাম মিঃ ওয়েন। তাঁর ভাগ্যে বাড়িটা সহ্য হলো না। একটা মাসও পূর্ণ হলো না, খবরের কাগজগুলো খবরে মুখর হয়ে উঠল নতুন করে সত্যি-মিথ্যে মেশানো যতো সব আজগুবি খবর ছাপানোয়, যার মধ্যে বেশির ভাগই থাকত সব কেচ্ছা কাহিনী। খবরের কাগজের সূত্রেই জানা গেলো হলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস্ গ্যাব্রিয়েল টার্ল মাস কয়েকের জন্যে নিশ্চিন্তে ছুটি কাটাতে এসেছেন এই দ্বীপে। তাঁকে ঘিরে শুরু হলো খবরের কাগজগুলোয় জল্পনা-কল্পনা। নানান গবেষণা। কোন এক সাংবাদিক লিখলেন, এতোদিনে বুঝি এবার যথার্থ এক মধুকুঞ্জে পরিণত হলো নিগার দ্বীপটি। কোথায় হলিউডে চিত্র সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে নিগার দ্বীপে নির্ঝঞ্ঝাট ছুটি উপভোগ করবেন গ্যাব্রিয়েল, আর হতে দিলো না খবরের কাগজগুলো। কোন কোন কাগজ আবার একটা চাঞ্চল্যকর খবরের বোমা ফাটালো—ইংল্যাণ্ডের রাজ পরিবারের

জনৈক লর্ডই নাকি এই দ্বীপটির বর্তমান মালিক। আবার কারোর মতে সেই নামী-দামী লর্ডকে পঞ্চশর-বিদ্ধ করতে এমন একটা আদর্শ জায়গা নাকি সারা বিশ্বে আর কোথাও নেই। শোনা যায় লর্ড নাকি এতদিনে জনৈক যুবতীর প্রেমে ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়েছেন, এবং খুব শীগ্‌গীর তাকে বিয়ে করছেন তিনি, বিয়ের পর তিনি তাঁর নবপরিণীতা বধূকে সঙ্গে নিয়ে মধুচন্দ্রিমা যাপন করবেন। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই আর একটা কাগজ বোমা ফাটালো, হ্যাঁ এবার সত্যিকারের বোমা ফাটানোর মতো ব্যবস্থাই বটে। সেই কাগজের খবর হল এই রকম : জনৈক লর্ড ও তাঁর নবপরিণীতা বধূর মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্যে নিগার দ্বীপের সেই প্রাসাদটা কেনা নয়, আসলে ব্রিটেনের নৌবাহিনীর প্রতিরক্ষা গবেষণা দপ্তর সেখানে নতুন ধরনের অস্ত্র পরীক্ষা চালাবার উদ্দেশ্য নিয়ে সেই দ্বীপটি এবং প্রাসাদটা কিনেছে। পরিশেষে 'শেষ সংবাদ' সূত্রে আর একটি কাগজ লিখেছে, বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি, হলিউডের সেই অভিনেত্রী মিস্ টার্লের কোন এক স্তাবকই নাকি এই দ্বীপটি তাঁকে কিনে দিয়েছেন। প্রেমিকের এই মূল্যবান উপহারটি পেয়ে প্রিয়া নাকি দারুন খুশী।

সেই সময় কাগজগুলো এমনি কত খবরই না ছাপিয়েছিল। তার মধ্যে কোন্‌টা সত্যি আবার কোন্‌টাই বা মিথ্যে—যাচাই করার প্রযোজন বোধ কেউ করেননি। অমন সব মুখরোচক খবর পড়েই সন্তুষ্ট সবাই, এবং ওয়ারগ্রেভও!

ওয়ারগ্রেভ তাঁর চিন্তার ইতি টেনে এবার তাঁর কোটের পকেট থেকে অতি সন্তর্পণে চিঠিখানি বার করে চোখের সামনে মেলে ধরলেন ; হাতের লেখা অতি জঘন্য, তার ওপর আবার অস্পষ্ট, অনেক জায়গায় আবার ভাল করে বোঝাই যায় না। তবে সেই বোঝা না বোঝার সমস্যাটা কাটিয়ে উঠে কোনক্রমে চিঠির বক্তব্যটা পাঠোদ্ধার করলেন ওয়ারগ্রেভ :

প্রিয় লরেন্স,

কতদিন তোমার কোন খবর নেই বল তো? যাইহোক, নিগার দ্বীপে তোমার কিন্তু আসা চাই-ই। তোমার নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগবে, ভারী চমৎকার জায়গা, চিঠিতে বোঝানো যাবে না, চলে এসো এখানে। নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করে যাও, সেই যে তোমার হারিয়ে যেতে নেই মানা। তোমার সঙ্গে দুজনে মিলে স্মৃতিচারণ করা যাবে, প্রকৃতির নির্মল পরিবেশে রোদ্দুরে পিঠ রেখে বালুকাবেলায় শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে আকাশ পানে উন্মুখ হয়ে, তার একটা আলাদা মাদকতা আছে। প্যাডিংটন থেকে বারোটা চল্লিশের ট্রেন ধরে রওনা হবে, ওকব্রীজ স্টেশনে আমাদের দেখা হবে....

তোমার বিশ্বস্ত—

কনস্টান্স কালসিংটন

লেডী কনস্টান্স কালসিংটনের সঙ্গে শেষ কবে যেন দেখা হয়েছিল, স্মৃতির পাতা উল্টে খেয়াল করার চেষ্টা করলেন ওয়ারগ্রেভ.. সাত বছর? না সাত নয়, আট—হ্যাঁ মনে পড়েছে, আট বছর আগে সেই শেষ দেখা তার সঙ্গে। একটার পর একটা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে সে তখন। তখন সে চলেছে ইতালির পথে, সেখানকার রোদে পিঠ দিয়ে সে তার শরীরটা চনমনে করে তুলতে চলেছে, গায়ের রঙ তামাটে করে তোলা, এবং সেই সঙ্গে আকণ্ঠ কন্টাডিনি (মদ) পান করাটাও উদ্দেশ্য ছিল তার। তারপর, ওয়ারগ্রেভ খবর পেয়েছিলেন, কালসিংটন সেখান থেকে

পাড়ি দেয় সিরিয়ায়, সেখানকার মরুভূমির রোদ নাকি আরো উজ্জ্বল, আরো মিষ্টি। এ ছাড়া আরো একটা আকর্ষণ ছিল—বেদুইন! তাদের সঙ্গে মেলামেশা করার ফাঁকে তার ইচ্ছা ছিল, প্রকৃতির সঙ্গে সার্বিক একাত্মতা অনুভব করা—সেই রকম একটা মানসিকতা নিয়েই গিয়েছিল সেখানে সে।

লেডী কনস্টান্স কালসিংটন! বড্ড বেশী খামখেয়ালী। টাকা-পয়সার কথা চিন্তা করেনি সে। তা না হলে এতো দাম দিয়ে এমন একটা দ্বীপ কিনে ফেলল সে? মনের জোর থাকা দরকার, মেজাজ থাকা দরকার, হিম্মত থাকা দরকার। ওয়ারগ্রেভ তখনো ভেবে চলেছেন। নিজের মনেই বলে উঠলেন তিনি, মহিলাটি সত্যিই যেন এক রহস্যময়ী। একটা দ্বীপের মধ্যে অমন একটা বিলাসবহুল প্রাসাদ আর কেই বা কিনতে যাবে? তা কনস্টান্সের পক্ষেই সম্ভব।

নিজের যুক্তির সমর্থনে ট্রেনের পুলিশের সঙ্গে তর্ক করতে করতেই ওয়ারগ্রেভের চোখের চাহনি কেমন যেন একটু ঘোলাটে হয়ে উঠতে থাকে। এদিকে খোলা জানালা পথ দিয়ে দমকে দমকে আসা সেই মিঠে বাতাস, ভাল ভাবে উপভোগ করার আগেই কোথা থেকে যে রাজ্যের ঘুম এসে জড়ো হল তাঁর দুচোখে, সে খেয়াল তাঁর ছিল না। তাঁর চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো, ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

ওদিকে তৃতীয় শ্রেণীর ছোট একটি কামরায় যাত্রী মোট ছ'জন। মিস্ ভেরা ক্লেথর্ন তাদের মধ্যে একজন। জানালা পথে এতক্ষণ নৈসর্গ শোভা দেখেছিল ভেরা। শেষে বড় একঘেয়ে লাগল তার কাছে, সেই একই দৃশ্য। ভাল না লাগা চোখ দুটো বুঁজিয়ে পিছনের আসনে হেলান দিয়ে বসল।

আজ গরমও পড়েছে প্রচণ্ড, অসহনীয়। রোদের তাপে নীরস পাথুরে মাটি গনগনে অঙ্গারের মতো দেখাচ্ছে। তবে নিগার দ্বীপে এতটা গরম হবে না বলেই মনে হয়। চারদিকে সমুদ্র, মাঝখানে নিগার দ্বীপ। তাছাড়া শোনা যায়, সেখানকাব আবহাওয়া নাকি এমনিতেই ঠাণ্ডা, এবং বেশ মোলায়ম। সেই সুন্দর মনোরম আবহাওয়ায় সমুদ্রের শীতল জলে গা ভাসিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রায় সব ট্রেন-যাত্রীই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে রয়েছে। কখন, কখন তাদের ট্রেনটা ওকব্রীজে গিয়ে পৌঁছবে।

বেশ কিছুদিন ধবে কাগজগুলো একটানা কতো গুজবই না রটালো, সত্যি-মিথ্যে মেশানো একটার পর একটা আধা-সত্য কিংবা স্রেফ বানানো কাহিনী কাগজে ছাপিয়ে সব না হলেও অন্তত কিছু অর্ধ-শিক্ষিত জনসাধারণের মনে এই নিগার দ্বীপটির রহস্য সম্পর্কে যথেষ্ট আলোড়ণ সৃষ্টি করতে পেরেছিল বৈকি। ভেরা ক্লেথর্নও তাদের ব্যতিক্রম নয়। তবে বুদ্ধিমতী মেয়ে সে। সব কিছুর চুলচেরা বিচার হয় তার মনেব নীরিখে, তার অনুমানের দাঁড়িপাল্লায়, হুট করে কোন ব্যাপারে বিরূপ সমালোচনা করা, কিংবা কারোর সম্পর্কে ভাসা ভাসা প্রশংসা শুনে সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বাস প্রকাশও করে না সে কখনো। ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু ভাল করে দেখে শুনে তবেই সে তার মতামত প্রকাশ করে থাকে। গোড়ায় এই নিগার-দ্বীপ সম্পর্কে তার মধ্যে কোন আগ্রহই দেখা যায়নি। অথচ ঘটনাচক্রে সেই নিগার দ্বীপেই যেতে হচ্ছে তাকে শেষপর্যন্ত। এবার আর শোনা কথা নয়, পরের মুখে ঝাল খাওয়া নয়—একেবারে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাওয়া। দেখা যাক, এমন একটা সুযোগ হাতে পেয়ে ভেরা মনে মনে ঠিক করে ফেলে কি ভাবে এই

কেসটা নিয়ে গবেষণা চালাবে সে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার ভাবে, কি মহার্ঘ বস্তু লুকিয়ে আছে সেখানে কে জানে!

সত্যিই ভাগ্যটাও হেলাফেলা করার মতো নয়। আর ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে এমন একটা লোভনীয় চাকরী কজনেরই বা কপালে জোটে। সাধারণতঃ ছুটির দিনের চাকরী মানেই তো এক গাদা বাচ্চাকাচ্চার ঝক্কি সামলান, চূড়ান্ত ঝামেলা। না, সেসব কিছুই নয়। শ্রেফ ছুটির দিনে সময় মাফিক হাজিরা দেওয়া। মিসেস ওয়েনের সেক্রেটারীর কাজ, ব্যস—ঐ পর্যন্তই।

বুদ্ধি করে একদিন এজেন্সিতে নামটা লিখিয়ে রেখেছিলাম, এখন তার সুফল ফলল। সেই এজেন্সি মারফতই তো এই সুখের চাকরীটা পাওয়া গেলো। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা চিঠিখানা, চিঠির প্রতিটি শব্দ যেন আমার মনের মতো, তাই বোধহয় গেঁথে গেছে মনে, স্পষ্ট এখনো—

'মহিলা-এজেন্সির সুপারিশে আপনাকে একটা চাকরীর খবর দিচ্ছি। আপনার উপযুক্ত বেতন আপনি পাবেন। রাজী থাকলে আগামী আটই আগস্ট থেকে আপনি আপনার নতুন কাজে যোগ দিতে পারেন। প্যাডিংটন স্টেশন থেকে বারোটা চল্লিশের ট্রেন ধরে ওকব্রীজ স্টেশনে নামবেন। সেখান থেকে আপনাকে আপনার চাকুরীস্থলে নিয়ে আসার জন্যে আমার একজন প্রতিনিধি থাকবে। এই চিঠির সঙ্গে আপনার রাহা-খরচ বাবদ এক পাউণ্ডের নোটে মোট পাঁচ পাউণ্ড পাঠালাম।

আপনার বিশ্বস্ত,
উনা নান্‌সি ওয়েন

চিঠিতে প্রেরকের ঠিকানা লেখা ছিল—নিগার আইল্যাণ্ড, স্টিকলহ্যাভেন, ডিভন।

নতুন চাকরীর খবরটা পেয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা গেলো। এই মাসটা স্কুলের ছুটি, একটা মাস কি করে কাটাবো, ভাবতে ভাবতে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। এরই মাঝে চিঠিটা ভাগ্যিস এলো। তা এই চাকরীটা মনের মতো হলে বরাবরের জন্য এখানেই থেকে যাবো। এখানে স্কুলের খেলাধূলা বিভাগের চাকরীটায় মন আর তেমন টানে না। যা বেতন তাতে পুরো মাসের না মেটে খরচ, না ভরে মন। এক এক সময় তো বড় বিরক্তিকর বলে মনে হয় এই চাকরীটা।

কিন্তু সিরিল, সিরিলের ব্যাপারটা—

যা হবার হোক, ও ব্যাপারে আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। যা হয়ে গেছে, তা তো আমি আর খণ্ডাতে পারি না। তাহলে অকারণ চিন্তা করে শুধু মনটাই বা খারাপ করি কেন!

ভাববো না বললেও কি চুপ করে থাকতে পারি। বড্ড জানতে ইচ্ছে হয়, করোনার কি আদৌ আমাকে সন্দেহ করেছেন? আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে করেননি। একটা সুখের ব্যাপার হলো, বরাবর তাঁর ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছি আমি। আর কেনই বা ধরবেন তিনি আমাকে?

আরো আছে—আমার বুদ্ধি আর সাহসের প্রশংসা নিজের মুখেই করেছেন তিনি অনেকবার। তাছাড়া আর একজনের তারিফ করতে হয় বৈকি, তিনি হলেন মিসেস হ্যামিল্টন। আমার ব্যাপারে যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন তিনি, ওঁর ওপর আমার এখন অগাধ বিশ্বাস। অতএব আবার কিসের ভয়।

যত ভাবি ভুলে যাবো, কিন্তু পারছি কই ভুলতে! উঃ, কি ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য ....আজো যেন স্পষ্ট ভাসছে চোখের সামনে। যেন মনে হয়, গতকালের ঘটনা, অত্যন্ত স্পষ্ট সেই ছবি, মাথা

ঘুরে যাওয়ার সেই ছবি—মনে আছে, সিবিলের মাথাটা একবার ডুবছে, আবার ভেসে উঠছে। আশা নিরাশার দোলায় দুলছিল সে তখন। আর এদিকে সাঁতার কেটে এগুচ্ছি অলস ভঙ্গিতে। আমি তখন বেশ বুঝে গেয়েছিলাম, আমি যতোই চেষ্টা করি না কেন ঠিক সময়ে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করা আর সম্ভব হবে না।

সুদূর বিস্তৃত দিগন্ত-প্রসারী সেই নীল ফেনিল জলরাশি, প্রায় পাহাড় সমান উঁচু উঁচু ঢেউ এসে বারবাব আছড়ে পড়ছে সমুদ্র-পারে। যেদিকে দু'চোখ যায় শুধু বালিয়াড়ি-তার ওপর শুয়েছিলাম আমরা দুজন, মানে আমি আরা হুগো, ও নাকি ভালবাসতো আমাকে।

হুগো। ও এখন আমার কাছে স্মৃতি, শুধুই স্মৃতি, ফেলে আসা দিনের যেন একটি অধ্যায়ের এক অস্পষ্ট ছায়া মাত্র। তাই হুগোর কথা আর ভাবতে চাই না। স্মৃতি শুধুই বেদনা.....

অতীত পেরিয়ে এবার বাস্তবে ফিরে এলো ভেরা। তাকালো চোখ মেলে। এবং চোখ মেলে ভাল করে তাকাতেই বিপরীত দিকের আসনে বসা সেই যাত্রীটির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেলো ওর। দীর্ঘদেহী পুরুষ, দোহারা-চেহারা, বাদামী রঙ গায়ের, চোখ দুটি বেশ ছোট ছোট, তার গোটা চেহারার মধ্যে কেমন যেন একটা কাঠখোট্টা ভাব। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, বিশ্বের অনেক দেশ তার দেখা হয়ে গেছে, অনেক কিছু দেখেছে, জেনেছে। অবশ্যই, না হয়েই যায় না।

ওদিকে বিপরীত দিকেব আসনে বসে থাকা যাত্রীটিও চুপ করে বসে থাকেনি, মেয়েটিকে মাছ-কাঁটা বাছার মতোন খুঁটিয়ে খুঁটিযে দেখছিল ফিলিপ লম্বার্ড।

হ্যাঁ, মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী বটে, মনে মনে ওর রূপের তারিফ করল সে, তবে একেবারে অপ্সরী না হলেও দেখতে বেশ, চোখে লাগার মতোন। একটা আলগা শ্রী আছে ওর চেহারায়। গোলগাল, সাদামাটা গড়ন। মাস্টারনী মাস্টারনী ভাব। মুখ দেখে মনে হয়, এই মেয়েটির ওপর নিঃসন্দেহে নির্ভর কবা যায়। ফায়দা কিছু না লুটুক, তবে এটা ঠিক, ক্ষতি-টতি করার সাহস পাবে না। তা একবার একটু পরখ করে দেখলে কেমন হয়।

না, থাক্, এখন ওসব চিন্তা মুলতুবি রাখাই ঠিক। যে কাজে আসা, সেটা ঠিক মতো সমাধা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না। আগে সেই কাজটা সারি। তারপর অন্য কাজটা একটু বিচিত্র ধরণের। বুড়ো ইহুদি আইজ্যাক মরিস শোনা যাচ্ছে রাতারাতি দানছত্র খুলে বসেছে। কিন্তু কেন? এর রহস্যই বা কি!

আইজ্যাকের কথাটা মনে পড়ে গেলো। বলেছিল সে, 'দেখুন ক্যাপ্টেন লম্বার্ড, তাড়াহুড়োর কিছু নেই, বেশ ভাল করে একটু চিন্তা-ভাবনা করে বলুন, কাজটা করতে আপনি উৎসাহী কিনা।'

'বলছেন একশো গিনি দেবেন?' আমার কথার মধ্যে একটা অনাগ্রহের সুর ছিলো, ইচ্ছে করেই আমি তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম, একশো গিনি আমার কাছে এমন কিছু লোভনীয় নয়। কিন্তু আসলে ঠিক তা নয়, আমার পকেট তখন একেবারে শূন্য। দুবেলা অন্ন সংস্থান করতে আমার তখন প্রায় প্রাণান্তকর অবস্থা। এ-হেন অবস্থায় স্বভাবতই একশো গিনি আমার কাছে তখন একটা বিরাট কিছু অবশ্যই, হ্যাঁ, সেটা আমার কাছে একান্ত কাম্য বটে!

ভেবেছিলাম বুড়ো আইজ্যাককে বুঝি বোকা বানিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার ধারণা একেবারেই ভুল, আসলে ও একটা আস্ত বাস্তুঘুঘু। বরং আমাকেই ফাঁদ দেখিয়ে ছাড়তে পারে। ওকে ঠকাবো আমি? না, কস্মিন কালেও সম্ভব নয়।

ভাবলেশহীন চোখে তাকালো আমার দিকে সে, তার কালো ছোপ ধরা দাঁতের ফাঁকে সামান্য একটু হাসি ফুটে উঠতে দেখেছিলাম। যেন একটু দৃঢ়স্বরেই বললো সে, 'একশোর বেশি হবে না, ওর ওপর আর উঠতে চান না ওঁরা।'

'কিন্তু আমাকে কি করতে হবে, মানে আমার কাজটা কি হবে জানতে পারি?'

'জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, যে কাজই হোক না কেন, মাথা ঠাণ্ডা রেখে করবেন, খুব সাবধানে পা ফেলবেন, করার আগে ভাল করে ভাববেন, ব্যস। এই পর্যন্ত। আর আমার কাজ হলো আপনার হাতে একশো গিনি তুলে দেওয়া। এই নিন একশো গিনি। এখন আপনার গন্তব্যস্থল হলো নিগার আইল্যাণ্ড। ওকব্রীজ স্টেশনে নেমে তারপর যেতে হবে স্টিকলহ্যাভেনে, সেখান থেকে লঞ্চে করে নিগার আইল্যাণ্ড। আমার মক্কেল অপেক্ষা করবেন আপনার জন্যে সেই দ্বীপে।'

'তা কাদের জন্য কতদিন সেখানে থাকতে হবে আমাকে?'

'খুব বেশিদিন নয়, বড়জোর সপ্তাহখানেক।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু আপনি তো জানেন,' তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে বললাম, 'কোন বে-আইনী কাজে আমার একেবারেই আগ্রহ নেই। তাই বলছিলাম কি—'

'আরে, আগে থেকেই ওসব চিন্তা করছেন কেন?' আমাকে থামিয়ে দিয়ে আইজ্যাক বলছিল, 'তেমন বে-আইনি কাজ দেখলে আপনি করবেনই বা কেন! তখন পত্রপাঠ চলে আসবেন, বুঝলেন?'

ব্যাপার দেখো! বাস্তুঘুঘুটা এমন ভাবে কথা বললো, যেন কিছুই জানে না সে। অথচ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সব জানে ও। ভাঙবে তো মচকাবে না। হতচ্ছাড়াটা সব খবরই রাখে, কিন্তু আমার কাছে চেপে যেতে চাইল। ওকে আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। একবার তো ও আমাকে—না, থাক। যা হওয়ার হয়ে গেছে, পুরনো কাসুন্দি এখন না ঘাঁটাই ভাল। এখন আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হলো নিগার আইল্যাণ্ড—এখন আমার সব মন-প্রাণ জুড়ে রয়েছে প্রকৃতির সৌন্দর্যে ঘেরা সেই সবুজ দ্বীপটি। আঃ কি মজাই না হবে সেখানে গেলে। ক'টা দিন দারুন স্ফূর্তিতে কাটানো যাবে।

এতোবড় ট্রেনটায় মাত্র একটাই কামরা অধূমপায়ীদের জন্য। তাই দেখে শুনে এই কামরাটাতেই উঠেছিলেন মিস্ এমিলি ব্রেন্ট। ধূমপায়ীদের কামরার কথা অনুমান করে নিয়ে ভাবতে গিয়ে তাঁর গা ঘিন্‌ঘিন্ করে ওঠে। চারিদিকে চুরুট তার সিগারের ধোঁয়ায় কুণ্ডলী, উঃ অসহ্য! আচ্ছা, রাশি রাশি ধোঁয়া উড়িয়ে কি সুখ যে পায় লোকগুলো, ভেবে পান না তিনি।

সোজা হয়ে বসেছিলেন তিনি তাঁর আসনে। হেলান দিয়ে বসাটা তাঁর ধাতে সয় না, ওঁর মতে যাদের মেরুদণ্ড বলতে কিছু নেই তারাই হেলান দিয়ে বসে। বয়স তাঁর পঁয়ষট্টি। তব এতো বয়সেও একটুও বুড়িয়ে যাননি তিনি এখনো। রাস্তায় হাঁটেন মেরুদণ্ড টানটান থাকে তার, বসেনও সোজা হয়ে। কর্ণেলের মেয়ে তিনি, এ সব আদব-কায়দা সেই কোন্ ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছেন তিনি, এবং সেই ভাবেই চলে আসছেন আজো।

আগেকার দিনে শিক্ষা-দীক্ষা, তাদের আদব-কায়দার ধরণই ছিলো অন্য রকম। স্বাস্থ্য ও চরিত্র

গঠণের মধ্যে একটা নিষ্ঠার ভাব ছিলো। কিন্তু এখন! দিনকে দিন সব যেন কেমন উধাও হয়ে গেলো। এখনকার ছেলে-মেয়েরা যেন এক একটা ননীর পুতুল, গাল টিপলে দুধ বেরোয়। আজকালকার নব্য মানুষজনদের জীবন ও কাজকর্ম করার পদ্ধতির বিষয়ে এই রকম বিতৃষ্ণা নিয়ে নীরবে বসেছিলেন মিস্ ব্রেন্ট তাঁর আসনে। প্রচণ্ড ভীড় ছিলো কামরায, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড গরম, তবু বিন্দুমাত্র বিচলিত নন তিনি। অথচ অন্য সব যাত্রীদের কতই না অভিযোগ, কতই অস্বস্তি বোধ! তাদের না আছে একটু ধৈর্য, না আছে একটু ভদ্রতাবোধ। এব জন্যে যে তাদের সহযাত্রীদের কি অসুবিধে হতে পারে, সেটা চিন্তা করারও প্রয়োজন মনে করে না তারা। কি বিচিত্র মানুষ!

আব মেযেগুলোও কেমন সমানে তাল দিয়ে চলছে পুরুষদের সঙ্গে আজকাল। ওদের ধিঙ্গি পনা দৃষ্টিকটু। গরমের দোহাই দিযে দেখা যাবে, সমুদ্রেব তীরে গিয়ে কোন বকমে দেহের সব পোষাক আসাক খুলে ফেলে, শবীবটা যতখানি সম্ভব পাঁচজনকে যেন না দেখালেই নয়, রোদ পোয়ানোর ছুতো করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে বালিব ওপর। যতো সব ভণ্ডামি, ন্যাকামি!

একবাশ বিরক্তি আব ঘৃণায় ভুরু কোঁচকালেন মিস্ ব্রেন্ট। সহ্য কবতে পারেন না তিনি এ সব ন্যাকামি। তবু নিজেব মনেই তিনি বললেন, যার যা খুশি করুকগে, আমি বাবা এসবের মধ্যে নেই। আমি আমাব আদর্শ নিয়ে থাকতে চাই। কোন কিছুর বিনিময়েই আমি আমার আদর্শকে বিসর্জন দিতে পাববো না। এসব বেলেল্লাপনাদের কথা ছেড়ে দিয়ে আমি এখন নিজের কথা, স্রেফ নিজের কথা নিয়েই ভাবতে চাই—

হ্যাঁ, এখানে যার আহ্বানে তাঁব নিগার আইল্যাণ্ডে যাওয়া, তার সেই চিঠিব প্রতিটি অক্ষর এতদিনে একেবাবে মুখস্থ হয়ে গেছে।

প্রিয় মিস্ ব্রেন্ট,

আমার বিশ্বাস, আপনি আমাকে ভুলে যাননি একেবারে। মনে আছে আপনার সেই বেলহ্যাভেন গেস্টহাউসের কথা, সেখানে কয়েক বছর আগে পুরো আগস্ট মাসটা কাটিয়েছিলাম দুজনে? মনে করতে পাবছেন না তো? ঠিক আছে, আমি আপনাকে সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছি—আমাদের দুজনের স্বভাবে এতো মিল ছিলো, যার জন্যে আমরা পরস্পরের কাছে অচিরেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হযে পড়ি, এবার মনে পড়ছে?

তা এবার আর অন্য কোথাও থাকা চলবে না। আপনাকে একটা সুখবর দিই, ডিভনের উপকূল ছাড়িয়ে খনিকটা দূরে নিজেই একটা গেস্টহাউস খুলেছি। এখানে বিলাসিতার বালাই নেই, সাদামাটা খাবারের সুবন্দোবস্ত আছে, পরিবেশে যতোটা সম্ভব পুরনো দিনের ছাপ রাখার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এখানে কাউকে বেলেল্লাপনা করার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেওয়া হয় না।

এবার গ্রীষ্মে ছুটি উপভোগ করার জন্যে চলে আসুন আমার গেস্টহাউসে, এই আমার ইচ্ছা। আপনাকে অতিথি হিসাবেই রাখতে চাই, তাই খরচ-পত্তর নিয়ে খামোকা চিন্তার কিছু নেই। আসুন, যতদিন খুশি থাকুন এখানে, ভাল না লাগলে চলে যাবেন, জোর করবো না, তাহলেই হলো তো? কোন দ্বিধা না করে চলে আসুন, পারেন তো চলে আসুন না আগামী আট তারিখে!

প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে—
ইউ. এল. ও

চিঠির বক্তব্য তো খুবই ভাল, আন্তরিকতায় ভরা। কিন্তু মুশকিল হলো, পত্রপ্রেরকের নামটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সইটা জড়ানো, খুবই অস্পষ্ট। এরই মাঝে কোন রকমে ঐ তিনটি আদ্যাক্ষর পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আজকাল সব সই-এর যা বহর, হস্তরেখা বিশারদদের কাছেও সঠিক নাম উদ্ধার করা একেবারেই অসম্ভব।

বেলহ্যাভেনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে। কে, কে হতে পারে সে? আর সে পুরুষ, নাকি মহিলা? সাকুল্যে দুবার বেলহ্যাভেনে গেছেন তিনি। মনে আছে সেই মাঝবয়সী ভদ্রমহিলার কথা—খুব ভাল লেগেছিল তাঁকে, কিন্তু কি যেন নাম ছিলো তাঁর? ঠিক সময়ে আজকাল স্মৃতিশক্তিটা বড় বিশ্বাসঘাতকতা করে, কিছুতেই আর মনে পড়ে না নামটা। হ্যাঁ, এবার যেন মনে পড়ছে তাঁর নামটা মিসেস অলটেন, না, বোধহয় মিসেস অরমেন। না, ও দুটোর কোনটাই নয়। অ-অ-অ, হ্যাঁ, এবার ঠিক মনে পড়েছে, মিসেস অলিভার, হ্যাঁ, মিসেস অলিভারই ছিলো ভদ্রমহিলার নাম।

নিগার একটি দ্বীপ—একসময় এই দ্বীপটিকে কেন্দ্র করে প্রচুর লেখালেখি হতো সংবাদপত্রে, সেই সুবাদে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল এই নিগার আইল্যাণ্ড! সেই সব খবরের তালিকায় তখন নাম শোনা যেত এক চিত্রতারকার, নাকি সেই আমেরিকাবাসী কোটিপতি ভদ্রলোকের — কে জানে, ঠিক মনেও নেই। আর মনেই বা থাকবে কি করে? উঃ, সে কি আজকের কথা? অনেক, অনেক আগের কথা—।

যাক গে, সঠিক সময়ের হিসাব করতে বসে মিথ্যে সময়ের অপচয় বই তো আর কিছু নয়! ও নিয়ে আমার মাথা ঘামানোরও কোন প্রয়োজন নেই। আমি যাচ্ছি সেখানে ছুটি উপভোগ করতে। কয়েকটা দিন থাকবো, আমোদ করবো, বাস তাতেই আমার যথেষ্ট। আর বাড়তি লাভের মধ্যে সেখানে থাকা-খাওয়ার কোন খরচ হবে না আমার, এটাই সব থেকে বড় লাভ আমার।

আজকাল আমার আয় যৎসামান্য, সেই দিন আর নেই, শেয়ারের ডিভিডেন্টের টাকা কমেই শুধু যায়নি, বড় অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। এদিক-ওদিক করে, অপ্রয়োজনীয় খরচগুলো ছাঁটাই করে কোন রকমে চলে যায় সংসার। সে কথা চিন্তা করলে নিখরচায় এমন একটা লোভনীয় বন্দোবস্ত, সেটা কি কম সুখের?

এই পর্যন্ত সবই ভাল চলছিল, সুন্দর এবং সুষ্ঠ ভাবে—কেবল সেই একটি নাম মিস্ না মিসেস আলটেন, নাকি অরমেন? না অরমেন না, তবে কি অলিভার! সঠিক নামটা যদি জানা যেত?

ট্রেন তখন এক্সেটার জংসনে ঢুকছে, জানালা পথে মুখ বাড়িয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন জেনারেল ম্যাকআর্থার। জিনিষপত্র গোছগাছ করতে শুরু করে দিলেন তিনি—এক্সেটার স্টেশনে নেমে গাড়ি বদল করতে হবে। এটুকু পথ এসেই বিরক্তবোধ করলেন তিনি। ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেনগুলো কতই না মন্থর, নড়তে চড়তে আঠারো মাস। এতো সময় লাগার কথা নয়। সোজা পথে নিগার আইল্যাণ্ড বলতে গেলে এক রকম ঘরের কাছেই।

গোছগাছ করার ফাঁকে জেনারেল ম্যাকআর্থার ভাবলেন, এই ওয়েন লোকটি কে? স্পুফ লেগার্ড না জানি ডায়ার্স, কার, কার বন্ধু সে?—

'আপনার অতীত দিনের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবরা আসছেন এখানে। তা আপনিও চলে আসুননা? খুব ভাল হত, বেশ জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে'খন—'

একটা নিঃস্বার্থ আমন্ত্রণ, লোভনীয় আকর্ষণও বটে! পুরনো সব বন্ধুদেব সঙ্গে মিলিত হতে কারই বা মন চায় না। এই বয়সে নতুন করে কার সঙ্গেই বা মেলা-মেশা করবেন? তাছাড়া এ-প্রসঙ্গে কথা উঠলে আজকাল বন্ধু-বান্ধবরা কেমন যেন এড়িয়ে চলে। মনে পড়ে যায় সেই বছরটার কথা। কিন্তু সে তো আজ বছর তিরিশ আগেকার কথা—তামাদি হয়ে গেছে কবেই! সেদিন আর্মিটেজ যদি না মুখ খুলতো, না আজকাল ছেলে-ছোকবাদের বিশ্বাসই করা যায় না। কে কি বললো, কিংবা কে কতখানি জানলো বোঝা মুশকিল, মনে হয় ঈশ্বরই হয়তো জানেন। যাইহোক যে যার খুশী মত বলুক, আমার তাতে কি এসে যায়? কতো লোক আমার অজ্ঞান্তে কত কিছুই না বলে থাকে। সব কথা সরাসরি আমার কানে না এলেও তাতে কিছু আসে যায় না, গুজবে কান দেবার মতো অতো সময়ই বা কোথায়? তাছাড়া চলা পথ আর বলা মুখতো আর বন্ধ করা যায় না আজকাল। নিগার আইল্যাণ্ডের মানুষগুলোই এইরকম। আর গুজবে কান দেওযার ব্যাপারটা বেমালুম চেপে দেওয়াই তাদের কাজ। কিন্তু তা নিয়ে মন খারাপ করাটা উচিৎ নয়, গুজবের তো আর মা বাপ নেই? যখন খুশি যেখানে খুশি বললেও তাতে আমার কি এসে যায়? এক্ষেত্রে গুজব কানে না তোলাই ভাল।

যে যাই বলুক, সেই আমেরিকাবাসী কোটিপতি এলমার রোবসনই নাকি এই দ্বীপটির আসল মালিক। বহু টাকা ব্যয় করে তৈবি করেছিলেন সুন্দর একটা প্রাসাদ। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে মনেব মতো করে গড়িয়েছিলেন সেই প্রাসাদ। কিন্তু—

এই সময় বাধা পড়লো তাঁর চিন্তায়। বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেলেন তিনি, ট্রেনটা এসে থেমেছে এক্সেটার স্টেশনে। কোন তাড়াহুড়ো নেই, ধীবে ধীরে নামলেন ট্রেন থেকে তিনি। কব্জি-ঘড়ির ওপর চোখ রেখে হিসাব কবে দেখলেন, বদলি-ট্রেনের জন্য পাক্কা এক ঘন্টা অপেক্ষা কবতে হবে তাঁকে। ওঃ! যন্ত্রণার একশেষ একেবারে!

ডঃ আর্মস্ট্রং তাঁর ছোট মরিস গড়িটি সালিসবারির রাজপথ ধরে দ্রুতবেগে চালাচ্ছিলেন। একটানা অনেকটা পথ গাড়ি চালিযে এসে এখন খুবই ক্লান্ত তিনি। মনে মনে ভাবছিলেন, পথে কোথাও গাড়ি থামিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে মন্দ হতো না। আজ তিনি সফল তাঁর পেশায়। তবে এ সাফল্য কুসুমাস্তীর্ণ নয়। মনে পড়ে, এমনো দিন গেছে, হারলি স্ট্রীটের আধুনিক কায়দায় সাজানো-গোছানো চেম্বারে বসে রুগীর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে সারাটা দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে, তবু রুগী আসেনি একটিও। তবে চিকিৎসক হিসাবে বড় একটা খারাপ ছিলেন না তিনি। চিকিৎসা পদ্ধতি বেশ ভালই জানা ছিলো তাঁর। বয়সও কম ছিলো তখন, দেখতে-শুনতে বেশ ভাল ছিলেন। তা সত্বেও কেন জানি না শুরুতে তেমন পসার কেন যে জমেনি তার কারণ বোধহয় নিজেও জানতেন না তিনি।

অবশেযে একদিন ভাগ্য ফিরল তাঁর। রুগীর সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চললো, জমজমাট চেম্বার। দু'হাত ভরে এলো অর্থ, এলো সম্পদ, এলো মান যশ সব কিছুই। তাঁর রোগ বিশ্লেষণ একেবারে নিখুঁত। সঙ্গে সঙ্গে দুচারজন বিত্তবান রোগিনীও জুটে গেলো, তারা তাঁর অনুরক্ত হয়েও পড়লো অচিরেই। ব্যস, আর পাওয়ার বাকি রইলই বা কি? তাঁর প্রশংসা তখন সবার মুখে মুখে। তাঁর অনুরক্ত রুগীদের বক্তব্য ছিলো এই রকমঃ 'শুধু শুধু অসুখে কষ্ট পাচ্ছেন কেন? আমার কথায় আস্থা রেখে না হয় একবার ডঃ আর্মস্ট্রংকে দেখিয়েই আসুন না কেন—ছোকরা ডাক্তার হলে

হবে কি, বুদ্ধিতে বয়স্ক ডাক্তাররাও হার মানতে বাধ্য তাঁর কাছে। আর রোগ নির্ণয়? একেবারে নিখুঁত! আরে আমার কথা যদি বিশ্বাস নাই হয়তো আমাদের পামের কথাই ধরুন না কেন বেচারী কতো ডাক্তারই না বদলালো, কিন্তু রোগ আর সারে না তার। শেষে একদিন আমিই তাকে জোর করে ডঃ আর্মস্ট্রং-এর চেম্বারে নিয়ে গেলাম। ভাল করে দেখে-শুনে প্রেসক্রিপসন লিখে দিলেন তিনি। তাঁর নির্ধারিত ওষুধ কয়েকদিন খেতেই পাম-এর দুরারোগ্য রোগ পালিয়ে যেতে পথ পেলো না। কথায় বলে যার ভাগ্য সহায়, তাকে উন্নতির শিখর থেকে নামায় কার সাধ্য! এবং হলোও তাই শেষ পর্যন্ত।

লক্ষ্যে পৌঁছনোর পর চেম্বার ভর্তি রুগী সামলাতে হিমসিম খেয়ে উঠতে হয় তাঁকে। এখন দম ফেলবার সময় নেই একটুও। তবে গোড়ায় এমনি কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে ভাল লাগতো তাঁর, কিন্তু এখন ক্লান্তি আসে ভীষণ!

তবে আজ আর ক্লান্তি নয়। আজ সকাল থেকেই বেশ খুশি খুশি ভাব তাঁর। তার কারণ ডিভনের উপকূলে যাচ্ছেন তিনি কটা দিন কাটিয়ে আসবেন, তাতেই তাঁর এতো খুশি। এ যাওয়া যদিও ছুটি উপভোগ করার জন্যে নয়, কর্তব্যের খাতিরে যাওয়া, তবু রথ দেখা, সেই সঙ্গে কলা বেচার মতোন একটু বেরিয়ে আসা, মন্দ কি। অবশ্য চিঠিতে স্পষ্ট করে কিছু লেখা নেই, কিন্তু চিঠির সঙ্গে পাঠানো মোটা অঙ্কের একটা চেক। কম লোভনীয় নয়। পনেরোটা দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করলেও ঐ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা যেতো না।

তবু মিঃ ওয়েনের উদার মন বটে। এক সঙ্গে অতোগুলো টাকা অগ্রিম ছাড়াও সেখানে গেলে আরো কতো দেবেন কে জানে। অথচ চিঠিতে উনি যা লিখেছেন, তাতে তোমার মনে হয় না, ব্যাপারটা খুব একটা গুরুতর। স্ত্রীর অসুখে স্বামী বেচারা খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন। তাঁর স্ত্রী নাকি ডাক্তার দেখলেই ভয় পান, তাঁর নার্ভ নাকি— তাই তাঁর স্ত্রীর অজান্তে কায়দা করে রোগ নির্ণয় করতে হবে, রিপোর্ট দিতে হবে মিঃ ওয়েনকে।

স্ত্রীর নার্ভ নাকি খুবই দুর্বল, ভুরু কুঁচকে উঠলো ডঃ আর্মস্ট্রং-এর, এই সব মেয়েদের রকম-সকম দেখলে তাজ্জব বনে যেতে হয়। যাকগে বাপু, আমার তাতে কি? আগাম টাকা যখন হাতে এসে গেছে, রোগিনীর নার্ভ যাই হোক না কেন, তাঁকে দেখতে তো যেতেই হবে। ডঃ আর্মস্ট্রং এ-পর্যন্ত যতোগুলো মহিলা রোগিনীর চিকিৎসা করেছেন, তাদের মধ্যে অর্ধেক নার্ভ-এর অসুখে ভুগছে—এ অসুখের উৎস হলো একাকীত্ব এবং নিঃসঙ্গতা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তাদের এই রোগের ব্যাপারে উপদেশ দিতে গেলেই অমনি গোসা হয়ে যাবে, সেটা অন্য ভাবে নেবে। আরে বাপু, আমার উপদেশ যদি তোমাদের মনঃপুত নাই হয় তো কে তোমাদের মাথার দিব্বি দিয়েছে একা একা থাকার জন্য, তা একটা সঙ্গী জুটিয়ে নিলেই তো পারো। শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করা কেন!

এ সব রোগিণীদের জন্যে প্রেসক্রিপসনের বয়ান একই রকমের—অমুক গ্রন্থি কিংবা অমুক প্রত্যঙ্গ, (কয়েকটা বড় বড় গালভরা নাম ঢুকিয়ে দিলেই চলবে) সামান্য একটু অস্বাভাবিকতা, তাতে তেমন গুরুতর কিছু নয়। কিছুকাল চিকিৎসা করলেই আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে রোগিণী। এর চিকিৎসা অতি সাধারণ।

আরে বাপু, সব সময় রোগ ওষুধে সারে না, বিশ্বাস রাখতে পারলে অনেক রোগ বিনা ওষুধেই সেরে যায়। কথায় আছে ওষুধ না খেলে তিনদিনে, আর ওষুধ খেলে সাতদিন। এই

যে আমরা চিকিৎসকরা সময় সময় রুগীর মানসিকতা লক্ষ্য করে (হয়তো এমন কোন রুগী আছে, যারা মনে করে থাকে, সাদা সাদা ওষুধ খেলেই তার রোগ বুঝি সেরে যাবে) প্রয়োজনে শিশিতে স্রেফ রঙীন জল ঢেলে ওষুধ বলে যে চালিয়ে দিই, তা কি কেউ ধরতে পারে? পারে না। ঐ যে বললাম, বিশ্বাসে রুগীর অর্ধেক রোগ সেরে যেতে বাধ্য আর বাকিটা ওষুধের গুণে সারে।

হ্যাঁ, সঠিক রোগ নির্ণয় তো ছিলোই ডঃ আর্মস্ট্রং-এর, তার ওপর সেই যে তাঁর ভাগ্যের চাকাটা ঘুরতে শুরু করলো, তারপর থেকে দুর্বার গতিতে বেড়ে চলেছে তাঁর পসার, সঙ্গে সঙ্গে আয়ের অঙ্কটাও। সে আজ দশ, না দশ নয় পনেরো বছর অতিবাহিত হলো। উঃ ভাবলে আজও বুকটা কেমন কেঁপে ওঠে বেদনায়, অভাব অনটনে দিন কাটছে তখন। মনে একটুও শান্তি নেই, নেই স্বস্তি। দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার মতো রোজগার করে উঠতে পারিনি তখনো। মদ খাওয়াটা একটা ভয়ঙ্কর বিলাসিতা বই আর কিছু নয় বলেই মনে হতো তখন। মনে তখন দারুন চিন্তা—

প্যাক্ — প্যা — আ — ক্......

হোঁচট খেলো ভাবনা। তীব্র হর্ণের আওয়াজে পাহাড়-মাঠ-প্রান্তর কাঁপিয়ে ঝড়ের বেগে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেলো একখানি স্পোর্টস্-গাড়ি। দেখেছ ছোকরার কাণ্ড! কম করেও ঘন্টায় আশী মাইল বেগে গাড়ি চালাতে আছে গ্রাম-গঞ্জের রাস্তায়? বয়স কম, তাই এমন ডাকা-বুকো, এতো তেজ! আর বাপু, এখানে কেন? তেজ দেখাতে হয় তো অন্য কোথাও গিয়ে দেখাও না। এ সব বোকামো ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে! বোকার হদ্দ সব।

বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে মরিসটাকে কাটিয়ে টনি দেখলো, সামনে যতদূর দৃষ্টি ফেলা যায় ফাঁকা, নির্জন রাস্তা। বিনা বাধায় গাড়ি চালানো যাবে এবার। সঙ্গে সঙ্গে সে তার মার্স্টন গাড়ির গতি দিলো আর একটু বাড়িয়ে।

মরিস গাড়িটা সেই থেকে জ্বালাচ্ছিল তাকে, গাড়ির গতি বাড়াবে না, আবার অন্যাকে পথও ছেড়ে দেবে না কিছুতেই। পুরনো মডেলের গাড়িগুলোর ওপর এই সব সেকেলে লোকেদের কি যে দুর্বলতা! আরে বাবা তুমি না হয় পুরানো যা কিছু আঁকড়ে ধরে রাখতে চাও, কিন্তু তোমার ঐ শম্বুক গতি সম্পন্ন গাড়িটি যে অন্যের বিরক্তির কারণ হতে পারে এ কথাটাও কি ভেবে দেখেছ? দাও না বেচে গাড়িটা! আর কেনার কোন খদ্দের না থাকলে পেট্রল ঢেলে দাও দেশলাই জ্বেলে, নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ল্যাটা চুকে যাক। ইংল্যাণ্ডের মানুষগুলো যেন কেমন! হাজার হাজার বছরের পুরনো ঝরঝরে বাতিল-যোগ্য জিনিষগুলো নাকি তাদের কাছে এক একটা সম্ভ্রমের প্রতীক, আভিজাত্যের ছাপ আছে বলে চালিয়ে দিতে হবে। আজব ব্যাপার! কিন্তু ফ্রান্সে এমনটি হয় না। অনেক, অনেক ভাল ফ্রান্স, এদিক দিয়ে ফ্রান্স বহু যোজন এগিয়ে আছে ইংল্যাণ্ডের থেকে।

জায়গাটার নাম মেয়ার। এখানেই গাড়ি থামিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক। গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ, আর গাড়ি চালানোই যাচ্ছে না। গাড়ির কলকব্জা ঠিক থাকলেও তার দেহের কলকব্জা বিগড়ে যেতে পারে। ঘড়ি দেখল, হাতে সময় আছে অনেক এখনো। শ'খানেক মাইল কিংবা তারও কিছু বেশি এখনো পারি দিতে হবে তাকে। সামনেই ছিল একটা শুঁড়িখানা, টনির শুকনো মুখে জল নেমে এলো।

শুঁড়িখানায় গিয়ে ঢুকলো টনি গাড়ি থেকে নেমে। হুইস্কির ফরমাস দিলো। সঙ্গে একটু বেশি করে বরফ দিতে বললো ওয়েটারকে। উঃ যা গরম! এমন গরম আবহাওয়া থেকে নিগার দ্বীপে গেলে দারুন জমবে। শুঁড়িখানায় বসে একটু চিন্তা করার অবসর পেলো টনি। এখন সে ভাবছে ওয়েনদের কথা, এরা কারা? এরা যে টাকার কুমির, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বেছে বেছে ওদের মতো বিত্তবানদের ঠিক খুঁজে বার করেছে বাড়্গার। বেচারী! নিজে কপর্দকহীন হলে হবে কি, দুনিয়ার বড় বড় ধনী মহাজনদের হাঁড়ির খবর তার নখদর্পণে।

মনে হচ্ছে মদের বন্যা বইবে টেবিলে। টাকার কুমির, অথচ মরায় আসক্তি, এ রকম বিচিত্র মানুষ তো চোখে পড়েনি আজ অবধি। আর সেই সঙ্গে যদি গ্যাব্রিয়েল টার্লকে পাওয়া যায় সেখানে, তাহলে তো আর বলার কিছু নেই। চিত্রতারকার সঙ্গ বলে কথা! দারুন ব্যাপার। কিন্তু টার্ল যদি না থাকে? তাতে কিছু এসে যাবে না। আরে অতো বড় একটা প্রাসাদে একটা দুটো মেয়েও থাকবে না, সেটা কি হয়!

শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির সামনে টনি তার শরীরটা সোজা টান-টান করে দাঁড়ালো, ঘুম পাচ্ছিল, হাই তুললো। ট্রাউজারের বকলসে ঝোলানো নীল চশমাটা টেনে নিয়ে চোখে পড়লো। গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করলো সঙ্গে সঙ্গে।

পথ চলতে গিয়ে কয়েকটি মেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তাদের শ্যেন দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ টনির ওপর। ভাবছে তারা, এ আবার কে? কোন চিত্রতারকা-টারকা নাকি! দেখতে সুপুরুষ, দীর্ঘদেহী, এক মাথা কোঁকড়া চুল, বাদামী রঙ গায়ের, সব চেয়ে সুন্দর তার নীল গভীর দুটি চোখ। চিত্রতারকার সবকটি গুণ যেন মিশে আছে ছোকরাটির মধ্যে। কিন্তু কে এই যুবকটি?

গীয়ার বদল করে গাড়ি চালাতে শুরু করলো মার্স্টন। নিমেষে গাড়ির গতিবেগ বাড়লো। তারপরেই কাঁচা রাস্তা থেকে উঠে এলো গাড়িটা পাকা রাস্তায়। তার গাড়ির প্রচণ্ড গতি দেখে পথচারীরা সরে দাঁড়িয়ে তার চলার পথ মসৃণ করে দিলো। তাদের সমীহ করার ধরন দেখে মৃদু হেসে গাড়ির গতি আরো বড়িয়ে দিলো মার্স্টন, আশী থেকে এক লাফে একেবারে একশোতে। যেন সে জয়যাত্রায় মেতে উঠেছে, চলেছে কিছু একটা জয় করতে, কিন্তু সে জয় কিসের.... আপাততঃ তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না সে। তার একমাত্র লক্ষ্য এখন নিগার আইল্যাণ্ড.....

মিঃ ব্লোরও সেই ট্রেনের একজন যাত্রী। উঠেছেন তিনি প্লিমাউথ থেকে। কামরায় তাঁর একমাত্র সহযাত্রী একজন প্রৌঢ়, নাবিকের মতো চেহারা, ঘোলাটে চোখ তার। আশ্চর্য, কি বকতে পারে লোকটা, মুখ ব্যথা হয় না। যাইহোক, একটু আগে সে তার বক-বকানি থামিয়েছে, ঘুমোচ্ছে ঘাড়-মুখ গুঁজে।

এই ফাঁকে পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবই আর পেন্সিল বার করে কি যেন লিখলেন তিনি। লেখা বন্ধ করে স্বগোক্তি করলেন তিনি—আমাকে বাদ দিয়ে বাকি কজন হলো এইরকম, এমিলি ব্রেন্ট, ভেরা ক্লেথর্ন, ডঃ আর্মস্ট্রং, অ্যান্টনি মার্স্টন, বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ, জেনারেল ম্যাকআর্থার, ফিলিপ লম্বার্ড, মিঃ রগার্স ও তাঁর স্ত্রী মিসেস রগার্স। শেষোক্ত দুজন একাধারে ভৃত্য এবং খানসামা।

নোটবই এবং পেন্সিল পকেটে চালান করে দিয়ে সামনের ঘুমন্ত ভদ্রলোকটির দিকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে ভাবলেন তিনি, তাহলে আমাকে নিয়ে হলো মোট দশজন! চমৎকার জমবে......

তারপর তিনি তাকালেন খোলা জানালাপথের দিকে— একেবারে শুরু থেকে ভাবতে বসলেন ঘটনাটা। কাজটা তাহলে বেশ সহজ হবে বলেই মনে হচ্ছে। হঠাৎ কেন জানি না তাঁর মনে হলো, তাঁকে ঠিক চাকুরী-প্রার্থী বলে মনে হচ্ছে তো। সন্দেহ নিরসন করার জন্য এগিয়ে গিয়ে বেসিনের আয়নাটায় নিজের চেহারাটা একবার দেখে নিলেন তিনি। কদিন দাড়ি-গোঁফ না কামানোর দরুন মুখটা বেশ ভারিক্কী দেখাচ্ছে, মুখে একটা মিলিটারী মেজাজ এসেছে। বাদামী চোখ, হ্যাঁ, সব মিলিয়ে নিজেকে বেশ উপযুক্ত চাকুরী-প্রার্থী বলেই মনে হচ্ছে, তাই না! নিজেকে একজন মেজর বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু দলে যে একজন মিলিটারী আছে, যদি ধরা পড়ে যাই তার কাছে, না থাক, অত বড় একটা ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।

আমার পরিচয় কি যেন হবে? হ্যাঁ, দক্ষিণ আফ্রিকার লোক হবো আমি। হুঁ, দক্ষিণই ভাল। ঐ অঞ্চলে বড় একটা যায় না কেউ। আর মনে হয় না, দলের কেউ দক্ষিণ আফ্রিকায় গেছে কখনো। টুরিস্টগাইড পড়ে ঐ অঞ্চলের সব জায়গুলো মোটামুটি ভাবে মুখস্থ হয়ে গেছে, মনে হয়, প্রশ্নবাণে কেউ আমাকে নাজেহাল করতে পারবে না। দক্ষিণ আফ্রিকা উপনিবেশ হওয়ায় সুবিধে অনেক, পৃথিবীর সব দেশের লোকজনদের যাতায়াত আছে ওখানে। আমিও যেন গিয়েছিলাম সেখানে ভাগ্যের অন্বেষণে, মোটা টাকা রোজগার করে ফিরছি। এটাই যথেষ্ট, সমাজে মিশতে আমাকে কে আর আটকায় এখন?

নিগার আইল্যাণ্ড! ছেলেবেলায় একটা অস্পষ্ট স্মৃতি এখন মনে পড়ছে, নদীতীর থেকে মাইল খানেক দূরে সেই পাহাড়, শঙ্খচিলের ঝাঁক, আকাশে—অনেক উঁচু আকাশে তাদের কতকটা ফুলস্টপের মতো মনে হতো, পাহাড়টা দেখতে ছিলো অনেকটা মানুষের মাথার মতো, কালো কুচকুচে মাথা, পুরু ঠোঁট, নামটাও তাই নিগাব আইল্যাণ্ড, নিগ্রোর অপভ্রংশ নিগার।

সত্যি ভাবতে অবাক লাগে, এমন এক নির্জণ অখ্যাত দ্বীপে গিয়ে যে কেউ অমন বিরাট প্রাসাদ বানাতে পারে। জায়গাটা তেমন আকর্ষণীয় কিংবা লোভনীয় তেমন নয়। তাছাড়া ওখানকার আবাহাওয়া শোনা যায় মাঝে মাঝে খুব বিশ্রী হয়ে ওঠে। তবে কোটিপতিদের কাছে সব রকম খেয়ালই শোভা পায়। অঢেল টাকা থাকলে কারোর মাথায় এমন অদ্ভুতঅদ্ভুত খেয়াল আসে বৈকি! তা না হলে....থাক, বিত্তবানদের খেয়ালীপনা নিয়ে আমার অতো চিন্তা কিসের? যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি যাচ্ছি সেটা পূরণ হলেই যথেষ্ট।

সেই এক মাত্র যাত্রীটির ঘুম ভাঙতেই তাকালো তাঁর দিকে,'সমুদ্রের তীরে তো যাচ্ছেন, তবে সমুদ্রকে যেন বিশ্বাস করবেন না কখনো।'

'হ্যাঁ, যা বলেছেন—'

'ঝড় এলো বলে!' লোকটি আপন মনে বিড়বিড় করে বকলো।

'ঝড়?' অবাকই হলেন মি. ব্লোর, 'ঝড় আসতে যাবে কেন। এখন সেখানকার আবহাওয়া তো শুনেছি চমৎকার —'

'চমৎকার। আবহাওয়া কারোর কোনো কথার তোয়াক্কা করে না, বুঝলেন মশাই। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ঝড় আসছে সেখানে প্রচণ্ড বেগে।'

লোকটির অনুমান নিয়ে অহেতুক তর্কে যেতে চাইলেন না মিঃ ব্লোর, তাই চুপ করে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন তিনি।

একটা ষ্টেশনে ট্রেনটা থামতেই উঠে দাঁড়ালো লোকটি। 'এখানে আমাকে নামতে হবে।'

দরজার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার সে, পিছন ফিরে সেই সাবধান-বাণীটি উচ্চারণ করতে ভুললো না, 'মনে রাখবেন, ঝড় আসছে। ঈশ্বরের নাম জপ করুন। এবার বিচার হবে সেখানে, সবার। সাবধান!' ট্রেন থেকে নেমে আর একবার মনে করিয়ে দিলো সে,'কথাটা কিন্তু মনে রাখবেন। আপনাদের বয়স কম, আর অভিজ্ঞতাও কম। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, এবার বিচার হবে মরার, শেষ বিচার! ঝড় এলো বলে......'

তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই মিঃ ব্লোর-এর নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আপন মনে তাচ্ছিল্য ভরে বললেন, 'শেষ বিচার যদি কারোর হয় তো আগে তোমারি হবে বুঝলে বাপু! বয়স তো প্রায় কাবার করে এসেছো।'

বলার পরেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আবার মনে হলো, 'বোধহয় ভুলটা তারই হলো। তাই কি বিচারের কাঠগোড়ায় তাঁকেই দাঁড়াতে হলো সবার আগে—'

❑ দুই ❑

এক সময় ট্রেনটা থামলো ওকব্রীজ ষ্টেশনে। একে একে তারা চারজন নেমে দাঁড়ালেন ট্রেন থেকে। তাঁদের দেখে একজন ট্যাক্সি-চালক এগিয়ে এলো, 'কে যাবেন নিগার আইল্যাণ্ডে?'

'আমি—' প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলেন চারজন। তারপর এ ওর মুখের দিকে তাকালেন অবাক চোখে।

ওঁদের মধ্যে মিঃ ওয়ারগ্রেভই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ, তাই ট্যাক্সি চালক জিন তাঁকেই দলনেতা বলে ধরে নিয়ে তাঁর উদ্দেশে বললো, 'এখানে ট্যাক্সি মোটে দু খানা স্যার। আর একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন না আসা পর্যন্ত একখানা এখানেই থাকবে। ঐ ট্রেনে আরো একজন আসছেন। আমার ট্যাক্সিতে আপনাদের মধ্যে তিনজন চলে আসুন, বাকি একজন থেকে যান, উনি এলে ওর সঙ্গে যাবেন।'

'তাহলে আমি বরং থেকে যাই, আপনারা ওর ট্যাক্সিতে চলে যান,' বললো ভেরা ক্লেথর্ণ।

'ধন্যবাদ', মিস্ ব্রেন্ট এগিয়ে গেলেন জিনের ট্যাক্সির দিকে। সাবধানে মাথা নিচু করে শরীরটাকে ট্যাক্সির ভেতরে গলিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর পিছন পিছন ঢুকলেন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ।

তখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে লম্বার্ড, একটু ইতস্ততঃ করে সবশেষে তার মনের কথাটা বলেই ফেললো, 'ভাবছি আমিও থেকে যাই, কি বলেন মিস্—'

'ক্লেথর্ন—আমার নাম ভেরা ক্লেথর্ণ।'

'আর আমি হলাম ফিলিপ লম্বার্ড।' ভেরার দিকে সে তার হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

ওদের দুজনকে নিয়ে জিনের ট্যাক্সি ছুটে চললো ওকব্রীজের দিকে। ট্যাক্সির আসনে হেলান দিয়ে বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন,'রোদটা আজ তেমন চড়া নয় বলেই যা রক্ষে!'

'হ্যাঁ তা যা বলেছেন। আবহাওয়া তো বেশ ভাল বলেই মনে হচ্ছে।' মিস্ ব্রেন্ট আড়চোখে একবার ওয়ারগ্রেভকে দেখে নিয়ে নিজের মনেই বললো, 'দেখে তো মনে হচ্ছে সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক।'

জানালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ওয়ারগ্রেভ,'এই প্রথম, নাকি এর আগে কখনো এসেছেন এদিকে?'

'না, ডিভনের এদিকে এই প্রথম আমার আসা।'

'এবং আমারও! এর আগে এখানে আসা আমার সৌভাগ্য হয় নি।'

ট্যাক্সি তখন ছুটে চলেছে তীব্র বেগে ফাঁকা রাস্তায়।

ভেরা ও লম্বার্ড মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাবছিল, কে প্রথম আলোচনা শুরু করবে। এই সময় দ্বিতীয় ট্যাক্সিচালক তাদের কাছে এসে সবিণয়ে অনুরোধ করল,'বাইরে না দাঁড়িয়ে আপনারা আমার ট্যাক্সিতে উঠে বসতে তো পারেন স্যাব,' প্রস্তাবটা লম্বার্ডকে উদ্দেশ্য করে বলা।

'কেন, বাইবে তো বেশ ভালই আছি,' তার হয়ে উত্তরটা দিলো ভেরা।

'তা যা বলেছন,' তাকে সমর্থন করে একটা সিগাব ধরালো লম্বার্ড। ট্রেনে যা ধকল গেছে, সীটের ওপর একটানা বসে থেকে হাতে পায়ে খিল ধরে গেছে। এখন একটু এদিক-ওদিকে চলে ফিরে না বেড়ালে পবে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারব না।'

দু'পা এগিযে গিয়ে প্রসঙ্গের জের টেনে বললো লম্বার্ড, 'আপনি এর আগে কখনো আসেননি এখানে?'

'না এই তো প্রথম আসা। তাও আবার চাকরীর তাগিদে, তা না হলে—'

'সে কি!' লম্বার্ডের দুচোখে গভীর বিস্ময়,'আপনি নিগার দ্বীপে চাকরী করতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, মিসেস ওয়েন এখন আমার মনিব, আব আমি ওর সেক্রেটারি। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন, মিসেস ওয়েনকে দেখার সৌভাগ্য এখনো আমার হয় নি।'

'ভারি তাজ্জব ব্যাপার তো?'

'হ্যাঁ, তাজ্জব ব্যাপারই বটে! শুনেছি ওঁর নিয়মিত সেক্রেটারি নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব মহিলা এজেন্সিকে টেলিগ্রাম করে একজন প্রার্থী চেয়ে। আর এজেন্সি আমাকেই সুপারিশ করে পাঠালো এখানে।'

'তাই নাকি।'

'কি আর করার থাকতে পারে তখন,' হতাশ গলায় বললো ভেরা, 'তখন ফিরে যাবো। এমনিতেই তো এ-চাকরী মাত্র একটি মাসের জন্য। একমাস পরে ঠিক ফিবে যেতেই হতো। তাছাড়া আমি তো আর একেবারে বেকার নই। আমি স্কুলে চাকরী করি, এখন এই ছুটির দিনগুলিতে অস্থায়ী একটা চাকরী জুটে গেলো। তাই প্রস্তাবটা গ্রহণ করলাম। ছুটিব মাসে বাড়িতে বসে না থেকে বাড়তি কিছু টাকা রোজগার করলে মন্দ কি বলুন? এখানে আসার আগে এই নিগার দ্বীপ সম্বন্ধে কত কাহিনীই না শুনেছি, চাকরীর সুবাদে জায়গাটা নিজের চোখে দেখে নেওয়াও যাবে। খাসা একটা জায়গা। আপনার কি মনে হয়?'

'আমার ঠিক জানা নেই।' ভুরু কুঁচকে উঠলো লম্বার্ডের, 'আগে তো কখনো এখানে আসিনি, তা জানবো কি করে বলুন।'

'শুনেছি, ওয়েনদের নাকি অগাধ টাকা। কিন্তু ওরা লোক হিসেবে কেমন, জানেন কিছু?'

আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেলো তো, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই একই প্রশ্ন। এমন ভাব দেখাচ্ছে মেয়েটি, যেন আমার মুখ থেকে ওয়েনদের সম্পর্কে সব জেনে-শুনে নিয়ে ভাল লাগলে তবে

উনি চাকরীটা গ্রহণ করবেন। যত্তো ন্যাকামি আর কি?

প্রসঙ্গ পাল্টাতে লম্বার্ড জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, আমরা এখন কার জন্য অপেক্ষা করছি বলুন তো?

'জানি না তো।' নিরুত্তাপ গলায় বললো ভেরা।

এই সময় যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে একখানা ট্রেন এসে থামলো ষ্টেশনে। যাত্রীদের হৈ চৈ কোলাহলে আর একপ্রস্থ গমগম্ করে উঠলো প্লাটফর্ম। 'এই ট্রেনে ঐ বোধহয় তিনি এলেন।' বললো লম্বার্ড।

লম্বার্ডের অনুমানই ঠিক। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার এক প্রৌঢ়কে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো। কাঁচা-পাকায় মেশনো মাথা ভর্তি চুল, ঠোঁটের ওপরে মিলিটারি গোঁফ, চোখে সন্ধানী দৃষ্টি, তাঁর পিছনে লটবহর মাথায় একটা কুলি।

এগিয়ে গিয়ে বললো ভেরা, 'আমিই মিসেস ওয়েনের সেক্রেটারী। আসুন আমার সঙ্গে, আপনার জন্য ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।' তারপর লম্বার্ডের দিকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ভেরা বললো,'আমার সঙ্গী মিঃ লম্বার্ড।'

একজোড়া ধোঁয়াটে নীল চোখ স্থির নিবদ্ধ হয়ে রইলো লম্বার্ডের মুখের ওপরে। অনেকক্ষন পরে মুখ ফেরাতে গিয়ে তাঁর চোয়াল দুটো কঠিন হয়ে উঠতে দেখা গেলো। স্বগোক্তি করেন তিনি, 'দেখতে তো বেশ খাসা, কিন্তু—'

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই ভেরাকে অনুসরণ করে সেই দ্বিতীয় ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন জেনারেল ম্যাকআর্থার। তাঁকে অনুসরণ করলো ভেরা এবং লম্বার্ড। তারপর ওকব্রীজ ষ্টেশন ছেড়ে এসে প্লিমাউথ রোড ধরে দ্রুত বেগে ট্যাক্সি ছুটে চললো। গ্রাম্য পথ।

'ডিভনের এদিকটায় আমার এই প্রথম আসা,' ধরা গলা পরিষ্কার করে বললেন জেনারেল ম্যাকআর্থার। আমার বাড়ি পূর্বে ডরসেটের সীমান্তে, কিন্তু তার গণ্ডি ছাড়িয়ে এদিকে আসার সময় আর করে উঠতে পারিনি এর আগে।'

'জায়গাটা দারুণ চমৎকার!' ভেরার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'দেখুন, দেখুন কেমন ছোট ছোট ছোট পাহাড়, মাটি কেমন রুক্ষ লাল, সবুজ অরণ্য, একটা সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ।'

'তা যতোই সুন্দর হোক না কেন,' মৃদু আপত্তি করে উঠলো লম্বার্ড,' খোলামেলা জায়গাই আমার বেশি পছন্দ। এই সব পাহাড়, অরণ্যের পরিবেশ চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে আমাদের। এর বাইরে দুনিয়ায় আর কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে তা কিছুই বোঝবার উপায় নেই এখান থেকে।'

'মনে হচ্ছে দুনিয়াটা চষে বেরিয়েছেন আপনি।' হাল্কা হাসি হেসে বললেন ম্যাকআর্থার।

'তা একটু-আধটু ঘুরেছি বৈকি।' তাঁর চোখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারলো না লম্বার্ড। তার ভয়, এই বুঝি তিনি আবার প্রশ্ন করে বসেন এরপর, 'তা আপনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন তো?' জিজ্ঞেস করলে কি উত্তর দেবে সে!

যাইহোক, লম্বার্ডের আশঙ্কা সত্য হলো না, জেনারেল ম্যাকআর্থার প্রশ্নটা আদৌ করলেনই না।

একটা পাহাড় টপকে রাস্তাটা শেষ পর্যন্ত এসে মিশেছে সমুদ্রের প্রশস্ত বালিয়াড়িতে। জায়গার

নাম স্টিকলহ্যাভেন। সমুদ্রতীর সংলগ্ন ছোট্ট একটি গ্রাম, সমুদ্রের ধারে মাছ ধরার নৌকো ইতস্তত ছড়ানো।

পাকা টম্যাটোর মতো লাল সূর্যটা তখন অস্তাচলে। আকাশে বেলা শেষের রক্তিমাভা। দূরে দক্ষিণদিক ঘেঁষে সমুদ্রের মাঝখানে অন্তহীন আকাশের পটভূমিকায় মাথা উঁচু করে ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো সারি সারি পাহাড় প্রহর গুণছে—আর ওটাই হলো নিগার আইল্যান্ড।

ভেরার দুচোখে গভীর বিস্ময়, আপন মনে বিড়বিড় করে বললো সে, 'ওঃ! এ তো দেখছি অনেক দূর!'

কিন্তু তার অনুমান বাস্তবের সঙ্গে খাপ খেলো না। একটু আগেও তার কল্পনায় ভাসছিল, তীরের কাছাকাছি সুন্দর একটি দ্বীপ, সেই দ্বীপের মাঝখানে একটি বিরাট শ্বেতপাথরের প্রাসাদ। কিন্তু কোথায়, কোথায় সেই প্রাসাদ? আর কোথায়ই বা দ্বীপ! কেবল চোখে পড়ে বিরাট এক পাহাড়ের চূড়া, কোনো এক বিরাট দৈত্যের ততোধিক বিরাট একটা মাথা, দ্বীপটা কেমন যেন অদ্ভুত দেখতে, ভুতুড়ে ভুতুড়ে ভাব।

সমুদ্রের দিক থেকে চোখ ফেরাতেই তাঁদের তিনজনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেলো তার। ছোট একটি সরাইখানার সামনে একটি বেঞ্চের উপর বসেছিলেন তাঁরা, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বৃদ্ধ ওয়ারগ্রেভ, তাঁর পাশে বসেছিলেন মেরুদন্ড সোজা করে মিস্ ব্রেন্ট। আর মিস্ ব্রেন্টের পাশের দীর্ঘকায় লোকটি, নাক উঁচু, হ্যাঁ, উনি নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এলেন।

'এখানে একটু বসে ভালই করেছি, কি বলেন?' মৃদু হেসে বললেন তিনি, 'সঙ্গী হিসাবে আপনাদের পেয়ে গেলাম, ভালই হলো, এক সাথে যাওয়া যাবে।' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'এবার পরিচয়টা সেরে নেওয়া যাক। আমার নাম ডেভিস, দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে আমার কর্মক্ষেত্র—দেরী করে লাভ নেই। আমাদের অপেক্ষায় কর্তারা বসে আছেন।'

সবাই এতক্ষণ চুপচাপ অনড় হয়ে বসেছিলেন। কর্তাদের কথা উঠতেই সবাই নড়ে চড়ে উঠলো। ভেভিস তখন ইশারায় ডাকলেন একটি লোককে, সরাইখানার দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। অনুমতি পেয়ে এগিয়ে এলো সে। তার চলার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেলো, সে নাবিক। কাছে আসতেই আরো স্পষ্ট হলো ওর চেহারাটা। রোদে জলে পোড়া রুক্ষ চেহারা, কোটারগত দুই চোখে ধারালো দৃষ্টি। কাছে এসে বিনীত গলায় জিজ্ঞেস করলো সে, 'তা কত্তারা, এখনই রওনা হবেন নাকি? তাহলে আমার ঐ লঞ্চে উঠে বসুন। আরো দুজনের গাড়িতে আসার কথা আছে। তবে মিঃ ওয়েনের হুকুম আছে, তাঁদের আসতে দেরী দেখলে আগেই আপনাদের পৌঁছে দিতে। তাঁরা তো এখনো এলেন না। চলুন, আপনাদের আগে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

একটা ছোট্ট পাথরের জেটি। সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছিল সেই পাথরের জেটির ওপরে। জেটির পাশেই নোঙ্গর করা ছিলো একটি লঞ্চ।

লঞ্চ দেখে ভুরু কোঁচকালেন এমিলি ব্রেন্ট, 'ওমাঃ, এই ছোট লঞ্চ? এতগুলো লোক ধরবে কি করে ওতে!'

'দেখতে ছোট হলে হবে কি,' লঞ্চের মালিক হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলো মিস্ ব্রেন্টের নাক সিঁটকানো ভাবটা, 'পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে আমার এই লঞ্চখানি। নিমেষে আপনাকে পলক ফেলতে না ফেলতেই প্লিমাউথ এক চক্কর ঘুরিয়ে আনতে পারে আমার এই ছোট্ট লঞ্চখানি।'

তাদের কথার মধ্যে বাধা দিয়ে হঠাৎ ওয়ারগ্রেভ বলে উঠলেন, 'আমাদের সদস্য সংখ্যা কিন্তু খুব কম নয়।'

'তাতে ভয় পায় না আমার প্রিয় এই লঞ্চখানি। আপনাদের, দ্বিগুণ যাত্রী নিয়েই স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসতে পারি। তা একটু পরখ করেই দেখুন বাবু সাহেবরা।'

'পরখ নয়, মেনে নিলাম বাবা তোমার লঞ্চ-এর বিশেষ কৃতিত্ব আছে।' তাগাদা দিলো লম্বার্ড, 'এমন সুন্দর পরিবেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে ঠিক গিয়ে পৌঁছবো নিগার আইল্যান্ডে।' তারপর সে তার সঙ্গীদের উদ্দেশে বললো, 'চলুন, আগে ওঠা তো যাক।'

সবাই একটু নড়ে-চড়ে উঠলো, বুঝি-বা একটু ব্যস্ততাও লক্ষ্য করা গেলো তাদের মধ্যে। প্রথমেই উঠলেন মিস ব্রেন্ট। তাঁকে অনুসরণ করলো বাকি সবাই। লঞ্চে উঠে কেউ কারোর সঙ্গে বাক্যালাপ করলো না, সবার দৃষ্টি তখন সমুদ্রের দিকে, সমুদ্রের মাঝখানে সেই দ্বীপটির দিকে।

নোঙর তুলে প্রস্তুত হলো নাবিক। লঞ্চ চালু করতে যাবে, এমন সময় দেখা গেলো ধুলো উড়িয়ে একখানা গাড়ি তীব্র বেগে ছুটে আসছে জেটির দিকে। কি চমৎকার গাড়ি, দূর থেকে দেখে মনে হলো, যেন একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া উড়ে আসছে হাওয়ায়। আর গাড়ির চালকটি আরো কত না সুন্দর। সুপুরুষ, এলোমেলো চুল, হাওয়ায় উড়ছে, ধবধবে সাদা রঙ গায়ের, চোখে রঙীন গগলস্।

প্যাঁ-প্যাঁক-প্যাঁক, ক্রমাগত হর্ন বাজাচ্ছিল মার্স্টন নাবিকের কর্ণগোচর করার জন্যে। হর্নের তীব্র শব্দটা পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো।

কি বিচিত্র মানুষ। সকলের দৃষ্টি তখন থমকে দাঁড়িয়েছিল আগুয়ান এ্যান্টনি মার্স্টনের দিকে। ঠিক এই মুহূর্তে তাকে এ-জগতের মানুষ হিসাবে ভাবতে কারোরই মন চাইছিল না।

২

ইঞ্জিন আর চালু করা সম্ভব হলো না। ইঞ্জিনের সামনের আসনে বসেছিল ফ্রেড নারাকট। তার ভাবনা এখন অন্য রকম। লোকগুলো কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের। তার ধারণা ছিলো, বেশ মানানসই পোষাক পরিহিত দেখতে সুন্দর উজ্জ্বল, উচ্ছ্বল এবং চঞ্চল স্বভাবের এক ঝাঁক মুখ দেখতে পাবে, কিন্তু না কোথায় সেরকম! হিসাবে কোথায় যেন একটা গড়মিল।

এ কথা ঠিক যে, নিয়োগকর্তা মিঃ ওয়েনকে চোখে দেখার সৌভাগ্য এখনো হয়নি। আর তাঁর স্ত্রীকেও নয়। মিঃ ওয়েনের হয়ে কাজ করার সব অনুরোধ, আদেশ দেয় মরিস নামে লোকটি। পারিশ্রমিকের ব্যাপারে কোন দরদস্তুর নয়, মুখের কথা খসাতে যতক্ষণ, একেবারে কারেন্সি নোটের বান্ডিল এসে যাবে হাতে তার মারফত। তাঁর হয়ে তো অনেক কাজই করলাম আজ পর্যন্ত টাকাও এলো অনেক। কিন্তু আদৌ একটা দুঃখবোধ রয়ে গেলো, যাঁর হয়ে খাটা তাঁকে চোখের দেখা দেখতে পেলাম না, তাই মন ভরলো না আজও। ওয়েনকে নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছিল কয়েকদিন। ওঁর ব্যাপার-স্যাপার সব সময়েই যেন কেমন, ধোঁয়াটে, একটা অস্পষ্টতার আবরণ। তখন সে সব অদ্ভুত অদ্ভুত খবরে কোন পাত্তা দিইনি, ভেবেছি—কতো উড়ো, কতো অদ্ভুত-অদ্ভুত খবর তো বেরোয় পত্রিকাগুলোতে, গুরুত্ব কেই বা দেয়। কিন্তু এখন দেখছে পাচ্ছি, কাগজের খবরই ঠিক। ওঁর সব কিছুই কেমন যেন বিচিত্র ধরণের। ওঁর সব কিছুই গোলমেলে।

ওয়েনের কথায় ভরসা নেই, ও সব বাজে কথা। আসলে সেই দ্বীপটির মালিক ঐ ওয়েন নয় ; শোনা যায় দ্বীপটির মালিক হলেন সেই সিনেমার নায়িকা মিস্ গ্যাব্রিয়েল টার্ল। কিন্তু তাই বা কি করে হয়? সিনেমা জগতের অমন স্বনামধন্যা লাস্যময়ী নায়িকার অতিথি এই সব অতি সাধারণ মানুষগুলো হয় কি করে। তাই বিশ্বাস করতে মন সায় দেয় না।

লঞ্চযাত্রীদের মুখের উপর দিয়ে চকিতে একবার দৃষ্টি ফেলে পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নারাকট বিশ্লেষণ করে ;মিলিটারী গুঁফো ঐ বুড়োটা, ঐ অল্পবয়সী যুবতীটি, ঐ খিট্‌খিটে স্বভাবের মেজাজী বুড়িটা — না, এদের কারোর চেহারার সঙ্গেই হলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কোন সাদৃশ্যই নেই। ঐ যে ফূর্তিবাজ লোকটা, কথা নেই, বার্তা নেই, কেবল বিকট শব্দ করে হাসে, আগে নিশ্চয়ই ব্যবসা-ট্যবসা করতো সে। আর ঐ যে রোগাটে চেহারার লোকটা, না ওঁকে একটু সম্মান দিয়ে ভদ্রলোকই বলবো, যিনি ছোট ছোট চোখ করে তাকান, দলের মধ্যে উনিই যা একটু ব্যতিক্রম। একমাত্র উনিই চিত্রজগতের কেউ একজন হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

ও হ্যাঁ, আর একজনের কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম—আরে ঐ যে, একেবারে শেষ মুহূর্তে পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো রাস্তায় ধূলো উড়িয়ে তাঁর গাড়ি চালিয়ে জোরে জোরে হর্ন বাজিয়ে জেটির সামনে এলেন, যিনি সবাইকে দীর্ঘ সময় ধরে বসিয়ে রেখে স্রেফ তাঁর ভাল চেহারার গুণে উপস্থিত সবাইকে দর্শন দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বশ করে নিলেন, তাঁর ওপর সবার রাগ-অভিমান নিমেষে জল করে দিলেন, আহা, একখানা চেহারা বটে। সত্যি যেন এক রাজপুত্তুর এলেন। জয় করলেন, এবং চললেন তাঁর অনুরাগীদের সঙ্গে নিয়ে। উনি নিশ্চয়ই কোটিপতি হবেন। তা না হলে অমন একখানা দামী গাড়ি, স্টিকলহ্যাভেনের বাসিন্দারা যে গাড়ি জীবনে কখনো চোখে দেখেনি, যার দাম লাখখানেকের কম নয়, কোটিপতি না হলে কেউ এমন দামী গাড়ি ব্যবহার করতে পারে? হাওয়ার গতির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে তিনি ছুঁটে আসছিলেন তাঁর গাড়ি চালিয়ে, আহা কি অদ্ভুতই না লাগছিল ওকে।

তবে যে যাই বলুক, একজনকে দিয়ে গোটা একটা দলের মাপকাঠি নির্ণয় করা যায় না। আসলে আমার কি মনে হয় জানেন, সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন একটু গোলমেলে, খটমট লাগছে, একটু যেন অস্বাভাবিকই লাগছে আমার.......

এক চক্কর পাহাড়টা প্রদক্ষিণ করে জল কেটে এগিয়ে চলছে লঞ্চটা। অনেকক্ষণ পরে দূরে দ্বীপের মধ্যে সেই প্রাসাদটা চোখে পড়লো। সমুদ্র-মুখো প্রাসাদটা আধুনিক ডিজাইনে তৈরী। খোলামেলা, প্রচুর আলো-বাতাস। এক কথায় অতি উত্তম।

দ্বীপের কিনারার কাছাকাছি পৌঁছে লঞ্চের ইঞ্জিন বন্ধ করলো ফ্রেড। পাহাড় এবং তীরের মাঝখানের একটা খাঁড়িতে লঞ্চ ঢোকালো সে।

তীর ঘেঁষে পাথরে ধাক্কা খেয়ে লঞ্চটা একটা ঘুরপাক খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো এক সময়। লঞ্চ থেকে নেমে এক হাঁটু জলে দড়ি ধরে টানতে টানতে লঞ্চটাকে তীরে ভেড়ালো নারাকট। এক এক করে সবাই নেমে গেলো লঞ্চ থেকে। শেষ লোকটি নামা মাত্র মুহূর্ত দেরী না করে লঞ্চে উঠে পড়ে ইঞ্জিন চালু করে দিলো সে আবার। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার গতিতে ফিরে চললো লঞ্চ।

সিঁড়ির ধাপগুলো টপকে উপরে উঠতেই একটা বিরাট চত্বর। প্রাসাদের চারিদিকে একবার

তাকিয়ে নিয়ে বললেন ম্যাকআর্থার, 'বাঃ বেশ চমৎকার জায়গা বটে।' মুখে বললেও, নিজেরই তার কেমন অদ্ভুত লাগলো জায়গাটা। এবং নিজের মনেই বললেন তিনি, 'জায়গাটা সত্যি অদ্ভুতই বটে, এবং সেই সঙ্গে অতি কুৎসিত বলা যেতে পারে।

সেখানে তাঁদের আগমন দেখে প্রাসাদের প্রবেশ পথের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল এক খানসামা, মানানসই পোষাকে তার চেহারার মধ্যে বেশ একটা গাম্ভীর্য ভাব ফুটে উঠেছিল। তাকে দেখে বুকে বল এলো। এমন একটা বিশ্রী জায়গায় এমন আকর্ষণীয় সাজের খানসামা।

দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে এসে মাথা নিচু করে জনে জনে সবাইকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো সে। লম্বা ছিপছিপে একটু রোগাটে গড়ণ, তা হোক, চেহারার মধ্যে বেশ সম্ভ্রান্তের ভাব ফুটে উঠেছে। কাঁচাপাকা চুল মাথা ভর্তি। এমন এক বিরাট প্রাসাদে তাকে ছাড়া আর কাকেই বা মানাতো ভাল।

'বাইরে কেন, আসুন, আপনারা সবাই, ভেতরে চলুন,' হাসতে হাসতে পথ দেখালো সে। তার আহ্বানে সবাই সাড়া দিয়ে তাকে অনুসরণ করে একটা বিরাট হলঘরে এসে প্রবেশ করলো। চারিদিক খোলা, আলোয় ভরা হলঘরটা বিরাট, মাঝখানে টেবিল। পানীয়র বোতল থরে থরে সাজানো টেবিলটার ওপর—যেন হালে পাণি পেলো মার্স্টন। হাঁপিয়ে উঠেছিল সে। বুড়োগুলোর রকম সকম যা, তার সঙ্গে কারোরই মিল নেই, না কারোর সঙ্গে নয়। বাড়গার আর লোক পেলো না, এদের মধ্যে আমাকে ভিড়িয়ে দিলো।

মদের যা ঢালাও ব্যবস্থা— ও সব বুড়ো টুড়ো মানবো না, আমি আকণ্ঠ পান করবো, অন্তত যতক্ষণ হুঁশ থাকে, শুধু মদ আর মদ, প্রাতঃরাশ থেকে শুরু করে মধ্যাহ্নভোজ এবং নৈশভোজে হবে চূড়ান্ত, এখানে বইয়ে দেবো মদের ফোয়ারা।

কিন্তু এদিকে আমরা যার অতিথি হয়ে এসেছি এই প্রাসাদে, তাঁর তো পাত্তাই নেই! খানসামাটি জানিয়েছে, মিঃ ওয়েনের আসতে নাকি দেরী হবে। সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে সে। দুঃখ? আরে এর মধ্যে আবার দুঃখই বা কিসের? বরং মিঃ ওয়েনের সামনে লজ্জায় হয়তো খুশি মতো মদের পিপে খালি করতে পারবো না। বরং এদিক দিয়ে আমার বাড়তি লাভই হবে বাপু। খানসামাকে জানিয়ে দিয়েছে, আটটায় নৈশভোজের সঙ্গে মদেরও যেন ঢালাও ব্যবস্থা থাকে।......

দোতলায় লম্বা বারন্দায় একেবারে শেষ প্রান্তে একটা বন্ধ ঘরের সামনে এসে থামলো মিসেস রগার্স, নিজের হাতে ঠেলে বন্ধদরজা খুলে দিলো সে। ঘরে ঢুকে ভেরা তো দারুণ মুগ্ধ, তেমনি মুগ্ধ হয়ে তার দৃষ্টি ঘোরা-ফেরা করতে থাকলো ঘরের চারপাশে। চমৎকার ঘরখানি। বড় বড় দুটো জানালা দক্ষিণের ফ্রেমে ছবি হয়ে আছে। দুরন্ত সমুদ্র! চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো সেই মনোরম দৃশ্য!

ভেরা এদিক-ওদিক তাকায়, তার মনের খবর টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে মিসেস রগার্স, 'চিন্তা করবেন না, আপনার সব জিনিষপত্র এনে দিয়েছি।'

অবাক বিস্ময়ে ঘরের মধ্যে ভাল করে তাকাতে গিয়ে ভেরা দেখলো, সত্যিই কাবার্ডের সামনে তার সব মালপত্র জড়ো করে রাখা আছে। ঘর সংলগ্ন ছোট্ট একটা বাথরুম, ধবধবে দুধ সাদা [illegible] পরিচ্ছন্ন [illegible]।

'আর না চাইতেই জল। ধন্যবাদ,' তার কাজের প্রশংসা জানাতে এক গাল হেসে বললো

সে, 'আমি খুব খুশি—'

'প্রয়োজন হলেই,' দেওয়ালের দিকে ভেরার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো মিসেস রগার্স, 'ঐ বোতামটা টিপবেন, নিচে ঘন্টা বাজবে, সঙ্গে সঙ্গে আমি এখানে এসে হাজির হবো, কেমন?'

'ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পারো—'

দরজার দিকে পা বাড়ায় মেয়েটি, কিন্তু ভেরার ডাকে আবার ফিরে দাঁড়ালো সে। তার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বললো ভেরা, 'আমি যে মিসেস ওয়েনের নতুন সেক্রেটারী হয়ে এখানে এসেছি, এ খবরটা নিশ্চয়ই তুমি শুনে থাকবে।'

'তাই বুঝি?' তার দুচোখের ভুরু বুঝিবা একটু কুঁচকে উঠলো, ভেরার আপদমস্তক নিরক্ষণ করলো সে, তারপর সে তার কথার জের টেনে বললো, 'কই শুনিনি তো! সত্যি আপনার ব্যাপারে আমি এখনো কিছুই জানি না। কেবল একটা নামের তালিকা আমার হাতে এসেছে— কে কে আসছেন এখানে তাঁদের মধ্যে ক'জন পুরুষ, আর মহিলাই বা ক'জন। কার জন্যে কোন ঘর বরাদ্দ করা হবে তার একটা ফিরিস্তি। ব্যাস এই পর্যন্ত। এর বেশি আর কিছু লেখা নেই সেই তালিকায়।

'আমার ব্যাপারে মিসেস ওয়েন কি কিছুই বলেননি তোমাকে?'

'দেখা হলে তো বলবেন! আমরা এখানে এসেছি গত পরশু। কিন্তু এর মধ্যে দেখার সৌভাগ্য এখনো হয়নি আমাদের।'

সে কি! অবাক হয়ে নিজের মনে ভাবে ভেরা—বড় অদ্ভুত ব্যাপার তো! আচ্ছা এই ওয়েন-দম্পতিরা স্বাভাবিক প্রকৃতির তো! নাকি মাথার গোলমাল আছে!

যাইহোক, নিজেকে সামলে নিয়ে ভেরা বলে, 'ঠিক আছে, তবে কাজের লোক ক'জন আছে বলতে পারো?'

'দুজন, আমি আব আমার স্বামী।'

'এ কি কথা রে বাবা? আমাকে নিয়ে আমরা মোট আটজন অতিথি, অথচ কাজের লোক মাত্র দুজন! এরা স্বামী স্ত্রী দুজনে সামলাবে কি করে আমাদের?'

ভেরার আশঙ্কার কথা টের পেয়ে মেয়েটি মৃদু হেসে বললো, 'চিন্তার কিছু নেই। আমি বেশ ভালই রাঁধতে পারি। আর ঘরদোরের কাজ ওদিকটা আমার স্বামীটি তাঁর যোগ্যতা দিয়ে অবশ্যই সামলে নিতে পারবেন। তবে আপনারা সবাই যে আসবেন, ভাবতে পারিনি। অবশ্য এর জন্য আটকাবে না। দরকার হলে মিসেস ওয়েনকে বলে আরো দু একজন কাজের লোকের ব্যবস্থা করে নেবে'খন। ওঃ, কথায় কথায় অনেক দেরী হয়ে গেলো, এখন আমি যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে।'

এবার সে চলে যাওয়ার জন্যে অলস ভঙ্গিতে শিকারী বেড়ালের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। পলক-পতনহীন চোখে অপসৃয়মান মিসেস রগার্সের দিকে তাকিয়ে রইলো ভেরা। তারপর জানালার ধারে একটা আরামকেদারায় সে তার গা ভাসিয়ে দিলো।

এখন মনটা তার বড় অস্থির। হওয়ারই কথা, একটার পর একটা যা সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, তাতে মন সুস্থিরই বা থাকবে কি করে! আহ্বায়ক ওয়েন দম্পতিদের অনুপস্থিতি, মিসেস রগার্সের নির্লিপ্তভাব এসব দেখে শুনে মন চঞ্চল তো হবেই! তার ওপরে আরো বেশি অবাক করে তুলছে অতিথিরা, একজনের সঙ্গে আর একজনের মিল নেই, প্রত্যেকের মধ্যে কেমন যেন

একটা ছাড়া ছাড়া ভাব। অথচ এই ভিন্ন ভিন্ন সমাজের লোকগুলোকে একই জায়গায় সমাবেশিত করা হয়েছে, কি তার উদ্দেশ্য তাও কেউ জানে না। এমন একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে, আগে জানলে ওয়েনদের সঙ্গে দেখা করে আসাটাই ভালো ছিলো বোধহয়।

আরাম কেদারায় বসে আরাম করতে আর মন চাইলো না ভেরার। উঠে দাঁড়ালো সে। ঘরটা ভাল করে দেখা যাক এবার। আর যাই হোক, ভেরা স্বীকার করলো, ঘরটা খুবই চমৎকার বড় মাপের এবং সুসজ্জিত। মেঝের দামী কার্পেট, একপাশে ফায়ারপ্লেস, দেওয়ালে প্রমান সাইজের আয়না। আরো কিছু সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় জিনিষপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ঘরের দেওয়ালে, দেওয়ালের সেলফে। হঠাৎ দেওয়ালের একটা জায়গায় মেহগনি কাঠের একটা ফ্রেম ঝুলে থাকতে দেখে এগিয়ে গেলো সেদিকে সে। কৌতূহল হলো তার ঐ ফ্রেমে কি বাঁধানো আছে দেখার জন্যে। কাছে গিয়ে ভাল করে দেখতে গিয়ে তার দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হলো তুলোট কাপড়ের ওপর কালো কালিতে লেখা কবিতার প্রতি। কি এমন কবিতা যে অমন যত্ন করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে? তার কৌতূহল বেড়ে গেল আরো। বিত্তবানদের অন্য সব উদ্ভট উদ্ভট খেয়ালগুলোর মতো মনে হয় এটাও হয়তো তেমন একটা খেয়াল হবে। অফুরন্ত অবসর, হাতে কাজ না থাকলে যা হয় আর কি—বসে বসে কবিতা লেখা, মনের উচ্ছ্বাস করার এটাই সহজ অধ্যায়।

,যত্তো সব পাগলের প্রলাপ—

মনে মনে বিরক্ত হলেও কবিতাটি পড়ার কৌতূহল দমন করতে পারলো না ভেরা। আবৃত্তি করার ঢঙে পড়তে শুরু করলো সে—

দশটি কালোমনিক, দশটি কালো হীরে,
এক ঢোকে জল খেতে গিয়ে, দম এলো না আর ফিরে।
নয়টি কালোমনিক শুতে গেলো রাতে,
একটির ভাগ্য এমন খারাপ, ভাঙলো না তার ঘুম প্রাতে।
আটটি কালো হীরে, বেড়ায় ঘুরে পাহাড়ে পর্বতে.
একটি মানিক হারিয়ে গেলো, রইলো মাত্র সাতে।
সাতটি কালোমানিক কাঠ কাটতে গেলো বনে,
একটি কেটে দু'খান হলো ঠেকলো বাকী ছয়ে।
ছয়টি কালোহীরে মারলে ঢিল মৌচাকে না ভেবে সাত পাঁচ,
হুলের বিষে একটি ম'লো হাতে রইলো কেবল পাঁচ,
পাঁচটি কালোমনিক গেলো আদালতে দিতে বিচারে মন,
একটি গেলো কারাগারে ফিরেলো বাকী চারজন।
চারটি কালোমানিক সাগর-জলে নাচে খিন্ খিন্,
একটি গেলো সিন্ধু পাখীর পেটে বাকী রইলো তিন।
তিনটি কালোমানিক দেখতে গেলো বনের পশুছানা,
একটি খেলো শ্বেতভল্লুকে ফিরলো দুটি কালোসোনা।
দুটি কালোহীরে রোদে গিয়ে করে চিক চিক,
একটি কুঁকড়ে পাকায় তালগোল, রইলো শুধু এক।
শেষ কালোমানিক, শেষ প্রাণের সোনা,

মনের দুঃখে দিলো (গলায়) দড়ি রইলো না আর কেউ।

কালোমানিকদের নিয়ে লেখা বিষাদে ভরা একটি কবিতা! হ্যাঁ ঠিকইতো, ভুলেই গিয়েছিলাম দ্বীপটার নামও যে নিগার আইল্যাণ্ড। নিগার অর্থাৎ নিগ্রো। কালো নিগ্রোগুলোই তো কবির সেই দশটি কালোমানিক, কালোহীরে, কালো সোনা। হ্যাঁ, এক একটি মানিক, হীরে আর সোনাই বটে!

আবার জানালার পাশে ফিরে গিয়ে বসলো ভেরা। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো নীল সমুদ্র। ঢেউ, ঢেউ এর পরে ঢেউ, ফেনিল জলরাশি, বিরাট বিরাট মেঘের মতোন আছড়ে পড়ছে সমুদ্র-তীরে, ঢেউ ভাঙা জল ছড়িয়ে পড়েছে বালিয়াড়িতে। অপরাহ্নের শেষ আলোর রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়ে ঢেউগুলোর গায়ে। আর বিকেল যতো গড়িয়ে যেতে থাকে, সেই রক্তিমাভা রক্ত-রঙে পরিণত হতে থাকে।

রক্ত! শুধু রক্ত! সেই রক্তের হোলিখেলায় ছোট ছোট মাথাগুলো কখনো ডুবছে, কখনো বা ভেসে উঠছে, আবার ডুবছে, আবার ভাসছে—

না না এখন আর ওসব কথা নয়, ভেবে কোনো লাভও নেই, সবই তো শেষ হয়ে গেছে কবেই।

পাকা ট্যমাটোর কতো লাল সূর্যটা তখন দূরে, বহু দূরে সমুদ্রের ওপারে নেমে এসেছে, একটু পরেই টুপ করে ডুবে যাবে। ঠিক সেই সময় ডঃ আর্মষ্ট্রং প্রাসাদে এসে পৌঁছালেন। নারাকট তার লঞ্চে পৌঁছে দিয়ে গেলো তাঁকে।

দীর্ঘ পথ গাড়ি চালিয়ে আসার সময় পরিশ্রম তাঁর কম হয়নি। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত দেহ, অবসাদে চোখ দুটো বুজে আসছে, কপালের শিরা দপ দপ করছে। তা হোক গে , ক্লান্তি আমাকে গ্রাস করতে পারবে না। এই তো, আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠছি আবার। কিসের ক্লান্তি? ঐ যে ঐ সমুদ্র, এমন একটা নির্জন পরিবেশ, ঠিক এমনটিইতো আমি চেয়েছিলাম মনেপ্রাণে। দীর্ঘ দিনের ছুটি, না বেশিদিন ছুটি নেওয়াটা ঠিক হবেনা। আর্থিক ক্ষয় ক্ষতির থেকে আসল ক্ষতিটা অন্য। বেশিদিন চোখের আড়াল হয়ে থাকলে আজকাল মানুষজন আর মনে রাখতে চায় না, কেমন সহজেই ভুলে যায়। না, তা হলে চলবে কেমন করে? আমার খ্যাতি তো এখন সবে মধ্যাহ্ন গগনে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে এখনো অনেক দেরী।

তবে ওসব খ্যাতি-ট্যাতির চিন্তা ছাড়তে হবে এখন চিরদিনের জন্যে। এখন ভেবে নিতে হবে, সব ছেড়ে-ছুড়েই আমি এখানে এসেছি, ফিরে আর যাবো না, কখনো না, কোনদিনই নয়। বিদায়, বিদায় হারলি স্ট্রীট...............

এই দ্বীপ, এই নিগার আইল্যাণ্ড........ যেদিকে তাকাই শুধু থৈ থৈ জল, জলের মাঝে ছোট একখানি সবুজ দ্বীপ, শহর থেকে দূরে, অনেক দূরে, মানুষের কোলাহল থেকে অনেক দূরে, নিস্তব্ধ, নির্জন একটি দ্বীপ, চিন্তা-বিহীন এক অখন্ড অবসর যাপনের একটা নিশ্চিন্ত আস্তানা। এ যেন এক নতুন পৃথিবী, এই পৃথিবীর মধ্যেই আমার মনের মতোন একটা পৃথিবী। আমার সাধের এই পৃথিবী ছেড়ে আর কোন দিনই ফেরার ইচ্ছা নেই।

কোন আকর্ষণই আমাকে আর ঘরমুখো করতে পারবে না, আমি আমার ঘরের দাবি ফিরিয়ে

দিতে চাই এখন,ফিরিয়ে দিতে চাই সব, সব কিছু। আমার ফেলে আসা পৃথিবীর প্রতি কোন আসক্তিই আর নেই। আমার আত্মীয় বন্ধুরা বলুন, কে নেবেন আগের পৃথিবীতে ফেলে আসা আমার যথা সর্বস্ব। উত্তর দিন, এগিয়ে আসুন আপনাদের মধ্যে থেকে একজন কেউ... আমি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে চাই, আমি আমার আমিত্ব ভুলে গিয়ে নতুন করে আবার এখানে জীবন শুরু করতে চাই।

খাঁচা-ছাড়া এক মুক্ত পাখী যেন আমি এখন। খুশি খুশি ভাব নিয়ে পাথরের ধাপটা পেরিয়ে প্রাসাদের সেই উন্মুক্ত চত্বরে এসে দাঁড়ালেন আর্মষ্ট্রং।

কিন্তু নিমেষেই তাঁর একটু আগের সেই খুশির ভাবটা মিলিয়ে গেল। প্রাসদের সামনের উদ্যানে আরাম কেদারায় বসে থাকা ঐ বৃদ্ধ লোকটির দিকে নজর পড়তেই সম্বিৎ ফিরে পেলেন তিনি। কে, কে ঐ লোকটি? অচেনা জায়গায় চেনা মুখ? আশ্চর্য! তাহলে তো এবার ভাল করে নজর দিতে হয়। মাছ-কাঁটা বাছার মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোকটিকে দেখতে গিয়ে আর্মষ্ট্রং-এর মনে পড়লো হ্যাঁ, তাঁকে তিনি চেনেন, বেশ ভাল করেই—উনি হলেন মিঃ ওয়ারগ্রেভ, জাষ্টিস ওয়ারগ্রেভ। মনে পড়লো আর্মষ্ট্রং -এর, একবার একটা মামালায় ফাঁসী দেওয়ার জন্য সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। সেই মামলার বিচারক ছিলেন ঐ বৃদ্ধ লোকটি। সব সময় যেন ঝিমুচ্ছেন, বাদী-বিবাদী পক্ষের উকিলের সওয়ালের সময় কেমন নির্লিপ্ত ভাবে তিনি তাঁর আসনে বসে ঝিমোন তবে আইন নিয়ে একটা কথা বলো, সঙ্গে সঙ্গে ওঁর সেই ঝিমুনি ভাবখানা দেখবে উধাও, বেপাত্তা। তখন সচল হয়ে চোখ-কান খুলে রেখে শুরু করে দেন বক্তৃতা। ওঃ সেই বক্তৃতার ভাষা কতো না তীব্র, হুল ফোটানো, চোখা-চোখা বুলি, আইনের কচকচি। তাঁর আইনের যুক্তির কাছে দুধে-উকিলরা হার মেনে যায়, জুরীরা ভয়ে তাদের মতামত জানাতে সাহস পায় না, পাছে তাঁর রায়ের শেষ কথাটি হলো, মৃত্যুদন্ড, ফাঁসি। তাই সবাই ওঁর নামকরণ করেছিলো 'ফাঁসুড়ে বিচারক।'

কিন্তু কি আশ্চর্য, এই পাণ্ডববর্জিত নির্জন দ্বীপে মরতেও যেখানে কেউ আসতে চায না, সেখানে এই বৃদ্ধ লোক টি এলো কেন?

দূর থেকে আর্মষ্ট্রংকে লক্ষ্য করেছিলেন ওয়ারগ্রেভ। কিন্তু তাঁর মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো না, একই ভাবে বসে রইলেন আরাম কেদারায়। তেমনি বসে থাকতে থাকতেই মনে পড়ে গেলো অনেক, অনেক দিন আগের পুরনো একটা ঘটনার কথা—

ওঃ, কি খেলাই না দেখিয়েছিল আর্মষ্ট্রং। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েও বিন্দুমাত্র টলেনি, অনড় অটল থেকে মাপা কথা দিয়ে মাপা যুক্তি দিয়ে সাক্ষ্য দিয়ে যায়। ভুল, কিংবা কোন বেঁফাস কথা বলা নয়, সব কথাতেই বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট ছিলো। ডাক্তারগুলো, বিশেষ করে হারলি ষ্ট্রীটের ডাক্তারগুলোর বুদ্ধি শুদ্ধি যে একটু কম হয়, আমার অন্তত সেই রকমই জানা ছিল। এই তো কদিন আগে গিয়েছিলাম হারলি ষ্ট্রিটে, হাতুড়ে ডাক্তার, তার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলেই তার বুদ্ধির দৌড় যে কতদূর টের পেতে অসুবিধে হলো না। কিন্তু এই আর্মষ্ট্রং ডাক্তারটি তাদের ব্যতিক্রম।

আর্মষ্ট্রং কাছে আসতেই দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেলো তাঁর। কোন ভূমিকা না করেই তিনি বলে উঠলেন, 'সোজা হলঘরে চলে যান, গ্লাস সাজানো আছে।'

'কি যে বল্লেন মশাই,' এগিয়ে যেতে গিয়ে বললেন আর্মষ্ট্রং, 'গ্লাসে চুমুক দেওয়ার আগে বাড়ীর কর্তা গিন্নীকে অভিবাদন জানিয়ে আসতে হয় না?'

'সে গুড়ে বালি,' ওয়ারগ্রেভের ঠোটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো, চোখ বুজালেন, 'দুজনের একজনও বাড়িতে নেই।'

বিস্মিত হলেন আর্মষ্ট্রং, এরকম তো কথা ছিলো না, যার আহ্বানে এখানে আসা, তিনিই অনুপস্থিত! তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না।

আপনি লেডী কনষ্টান্স কালসিংটনকে,' তেমনি চোখ বন্ধ রেখেই জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ, 'চেনেন নাকি?'

'না, মানে ঠিক বলতে পারছি না, তবে ঐ নামের কাউকে যেন, আমি ঠিক মনে করে উঠতে পারছি না।'

'তা মনে না রাখার মতোই একটা নাম বটে, তিনি তো আর বিখ্যাত কেউ নন। এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ তিনি, ভাল করে লিখতেও শেখেননি। কি যে ছাই-পাঁস লিখলেন—এখন মনে হচ্ছে ভুল জায়গায় এসে পড়লাম না তো।'

তারপর সেখানে আর দাঁড়ালেন না আর্মষ্ট্রং। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন হলঘরের দিকে।

এদিকে কালসিংটনের কথা ভাবতে গিয়ে অতিথিদের মধ্যে সেই দুজন মহিলার কথা মনে পড়ে গেলো ওয়ারগ্রেভের। একজন বেশ বয়স্কা, গম্ভীর, কথা একেবারেই বলেন না। আর অন্যজনেব বযস বেশ অল্প, কিন্তু এই অল্পবয়সী মেয়েদের আদৌ ভাল লাগে না তাঁর। যুবকদের পাকিয়ে তুলতে ওস্তাদ যেন ওরা।

কিন্তু ওদের দেখতে পাচ্ছি না, গেলো কোথায় ওরা! এতো বড় প্রাসাদে মাত্র তিনজন তো মহিলা। মিসেস রগার্সকে মহিলাদের দলে রাখতে হচ্ছে কারণ কোন কারণেই ফেলনা নয় সে। তাছাড়া মিসেস রগার্সের ব্যাপার-স্যাপারই যেন কেমন, ভয়ে আতঙ্কে তার চোখ মুখ কেমন বিবর্ণ, সিঁটকে আছে সব সময়। ভয়ে সিঁটকে থাকে, নাকি ওটা ওর একটা ভান মাত্র?

রগার্স বোধহয় কোন কাজে প্রাসাদের বাইরে এসে থাকবে। তার পায়ের শব্দ শোনা মাত্র চোখ মেলে তাকালেন ওয়ারগ্রেভ, এবং ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে জানতে চাইলেন, 'শোনো রগার্স, লেডী কন্স্টান্স কালসিংটনেব এখানে আসার কোন খবর-টবর আছে তোমার কাছে?'

'আজ্ঞে না, কোন খবর তো নেই,' জোরে জোরে মাথা নেড়ে জবাব দিলো সে' এখানে আমার তালিকায় ওঁর নামই নেই।'

'সেকি?' শুধু অবাক নয়, আহতও হলেন তিনি। বেদনাক্রান্ত চোখ দুটি তার আবার বুজে এলো ধীরে ধীরে।

বাথরুমে ঢুকেছিল মর্ষ্টন স্নান করার জন্যে। ফোয়ারার নিচে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে তপ্ত শরীরটা শীতল করতে চাইছিল সে। দীর্ঘ পথের ক্লান্তিতে শরীরটা কেমন নুইয়ে পড়েছিল। শীতল জলের স্পর্শে সে যেন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। স্নান সেরে দাড়িটা কামিয়ে নিতে হয়। তারপরেই ককটেলের গ্লাসে চুমুক দেওয়া। রাত আটটায় নৈশভোজের পর আবার এক গ্লাস জবরদস্ত ককটেল।

কোন রকমে টাইটা গলায় ঝুলিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মিঃ রোয়। নিজেই নিজের চেহারার প্রশংসা করে বিড়বিড় করে বললেন, দারুণ মানিয়েছে, একজন কেস্ট কিস্টু বলে মনে হচ্ছে এবার। হ্যাঁ, তা তো হতেই হবে। আজ আর কোন ত্রুটি রাখলে চলবে না। কিন্তু অন্য সব অতিথিদের রকম-সকম কি! সোজাসুজি আমার দিকে তাকাচ্ছে না কেউ, অথচ দেখার লোভটুকুও সামলাতে পারছে না, ঠাড়ে-ঠাড়ে দেখছে, আর কি যেন আন্দাজ করার চেষ্টা করছে, ওদের চোখ তো তাই বলছে বলে মনে হয়। তবে কি কেউ আমার ব্যাপারে কিছু জেনে ফেলেছে?

জানুক গে, শেষ পর্যন্ত কি হয়। আমার সাফ কথা হলো, আমি কি ডরাই সখা ভিখারি রাখবে। কাউকে ভয় করে তুরুপের তাসটা হাতছাড়া করবো না, সে বান্দা আমি নই। আমি শেষ দেখতে চাই—হাতের কাপলিং লাগিয়ে ঘরের বাইরে বেরুবার জন্যে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে তাঁর দৃষ্টি আটকা পড়লো দেওয়ালের দিকে, ফ্রেমে বাঁধানো তুলোট কাগজে লেখা একটি কবিতা ঝুলছে সেখানে। কবিতাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার পর নিজের মনে তারিফ করলেন তিনি—খাসা লিখেছে, কবির হাত যথেষ্ট ভাল, ছন্দজ্ঞান টনটনে, পড়তে মন্দ লাগেনা।

এই সব কালোমানিকদের দ্বীপে এসেছিলেন এর আগে আর একবার, সেই কোন্ ছেলেবেলায়। তখন কে ভেবেছিলো, এমন একটা উদ্ভট কাজে আবার আমাকে ফিরে আসতে হবে নিগার আইল্যাণ্ডে।

এই মুহূর্তে ম্যাকআর্থারকে দেখলে ভয়ডর হীন লোক বলে মনে হবে। রাগে-উত্তেজনায় তাঁর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল। আগে জানলে কেউ কি সেধে এখানে আসতো! এ যেন উল্টোপুরাণের দেশে এসে পড়লাম, এখানকার সব কিছুই যেন উল্টো। যিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ডেকে নিয়ে এলেন এখানে, আশ্চর্য, তিনিই অনুপস্থিত। ফিরে যে যাবো, তারও কোনও উপায় নেই আর এখন। লঞ্চটা সেই যে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো, তারপর তার আর কোন পাত্তা নেই। এ যেন এক গভীর ষড়যন্ত্র, আমার বিরুদ্ধে একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত, দেখছি এখানে রাত্রিবাস না করে উপায় নেই।

আর অন্য সব অতিথিদের সঙ্গে প্রাণখুলে যে একটু কথা বলবো তারও যো নেই। সবাইকে এখনো দেখার সুযোগ না হলেও ঐ যে লম্বার্ড লোকটাকে একবার দেখেই কেন জানিনা আমার মনে হয়েছে, ঠিক সুবিধের নয় সে। আমার আশঙ্কা লোকটা না আমাদের উটকো ঝামেলায় ফেলে দেয়?

নৈশভোজের ঘন্টা পড়তেই নড়ে-চড়ে উঠলো লম্বার্ড। ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির ধাপগুলো গুণে-গুণে নিচে নামতে শুরু করলো। তার পায়ে ছিলো হাল্কা রবার সোলের জুতো, তাই একটুও শব্দ হলো না। তার চলার ভঙ্গি দেখে মনে হলো, শিকারের সন্ধানে অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চলেছে একটা কালো চিতা। তার ঠোঁটে একটা অদ্ভুত রহস্যময় হাসি।

সাত সাতটা দিন, বেশ ভালভাবেই কাটবে বলে মনে হয়।

চোখের দৃষ্টিতে একটা আনমনা ভাব মিস্ এমিলি ব্রেন্টের, পরণে কালো সিল্কের গাউন, বিছানায় শায়িত অবস্থায় হাতে একখানি বাইবেল নিয়ে তিনি তখন মৃদু কণ্ঠে পড়ে চলেছেন—

নৈশভোজের ঘন্টা পড়তেই বাইবেল মুড়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন মিস্ ব্রেন্ট। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন নিচে ডাইনিংরুমে যাওয়ার জন্য।

❑ তিন ❑

এক সময় নৈশভোজ শেষ হলো। রান্না বেশ ভাল মিসেস রগার্সের। খেয়ে সকলেই খুব তৃপ্ত।

আবার পানীয়, রীতিমতো পুরানো মদ, এবং সুস্বাদু। দু' এক পেগ পেটে পড়তেই সবাই বেশ চাঙ্গা। সবার মনের মেঘ তখন কেটে গেছে, বাধা সরে গেছে অপরিচিতের। মেতে উঠেছে গল্প-গুজবে।

সব থেকে সতেজ সজীব যেন বৃদ্ধ ওয়ারগ্রেভ, কয়েক মিনিটে তাঁর বয়েস যেন অর্ধেকে নেমে এসেছে। কথার ফুলঝুড়ি ফুটছে তার মুখে, চমকদার সব গল্প—ডঃ আর্মষ্ট্রং এবং টনি মার্স্টন এখন তাঁর প্রধান শ্রোতা। ওদিকে মিস্ ব্রেন্ট ও জেনারেল ম্যাকআর্থারের জুটিও কমতি যায় না। আর ভেরাও চুপ করে বসে থাকে না, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে তার প্রচণ্ড কৌতূহল, একের পর এক প্রশ্নবানে জর্জরিত করে চলেছে সে ডেভিসকে, তুখোড় ডেভিস তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে গড়গড় করে। আর প্রশ্নোত্তর পর্ব বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে লম্বার্ড মুদিত নয়নে।

হঠাৎ টেবিলের ওপর রাখা একটি কাঁচের ওপর চোখ পড়তেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মার্স্টন, 'দারুণ চমৎকার পুতুলগুলো তো!' সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বললো ভেরা, 'কি আশ্চর্য্য। এতোক্ষণ চোখে পড়েনি তো আমার, আপনাদের কারোরই নয় বোধহয়। আর কতগুলো পুতুলই বা—এক, দুই, চার, ছয়, আট, দশ—দশ দশটি কুচকুচে কালো রঙের পুতুল, কালোমানিক, কালো নিগার।' দেওয়ালে টাঙ্গানো সেই কবিতাটির কথা মনে পড়ে গেলো তার, দশটি কালোমানিক, কালো সোনা—

'জানেন,' পুতুলগুলোর দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে অতিথিদের দিকে ফিরে তাকালো ভেরা, 'আমার ঘরের দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো একটা অদ্ভুত কবিতা আছে, কবিতাটির প্রথম কটা লাইন, হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে—দশটি কালো হীরে—সুর করে পড়তে ভারী ভালো লাগে।'

'এ আবার নতুন কি এমন কথা!' সবজান্তার মতো মৃদু হেসে সঙ্গে সঙ্গে লম্বার্ড বলো উঠলো, 'ও কবিতা আমারো পড়া, আমার ঘরের দেওয়ালেও টাঙ্গানো আছে।'

'আমারও! আমারও! আমারও! আমারও!' প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলেন উপস্থিত সকলে।

ভেরার ঠোঁটে হাসি, 'এরই নাম শখ! বুঝলেন শখ! কবিতা লিখবো অমনি হাতের কলমে বেরিয়ে এলো কবিতাটা। প্রচার করতে হবে, তাই সেই কবিতাটার এক একটা নকল টাঙ্গিয়ে দেওয়া হলো প্রতিটি ঘরের দেওয়ালে মেহগানি কাঠের ফ্রেমে এঁটে। একেই বলে ধনী লোকদের অদ্ভুত খেয়াল!'

'আরে না, না, ওসব কিছু নয়। স্রেফ ছেলেমানুষী আর কি। বুড়ো খোকার বয়স ভাঁড়িয়ে বিদ্যের বহর দেখানো।'

হাসছেন ওয়ারগ্রেভ, সেই ফাঁকে মদের গ্লাসে ঘন ঘন চুমুক দেওয়ার কথাটি ভোলেননি

তেন।

ভেরার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো এমিলির। চোখে চোখে কি যে কথা হলো তাঁদের, কে জানে। তবে পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে বসবার ঘরে চলে গেলেন তাঁরা।

গরাদবিহীন সব জানালা। সমুদ্রে ঝড় উঠেছে, স্পষ্ট দেখা গেলো বসবার ঘর থেকে। ঝড়ো বাতাস পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে এক একটা বিকট শব্দ তুলছে।

সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে চোখে উদাস দৃষ্টি ছড়িয়ে বললেন এমিলি, 'অপূর্ব!'

'যাই বলো তুমি', সমুদ্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো ভেরা, 'সমুদ্র আমার একেবারেই ভাল লাগে না।'

তাঁর কথা শুনে এমিলি তো অবাক। বুঝতে পেরে প্রসঙ্গ পাল্টালো ভেরা,'আমি কিন্তু ভুল বলিনি, এই ধরুন না, আমাদের এই নিগার দ্বীপের কথা। এ-ভাবে সমুদ্রে ঝড়ের দাপাদাপি চলতে থাকলে আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াতে পারে। সে কথা কি ভেবে দেখেছেন একবারও? কতো রকম অসুবিধেই না হতে পারে! চাকর-বাকরদের ঠিক সময়ে পাওয়ার জো নেই। এখন একবার স্টিকল হ্যাভেনে যেতে হবে---যদি দয়া করে কেউ আসেন তবেই স্বস্তি, আপনার আনন্দ—'

হ্যাঁ একটুও বাড়িয়ে বলা নয়, তবে যে দুজন কাজের লোককে পেয়েছেন মিসেস অলিভার, রগার্স আর তার স্ত্রীর কথাই ধরা যাক না কেন। রগার্সের বৌ-এর যেমন মিষ্টি হাত, তেমনি মিষ্টিমুখ। হাসি যেন লেগে আছে সব সময়।

'সে কি মিসেস অলিভার, কি বলছেন? যাঃ এরই মধ্যে নামধাম সব ভুলে বসে আছেন? এ যেন বুড়ো বয়সে ভীমরতি!'

মুখ টিপে হাসি চাপলো ভেরা, 'হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন, মিসেস ওয়েন সত্যিই একজন ভাগ্যবতী মহিলা বটে!'

'মিসেস ওয়েন?' অবাক চোখে তাকালেন এমিলি, যেন এই প্রথম নামটা শুনছেন তিনি।

'কেন উনিই তো এ বাড়ির সব কিছু। এ বাড়ির কর্ত্রী, আমার নিয়োগ কর্ত্রী।'

এই সময় দরজা ঠেলে বাকী অতিথিরা সবাই এক এক করে ঢুকলো এ ঘরে। সবার শেষে রগার্স, তার হাতে ধূমায়িত কফির ট্রে।

এমিলির পাশের খালি চেয়ারটি দখল করলেন ওয়ারগ্রেভ। ভেরার ঠিক উল্টো দিকে বসলেন আর্মষ্ট্রং। ব্লোর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফায়ার প্লেসের ওপরকার ব্রোঞ্জের একটি সুদৃশ্য মূর্তি নিরীক্ষণ করতে থাকেন। একটা চেয়ারে দেহখানি এলিয়ে দিয়ে একখানা বই-এর পাতা উল্টাতে থাকলেন, ওয়ারগ্রেভ আর ম্যাকআর্থার দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সিগার ধরালেন।

কফির ট্রে থেকে যে যার কফির কাপ তুলে নিলো। নৈশভোজের পর কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়ে সবার মুখে একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো, এখানকার আতিথেয়তার ব্যাপারে সবাই মুগ্ধ।

ওদিকে রাত্রি গড়িয়ে চলে একটু একটু করে। ঘড়ির কাঁটা দু'টি থেমে নেই, চলছে টিক টিক শব্দ করে—ন'টা বেজে কুড়ি।

আর ঠিক তখনি হঠাৎ হ্যাঁ হঠাৎই, ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে রেণু রেণু করে গুঁড়িয়ে দিয়ে

একটা বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর ধাক্কা খেতে থাকলো ঘরের এ-দেওয়াল থেকে ও-দেওয়ালে। অলক্ষে বলা সেই গায়ের লোম খাড়া করা কণ্ঠস্বর—'উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, দয়া করে আপনারা একটু শান্ত হয়ে মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনুন—'

স্তব্ধ, হতবাক সবাই, এ ওর মুখের দিকে তাকালেন, ভাবখানা এই যে ব্যাপারটা কারোর জানা আছে কিনা। সেই ঘরের দরজা, জানালাগুলোর দিকেও তাকালেন তাঁরা, যদি সেখানে দেখা যায় কোন অপরিচিত মুখ, যে কিনা,—না, কাউকেই তো চোখে পড়লো না। তাহলে কে, কে কথা বললো অমন করে?

তাঁদের ভাববার জন্য একটু সময় দিয়ে ভেসে উঠলো আবার সেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর, অতিথিদের উপস্থিতিতে প্রচণ্ড বিদ্রুপ করে সেই অদৃশ্য মানুষের কণ্ঠস্বর ঘরের চার দেওয়ালে অনুরণিত হয়ে ফিরতে থাকলো, বিধাতার অমোঘ বিধানের মতো।

'তাহলে এবার খোলাখুলি ভাবেই বলি, আমার বিচারে আপনারা প্রত্যেকেই কেউ না কেউ এক একটি অপরাধের আসামী। আপনাদের অপরাধগুলো শুনুন তাহলে—

এডওয়ার্ড জর্জ আর্মষ্ট্রং, আপনার মনে পড়ে, ১৬ই মার্চ, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আপনি লুইজা মেরী ক্লিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী আপনিই।'

এমিলি ক্যারোলিন ব্রেন্ট, ৫ই মার্চ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বেট্রিস টেইলরের মৃত্যুর জন্য আমি আপনাকেই দায়ী করছি।

উইলিয়াম হেনরী ব্লোর, ১০ই অক্টোবর, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে, মনে আছে আপনার, জেমস্ স্টিফেন ল্যাণ্ডরের মৃত্যু হয়, আমি মনে করি তার মৃত্যুর জন্যেই আপনিই দায়ী!

ভেরা এলিজাবেথ ক্লেথর্ন, ১১ই আগস্ট, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সিরীল ওগিল্‌ভি হ্যামিল্টনের মৃত্যুর জন্য আমি আপনাকেই দায়ী করছি।

ফিলিপ লাম্বার্ড, তারিখটা ঠিক আমার মনে নেই, তবে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের কোন এক তারিখে পূর্ব-আফ্রিকার একুশজন আদিবাসীকে ভয়ঙ্কর নৃশংস ভাবে হত্যা করার অপরাধে আমি আপনাকেও অভিযুক্ত করছি।

আচ্ছা জন গোরদোন ম্যাকআর্থার বলুন তো কেন আপনি ১৪ই জানুয়ারী, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে দারুণ বুদ্ধি খাটিয়ে আপনি আপনার স্ত্রীর প্রেমিক আর্থার রিচমণ্ডকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন?

অ্যান্টনি জেমস্ মার্ষ্টন, গত নভেম্বরের ১৪ তারিখে আপনার জন্যই জন কোম্বস্ ও লুসি কোম্বস্‌কে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

টমাস রগার্স আর ইথেল রগার্স, মনে পড়ে, ৬ই মে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মিস্ জেনিফার ব্র্যাডি কার হাতে খুন হয়েছিলেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনাদের হাতেই!

আর শেষ অভিযোগ হলো লরেন্স জন ওয়ারগ্রেভের বিরুদ্ধে, ১০ই জুন, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এড্‌ওয়ার্ড মিটনের মৃত্যুর জন্য মূলতঃ আপনিই দায়ী।

উপস্থিত অপরাধীগণ, আপনাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগগুলো তো শুনলেন, আমার তো মনে হয় না, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আপনাদের কোন বক্তব্যই থাকতে পারে, থাকতে পারে কি?

নীরব হল সেই ভয়াবহ কণ্ঠস্বর। সেই সঙ্গে ঘরে নেমে এলো এক মূক নিস্তব্ধতা। সেই অদৃশ্য মানুষের বজ্রগম্ভীর স্বর বন্ধ হয়ে গেলেও রেশটুকু যেন অনুরণিত হয়ে ফিরতে থাকলো ঘরের মধ্যে।

আর সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে খান্ খান্ করে একটা কান্নার শব্দ উঠলো, শব্দটা কোথ্থেকে আসছে দেখার জন্য চোখ তুলে তাকালেন সবাই এদিক ওদিক, রগার্সের হাত থেকে কফির ট্রেটা পড়ে যাওয়ার শব্দ—

ঠিক তখনি ঘরের বাইরে কোন কান্নারত নারী আর্তনাদ করতে করতে যেন মাটির ওপরে লুটিয়ে পড়লো।

প্রথমে লম্বার্ড ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে এলো বাইরে। মিসেস রগার্সকে বারন্দায় পড়ে থাকতে দেখলো সে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো সে, 'মিঃ মার্স্টন, তাড়াতাড়ি একবার বাইরে আসুন তো।'

দুজনে মিলে ধরাধরি করে ইথেল রগার্সের অচৈতন্য দেহটা বহন করে নিয়ে এলো বসবার ঘরে। শুইয়ে দিলো একটা সোফার উপরে।

ডঃ আর্মস্টং রুগিনীর নারী পরীক্ষা করে জানিয়ে দিলেন, 'ভয়ের কিছু নেই, দু'এক মিনিটের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পাবে।'

'জলদি একটু ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এসো তো,' রগার্সের দিকে ফিবে বললো লম্বার্ড।

কাগজের মতো সাদা ফ্যাকাসে মুখ করে বললো রগার্স, 'হ্যাঁ এখুনি নিয়ে আসছি স্যার।'

ঘর থেকে পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই প্রথমে ভেরাই চিৎকার করে উঠলো, 'কিন্তু কার কার, সেই কণ্ঠস্বর?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' একবার চারিদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললেন ম্যাকআর্থার, 'কি সব উপদ্রব যে শুরু হলো এখানে। অতিথিদের এখানে নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে কর্তাটির এ কেমন রসিকতা?' শেষের দিকে তাঁর গলার স্বর কেঁপে উঠলো।

দেখে মনে হলো রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন ব্লোর, কিন্তু আসলে তাঁর মুখের অসহায় ভাবখানি রুমাল দিয়ে ঢাকতে চাইলেন।

কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলো না কেবল দুজনের মিঃ ওয়ারগ্রেভ ও মিস্ ব্রেন্টের। দুজনেই স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় প্রত্যক্ষ করতে থাকলেন ঘটনাটি।

আর্মষ্ট্রংয়ের হাতে ইথেলের দেখাশোনা, করার ভার তুলে দিয়ে এবার মুখ খুললো লম্বার্ড, 'আচ্ছা, কথাগুলো ও-ঘর থেকেই ভেসে এলো বলে মনে হলো না?'

'কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব?' তার কথার জের টেনে বললো ভেরা, 'তখন আমরা সবাই তো এ-ঘরেই ছিলাম।'

তাই তো, খুব চিন্তায় পড়লো লম্বার্ড। ঘরেব চারপাশে দৃষ্টি ফেলতে গিয়ে হঠাৎ ফায়ার প্লেসের পাশের একটা ছোট্ট দরজার উপর তার দৃষ্টি আটকে গেলো। ঐ দরজা পথে অনায়াসেই পাশের ঘরে যাওয়া যায়।

কথাটা মনে হতেই দ্রুত পায়ে ছুটে গেলো দরজার দিকে। তারপর দরজার হাতল ধরে সজোরে টান দিতেই খুলে গেলো পাল্লা, আর ওপাশের ঘরের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে

তাকিয়েই অস্ফুটে ছোট্ট একটি শব্দ বেরিয়ে এলো তার ঠোঁট কাঁপিয়ে, 'ওটা কি?'

ইতিমধ্যে তাকে অনুসরণ করে হাজির হয়েছিলেন সবাই, কেবল মিস্ ব্রেন্ট ছাড়া, তিনি তেমনি নির্লিপ্ত ভাবে বসে রইলেন ।

পাশের ঘরে প্রবেশ করার প্রয়োজন হলো না, বাইরে থেকেই সবাই স্পষ্ট দেখলেন সেই যন্ত্রটি একটি সাবেকি চোঙওলা গ্রামোফোন, একটা রেকর্ড ডিস্কের ওপরে, তখনো ঘুরছিল ডিস্কটা। চোঙ-এর মুখটা দেওয়ালের দিকে ফেরানো, চারটি ছোট গর্ত দেওয়ালে, রেকর্ডের কথাগুলো এগর্তগুলোর ভেতর দিয়ে এসেই এপাশের ঘরের অতিথিদের চমকে দিয়েছে।

ঝুঁকে পড়ে সাউণ্ড-বক্সের পিনই রেকর্ডের প্রথম দাগটার উপর রাখা মাত্র সেই অদৃশ্য মানুষটির বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর আবার জেগে উঠলো এপাশের ঘরে। 'উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ দয়া করে আপনারা একটু শান্ত হয়ে মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনুন—

'দয়া করে বন্ধ করুন, আর শুনতে চাই না,' উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলো ভেরা। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামোফোনের বোতাম টিপে বন্ধ করে দিলো লম্বার্ড।

এতোক্ষণে ডঃ আর্মষ্ট্রং যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, 'উঃ এমন বীভৎস রসিকতা জীবনে এই প্রথম দেখলাম।

'তার মানে,' এই প্রথম মুখ খুললেন ওয়ারগ্রেভ, 'ওটাকে আপনি কি স্রেফ রসিকতা বলেই ধরে নিলেন?'

'এ ছাড়া, আর কি ভাবতে পারি?'

'ঠিক আছে, তবে এব্যাপারে এখনি আমি আমার মতমতটা জানাতে চাই না।'

'রাখুন আপনার মতামত!' কতকটা হুকুমের সুরেই বললো মার্ষ্টন, 'সবার আগে আমি জানতে চাই, আমাদের মধ্যে কে গিয়ে এ-গ্রামোফোনটা চালিয়ে এসেছিলেন?'

'হুঁ, আমার প্রশ্নও তাই,' বাকী অতিথিদের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন অভিজ্ঞ বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ, 'আগে এর উত্তরটা জানা দরকার।'

এই সময় ব্র্যাণ্ডির গ্লাস হাতে বসবার ঘর প্রবেশ করলেন রগার্স। স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে উদ্বিগ্ন স্বরে শুধালো রগার্স, 'ওঠো, ওঠো ইথেল.....এখন তুমি কেমন বোধ করছো ইথেল?'

তার ডাক শুনে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো মিসেস রগার্স, তার দৃষ্টি ছাদের দিকে, উদ্‌ভ্রান্ত, কথা বলল না সে।

আরো একটু চিন্তিত হয়ে এবার সে তার প্রায় কানের ওপর ঠোঁট রেখে জিজ্ঞেস করলো রগার্স,' কথা বলো ইথেল, চুপ করে থেকো না, প্লিজ—'

ডঃ আর্মস্ট্রং এগিয়ে গিয়ে মিসেস রর্গাসের একখানি হাত তুলে নিয়ে নাড়ি টিপে বলে উঠলেন, 'ভয়ের কিছু নেই এখন আর।' ইথেলের উদ্দেশ্যে তিনি এবার বললেন, 'একটু চেষ্টা করলেই তুমি ঠিক উঠে বসতে পারবে, চেষ্টা করো—'

'কিন্তু আমার কি হয়েছে? এ ভাবে আমাকে শুইয়ে রেখেছেনই বা কেন?' আর্মষ্ট্রংয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো ইথেল।

'কিছুই হয়নি তোমার, মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলে।'

'হ্যাঁ, এবারে মনে পড়েছে,' তার চোখ দুটি আবার কি যেন খুঁজে ফেরে, তার মন যেন বলে উঠে, আমার কিছু হয়নি, উনি বললেই হলো নাকি। 'আমি যে নিজের কানে শুনেছি, সেই ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর, সেই মারাত্মক অভিযোগ। অদৃশ্য মানুষটি আমাদের অপরাধের বিচার করছিলেন। কিন্তু আমাদের কি অ-প-রা-ধ?' তারপরেই ইথেলের চোখের পাতা বুঁজে গেলো, জোরে জোরে নিশ্বাস টানতে থাকলো, বেশ বোঝা যাচ্ছিল, তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

'কই ব্রাণ্ডির গ্লাসটা দেখি!' হাত বাড়ালেন আর্মস্ট্রং। ব্র্যাণ্ডির গ্লাসের সবটুকু পানীয় গলাধঃকরণ করার পর ইথেলের মুখের ফ্যাকাসে ভাবটা কেটে গিয়ে তার মুখের ওপর আগের মতো আবার গোলাপী আভা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। এবং স্বাভাবিক স্বরেই বললো সে এবার, 'আর আমার কোন কষ্ট নেই, সম্পূর্ণ সুস্থ আমি এখন। তবে সেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরটা শুনে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

'তা ঘাবড়াবারই তো কথা!' তার মুখের কথাটি কেড়ে নিয়ে রগার্স বলে উঠলো, 'ওঃ তার সেই সব অভিযোগগুলোর ভাষাই বা কি ভয়ঙ্কর! শুনে তো ভয়ে আমার হাত থেকে ট্রেটা পড়ে গেলো। যতো সব—' সে হয়তো আরো কিছু বলতো, কিন্তু পারলো না। শেষ শব্দটি তার মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়ার পরমুহূর্তেই কে যেন কাশলেন, সঙ্গে সঙ্গে থামলো সে। কাশির শুকনো খক্ খক্ একটা শব্দ, আর তাতেই থামতে হলো তাকে।

ওদিকে আর একবার কাশি দমন করলেন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ কমালে মুখ চেপে। তারপর রগার্সের দিকে ফিরে বললেন তিনি, 'আমি কিন্তু সেই প্রশ্নটার জবাব এখনো পাইনি। আচ্ছা রগার্স সত্যি করে বলতো, গ্রামোফোনটা কি তুমিই চালিয়ে দিয়েছিলে আমাদের সবার অলক্ষ্যে?'

'হ্যাঁ, আমিই চালিয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন স্যার,' কান্নার মতো শোনালো রগার্সের কণ্ঠস্বর, 'ঐ রেকর্ডে কি আছে আগে আমি কিছুই জানতাম না। জানলে কি আর চালাই—'

'তা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু কেনই বা তুমি চালাতে গেলে , বলতো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলবো স্যার,' একটু দম নিয়ে সে তার কথার জের টেনে বললো,'আমার ওপর নির্দেশ ছিলো।'

'কার নির্দেশ?'

'মিঃ ওয়েনের।'

'তাই বুঝি! মিঃ ওয়েন তোমাকে আর কি নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন বলো।'

'ড্রয়ার খুলে রেকর্ডটা বার করে ডিস্কের ওপর বসিয়ে দিয়ে যাই। ভাবলাম আপনাদের কফি করার সময় ইথেল এ ঘরে গিয়ে চালিয়ে দেবে গ্রামোফান। কথা মতো সেইরকমই হয়েছে।'

'বাঃ বাঃ চমৎকার একটা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসলে তো,' ওয়ারগ্রেভের ঠোঁটে একটা সূক্ষ্ম ব্যাঙ্গের হাসি ফুটে উঠলো।

'না স্যার, এটা কোনো আষাঢ়ে গল্প নয়!' বিনিত স্বরে বললো রগার্স, 'ঈশ্বরের নামে আমি শপথ নিয়ে বলছি, এ সবই সত্যি, এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যার আশ্রয় নেই। ঐ রেকর্ডটার মধ্যে সত্যিই কি আছে, আমি তার বিন্দুবিসর্গ জানতাম না। আমার ধারণা ছিলো, ওটা কোনো গানের রেকর্ড-টেকর্ড হবে। মিঃ ওয়েন আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্যে আমাকে বাজিয়ে শোনাতে বলে থাকবেন। তা ঐ রেকর্ডটার ওপর চাকতিতে কি যেন একটা নাম লেখা ছিলো—'

চিন্তিত ওয়ারগ্রেভ বললেন, 'তুমি আমাদের গান শোনাতে চেয়েছিলে? তা সেই চাকতিতে

কি লেখা ছিলো দেখছো?'

'তা তো ঠিক মনে নেই স্যার—'

'আমি দেখেছি। সমুদ্র-পাখীর গান। দারুণ মিষ্টি নাম, তাই না?' দাঁত বার করে হাসলো লম্বার্ড।

'মিথ্যে, সব মিথ্যে, সব বানানো গল্প!' হঠাৎ রাগে চিৎকার করে উঠলো ম্যাকআর্থার। 'এই অন্যায় অভিযোগের একটা প্রতিকার দরকার। মিঃ ওয়েনকে ডাকো এখুনি। ঐ শঠ, প্রতারক, নচ্ছাড়টাকে একবার হাতের কাছে পেলে আমি—'

হাতের ইঙ্গিতে তাঁকে থামতে বললেন এমিলি, 'উনি তো ঠিকই বলেছেন। কে, কে এই মিঃ ওয়েন?'

'এই প্রশ্নটা আমারও,' তাঁকে সমর্থন করলেন ওয়ারগ্রেভ, 'এই রসিকবর যিনিই হোন না কেন, তাঁকে আমরা সশরীরে একবার দেখতে চাই। শোনো রগার্স, তুমি এক কাজ করো, তোমার অসুস্থ স্ত্রীকে ওর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চট-জলদি ফিরে এসো এখানে, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

ইথেলকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রগার্সকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন ডঃ আর্মস্ট্রং। দুজনে ধরাধরি করে ইথেলকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই উঠে দাঁড়ালো মার্স্টন, অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিল সে। 'আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তো আমি তাহলে এক পাত্তর—'

'দয়া করে আমাকেও একটু দেবেন,' মার্স্টনকে অনুসরণ করলো লম্বার্ড।

দুজনে ফিরে এলো একটু পরে পানীয়র গ্লাস সাজানো ট্রে হাতে নিয়ে। ম্যাকআর্থার ও ওয়ারগ্রেভ তুলে নিলেন হুইস্কির গ্লাস। অন্যেরা ব্র্যান্ডি। কেবল এমিলিই ও-রসে অনাসক্ত, নিলেন শুধু এক গ্লাস জল।

খানিক পরে ফিরে এসে সবাইকে সুরা পান করতে দেখে ডঃ আর্মস্ট্রং বললেন, 'মিসেস রগার্সকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ফিরে আসতে একটু দেরী হলো বলে কি আমি ও রসে বঞ্চিত হবো? এ অধমের প্রতি একটু দয়া করুন ভাই।'

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চললো পানোৎসব। এক সময় রগার্স ফিরে এলো।

রগার্সের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা পরিণত হলো যেন এক বিচারকক্ষ। আর বিচারপতির ভূমিকা নিলেন প্রবীন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ। শুরু করলেন তাঁর জেরা।

'এখন বলো রগার্স, মিঃ ওয়েনের ব্যাপারে তুমি ঠিক কতটুকু জানো!'

'এই দ্বীপ, এই প্রাসাদ, সব কিছুরই মালিক তিনি।'

'নতুন করে সে খবর জানতে চাই না তোমার কাছ থেকে। আমি সেই লোকটার সম্পর্কে জানতে চাই। বলো, কি জানো তুমি তার সম্পর্কে?'

'কিছুই তো জানি না স্যার। আসলে আমি তাঁকে দেখিইনি কোনোদিন।'

অবাক চোখে সবাই এ ওর দিকে তাকায়। প্রতিবাদ করে উঠলেন ম্যাকআর্থার, 'বড় অদ্ভুত কথা তুমি শোনালে তো! কোনোদিন দেখনি মানে?'

'বিশ্বাস করুন, সত্যিই তাঁর সঙ্গে আমার সামনা-সামনি দেখা হয়নি।' কৈফিয়ত দেয় রগার্স,

'আসলে আমার চাকরী এখানে মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে। প্লিমাউথ রেজিনা এজেন্সিতে আমাদের নাম লেখানো ছিলো, তাদেব সুপারিশেই আমার এই চাকরী। তা সেই চাকরীর চিঠিতেই লেখা ছিল কবে এখানে আসতে হবে আমাদের। চলে এলাম। এখানে এসে দেখি সাজানো প্রাসাদ, খাবারের ঘরে নানান ধবণেব খাবার মজুত, থরে থরে পানীয়ের বোতল সাজানো ওয়াই-ক্যাবিনেটে।'

'তারপব?'

'তারপর আর একখানি চিঠি পেলাম। এখানে নাকি একটা ঘরোয়া পার্টি দেবেন মিঃ ওয়েন, ঘরদোর যেন সাফ করে রাখি। তাও রাখলাম। কিন্তু গতকালই এলো তৃতীয় চিঠি। সেই চিঠিতে মিঃ ওয়েন জানিয়েছেন অনিবার্য কারণবশতঃ তিনি আসতে পারবেন না, আর তাঁর স্ত্রীও আসছেন না। তবে আপনাদেব সেবা-যত্নেব ত্রুটি আমরা যেন না রাখি। আর সেই চিঠিতেই নির্দেশ ছিলো, নৈশ ভোজের পর কফি দেওয়া হয়ে গেলে যেন গ্রামোফোন চালিয়ে দিই।'

'সেই চিঠিখানা দেখাতে পারো?'

'নিশ্চয়ই! সেটা আমাব পকেটেই আছে। এই দেখুন স্যার।' চিঠিটা পকেট থেকে বাব করে তাঁর হাতে তুলে দিলো বগার্স।

অত্যন্ত মনোযোগ সহকাবে চিঠিটা দেখলেন ওয়ারগ্রেভ। পড়া শেষে মুখ তুলে তাকালেন তিনি, 'দেখছি চিঠির ওপবে বিৎজ্ হোটেলের ঠিকানা লেখা আছে। আব চিঠিটাও টাইপ কবা, কালির আঁচড় টানা নেই কোথাও।'

'দেখি, দেখি চিঠিটা একবাব!' একবকম ছিনিয়েই নিলেন ব্রোব চিঠিখানা। চিঠির প্রতিটি অক্ষরের উপব তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ঘোরাফেরা করে। 'হ্যাঁ, একেবারে নতুন কবোনেশন টাইপ মেশিনে টাইপ করা চিঠি। কাগজখানাও বেশ দামী। না, শুধু চিঠি দেখে এর বেশী কিছু বোঝারও উপায় নেই। আর হাতের ছাপ-টাপও কিছু নেই।'

আড়চোখে ব্রোরকে একবাব নিরীক্ষণ কবে নিলেন ওযারগ্রেভ। তারপব একটু নড়েচড়ে বসলেন তিনি, চকিতে একবার সকলের মুখের ওপর দৃষ্টি বোলালেন, একটু কেশে নিযে বললেন, 'এ সবের পর আমার মনে হয়, আমাদের এখনো চুপচাপ বসে থাকাটা ঠিক হবে না। কিছু একটা কবতেই হবে। তবে তার আগে এখানে আসার ব্যাপারে আপনাবা যে যেটুকু জানেন, বলুন। মনে কোন দ্বিধা রাখবেন না, সংকোচ কববেন না। জানার অনেক কিছুই বাকী আছে এখনো। ঘটনাক্রমে আমরা সবাই মিঃ ওয়েনের অতিথি হয়ে এসেছি এখানে। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ-পর্ব কি করে সম্ভব হলো, সেটা এখন খতিয়ে দেখতে হবে।'

তাবপরেই অখন্ড নীরবতা।

মিস এমিলি ব্রেন্ট মুখ তুললেন, তিনিই প্রথম সেই নীরবতা ভঙ্গ করলেন, 'দেখুন আমার ব্যাপারটা আগাগোড়াই কেমন যেন গোলমেলে। কদিন আগে ডাকে একখানা চিঠি পাই। সইটা এমনি দুর্বোধ্য যে, প্রেরকের নাম বোঝাব উপায় ছিলো না। তবে চিঠিটা ছিল একজন মহিলার। দু'তিন বছর আগে গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে কোথাও হয়তো দেখা হয়ে থাকবে তাঁর সঙ্গে। নাম মনে নেই—মিস্ ওগাডেন কিংবা মিসেস অলিভারও হতে পারেন, কারণ বেড়াতে গিয়ে এ দুজন মহিলা ছাড়া আর কারোর সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। বিশেষ করে মিসেস ওয়েন নামেব কারোর সঙ্গে তো নয়ই!'

'তা সেই চিঠিখানা দেখাতে পারেন?'

'হ্যাঁ, পারি বৈকি! একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি আসছি,' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মিস্ ব্রেন্ট। মিনিট খানেক পরেই আবার ফিরে এলেন তিনি চিঠি হাতে নিয়ে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চিঠিটা পড়লেন ওয়ারগ্রেভ। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বিজ্ঞের মতো বললেন তিনি, 'ব্যাপাব একটু একটু করে পরিস্কার হচ্ছে, তবে মেঘ এখনো পুরোপুরি কাটেনি।' মিস্ ক্লেথর্নের দিকে ফিরে বললেন তিনি, 'এবার আপনি বলুন।'

সেক্রেটারীর চাকরীটা প্রাপ্তির ব্যাপারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ঘটনাই বলে গেলো ভেরা এক এক করে।

তার কথা শোনাব পর মার্স্টনের দিকে ফিরে বললেন ওয়ারগ্রেভ, 'আর ডঃ আর্মস্ট্রং আপনি? আপনি এসেছেন কেন এখানে?'

'চিকিৎসক হিসেবে।'

'এ বাড়িব কর্তাব সঙ্গে আপনার কি আগে থেকেই পরিচয় ছিলো?'

'না, একেবারেই নয়। তবে চিঠিতে আমার এক সহকর্মীর নামের উল্লেখ ছিলো।'

'আর সেই সহকর্মীটির সঙ্গে বহুদিন আপনার কোনো যোগাযোগ নেই, এই তো?'

'ও হ্যা, সেই বকমই বটে।'

'ঠিক আছে,' এবাব অন্য দিকে মুখ ফেরালেন ওয়ারগ্রেভ, 'জেনারেল ম্যাকআর্থার, এবার আপনার যা বলার আছে বলুন।'

'নতুন করে বলার কিছু নেই,' প্রত্যুত্তবে বললেন ম্যাকআর্থাব, 'খোদ মিঃ ওয়েনের চিঠি পেলাম, চিঠিতে পুরনো বন্ধুদের নাম উল্লেখ ছিলো, তাদেরও নাকি এই দ্বীপে আসার কথা, তাই চলে এলাম, এই আর কি।'

'এবার আপনি বলুন মিঃ লম্বার্ড।'

'আ-আমি?' আমতা আমতা করে নিজের মনে মনে ভাবলো লম্বার্ড, আসলে কথাটা এই মুহূর্তে বলা যাবে না এখানে। বললে পবে পস্তাতে হবে। তাই সহজ ভাবে বললো সে, 'চিঠি পেলাম, চলে এলাম। এক সময মিঃ ওযেনের সঙ্গে আলাপ হযেছিলো, তাই—'

এবাব ব্রোবেব পালা। ডান হাতটা গালেব ওপর স্থাপন করে শান্ত এবং দৃঢ় স্বরে বললেন ওয়ারগ্রেভ, 'এখন এই অস্বস্তিকর অবস্থাব মধ্যে দিয়ে আমাদের সময় কাটছে। এই তো একটু আগে এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর নাম উল্লেখ কবে আমাদের সকলের অপরাধেব ফিরিস্তি দিয়ে গেলো এক এক করে। সে যাইহোক, অভিযোগগুলোর কথায় পরে আসছি। তবে এই মুহূর্তে অতি তুচ্ছ হলেও অতি প্রয়োজনীয় একটা সমস্যার সমাধান না করে স্বস্তি পাচ্ছি না। যে দশজনের নাম একটু আগে উল্লেখিত হলো, তাদের মধ্যে উইলিয়াম হেনরি ব্রোর একজন। কিন্তু আমি যতটুকু জানি, আমাদের মধ্যে ব্রোর নামে কেউ নেই। একজন আছেন বটে, তবে তাঁর নাম ডেভিস। এখন বলুন মিঃ ডেভিস, আপনার কি বলার আছে?'

'আপনি একজন বিচক্ষণ বিচাবপতি, আমি ধরা পড়ে গেছি,' ব্রোরের ঠোঁটে ম্লান হাসি, 'তাই এখন আব স্বীকার করতে বাধা নেই, আমি, হ্যাঁ, আমিই সেই ব্রোর, উইলিয়ায়াম হেনরি ব্রোর।'

'উনি যে এখানে শুধু নাম ভাঁড়িয়েই এসেছেন তা নয়, ওঁর অনেক গুণকীর্তন আছে।' ব্রোর -এর দিকে সরাসরি তাকিয়ে লম্বার্ড এবার তীক্ষ্ণ স্বরে আক্রমণ করলো তাঁকে, 'আপনি প্রতারক,

আপনি প্রবঞ্চক। খানিক আগে কথা প্রসঙ্গে আপনি বলেছিলেন, আপনি নাকি জন্ম থেকেই নাটালে কাটিয়েছেন। সে কথাও ডাহা মিথ্যে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, জন্ম থেকে তো দূরের কথা জীবনে একটি দিনের জন্যও আপনি নাটালে যাননি।'

যেন একটা শক্তিশালী বোমা ফাটালো লম্বার্ড। আটজোড় চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ব্লোরের উপর। মার্স্টনের রক্ত বোধহয় আরো একটু বেশী গরম, ব্লোরের দিকে ছুটে গেলো সে ঘুষি বাগিয়ে, 'কি সত্যবাদী, কি জবাব দেবেন এখন?'

তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই ব্লোরের। তেমনি চেয়ারে পিঠ এলিয়ে ঘরের ছাদের দিকে চোখ তুলে জবাব দিলেন তিনি, 'আপনারা ভুল করছেন। আমি জানি আমার সম্পর্কে এখানে আসার মুহূর্ত থেকেই একটা বাজে ধারণা করে নিয়েছেন। এর পর আমি আর কেবল নীরব শ্রোতা হয়ে বসে থাকতে পারি না, সত্যি কথাই বলছি, শুনুন—আমি একজন অবসর প্রাপ্ত সরকারী গোয়েন্দা। প্লিমাউথে আমার একটা এজেন্সী আছে। এই কাজে আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে বলেই আমি এখানে এসেছি, তা না হলে আসতাম না।'

'তা আপনার সেই নিয়োগ কর্তাটি কে জানতে পারি?' একটু রুক্ষস্বরেই জিজ্ঞেস করলেন ওয়ারগ্রেভ।

'মিঃ ওয়েন। চিঠির সঙ্গে তিনি আমাকে কিছু আগাম টাকাও পাঠিয়ে দেন। আর চিঠিতে নির্দেশ ছিলো, এখানে আমাকে আসতে হবে ছদ্মনামে, পরিচয় গোপন রেখে আপনাদের, মানে অতিথিদের দলে মিশে গিয়ে আপনাদের ওপর নজর রাখতে হবে।'

'নজর রাখতে হবে, তার মানে?'

'বাঃ, নজর রাখতে হবে না? মিসেস ওয়েনের কতো না সোনাগয়না এখানে মজুত আছে, চুরি হওয়ার ভয় নেই?' ব্যঙ্গ করে বললেন ব্লোর, 'তবে আমার ব্যক্তিগত মতামত যদি জানতে চান তাহলে বলবো, আদৌ ওয়েন নামে রক্তমাংসের কোনো মানুষের অস্তিত্ব কখনো ছিলো না কোথাও, আজও নেই।'

'আপনার ধারণা অভ্রান্ত, মিঃ ব্লোর।' চিন্তিতভাবে ঘাড় নাড়লেন ওয়ারগ্রেভ, 'আমরা দশ দশজন অতিথি এখানে এসে পৌঁছলাম, অথচ কি আশ্চর্য, তিনি এখনো এলেন না এখানে। তার থেকেও বড় আশ্চর্য হলো, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে যিনি চেনেন ওয়েনদের। আমাদের সকলের কাছেই তিনি এখনো অপরিচিত অজ্ঞাত পুরুষ। আড়াল থেকে একের পর এক নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, আর আমরা মূর্খের মতো নীরবে তাঁর সব আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি, তাঁর সেই সব উদ্ভট কল্পনার শিকার হয়েছি কেউ, ভবিষ্যতেও হবো কেউ না কেউ। অর্থাৎ তিনি হলেন কিনা এক অতি নিপুন শিকারী, আর আমরা হলাম গিয়ে মূর্খ শিকার তাঁর।'

'এ সব হলো পাগলের খেয়াল বুঝলে, তাঁর সব কল্পনার মধ্যেই রয়েছে পাগলামির ছাপ,' প্রতিবাদ করে উঠলেন ভেরা।

অলক্ষ্যে অতি সর্ন্তপনে ভেরার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে বকে গেলেন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ, 'হুঁ, তা যা বলেছেন, হ্যাঁ সত্যিই তো পাগলামি ছাড়া আর কিই বা হতে পারে? এখানে আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনেও গলা ফাটিয়ে কেন জানি না আমার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমরা পড়েছি এমন এক লোকের পাল্লায়, যে কিনা অমানুষ, নরঘাতী, নিষ্ঠুর এক বদ্ধ পাগল।'

❑ চার ❑

একসময় ঘরে নামলো এক অদ্ভুত নীরবতা। সময় বসে থাকে না কারোর জন্য, ঘড়ির কাঁটাগুলো তাদের স্বাভাবিক গতিতে টিকটিক ধ্বনি তুলে এগিয়ে চলে, কোথায় থামতে হয় তাও জানে না। আর ওয়ারগ্রেভও থেমে থাকলেন না। তাঁর দৃষ্টি পরিক্রমা করে ভীত-সন্ত্রস্ত কয়েক-জোড়া চোখের ওপব, পরিক্রমা শেষে শান্ত অবিচলিত স্বরে বললেন তিনি, 'তদন্তের প্রথম পর্যায়ের কাজ আপাততঃ শেষ, এর পর শুরু হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের তদন্ত। ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম, আমার নিজের কথা তো কিছু বলিইনি। লেডী কনষ্টান্স কালসিংটনের কাছ থেকে একটা চিঠি পাই,' পকেট থেকে সেই চিঠিটা বার করে রাখলেন তিনি টেবিলের ওপর, 'উনি আমাব পুরনো বান্ধবী। অবশ্য অনেক বছর হলো তাঁব সঙ্গে কোনো যোগাযোগ কিংবা দেখা-সাক্ষাৎ ছিলো না। চিঠিটা পড়ে প্রথমে একবারও মনে হয়নি, তিনি ছাড়া অন্য কেউ লিখতে পারেন। সেই পরিচিত ভাষা, কাটা কাটা কথা, পবিস্কার করে কিছু না বলা, লেখার ভঙ্গিমা সব হুবহু তাঁর মতো। কিন্তু পবে আমার ধাবণা পাল্টাতে হলো। আপনাদের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করার পরেই আমার এই পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত, আমার যা মনে হয়েছে তা এই যে, চিঠিটা যেই পাঠিয়ে থাকুন না কেন, আমাদের সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপারই আগাগোড়া তাঁর জানা, আমার ও লেডী কনস্টান্সেব সম্পর্কে অজানা কিছু লেখা সম্ভব হতো না। ডঃ আর্মস্ট্রং-এর বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। আবার দেখুন, সবজান্তার মতো মিঃ মার্স্টনের বন্ধুর ডাকনামটাও তাঁর জানা রয়েছে কেমন। এরপব আসা যাক মিস্ ব্রেন্টেব কথায় ; দু'বছর আগে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে তিনি যে বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলেন, এ খবরটিও সংগ্রহ করে বেখেছেন তিনি। আর জেনারেল ম্যাকআর্থারেব সম্পর্কে কম কিছু জানেন না তিনি। অতএব এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের অনেক খববই তিনি জানেন, আব সেই সব খবরের ভিত্তিতেই তাই তো তিনি আমাদের বিরুদ্ধে এমন নির্দিষ্ট অভিযোগ আনতে পারলেন, তা তো সবাই আপনারা নিজের কানে শুনলেন।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা গুঞ্জন উঠলো। সকলের মুখ বেশ থমথমে। ওঁদের মধ্যে ম্যাকআর্থার থাকতে না পেরে ভয়ঙ্কর ক্রোধে ফেটে পড়লেন, 'সব মিথ্যে, মিথ্যে অভিযোগ, আমি বিশ্বাস করি না। এই মিথ্যে কলঙ্ক আমি কিছুতেই মেনে নেবো না।'

'ঠিক কথা, মিথ্যে কলঙ্কই তো!' তাঁর ক্রোধ যোগালেন ভেরা, 'আমিও মানছি না এই মিথ্যে অভিযোগ।'

'হ্যাঁ, মিথ্যেই তো বটে,' রগার্সও তার ক্ষোভ প্রকাশ করলো, 'আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, আমরা কেউ কোন অন্যায় করিনি, করতে পারি না।'

'একে পাগলা ষাঁড়ের কীর্তি ছাড়া আব কি বলা যেতে পারে?' শ্লেষের সুরে বললো মার্স্টন, 'এই নির্জন দ্বীপে আমাদের ডেকে নিয়ে এসে মজা লুটতে চাইছে নচ্ছারটা। ওর বাঁদরামো এখুনি ঘোচাতে হবে।'

হাতের ইশারায় সকলকে শান্ত হতে বললেন ওয়ারগ্রেভ। তাতে কাজ হলো, শান্ত হলেন সকলে। তারপর তিনি আবার বললেন, 'তা আমার কথাই ধরুন না কেন? এডওয়ার্ড সিটনের

হত্যার ব্যাপারে আমিই দায়ী না, অপরাধীও নই। কিন্তু সিটনের কেসটা আমার স্পষ্ট মনে আছে আজও—। উনিশশো তিরিশ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের কোনো একটা দিন হবে। আমার এজলাসেই উঠেছিল তার মামলা। একজন বয়স্কা মহিলাকে হত্যা করার অভিযোগে তার বিচার চলছিল। পুলিশ রিপোর্ট, সাক্ষ্য-প্রমাণ সবই তার বিরুদ্ধে। কিন্তু আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সরকার পক্ষের উকিলের জেরার উত্তরে সে তার সব অভিযোগ খন্ডন করে সে এমন সব তথ্য আদালতের সামনে হাজির করলো যে, তার কথা শুনে জুরীরা শুধু অবাকই হলো না, দারুণ মুগ্ধ হলো। তখনি আমি ভেবে দেখলাম, এ ভাবে চলতে দিলে এ-মামলা তার পক্ষে যেতে বাধ্য। অথচ তার প্রতিটি যুক্তি খন্ডন করে দিয়ে আমি আমার সুচিন্তিত বক্তব্য রাখলাম। তাতে ফল ফললো। জুরীদের মন টললো। তাঁরা সকলেই একমত হয়ে তাঁদের অভিমত জানালেন, এডওয়ার্ড সিটন দোষী, সে নিজে খুন করেছে মহিলাটিকে। এতএব তার সেই অপরাধের শাস্তি— মৃত্যুদন্ড। আপীল করলো সে তার সেই কঠিন শাস্তি মকুব করার জন্যে। আমার অন্যায় রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো সে। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগই গ্রাহ্য হলো না উচ্চআদালতে, ফাঁসী হয়ে গেলো সিটনের।

'এর থেকেই বোঝা যায়, আমার বিচারের কোনো ত্রুটি ছিলো না, আমি কোনো অন্যায় করিনি। বিচারক হিসেবে আমি শাস্তিই দিয়েছি।' এখানে এসে থামলেন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ, নতুন করে একটা সিগার ধরালেন অতঃপর।

এক এক করে পুরো ঘটনাটাই মনে পড়ে গেলো আর্মস্ট্রংয়ের। এক সময়, তার মনে পড়ছে সিটন মামলা দারুণ একটা আলোড়ণ সৃষ্টি করেছিল জনমানসে। সবাই ধরে নিয়েছিলো, বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে সিটন। সিটনের উকিল ম্যাথিউ তো ধরেই নিয়েছিলেন, তাঁর মক্কেল বেঁচে যাচ্ছে এ-যাত্রায়। কিন্তু রায় বেরোবার পর সবাই কম অবাক হয়নি। পরে দেখা হতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্যাথিউ বলেছিলেন, সিটনের ভাগ্যটাই খারাপ। শুরু থেকেই ওর প্রতি মন বিরূপ করে তোলেন বিচারপতি। অবশ্য এ, সব কিছুই বেআইনী নয়, অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ তিনি, আইনের কোনো ভুলচুক করেননি তিনি। তবু সব দিক বিবেচনা করে দেখলে মনে হবে, এই মামলার একেবারে শুরু থেকেই সম্পূর্ণ এক ভিন্ন নিরিখে সিটনের তথাকথিত অপরাধের বিচার করতে চেয়েছিলেন তিনি।'

এতোদিন এই প্রশ্নটা তাঁকে অহরহ তাগিদ দিয়েছে, কিন্তু প্রকাশ করতে পারেননি, তবে আজ হঠাতই সেই প্রশ্নটা তাঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো, 'একটা প্রশ্ন করবো মিঃ ওয়ারগ্রেভ, যদি কিছু মনে না করেন, আপনি কি সিটনকে এই মামলার শুরু হওয়ার আগে থেকেই চিনতেন?'

আচমকা প্রশ্নে বিব্রত ওয়ারগ্রেভ অন্যদিকে মুখ করে জবাব দিলেন, 'না, এই মামলায় তাকে আমি প্রথম দেখি আদালতেই।

'স্রেফ মিথ্যে বলছেন বৃদ্ধ বিচারপতি,' মনে মনে ক্ষেপে উঠলো আর্মস্ট্রং, জীবনের প্রায় পুরো অধ্যায় কাটিয়ে এসেও মিথ্যের আশ্রয় নেওয়ার লোভটা সামলাতে পারলো না বৃদ্ধ লোকটি, এই বয়সেও মানুষকে ধোঁকা দিতে বাধলো না তাঁর। হ্যাঁ, 'চিৎকার করে আমি বলবো, অবশ্যই তিনি চিনতেন সিটনকে এবং মামলা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই।'

এবার ভেরার পালা। ভয়ে কিনা কে জানে, অসম্ভব ঘামছিল সে। রুমালে মুখ মুছে সে এবার তাকালো চোখ তুলে। কথা বলতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বর বুঝি-বা একটু কেঁপে উঠলো, 'আমার

বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আপনারা শুনলেন একটু আগে, সে ব্যাপারে আমার কিছু বলার আছে। আমি ছিলাম সিরিল হ্যামিল্টনের গভর্নেস। ভাল সাঁতার জানতো না সে। তাই খুব বেশীদূরে বড় একটা যেতো না সে। কিন্তু সেদিন কি যে হলো তার, হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে কখন যে সে পার থেকে অনেকখানি দূরে চলে গিয়েছিল খেয়ালই করিনি। হঠাৎ তার আর্ত চিৎকার শুনে তাকালাম। ভেসে উঠলো চোখের সামনে ডুবে যাওয়া তার শরীরটা গভীর জলে থৈ পাচ্ছে না, বাঁচার জন্যে সে কি আকুলি-বিকুলি। ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠে দিলাম ঝাঁপ জলে, সাঁতার কেটে এগোলামও খানিকটা, কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে তখন। আমার চোখের সামনে দেখলাম সিরিলকে গভীর জলে তলিয়ে যেতে। আমি তো তাকে বাঁচানোর জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি, আপনারাই বলুন তার অকাল মৃত্যুর জন্যে সত্যিই কি আমি দোষী?'

ভেরা আবার বলে চলে, 'তা করোনারের বিচারে আমার কোনো দোষ দেখতে পাওয়া গেলো না। সিরিলের মা হ্যামিল্টনও যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিলেন, আমার ওপর দোষারোপ করার কথা ভাবতেই পারলেন না তিনি। আর ভাববেনই বা কি করে, সত্যি সত্যি আমি তো কোনো দোষ করিনি! অথচ এখানে এসে কি ভয়ঙ্কর কথাটাই না শুনতে হলো, সেই পুরনো ঘটনার জের টেনে সিরিলের মৃত্যুর ব্যাপারে আমার উপর একটা মিথ্যে দোষ চাপিয়ে দেওয়া হলো। এ যে কত বড় অন্যায় অবিচার—' চাপা কান্নায় তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো।

জেনারেল ম্যাকআর্থার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বোঝালেন, 'কেঁদো না। পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়। কথাটা তোমার মনে আছে তো? অতএব ঐ ছেঁদো কথা নিয়ে তুমি আর অহেতুক উত্তেজিত হয়ো না যেন।' তারপরেই আচমকা নিজের প্রসঙ্গে বলতে শুরু করে দিলেন তিনি। 'দেখুন, অন্য সময় হলে ব্যাপারটা আমি উড়িয়ে দিতাম, কোনো গুরুত্বই দিতাম না, কিন্তু আজকের এমন জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের জবাব না দিয়ে থাকতে পারছি না। একটু আগে এক অদৃশ্য অভিযোগকারী যে আর্থার রিচমন্ডের নাম উল্লেখ করলেন, চাকরী ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আমারই অধীনস্থ একজন অফিসার। আমি তাঁকে একদিন যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা নিজের চোখে দেখে এসে আমাকে রিপোর্ট করতে বলি। কিন্তু তার ফেরা আর হলো না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে না ফেরার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়! তার জন্যে আমি তো আর অপরাধী হতে পারি না! আর আমার স্ত্রীর স্বপক্ষে একটা কথাই কেবল বলবো, তাঁর মতো সৎ, কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রী অনেক স্বামীর কাছে দুর্লভ।' এই পর্যন্ত বলে থামলেন তিনি, তাঁর মুখের উত্তেজনার রেশ কাটেনি তখনো।

'আর আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, আমি নাকি আদিবাসীদের .. . ' লম্বার্ডের ঠোঁটে বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠলো—

'কেন, কি হয়েছিল তাদের?' মার্স্টন পারলো না তার কৌতূহল চেপে রাখতে।

'আরে তেমন কিছুই নয়।' লম্বার্ডের কথায় অবজ্ঞার সুর ধ্বনিত হলো। 'আসলে আত্মরক্ষার তাগিদ আর কি। শিকারে গিয়েছিলাম দলবল নিয়ে। এক সময় পথ হারিয়ে ফেললাম জঙ্গলে। তখন কি আর করা যায়। খাবার-দাবার যা অবশিষ্ট ছিলো সঙ্গে নিয়ে আমরা কয়েকজন ফিরে এলাম, বলতে গেলে একরকম বাধ্য হয়েই। ওরা রয়ে গেল জঙ্গলে।'

'তার মানে,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন ম্যাকআর্থার, সজ্ঞানে আপনি তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে এলেন?'

'আপনার যদি তাই মনে হয়, আমি নাচার।' নিজেই নিজেকে সমর্থন করলো লম্বার্ড, 'জানেন তো, আত্মরক্ষার অধিকাব সকলেরই থাকে। তাছাড়া আমাদের মতো মরণে ওদের ভয় নেই, আর তাতেই ওরা বেঁচে যায় কি বলেন?' বলে হো হো করে হেসে উঠলো সে।

আঁতকে উঠলো ভেরা, 'জেনে শুনে এমন একটা অন্যায় কাজ আপনি করতে পারলেন?'

'হুঁ, না পারার কি আছে!' পাল্টা প্রশ্ন কবলো লম্বার্ড।

'আর আমার কি দোষ থাকতে পারে বলুন,' এবার কৈফিয়ত দিতে এগিয়ে এলো অ্যান্টনি মার্স্টন, 'জন কোম্বস্ আর লুসি কোম্বস্ খেলছিল রাস্তায়, হঠাৎ তারা আমার গাড়িব সামনে এসে পড়লো, আমি তখন মরিযা হয়ে জোবে ব্রেক কষলাম, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না। আমার গাড়িব চাকার তলায় তখন দু'দুটো তাজা শরীর পিষ্ট হয়ে গেছে। ভাগ্য খারাপ তাই—'

'কাব? আপনাব নাকি সেই নিরপবাধ বাচ্চা দু'টিব।' ওয়ারগ্রেভের কথার সুরে হুল ফোটানো ছিলো।

'আমাদের সকলেরই। ফুলেব মতো দুটি নিষ্পাপ সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন অকালে ঝরে গেলো। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স এক বছরের জন্যে বাতিল হযে গেলো। কিন্তু আমাব কি দোষ বলুন!'

'দোষ আজকালকার নব্য যুবকদেব। হাওয়ার গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাড়ি চালানোব কি দরকার শুনি? এ সব বদ অভ্যাস এখুনি বদলানো প্রযোজন,' টিপ্পনী কাটলেন আর্মস্ট্রং।

গলা শুকিয়ে গিয়েছিল মার্স্টনেব। এক নিমেষে গ্লাসেব সব জলটুকু নিঃশেষ করে ফেললো। ম্লান বিষণ্ণ গলায বললো সে, 'আপনারা যতোই বলুন, দোষ আমার একটুও ছিলো না। এটা একটা অঘটন মাত্র। আব অঘটন ঘটে দোষ-গুণ বিচারের তোয়াক্কা না করেই।'

একটু ঢোক গিলে এবাবে রগার্স, বললো 'এবার আমিও কিছু বলতে চাই স্যার—'

'বেশ তো বলেই ফেলো,' তাকে ভবসা দিলো লম্বার্ড।

'আমাদেব বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমরা স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে নাকি মিস্ ব্র্যাডিকে হত্যা করেছি। একেবারে মিথ্যে কথা, আপনাবা কেউ যেন বিশ্বাস করবেন না। আসলে কি জানেন, মিস্ ব্র্যাডি সব সময়েই একটা না একটা অসুখে ভুগতেন, ডাক্তার-ওযুধ ছিলো তার নিত্য সঙ্গী। ঝড়-জলের রাতে হাঁটা পথে ডাক্তারেব বাড়িতে পৌঁছতে অনেক দেবী হয়ে যায়। ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিযে ফিবে এসে দেখি, সব শেষ। তিনি তখন সব চিকিৎসার বাইরে চলে গেছেন। তাহলে এব থেকেই আপনাব অনুমান করে নিতে পারেন, চেষ্টার কোনো ত্রুটি আমরা করিনি এ ব্যাপারে, কেবল আজই যা কবা হলো। যা যা বললাম সবই সত্যি, একটুও বাড়িয়ে কিংবা অতিরঞ্জিত কবে বলিনি। তাছাড়া ওঁর মৃত্যুতে আমাদের কি লাভ হলো বলুন?'

'হয়েছে বৈকি!' গলা পরিস্কার করে বলে উঠলেন ব্লোর, 'তোমার মনিবের মৃত্যুতে লাভ তোমাদের কম হয়নি!'

'না, তেমন কি আর লাভ হয়েছে বলুন। সামান্য কিছু টাকা তিনি রেখে গিয়েছিলেন আমাদের জন্যে। তাঁর সেই ভালবাসার দান আমরা গ্রহণ করে কি এমন অন্যায় করেছি বলুন?'

'তোমরা যা ভাল বুঝেছো তাই করেছো। সে যাইহোক,' ব্লোর-এর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো লম্বার্ড, 'মিঃ ব্লোর, বলুন এবাব আপনার কি বলার আছে?'

'সামান্যই। খানিক আগে আপনারা ল্যান্ডরের নাম শুনলেন। জানেন, সে ছিলো এক ডাকাত দলের সর্দার। একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেসে ধরা পড়লো সে, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে!

'হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি!' মাথা নাড়লেন ওয়ারগ্রেভ, 'মামলাটা আমার আদালতে না উঠলেও, তবু এর বিবরণ আমার সব জানা আছে। আপনি এই মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন। আপনার সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই শাস্তি হয়েছিল তার। দারুণ আলোড়ণ তুলেছিল মামলাটা, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, তা যা বলেছেন।'

'বিচারে যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়েছিল ল্যান্ডরের। এক বছর পরে ডার্টমুরের জেলে মারা যায় সে। ডাকাত হলেও লোকটা কিন্তু এমনিতে বেশ ভদ্র ছিলো, তাই না?'

'ভদ্র, না আর কিছু! মিটমিটে শয়তান। বাতের পাহারাদারটাকে ঐ শয়তানটাই তো খুন করেছিল।'

'সে যাইহোক, এমন একটা জটিল মামলা সুষ্ঠুভাবে সমাধান কবাব জন্যে আপনি তো একটা পুরস্কার পেয়েছিলেন, কি রকম পুরস্কার বলুন তো?'

'পদোন্নতি। তার প্রয়োজন ছিলো না।'

'আশ্চর্য!' গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলো লম্বার্ড, 'সব কর্তব্যপরায়ণ লোকগুলো এসে জুটেছে এখানে। আপনাদের মধ্যে আমিই কেবল একটু ব্যতিক্রম।' ডঃ আর্মস্ট্রং-এর উদ্দেশে এবার বললো লম্বার্ড, 'ডাক্তারবাবু, আপনিই-বা বাকী থাকবেন কেন, আপনার ব্যাপারটা এবার সেরে ফেলুন চটপট। আপনার কি অপবাধ? অবৈধ গর্ভপাত নাকি ভ্রূণহত্যা?'

লজ্জায় ঘৃণায় এমিলি এবং ভেবা মুখ ফিবিযে মাথা নিচু কবে বইলেন।

'দেখুন, আমার বিরুদ্ধে সেই অদৃশ্য লোকটাব কি যে অভিযোগ ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ক্লিজ না ক্লিজো, যাইহোক. ও দুটো নামের কোনো রোগীকেই আমার মনে পড়ছে না। বহু পুবনো ঘটনা তো, অপারেশন কেসও হতে পারে। আমাদেব মানে চিকিৎসকদের বড় অসুবিধে কি জানেন? কোনো রোগীর দুবারোগ্য রোগ আমবা না সারিয়ে তুললে বেহাই নেই। দুর্নামেব চূড়ান্ত করে ছাড়বে তারা।' একটা বেদনার চাপ পড়লো তার চোখে-মুখে।

কিন্তু মাথায তখন অন্য আর এক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিলো। সেদিন একটু যেন বেশী মাত্রায় মদ গিলে ফেললাম তিনি। বেসামাল অবস্থা, অপারেশন টেবিলে অসম্ভব হাত কাঁপছিল, ঐ অবস্থায় অপারেশন করলাম। ফলে যা হওয়াব তাই হলো, বাঁচলো না রোগী। অথচ মারা যাওয়ার কথা নয় তার, এমন কিছু জটিল অপারেশন ছিলো না। তবে আমাব ভাগ্য ভাল ছিলো, তা নিয়ে রোগীর আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধব কেউ তেমন হৈ-চৈ করেনি তখন। আমার গাফিলতির কথা জানতো কেবল একজন নার্স, কিন্তু সে-তো মুখ খোলবার মতো মেয়ে নয়! তাহলে? তাহলে কেনই বা দীর্ঘদিন পরে সেই ব্যাপারটা নিয়ে অভিযোগ উঠলো আমার বিরুদ্ধে।

আর্মস্ট্রং-এর পর বাকী রইলেন কেবল একজন, তিনি হলেন মিস্ এমিলি ব্রেন্ট। সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো তাঁর ওপর তখন। ব্যাপারটা টের পেয়ে নিজের থেকেই জানতে চাইলেন মিস্ ব্রেন্ট, 'মনে হচ্ছে, আপনারা কিছু জানতে চান আমার কাছ থেকে। কিন্তু আপনাদের নিরাশ হতে হবে, আমার বলার কিছুই নেই।'

'সে কি, বলার কিছুই নেই?' ওয়াবগ্রেভের চোখে বিস্ময়। 'তার মানে আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো কিছুই নেই আপনার।'

'আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা করবেন না। যে অভিযোগ আমি বিশ্বাস করি না, তা নিয়ে অযথা মাথা ঘামাতে চাই না। আমি বিশ্বাস করি, আমি নিরাপরাধ, তাই নিজেকে অহেতুক বিব্রত করতে চাই না।'

'তা বেশ,' অগত্যা ওয়ারগ্রেভ বললেন, 'তদন্তের দ্বিতীয় পর্যায়-এর পরিসমাপ্তি এখানেই। তবে তার আগে আরো কিছু আলোচনা দরকার।' রগার্সের দিকে ফিরে বললেন তিনি, 'আচ্ছা রগার্স, আমরা ছাড়া অন্য আর কেউ আছেন এই দ্বীপে?'

'না স্যার।'

'কি আশ্চর্য! এখন ভাগ্যের হাতে সঁপে দিতে হবে নিজেদেরকে। মিঃ ওয়েনের মতলবের কথা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে তিনি যে ঠিক প্রকৃতিস্থ নন, এ-ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় আমি বলি কি, আজ রাতের মধ্যেই এ-দ্বীপ ছেড়ে আমাদের সকলকেই চলে যাওয়া উচিৎ।'

'কিন্তু যাবেন কি করে স্যার? দ্বীপে নৌকা-টৌকা তো কিছু নেই—'

'তাহলে ওপারের সঙ্গে তোমরা যোগাযোগই বা করো কি ভাবে?'

'ফ্রেড নারাকট রোজ সকালে আসেন, দিনের খাবার-দাবার, চিঠিপত্র প্রতিদিন দিয়ে যায় সে। আর আমাদের কোনো কিছুর প্রয়োজন থাকলে জানিয়ে দিই তাকে।'

'ঠিক আছে, আজ রাতটুকু কোনো রকমে কাটিয়ে দিয়ে কাল সকালে নারাকটের লঞ্চ এলে আমরা সকলেই ফিরে যাবো এখান থেকে। বলুন, আপনাদের কি মত?' সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন ওয়ারগ্রেভ।

প্রায় সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো, কেবল মার্স্টন ছাড়া। উঠে দাঁড়িয়ে সে তার দ্বীপে থেকে যাওয়ার স্বপক্ষে বললো, 'এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো যুক্তি নেই। সকলের বিরুদ্ধে যা সব অভিযোগ শুনলাম, বেশ রোমঞ্চকর, গোয়েন্দা কাহিনীর মতো, এর রহস্য উন্মোচন না হওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে এক পাও নড়ছি না।'

অবাক করা সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো মার্স্টনের মুখের ওপর। তাতে তার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, তার ঠোঁটে এক অদ্ভুত রহস্যময় হাসি। তেমনি হাসতে হাসতে বললো সে, 'দেখুন, ও-সব পুন্যটুন্যের কথা আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না, ওসব বুজরুকি। আমার মোদ্দা কথা হলো পান ছাড়া অন্য কোনো শব্দ আমার জানা নেই। আমি এখানে চুটিয়ে পান করতে এসেছি। তাই পানের শেষ না দেখা পর্যন্ত আমি এই পৃথিবী থেকে নড়ছি না।'

জেদী মনোভাব নিয়ে হাত বাড়িয়ে সে তার জন্যে নির্দিষ্ট পানীয়ের গ্লাসটা তুলে নিলো। এক চুমুকে সব পানীয়টুকু নিঃশেষ করে বসে পড়লো বললে একটু ভুল বলা হবে, যেন যন্ত্রচালিতের মতো বসতে বাধ্য হলো সে। তারপরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। অমন জেদী সদা উৎফুল্ল মার্স্টনের মুখটা হঠাৎ কেমন সাদা ফ্যাকাসে দেখালো, চোখের মণি দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এলো। নিঃশ্বাসে ভীষণ কষ্ট, দম নেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারলো না সে। তার হাতটা অসম্ভব কাঁপছিল, গ্লাসটা হাত থেকে পড়ে গেলো মেঝের ওপর। আর তারপরেই তার ভারী দেহটা চেয়ার থেকে পড়ে গেলো মেঝের ওপর, পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে সচকিত দৃষ্টিতে সকলে তাকালো তার দিকে, সকলের চোখে তখন একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক।

❑ পাঁচ ❑

যেন চোখের পলক পড়তে না পড়তেই ঘটে গেলো সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা। সকলের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ, সকলের দৃষ্টি এখন স্থির-নিবদ্ধ মার্স্টনের প্রাণহীন দেহের দিকে। কারোর মুখে কথা নেই, কিন্তু সকলের মনে একটাই প্রশ্ন কেবল, কি ভাবে তার মৃত্যু হলো!

ডঃ আর্মস্ট্রংই প্রথম বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে উঠে দ্রুত ছুটে গিয়ে মার্স্টনের স্পন্দনহীন ডান হাতখানি তুলে নিয়ে নাড়ি টিপে ধবলেন। না, কোনো সাড়া নেই। স্তব্ধ, নিঃসাড়।

মাথা নাড়লেন তিনি গভীর দুঃখের সঙ্গে। 'মার্স্টন মৃত।'

আরেক দফা সাত-জোড়া চোখের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো মৃত মার্স্টনের দিকে। তাঁরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পাবছেন না, অমন তবতাজা, হাসিখুশিতে প্রাণোচ্ছল যুবক হঠাৎ কি করে মারা যেতে পারে! বোধহয ডঃ আর্মস্ট্রং-এর হিসেবে কোথাও ভুল হযে থাকবে। তাঁদেব ধারণা মার্স্টন মরেনি, বেঁচে আছে সে এখনো।

ডাঃ আর্মস্ট্রং আর একবার ভাল করে পরীক্ষা করলেন মার্স্টনকে, চোখের পাতা উল্টিয়ে দেখলেন, তাব ঠোঁটে নীল বঙ দেখতে পেয়ে কি মনে করে ঈষৎ ফাঁক হযে থাকা তার মুখের কাছে নাক নিযে গিযে কিসের যেন ঘ্রাণ নিলেন। সব শেষে তার মদের গ্লাসেব একটা ভাঙ্গা টুকরো কাঁচ তুলে নিলেন নিজের হাতে তিনি।

'তবে কি মার্স্টন দম আটকে মারা গেছে?' একটু ইতস্তুতঃ কবে জিজ্ঞেস করলো ম্যাকআর্থার।

'দম আটকে মাবা গেছে কিনা জানি না,' উত্তবে আর্মস্ট্রং বলে, 'মনে হয় হঠাৎ তাব নাড়িব স্পন্দন স্তব্ধ হযে যাওযায মৃত্যু তাব দ্রুত এগিযে এসেছিল।' তারপব তিনি কি মনে করে সেই গ্লাসেব গাযে লেগে থাকা অবশিষ্ট তবল পদার্থেব এক ফোঁটা হাতের আঙুলে নিয়ে অতি সন্তর্পণে জিভে ঠেকালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁব মুখেব ভাব বদলে গেলো।

তাঁর মুখেব ভাব বদলে যাওযাতে ছ'জোড়া চোখ চিন্তাক্লিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিছু একটা শোনার জন্যে।

'আপনারা যা ভাবছেন ঠিক তা নয়, মার্স্টনের মৃত্যু দম আটকে গিয়ে হয়নি। শুধু তাই নয়, তার মৃত্যু একেবারেই স্বাভাবিক নয়।'

'সেকি?' চমকে উঠলো ভেবা, 'তাব মানে আপনি বলতে চান ঐ হুইস্কিতে—'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই, হুইস্কিতেই ছিলো তার মৃত্যুব পবওযানা। জোর দিয়ে বলতে না পারলেও তবু বলছি, সম্ভবত পটাসিয়াম সাযানাইডের প্রতিক্রিযাতেই তার মৃত্যু ঘটে থাকবে।'

'পটাসিয়াম সায়ানাইড?' এই প্রথম কথা বললেন ওযারগ্রেভ, 'তার হুইস্কির সঙ্গে মেশানো ছিলো!'

'তাহলে কি ধবে নিতে হবে,' এবার লম্বার্ড জানতে চাইলো, 'মার্ষ্টন যখন নিজেই সকলকে ড্রিঙ্কস্ পরিবেশন করেছিল, সে নিশ্চযই নিজে তার গ্লাসে বিষ মিশিযে থাকবে, তাই কি?'

যুক্তিটা ঠিক গ্রহণযোগ্য না হলেও কতকটা দায়সাড়া গোছের ঘাড় নাড়লেন ডঃ আর্মস্ট্রং, 'আপাতঃ দৃষ্টিতে সেই বকমই তো মনে হচ্ছে।'

'তবে কি এটা আত্মহত্যা?' মৃত মার্স্টনের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে চোখ ফেরালেন ব্লোর, 'তাজ্জব ব্যাপার তো!'

'না, না উনি আত্মহত্যা করতে যাবেন কেন? অমন হাসিখুশিতে ভরা সুন্দর যুবক শুধু শুধু নিজেকে শেষ করতে যাবে কোন্ দুঃখে?' প্রতিবাদ করে উঠলো ভেরা।

ভেরার কথাটা যেন লুফে নিলেন ডঃ আর্মস্ট্রং, 'তাহলে আপনারাই বলুন, আত্মহত্যা ছাড়া তার হঠাৎ এভাবে মৃত্যুর পিছনে অন্য আর কিসের সম্ভাবনাই বা থাকতে পারে?'

'অন্য আর কিই বা সম্ভাবনা থাকতে পারে? ভাবতে পারছে না কেউ। আর ভাববেই বা কি করে? একই বোতলের হুইস্কি থেকে আমরা তো সবাই খেয়েছি। তাছাড়া নিজের হাতে সকলকে মদ পরিবেশন করেছিল। অতএব এর থেকেই ধরে নেওয়া যেতে পারে এটা একটা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।'

'কিন্তু এর পরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, কেনই বা সে আত্মহত্যা করতে যাবে?'

'আমারও হিসেবে মিলছে না,' আর্মস্ট্রং-এর উদ্দেশে বললেন ব্লোর, 'ডঃ আর্মস্ট্রং, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মার্স্টনের আত্মহত্যা করার কথা চিন্তাই করা যায় না।'

'এ প্রশ্নটা তখন থেকে আমাকেও যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছে,' তাকে সমর্থন করে বললেন আর্মস্ট্রং, 'কিন্তু সঠিক উত্তরটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।'

আর্মস্ট্রং এবং লম্বার্ড দুজনে ধরাধরি করে মার্স্টনের মৃতদেহ রেখে এলো তার ঘরে। তার মৃতদেহ সাদা চাদরে ঢেকে ফিরে এলো একতলায় তারা। বসবার ঘরে সকলে তখন স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন, ভয়ে, আতঙ্কে কেউ কারোর দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিলো না।

ওদিকে রাতও তখন বেড়ে চলেছে। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এমলিই প্রথম কথাটা তুললেন, 'রাত অনেক হলো, এবার শুয়ে পড়া উচিৎ।'

এমিলিকে সমর্থন করলেন ওয়ারগ্রেভ, 'তা যা বলেছেন, এরপর বসে থাকার কোনো মানে হয় না।'

রগার্সের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন আর্মস্ট্রং, 'তা তোমার স্ত্রী এখন ভাল আছে তো রগার্স?'

'হ্যাঁ, বেশ ভালই আছে স্যার। অঘোরে ঘুমোচ্ছে।'

'বেশ তো ঘুমোক না। রাতে আর ঘুম ভাঙ্গিও না।'

'ঠিক আছে স্যার, তাই হবে।' রগার্স বলে, 'আপনারা শুয়ে পড়লে ফটক বন্ধ করে আমিও শুতে চলে যাবো।' রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায় রগার্স। আর তাঁরা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন যে যার ঘরে যাওয়ার জন্য।

এতোবড় প্রাসাদের আনাচে-কানাচে কোথাও এতটুকু অন্ধকারের চিহ্নমাত্র দেখা গেলো না, চারিদিক আলোয় আলোকিত প্রাসাদ। কেউ যে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকবে, সেরকম অন্ধকারের অবকাশ ছিলো না কোথাও। আর এই আলোয় আধিক্যটাই হয়েছে সব চেয়ে বেশী আতঙ্কের, ভয়ের কারণ। অন্ধকারে বিপদ আছে বটে, তবে আলোয় মৃত্যুর হাতছানি যে আরো বেশী ভয়ঙ্কর ....

শুভরাত্রি জানিয়ে যে যার ঘরে প্রবেশ করে চটপট দরজা বন্ধ করে দিলো এমন ভাবে যেন বাইরের আলোটা তাঁদের তাড়া করে ফিরছিলো।

শোবার উদ্যোগ করতে গিয়ে একের পর এক স্মৃতি মনে পড়তে থাকলো ওয়ারগ্রেভের মনে ....

সিটন, এডওয়ার্ড সিটন। তার সুন্দব মুখখানি যেন তাঁর চোখের সামনে ভাসছে এখনো। মাথা ভর্তি চুল, নীল চোখ, মায়াবী দৃষ্টি , অমন একটা আকর্ষণীয় চেহারা কি ভোলা যায় সহজে! একবার দেখলেই মজে যেতে হয়। তা মজে ছিল জুরীরাও তার চেহাবায়—অমন সুন্দর চেহারার মানুষের কোনো অন্যায় যেন অন্যায়ই নয়, জুরীদের মনে এই কথাটাই যেন গেঁথে গিয়েছিল।

আব সরকার পক্ষের উকিল লিলিনও কি কমতি ছিলো, তাকে বাঁচানোর জন্য উঠে-পড়ে লেগে পড়েছিল সে। তাছাড়া তার উকিল ম্যাথিও সেই সুযোগে তার মক্কেলের সমর্থনে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল। সওয়াল-জবাবের সময় আগাগোড়া মাথা ঠান্ডা বেখে সব সময তার বক্তব্যের মধ্যে একটা করুণ আবেদনেব ছাপ বেখে গিয়েছিল। ফলে যা হওয়ার তাই হলো, জুরীদের মন গেলো গলে। সিটনের নির্দোষিতা উপলব্ধি করতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রইলো না তাদের মনে।

আবার তখন কি চিন্তা! জুরীবা বেঁকে বসলে আসামীর বিরুদ্ধে রায় দেবে কি করে? তাই প্রতিটি জেবা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনে নোট লিখতে হলো আমাকে। প্রয়োজনীয় নথীপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হলো আমাকে। তবু জুরীরা আমাকে দারুণ ভাবিয়ে তুললো, মামলা বুঝি কেঁচিয়ে গেলো, তীরে এসে আমার তরী বুঝি ডুবে গেলো।

তবে যাব শেষ ভাল, তার সব ভাল বলে একটা প্রবাদ আছে। সেটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেলো শেষ পর্যন্ত। বায় দেওয়ার সময় চমকে দিলাম সকলকে। আসামীব বিরুদ্ধে একটা মোক্ষম অস্ত্র হানলাম, আর তাতেই আসামী পক্ষের উকিল এবং সিটনের সমর্থক জুবীরা ও সরকার পক্ষেব উকিল সবাই ধবাশায়ী। তাদের সেই দুরাবস্থা দেখে নিজের মনে বললাম, আরে বাবা আমি হলাম গিয়ে অতি বিচক্ষণ বিচারপতি, আমাব দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কি কোনো দাম নেই! আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না কেউ। কেমন, এবাব সবাই জব্দ তো .....

বাঁধানো দাঁতের সেটটা খুলে ফেলে গ্লাসের জলে ধীরে ধীরে ডুবিয়ে রাখলেন ওয়ারগ্রেভ। এই মুহূর্তে তাঁর দন্তহীন মুখটা ভয়ঙ্কর বিশ্রী একটা আকার ধারণ করলো, ঠোঁট দুটো ঝুলে পড়লো সামনেব দিকে, তোবড়ানো গাল, কুঁচকে যাওয়া চোয়াল, ঝুলে পড়া থুঁতনী, সব মিলে একটা বীভৎস রূপ যেন বিশীর্ণ মুখ। সেই কুৎসিত মুখে অতি কঠিন, অতি নির্মম, অতি নিষ্ঠুর হাসির একটা সূক্ষ্ম রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। আর সেই সঙ্গে চোখ দুটো জ্বলে উঠলো ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো। তাঁর মুখে চিন্তার ছাপ পড়লো কয়েক মুহূর্তের জন্য এবং তাবপরেই ঘরেব আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে নিচের তলায রান্নাঘরে জমে উঠেছিল এক মূকাভিনয়ের নাটক। অভিনেতা ন'জন, আর দর্শক মাত্র একজন, রগার্স।

তাজ্জব ব্যাপার তো! এই খানিক আগে কাচের আলমারিতে দেখে গেলাম দশজন মূকাভিনেতা, অর্থাৎ মোট দশ দশটি পুতুল। আব এখন তাদের মধ্যে একটি উধাও, রইলো এখন ন'টা। একটি পুতুল গেলো কোথায়? ডানা গজালো নাকি ও'র!

ওদিকে ম্যাকআর্থাবের চোখে ঘুম নেই। ঘুম আজ আর আসবে না বোধহয়। তাঁর সারা মন এখন আচ্ছন্ন আর্থার রিচমন্ডকে ঘিরে। অনিন্দ্য-সুন্দব এক যুবক। মনে পড়ে যায় তার উচ্ছ্বাসে ভরপুর যৌবনের কথা। সত্যি ভাললাগার মতোই চেহারা ছিলো ছোকরার। তাকে দেখে আমার স্ত্রীর মাথা ঘুরে গেলো, তার হাবভাব দেখে আমাব অন্তত সেরকমই মনে হয়েছিল।

এক ছুটিতে জিদ ধবলো রিচমন্ড আমার বাড়িতে যাবে। অগত্যা সঙ্গে করে নিয়ে এলাম তাকে। প্রথমে আমার আপত্তি ছিলো, কে জানে লেসলিব যদি পছন্দ না হয় তাকে। যাইহোক, রিচমন্ডকে তার মনে ধরতে দেখে আমার দুশ্চিন্তার অবসান ঘটলো।

তা রিচমন্ডকে আদব-আপ্যায়নেব সেকি ঘটা লেসলিব! ছুটির কথা দিন রিচমন্ডকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেবিয়েছে লেসলি, একটা মুহূর্তেব জন্যও তাব সঙ্গ ছাড়েনি সে। হাসি-ঠাট্টা-গল্পে মশগুলে কেটেছে রিচমন্ডকে নিয়ে। অনেকদিন পরে লেস্‌লিব মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেছে। সন্তানহীনা লেসলি যেন এতোদিনে মাতৃত্বেব স্বাদ পেয়েছে বিচমন্ডক দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে।

মাতৃস্নেহ। কথাটা এখন ভাবলে গা ঘিনঘিন কবে উঠে। ছিঃ ছিঃ, আমি তখন কি বোকাই না ছিলাম। একবাবও বুঝতে পারিনি মায়ের আদবেব নামে যে রিচমন্ডকে বুকে জড়িয়ে ধবার পিছনে লেসলির ছেনালিপনার তাগিদ ছিলো, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চেয়েছিল সে।

অথচ এই লেসলিকে আমি কতোই না ভালবাসতাম, বিশ্বাস কবতাম তাকে আমার পতিব্রতা স্ত্রী হিসেবে। বিদেশে যেখানেই থাকতাম শয়নে-স্বপনে তাব কথা ছাড়া অন্য কোনো নারীব কথা ভাবতে পারতাম না। সে ছিলো আমাব প্রথম এবং শেষ প্রেম! কিন্তু আমাব সেই ভুল ভাঙ্গতে বেশী দেবী হলো না।

আমি তখন বিদেশে আমাব কর্মক্ষেত্রে। একদিন লেসলি চিঠি লিখলো আমাকে ও রিচমন্ডকে দুজনকেই। আমার নাম লেখা খামটা জামার ভেতরেব চোরা পকেটে পুবে চুপিচুপি এসে ঢুকলাম আমার তাঁবুতে।

সযত্নে খামেব মুখ খুলে চিঠিটা বার কবে পড়তে গিয়ে প্রথমেই হোঁচট খেলাম। চিঠিটা আমার নয়, রিচমন্ডকে লেখা। খাপে ভরবার সময় ভুল করে চিঠি অদল-বদল হয়ে থাকবে হয়তো। ওঃ কি মধুর একটা সম্ভাষণ, অমন একটা গভীব অনুরাগপূর্ণ সম্ভাষণ দিয়ে আমাকে কখনো চিঠি লেখেনি লেসলি। আব ভাষারই বা কি ব্যঞ্জনা। চিঠির প্রতিটি লাইনে প্রেমের ছড়াছড়ি। চিঠি তো নয়, যেন একটা প্রেমেব কবিতা। লেসলির প্রেমের কবিতা পড়তে গিয়ে রাগে দুঃখে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে থাকলো। বুকের পাঁজরাগুলো এক এক করে ভেঙ্গে যেতে থাকলো যেন। একটা বোবা কান্নায় বুকটা আমার হাহাকার করে উঠলো। এরই নাম প্রেম! এবই নাম জীবন। যাকে আমি বিশ্বাস করে আমার প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবেসে এসেছি, সে-ই কিনা আমাব সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো, চবম আঘাত দিলো আমার নিঃস্বার্থ প্রেমের ওপর। জীবনটাই যেন একটা বিরাট ফাঁকি। মানুষের ছদ্মবেশে কতকগুলো জানোয়ার যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে। ওৎ পেতে বসে আছে রক্ত-পিপাসু পশুর মতো, সুযোগ পেলেই যেন তারা মানুষের সৎ ইচ্ছে, সৎ প্রবৃত্তিগুলোকে পদদলিত করে একেবারে নষ্ট করে দেবে।

যেমন করলো লেসলি। আর এই দ্বিচারিনী, বিশ্বাসঘাতিনীকে আমি আমার স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে এসেছি এতোদিন ধরে? ভাবতেও ঘৃণা হয়। কি করবো আমি এখন? আমার সামনে এখন

একটা পথই খোলা আছে —প্রতিশোধ, তাদের দুজনের বিরুদ্ধে চরম প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমি যেন স্বস্তি পাচ্ছিলাম না তখন।

তা সুযোগটা এসে গেলো কদিন পরেই। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে একজনকে পরীক্ষা করে দেখে আসতে হবে। এসব ব্যাপারে একজন সাধারণ সৈনিকই যথেষ্ট। কিন্তু তা না করে রিচমন্ডকেই পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। এখানে কাজটা গৌণ নয়, আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো রিচমন্ডকে যে ভাবেই হোক একবার যুদ্ধক্ষেত্রে কোনরকমে পাঠাতে পারলে হয়, তাহলে চিরদিনের জন্যে তার বিশ্বাসঘাতকতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পাবে। সেই সঙ্গে দ্বিচারিনী লেসলির ওপরেও চরম আঘাত হানা যেতে পারে, তার হাত দিয়ে রিচমন্ডের উদ্দেশে প্রেমের কবিতা আর কখনো বেরুবে না। এবং হলোও তাই, অন্যদের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তার ফেরা আর হলো না। সে তার প্রেমিকা লেসলিকে ভালবাসতে আর কখনো ফিরে আসবে না। কদিন পরে শত্রুপক্ষের গুলিতে তার নিহত হওয়ার দুঃসংবাদ এসে পৌঁছলো। হ্যাঁ, এইরকমই তো আমি চেয়েছিলাম। খবরটা পেয়ে আমার কোনো দুঃখ হলো না, বরং মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে গেলো।

রিচমন্ডের মৃত্যুর ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামালো না, কারণ তারা বেশ ভাল করেই জানতো, যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে জীবিত অবস্থায় ফেরার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। বেশ নিশ্চিন্তে কটা দিন কাটলো। একদিন কাজকর্ম সেরে তাঁবুতে ফিরছি, পথে আর্মিটেজের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। যেচে তার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিলো সে। বেশ বুঝতে পারলাম, তার চোখ দিয়ে মুঠো মুঠো ঘৃণা ঝরে পড়ছিল। ভাবলাম, রিচমন্ডের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো সে, মনে হয় রিচমন্ডকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোর উদ্দেশ্যটা সে অনুমান করতে পেরেছে। আর তাতেই তার রাগ ও ঘৃণা আমার ওপর। কিন্তু যাই বুঝে থাক না কেন, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। যেমন ভাবেই তুমি লোককে বোঝাও না কেন, আমার চালাকিটা কেউ ধরতে পারবে না, ধরার সাধ্যও নেই কারোর। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যে কেউ মারা তো যেতেই পারে। কে পাঠিয়েছে, কেন পাঠিয়েছে, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে যাবে না।

একদিন ফিরে এলাম ইংলন্ডে। লেসলি সব শুনে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। তার সেই কান্না দেখে আমার গা-পিত্তি জ্বলে যেতে লাগলো, তবে মুখে কিছু প্রকাশ করলাম না। বজ্জাত মেয়েছেলেটাকে প্রাণে আঘাত না করে তাকে মারবো। তাকে তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে মারবো।

কিন্তু পনেরো বছর পরে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আর্মিটেজ কি তার সন্দেহের কথা কারোর কাছে প্রকাশ করে দিলো? আর বললেই বা কি এসে যায়। এতোদিন পরে এখন কে আবার তা নিয়ে জল ঘোলা করতে উঠে পড়ে লাগলো?

বছর তিন পরে লেসলি মারা যায় ডবল নিউমোনিয়ায়। তার চিকিৎসার ত্রুটি আমি করিনি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর চলে আসি ডিভনে। ছোটখাটো একটা বাড়ি কিনলাম। তার আগেই স্বেচ্ছায় চাকরী থেকে অবসর নিয়েছিলাম। বেশ সুখেই কাটছিল আমার দিনগুলি। বছর তিনেক পরে হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম, প্রতিবেশীরা কেউ আর আমার সঙ্গে কথা বলছে না। তবে কি আর্মিটেজ তার সেই সন্দেহের কথাটা এদের জানিয়ে গেলো, আর তাতেই কি তাদের এই আকস্মিক পরিবর্তন! যাই বলুক, তাতে আমার ভারী বয়ে গেলো। আমার সঙ্গে কে কথা বলল না বলল তো বয়েই গেলো, একা একা বেশ আছি আমি।

তা এই দ্বীপে এসেও ভেবেছিলাম, বেশ সুখেই কাটবে কটা দিন। ভেবেছিলাম পুরনো বন্ধুদের

সঙ্গে হৈ-চৈ করে কটা দিন আনন্দ মুখর হয়ে উঠবে। কিন্তু মাঝখান থেকে সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরটা সব ভন্ডুল করে দিয়ে গেলো। তা জবাবের মতো একটা মোক্ষম জবাব দিয়েছি বটে। ওসব ছেঁদো অভিযোগ আমি থোরাই কেয়ার করি। নাকি অন্যেরাও করবে! এখানে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে, আমার মতো তারা কেউই দোষী নয়। সব বাজে কথা, সব ধাপ্পা, স্রেফ ধাপ্পা। অতিথিদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে তাদের সঙ্গে এ কি রসিকতা বাপু! আর এ সব বড়লোকী চাল ছাড়া আব কিছু নয়। বাজে ধাপ্পা দিয়ে সৎ মানুষগুলোকে অস্বস্তির মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে মিঃ ওয়েন হয়তো আড়াল থেকে মজা দেখতে চাইছেন। এই আব কি!

আরে এই দ্বীপের মানুষগুলোও যেন কেমন। কেউ কারোর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে চায় না, মিশতে চায় না। কথা না বললো তো বয়েই গেলো আমাব। একা একা চুপচাপ বেশ ভালই ছিলাম, কিন্তু মাঝখানে কি যে সব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেলো এক এক করে। মাত্র একদিনেই যেন মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে রয়েছি এই দ্বীপে . . তা আমরা যেন কবে ফিরবো? হ্যাঁ, আগামীকালই তো! ফ্রেড নারাকটের লঞ্চ এলেই সবার আগে গিয়ে আমি উঠে বসবো তার লঞ্চে। আর অন্যেরা যা খুশি করুক আমি ফিরেও তাকাতে যাবো না কারোর দিকে।

কিন্তু এ-দ্বীপ ছেড়ে চলে না গেলে কেমন হয়! মন্দ হয় না। এমন একটা নির্জন দ্বীপে, লোকালয়ের থেকে অনেক দূরে দিনগুলো বেশ ভালই কাটবে বলে মনে হয়। শহরেব স্বার্থান্বেষী মানুষগুলোর ভীড়ে জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে আবার ফিরে যেতে ভাল লাগে না। না, শহরের চেয়ে এই নির্জন দ্বীপ অনেক ভাল, অনেক সুখকব, অন্তত আমাব কাছে।

খোলা জানালা পথে ভেসে আসছে সমুদ্রেব গর্জন। এখানকাব আকাশ কেমন নির্ভাবনাময, আকাশের কেমন সংসাব নেই, নেই চিন্তা-ভাবনা। আকাশের মতো হতে ইচ্ছে হয়। দূরের ঐ পাহাড়, সমুদ্র অবণ্য, এই বিবাট প্রাসাদ সব কিছুই থাকবে আমাব হাতেব মুঠোর মধ্যে। হ্যাঁ, এই দ্বীপেই থেকে যেতে চাই আমি চিবদিনের জন্য, এখানে থেকেই আমি আমাদেব পরিণতি দেখে যেতে চাই নিজেব চোখে।

ভেরার চোখ থেকেও ঘুম যেন আজ নির্বাসন নিয়েছে। অন্ধকাব যেন তাকে গিলতে আসে, তাই ঘরের আলো জ্বেলে বেখেছিল সে।

একা হলেই মন চলে যায় তাব সুদূব অতীতে। বিশেষ কবে আজ স্মৃতির পাতা ওল্টাতে গিয়ে বারবার একটা মুখ তাব চোখেব সামনে ভেসে উঠতে থাকে— সেই মুখখানি হুগোর—

হুগো, আমার প্রিয়তম, তুমি আজ কোথায়? কতো দিন দেখিনি তোমায়। আজ এই মুহূর্তে তোমাকে বেশী করে মনে পড়ছে, কেন বলো তো! কাছে নেই তবু যেন তুমি আমার পাশটিতেই আছো, জড়িয়ে আছে, আমাব বুকের মধ্যে।

কর্ণওয়াল! মনে পড়ে তোমার কর্ণওয়ালের সেই ভাললাগা দিনগুলির কথা? সেই মধুর দিনগুলি কি ভোলা যায়!

আকাশ ছোঁয়া পাহাড়, পাহাড়েব পাশেই ধু-ধু বালিয়াড়ি, সামনে অথৈ জল, জলের কলকল শব্দ, মিসেস হ্যামিল্টন, আব সিরিল . . . .।

আধো আধো স্বরে আবদাব করতো সিবিল জলে সাঁতার কাটবার জন্য। তোমাব ইচ্ছে নয় যে, ওর সেই আবদারে সাড়া দিই। তোমার চোখে চোখ পড়তেই তুমি মাথা নাড়তে। আমি

যেন ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়াতাম সিরিলকে। ঘুমিয়ে পড়তো ও। তারপর বেরিয়ে পড়তাম তোমার সঙ্গে বেড়াতে।

এমনি একটা দিনের কথা মনে পড়ছে আজ। সেদিন চাঁদ উঠেছিল আকাশে। বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির ওপর জ্যোৎস্নার আলো লুটোপুটি খাচ্ছিল। ভিজে বাতাসে জলের সোঁদা সোঁদা গন্ধ, মাতাল করা হাওয়া। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিলাম হাতে হাত রেখে, গায়ে গা ঠেকিয়ে। মনে মনে ভাবছিলাম আমরা, আমাদের চলার পথ যদি শেষ না হয় কখনো। আর তখুনি হঠাৎ .... হ্যাঁ, হঠাৎই তুমি একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলে আমাদের পথ চলার সাময়িক বিরতি ঘটিয়ে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে তুমি আমাকে। আমি মুখ তুলে তাকালাম তোমার চোখের দিকে, বুঝি-বা কোনো কিছুর প্রত্যাশার জন্য। তোমার চঞ্চল চোখ দুটি কি যেন বলার মধ্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল তখন। খানিক পরেই তোমার মুখখানি নেমে আসে আমার কানের কাছে, ফিস্‌ফিসিয়ে তুমি আমাকে শুধোলে, 'আমি, আমি তোমাকে ভালবাসি ভেরা—'

এরই জন্য কি আমি অপেক্ষা করছিলাম। তা না হলে তোমার সেই আবেগভরা কথাটা কেনই বা আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হবে? আবেগে চোখ বুজে এলো আমার। অস্ফুটে, বলেই ফেললাম, 'জানি, জানি গো সজনী, তোমার এই স্বপ্নের কথাটা শুনে আজ আমার রজনী যাবে ভাল।'

'কিন্তু ভেরা—'

'বেশি তো একটা আবেগ এনে দিয়েছিলে তুমি আমায়। তোমার মুখ থেকে আমার বাণী শুনে ভেবেছিলাম সজনী সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখবো আজ রজনীতে। লক্ষ্মীটি, সেই স্বপ্নটা তুমি আমার ভেঙ্গে দিও না—'

'আমার যে আরো কিছু বলার ছিলো ভেরা,' তুমি তখন বলে যাচ্ছিলে, 'হয়-তো তোমার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে ভেরা, তোমাকে আর কোনদিনও বিয়ে করতে পারবো না। আমি এক কপর্দকশূন্য পুরুষ। মরিস মারা যাওয়ার পর তোমার মতো আমিও স্বপ্ন দেখতে শুরু করি—বিত্তবান হওয়ার একটা সুযোগ হয়েছিল আমার। এখন আর সেই সম্ভাবনাটা নেই। তার মৃত্যুর তিন মাস পরে জন্ম নিলো সিরিল। সিরিলটা ছেলে না হয়ে যদি মেয়ে হতো—'

'তোমার দুঃখটা আমি বুঝি, একটুও বাড়িয়ে বলোনি তুমি। সিরিল নামে এই শিশু ভাইপোটি তোমার সব স্বপ্ন, সব সম্ভাবনা ভেঙ্গে রেণু রেণু করে গুড়িয়ে দেওয়ার জন্যই জন্ম নিয়েছে।

'জন্মের মুহূর্ত থেকেই সিরিল রুগ্ন। তার শরীরে কোনো বাড়-বাড়ন্ত ছিলো না। হাত-পায়ের জোরও ছিলো না, অনেকটা জবুথবুর মতো। মরতে কেন যে জন্ম নিলো সে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে!'

'আমি সাঁতার কাটবো, তুমি আমাকে জলে নিয়ে চলো।'

'তুমি সাঁতার কাটবে এই রুগ্ন শরীরে, পঙ্গু হাত-পা নিয়ে? আর স্রোতের কি টান দেখছো?'

'আমি তোমার কোনো অজুহাত শুনবো না। তুমি আমাকে জলে নিয়ে চলো—'

বেচারা! জানতো না সে, সেই জলের মধ্যেই ছিলো তার মৃত্যুর হাতছানি।

ঘুম আসছে না দেখে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো ভেরা। ফায়ারপ্লেসের তাকের ওপর রাখা শিশি থেকে তিনটে ঘুমের বড়ি বার করে ভেরা তার মুখে চালান করে দিলো। এবার নিশ্চয়ই ঘুম নেমে আসছে তার চোখে, ভাবলো ভেরা। আর চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়ার জন্য আট-দশটা ঘুমের বড়িই যথেষ্ট। আত্মহত্যা করার জন্য পটাসিয়াম সায়ানাইডের প্রয়োজন

হবে না তার। মার্স্টনের মত বোকা নয় সে। আজকের দিনে বিষ খেয়ে কেউ আত্মহত্যা করে নাকি!

হঠাৎ দেওয়ালে টাঙ্গানো সেই কবিতাটির দিকে চোখ পড়ে গেলো ভেরার—

'দশটি কালোমানিক, দশটি কালো হীরে,

এক ঢোকে জল খেতে গিয়ে একজনের দম এলো না আর ফিরে।'

শিউরে উঠলো ভেরা, আতঙ্কে তার বিরাটশরীরটা মুহূর্তে কুঁকড়ে যেন এতটুকু হয়ে গেলো। আচ্ছা, মার্স্টনও তো দম আটকেই মারা গেছে, তাই না? আশ্চর্য। কবিতাটির প্রথম দুই ছত্রের সঙ্গে তার মৃত্যুর কি অদ্ভুত মিল রয়েছে!

কিন্তু আত্মহত্যাই বা করতে গেলো সে কোন্ দুঃখে? না, না, এত কষ্ট পেলেও আমি কখনোই আত্মহত্যা করতে পারবো না। আমার এ-জীবনের অনেক দাম। আর সবাই মরুক গে, আমি কিন্তু বাঁচতে চাই, আমি ঠিক বেঁচে থাকবো। বাঁচার জন্যই তো এই জীবন, এই পৃথিবী।

❑ ছয় ❑

ডঃ আর্মস্ট্রংকে ঘুমের জন্য খুব একটা আরাধনা করতে হলো না। একটু পরেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন তিনি।

একটা বিরাট অপারেশন থিয়েটার .. হাত দুখানা অবশ হয়ে আসছে, যে কোনো মুহূর্তে ছুরিটা খসে পড়তে পারে হাতের মুঠো থেকে। তীব্র আলোয় চিলমিক করে উঠলো ইস্পাতের ফলাটা। রোগীর অপারেশনের কথা ভুলে গিয়ে তিনি এখন ভাবছেন, এমন একটা ধারালো ছুরি হাতে পেলে কাউকে খুন করতে একটুও অসুবিধে হবে না।

খুন! হ্যাঁ, খুন তো আমি আগেই করে ফেলেছি। ঐ তো মেয়েটির স্পন্দনহীন দেহখানি পড়ে রয়েছে অপারেশন টেবিলের ওপর। সাদা কাপড়ে ঢাকা রয়েছে তার মুখ। কিন্তু কাকেই বা আমি খুন করেছি? কে, কে ঐ মেয়েটি? নার্সকে একবার জিজ্ঞেস করবো? কিন্তু কেমন যেন সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে সে আমার দিকে। তবে কি ও কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরেছে ..... মেয়েটিকে আমি খুন করেছি?

আর মুখটাই বা ঢাকলো কে? খোলা থাকলে চিনতে পারতাম, আমি কার ঘাতক! কি যে সব অদ্ভুত কান্ডকারখানা ঘটিয়ে ফেললাম।

আমার মনের ভাবনাটা বুঝি টের পেয়ে থাকবে ছোকরা ডাক্তারটি। ধীরে ধীরে মৃত মেয়েটির মুখের ওপর থেকে কেমন সরিয়ে দিচ্ছে চাদরটা। সম্পূর্ণ করে সরিয়ে দিতেই চমকে উঠলাম, একি! আরে এ যে দেখছি আমাদের এমিলি ব্রেন্ট! উঃ কি বীভৎস চেহারা হয়েছে ওঁর মুখের! দুচোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে গনগনে আগুন। কিন্তু উনি তো এখনো মরেননি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ তো ঠোঁট নাড়ছেন উনি, কি যেন বলতে চাইছেন—'আমরা এসে দাঁড়িয়েছি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে, নাহি ভয়, নাহি ভয়—' অভয় বাণী শুনিয়ে আবার হাসছেন উনি, এক চিলতে ভয়ঙ্কর বিদ্রূপ মাখানো সেই হাসি। অসহ্য! নার্স, ইথারের শিশিটা আমার হাতে তুলে দাও, ওঁকে ঘুম পাড়াতে হবে। জাগ্রত অবস্থায় কেউ কাউকে খতম করতে পারে নাকি!

ইথারের শিশির ছিপি খুলে এমিলির ফাঁক হয়ে যাওয়া মুখের ভেতরে ঢালতে গিয়ে আর

এক দফা চমক লাগলো। আজ যেন একটার পর একটা অদ্ভুত সব কান্ড ঘটে যাচ্ছে। একটু আগের দেখা এমিলি এখন হয়ে গেলো মার্স্টন। তোমরা কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা শুরু করে দিলে শেষ পর্যন্ত?

বড্ড জোরে জোরে হাত-পা খিঁচছে সে। এমন করলে খুন করবো কি করে। ধরো ওকে, সবাই মিলে শক্ত করে ধরে থাকো, যতক্ষণ না আমি ছুরি চালাই। না, ঠিক হচ্ছে না, হ্যাঁ, এই ভাবে—নার্স তুমি ওর হাত দুটো ধরো, আর ডাক্তার তুমি ধরো পা দুটো। ধ্যাৎ, তোমাদের দ্বারা কিস্‌সু হবে না। আমাকেই সামলাতে হবে দেখছি। যেই না ওর হাত-পা একটু কায়দা করে ধরতে যাবো, একটা প্রচন্ড ঝাঁকুনি খেয়ে ছিটকে পড়লাম। প্রচন্ড ঝাঁকুনির দরুণ ঘুম ভেঙে গেলো ডঃ আর্মস্ট্রিং-এর। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন আর্মস্ট্রিং। স্বপ্ন-ভঙ্গ হতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন তিনি বিছানার ওপর।

তখন ঘরের মধ্যে লুটোপুটি খাচ্ছিলো ভোরের প্রথম আলো। তার এই আলোয় তিনি দেখতে পেলেন রগার্স দাড়িয়ে আছে তাঁর শিয়রে। তার ফ্যাকাসে থমথমে, চোখের দৃষ্টি তার ঝাপসা, উৎকণ্ঠায় আবিষ্ট। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তাঁকে যেন কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল।

কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, বোধহয় কোথাও হিসেবে গড়মিল হয়ে গেছে। সেটা পরের ভাবনা, পরে ভেবে দেখবো।

'ব্যাপার কি বল তো রগার্স। সাত সকালে তুমি এখানে কি মনে করে?'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যাব, আমার স্ত্রীর ঘুম আর ভাঙ্গছে না! সকাল থেকে কতো ডাকা-ডাকি করলাম, কিন্তু সাড়া দেওয়াব নাম নেই।'

'সেকি!' তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন আর্মস্ট্রিং, ফিতে আটলেন ড্রেসিং-গাউনের। তারপর রগার্সকে অনুসরণ করে দ্রুত পায়ে নেমে চললেন নিচে সিঁড়ি বেয়ে।

বাঁ-দিকে কাত হয়ে শুয়েছিল মিসেস রগার্স। যন্ত্রণার লেশমাত্র ছিলো না তার মুখে। শান্ত হয়ে গভীব ঘুমে ঘুমিয়ে আছে সে যেন, সকালেব রোদে উদ্ভাসিত তার সুন্দর মুখখানি।

তার বরফ-ঠান্ডা হাতখানি তুলে নিয়ে নাড়ি টিপলেন ডঃ আর্মস্ট্রিং, স্পন্দনহীন দেহ। সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য চোখের পাতা টেনে দেখলেন। তারপর তাকালেন রগার্সের মুখ-পানে, তাঁর চোখে চিন্তার ছাপ পড়ে।

'তবে কি স্যার, আমার ইথেল—'

'হ্যাঁ রগার্স,' শান্ত সংযত স্বরে বললেন আর্মস্ট্রিং, 'তোমার স্ত্রী আর বেঁচে নেই, মৃত সে।'

'মাবা গেছে?' যেন নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে উঠলো রগার্স, 'তাহলে কি ও হার্টফেল করে—'

সব মৃত্যুই হার্টফেল করে হয়। আর তোমার স্ত্রীর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর আগে। কিন্তু কেন যে বন্ধ হল, সেটাই আমার কাছে বড় বিস্ময়।' একটু থেমে আর্মস্ট্রিং আবার মুখ খুললেন, 'আচ্ছা রগার্স তোমরা স্ত্রীর স্বাস্থ্য কেমন যাচ্ছিল ইদানিং?'

'কেন, খুব ভালই তো ছিলো। তবে মাঝে-মধ্যে হাঁপানির টানটা একটু বাড়লে কষ্ট পেতো। অবশ্য তার জন্য ডাক্তার-ওষুধ করতে হয়নি কোনোদিন।'

'ঘুমের ওষুধ-টষুধ খাওয়ার কি অভ্যাস ছিলো তোমার স্ত্রীর?'

'না স্যার, ঐ যে বললাম, ওষুধ-টোষুধ এমনিতেই খুব কম খেতো সে, আর ঘুমের ওষুধ তো একেবারেই নয়।'

রগার্সের কথায় ঠিক বিশ্বাস হলো না আর্মস্ট্রং-এর। ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র নেড়ে-চেড়ে দেখলেন, কিন্তু কোথাও ঘুমের ওষুধের একটা খালি শিশি পর্যন্ত পেলেন না।

নিচু গলায় বললো রগার্স, 'জানেন ডাক্তারবাবু গতকাল রাতে আপনার সেই ওষুধ খাওয়া পর আর কিছুই খায়নি ও, এমন কি একফোঁটা জল পর্যন্ত নয়—'

সকাল নটার সময় প্রাতঃরাশের ঘন্টা পড়লো। তার আগেই সকলের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। জোড়ায় জোড়ায় গল্প-গুজবে মেতে উঠেছিল তারা। জেনারেল ম্যাকআর্থার এবং ওয়ারগ্রেভ প্রাসাদের উদ্যানে পায়চারি করতে করতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

ওদিকে ভেরা আর লম্বার্ড তখন প্রাসাদের পিছনের পাহাড়ের ওপর ওঠার চেষ্টা করছিল। একটা টিলার ওপর ওঠার মুখে ব্লোরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো তাদের।

লঞ্চের আশায় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন ব্লোর। তাদের সঙ্গে দেখা হতেই নিরাশ হয়ে বললেন তিনি, 'লঞ্চের কোনো পাত্তা নেই।' তারপর আকাশ পানে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন, 'নির্মেঘ আকাশ, আজও যথেষ্ট পরিস্কার।'

'সে আর কতক্ষণ।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো লম্বার্ড, 'বিকেলেই কালো মেঘে ছেয়ে যাবে আকাশ, ঝড় উঠবে দেখবেন।'

ব্লোর বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু চুপ করে গেলেন প্রাসাদ থেকে ঘন্টা বাজার শব্দ শুনে।

কব্জি-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো লম্বার্ড, 'নটা বাজে, প্রাতঃরাশের ঘন্টা পড়লো। ভীষণ খিধে পেয়েছে, চলুন এবার যাওয়া যাক প্রাসাদের দিকে।'

পাহাড় বেঁকে নামতে গিয়ে ব্লোর মুখ খুললেন, 'মার্স্টন কেন যে আত্মহত্যা করতে গেলো, আমার মাথায় আসছে না। সারাটা রাত ধরে চিন্তা করার পরেও কেন জানি না আমি এর কোনো সমাধান খুঁজে পেলাম না।'

ভেরা একা একা এগিয়ে গিয়েছিল। লম্বার্ড এবং ব্লোর হাঁটছিল পাশাপাশি। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো লম্বার্ড, 'আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কিছু ভেবে দেখেছেন?'

'অন্য কিছু মানে কি হতে পারে, এ নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি বৈকি। যেমন-তেমন ছেলে নয় এই মার্স্টন। ওর চলা-ফেরা, কথা-বার্তা শুনে আমার ধারণা, যথেষ্ট সম্মানিত ও পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে তো বটেই, পড়াশোনাও করেছে প্রচুর ও। এ হেন ছেলে আত্মহত্যা করতে যাবে কোন্ যুক্তিতে বলুন?'

বসবার ঘর থেকে ত্রস্তপায়ে বেরিয়ে এসে ভেরার কাছে জানতে চাইলেন এমিলি, 'লঞ্চের কোনো হদিশ পেলেন?'

'না, কোনো চিহ্নই দেখতে পেলাম না।'

ভেঙ্গে পড়লেন এমিলি হতাশব্যঞ্জক উত্তর শুনে। বিমর্ষ মুখে তাদের সঙ্গে ঢুকলেন ডাইনিংরুমে।

অঢেল খাবারের আয়োজন। ম্লান বিষন্ন মুখে তাদের খাওয়ার তদারকি করতে থাকে রগার্স। এই কয়েক ঘন্টায় তার চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে, মুখ ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গেছে স্ত্রী

বিয়োগে। সেটা লক্ষ্য করে হঠাৎ এমিলি জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'আপনারা লক্ষ্য করেছেন, আজ রগার্সকে কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে, ওর শরীর ভাল আছে তো?'

'হ্যা, শরীর তো ভাল, তবে—'

'তবে কি?'

'প্রাতঃরাশ শেষ হওয়ার পর সব বলবো। এ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করাও দরকার।'

সকলের প্রাতঃরাশ শেষ হলে এক এক করে সকলের আগ্রহান্বিত মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন আর্মস্ট্রং। মনে মনে বিড়বিড় করেই বললেন, 'এটা একটা দুঃসংবাদই বটে। খাবারের তৃপ্তিটুকু উপভোগ করতে গিয়ে যাতে আপনারা বাধার সম্মুখীন না হন, তাই আগে বলিনি। জানেন, রগার্সের স্ত্রী মারা গেছে।'

সেই মুহূর্তে ঘরে যেন বাজ পড়লো। স্তব্ধ, হতবাক হয়ে গেলো সকলে। সকলের স্থির দৃষ্টি তখন আর্মস্ট্রং-এর ওপর। কারোর মুখে কথা নেই, হঠাৎ সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে। তারই মাঝে অকস্মাৎ চিৎকার করে বলে উঠলো ভেরা, 'এ আপনি কি বলছেন ডক্টর? আশ্চর্য! এখানে আসার পর চব্বিশ ঘন্টাও কাটলো না, এরই মধ্যে দু-দুটো মৃত্যু?'

আর্মস্ট্রং-এর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন ওয়ারগ্রেভ, 'এ যে দেখছি ভয়ঙ্কর বিস্ময়! তা মৃত্যুর কারণটা কি নির্ণয় করতে পেরেছেন ডাক্তার?'

'এখুনি ঠিক বলা মুশকিল—'

'অর্থাৎ পোস্টমর্টেম না হওয়া পর্যন্ত বলা মুশকিল, এই তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। এক্ষেত্রে ভাল করে না জেনে-শুনে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারছি না।'

'আমার মনে হয়,' তাঁদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে এবার ভেরা বললো, 'হয়তো মিসেস রগার্সের নার্ভ দুর্বল ছিলো। তার ওপর গতকালের অমন আকস্মিক ঘটনায় হয়তো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। আর তাতেই তার মৃত্যু ঘটে থাকবে।'

'তা না হয় মানলাম, কিন্তু—' ভেরার যুক্তিটা ঠিক মেনে নিতে পারলেন না আর্মস্ট্রং, 'মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললে মানুষ পাগল হয়ে যায়, কিন্তু কখনোই সে মরে না।'

'বিবেক, বিবেকের দংশনেও তো মৃত্যু হতে পারে, পারে না?' এবার এমিলি তার ধারণার কথা প্রকাশ করলো।

'এখানে বিবেকের প্রশ্ন আসে কি করে?' এবারেও এমিলির যুক্তি ঠিক মেনে নিতে পারলেন না ডাঃ আর্মস্ট্রং।

'কেন গতকাল রাতে গ্রামোফোন রেকর্ডে সেই সব অভিযোগের কথাগুলো এরই মধ্যে আপনি ভুলে গেলেন?' এমিলি আরো বলে, 'সেই যে, স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে তাদের পুরনো মনিবকে হত্যা করার অভিযোগ প্রতিধ্বনিত হলো রেকর্ডে। হয়তো এটা তারই প্রতিক্রিয়া — হয়তো সেই অভিযোগটা একেবারেই মিথ্যে নয়, সত্যি সত্যিই তারা হয়তো খুন করে থাকবে তাঁকে। সে খবর চাপা ছিলো, এতোদিন পরে তাদের সেই কু-কীর্তি ফাঁস হয়ে যাওয়াতে বিবেকের দংশনই মিসেস রগার্সকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে থাকবে হয়তো—'

'না, না, এটা ঠিক নয়,' জোরে জোরে মাথা নাড়লেন আর্মস্ট্রং, আপনার কল্পনার কথা বাস্তবে মিলিয়ে ফেলার অযথা চেষ্টা করবেন না মিস্ ব্রেন্ট। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিবেক-টিবেক বলে কিছু নেই। ধরা যাক, মিসেস রগার্সের হার্ট অত্যন্ত দুর্বল ছিলো।'

'আপনি যাই বলুন না কেন,' এমিলি নিজের বক্তব্য জোরালো ভাবে সমর্থন করে বললেন, 'আমি এখনো বিশ্বাস করি, আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, তিনিই পাপীকে তার প্রাপ্য শাস্তি প্রদান করে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন।'

এমিলির কথায় ব্রোর যেন একটু আঘাত পেলেন, 'ছিঃ মিস্ ব্রেন্ট, আপনি কি যাতা বলছেন?'

'কেন, আমি কি এমন ভুল বলেছি!' ব্রোর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন এমিলি, 'পাপের ফল তো ভুগতেই হবে পাপীকে। ঈশ্বরের নিখুঁত বিচারে পাপীর যে রেহাই নেই, এ আমি একান্ত ভাবে বিশ্বাস করি।'

'রেহাই যে একেবারেই নেই, জোর দিয়ে তা বলা যায় না।' গালে হাত রেখে বললেন ব্রোর, 'কতো পাপীই না আমাদের সঙ্গে মিশে আছে, আমরা তাদের কজনকেই বা চিনি!'

'অতো সব বিশ্লেষণে আমাদের কাজ নেই,' প্রসঙ্গটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেন ব্রোর, 'এখন আমাদের জানতে হবে, কাল রাতে কি খেয়েছিলে মিসেস রগার্স।'

'কিস্সু নয়,' বললেন আর্মস্ট্রং।

'অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না।'

'তার স্বামী রগার্স নিজে আমাকে বলেছে,' ব্যাঙ্গ করে বললেন আর্মস্ট্রং, 'এর পরেও কি অবিশ্বাস করবেন?'

'কে কে বলেছেন বললেন—তার স্বামী রগার্স?' একটা কেমন তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পেলো ব্রোরের কথায়, 'সে তো বলবেই?'

আর্মস্ট্রং এবং লম্বার্ড দুজনেই একসঙ্গে ফিরে তাকালেন ব্রোরের দিকে।

আবার সেই তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন ব্রোর, 'বড় বিচিত্র এই পৃথিবী, তার চেয়েও বিচিত্র বোধহয় মানুষের মন। কার মনে কি আছে, বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল। এই কালকের সেই ঘটনার কথাই ধরুন না কেন—আমরা প্রত্যেকেই আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করে ক্ষোভ প্রকাশ করলাম, পাগলের কান্ড বলে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু যদি একটু তলিয়ে দেখা যায়, সেটা নিছক কারোর পাগলামি বলে আদৌ মনে হবে না। তাহলে এর থেকেই আমরা ধরে নিতে পারি, রগার্স ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ একেবারে মিথ্যে নয়। এও হতে পারে সত্যিই তারা তাদের বৃদ্ধা মনিবকে খুন করেছিল। এতোদিন এই জঘন্য ঘটনার কথা চেপে গিয়েছিল তারা। কিন্তু,' একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন ব্রোর, 'যাকে আমরা বদ্ধ পাগল বলে কোনো আমল দিতে চাইছি না, সে যখন সেই সত্যটা প্রকাশ করে দিলো, তখন প্রথমেই ভয় পেয়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো রগার্সের স্ত্রী। রগার্সও আতঙ্কিত হয়ে উঠলো মনে মনে। তার আশঙ্কা হলো, এবার বোধহয় আর রেহাই নেই, তার সেই দুষ্কৃতির কথা দুর্বল মুহূর্তে যদি তার স্ত্রী প্রকাশ করে দেয়, তখন তার আর বাঁচার পথ থাকবে না। অতএব—'

'অতএব তার স্ত্রীর মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করা প্রয়োজন। কিন্তু কি ভাবে?'

'কেন উপায় তো খুব সহজ। স্ত্রীর কোনো পানীয়র সঙ্গে কিছু একটা মিশিয়ে তার পক্ষে তাকে এমন ভাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখলো, যা এ জীবনে ঘুম আর কখনো ভাঙ্গবে না।'

'বাঃ, আপনি চমৎকার গল্প বানাতে পারেন তো মিঃ ব্রোর,' আর্মস্ট্রং-এর মুখে শ্লেষের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো, 'তবে আপনাকে বলে রাখি, মৃতের ঘরে খালি চায়ের কাপ কিংবা জলের গ্লাস আমি দেখতে পাইনি।'

'চোখে না পড়ারই তো কথা। রগার্স কি এতোই বোকা? সে তার কাজ হাঁসিল করার পরেই পাত্রটি ধুয়ে মুছে যেখানে রাখার ঠিক রেখে দিয়ে থাকবে।'

তাদের আলোচনার মাঝে বাধা দিয়ে বললেন ম্যাকআর্থার, 'মিঃ ব্লোরের ধারণার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে কথা হচ্ছে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার, ভাবতে গিয়ে কেমন অবাক লাগে, তাই না?'

'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। নিজের জীবনের কাছে ও-রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার-ট্যাবহার করেই থাকে সবাই। তখন মানবতার প্রশ্ন-টশ্ন বলতে কিছু থাকে না।' কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন ব্লোর।

প্রাসাদের বাইরে লনের ওপর পায়চারি করছিলেন ব্লোর ও লম্বার্ড। এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললো লম্বার্ড, 'লঞ্চের কি ব্যাপার বলুন তো? এখনো এসে পৌঁছলো না—'

'আর পৌঁছবে না,' রহস্যময় হাসি হাসলেন ব্লোর, 'মানে এখানে আসতে দেওয়া হবে না। সেই বদ্ধ-পাগলটার এটাও একটা পাগলামি বলে ধরে নিতে পারেন।'

'আমারও তাই ধারণা—' হঠাৎ অন্যের কণ্ঠস্বর শুনে পিছন ফিরে তাকালেন দুজন, ম্যাকআর্থার সখেদে আরো বললেন, 'লঞ্চ আসার আর সম্ভাবনা নেই। সেই সঙ্গে এই অভিশপ্ত দ্বীপ থেকে ফিরে যাওয়ারও কোনো উপায় নেই আর।' শেষ দিকে গলা ভারী হয়ে এলো, মুখের সামান্য হাসিটুকুও মুছে গেলো, চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত হলো। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ম্লান বিষণ্ণ গলায় বললেন তিনি, 'এখানে অপার শান্তি, এই ভাল। জীবনের শেষ সীমানায় এসে পৌঁছেছি আমরা। আমরা জেনেছি, কেউ আর ফিরবো না এখান থেকে, ফিরতে পারি না—'

তারপর তিনি আর দাঁড়ালেন না সেখানে, বালিয়াড়ির পথে এগিয়ে গেলেন দ্রুত পায়ে। ঢল নেমেছে সমুদ্রের দিকে। একটু পরেই তাঁর শরীরটা দৃষ্টি আড়ালে চলে গেলো।

বিরুক্তি প্রকাশ করলেন ব্লোর, 'ফিরবো না বললেই হলো। আলবৎ ফিরবো আমরা। ফিরে যাওয়ার জন্যই তো আমরা এখানে এসেছি। মার্স্টন কিংবা মিসেস রগার্সের মতো চিরদিন এখানে চিরঘুমে ঘুমিয়ে থাকার জন্য তো আমরা আসিনি।'

'হ্যাঁ, বটেই তো। বটেই তো!' লম্বার্ডের ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। এক পলকে ব্লোরকেএকবার দেখে নিয়ে লম্বার্ড আবার বললো, 'অন্যদের কপালে যাই ঘটুকনা কেন, আপনার পরমায়ু কমিয়ে আনবে, এমন দুঃসাহস কার আছে শুনি।'

তার বিদ্রূপটা ধরে ফেলেছেন ব্লোর। তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন তিনি, 'এ আমার ব্যক্তিগত সমস্যা মিঃ লম্বার্ড। অতএব ভাবনা আমাকেই ভাবতে দিন। অহেতুক আমার ব্যাপারে মাথা ঘামানোটা একেব্যারেই পছন্দ নয়, মনে থাকে যেন।'

আহত স্বরে বললো লম্বার্ড, 'হ্যাঁ, মনে থাকবে। কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

প্রাসাদের ভেতরে একা একা থাকতে গিয়ে আর্মস্ট্রং-এর যেন দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। তাই তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। প্রথমেই চোখে পড়লো ব্লোর আর লম্বার্ড কি একটা ব্যাপারে

যেন জোর তর্ক চালাচ্ছে। এবং ওয়ারগ্রেভ একা একা পায়চারি করছেন অদূরে। আশপাশে অন্য কারোর টিকিও দেখা গেলো না।

একটু সময় কি ভেবে ওয়ারগ্রেভের দিকে এগিয়ে গেলেন ডঃ আর্মস্ট্রং। ঠিক সেই সময় পথের মাঝে ছুটে এসে দাঁড়ালো রগার্স। সাদা কাগজের মতো ফ্যাকাসে মুখ, উদভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি।

'খুব জরুরী দরকার। একবার প্রাসাদের ভেতরে আসবেন, এখুনি?'

'কেন, আবার কি হলো রগার্স?'

'কাল থেকে একটার পর একটা অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা কেমন ঘটে যাচ্ছে। এ সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছে আমি বোধহয় সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবো।'

'কেন, এখন আবার নতুন করে কি ঘটলো?'

'নতুন করে ঠিক নয়, কালকের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বলতে পারেন। আপনি হয়তো ভাবছেন, সদ্য আমার স্ত্রী মারা গেছে বলে বোধহয় আমার মাথার গোলমাল হয়ে গেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু, আমি এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। তবে এর পরে নতুন করে অবাক হওয়ার কোনো ঘটনা ঘটলে আমার মাথার গোলমাল হয়ে যাবে, দেখবেন!'

'ভনিতা না করে কি হয়েছে চটজলদি বলেই ফেলো না।'

'হ্যাঁ, বলবো বলেই তো এসেছি,' প্রাসাদে প্রবেশ করে সোজা রগার্সের শোওয়ার ঘরে চলে এলেন আর্মস্ট্রং। তারপর বললো সে। 'কাঁচের শোকেসের ঐ পুতুলগুলো দেখতে পাচ্ছেন? চিনামাটির সুন্দর সুন্দর পুতুলগুলো ভাল করে তাকিয়ে দেখুন, ভাল করে দেখতে পাচ্ছেন তো?'

'হুঁ,' মাথা নেড়ে সায় দিলেন আর্মস্ট্রং। 'আমরা এখানে যখন আসি, তখন ওখানে দশ-দশটি সুন্দর সুন্দর পুতুল দেখেছিলাম।'

'হ্যাঁ, আমরাও দশটি পুতুল দেখছিলাম বৈকি।'

'কিন্তু জানেন ডাক্তারবাবু, গতকাল আপনাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘরে শোয়ার আয়োজন করছিলাম হঠাৎ নজরে পড়লো দশটা পুতুলের মধ্যে একটা কম। অর্থাৎ ন'টা মাত্র পুতুল আছে। কাল ভেবেছিলাম, বোধহয় গুণতে আমি ভুল করে ফেলেছি। হয়তো আমার সেই ভুলটা ভেঙ্গে যেতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম আমি। তবে আজ আর সেই ভুলটার পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছি না। কিন্তু না, আপনার আজ প্রাতঃরাশ সেরে চলে যাওয়ার পর ঘরদোর পরিস্কার করতে গিয়ে দেখি আর এক অদ্ভুত ঘটনা—এবার ন'টা পুতুল দেখতে পেলাম না, মাত্র আটটি। কি আশ্চর্য! আমার নিজের চোখকে অস্বীকার করবো কি করে? আপনিই বলুন নটার বদলে আটটা পুতুল দেখলে কে না অবাক হবে?'

❑ সাত ❑

প্রাতঃরাশের পর এমিলি ও ভেরা আবার সেই পাহাড়ের চূড়াটার ওপর গিয়ে উঠে বসলো। উদ্দেশ্য লঞ্চ আসছে কিনা দেখার জন্য।

আগের চেয়ে বাতাসের তীব্রতা বেড়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল ঢেউ-এর পর ঢেউ উত্তাল সমুদ্রের বুকে ভেঙ্গে পড়ছে আবার নতুন করে গড়ে উঠছে, সমুদ্র তীরে এসে আছড়ে পড়ছে,

ফেনিল জলরাশি ছড়িয়ে পড়ছে ধূসর বালিয়াড়ির ওপর।

দুজনেরই দৃষ্টি চলে যায় দূরে, বহু দূরে, সমুদ্রের গভীরে, কিন্তু কোথাও লঞ্চের চিহ্ন চোখে পড়ল না তাঁদের। ওপারে স্টিকল হ্যাভেনের গ্রামগুলো এপার থেকে সারি সারি পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছিল। আকাশটা যেন সেই পাহাড়গুলোর চূড়ায় মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে।

আশাহত হয়ে নিচু গলায় বললেন এমিলি, 'লঞ্চের ঐ চালকটার কি যেন নাম—হ্যাঁ মনে পড়েছে ফ্রেড, ফ্রেড নারাকটকে দেখে গতকাল মনে হয়েছিল, সমঝদার লোক, তার ওপর নির্ভর করা যায়, কিন্তু আজ দেখো, কি রকম অবিবেচকের মতো কাজ করলো সে, এখনো তার পাত্তাই নেই!'

ভেরাও কম অবাক হয়নি। এবং আতঙ্কিত বটে। তার হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসছে, যত সময় অতিবাহিত হচ্ছে, ভয়ে, আশঙ্কায় ততই যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে সে। কোনো রকমে একটা কৃত্রিম স্বাভাবিক ভাব ফুটিয়ে রাখার প্রয়াস রয়েছে তার হাবভাবে, চালচলনে, যাতে আর পাঁচজনের সামনে প্রকাশ না পায়।

সান্ত্বনার বাণী শোনা গেলো তার মুখে, 'ঘাবড়াচ্ছেন কেন লঞ্চ ঠিক আসবে একটু পরেই। আসা মাত্র দেরী না করে এক লাফে উঠে পড়বো লঞ্চে। এখান থেকে যতো তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়া যায়, ততই ভালো।'

'সে আর বলতে! জায়গাটা যেমন অদ্ভুত, এখানকার সব কিছুই কেমন যেন বিচিত্র ধরণের, এতটুকু সাদৃশ নেই পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানের সঙ্গে।' এমিলি একটু থেমে বলতে শুরু করলো, 'খুব ঠকিয়েছে সে আমাকে। ভাল করে দেখলে ঠিক ধরা যেতো, চিঠিটা জাল ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ এখানে আসার আগে একবারও খেয়াল হয়নি, চিঠিটা ভুয়োও হতে পারে।'

'হ্যাঁ, আমিও একবার ভুলেও এ-দিকটার কথা চিন্তা করে দেখিনি।'

'আমরা সবাই কেমন বোকা বনে গেছি ঐ পাগলটার কাছে। আমাদের সবাইকে আকাট মুখ্যু-সুখ্যু ভেবেছে সে। তা না হলে আমরা সবাই এক সঙ্গে ভুল করবোই বা কেন?'

'আচ্ছা মিস ব্রেন্ট, আপনি যা বললেন তা, সত্য? সত্যি সত্যিই কি রগার্সরা তাদের মনিবকে হত্যা করেছিল?'

কি যেন ভাবলেন এমিলি কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর যেন স্বগোক্তি করলেন, 'হ্যাঁ, সত্য বৈকি! তবে এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা। তা তোমার কি মনে হয় ভেরা?'

'আমি এখনো সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি—'

'এর মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া-নেয়িরই বা কি আছে। যেভাবে রগার্সের বৌ জ্ঞান হারালো, রগার্স যেভাবে কফির ট্রে হাত থেকে ফেলে দিলো, তাতেই তো ওদের মনের কথা স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে। আর পরে রগার্স যে সব কথাগুলো বলে গেলো, শুনে তোমার কি একবারও সন্দেহ হয়নি। কথাগুলো বানানো। ডাহা মিথ্যে বলেছে সে। যাইহোক, ওরা যে সত্যিই অপরাধী, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

'হ্যাঁ, আপনার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্য। রগার্সের বৌ-এর মুখের ভাব দেখে আমারও কেন জানি না মনে হয়েছিল, একটা অপরাধবোধ যেন তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। সব অপরাধীরাই বোধহয় এতো ভীতু হয়ে থাকে, তাদের অতীত অপরাধ বুঝি এভাবেই তাদের পঙ্গু করে তোলে।'

'এ ব্যাপারে সেই নীতিকথাটা মনে পড়ে যায়— এ জন্মের পাপের শাস্তি তোমাকে এ-জন্মেই মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে। রগার্সের জীবনে সেটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেলো।'

'বেশ তো তাই যদি হয়,' ভেরা মন্তব্য করলো, 'তাহলে আর বাকী লোকদের কপালে কি রকম শাস্তি ঘটতে পারে?'

'তুমি কি বলতে চাইছো, একটু স্পষ্ট করে বলবে?'

'নিশ্চয়ই!' দ্বিধার জড়তা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠে ভেরা উত্তর দেয়, 'আমাদের নামেও তো অভিযোগ আনা হয়েছে। রগার্সদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি সত্যি বলে তুমি মনে করো, তাহলে আমার, তোমার ও অন্যদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোও তো, কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে এমিলির দিকে তাকালো ভেরা তাঁর প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করার জন্য।

উত্তর না দিয়ে কিছুটা সময় ভেরার দিকে তাকিয়ে রইলেন এমিলি, তারপর মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, আমি জানি, তুমি কি বলতে চাইছো, যেমন লম্বার্ডের কথাই ধরা যাক না কেন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ঐ শয়তানটা একজন আদিবাসীকে হত্যা করেছে। তবে লম্বার্ড নিজেই তার দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং তার ব্যাপারটা এখানেই ইতি টানা যেতে পারে।' এখানে একটু থেমে হঠাৎ কি যেন মনে পড়েছে এমনি একটা ভাব দেখিয়ে এমিলি আবার বলতে শুরু করলেন, 'তবে এ কথাও ঠিক যে, সব অভিযোগই যুক্তিগ্রাহ্য নয়! কিছু অভিযোগ আছে, যা শোনা মাত্র বলে দেওয়া যায়, মিথ্যে, ভুয়ো কিংবা বানানো ছাড়া আর কিছু নয়। এই যেমন মিঃ ওয়ারগ্রেভের কথাটা ধরা যাক না কেন, তিনি একজন স্বনামধন্য বিচারপতি। তিনি যদি বিচারে কোনো অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে থাকেন, তাতে তাঁর অপরাধটা কোথায়? মিঃ ব্লোরের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। আর আমার ব্যাপারটা—' একটু থেমে কি যেন ভাবলেন তিনি, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'কাল আমি চুপ করেছিলাম। অতোগুলো পুরুষমানুষের সামনে মেয়েলী ব্যাপারে মুখ খুলি কি করে! বিশ্বাস করো, আমি কোনো দোষ করিনি, আমি নির্দ্দোষ। বেট্রিস টেলরকে একরকম যেচেই চাকরীটা দিয়েছিলাম। ঘরোয়া কাজ। তবে তার কাজে কোনো খুঁত ছিলো না। কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'কদিন যেতে না যেতেই তার আসল রূপ প্রকাশ পেতে থাকলো। সে যে অতি হীন চরিত্রের মেয়ে, ব্যাভিচারিণী, সেটা তখনি বোঝা গেলো— বহু পুরুষের সঙ্গে তার অবাধ মেলামেশা। তার সেই অবৈধ প্রণয়, বহু পুরুষ-ভোগ্যাব ফল ফললো অচিরেই। এমন এক নীতি-জ্ঞানহীন দুশ্চরিত্র মেয়েকে ক্ষমা করার কথা মনেই এলো না। তাই বিদায় করে দিলাম তাকে। বিতারিত বেট্রিস গেলো তখন তার বাবা-মায়ের কাছে। কিন্তু তারাও তাকে ক্ষমা করতে পারলো না, আশ্রয় মিললোনা সেখানে তার। তারপর—'

'তারপর তার কি হাল হলো?'

'তারপর আর কি। এ সব মেয়েদের যা হয়ে থাকে তাই হলো শেষ পর্যন্ত। বিবেকের দংশন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করলো সে। একটা পাপ ঢাকতে গিয়ে আর একটা পাপ করে বসলো সে।'

'আত্মহত্যা?' চমকে উঠলো ভেরা, 'তার মৃত্যুর খবর শুনে আপনি নিশ্চয়ই খুব দুঃখ পেয়েছিলেন, মনে মনে নিশ্চয়ই আপনার অনুশোচনা হয়েছিল।'

'দুঃখ? তা কেন হবে? আর অকারণ নিজেকে অপরাধীই বা ভাবতে যাবো কেন?'

'না, মানে—অমন কঠোর না হয়ে তাকে যদি ক্ষমা করতেন, তাহলে হয়তো সে আত্মহত্যার পথটা বেছে নিতো না।'

জোরে জোরে মাথা নাড়লেন এমিলি, 'বেট্রিসের ব্যাপারে আমার করার কিছু ছিলো না। সে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। হ্যাঁ, আমি এখানে উপলক্ষ্য মাত্র। ঈশ্বরই বিচার করবেন তার পাপের।'

তারপর আর একটা কথাও বললেন না এমিলি, তাঁর দৃষ্টি তখন গিয়ে পড়লো সমুদ্রের দিকে। তখন তাঁর মুখে আর কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। ঈশ্বরের ওপর পাপ পুণ্য বিচারের ভার সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অটুট মনোভাব নিয়ে বসে রইলেন তিনি।

হঠাৎ তাঁর সেই পরিবর্তন দেখে দারুণ ভয় পেলো ভেরা, চমকে উঠলো।

ওদিকে একটা চেয়ারের ওপর অর্ধশায়িত অবস্থায় আধবোজা চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ওয়ারগ্রেভ। অদূরে লম্বার্ড ও ব্লোর নিঃশব্দে পায়চারি করছেন পাশাপাশি।

ওয়ারগ্রেভের সামনে এসে দাঁড়ালেন ডঃআর্মষ্ট্রং। তিনি তখন ভাবছিলেন আলোচনার প্রয়োজনের কথা। কিন্তু কার সঙ্গেই বা আলোচনা করবেন, সেটাই তো একটা চিন্তার বিষয়। ওয়ারগ্রেভ। বিচারক তিনি, সূক্ষ, ন্যায়-নীতি, অপরাধ-নিরপরাধ, এসব ব্যাপারে তাঁর বিচারের নিরীখে বহু মামলার নিষ্পত্তি তিনি করেছেন, কিন্তু এ-ব্যাপারে তিনি যে কতটা কাজে লাগতে পারেন, সেটা বলা মুশকিল। বরং লম্বার্ডকেই বেছে নেওয়া যেতে পারে, যোগ্য লোক সে, বয়সে তরুণ, চটপটে, কথা-বার্তায় তুখোড়, মেধাবী। অতএব—

কথাটা ভাবা মাত্র ইশারায় তিনি তাকে কাছে ডেকে বললেন, 'শুনুন, মিঃ লম্বার্ড, আপনার সঙ্গে একটা জরুরী আলোচনা ছিলো।'

'জরুরী আলোচন!' হেসে বললো লম্বার্ড, 'বেশ তো, ওদিকটায় চলুন, ফাঁকা আছে—'

অপেক্ষাকৃত একটু ফাঁকা যায়াগায় এসে একটু ইতস্তত করে বললেন আর্মষ্ট্রং, 'দেখলেন তো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চোখের সামনে কি সব ঘটনা ঘটে গেলো, এ-ব্যাপারে আপনার কি ধারণা?'

'মিসেস রগার্সের এই আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার কি মনে হয়? ব্লোর যে-কাহিনী শোনালেন, বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় আপনার?'

'না। সব বাজে কথা।' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো লম্বার্ড, 'জোর করে একটার সঙ্গে আর একটা সূত্র মেলানো হয়েছে।'

'আপনি যথার্থই বলেছেন। আপনার যুক্তি আমি সমর্থন করি।'

'ধরে নেওয়া যাক, অমন একটা জঘন্য অপরাধ করা সত্ত্বেও এতোদিন ওরা বেশ নিশ্চিন্তেই ছিলো। কিন্তু আজই হঠাৎ ভেঙ্গে পড়লো কেন? তাছাড়া আরো একটা কথা আছে—তারা যে তাদের মনিবকে খুন করেছে তার কোনো নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ নেই। এক্ষেত্রে তাদের অপরাধীই বা ভাবি কি করে বলুন।'

'হ্যাঁ, সে কথাও ঠিক। তবে এ-ব্যাপারে আজ সকালেই রগার্সের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। রগার্সের বক্তব্য হলো, তার মালকিন্ মিস্ ব্রাডির হার্টের অসুখ ছিলো। আমি একজন চিকিৎসক, আমি জানি, এই সব রোগের সাময়িক উপশমের জন্য এ্যামাইল নাইট্রাইট ওষুধ ব্যবহার করা

হয়, রোগীর যখন শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে তখন এই ওষুধের এ্যাম্পুল ভেঙ্গে নাকের কাছে মেলে ধরলে তার শ্বাস কষ্টের উপশম হয়ে যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই। কিন্তু ভুলক্রমে কিংবা একটু অসাবধানতাবশতঃ যদি এক ফোঁটা সেই তরল পদার্থ তার পেটে চলে যায়, তাহলে আর নিস্তার নেই। রোগীর মৃত্যু হতে বাধ্য।'

অবাক বিস্ময়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ডঃ আর্মস্ট্রং-এর বিশ্লেষণ শুনছিল লম্বার্ড। তাঁর কথা শেষ হতেই জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলে উঠলো সে, 'দারুণ চমৎকার একটা পরিকল্পনা তো!'

'তাই তো বলছি মিঃ লম্বার্ড!' একটা সিগারেট ধরিয়ে আর্মস্ট্রং তাঁর কথার জের টেনে বললেন, 'কতই না সহজ, কোনো ঝামেলা নেই, থাকবে না কোনো প্রমাণ কিংবা চিহ্ন। এর জন্য ব্যবহার করতে হবে না আর্সেনিক কিংবা সায়ানাইড। কোনো রকমে এক ফোঁটা এ্যামাইল নাইট্রাইট রোগীর পেটে পৌঁছে দিতে পারলেই হলো, ডাক্তারের বাবার ক্ষমতা নেই তার জীবন ফিরিয়ে দেওয়া।'

'আর পোস্টমর্টেম রিপোর্টে পাকস্থলীতে সেই ওষুধের চিহ্ন আবিষ্কৃত হলেও সন্দেহের কিছু থাকতে পারে না। অজুহাত হিসেবে বলা যেতে পারে, নাকে শোঁকাতে গিয়ে এক ফোঁটা তরল পদার্থ অসাবধানতাবশতঃ চলে গেছে, এতে দোষ কোথায় বলুন? সে তো আর ইচ্ছে করে—'

কিছুক্ষণ গভীর চিন্তার পর লম্বার্ড বললো, 'তাহলে এখন একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া গেলো।'

'কেন, কোন্ ব্যাপারে?'

'এমন কতকগুলো অপরাধ আছে, যা খালি চোখে ধরা যায় না। তবে একটু যদি তলিয়ে দেখা যায়, সত্য প্রকাশ পাবেই! দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথমে বগার্স দম্পতি এবং পরে স্বনামধন্য বিচারপতি মিঃ ওয়ারগ্রেভের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে এ-প্রসঙ্গে।'

আচমকা ধাক্কা খাওয়ার মতো করে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন আর্মস্ট্রং, 'তাহলে এবার বলেই ফেলি মিঃ লম্বার্ড, তখন ওয়ারগ্রেভ আমাদের যে গল্পটা বললেন, আপনি সেটা বিশ্বাস করেন?'

'ওঁর মতো ধরিবাজ লোকের কথায় বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। এই ধরুন না কেন, এডওয়ার্ড সিটনকে এমন কায়দা করে তিনি সরিয়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারে না। নিজের সাফাই গেয়ে তিনি তো বলেই দিয়েছেন, বিচারকের আসনে বসে আমি আইনের দাসত্বগিরি করেছি মাত্র, এর মধ্যে অন্যায় কিছুই থাকতে পারে না। বাঃ বাঃ চমৎকার অজুহাত,' শেষ দিকে ব্যাঙ্গের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো লম্বার্ডের ঠোঁটে।

সিগারেটে টান দিতে গিয়ে সেই মুহূর্তে আর্মস্ট্রং যেন সেই কোন্ সুদূর অতীতে তাঁর হাসপাতালে চার দেওয়ালে ঘেরা অপারেশন টেবিলের সামনে গিয়ে হাজির হলেন। স্বগোক্তি করলেন, 'খুন। হ্যাঁ, এ ভাবেই নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে অবশ্যই খুন করা যায় বৈকি! একটা কেন হাজারটা খুন—'

'কিন্তু ডঃ আর্মস্ট্রং!' লম্বার্ডের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলেন আর্মস্ট্রং। 'এই নিগার দ্বীপে আমাদের সকলকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে মিঃ ওয়েনের?'

'সেটা তো আমারো প্রশ্ন!' আর্মস্ট্রং-এর মুখে চিন্তার ছাপ পড়ে, 'রগার্সের স্ত্রীর মৃত্যুটা আরো যেন ভাবিয়ে তুলেছে আমাদের। একটা দ্বন্দ্ব বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে মনের মধ্যে, কিছুতেই তার সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না। তবে কি তার স্বামী তাকে খুন করলো? নাকি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই করলো সে।'

'আত্মহত্যা? অসম্ভব! বিশেষ করে মার্স্টনের মৃত্যুর পর মিসেস রগার্সের মৃত্যুটাকে কিছুতেই আত্মহত্যা বলে ধরে নেওয়া যায় না। মাত্র বারো ঘন্টার মধ্যে দু'দুটো আত্মহত্যা, ভাবা যায় না। একরোখা যুবক, জীবনে যে কাউকে ভয়ডর করলো না, সত্য-মিথ্যা জানা নেই, তার বিরুদ্ধে দুটো বাচ্চাকে হত্যা করার অভিযোগ আনা হয়েছে জেনে আত্মহত্যা করবে সে? না, হিসেবে বড্ড বেশী গরমিল দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া এখানে সে সায়ানাইডই পেলো কোথ্-থেকে! এতো আর চকোলেট-বিস্কুট নয় যে, পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে।'

'হ্যাঁ, এ প্রশ্নটা আমার মনেও জেগেছে বৈকি। এর একটা উত্তরই আমি খুঁজে পেয়েছি, হতে পারে—'

'হতে পারে কেউ তার মদের গ্লাসে সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়ে থাকবে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে, অতি সন্তর্পনে, আর এ-ভাবেই অতি নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাকে খুন করে থাকবে সে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই খুনই হয় মার্স্টন, নিষ্ঠুর খুন।'

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন আর্মস্ট্রং লম্বার্ডর যুক্তিগ্রাহ্য মতামত শুনে। তাই উৎসাহিত হয়ে তিনি এবার জানতে চাইলেন, 'আর মিসেস রগার্সের মৃত্যুটা?'

'বলবো, সব বলবো,' সিগারেটে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে লম্বার্ড তার কথার জের টেনে বললো, 'মার্স্টনের মৃত্যু আর রগার্সের মৃত্যুর মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আমি খুঁজে পেয়েছি। আপাত দৃষ্টিতে এ-দুটো মৃত্যুই নিছক আত্মহত্যা বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। তবে এর পিছনে একটা রহস্য অবশ্যই লুকিয়ে আছে। আর সেই রহস্য—'

'এই রহস্যের প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গেলো। খানিক আগে রগার্স আমাকে ডেকে নিয়ে যায় তার রান্নাঘরে। আপনার বোধহয় জানা নেই সেই দশটি চীনামাটির পুতুল আর সেই বিস্তবানদের খেয়ালী কবিতার কথা?' তারপর সেই দশটি পুতুলের কাহিনী সংক্ষেপে বললেন আর্মস্ট্রং।

সব শোনার পর লম্বার্ড তো থ। অবাক ভাবটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগলো লম্বার্ডের। 'কি আশ্চর্য! ছিলো দশটি কালোমানিক, এখন রইলো আট। এ যে দেখছি ভুতুড়ে কান্ডকারখানাকেও হার মানায়।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই অন্যমনস্ক ভাবে সেই কবিতাটির প্রথম চারটি পংক্তি আবৃত্তি করে উঠলেন আর্মস্ট্রং—

'দশটি কালোমাণিক, দশটি কালো হীরে।'

আর এক দফা চমকানোর পালা লম্বার্ডের। 'বড় অদ্ভুত ব্যাপার তো! কবিতাটির সঙ্গে ঘটনার কি অদ্ভুত মিল রয়েছে। মার্স্টনের মৃত্যু হলো দম বন্ধ হয়ে, আর রগার্সের বৌ সেই যে রাত্রে ঘুমলো, সে ঘুম আর ভাঙ্গলো না তার।'

'তাহলে?'

'তাহলে আবার কি! এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা এক বদ্ধ পাগলের শিকার

হতে চলেছি। হয়তো আমাদের কারোর আর রেহাই নেই। এক এক করে আমাদের দশজনকেই সেই পাগলটার হাতে প্রাণ হারাতে হবে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কি অদ্ভুত তার দূরদর্শিতা।'

'কিন্তু সেই পাগলটাই বা কোথায়? আমাদের এখানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে যে নিজেই তো গড়হাজির। এই নির্জন দ্বীপে আমরা দশজন ছাড়া আর কেউ নেই, রগার্সও তাই বলেছে।' তাহলে?'

'রগার্স আমাদের ভুল তথ্য পরিবেশন করেছে। কিংবা এও হতে পারে, ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলে সে আমাদের ভুল পথে চালিত করতে চেয়েছে।'

'না, মিথ্যে সে বলতে পারে না,' তার হয়ে সাফাই গাইলো আর্মস্ট্রং, 'দেখলেন না, ভয়ে আতঙ্কে লোকটা একেবারে পঙ্গু হয়ে গেছে। মিথ্যে বলার মতো মনের দৃঢ়তা এখন তার নেই।'

গভীর ভাবে চিন্তা করলো লম্বার্ড। তারপর জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললো সে, 'লোকটার কি রকম আক্কেল দেখুন, বেলা গড়িয়ে যেতে চললো, অথচ লঞ্চের কোনো পাত্তাই নেই। এটা তো তার একটা চালাকি। তার পরিকল্পনা মাফিক এক এক করে আমাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় কাউকে এই দ্বীপ থেকে পালাতে দেবে না সে।'

তার কথা শুনে আর্মস্ট্রং যে একেবারে বোবা বনে গেলেন। লম্বার্ডের মুখের দিকে বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে থেকে তাব বক্তব্যটা উপলব্ধি করতে চাইলেন।

'যাইহোক, সে নিজেকে যতো চতুরই ভাবুক না কেন, একটা মারাত্মক ভুল সে করে বসে আছে শুরুতেই। একটা ছোট্ট দ্বীপে সে আমাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে। আর দ্বীপটাও মোটামুটি ফাঁকা, নির্জন। চলুন, দ্বীপটা ঘুরে দেখে আসি। বাছাধন যেখানেই থাকুন না কেন, এখানকার এই ছোট্ট জায়গায় তাকে ঠিক আমরা খুঁজে বার করতে পারবো। চলুন, যাওয়া যাক—'

'কিন্তু অমন একজন বিপজ্জনক লোকের সঙ্গে—'

'আরে মশাই যতোই সে বিপজ্জনক লোক হোক না কেন, এতো ভয় পেলে কি চলে? তাছাড়া সে তো রক্তে-মাংসে গড়া একজন লোক তো বটে! তার মতো একজন বিপজ্জনক লোকের সঙ্গে কি ভাবে মারাত্মক হয়ে উঠতে হয়, সে কৌশল আমার জানা আছে। তবে আমি, আপনি ও মিঃ ব্লোর, এই তিনজন ছাড়া অন্য কাউকে জানাবার দরকার নেই। পরে প্রয়োজন হলে অন্যদের জানালেই চলবে।'

পুতুল দুটি উধাও হওয়ার কাহিনী শুনে ব্লোর তো আকাশ থেকে পড়লেন যেন। তেমনি অবাক হয়ে তিনি বললেন, 'আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, 'সায়ানাইড মার্স্টনের গ্লাসে মেশানো হলো কি করে?'

'এ প্রশ্ন আমারো,' প্রত্যুত্তরে বললো লম্বার্ড, 'তবে এ ব্যাপারে আমার অনুমান এই রকম জানালার ওপর মদের গ্লাস নামিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় মনে হয় বাইরে থেকে কেউ হাত বাড়িয়ে তার গ্লাসে সায়ানাইড ফেলে দিয়ে থাকবে। আর মারাত্মক বিষ মেশানো সেই মদ পান করেই তার মৃত্যু ঘটে থাকবে।'

বিশ্বাস করতে পারছেন না ব্লোর। 'তাই বা কি করে সম্ভব! আমাদের এতগুলোর লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে—'

'তখন আমরা কি ঠিক মতো নজর রাখতে পারছিলাম?' লম্বার্ড যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলো, 'আমরা তো তখন নিজেদের সমস্যা নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে, কোথায় কি ঘটছে, তা দেখার অবসর কোথায় তখন আমাদের!'

'কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না,' তার কথায় সায় দিলেন ডঃ আর্মস্ট্রং, 'সেই অদৃশ্য মানুষের কঠোর আদেশ শুনে আমরা তখন কেউ আর স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম না। সেই অবস্থায়—'

'যাইহোক, গতস্য-শোচনা নাস্তি!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন ব্লোর, 'এখন আমাদের ভবিষ্যতে যা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে সেটা দমন করার জন্য আগে-ভাগে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, যাতে কেউ আর সেই বদ্ধ পাগলটার শিকার না হতে পারে। আচ্ছা, আপনাদের কারোর কাছে পিস্তল আছে?'

'হ্যাঁ, আছে বৈকি!' ট্রাউজারের হিপ পকেটের উঁচু হয়ে ফুলে থাকা অংশটার প্রতি ব্লোরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো লম্বার্ড।

হাসলেন ব্লোর, 'ওটা কি আপনি সব সময় সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ান?'

'হুঁ। তবে খুব একটা ঝামেলায় না পড়লে বের করি না।'

'ঝামেলা কি এখানে নেই?' মৃদু হাসলেন ব্লোর, 'আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে। ওৎ পেতে কোথায় কোন্ পাথরের আড়ালে সে যে বসে আছে, আমরা কেউ জানি না। অথচ তার মাথার পোকাগুলো কিলবিল করে উঠলেই যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আমাদের কারোর উপর। কোনো পাগল যদি একবার ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ কবে তাহলে আর রক্ষা নেই।'

'সব পাগলই ভয়ঙ্কর হয় না,' দৃঢ়স্বরে বললেন আর্মস্ট্রং, 'এমন কিছু কিছু পাগল আছে, যাদের দেখলে মনেই হয় না, তারা পাগল বা উন্মাদ। তবু দেখা যাক, আসল পাগলকে ঠিক চিনে বের করা যায় কিনা।'

তাঁরা তিনজন তাঁদের অভিযান শুরু করলেন অতঃপর। ছোট্ট দ্বীপ, হাঁটতে হাঁটতে এক সময় পথ যায় ফুরিয়ে। তিনজনের দৃষ্টিই সতর্ক, ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু করে সমুদ্রের প্রান্ত সীমানা পর্যন্ত, কিন্তু তেমন সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না তাঁদের। গুহা কিংবা ঝোপ-ঝাড় কিছুই নেই, যেখানে সেই উন্মাদটা লুকিয়ে থাকতে পারে। নিরাশ হয়ে অবশেষে তাঁরা এসে নামলেন সমুদ্রের দক্ষিণ-পূর্ব দিক বরাবর। মনে আছে, গতকাল তাঁদের লঞ্চও এসে থেমেছিল এখানেই। জেটির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন তাঁরা তিনজন। জেনারেল ম্যাকআর্থারকে অদূরে নিশ্চল স্ট্যাচুর মতো বসে থাকতে দেখে। দূরে মহাদিগন্তে চলে গেছে তাঁর দৃষ্টি। দূর থেকে তাকে দেখে মনে হলো, যেন এক ধ্যানমগ্ন যোগী। জাগতিক সমস্ত দুঃখ শোক ভুলে গিয়ে তিনি যেন এখানে এসে বসেছেন পরম শান্তির অন্বেষণে।

সঙ্গী দুজনকে অপেক্ষা করতে বলে ব্লোর একা এগিয়ে গেলেন ম্যাকআর্থারের কাছে। তাঁর পায়ের শব্দ হলো, কিন্তু তাতে এতটুকু বিচলিত হলেন না ম্যাকআর্থার। তেমনি নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন।

তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইচ্ছে করে কাশলেন ব্লোর, তাতেও তাঁর কোনো ভাবান্তর না হওয়াতে তিনি এবার সরাসরি বলেই ফেললেন, 'বাঃ, খাসা একটা জায়গা বেছে নিয়েছেন তো আপনি!'

তাতে কাজ হলো। ধীরে ধীরে ব্রোরের দিকে মুখ ফেরালেন ম্যাকআর্থার। 'সময় ক্রমেই কমে আসছে মিঃ ব্রোর। এ সময় আমি একটু একা থাকতে চাই, দয়া করে আপনি যদি—'

অপ্রস্তুত হলেন ব্রোর। কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনাকে বিরক্ত করা বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমার নেই। বেড়াতে বেড়াতে এসে পড়েছি এখানে, তাই আর কি।'

'আপনাদের কারোরই বোঝার ক্ষমতা নেই,' অনুযোগ করলেন ম্যাকআর্থার, 'একা থাকতে আমার ভাল লাগে। নিঃসঙ্গতা আমার বড় প্রিয়।'

এরপর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকাব কোনো অর্থ হয় না। ফিবে চললেন ব্রোর তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। তারপর তাঁরা তিনজন এগিয়ে চললেন সামনে পাহাড়ের দিকে। চলার পথে উষ্মা প্রকাশ করলেন ব্রোর, 'বিচিত্র স্বভাবের লোকটা, মানুষের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয়, তাও শেখেনি।'

'কেন, কি আবার হলো?' জিজ্ঞেস করলো লম্বার্ড।

'দেখুন না, লোকটা বলে কি, সময় নাকি খুবই অল্প, আমাদের কারোর নাকি বোঝার ক্ষমতা নেই। তার ভাবখানা এই যে, আমার উপস্থিতিতে বিবক্তবোধ করছে সে, অতএব—'

'দারুণ অসামাজিক লোক তো,' আনমনে বলে উঠলেন আর্মস্ট্রিং, 'সত্যিই ভদ্রতা জানে না লোকটা।'

বুঝি সময় তাঁদেরও সংক্ষিপ্ত। লম্বা লম্বা পা ফেলে পাহাড়ের চূড়ায় ওপর ওঠে এলেন তাঁরা।

দূরে, বহুদূরে সমুদ্রের ওধারে আবছায়ায় মতো সারি সারি পাহাড় ভেসে উঠলো চোখেব সামনে। আর সেই পাহাড়গুলোর আড়ালে বয়েছে বহু পরিচিত সেই গ্রাম, অতি প্রিয় গ্রাম স্টিকলহ্যাভেন। এলোমেলো বাতাস। জলের ঢেউগুলো উত্তাল হয়ে উঠেছে। অশান্ত সমুদ্র, যে কোনো মুহূর্তে ঝড় উঠতে পারে, লণ্ড-ভণ্ড করে দিতে পাবে নিগাব আইল্যাণ্ড। যে উদ্দেশে এখানে আসা সেই লোকের কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না।

ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো লম্বার্ডের। 'আচ্ছা ঝামেলাব পড়া গেলো তো! দূরের ঐ গ্রামেব মানুষগুলোর চোখে এখানকার কোনো সংকেতই ধরা পডবে না, কি বিশ্রী কাণ্ড বলুন তো।'

'রাত্রে মশাল নেড়ে সংকেত পাঠালে ওরা নিশ্চয়ই দেখতে পাবে,' অন্য দুই সঙ্গীর সমর্থন পাওয়ার আশায় কৌতূহলী চোখ নিয়ে তাকালো ব্রোর, 'কি বলেন?'

'তাতেও কোনো ফল পাওয়া যাবে না,' বোঝালো লম্বার্ড, 'মিঃ ওয়েন কি অতো বোকা ভেবেছেন? দেখুন গিয়ে আগে থেকেই গ্রামের লোকদের বুঝিয়ে রেখেছেন তিনি, আমরা মশাল জ্বেলে স্ফূর্তি করবো। ওরা যেন অন্য কিছু ভেবে সাড়া না দেয়।'

'এটা-তো আপনার ধারণা মাত্র।'

'হতে পারে, তবে একেবারে অযৌক্তিক নয়। দেখুন গিয়ে গ্রামের লোকদের তিনি শাযিয়ে রেখেছেন এক এক করে আমাদের সকলকে খতম না করা পর্যন্ত গ্রামের কেউ যদি দ্বীপের দিকে এগোয় তাহলে তার অবস্থাও ঠিক আমাদের মতো হবে।'

'হ্যাঁ, সবই সম্ভব ঐ বদ্ধ পাগলটার পক্ষে।' হতাশ ভাবে তাকিয়ে বললেন আর্মস্ট্রিং, 'এখন কোনো কিছুতেই অবিশ্বাস করার মতো মনের জোর যেন হারিয়ে ফেলেছি আমি।'

হঠাৎ লম্বার্ড প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলে উঠলো, 'একটা দড়ি পেলে কাজ হতো। দড়ি বেয়ে নীচে নেমে ওদিকটা দেখে আসতাম একবার। ওদিকটাই সেই বদ্ধ পাগলটার লুকোবার একমাত্র জায়গা বলে আমার মনে হয়। তা আপনারা কেউ একটা দড়ির সন্ধান দিতে পারেন?'

মতলবটা বেশ ভালই। ছটফট করে উঠলেন ব্লোর, 'কি আশ্চর্য, কাছে তো দড়ি টড়ি কিছু নেই, দেখি প্রাসাদে পাওয়া যায় কিনা। একটু দাঁড়ান, আমি যাবো আর আসবো।' বলেই তিনি ছুটলেন প্রাসাদ অভিমুখে।

এই ফাঁকে আকাশের দিকে তাকলো লম্বার্ড। আকাশে মেঘের ঘন-ঘটা, বাতাসে তীব্রতা বাড়ছে। একটু পরেই ঝড় উঠতে পারে।

এবার সে তার দৃষ্টি নামিয়ে এনে ফেললো আর্মস্ট্রং-এর মুখের ওপরে। কি মনে করে বললো সে,'কি ব্যাপার, আপনার মুখে কথা নেই যে! আবার কি ভাবছেন?'

'ভাবছি, ম্যাকআর্থারের কথা ভাবছি।' লম্বার্ডের দিকে পলক পতনহীন চোখে তাকিয়ে বললেন ডঃ আর্মস্ট্রং, "মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি লোকটা উম্মাদ....."

'বেলা যে যায় যায়.......' রোদ্দুরের রঙ বদল হতে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলো ভেরা। মিস্ ব্রেন্টের সঙ্গ বড় একঘেয়ে লাগছে এখন। সকালে তাঁর সেই মনের দৃঢ় ভাবের কথা মনে পড়তেই তাঁর প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠলো। মুখের সেই কাঠিন্য, চোখের দৃষ্টিতে অকরুণ তীক্ষ্ণতা, এখন সবই বুজরুকি বলে মনে হচ্ছে। মুখে তিনি যতোই ঈশ্বরের নাম নিন না কেন, উনি নিজেই তো এক ঘোর পাপী। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তো মিথ্যে নয়। একটি গর্ভবতী নারীর জীবন নষ্ট করে দেওয়ার অর্থ হলো দু-দুটো জীবনের ইতি টেনে দেওয়া, এটা কি তাঁর কম অন্যায় নয়, কম পাপ নয়! এই যে উনি এখন নির্বিকার চিত্তে চেয়ারে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে উল বুনছেন, দেখে মনে হয় যেন, তিনি একজন নিপাট ভালমানুষ। ভাল মানুষ না ছাই! সব ভেক্, স্রেফ ভেক্, ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়।

আর ঐ যে ওপাশে বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এই অবেলায় বসে বসে ঝিমুচ্ছেন, ঐ বৃদ্ধ লোকটাও কি কম শয়তান, কম পাপী! কল্পনা করে নেয় ভেরা, এডওয়ার্ড সিটন যেন ওয়ারগ্রেভের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আসামীর কাঠগড়ায়, ন্যায় বিচারের আশায়। জ্বলজ্বলে চোখ, দীর্ঘ সুঠাম চেহারা। বেচারা! বিচারের রায় বেরুনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বুঝতে পারেনি যে ঐ শয়তান বিচারপতির জন্যই অসময়ে তাঁকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে।

মিস্ ব্রেন্টের সঙ্গ এড়িয়ে একা একা হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সে এসে পৌঁছালো সমুদ্রের ধারে। তার পায়ের শব্দ কানে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফেরালেন ম্যাকআর্থার। শব্দ সংযত চাহনি। ভেরা বিস্মিত, তাঁর সেখানে উপস্থিতির কথা জানতেন নাকি ম্যাকআর্থার?

ভেরার অনুমান আন্দাজ করে নিয়ে ম্যকাআর্থার বলে উঠলেন, 'এসো ভেরা, আমি তোমাকেই প্রত্যাশা করছিলাম এতোক্ষণ।'

ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পাশে বসে প্রশ্ন চোখে তাকালো তাঁর দিকে, 'এমন নির্জন সমুদ্র-প্রান্তে একা একা বসে থাকতে ভাল লাগে বুঝি আপনার?'

'হ্যাঁ, লাগে বৈকি। এখানে এক প্রত্যাশায় বসে থাকার একটা আলাদা আনন্দ আছে, যা অন্য কোথাও পাবে না তুমি।'

'প্রত্যাশা? কার! কিসের?'

'শেষের সেই দিনটির প্রত্যাশা। যেদিন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এ সমুদ্রতটে— সেই সেই দিনটির প্রত্যাশা। জানো ভেরা আমরা যেদিন জন্মাই, ঠিক সেই দিন থেকেই শেষের দিনটির প্রত্যাশায় আমরা সবাই বসে থাকি। তুমি, আমি সবাই, কি ঠিক বলিনি?'

'কি যা তা বকছেন? শেষে আপনার মাথা কি খারাপ হয়ে গেলো নাকি?'

'না ভেরা, আমার মাথা ঠিকই আছে। আমি তোমাকে একটা নিষ্ঠুর সত্য কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মাত্র। তুমি যতোই আশাবাদী হও না কেন, জেনে রেখো—এই দ্বীপ থেকে কোনোদিনও আমাদের মুক্তি হবে না। আমরা বিলীন হয়ে যাবো একদিন, যাবো ফিরে সেই শক্তির নীড়ে।'

'শাস্তি, কিসের শাস্তি?' একটা অব্যক্ত যন্ত্রনায় কোনো রকমে কান্নাটাকে দমন করে বললো ভেরা, 'আপনার কোনো কথারই অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তাহলে শোনো ভেরা, লেসলী, হ্যাঁ আমার স্ত্রী লেসলীকে আমি সত্যি সত্যি খুবই ভালবাসতাম। ওকে আমার জীবন-সঙ্গিনী হিসাবে পেয়ে আমার আনন্দের সীমা ছিলো না। ওকে আমার প্রাণের থেকেও বেশী ভাল লাগতো বলেই বোধহয় অতো বড় একটা ভুল করে বসলাম।'

'ভুল ! কি রকম ভুল? '

'সব বলবো তোমাকে, শুধু তোমাকেই আমার মনের কথা সব খুলে বলতে পারি। মৃত্যু আমার শিয়রে। তাই আজ আর কোনো কিছুই গোপন করবো না, সব বলবো তোমাকে। জানো ভেরা, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও রিচমণ্ডকে আমি ইচ্ছে করেই পাঠিয়েছিলাম যুদ্ধক্ষেত্রে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়ার অর্থই হলো আমি নিজে খুন করেছি। ছুরির আঘাতে নয় পিস্তলের গুলিতে নয়, স্রেফ হুকুম। তখন একবারটি আমার মনে হয়নি, এ অন্যায়, এ পাপ, এ পাপের শাস্তি আছে, আছে প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা—কিন্তু আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে, আজ মনে হচ্ছে—'

'কি মনে হচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে যা করেছি, যা ভেবেছি সব মিথ্যে, তাসের ঘরের মতো ক্ষণস্থায়ী। আমার সব চালাকী ধরে ফেলে থাকবে লেসলী হয়তো। না বলে চলে গেলো সে আমার কাছ থেকে, জিজ্ঞেস করারও সুযোগ দিয়ে গেলো না সে। আমি এখন একা, নিঃসঙ্গ, দিন আর কাটতে চায় না। কবে যে আসবে আমার সেই শেষের দিনটা —'

নীরবে সব শুনে গেলো ভেরা স্থির অবিচল থেকে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ম্যাকআর্থার নিজেই আবার বললেন, 'তোমার তো ভাল লাগার কথা ভেরা, তুমি কেন কথা বলছো না? দেখবে, শেষের সেদিন কতো সুখের, কতো আনন্দের, যার সঙ্গে আগের আগের কোনো দিনের সঙ্গে তুলনা হয় না।'

হঠাৎ রেগে উঠে দাঁড়ালো ভেরা। তার চোখ দিয়ে আগুন ঝরে পড়লো, তীক্ষ্ণস্বরে বললো, 'তার মানে কি বলতে চাইছেন আপনি?'

ম্যাকআর্থারের ঠোঁটে রহস্যময় হাসি, 'অনেক কিছুই, তোমার সম্পর্কে আমার অজানা তো কিছু নেই ভেরা।'

'সব বাজে কথা! আমার ব্যাপারে কিছুই জানেন না আপনি। না, কিস্সু নয়।'

সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন ম্যাকআর্থার যেন পরম নিশ্চিন্তে, আর কিছু বলার নেই তাঁর চোখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। এক সময় নীরবে চোখ বুজলেন

তিনি। আর তখনি তাঁর মনে হলো, ঐ তো, কে যেন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে নিঃশব্দে চুপি চুপি। কে, কে ও? লেসলি?

চোখ না খুলেই একান্ত অন্তরঙ্গ সুরে ডাকলেন তিনি, 'লেসলি, আমার প্রিয়তমা লেসলি তুমি এসেছো? আমি যে তোমারি অপেক্ষায় প্রহর গুণে চলেছি—'

দড়ি হাতে ফিরে এসে দেখলেন ব্লোর, লম্বার্ড নেই সেখানে, একা দাঁড়িয়ে আছেন আর্মষ্ট্রং। 'মিঃ লম্বার্ডকে দেখছি না, তিনি কোথায়?'

'জানি না তো!' ভ্রু কুঁচকে বললেন আর্মস্ট্রং, 'দেখুন গিয়ে নতুন কোনো মতলব-টতলব এসেছে তার মাথায়, সেটা খতিয়ে দেখতে চলে গেলো বোধহয়। এখানকার সব ব্যাপার আর সমস্ত লোকগুলোর রকম-সকম কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে আমার কাছে। এ নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা কম নয়।'

'দুশ্চিন্তা কি শুধু আপনার একার, আমাদের সকলেরই।'

'আমি তো অস্বীকার করছি না। আসলে আমি চিন্তিত ম্যাকআর্থারের ব্যাপারে।'

'কেন তাঁকে নিয়ে আপনার আবার দুশ্চিন্তা কিসেব?'

'দুশ্চিন্তা কিসের জানতে চান? কি জানি কেন, আজ সকাল থেকেই তাঁকে দেখে আমার মনে একটা সন্দেহের দানা বাঁধতে শুরু করেছে।'

'সন্দেহ?'

'হ্যাঁ, সন্দেহ বৈকি। তাহলে কথাটা বলেই ফেলি। আমার ধারনা ম্যাকআর্থারই সেই উন্মাদ, যাকে আমরা সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'আমি মানসিক রোগের চিকিৎসক নই,' ডঃ আর্মস্ট্রং মাথা নেড়ে বললেন, 'তবু বলবো, এতো তাড়াতাড়ি এমন একটা নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে এখনই আসা ঠিক হবে না।'

'তা অবশ্য ঠিক। আর আমিও তাঁকে ঠিক খুনী বলে ঠাওর করছি না। ঐ রকম ধরনের আর কি!'

'বিচিত্র কিছু নয়। হয়তো দেখা যাবে, আমাদের চোখের আড়ালে লুকিয়ে থেকে কলকাঠি নাড়ছে।' এই সময় লম্বার্ডকে ফিরে আসতে দেখে আর্মস্ট্রং প্রসঙ্গ বদল করে বলে উঠলেন, 'ঐ তো মিঃ লম্বার্ড এসে গেছেন।'

একটা বড় পাথরের টুকরোর সঙ্গে দড়িটা শক্ত করে বেঁধে দড়িটা নিচে ঝুলিয়ে দিয়ে সেটা দুহাতে ধরে নিচে ঝুলে পড়লো লম্বার্ড। এবং অচিরেই গিয়ে হাজির হলো নিচে।

তা দেখে ব্লোর আর থাকতে না পেড়ে মন্তব্য করলেন, লোকটা খুব একটা সুবিধের নয়। চালচলন যেন কেমন!'

'একটু বেপরোয়া গোছের। ভয় ডর নেই, এই তো?'

'ভয় তো আমার এখানেই। বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে এ পর্যন্ত কত খারাপ কাজই না করেছে। তার হিসেব কেউ আপনারা জানেন না বলে তো আমার মনে হয় না।' ব্লোরের চোখে-মুখে একটা ঘৃণার ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো। একটু থেমে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ডঃ আর্মস্ট্রং, আপনি কি সঙ্গে পিস্তল জাতীয় কোনো আগ্নেয়াস্ত্র রাখেন?'

'না তো।' অবাক চোখে তাকালেন আর্মস্ট্রং 'তা পিস্তল আমি এখানে আনতে যাবো কিসের

আশঙ্কায়?'

'তা তো নিশ্চয়ই! তা তো নিশ্চয়ই। আমিও তো তাই মনে করি।' বললেন ব্রোর,'কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার দেখুন, মিঃ লম্বার্ড একটা পিস্তল ঠিক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন।'

'হয়তো সেটা তার অভ্যাসও তো হতে পারে।'

'সেটা তার অভ্যাসের দোহাই দিচ্ছেন? বিশেষ কোনো গণ্ডগোলের জায়গায় পিস্তল কেন বন্দুক সঙ্গে নিয়ে আসুন না কেন আপনি, তাতে সন্দেহ করার কিছু থাকবে না। কিন্তু এখানে এই নির্জন দ্বীপে পিস্তলের কি প্রয়োজন হতে পার, আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।'

কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে আর্মস্ট্রংএর, মুখে তাঁর কোনো উত্তর যোগালো না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে নিচ থেকে উপরে উঠে এলো লম্বার্ড দড়ি বেয়ে। তার মুখে হতাশার ছাপ। 'কোনো লাভই হলো না, শুধু যাওয়া আসাই সার হলো। কেউ নেই নিচে। একান্তই যদি থেকে থাকে সে, তাহলে আমার ধারণা ঐ প্রাসাদের ভেতরে কোথাও লুকিয়ে আছে নিশ্চয়ই।'

প্রাসাদের ভেতরে চিরুণি-তল্লাসী চালানো হলো। কিন্তু লুকিয়ে থাকার মতো গোপন ফাঁক-ফোঁকর চোখে পড়ল না। একতলায় তল্লাসী চালিয়ে তারা তিনজন দোতলায় উঠতে গিয়ে দেখলো, পানীয়ের ট্রে হাতে নিয়ে প্রাসাদের উদ্যানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রগার্স। তাকে ঐ ভাবে দেখে মুখ বিকৃত করে বলে উঠলো লম্বার্ড, 'লোকটা মানুষ, নাকি জানোয়ার! বউটা সবে মারা গেলো, অথচ তার কোনো দুঃখ-বোধ নেই? কেমন সহজ ভঙ্গিমায় কাজ করে চলেছে একের পর এক।'

'পেটের তাগিদে মশাই, স্রেফ পেটের তাগিদে। কাজের বিনিময়ে টাকা পাচ্ছে সে, আমাদের দেখা শোনা করার জন্যই তাকে এখানে চাকরী দিয়ে ডেকে আনা হয়েছে। তাছাড়া স্ত্রী-বিয়োগের শোকে অভিভূত হয়ে কাজে ঢিলে দিলে আপনারাই কি তাকে রেহাই দিতেন?' বলে হাসলেন আর্মস্ট্রং।

দোতলার ঘরগুলোতে উঁকি মেরেও কোনো হদিশ পাওয়া গেলো না সেই বদ্ধ পাগলটার। এরপর তিনজন এসে দাঁড়ালেন সিঁড়ির মুখে।

তিনতলায় ওঠার একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ব্রোর বলে উঠলো, 'ঐ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে দেখা যাক, ওটাই বাকী থাকে কেন!'

'থাক কোনো লাভ হবে না,' বাধা দিয়ে বললেন আর্মস্ট্রং, 'ওখানে রগার্সের ঘর। গিয়ে দেখা যাবে তার স্ত্রীর মৃতদেহ শায়িত রয়েছে সেখানে। সেখানে কোনো বদ্ধ পাগলও থাকতে পারে না।'

অতঃপর তাঁরা তিনজন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে গেলেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আর্মস্ট্রং-এর একটা হাত চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলেন ব্রোর,, 'শুনতে পাচ্ছেন, ওদিকে কার পায়ের শব্দ?'

তিনজনেই কান পেতে শুনলেন, মৃদু পদসঞ্চারে কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে ওপরের ঘরে। তিনজনেই স্তব্ধ, হতবাক। বিস্ময়ের ঘোরটা কোনো রকমে কাটিয়ে উঠে আর্মস্ট্রং প্রথমে মুখ

খুললেন, 'রগার্সের ঘরে কে যেন চলে ফিরে বেরাচ্ছে। চলুন, দেখা যাক, কে কে হতে পার সে!'

নিঃশব্দে পা ফেলে তিনজন ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে দরজায় কান পাততেই শব্দটা যেন এবার আগেব চেয়ে আরো একটু স্পষ্ট হলো। মনে হলো চোরের মতো কে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে কিছু।

অধৈর্য হয়ে দরজায় লাথি মারলো ব্রোর, দরজা খুলে যেতেই প্রায় এক সঙ্গে তিনজনে ঢুকে পড়লেন ঘরের ভেতরে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাওয়ার মতো থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তাঁরা।

ঘরের মধ্যে তখন আব কেউ নয়, স্বয়ং রগার্স, আচমকা দরজায় ধাক্কা পড়তে দেখে সেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল পরবর্তী ঘটনাটা দেখার অপেক্ষায়। হাতে তার একরাশ পোষাক—

সরাসরি রগার্সের দিকে তাকাতে লজ্জা পাচ্ছিলেন ব্রোব। মাথা নিচু করে কোনো রকমে আমতা আমতা করে বললেন, 'নিচ থেকে শুনতে পেলাম ওপরে কে যেন অতি সন্তর্পণে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই সন্দেহ নিবসন করতে ছুটে এলাম ওপরে।'

'ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা বলুন তো।' অতি বিনয়ের সঙ্গে বললো রগার্স, 'দোষ তো আমারই স্যাব, এখানে আসাব আগে আপনাদের অনুমতি নিযে আসা উচিৎ ছিলো আমার। নিচে অতিথিদের ঘরগুলো তো ফাঁকাই পড়ে রযেছে। ভাবলাম মৃতদেহ আগলে পড়ে থেকে কি লাভ, তাই আমার জিনিষপত্র নিয়ে যেতে এলাম।'

'সে তো বেশ ভাল কথাই রগার্স', এবার মুখর হলেন আর্মস্ট্রং, 'এখন থেকে আমরা তোমাকে আমাদের কাছে কাছেই পাবো।'

তেমনি মাথা নিচু করে অভিবাদন জানালো রগার্স। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো নিঃসব্দে।

সঙ্গী দুজনের দিকে ফিরলেন আর্মষ্ট্রং,'এর পব আর কি জানার থাকতে পারে? ঘুরে ফিরে সবই তো দেখা হলো। চলুন, এবার নিচে যাওয়া যাক।'

ঘরের মধ্যে আর একটা ঘব। দরজার কাছে ছুটে গিয়ে শিকল ধবে টানাটানি কবতে লাগলেন ব্রোর। দু'চারবার টানাটানি করতেই শিকল খুলে গেলো। ঘবেব ভেতরটা অন্ধকারে ডুবেছিল। আবছায়া অন্ধকারে তিনজন দেখলেন, সেখানে কারো অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু ঘর ভর্তি কালি ঝুলি আর মাকড়সার জাল। তাঁরা তিনজন কিছুক্ষন পরে ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন চেনাই যায় না তাঁদের, কালি-ঝুলি মেখে একাকার।

মাকড়সার জাল হাত দিয়ে সরাতে সরাতে বললো লম্বার্ড, 'দেখা গেলো এই দ্বীপে আমরা জীবিত আটজন অতিথি ছাড়া অন্য আর কারোর অস্তিত্ব নেই এখানে।'

❑ নয় ❑

'ভুল, আমরা তাহলে শুরু থেকেই ভুল করেই এসেছি!' মন্তব্য করলেন ব্রোর। দুটো মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আমরা বড় বেশী ভয় পেয়ে গেছি।

'ভয় পাওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়,' চিন্তিত ভাবে বললেন আর্মস্ট্রিং 'এ্যান্টনি মার্স্টনের মৃত্যু আমি কিছুতেই আত্মহত্যা বলে মেনে নিতে পারছি না।'

'কেন, এটা তো একটা অঘটনও হতে পারে!'

'অঘটন?' সরাসরি প্রশ্ন চোখে তাঁর দিকে তাকালো লম্বার্ড।

'বলছিলাম কি,' আর্মস্ট্রিং-এর দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে বললেন, ব্লোর, 'এই ধরুন ডঃ আর্মস্ট্রিং-এর ঘুমের ওষুধ দেওয়ার ব্যাপারটা—'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন লম্বার্ড, 'আপনার এ কথা বলার অর্থ কি জানতে পারি?'

'ওষুধের নামটা আমরা জানতে পারি!'

'ট্রায়োনাল। এ ওষুধে রোগীর শরীরের কোনো ক্ষতি করে না।'

'কিন্তু ভুল করে আপনি যদি ডোজটা একটু বেশী দিয়ে ফেলে থাকেন। হ্যাঁ, ভুলের কথা বলছি। মানুষ মাত্রই তো ভুল করে থাকে। তাই যদি আপনিও—'

'না, না,' জোরে মাথা নড়ে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বললেন আর্মস্ট্রিং, 'ভুল আমি করিনি, ইচ্ছে করেও নয়!'

'আরে কি আরম্ভ করলেন আপনারা?' ধমক দিয়ে উঠলো লম্বার্ড, 'সামান্য একটা ব্যাপারে নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক শুরু করে দিলেন।'

'না, আমি তর্ক করতে চাই না,' ব্লোর কৈফিয়েতের সুরে বলেন, 'ভুল সব মানুষেরই তো হয়ে থাকে '

'সাধারণ মানুষের কথা আমি জানি না,' সামান্য একটু হেসে বললেন আর্মস্ট্রিং,'তবে ডাক্তারদের ভুল করার এক্তিয়ার আছে।'

'হ্যাঁ, তা তো থাকবেই!' বিদ্রূপ করে বললেন ব্লোর, 'সেই না দেখা অভিযোগকারীর কথা ঠিক বলে ধরে নিলে মনে হয়, এ রকম ভুল আপনি বোধহয় আগেও করেছেন অনেকবার।'

মুহূর্তে আর্মস্ট্রিং-এর মুখটা সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। মনে হলো, কেউ বুঝি ব্লটিং-পেপার দিয়ে তাঁর মুখের রক্ত শুষে নিয়েছে। তাঁর সেই দুরবস্থা দেখে মুখ টিপে হাসতে থাকেন ব্লোর।

সহ্য করতে পারে না লম্বার্ড। ব্লোরের উদ্দেশে তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো সুরে বললো সে,'আপনি মশাই আচ্ছা লোক তো! নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে লজ্জা করে না আপনার? গলাবাজি করে ওঁর নামে যা-তা বলে গেলেন, কিন্তু আপনিও কমতি কিসের শুনি?'

'আপনি চুপ করুন!' ধমকে উঠলেন ব্লোর, 'আগ বাড়িয়ে আমার ব্যাপারে নাক গলাতে আসবেন না। আমিও আপনার অনেক দোষ ত্রুটির কথা জানি।'

'কি, কি জানেন আমার ব্যাপারে আপনি?' উত্তেজিত হয়ে বললো লম্বার্ড।

'এই যেমন ধরুন, সঙ্গে করে পিস্তল নিয়ে আসা আপনার, কেন ওটা এনেছেন বলুন!'

'রামো, রামো, আপনার হাব-ভাব দেখে ভেবেছিলাম, আপনি বুদ্ধিমান। কিন্তু আপনার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে, আপনার মতো নির্বোধ আর কেউ নেই এখানে, অন্তত এখনএই দ্বীপে!'

'আমাকে বোকা প্রতিপন্ন করে আপনার আসল উদ্দেশ্যর কথাটা কিন্তু চেপে রাখতে পারবেন না মিঃ লম্বার্ড!' শ্লেষের সুরে প্রশ্ন করলো, ব্লোর 'বলুন, কেন আপনি পিস্তল সঙ্গে এনেছেন? আপনার উদ্দেশ্যর কথা আপনি গোপন রেখেছেন, এই তো?'

'হ্যাঁ ঠিক তাই। গোপন রাখার কারণ একটা অবশ্যই আছে।'

'কারণটা কি বলবেন?'

'শুনবেন? তাহলে বলি শুনুন, মিঃ ওয়েনের আমন্ত্রণ পেয়ে আমি এখানে আসিনি। আসলে আমি এসেছি একজন ইহুদীর নির্দ্দেশে, নাম তার আইজ্যাক মরিস। তার অনুমান, এখানে নাকি বিপদের সম্ভাবনা থাকতে পারে, তারই উপদেশ মতো সঙ্গে একটা পিস্তল আনতে বাধ্য হয়েছি আমি, বুঝলেন?'

'ওসব কথা কাল বলেননি কেন?'

'আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেলো তো!' বিরক্ত হয়ে বললো লম্বার্ড, 'আপনাদের সঙ্গে প্রথম আলাপের সময় আমিই কি জানতাম, একটার পর একটা অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যাবে!'

'বেশ তো, বলার কথাটা এখনিই-বা আপনার মনে হলো কেন?'

'এখন বুঝে গেছি, আমাদের বাঁচার আর কোনো পথ নেই। মিঃ ওয়েনের পাঠানো একশো গিনির লোভে পরে এই সর্বনাশা জালে জড়িয়ে পড়েছি। এই জাল ছিঁড়ে পালাবার কোনো উপায় নেই দেখে শেষ পর্যন্ত সব খুলে বললাম।' একটু থেমে কি ভেবে সে আবার বলতে শুরু করলো, 'মার্স্টন ও রগার্সের স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু, দশটি পুতুলের মধ্যে দুটি উধাও হয়ে যাওয়া, এ সবের অর্থ আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা জানি না, আমি কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমরা সবাই এক কঠিন জালে জড়িয়ে পড়েছি। আর যে লোকটা আমাদের ধরার জন্য কৌশলে এই জালটা বিছিয়ে রেখেছে, তার হাত থেকে রেহাই আমরা পেতে পারিনা কখনো।'

ওদিকে মধ্যাহ্নভোজের ঘন্টা পড়লো ঢং, ঢং ঢং.... ....

খাবার টেবিলে তিনজনে বসতেই নিচু গলায় বললো রগার্স, 'খাবারের বিশেষ আয়োজন করতে পারিনি। বুঝতেই পরছেন, ঘরে যা ছিলো তাই দিয়েই আপনাদের আহারের ব্যবস্থা করেছি কোনো রকমে।'

'জিনিষে ভর্তি ভাঁড়ার। ভাববেন না, টিনের খাবারও আছে প্রচুর।' তারপর স্বগোক্তি করলো রগার্স, 'এখনো নারাকটের কোনো পাত্তাই নেই। কেন যে সে এলো না, সেই জানে আর জানেন ঈশ্বর।'

এমিলি ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনে বসে বিড বিড় করে আপন মনে বললেন, 'বাতাসে ঝড়ের পূর্বাভাস। সমুদ্রের অশান্ত ঢেউগুলো যেন আক্রোশে ফুঁসছে।'

তারপর ঘরে ঢুকলেন ওয়ারগ্রেভ। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে টেবিলের সামনে একটা চেয়ার দখল করে ঝাপসা চোখে উপস্থিত সকলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন।

ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ঘরে এসে ঢুকলো ভেরা। 'অনেক দেরী করে ফেললাম। আপনারা নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন!'

তার কথার জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন এমিলি, 'আচ্ছা, জেনারেল ম্যাকআর্থার এখনো এলেন না কেন বলুন তো?'

'উনি তো এখন বসে আছেন অনেক দূরে, সেই সমুদ্র তীরে। ওখান থেকে খাবার-ঘন্টা তিনি হয়তো শুনতেই পাননি। তাছাড়া আজ সকাল থেকেই ওঁকে কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল, কথাবার্তায় অসংলগ্নতা—'

'তাহলে,' ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো রগার্স, 'আমি যাই, ওঁকে ডেকে নিয়ে আসি।' তাকে বাধা দেন আর্মষ্ট্রং। 'না, আমিই যাচ্ছি রগার্স, তুমি বরং এদিকটা সামলাও ততক্ষণে।' এই বলে হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

বাইরে তখন ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলছিল, বাতাসে তীক্ষ্ণতা, সমুদ্রের ঢেউগুলো প্রচণ্ড ক্রোধে আছড়ে পড়ছিল বালির ওপর। খাবার টেবিলের সামনে পাঁচটি প্রানীর অধীর প্রতীক্ষা, কারোর মুখে কথা নেই, সবার চোখে একটা বোবা চাহনি, তারই মাঝে অজস্র প্রশ্ন—কি, কি হতে পারে ম্যাকআর্থারের? কেন তিনি এখনো আসছেন না!

ভেরাই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করলো, 'ঝড় আসছে..........'

'আশ্চর্য! ট্রেনের সেই অদ্ভুত লোকটাও তো এই কথাই বলেছিল!' মৃদু হেসে বললেন ব্লোর, 'ঝড় আসছে—বুঝতে পারি না আগে থেকেই লোকগুলো কি করে যে টের পেয়ে যায়।'

খাবার ভর্তি ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো রগার্স, দরজার দিকে ফিরে তাকিয়ে চমকে ওঠার মতো করে বলে ওঠলো সে, 'ঐ তো, কে যেন দৌড়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে।'

রগার্সের অনুমানই ঠিক। সবাই কান পেতে শুনলো বাইরে প্রাসাদের উদ্যানে দ্রুত পায়ের শব্দ, ঠিক যেন দৌড়ে কেউ—

ব্যস্ত হয়ে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। সবার ভয় আর বিস্ময় ভরা চোখের দৃষ্টি পড়ে রইলো দরজা-প্রান্তে।

ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন আর্মষ্ট্রং। অনেকটা পথ ছুটে আসার জন্য হাঁপাচ্ছিলেন তিনি। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তাঁর চোখে, ভয়ে আড়ষ্ট তাঁর মুখখানি।

'কি হয়েছে ডাক্তার?' পাঁচজনেই প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্ন করে বসলেন।

'জেনারেল ম্যাকআর্থার—' কথাটা শেষ করতে পারলেন না আর্মষ্ট্রং, ভয়ে আতঙ্কে ঠোঁট কাঁপছে তাঁর।

'তবে, তবে কি তিনি মারা গেলেন শেষ পর্যন্ত?' আঁচমকাই যেন সেই কঠিন শব্দটা মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে এলো ভেরার।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই!' মাথ নিচু করে চোখ বুঁজলেন আর্মষ্ট্রং।

আর তখনি এক অখন্ড নীরবতায় থমথম করতে থাকলো ঘরটা। এ ওর দিকে তাকালো নীরবে, কারোর মুখ থেকে একটা কথাও বেরুলো না।

ঝড়ে দ্বীপটা বুঝি উড়ে যাবে। তবু সেই ঝড় মাথায় করে ছুটতে হলো সমুদ্রের ধারে। কিছুক্ষণ পরেই ম্যাকআর্থারের মৃতদেহটি বয়ে নিয়ে এলেন ব্লোর আর আর্মষ্ট্রং। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগলেন ওঁরা। হলঘরের সামনে সারিবদ্ধ ভাবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাকী পাঁচজন।

আর ঠিক তখনি প্রচণ্ড জোড়ে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নামলো বৃষ্টি। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো তীব্র বাতাসের দাপটে তীরের মতো এসে বিঁধতে থাকলো জানালার শার্সিগুলোতে।

তারই মাঝে প্রায় সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে একসময় খাবার ঘরে এসে ঢুকলো ভেরা,

নিঃশব্দে। শূণ্য ঘর, চেয়ারগুলো সব ফাঁকা, টেবিলের ওপর খাবারের প্লেটগুলো সাজানো, অভুক্ত। জানালার শার্সিতে বৃষ্টি ফোঁটার চটপট শব্দ। আর সেই শব্দটাকে ছাপিয়ে হঠাৎ দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনে চকিতে দরজার দিকে ফিরে তাকালো ভেরা, তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো রগার্সের অবয়ব।

কৈফিয়ত দিতে গিয়ে ভয়-বিজরিত কণ্ঠে বললো ভেরা, 'আ-আমি দেখতে এসেছিলাম—

'জানি, আপনি কি দেখতে এসেছিলেন,' রগার্স যেন তার মুখের কথাটা এক রকম লুফে নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, ঐ তো দেখুন না, একটা পুতুল কেমন কমে গেছে। আটটার পরিবর্তে এখন, এখন আছে মোট সাতটা!'

ম্যাকআর্থারের বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো তার মৃতদেহ। নিশ্চিত হওয়ার জন্য মৃতদেহ আর একবার পরীক্ষা করে দেখে নিতে ভুললেন না ডঃ আর্মস্ট্রং। তারপর দরজা বন্ধ করে একতলায় নেমে এলেন ব্লোরকে সঙ্গে নিয়ে।

তারপর বসবার ঘরে এসে জমায়েত হলেন সকলে।

যথারীতি উল বুনে চলেছেন এমিলি। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ভেরা। ওদিককার একটা চেয়ারে বসে আছেন ব্লোর। ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে লম্বার্ড। আরাম কেদারায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে চোখে বুঁজে আছেন ওয়ারগ্রেভ।

ডঃ আর্মস্ট্রং-এর পায়ের শব্দ শুনে চোখ মেলে তাকালেন ওয়ারগ্রেভ। সোজা হয়ে বসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন আর্মস্ট্রংকে, 'ম্যাকআর্থারের মৃত্যুর কারণ কিছু বুঝতে পারলেন?'

'এক্ষেত্রে হার্টফেল কিংবা আত্মহত্যা নয়, একেবারে হত্যাই বলবো। মাথার পিছনে ভারী জাতীয় কোনো কিছুর আঘাতে মারা গেছেন ম্যাকআর্থার।'

একটা চাপা গুঞ্জন উঠলো কোন কিছুর মধ্যে। ওয়ারগ্রেভের পরবর্তীয় প্রশ্ন, 'সেই ভারী জাতীয় জিনিষটা খুঁজে পেয়েছেন?'

'না।'

'তাহলে আপনার ধারণার প্রমাণ—'

'ধারণা তো নয়, আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত, কোনো প্রমানের প্রয়োজন নেই।'

এবার একটু নড়ে চড়ে বসলেন ওয়ারগ্রেভ, যেমন করে বিচারক বসেন তাঁর চেয়ারে। সারাটা সকাল কাটিয়েছেন অলস ভঙ্গিতে, এখন তার আলসেমি চলে না। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে হয়।

উপস্থিত সকলের মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলার পর এক সময় তাঁর দৃষ্টি স্থির হলো লম্বার্ডের মুখের ওপর, 'আপনারা হয়তো বুঝতে পারেননি, আমি কিন্তু সকালে উদ্যানে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে আপনাদের সকলের গতিবিধি লক্ষ্য করেছি। আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়, তাহলে বলি, সেই অজ্ঞাত আততায়ীটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন আপনি। বলুন, আমি ঠিক বলেছি কিনা?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় লম্বার্ড, 'হ্যাঁ, আপনার অনুমান যথার্থ।'

'আর আপনাদের এও সন্দেহ যে, মার্স্টন কিংবা রগার্সের স্ত্রী কখনোই আত্মহত্যা করতে পারে না। সকলের অলেক্ষ্যে মিঃ ওয়েনেই তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছে চিরদিনের মত।'

'হ্যাঁ, এ ব্যাপারেও আমি একমত,' এবার উত্তর দিলেন ব্লোর, 'আর আমাদের এও ধারণা, মিঃ ওয়েন একজন বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া আর কিছু নয়।'

'অবশ্যই সে।' তাঁকে সমর্থন করলেন ওয়ারগ্রেভ,'তবে তার উন্মত্ততার বিশ্লেষণের প্রয়োজন এখন নেই। এখন সব থেকে জরুরী প্রয়োজন হলো, সময় থাকতে থাকতে তার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা।'

'কিন্তু এই দ্বীপে আমরা ছাড়া আর-তো কেউ নেই এখন।' ভয়ে ভয়ে বললেন আর্মষ্ট্রং, 'তাহলে আগের তিনজনকে কি করে হত্যা করলো সে, আর আমরাই বা কি ভাবে তার হাতে খুন হতে পারি?'

'এ প্রশ্নের উত্তরও আমি মোটামুটি একটা ভেবে রেখেছি।' ম্লান হেসে বলতে থাকেন ওয়ারগ্রেভ,'সকালবেলা এই যে আপনারা আততায়ীর সন্ধানে বেরোলেন, যদি একবার ঘুণাক্ষরেও আমাকে বলতেন, তাহলে বোধহয় আপনাদের পরিশ্রম লাঘব হতে পারতো। তবে এ-সবের পরেও আমি বলছি, এই দ্বীপেই আছেন মিঃ ওয়েন। শুনলেন না, আমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে এমন সব অভিযোগ সে খুঁজে বের করেছে, তার মতে আইনের মার-প্যাচে আমরা নাকি কৌশলে শাস্তি এড়িয়ে গেছি। তাই বোধহয় সে নিজেই শাস্তির ভার আজ তুলে নিয়েছেন। হ্যাঁ তার হাত থেকে কেউই তাদের অপরাধের শাস্তি এড়াতে পারবে না আর শাস্তিদানের একটা অভিনব পন্থাও তিনি খুঁজে নিয়েছেন। আমাদের দলে মিশে গিয়ে এক এক করে সে তার কাজ হাঁসিল করে চলেছে। আর তাই আমরা তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছি না।'

'না, না এ অবাস্তব ধারণা, কখনোই তা সম্ভবপর নয়।' প্রতিবাদ করে উঠলো ভেরা।

'অবাস্তব! অসম্ভব! এখন আমাদের সামনে এ-সব কথার কোনো অস্তিত্ব নেই মিস্ ক্লেথর্ন।' ভেরার দিকে ফিরে বললেন ওয়ারগ্রেভ, 'এখন সব কিছুই সম্ভব। আমাদের এই বিপদের সময় এ নিয়ে অযথা তর্কে যাওয়া উচিত নয়। আমি আবার বলছি, আমাদের দশজনের মধ্যেই একজন মিঃ ওয়েন, অন্য পরিচয়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সেই আততায়ী। অবশ্য আমরা এখন আর দশজন নই মোট সাতজনে ঠেকেছি। তাই মার্স্টন, মিসেস রগার্স ও জেনারেল ম্যাকআর্থারকে অনায়াসেই আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়।' একটু সময় থেমে সকলের মুখের দিকে চকিতে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে তিনি এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে আপনারা একমত তো?'

দ্বিধাবোধটা কাটিয়ে উঠতে যা একটু সময় লাগলো। 'হুঁ। তবে ভাবতে অবাক লাগে।'

'এর মধ্যে অবাক হওয়ার কি আছে ডঃ আর্মস্ট্রং?' দৃঢ়স্বরে বললেন ব্লোর, 'আমি তো একটা আন্দাজ—'

'আপনার বক্তব্য পরে শুনবো মিঃ ব্লোর,' হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন ওয়ারগ্রেভ, 'আগে এক এক করে সকলের অভিমত জেনে নিই, আমার বক্তব্যে তাঁদের সায় আছে কিনা, তারপর আপনার—'

'আপনার বক্তব্যে আমার পুরোপুরি সায় আছে,' উলের ওপর থেকে চোখ তুলে বললেন এমিলি, 'আপনার বক্তব্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। আর এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের মধ্যেই একজন খুনী, বদ্ধ-পাগল।'

'না, আমি একমত হতে পারছি না,' প্রতিবাদ করলো ভেরা, 'আমার বিশ্বাস নেই।'

'আর মিঃ লম্বার্ড, আপনার কি অভিমত?' তার দিকে ফিরলেন ওয়ারগ্রেভ।

'আপনার বক্তব্যে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।'

'বাঃ, আমি তো এই চাইছিলাম।' তৃপ্ত হয়ে বললেন ওয়ারগ্রেভ, 'এবার প্রকৃত অপরাধীকে প্রমাণ স্বরূপ চিহ্নিত করার পালা। এখন আপনারা খুব চিন্তা-ভাবনা করে বলুন তো, আমাদের মধ্যে কোনো বিশেষ ব্যক্তির এমন কোনো দোষ-ত্রুটি কিংবা তার সন্দেহজনক চাল-চলন দেখেছেন কি, যাতে করে অপরাধী বলে মনে হয়? হ্যাঁ, মিঃ ব্লোর, আপনি তখন আপনার কি একটা আন্দাজের কথা বলবেন বলছিলেন না!'

'আন্দাজ বলতে পারেন, আবার নিছক একটা কৌতূহলও বলতে পারেন। আমি জানতে চাই, মিঃ লম্বার্ড সঙ্গে পিস্তল কেন এনেছেন?'

'কারণটা তো আমি আপনাকে আগেই বলেছি, বিশ্বাস হয়নি? ঠিক আছে আবার বলছি,' রুক্ষস্বরে পিস্তল সঙ্গে আনার ঘটনাটা সংক্ষেপে বললো লম্বার্ড।

'প্রমাণ দেখান। শুধু বানানো গল্প ফেঁদে বসলেই চলবে না,' ভ্রু কুঁচকে কৈফিয়ত চাইলেন ব্লোর, 'প্রমাণ চাই!'

'প্রমাণ চাইছেন?' তাদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে ওয়ারগ্রেভ বললেন, 'কেবল মিঃ লম্বার্ড একাই যে প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হবেন তা নয়, অনেক ব্যাপারে আমরাও প্রমাণ দিতে অসমর্থ হতে পারি। অতএব আমাদের মুখের কথাটাই বিশ্বাস করে নিলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।' এখানে একটু থেমে ওয়ারগ্রেভ কি যেন ভেবে আবার বলতে শুরু করলেন, 'এক কাজ করা যাক, কারোর সন্দেহজনক কার্যকলাপের সন্ধান না করে বরং দেখা যাক, কাকে কাকে আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়। সাতজনের মধ্যে দুজনাকে বাদ দেওয়ার পর শেষ ব্যক্তি যিনি অবশিষ্ট থাকবেন, তিনিই হবেন অপরাধী, তাঁকেই সেই অজ্ঞাত আততায়ী বলে আমরা ধরে নেবো।'

'এ ব্যাপারে প্রথমেই আমি একটা কথা বলতে চাই,' নিজের সাফাই গাইলেন আর্মস্ট্রং, 'আমি একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক। তাই আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে আপনারা সন্দেহের তালিকা থেকে— '

তাঁকে বাধা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ওয়ারগ্রেভ, 'দেখুন ডঃ আর্মস্ট্রং, আপনি যদি ঐ দোহাই দেন, তাহলে আমিও বলবো, আমিও কিছু কম স্বনামধন্য নই! তবু তা সত্ত্বেও আপনার মতো আমাকে আপনাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অনুরোধ একবারও করবো না। চিকিৎসক, বিচারপতি এমন কি পুলিশও পাগল হতে পারে। পাগলামি হচ্ছে একটা জঘন্য রোগ। এ রোগে কখন কে যে আক্রান্ত হতে পারে, আগে থেকে কেউ বলতে পারে না।'

'তাহলে শুরুতেই একটা কাজ আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি,' লম্বার্ড পরামর্শ দেয়, 'মহিলা দুজনকে আগে-থেকেই আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে রাখতে পারি, কি বলেন আপনারা?'

'তার মানে আপনি বলছেন, মেয়েদের কখনো পাগলামি রোগ হয় না, কিংবা তারা খুন করতে পারে না?'

'না, জোর দিয়ে সেরকম কথা তো আমি বলিনি,' একটু ইতস্ততঃ করে লম্বার্ড বলে, 'তবে আপাত দৃষ্টিতে দেখে মনে হয়—'

আর্মস্ট্রং-এর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওয়ারগ্রেভ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিই বলুন, ম্যাকআর্থারের মৃত্যু ঘটেছে মাথায় তীব্র আঘাতে, সে আঘাত কোনো মহিলার পক্ষে করা সম্ভব না অসম্ভব?'

'অসম্ভব নয়।' মাথা দোলালেন আর্মস্ট্রং।

'তাতে শক্তি প্রয়োগের দরকার হয় কি?'

'না, একেবারেই নয়।'

'ধন্যবাদ।' ওয়ারগ্রেভ আরো বলেন, 'আগের দুজনের মৃত্যু ঘটেছে বিষ কিংবা অতিরিক্ত ঘুমের পিল খাওয়ানোর দরুন। আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, বিষ বা ঘুমের পিল প্রয়োগ করতে একটুও শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হয় না।'

লম্বার্ডের মুখে আর কথা যোগালো না।

ওদিকে অন্ধ আক্রোশে চিৎকার করে উঠলো ভেরা, 'দেখছি আপনার মাথাটাই একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। সত্যি সত্যি আপনিই উন্মাদ, অপ্রকৃতিস্থ!'

ভেরার দিকে তাকালেন বরফ-ঠান্ডা চোখে। কোনো রাগ নয়, অভিমান নয়, তাঁর সেই অদ্ভুত চাহনির সামনে পড়লে অতি কঠিন প্রকৃতির লোকের শরীরও বুঝি অবশ হয়ে যেতে বাধ্য। এবং হলোও তাই, চমকে উঠলো ভেরা, 'উঃ লোকটা কি সাংঘাতিক! এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেন আমাকে গিলে ফেলবে। শুরু থেকেই দেখছি, আমাকে ও একেবারেই পছন্দ করে না।'

নির্বিকার চিত্তে বললেন ওয়ারগ্রেভ, 'আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না মিস্ ক্লেথর্ন। আমি আপনার ওপর আদৌ দোষ চাপাতে চাইনি। কথা প্রসঙ্গে বলতে হলো বললাম তাই।' তারপর এমিলির দিকে ফিরে তাঁকেও বোঝাতে চাইলেন তিনি, 'মাফ করবেন মিস্ ব্রেন্ট, আপনার বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগ আমি আনতে চাইনি। আসলে কি জানেন, সন্দেহের তালিকা থেকে আমরা যে কেউই বাদ নই, সেটাই আমি বোঝাতে চাইছি।'

তাঁর কথায় বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না এমিলি, এমন কি চোখে তুলে তাকালেনও না পর্যন্ত, উলের কাঁটায় একটার পর একটা ঘর তুলতে থাকলেন তিনি। অনেকক্ষণ পরে আপন মনে ফিস্ফিসিয়ে বললেন, 'আপনার কথাটা অত্যন্ত খাঁটি সত্য। আমরা সকলেই সকলের কাছে একেবারে অপরিচিত, তাই এ ওর বিরুদ্ধে সন্দেহ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে নিজের সমর্থনে বলতে পারি, আমার ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। যে আমি একটা নগন্য জীবও হত্যাও করিনি, সেই আমি তিন তিনটি মানব জীবন নষ্ট করবো, এটা কি ভাবা যায়? হ্যাঁ, আমি বারবার বলবো, আমাদেরই একজন মনুষ্যত্ব হারিয়ে শয়তান বনে গেছে। এখানকার সব অন্যায় ঘটনার মূলে সে!'

'উত্তম কথা। কোনো সমস্যাই আর রইলো না তাহলে। আমরা সবাই সন্দেহভাজন ব্যক্তির এক একজন।'

'কিন্তু রগার্স?' প্রশ্ন করলো লম্বার্ড, 'তাকে আমরা—'

'আমরা কি?' জানতে চাইলেন ওয়ারগ্রেভ, 'চুপ করে রইলেন কেন, বলুন!'

'তাকে আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়., যায় না?'

'না যায় না। আর কোন্ যুক্তিতেই-বা বাদ দেবো বলুন!'

'প্রথমতঃ আমাদের মতো অতো চালাক-চতুর নয় সে। দ্বিতীয়তঃ এক্ষেত্রে তার স্ত্রীও শিকার হয়েছে।'

ভ্রু কুঁচকে উঠলো ওয়ারগ্রেভের। 'আমার দীর্ঘ বিচারকের জীবনে, এরকম ভুরি ভুরি ঘটনা ঘটতে আমি দেখেছি, সেখানে স্ত্রী হত্যার দায়ে আপাত দৃষ্টিতে মুখ্যু-সুখ্যু সরল গোবেচারা স্বামীটি অভিযুক্ত। শুধু তাই নয়, বিচারে প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বামীর দোষ প্রমাণিত হতে দেখা গেছে।'

'আপনার অভিজ্ঞতার কথা আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না। আর হয়তো এও সত্য যে, সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরের অভিযোগ মাফিক অতীতের অপরাধের ঘটনা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে রগার্স তার স্ত্রীকে হত্যা করে থাকবে। কিন্তু তার স্বপক্ষে আমার একটা কথা বলার আছে, রগার্স বদ্ধ-উন্মাদ নয়। অতএব বাকী দুটি হত্যার জন্য কি করেই বা আমরা তাকে দায়ী করতে পারি, বলুন?'

'মিঃ লম্বার্ড, আপনি তার স্বপক্ষে যে যুক্তি দেখালেন, তার পাল্টা যুক্তি অনেক এসে যেতে পারে, তাতে প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করা মুশকিল হয়ে পড়বে। তাই ধরা যাক, রগার্স ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে সেই অজ্ঞাত অভিযোগকারীর অভিযোগ মিথ্যা। তারা সত্যিই মিস্ ব্র্যান্ডিকে খুন করেনি। আর তাই যদি হয়, তাহলে অভিযোগ শুনে জ্ঞানই বা হারালো কেন মিসেস রগার্স? আগে থেকেই স্ত্রীর অদ্ভুত অদ্ভুত আচবণে ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে ছিলো সে। সেই অজ্ঞাত কণ্ঠস্বর শুনে জ্ঞান হারানোটা একটা নিছক কাকতালীয় ব্যাপার, অন্য কিছু নয়।'

'ঠিক আছে, অগত্যা স্বীকার কবে নিলাম আমাদেরই কেউ একজন মিঃ ওয়েন।' যুক্তি খুঁজে না পেযে অবশেষে মানতে বাধ্য হলেন লম্বার্ড, 'আর এও মেনে নিচ্ছি, আততায়ী পুরুয কিংবা মহিলাও হতে পাবে।'

'অর্থাৎ আমাদের সকলের চোখে আমরা সকলেই অপরাধী। এখানে নারী-পুরুষ, সম্মান-প্রতিপত্তিব ধুযো তুলে কাউকেই আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি না। প্রকৃত ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সত্যকে উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করবো। প্রয়োজনবোধে আমরা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা কবে জানাব চেষ্টা কববো, আমাদেব মধ্যে কে, কে মার্স্টনের পানীয়ের মধ্যে সায়ানাইড প্রয়োগ করেননি, রগার্সের স্ত্রীকে অধিক মাত্রায় ঘুমের ওযুধ খাওয়াননি, কিংবা জেনারেল ম্যাকআর্থারেব মাথায় পিছন থেকে অতর্কিত আঘাত করেননি।'

তাঁকে সমর্থন করলেন ব্লোর। 'হ্যাঁ, ঠিক এই ভাবেই আমরা প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বার করতে পারবো। তবে মার্স্টনের ব্যাপারটা নিয়ে আপাততঃ আলোচনা না করলেও চলবে। কারণ আমবা ধবেই নিচ্ছি, যে, জানালার বাইবে থেকে আমাদের মধ্যে কেউ একজন অলক্ষ্যে তার পানীয়ের মধ্যে সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়ে থাকবে। রগার্স সেই সময় ঘরে ছিলো কিনা ঠিক খেয়াল করতে পারছি না। তবে সে ছাড়া বাকী আটজনের মধ্যে যে কোনো একজন এ কাজ করতে পারে।' কিছু সময় নীরব থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, 'এবার মিসেস বগার্সের কথায় আসা যাক। তাঁকে ওপরের ঘরে ধরাধরি করে নিয়ে যান ডঃ আর্মস্ট্রং ও তাঁর স্বামী রগার্স। এই দুজনের মধ্যে যে কোনো একজন এক ফাঁকে তাকে অধিকমাত্রায় ঘুমের ওযুধ খাইয়ে দিতে পারে।'

কথাটা শোনা মাত্র চেয়ার ছেড়ে লাফিযে উঠলেন আর্মস্ট্রং, থরথর করে কাঁপছিল তাঁর সারা শরীর। শূন্যে ঘুষি উঁচিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি, 'এ অন্যায়, এ ষড়যন্ত্র। এ সব আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না। আমি আবার বলছি, রগার্সের স্ত্রীকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি পিলও বেশী খাওয়াইনি আমি।'

'আঃ থামবেন ডঃ আর্মস্ট্রং!' বিরক্তিতে ফেটে পড়লেন ওয়ারগ্রেভ, 'জানি, নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনতে আপনার ভাল লাগবে না। কিন্তু তা বললে তো চলবে না। এখন তো আপনাকে অনেক অপ্রিয় সব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে, এ কথা তো আপনার আগেই জানা উচিত ছিলো। এক্ষেত্রে কেবল আপনার ও রগার্সের পক্ষেই মাত্রাধিক্য ঘুমের ওষুধ খাইয়ে মিসেস রগার্সের ঘুম আর না ভাঙ্গানো সহজ, যা অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একেবারে যে অসম্ভব নয়, তাও আমি বলবো না, আরো বিশদ ভাবে আলোচনা করলে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন হতে পারে। আপনারা দুজন ছাড়া অবশিষ্ট থাকেন মিঃ লম্বার্ড, ইন্সপেক্টর ব্লোর, মিস্ ভেরা ক্লেথর্ন, মিস্ এমিলি আর আমি। এখন দেখতে হবে মিসেস রগার্সের হত্যার ব্যাপারে এই পাঁচজনের সকলকেই কি আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব? না, আমার সিদ্ধান্ত হলো, তা কখনোই সম্ভব নয়!'

তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলো ভেরা, 'কিন্তু আমার কথা আলাদা কেননা সেই সময় মিসেস রগার্সের ধারে-কাছে আমি ছিলাম না। এ কথা আপনাদের কারোরই অজানা থাকার কথা নয়।'

শান্ত ভাবে চোখ তুলে তাকালেন ওয়ারগ্রেভ, 'আপনার কথা আমি অস্বীকার করছি না। ভুল আমারো হতে পারে, তবে ভুল শুধরে দেওয়ার ভার আপনাদের ওপর। সেই সময় আমরা ঠিক কে কোথায় ছিলাম বুঝিয়ে বলা যাক এখন— আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই অসুস্থ মিসেস রগার্সকে নিয়ে আমরা আটজন কেউ না কেউ একটা না একটা কাজে ব্যস্ত থাকলেও মিস্ ব্রেন্ট কিন্তু উঠলেন না তাঁর চেয়ার থেকে, তাঁর পরবর্তী গতিবিধির ওপর নজর রাখার মতো মানসিক অবস্থা তখন আমাদের কারোরই ছিলো না।'

সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠলেন এমিলি, 'যত্তো সব আজগুবি চিন্তা-ভাবনা!'

তাঁর কথায় ভ্রূক্ষেপ করলেন না ওয়ারগ্রেভ, তিনি তাঁর কথার জের টেনে বলে চললেন, 'মিস্ ব্রেন্ট, মনে আছে, আপনি তখন সংজ্ঞাহীন মিসেস রগার্সের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছিলেন। কি, ঠিক বলেছি তো?'

'কেন, মনুষ্যত্ব প্রকাশ করাটা কি কোনো অপরাধ?'

'আমার প্রশ্ন তা নয়,' উত্তরে বললেন ওয়ারগ্রেভ, 'যা যা ঘটেছিল সেই সময়, তারই একটা চিত্র আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি, দোষগুণের বিচার আপনাদের ওপর। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তারপর রগার্স ঘরে ঢোকে ব্র্যান্ডির গ্লাস হাতে নিয়ে। এমনো তো হতে পারে ঘরে ঢোকার আগেই ব্র্যান্ডির গ্লাসে অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে এনেছিল সে? রোগিনীকে সেই ব্র্যান্ডি খাওয়ানো হলো। একটু পরে ডঃ আর্মস্ট্রং ও রগার্স ধরাধরি করে তাকে নিয়ে উঠলেন ওপরতলায়। রগার্সের ঘর থেকে চলে আসার আগে ডাক্তার তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে এলেন।'

'হ্যাঁ, সেই সময়কার ঘটনার সঠিক চিত্রই আপনি তুলে ধরেছেন,' তাঁর কথা সমর্থন করে মৃদু হেসে বললেন ব্লোর, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে আপনি, আমি, মিঃ লম্বার্ড ও মিস্ ক্লেথর্নকে অনায়াসেই আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়।'

'দেওয়া যায় নাকি?' প্রশ্ন চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন ওয়ারগ্রেভ।

'কেন, এর মধ্যে আবার কিন্তু কি থাকতে পারে?'

'হ্যাঁ, থাকতে পারে বৈকি।' নিজের কথা সমর্থন করে মৃদু হাসলেন ওয়ারগ্রেভ, 'সেই সময়কার দৃশ্যটার কথা একবার ভেবে দেখার চেষ্টা করুন তো মিঃ ব্লোর। হ্যাঁ, আমিই আপনাকে

স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—মিসেস রগার্স শুয়ে আছেন বিছানায়। ভিতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ। ডঃ আর্মস্ট্রং-এর দেওয়া ঘুমের ওষুধের প্রতিক্রিয়া তখন শুরু হয়ে গেছে। চেতন অবচেতনের মাঝামাঝি অবস্থায় রয়েছে সে তখন। আর ঠিক সেই সময় দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ। টলতে টলতে কোনো রকমে দরজা খুলে দিলো সে। আগন্তুক ঘরে ঢুকলনে না, হাতটা ভেতরে সামান্য একটু বাড়িয়ে মৃদু স্বরে বললেন, 'এই ট্যাবলেটটা খেয়ে নিন, ডঃ আর্মস্ট্রং পাঠিয়েছেন।' মিসেস রগার্স ট্যাবলেটটা হাতে নিয়ে আগন্তুকের সামনেই সেটা গিলে ফেললেন। কি, এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না তো?'

ব্লোরের মুখে কথা নেই।

তবে মুখ খুললো লম্বার্ড, 'হ্যাঁ, একটু বাড়ানো হলো বৈকি। সম্ভব অসম্ভব বলে-তো একটা কথা আছে। রগার্স তখন ঘরে, দরজায় শব্দ হলো, অথচ সে জানতে পারলো না?'

'জানবেই-বা কি করে?' কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন আর্মস্ট্রং, 'সে তো তখন নিচে ঘর দোর সাফ করতে ব্যস্ত ছিলো। সেই ফাঁকে যে কেউ তার কাজ হাঁসিল করে অনায়াসে ফিরে আসতে পারে, কাক-পক্ষীও টের পাবে না।'

'তাছাড়া,' তাঁদের কথার মাঝে মন্তব্য করলেন এমিলি, 'ডঃ আর্মস্ট্রং-এর দেওয়া ওষুধে মিসেস রগার্সের অবস্থা তখন দারুন কাহিল। সে অবস্থায় ভাল-মন্দ বিচার করবে কি করে, বলুন?'

'দেখুন মিস্ ব্রেন্ট,' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন আর্মস্ট্রং, 'কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে হলে অনেক কিছু জানতে হয়। আর আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রটাই বিচিত্র ধরণের। আপনার অভিযোগ ঠিক নয় এই কারণে যে, ঘুমের ওষুধ খেলেই রোগী যে কাহিল হয়ে পড়বে তা নয়। ওষুধের প্রতিক্রিয়া শুরু হতে যথেষ্ট সময় লাগে, চট্‌জলদি বোঝা যায় না।'

'ডাক্তারী শাস্ত্র দেখাচ্ছেন?' আড়চোখে একবার আর্মস্ট্রং-এর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললো লম্বার্ড, 'তা আপনাদের শাস্ত্রে বুঝি এসব কথাও আজকাল লেখা থাকে?'

ডঃ আর্মস্ট্রং যেন ভুত দেখার মতো চমকে উঠলেন, কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো। হাতের ইশারায় থামতে বললেন ওয়ারগ্রেভ।

'অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ, এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোই সার হবে কেবল, কাজের কাজ কখনোই হবে না। তবে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। কিন্তু এ পর্যন্ত যেটুকু জেনেছি, তাতে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। মিসেস রগার্স একজন মহিলা তার শয্যাপার্শ্বে স্বাভাবিক নিয়মে মিস্ ব্রেন্ট ও মিস্ ক্লেথর্নের থাকার কথা। ওঁরা না থেকে যদি আমি, মিঃ ব্লোর কিংবা লম্বার্ড থাকতেন, তাহলে অবাক হওয়ার পরিবেশ গড়ে উঠতো তখনি। বলুন, ঠিক কিনা?'

বিস্মিত ব্লোর অবাক চোখে তাকালেন, 'কি রকম? সে কি রকম!'

গালে হাত রেখে চিন্তামগ্ন যোগীর মতো বললেন ওয়ারগ্রেভ, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আমরা সকলেই সন্দেহের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নই। এবার জেনারেল ম্যাকআর্থারের মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করা যাক। ঘটনাটা আজই সকালের, টাটকা ও নৃশংস হত্যাকান্ড। এখন আপনারা কোনো কিছু গোপন না করে স্পষ্ট করে বলুন, আজ সকালে কার কি অ্যালিবাই ছিলো। প্রথমেই আমি নিজের কথা বলছি, আমার অ্যালিবাই তেমন জোড়ালো

কিছু নয়। সারাটা সকাল আমি প্রাসাদের উদ্যানে বসে কাটিয়েছি, আপনারা যাঁরা প্রাসাদে ছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করেছেন। তবে মাঝে মধ্যে আপনারা যখন কেউই আমার চোখের সামনে ছিলেন না, তখন কিছু সময়ের জন্য আমি একেবারে একলা হয়ে যাই। তাহলে এর থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে, সেই একাকী থাকাকালীন সময়ে সমুদ্রের ধারে হেঁটে গিয়ে জেনারেল ম্যাকআর্থারকে খুন করে আবার প্রাসাদে ফিরে আসা অসম্ভব কিছু নয়। এখন আপনারাই আমার ব্যাপারটা বিশদভাবে ভেবে দেখুন। আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে আমাকে কখনোই বাদ দেবেন না, যতক্ষণ না একেবারে সন্দেহমুক্ত হচ্ছেন, বুঝলেন?'

'আর আমার বিষয়টা,' অন্যমনস্ক ভাবেই বললো ব্লোর, 'ডঃ আর্মস্ট্রং ও মিঃ লম্বার্ডকে জিজ্ঞেস করুন, ওঁরা বাতলে দেবেন, কেননা সারাটা সকাল আমার কেটেছে ওঁদের দুজনের সঙ্গে।'

তাঁর মুখের কথাটা যেন লুফে নিলেন আর্মস্ট্রং, 'আপনি কিন্তু একবার প্রাসাদে গিয়েছিলেন দড়ি আনতে।'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম বৈকি, অস্বীকার করবো না। প্রাসাদে গিয়েছি, দড়ি নিয়ে আবার ফিরে এসেছি আপনাদের কাছে।'

'কিন্তু যতখানি সময় লাগার দরকার, তার থেকে একটু বেশী সময়ই নিয়েছিলেন আপনি।' বলে হাসলেন ডঃ আর্মস্ট্রং।

'বাঃ, দড়িটা খুঁজে বার করতে একটু সময় লাগতেই তো পারে।'

আর্মস্ট্রং কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, হাতের ইশারায় তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ওয়ারগ্রেভ বললেন, 'মিঃ ব্লোরের অনুপস্থিত থাকাকালীন সময়ে আপনি ও মিঃ লম্বার্ড এক সঙ্গেই ছিলেন, নাকি...'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' জোর দিয়ে বললেন আর্মস্ট্রং, 'তবে কিছু সময়ের জন্য আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন মিঃ লম্বার্ড। অবশ্য আমি তখন আমার জায়গা ছেড়ে এক চুলও নড়িনি।'

লম্বার্ডের দিকে মুখ ফেরালেন ওয়ারগ্রেভ। উদ্দেশ্য তার অ্যালিবাইটা জেনে নেওয়া।

সেটা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো লম্বার্ড, 'আমি গিয়েছিলাম ছোট্ট একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে। দেখতে গিয়েছিলাম, এখান থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে হিলিওগ্রাফ পদ্ধতিতে ওপারে স্টিকলহ্যাভেনে কোনো খবর-টবর পাঠানো যায় কিনা। তার জন্য অবশ্য বেশীক্ষণ সময় নিইনি, মাত্র মিনিট দুয়েক হবে। তারপরেই আবার ফিরে যাই ডঃ আর্মস্ট্রং-এর কাছে।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন আর্মস্ট্রং। 'হুঁ। অতি অল্প সময়ের জন্যই উনি আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। আমার ধারণা, এতো অল্প সময়ে তাঁর পক্ষে ম্যাকআর্থারকে খুন করে আবার ফিরে আসা অসম্ভব।'

'তা আপনারা ঘড়ি দেখেছিলেন কি?' হেসে হেসেই প্রশ্নটা করলেন ওয়ারগ্রেভ।

মুখটা শুকিয়ে গেলো আর্মস্ট্রং-এর। 'না তো।'

'আমার হাতে ঘড়িই ছিলো না, দেখবো কি করে?' ব্যাপারটা হাল্কা ভেবে নিলো লম্বার্ড।

'জেনে রাখুন, দু'এক মিনিট বললে সঠিক সময়টা বলা হয় না।' তারপর এমিলির দিকে মুখ ফেরালেন ওয়ারগ্রেভ, 'মিস্ ব্রেন্ট, এবার আপনার বলার পালা।'

'ভেরা আর আমি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠেছিলাম,' উত্তরে এমিলি বলেন, 'তারপর ফিরে

এসে প্রাসাদের উদ্যানে বসে উল বুনতে শুরু করি।'

'আমি তো সেখানেই বসেছিলাম একটা আরাম কেদারায়,' বললেন ওয়ারগ্রেভ, বুঝি-বা একটু অবাক হয়ে, 'কই আপনাকে তো দেখতে পাইনি সেখানে।'

'না দেখারই কথা। ঝড়ো হাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য পূব দিকের দেওয়াল ঘেঁযে আমি বসেছিলাম।'

'দুপুরে খাবার ঘন্টা পড়া পর্যন্ত ছিলেন সেখানে?'

'আর মিস্ ক্লেথর্ন, আপনি, আপনি কোথায় ছিলেন?'

'সকালে আমি আর মিস্ ব্রেন্ট পাহাড়ে উঠেছিলাম। সেখান থেকে ফিরে আমি একা একা যাই সমুদ্রের ধারে। সেখানে মিঃ ম্যাকআর্থারের সঙ্গে কিছু সময় কাটাই গল্প-গুজবে।'

'কখন?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লোর, 'তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়ার আগে না পরে?'

'ঠিক বলতে পারবো না। তবে তখন তাঁকে যেন একটু অস্বাভাবিকই লাগছিল।' কেঁপে উঠলো ভেরার গলার স্বর।

'অস্বাভাবিক! অস্বাভাবিক বলতে কি রকম?' একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন ওয়ারগ্রেভ।

'তাঁর কথাবার্তাগুলো কেমন যেন, বললেন, আমাদের বাঁচার আয়ু নাকি ফুরিয়ে আসছে, আমরা কেউই নাকি এখান থেকে জীবিত অবস্থায় আর ফিরে যেতে পারবো না। আরো বললেন, তিনি নাকি শেষ দেখার অপেক্ষায় বসে আছেন। তাঁর অমন সব অস্বাভাবিক কথা শুনে আমি ভীষণ ভয় পেলাম, পড়ি-মরি করে ছুটে পালিয়ে এলাম তাঁর কাছ থেকে।'

'তাই বুঝি! তারপর?'

'প্রাসাদে ফিরে এলাম। খাবার ঘন্টা পড়ার আগে আর এক চক্কর বাইরে ঘুরতে বেরোই। পরে খাবার ঘন্টা শুনেই আবার ফিরে আসি প্রাসাদে। মিঃ ম্যাকআর্থারের বিষাদে ভরা কথা শুনে আমার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এই অভিশপ্ত দ্বীপ থেকে সত্যি সত্যি যদি আর না ফিরি—'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বললেন ওয়ারগ্রেভ, 'এখন তাহলে বাকী রইলো এখানকার শেষ ব্যক্তিটি —রগার্স। কিন্তু তার কাছ থেকে খুব বেশী কিছু জানা যাবে বলে তো আমার মনে হয় না।'

ওয়ারগ্রেভের অনুমানই ঠিক। রগার্স যা বললো, সংক্ষেপে এই রকম প্রাসাদে রান্নাবান্না এবং টুকি-টাকি অন্য আরো কাজে এতোই ব্যস্ত ছিলো সে, প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে কোথাও যাওয়ার একটুও ফুরসত পায়নি। খাবার ঘন্টা বাজিয়ে অপেক্ষা করেছে সে খাবার ঘরে। তারপরের ঘটনা তো সকলের সামনেই ঘটেছে। তবে একটা ব্যাপারে ভয়ঙ্কর বিস্মিত সে। তার নাকি স্পষ্ট মনে আছে সকালে খাবার ঘরের আলমারিতে আটটি পুতুল থাকতে দেখে। কিন্তু ঘন্টাখানেক পরে ফিরে গিয়ে সে দেখে, সেখানে রয়েছে মোট সাতটি পুতুল, অর্থাৎ একটি উধাও।

রগার্স তার বক্তব্য শেষ করা মাত্র ঘরের মধ্যে নেমে এলো এক অদ্ভুত নীরবতা, কারোর মুখে কথা নেই। কথা নেই ওয়ারগ্রেভের মুখেও, নিচু হয়ে আধ-বোজা চোখে তিনি তখন ভেবে চলেছেন আকাশ-পাতাল।

কেবল দেওয়াল-ঘড়িতে তখন শব্দ হচ্ছিল- টিক্ টিক্ টিক্ ... বিচার তো শেষ। এখন উনি কি রায় দেন উনিই জানেন, আর জানেন ঈশ্বর।

তার কথার রেশ মেলাতে না মেলাতেই শুরু করলেন ওয়ারগ্রেভ তাঁর রায় দান করতে পালা।

মাথাটা ঝুঁকে পড়লো তাঁর মাথার কাছে। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর তাঁর, —'তিন তিনটি মৃত্যুর ঘটনাই আমরা বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলাম। আপাত দৃষ্টিতে একেকটা মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো বিশেষ ব্যক্তির ওপর আমাদের সকলের সন্দেহ ঘনিভূত হলেও আসলে আমরা কেউই পুরোপুরি সন্দেহ মুক্ত নই। অবশ্যই একটা ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই, আসল খুনী আমাদের উপস্থিত সাতজনের মধ্যেই একজন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে, কে সেই খুনী? তাকে চিহ্নিত করার মতো প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ আমাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি আমাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও। এই রকম এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমার একটাই উপদেশ প্রত্যেককেই সতর্ক হয়ে থাকতে হবে, এখন থেকে আমাদের দায়িত্ব আমাদের নিজেদের হাতেই তুলে নিতে হবে, এ ছাড়া বাঁচার আর কোনো রাস্তা নেই।'

'আমি আপনাদের আর একবার সাবধান করে দিচ্ছি, আমাদের আততায়ী ভয়ঙ্কর এক উন্মাদ। কখন যে সে কাকে আক্রমণ করে বসবে, আগে থেকে তা অনুমান করা কঠিন। তাই আবার বলছি, সতর্কতার সঙ্গে, বিচক্ষণতার সঙ্গে সেই অজ্ঞাত খুনীর মোকাবিলা করুন।' একটু থেমে ওয়ারগ্রেভ আবার বলতে থাকেন, 'শুনুন, আমার আরো বলার আছে, আমরা যখন কেউই সন্দেহ মুক্ত নই, তখন আমাদের এক মাত্র কাজ হবে সবাই সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখা। অর্থাৎ কেউ কাউকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করবেন না।'

থামলেন তিনি অতঃপর। তাঁর শেষ কথাগুলো ঘরের মধ্যে গমগম করতে থাকলো। কাজীর বিচার যেন আজকের মতো এখানেই শেষ। বিচার মুলতুবী রইলো ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী কি দাঁড়ায় সেই দিনটির অপেক্ষায়।

❑ দশ ❑

বৃষ্টি বৃষ্টি আর বৃষ্টি। আকাশ থেকে বেয়ে নিচে নেমে আসা সেই বৃষ্টির রঙ দেখতে দেখতে হঠাৎ, হ্যাঁ, হঠাৎই অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করে বসলো ভেরা, 'এইব কথা সত্যিই আপনি বিশ্বাস করেন মিঃ লম্বার্ড?' হলঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আবার কেমন আনমনা হয়ে পড়লো সে।

অদূরেই বসেছিল লম্বার্ড। ভেরার আচমকা প্রশ্ন শুনে তার মুখের দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো সে, 'কোন্ কথাগুলো বলুন তো? আপনি কি মিঃ ওয়ারগ্রেভের কথা বলতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ, ওই তো।'

'কেন, অবিশ্বাসের কথা তো তিনি বলেননি। তাঁর প্রতিটি যুক্তিই তো যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, নয় কি?'

'একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না, তবু যেন অবাক করার মতো তাঁর কথাগুলো; আমাদের মধ্যেই একজন খুনী লুকিয়ে আছে, এ যেন বিশ্বাস করতেও মন চায় না।'

'না চাওয়ার তো কোনো কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না মিস্ ক্লেথর্ন। আপনার কি মনে হয় না, আগাগোড়া ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য? বিশেষ করে ম্যাকআর্থার খুন হওয়ার পর এখন একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হয়ে গেছি, আমরা এক ভয়ঙ্কর খুনীর পাল্লায় পড়েছি।'

'তা যা বলেছেন, যেন এক একটা দুঃস্বপ্ন। উঃ, তিন তিনটে খুন! ভাবাই যায় না। এর

পর আরো কি কঠিন ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে, আমরা কেউ তা জানি না।' একটু থেমে ভেরা জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, আমাদের মধ্যে খুনী কে হতে পারে, আন্দাজ করতে পারেন?'

'তার মানে,' মৃদু হেসে বললো লম্বার্ড, 'আপনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন, আপনি ও আমি, আমরা দুজনেই অপরাধীর তালিকা থেকে বাদ। সত্যি কথা বলতে কি এ-ব্যাপারে আপনার ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে। পাগলামির কোনো লক্ষণই এ-পর্যন্ত আমি দেখতে পাইনি আপনার মধ্যে। আর নিজের ব্যাপারে আমি জোর গলায় বলতে পারি, খুনী আমি নই, আর অপ্রকৃতস্থও নই। আপনার মতোই আমিও একজন নিরপরাধ, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ।'

'সত্যি, আপনার কথাগুলো কতোই না মিষ্টি। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, যেন আমার কানে মধু বর্ষিত হচ্ছে।' লজ্জায় আরক্ত মুখে ভেরা তাকালো তার মুখ পানে, 'ভেবে অবাক হচ্ছি, আপনার মতো এমন একজন নিষ্পাপ লোকের বিরুদ্ধেও ঐ শয়তানটা অভিযোগ আনলো কোন্ সাহসে।'

'আপনি সত্যিই বুদ্ধিমতী, একমাত্র আপনিই আমাকে ঠিক চিনেছেন,' গদ গদ হয়ে বললো লম্বার্ড, 'তার কথায় মনে হচ্ছে, এখানে এসে আমি বুঝি মস্ত বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছি। যে যাইহোক এখন দেখা যাচ্ছে, আমাদের দুজনকে বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে মোট পাঁচজন। এখন দেখতে হবে, এই পাঁচজনের মধ্যে কে খুনী, কে সেই উন্মাদ! কেন জানি না একেবারে শুরু থেকেই ঐ বুড়ো-ভাম ওয়ারগ্রেভের ওপরেই আমার সব সন্দেহ গিয়ে পড়েছে। এসব ঘটনার পিছনে ওর কালো হাতই সক্রিয়।'

শিউরে উঠলো ভেরা, বিস্ময়াবিষ্ট স্বরে বললো, 'ওয়ারগ্রেভের বিরুদ্ধে আপনার এমন ধারণা হওয়ার কি কারণ ঘটলো জানতে পারি?'

'কারণটা আমি নিজেই জানি না, বলবো কি করে। তবে এটুকু বুঝি, বুড়ো এখন বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছে, দীর্ঘ চাকরী-জীবনে তাঁকে কোর্ট-কাছারী করে কাটাতে হয়েছে, বহু জটিল খুনের মামলায় কাজীর বিচার দেখাতে দেখাতে শেষ অবধি তিনি তাঁর মাথাটাই খারাপ করে ফেলেছেন। এর পরিণাম যা হয় তাই হয়েছে। তিনি নিজেকে সর্বশক্তিমান পুরুষ বলে ভাবতে শুরু করেন হঠাৎ একদিন। মানুষের জীবন রক্ষা এবং জীবন খতম করা, এ-দুটোই তাঁর হাতের মুঠোয়। অতএব এখন এখানে যেসব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে চলেছে, সেগুলো করতে তাঁর আর বাধা কোথায়?'

'অসম্ভব কিছু নয়। অন্যের মনের খবর বোঝা মুশকিল।'

'এবার বলুন,' বগার্স জানতে চাইলো, 'আপনার সন্দেহ কার ওপর?'

'ডঃ আর্মস্ট্রং, ওঁকেই আমার সন্দেহ হয়।'

'আমার সন্দেহের তালিকায় উনিই কিন্তু শেষ ব্যক্তি।'

'কোন্ যুক্তিতে?' মৃদু প্রতিবাদ করলো ভেরা, 'আমরা জেনেছি, প্রথম দুজনের মৃত্যু হয়েছে প্রয়োগে। একমাত্র চিকিৎসকদের কাছেই সব সময়ে বিষ জাতীয় ওষুধ রাখা সম্ভব। তার ওপর এও তো হতে পারে, মিস্ রগার্সকে ঘুমের ওষুধের বদলে সরাসরি বিষও খাইয়ে থাকতে পারেন, পারেন না?'

'হুঁ, আপনার সন্দেহ অমূলক শুধু নয়, যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণও বটে।'

'আমার আরো বলার আছে—আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, পাগলা ডাক্তারদের ওপর

থেকে ঠিক বোঝা যায় না। বোধহয় তাদের অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুন পাগলামিটা চাপা পড়ে যায়।'

'আপনার সব যুক্তিই আমি মেনে নিচ্ছি, কিন্তু একটা হিসেবে কোথায় যেন গড়মিল থেকে যাচ্ছে। আজ সকালে ডঃ আর্মস্ট্রং যেটুকু সময় একলা ছিলেন, তাতে অতদূর গিয়ে (যা ছুটে গেলেও সম্ভব নয়।) জোনাবেল ম্যাকআর্থারকে খুন করে আবার ফিরে আসা অসম্ভব ব্যাপার। অতএব—'

'এরপর এখানে অতএবের কোন স্থান নেই।' নিজের যুক্তির সমর্থনে ভেরা বলে, 'হয়তো তখন তিনি খুন করেন নি, পরে সুবিধা-মতো সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে যথা সময়ে তিনি তাঁর কাজটা হাসিল করে আবার ফিরে এসেছেন এখানে।'

'তা সেই সময়টাই বা কখন, এখন একটু খুলে বলবেন?'

'সেই যে, মনে পড়ছে এবার, আজ দুপুরে মধ্যাহ্নভোজের ঠিক একটু আগে,—' একটু থেমে ভেরা আবার বলে, 'অগ্রণী হয়ে আমাদের সকলকে টপকে তিনি যখন ডঃ ম্যাকআর্থারের কাছে ছুটে গেলেন, তখনি তাঁর কাজ হাসিল হয়ে যায়।'

লম্বার্ডের চোখে গভীর বিস্ময়। 'সত্যি, এ কথাতো আগে কখনো আমার মনে হয়নি। যাইহোক, কাজটা সারতে গিয়ে তাঁকে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়েছিল নিশ্চয়ই। তা আপনার বক্তব্য কি, এবার বলবেন?'

'কেন, ঝুঁকি নিতে যাবেই বা কেন? জানেন তো, ডাক্তার হওয়ার অনেক বাড়তি সুযোগ সুবিধে আছে। যেমন ধরুন মৃত রোগীর নাড়ী টিপে বলে দিলেই হলো, ঘন্টাখানেক আগে মারা গেছে। বাস, তাতেই কাজ হয়ে যাবে। বেদবাক্য বলে চিকিৎসকদের মন্তব্যটা আমাদের মেনে নিতে হবে। ডাক্তারী জ্ঞান আমাদের নেই, তাই তাদের অঙ্গুলী হেলনে সায় দিতে হবে আমাদের।'

'অপূর্ব। অপূর্ব আপনার বিশ্লেষণ ক্ষমতা!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো লম্বার্ড, 'বোঝা যাচ্ছে, আপনার মাথায় যথেষ্ট পরিমাণ ঘিলু আছে মিস্ ক্লেথর্ন। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, এতো সব ভাবনা আপনার মাথায় এলো কি করে?'

ব্লোরের সান্নিধ্যে এসে অনেকক্ষণ থেকে উসখুস্ করছিল রগার্স কথাটা বলার জন্য। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললো সে, 'আমাদের মধ্যে খুনী কে হতে পারে মি. ব্লোর?'

'তেমন করে তো ভাবিনি এখনো?'

'মিঃ ওয়ারগ্রেভের কথা মতো আমাদের মধ্যে থেকে খুনীকে যদি টেনে বার করতে পারতাম, তাহলে—'

'একটু ধৈর্য ধরে থাকো, যথা সময়ে তার স্বরূপ ঠিক প্রকাশ হতে দেখবে।' ব্লোর তাকে বোঝায়, 'তুমি কি মনে করো তাকে জানার ইচ্ছে তোমার থেকে আমাদের কিছুমাত্র কম! আমরা সকলেই তার ওপর নজর রাখার চেষ্টা করছি।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কিছু একটা গোপন করতে চাইছেন আপনি। সত্যি করে বলুন তো, আপনি কি খুনীকে চিনতে পেরেছেন?'

'ঠিক এখনই জোর দিয়ে বলতে পারি না চিনেছি, তবে খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু তার নাম এখন জানাতে চেও না। কেবল এটুকু বলতে পারি, ভারী ঠান্ডা মাথার লোক এই খুনী। খুব ভেবে-চিন্তে কাজ করে থাকে সে।'

'তাব মানে কখন যে ঠান্ডা মাথায় আমাদেরই কাউকে সে আবার খুন করে যাবে, কেউ আমরা টেরও পাবো না। উঃ, এমনি এক দুঃস্বপ্নের ঘোরে বিভোর হয়ে থাকতে হবে আমাদের দিবা-রাত্রি।'

'তা তুমিও তো দেখছি বেশ ভাবনা-চিন্তা করছো। খুনী হিসেবে কাকে তোমার সন্দেহ হয় রগার্স?'

'আমি আর কি বলবো স্যার। মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আমাদেব সব চিন্তা-ভাবনাই এলোমেলো, আপনাদের সঙ্গে মিলবে কেন বলুন? না, সত্যি আমি কিস্সু জানি না। আর জানি না বলেই তো এতো ভয়, এতো আতঙ্ক— '

রাগে উত্তেজনায় লাল চোখ করে পায়চারি করছিলেন ঘরের মধ্যে ড· আর্মস্ট্রং। তেমনি উত্তেজিত স্বরে বিকট শব্দ করে বলে উঠলেন তিনি, 'আমি আর এক মুহূর্তের জন্যও থাকতে চাই না এখানে। যেভাবেই হোক এই দ্বীপ থেকে নিস্কৃতি পেতে হবে।'

তাঁর চোখে চোখ রেখে ঘাড় নাড়লেন ওয়ারগ্রেভ। তারপর মৃদু হেসে বললেন তিনি, 'নিস্কৃতি চাইলেই কি পাওয়া যায়? সমুদ্রের চেহারা দেখেছেন? যে ভাবে ফুঁসছে আগামী চব্বিশ ঘন্টার পরেও এই অশান্ত সমুদ্র শান্ত হবার নয়। অতএব আজ অহেতুক উত্তেজিত না হয়ে আগামীকালের কথা ভাবুন, যদি কাল অন্তত নিস্কৃতি পান এই দ্বীপ থেকে।'

'কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার আগেই যদি সেই উন্মাদটা খুন করে ফেলে আমাদের? যদি আমরা তার হাতে প্রাণ হারাই।'

'কখ্খনই না! খুন করা অতো সহজ নয়! তাছাড়া আমরা এখন অনেক সজাগ। খুনীর চরিত্র আমরা জেনে গেছি। এখন আমাদের মারে কে!'

'আগের তিনজনও কিন্তু মৃত্যুর আগে আপনার মতোই বুক ফুলিয়ে থাকবে—'

'ওঁরা মৃত্যুর আগে একটুও প্রস্তুত ছিলেন না। তাই ওঁদের খুন হওয়াটা একটু আলাদা ধরণের ছিলো। কিন্তু আমাদের অবস্থা ওঁদের থেকে আলাদা! আমরা এখন চারদিকে চোখ-কান খুলে রেখেছি, আমরা সজাগ, আমরা খুনীর গতিবিধি চিনে ফেলেছি। এখন আমাদের সঙ্গে কোনো রকম ছলচাতুরী করতে পারবে না।'

'আমরা খুনীর ছলচাতুরী জেনে ফেলেছি বলেই হয়তো সতর্ক হতে পারছি, একটু আগে আপনি বললেন, খুনীর চরিত্র আমরা জেনে গেছি। কিন্তু খুনী কে তা তো জানি না এখনো অবধি।'

'জানেন, হ্যাঁ আপনিও জানেন বৈকি ডঃ আর্মস্ট্রং!'

'তাহলে আপনিই জানেন দেখছি, জানেন নাকি?'

'এখনো পর্যন্ত পাওয়া সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে যদি জানতে চান, তাহলে বলবো, আমি কিছুই জানি না। একটু আগে আপনি জানতে চাইছিলেন, আমি কাউকে সন্দেহ করি কিনা। হ্যাঁ, করি বৈকি! বিশেষ একজনকে, তার নাম আমি বলবো না, আমরা সকলেই চিনি তাকে।'

বিস্ময়াবিষ্ট আর্মস্ট্রং ঠিক আন্দাজ করতে না পেরে তাকিয়ে রইলেন ওয়ারগ্রেভের দিকে।

দোতলায় এমিলি তাঁর ঘরে বসে সময় কাটাতে বাইবেলের পাতা ওল্টালেন, অক্ষরগুলো

কেমন ঝাপসা হয়ে উঠলো। অগত্যা বইটা রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ার খুলে টেনে বার করলেন তাঁর সেই নোটবই আর পেন্সিলটা। তারপর ধীরে ধীরে লিখতে শুরু করলেন নোটবই—

'আজ জেনারেল ম্যাকআর্থারের অকস্মাৎ মৃত্যুটা আমার কাছে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা বলে মনে হয়েছে। (এখানে বলে রাখা ভাল ম্যাকআর্থারের ভাইপোর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আমাদের ম্যাক আর্থারের।) খুব সম্ভব তিনি সত্যিই সত্যিই খুন হয়েছেন। ওয়ারগ্রেভের সুচিন্তিত বক্তৃতায় বোঝা গেলো, তাঁর সন্দেহ খুনী আমাদেরই মধ্যে কেউ একজন হবে। আমি তাঁর সঙ্গে একমত। আর সেই নিষ্ঠুর খুনীকে আমি চিনি। তার নাম—

এখানে থামলেন এমিলি, বর্তমান থেকে চলে গেলেন সেই সুদূর অতীতে। তাঁর স্থির দৃষ্টির সামনে অতীতের সব ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটে যেতে দেখলেন তিনি। হাতের পেন্সিলটা নিয়ে তিনি তাঁর নোটবইতে কখন যে অক্ষরগুলো সাজাতে শুরু করেছিলেন, তা তাঁর নিজেরই খেয়াল ছিলো না। হঠাৎ যখন হুঁশ হলো, নোটবইটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। আশ্চর্য! এ আমি কি লিখলাম? তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটি নাম— সে নাম বেট্রিস টেলর।

ভীষণ ভয় পেলেন তিনি। সেই ভয়ের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য দ্রুত পেন্সিল চালিয়ে কেটে দিলেন নামটা। তারপর নিজের মনে বিশ্লেষণ করতে বসলেন, মনের অগোচরে কেন লিখলাম সেই নামটা? আমি, আমি কি তাহলে পাগল হয়ে গেছি'

বাইরে তখন ঝড়ের তাণ্ডব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে বৃষ্টি।

হলঘরে এসে বসেছেন সকলে। কারোর মুখে কথা নেই। ঝড়ো বাতাসের শন্ শন্ শব্দ ছাড়া অন্য কিছু কর্ণগোচর হচ্ছিল না কারোর। সেই সময় চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো রগার্স। টেবিলের ওপর ট্রেটা নামিয়ে রাখলো সে।

এমিলির দিকে তাকিয়ে বললো ভেরা, 'মিস্ ব্রেন্ট, আজ আপনিই আমাদের চা পরিবেশন করুন।'

'না, আমি পারবো না। কেত্‌লীটা যা ভারী, যদি হাত ফসকে পড়ে যায়! তার ওপর মনটা আমার একেই অশান্ত, উলের দুটো গোলা কোথায় যে ফেললাম, খুঁজেই পাচ্ছি না।'

শেষ পর্যন্ত ভেরার হাতেই পড়লো সেই ভারী কেত্‌লীর ওপর। বাইরে রিমঝিম বৃষ্টির ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে টুং-টাং শব্দটা একটা অদ্ভুত ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছিল যেন। ঘরে এখন একটু আগের সেই থমথমে ভাবটা এখন আর নেই। চায়ের পেয়ালায় কথার ঝড় উঠতে দেখা গেলো একটু পরেই। মেতে উঠলেন সকলে নতুন করে আনন্দে গা ভাসিয়ে দিয়ে। বৃষ্টি-স্নাত বিকেলে ধূমায়িত চায়ের মাধ্যে একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্যতা অনুভব করলেন সকলে। বুঝি এমনি এক মুখর আনন্দের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা।

সকলেই চায়ের স্বাদ গ্রহণ করার জন্য চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেও ওয়ারগ্রেভ কিন্তু চোখ বুঁজে বসেছিলেন চেয়ারে। ও বয়সে বুঝিবা তিনি অনাগ্রহী, আসক্তি নেই তাঁর চায়ে। চা তিনি পান করেন না।

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো রগার্স, মুখে তার আতঙ্কের ছাপ, হতবিহ্বল দৃষ্টি, এদিক-ওদিক, কি যেন খুঁজছে সে। তার আগমনে ঘরের সহজ সাবলীল ভাবটা যেন মুছে গেলো নিমেষে।

'কি খুঁজছো রগার্স?' চায়ের খালি কাপটা নামাতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো ওয়ারগ্রেভ. 'কিছু কি তোমার হারিয়েছে?'

'যৎসামান্য, মানে বাথরুমের পর্দাটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'সেকি!' এবার প্রশ্ন চোখে তাকালেন ওয়ারগ্রেভ, 'আজ সকালেই তো ঝুলতে দেখেছি বাথরুমে।'

'হ্যাঁ স্যার, আমিও তো দেখেছি।'

'কি রকম পর্দা বলো তো?' ব্লোর জানতে চাইলো।

'ঘন লাল রঙের সিল্কের পর্দা উধাও!'

'আরে এমন একটা তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছো রগার্স? এ তোমার পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য এখানকার সব কিছুতেই তো পাগলামি। তবে নিশ্চিন্তে থাকতে পারো তুমি। ঐ পর্দা দিয়ে কাউকে খুন করা সম্ভব নয়। হারানো পর্দার জন্য চিন্তা করো না।'

'চিন্তা করবো না বলছেন?' কথাটা ঠিক মনে ধরলো না রগার্সের, তবু ঘাড় নাড়লো, 'ঠিক আছে, বলছেন যখন তখন চিন্তা করবো না।' তেমনি ঘাড় নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে সে। তারপর ঘরে নেমে এলো অখন্ড নীরবতা, এ ওর দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকলো বিস্ময় ভরা চোখে।

নৈশভোজের পর সকলে আবার ফিরে এলেন বড় হলঘরে। তখনো কথা নেই কারোর মুখে। কেমন যেন একটা অস্বস্তিবোধ কাবু করে ফেলেছিল সকলকে। সেই ভাবেই কাটলো রাত নটা পর্যন্ত।

প্রথমে এমিলিই উঠে দাঁড়ালেন, 'শোবার সময় হলো, যাই এবার।'

তার দেখাদেখি উঠে দাঁড়ালে ভেরাও, 'সকাল সকাল উঠতে হবে কাল। আমিও চললাম।'

তাঁদের অনুসরণ করলেন ব্লোর এবং লম্বার্ড। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে তাঁদের কানে এলো দরজার খিল্ দেবার শব্দ। হেসে বললেন ব্লোর, 'অবস্থা দেখেছেন মিঃ লম্বার্ড, আমাদের আর সতর্ক করে দিতে হলো না। ভয় এমনি জিনিষ, ওঁরা নিজেরাই কেমন নিজেদের নিরাপত্তার ভার নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন, দরজায় খিল দিতে ভুল করেননি।'

তাঁর কথা যেন শুনতে পায়নি, এমনি একটা ভাব দেখিয়ে নিজের মনেই বলে গেলো, 'যাক্, বাঁচা গেলো, আজ আমরা মোটামুটি সজাগ বলেই এখন অনেকটা নিরাপদ ভাবতে পারি।' তারপর একটু থেমে সে আবার বললো, 'যে কাজে আসা তা তো তারা নিজেরাই সেরে নিলেন। চলুন এবার তাহলে নিচে যাওয়া যাক।'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করলেন ওঁরা আবার।

আরো ঘন্টাখানেক গল্পগুজব করে পুরুষ চারজন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকলেন যে যার ঘরে গিয়ে শোবার তোড়জোড় করার জন্য। খাবার ঘরের দরজার আড়াল থেকে তাঁদের গমনপথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রগার্স। ওঁরা কেউই তার সেই গোপন পর্যবেক্ষণ লক্ষ্য করতে পারলো না।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে বাকী তিনজন পুরুষকে সতর্ক করে দিতে ভুললেন না ওয়ারগ্রেভ,

'ঘরের ভেতর থেকে দরজায় তালা দিতে ভুলে যাবেন না যেন।'

সেই সঙ্গে ব্রোন আবার যোগ করলেন, 'বন্ধুগণ, আপনাদের আরো একটা কথা বলে রাখি, আমাদের খুনী অত্যন্ত চতুর, বাইরে থেকে তালা খোলার উপায় নিশ্চয়ই তার জানা থাকতে পারে। তাই বাড়তি সাবধানতার জন্য দরজার সামনে একটা চেয়ারও রেখে দেবেন। তালা খুলে অন্ধকারে ঘরে ঢুকতে গিয়ে চেয়ারে হোঁচট খেলেই শব্দ হবে, আপনাদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। তাহলেই খুনীর ইচ্ছাপূরণ আর হবে না, কেমন?'

একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো লম্বার্ডের ঠোঁটে। 'হাঁ, সবজান্তা উপদেষ্টার কথা আপনারা যেন কেউ ভুলবেন না, কিংবা অবহেলা করবেন না।'

খোঁচাটা হজম করতে হলো ব্রোরকে গম্ভীর হয়ে। আর বড় বড় চোখ করে লম্বার্ডের দিকে তাকালেন ওয়ারগ্রেভ। তারপর তিনি আর দাঁড়ালেন না সেখানে, সোজা গিয়ে ঢুকলেন নিজের ঘরে।

চারজন পুরুষের মধ্যে শেষ মানুষটি তাঁর ঘরে প্রবেশ করা মাত্র খাবার ঘরের দরজার আড়াল থেকে অতি সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো রগার্স। চারদিক দেখে নিয়ে সে আবার গিয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে। নিজের মনে মাথা দুলিয়ে বললো সে, 'কাল ভোর সকালে উঠতে হবে। তবে আজ রাতেই কালের প্রাতঃরাশের খাবার সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি। ভোর-সকালে উঠেই উনুন ধরাতে হবে। অতিথিরা ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই, খাবার তো প্রায় তৈরীই আছে, শুধু চা তৈরি করতে হবে।'

তারপর সে তার সেই ছোট্ট আলমারিটির দিকে তাকালো, তখনো সাতটা পুতুলই অবশিষ্ট রয়েছে। না, 'এবার আর একটি পুতুলও নিরুদ্দেশ হতে দেবো না। আজ আমি নিজে প্রয়োজন হলে সারা রাত জেগে থেকে পুতুলগুলোকে পাহাড়া দেবো। দেখি, কে আমার চোখকে ফাঁকি দেয়! কার এতো দুঃসাহস আছে, আমাকে ডিঙ্গিয়ে উন্মাদটা তার খুশি মতো যখন তখন কাউকে না কাউকে খুন করবে, আর একটি করে পুতুল উধাও করে ফেলবে। আজ আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে সে -'

ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো সে অতঃপর।

❑ এগারো ❑

ভোর হওয়ার ঠিক আগে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া লম্বার্ডের চিরদিনের অভ্যাস। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। ঘুম ভাঙ্গতেই অনুভব করলো সে, গতকাল রাতের তুলনায় আজ বাতাসের সেই দাপট আর নেই। কান পেতে শুনতে গিয়ে বুঝলো সে, বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না। তাহলে বৃষ্টি কি থেমেছে? কথাটা ভাবতে ভাবতেই ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়লো লম্বার্ড।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের গতি আবার বাড়লো, কিন্তু লম্বার্ডের ঘুম আর যেন ভাঙ্গে না। ঘুম ভাঙ্গলো সেই সাড়ে-নটায়। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো সে। ঘড়ির টিক টিক টিক ... না, আর দেরী করা ঠিক হবে না। কিছু একটা করা দরকার, আর এখনি। তখন নটা পঁয়তিরিশ.... ...

ঘব থেকে বেরিয়ে প্রথমেই সে গেলো ব্লোরেব ঘরের সামনে, নক্ করলো। একটু পরেই দরজা খুলে গেলে, দরজার ওপারে দাঁড়িয়েছিলেন ব্লোব ঘুম জড়ানো চোখে।

'আচ্ছা লোক তো মশাই আপনি। কতো বেলা হয়েছে, সে খেয়াল আছে?'

দেওযাল ঘড়িব দিকে তাকালেন ব্লোর। চোখ থেকে ঘুম তখন তাঁর নিরুদ্দেশ, তাব বদলে একরাশ বিস্মষ! 'কি আশ্চর্য! বেলা এতো গড়িয়ে গেছে? এতো বেলা পর্যন্ত ঘুম আমাব কখনো হযনি। কিন্তু রগার্সই বা কিবকম লোক বলুন তো মশাই? সে-ও তো ডেকে দিতে পারতো।'

'রগার্স আপনাব ঘুম ভাঙ্গাবে? তাহলেই হয়েছে।' মুখ বিকৃত করে বললো লম্বার্ড, 'তার সম্বন্ধে আপনি আমি কতোটুকুই বা জানি বলুন!'

'সে কি রকম?' কৌতূহল ভরা চোখে তাকালেন ব্লোব।

'কি বলে যে বোঝাবো আপনাকে, জানেন, রগার্স উধাও? তার পাত্তা নেই এ-প্রাসাদের কোথাও। এমন কি উনুন পর্যন্ত ধরিয়ে যায়নি সে।'

'সেকি? স্কাউন্ড্রেলটা কি তাহলে আমাদেব ফেলে সত্যি সত্যি কেটে পড়লো!' গায়ে জামা গলাতে গলাতে বললেন ব্লোব, 'চলুন অন্য আরো অতিথিদের ঘরে। দেখা যাক ওঁরা যদি তাব কোনো হদিশ দিতে পারেন।'

না, কেউই তাব খবব জানে না। আর্মস্ট্রং, ওযারগ্রেভ কিংবা ভেরা, সকলের বক্তব্য একটাই—রগার্সকে তাঁরা শেষ দেখেছেন গতকাল রাতে শুতে যাওয়াব আগে। এখন সকলেব লক্ষ্য এমিলির ঘরেব দিকে, যদি তার কোনো খবর দিতে পারেন তিনি। না, তাঁর ঘরের সামনে গিয়ে আরো বেশী হতাশ হলেন সকলে। দরজা হাট করে খোলা, ঘরে নেই এমিলি।

এরপর একসঙ্গে সকলে গিয়ে ঢুকলেন রগার্সের ঘরে। এলোমেলো বিছানা, রাত্রিযাপনের স্পষ্ট-চিহ্ন চোখে পড়ে। দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম ড্রেসিং টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে ভিজে অবস্থায়।

'এর অর্থ হলো,' নিজের মনে লম্বার্ড বললো, 'যথারীতি আজ ঘুম থেকে উঠে রোজকার অভ্যাস মতো দাড়ি কামিয়েছে সে।'

'তাহলে কি সে কোথাও লুকিয়ে ওৎ পেতে বসে আছে আমাদের মধ্যে থেকে কাউকে তার চতুর্থ শিকাব হিসেবে বেছে নেওয়াব জন্য।' ভয়ে ভয়ে নিচু গলায় বললো ভেরা।

'অসম্ভব কিছু নয়!' লম্বার্ডকে দেখে মনে হলো, খুবই চিন্তিত সে। 'তাই যদি হয় তাহলে চলুন আমরা এক সঙ্গে এগিয়ে চলি। আমরা এক সঙ্গে থাকলে খুনীর বাবারও ক্ষমতা নেই, আমাদের গায়ে হাত তোলে।'

'আর মিস্ ব্রেন্টও বা কি রকম মহিলা বলুন তো!' বিরক্ত হলেন ব্লোর, 'বলা নেই, কওয়া নেই, হুট্ করে কোথায় চলে গেলেন! এ এক নতুন ফ্যাসাদ, ওঁকে এখন খুঁজি কোথায় বলুন তো?'

নিচে নেমে এলেন সকলে অতঃপর। আর ঠিক তখনি প্রাসাদের খোলা ফটক পথ দিয়ে এমিলিকে ঢুকতে দেখলেন তাঁরা, আপাদমস্তক তার ঢাকা গরম পোষাকে।

হলঘরের সামনে এসে ওঁদের দেখে মৃদু উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন এমিলি, 'এই মাত্র সমুদ্র দেখে আসছি। উঃ কি ভয়ঙ্কর, রুদ্র মূর্তি সমুদ্রের। এই দুর্যোগে লঞ্চ না আসার সম্ভাবনাই বেশী।'

অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন ব্লোর। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই রাগত স্বরে বললেন তিনি, 'একা প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে কাজটা আপনি ভাল করেননি মিস্ ব্রেন্ট, বিশেষ করে আমাদের সকলের নামই যখন খুনের তালিকায় ঝুলছে।'

'ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার মিঃ ব্লোর।' একটু রুষ্ট হয়েই জবাব দিলেন এমিলি, 'আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে। আর এও জেনে রাখবেন, চারদিক দেখে-শুনেই আমি পা ফেলে থাকি।'

'বেশ তা না হয় মানলাম, এখন বলুন, পথে রগার্সকে দেখতে পেলেন?'

'রগার্সকে।' অবাক বিস্ময়ে ব্লোরের দিকে তাকালেন এমিলি, 'কেন বলুন তো?'

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন ব্লোর, বলা হলো না ওয়ারগ্রেভের উৎসাহব্যঞ্জক কথা শুনে। খাবার ঘরের দরজা ঠেলে একবার উঁকি মেরে মৃদু হেসে তিনি বলে উঠলেন, 'ঐ তো ব্রেকফাস্ট কেমন সাজানো রয়েছে।'

দরজা ঠেলে প্রথমে খাবার ঘরে প্রবেশ করলেন ওয়ারগ্রেভ, তাঁকে অনুসরণ করলেন বাকী সকলে। সকলেই দেখলেন, টেবিলের ওপর ছটি প্লেটে সাজানো খাবার। দেখে মনে হলো টেবিলে খাবারের প্লেটগুলো রেখে খাবার জল আনতে গেছে রগার্স।

হঠাৎ ভয়ে আতঙ্কে কান্নার মতো চিৎকার করে উঠলো ভেরা। তারপর ওয়ারগ্রেভের কাঁধে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো সে।

স্তব্ধ, হতবাক সকলে। তার হঠাৎ সেই কান্নার মানে খুঁজে পেলেন না কেউ। ভেরার মুখের দিকে প্রশ্ন চোখে তাকিয়ে রইলেন সকলে, তার কান্নার হেতুটা কি জানার জন্য।

সেটা উপলব্ধি করে ভেরা নিজের থেকেই আবার চিৎকার করে আঙুল দেখিয়ে কান্না-স্বরে বললো, 'ঐ আলমারিটার দিকে তাকিয়ে দেখুন আপনারা, ওখানে এখন কটা পুতুল আছে?'

চকিতে আর পাঁচজন সেই আলমারিটার দিকে তাকালেন। দেখতে গিয়ে ভেরার মতো তাঁরাও শিউরে উঠলেন, প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন সকলে, 'একি। সাতটার জায়গায় এখন মোট ছটা পুতুল রয়েছে—'

বেশী খুঁজতে হলো না। প্রাসাদের পিছনে জ্বালানী কাঠ রাখার গুদামের সামনে রগার্সকে পড়ে থাকতে দেখল সকলে, রক্তাক্ত দেহ, গলাটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন, বাঁ-হাতের মুঠোয় ধরে রাখা এক টুকরো কাঠ। রক্তরাঙা রঞ্জিত কুড়ুলটা পড়েছিল তার মস্তকহীন ধরের পাশেই। সামনে জড়ো করা কাটা কাঠ। উনুন ধরাবার কাঠ কাটতে গিয়ে বুঝি কখন ভুল করে নিজের গলাতেই কুড়ুলের কোপ দিয়ে ফেলেছে সে। আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হয়। কিন্তু—

'আমাদের চতুর খুনীর আর একবার তার খুনের নেশা চরিতার্থ করতে একটুও অসুবিধে হয়নি।' রগার্সের দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বললেন আর্মস্ট্রং, 'দৃশ্যটা ছিলো ঠিক এই রকম : নিচু হয়ে কাঠ কাটছিল রগার্স উনুন ধরাবার জন্য আপন মনে। খুনী যে কখন পা টিপে টিপে নিঃশব্দে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, খেয়াল করতে পারেনি সে। তারপর খুনী অতর্কিতে তার হাত থেকে কুড়ুলটা ছিনিয়ে নিয়ে তারই কুড়ুলের এক কোপে তার ধড় থেকে গলাটা নামিয়ে দিয়েছে।'

দূর থেকে চকিতে একবার এমিলির মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আর্মস্ট্রং-এর উদ্দেশে বললেন ডঃ ওয়ারগ্রেভ, 'ডঃ আর্মস্ট্রং, আপনার কি মনে হয়, একাজ কোনো মহিলার পক্ষে করা সম্ভব?'

'হ্যাঁ, সম্ভব বৈকি।' উপস্থিত সকলকে চকিতে একবার দেখে নিলেন আর্মস্ট্রং। ভাগ্যিস এমিলি ও ভেরা বসেছিলেন দূরে রান্নাঘরের মেঝের ওপরে। আর্মস্ট্রং নিজের কথায় জের টেনে আবার বললেন, 'চোখে লাগার মতো এমিলির দেহের গঠন, ভাল স্বাস্থ্য দেখেই আমি বলছি, এ কাজ তাঁর অসাধ্য নয়। যদিও তাঁর বয়স হয়েছে, কিন্তু তিনি যে ভাবে দ্রুত পা ফেলে ফেলে প্রাসাদে এসে ঢুকলেন, তাতে আমার এ-কথাই মনে হয়। তাছাড়া মনটা শক্ত থাকলে শারীরিক ক্ষমতার অভাব হয় না।'

নিচু হয়ে কুড়ুলটা পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ালেন ব্লোর, 'আগেই জেনেছি, অত্যন্ত চতুর এই খুনী, হাতের কোনো ছাপ রাখেনি, কাজ শেষে রুমাল দিয়ে মুছে দিয়েছে।'

হঠাৎ মৌমাছির আগমন হতে দেখে সকলে মুখ চাওয়া-চায়ি করলেন, এখানে মৌমাছি এলো কোথ্থেকে। এ নিয়ে পুরুষরা যখন আলোচনায় ব্যস্ত, ঠিক তখনি আচমকা রান্নাঘর থেকে গলা ফাটানো হাসির শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকালেন তাঁরা রান্নাঘরের দিকে। সেই পাগল করা হাসি হাসতে হাসতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো ভেরা। হাসির উচ্ছ্বাসে তার সারা শরীর ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছিল।

পুরুষদের দেখে হুঁশ হলো ভেরার। হাসি থামিয়ে মায়াবিনীর মতো স্বপ্নালু চোখে লম্বার্ডের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো সে, 'লক্ষ্মীটি মিঃ লম্বার্ড, এই মৌমাছিগুলো কোথ্থেকে আসছে, দেখুন আপনি। নিশ্চয়ই এই দ্বীপে কোথাও মৌচাক আছে। আমি সেই মৌচাকে ঢিল মেরে মধু আহরণ করে আনবো। আঃ চাক-ভাঙা মধু খেতে কতোই না মিষ্টি —হা-হা-হা—'

তার সেই পাগলামি দেখে সকলেই স্তম্ভিত, কারোর মুখে কথা ফোটে না, পরস্পর পরস্পারের দিকে তাকায়—মেয়েটি কি তাহলে—

'চুপ করে রইলেন কেন? আমার কথার জবাব দিন?' লম্বার্ডের কাছে কৈফিয়ত চাইলো ভেরা, 'আপনারা ভেবেছেন, আমি বুঝি পাগল হয়ে গেছি। না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক। আ-আমি মৌচাকে ঢিল ছুঁড়বো, আমি মধু খাবো, চাক-ভাঙা মধু। কেন মনে নেই সেই কবিতাটার কথা—

'মিঃ লম্বার্ড, দয়া করে বলুন, কোথায় গেলে আমি পাবো মৌচাক। আমি ঢিল ছুঁড়বো, আমি মধু খাবো, আ-আমি—'

হা-হা-হা—যেন সে উন্মাদিনীর মতো হেসে চলেছে একটানা। অসহ্য! আর থাকতে পারলেন না আর্মস্ট্রং। এক এক পা করে তার সামনে এগিয়ে গিয়ে একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলেন, ভেরার ফর্সা গালের ওপর সজোরে চড় মেরে বসলেন। এ যেন কল্পনার বাইরে, চমকে উঠলো ভেরা। গালে হাত বোলাতে বোলাতে এবার সে স্বাভাবিক গলায় বললো, 'আমার ভুল শুধরে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

মুহূর্তে একেবারে বদলে গেলো ভেরা। শান্ত, সহজ মেয়ে ভেরা, চোখে নেই চাঞ্চল্য কিংবা বিস্ময়বোধ। পিছু হটে গিয়ে নিজের থেকেই আবার বললো ভেরা, 'দুঃখিত! এখুনি আমি আর মিস্ ব্রেন্ট আপনাদের ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করছি।' তারপর রান্নাঘরের খালি উনুনের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে বললো সে, 'কয়েক টুকরো কাঠ পেলে উনুন ধরিয়ে আপনাদের চায়ের ব্যবস্থা করতে পারতাম।'

এমিলিকে সঙ্গে নিয়ে ভেরা রান্নাঘরে চলে যেতেই আর্মস্ট্রং-এর দিকে তাকালেন ব্লোর, 'কি

ডাক্তার, এটাও কি আপনাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের একটা ওষুধ নাকি? কড়া ডোজ! এক চড়েই একেবারে চুপ।'

'তা চুপ না করালে মেয়েটি যে হিস্টিরিয়া [illegible] হয়ে পড়তো। তখন আর এক ঝামেলা—' প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে আর্মস্ট্রং সকলকে মনে করিয়ে দিলেন, 'মেয়েটি জ্বালানি কাঠ চেয়ে গেছে। চলুন যাওয়া যাক, বগার্সের কেটে রাখা কয়েক টুকরো কাঠ বয়ে আনা যাক।'

সবাই দুহাতে করে যার যার কাঠ বয়ে নিয়ে এলেন রান্নাঘরে। চোখ তুলে তাঁদের একবার দেখে নিয়ে বললেন এমিলি, 'আপনারা ডাইনিং টেবিলের সামনে গিয়ে বসুন সবাই। আধঘন্টার মধ্যেই আপনাদের ব্রেকফাস্ট তৈরী হয়ে যাবে।'

লম্বার্ডকে একা পেতেই ফিসফিসিয়ে তাকে বললেন ব্লোর, 'বগার্সের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা যখন সবাই বিচলিত, কেবল একজন কেমন অবিচল থেকে দিব্বি স্বাভাবিক ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন? উনি আবার আমাদের জন্য ব্রেকফাস্ট তৈরী করছেন এখন! বাঃ চমৎকার! আপনার কি মনে হয়?'

'ঠিক এখনি কিছু বলা মুশকিল।'

'দেখুন মিঃ লম্বার্ড, ওঁর সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন আমি জানি না। তবে এই সব চিরকুমারী মধ্যবয়স্কাদের ওপর আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। বাইরে থেকে ধর্মের দোহাই দিয়ে সততার যতো পরিচয়ই ওরা দিক না কেন, ভেতরে ভেতরে ওরা মহা শয়তান, হেন অসৎ কাজ নেই যে করতে পারে না।'

'কিন্তু আপনি বোধহয় একটা ভুল করছেন মিঃ ব্লোর, সৎ অসৎ যাইহোক না কেন, ধর্মের নামে বজ্জাতি আর উন্মত্ততা এক নয়।'

লম্বার্ডের কথাটা যেন কানেই ঢোকেনি, এমনি ভাব দেখিয়ে বলতে থাকেন ব্লোর, 'আবার দেখুন, আমরা যখন একা একা বাইরে যেতে ভয় পাচ্ছি, উনি তখন কেমন নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে বাইরে এক চক্কর দিয়ে এলেন। এর কারণটা বোঝা তো খুবই সহজ মশাই, প্রকৃত খুনীর আবার কিসের ভয়?'

'হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক' মাথা নেড়ে সায় দিলো লম্বার্ড, 'আশ্চর্য, আপনার মতো এতো গভীর ভাবে আমি কেন চিন্তা করলাম না।' তারপর এক গাল হেসে বললো লম্বার্ড, 'তবে এখন আমি একেবারে নিশ্চিন্ত, সেবারের মতো আবার যে আমাকে সন্দেহ করে বসেননি, তাতেই আমি খুশি।'

'আরে মশাই, আমি কি শুধু শুধু সন্দেহ করেছিলাম? আপনার সেই রিভলবারটাই তো কার না সন্দেহ হয় বলুন। তবে পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর লাভ নেই, আপনার সম্পর্কে এখন আর আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আশাকরি আমার সম্বন্ধেও আপনার ধারণা এখন পাল্টেছে নিশ্চয়ই।'

'না, পাল্টাবার কোনো প্রয়োজনই মনে করি না। কেন জানেন?' বললো লম্বার্ড, 'আমি আপনাকে কোনোদিনও সন্দেহ করিনি। অপরাধ নেবেন না, হয়তো ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে, আপনার মগজে বুদ্ধি সুদ্ধি আছে বলে তো আমি মনে করি না। আর খুন করতে হলে যথেষ্ট বুদ্ধি থাকার প্রয়োজন। আপনার মতো একজন নিরেট বোকা লোক কি করে যে ল্যান্ডরকে কাবু করলেন, আপনি জানেন আর ঈশ্বর জানেন।'

'প্রসঙ্গটা তুলে ভালই করেছেন। খুলেই বলি তাহলে ল্যাম্ভবের সত্যিই কোনো দোষ ছিলো না। কিন্তু ডাকাত দলের সংশ্রবে পড়ে শেষ পর্যন্ত তাকে ফাঁসাতে বাধ্য হয়েছি। তবে জেনে রাখুন তার মৃত্যুর ব্যাপারে বিশ্বাস করুন আমার কোনো হাত ছিলো না। তার ভাগ্য খারাপ, তাই—'

'ভাগ্য তো আপনারও খারাপ মিঃ ব্রোব, তা না হলে দীর্ঘ দিন পরে অতীতের সেই সত্য না মিথ্যে ঘটনার জেরই বা টানতে হবে কেন, আর তার জন্য আজ আপনার প্রাণনাশের আশঙ্কাই বা দেখা দেবে কেন বলুন।'

'আমার প্রাণনাশের আশঙ্কা? আরে ছাড়ুন। আমি এখন খুবই সতর্ক, আমাকে মারার মতো খুনীর জন্ম এখনো হয়নি।'

'না জন্মালেই ভাল, আর যদি জন্মে থাকে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আমার ভবিষ্যৎবাণীটা মনে রাখবেন। বোকারা প্রাণ হারায় সবার আগে। তাই আবার আমি সর্তক করে দিচ্ছি আপনাকে, আপনার বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই, তাই আপনার মৃত্যু আসন্ন, আপনার বেঁচে থাকার দিন প্রায় সীমিত।'

'আর আপনি নিজেকে যতো চালাকই ভাবুন না কেন, আপনিও বাঁচতে পারবেন না।'

'আমি যে অমর সে কথা আমি বলছি না,' মৃদু হেসে লম্বার্ড বললো, 'তবে তাই বলে আপনার মতো এখানে পড়ে থেকে বেঘোরে প্রাণ দেবো না। খুনী আমাকে স্পর্শ করার আগেই আমি এখান থেকে চম্পট দেবো।'

ব্রেকফাস্টের খাবার তৈরী করতে গিয়ে ভেরা তখন আপন মনে নিজেকে দুষছিলো, ছিঃ ছিঃ কাজটা আমি মোটেও ভাল করিনি। ওঁরা আমাকে পাগল ঠাওড়ালেন। আমি কি সত্যিই পাগল হয়ে গেছি? নিজের একটু বোকামির জন্য সবাই আমাকে পাগল ভাবলেন। না, এখন থেকে মাথা গরম করলে চলবে না, ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে, একেবারে ঠান্ডা জলের মতো—

জলের প্রসঙ্গ উঠতেই মনে পড়ে গেলো সিরিলের কথা। তখন সবাই বলাবলি করেছিল, আমার মাথা নাকি খুবই পরিস্কার, তা না হলে সিরিলকে জলে ডুবতে দেখেও মেয়েটি একটু ঘাবড়ায়নি। সবাই আমার প্রশংসা করেছে, আমার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিরিলকে বাঁচানোর প্রচেষ্টার মধ্যে।

কিন্তু হুগো, হুগো আমাকে ভুল বুঝলো। কোনো কথা না বলে এমন ভাবে তাকিয়েছিল, ওর সেই জ্বলন্ত চাহনি আমি সহ্য করতে পারিনি। অথচ আমি ওর জন্যই —না, ফেলে আসা দিনগুলির কথা আর ভাববো না। অতীতের স্মৃতি বড় বেদনাময়।

'কি ভাবছো ভেরা?' এমিলির কথায় ভেরা ফিরে এলো বর্তমানে, 'রুটিগুলো যে সব পুড়ে গেলো!'

'ছিঃ ছিঃ অমন অন্যমনস্ক হওয়া উচিৎ হয়নি।' নিজের ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে কাজে মন দিলো ভেরা এবার। চটপট রুটির চাটুটা উনুন থেকে নামিয়ে রাখলো সে। তৈরি হয়েই ছিলেন এমিলি, ত্রস্ত হাতে চায়ের কেত্‌লীটা চাপিয়ে দিলেন উনুনের ওপর।

এমিলিকে সহজ ভঙ্গিমায় কাজ করতে দেখে কেমন হিংসে হলো ভেরার। 'আপনাকে দেখে আমার হিংসে হচ্ছে মিস্ ব্রেন্ট। এতো সব ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেলো একের পর এক, তবু

আপনি কেমন মাথা ঠান্ডা রেখে সমানে কাজ করে যাচ্ছেন। কি করে মন মেজাজ ঠান্ডা রাখেন বলুন তো? আপনার মরতে ভয় করে না?'

'ভয় কেন করবে না? আলবৎ করে। মরার ভয় কার না পায় বলুন?' দৃঢ়স্বরে এমিলি বলে, 'কিন্তু আমি কেন মরতে যাবো? আমি কোনো পাপ করিনি। আমি সহজে মরবো না। মরতে হয় আপনারা সবাই মরবেন। আমি শেষ দেখতে চাই। শেষটা না দেখা পর্যন্ত কোনো খুনীই আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না, দেখবেন।'

ওরা সবাই নিজেকে খুব চালাক বলে মনে করে, কিন্তু ওদের মতো বোকা বোধহয় কেউ নেই। তা না হলে মরণকে ভয় করে হাত-পা গুটিয়ে সবাই বসে থাকে! আরে, ভয়কে জয় করতে হয় চোখে চোখ রেখে। মূল্যবান জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তো মানুষের নিজেরই। বোকা ম্যাকআর্থার সেই দায়িত্বটা পালন করলো না বলেই তাকে আজ অসময়ে প্রাণ হারাতে হলো। আর সেই নচ্ছার বেট্রিস টেলর---ছিঃ ছিঃ, ঐ জঘন্য বর্বরের কথা আমি আবার ভাবছি কেন? আপদ গেছে, ভালই হয়েছে। একটা অমানুষ। তা না হলে কেউ কি আত্মহত্যা করে?'

নতুন বাবুর্চীদের তৈরী ব্রেকফাস্ট সবাই বেশ তৃপ্তি সহকারে খেলেও একটা দুশ্চিন্তায় তাঁরা তখন যেন ক্রমশঃ কাবু হয়ে পড়েছিলেন। এখন তাঁদের কেবল একটাই চিন্তা, এবার কার পালা? কে বধ হবে।

সাবধানের মার নেই। একটু চালাক চতুর হতে হবে। কিন্তু কথায় আছে, 'অতি চালাকের গলায় দড়ি।' তাছাড়া এখনকার রকম সকমই আলাদা। কখন কার ভাগ্যে কি যে ঘটবে, আগে-ভাগে কেউ টেরও পাবে না। যেমন পার্যনি মার্স্টন, মিসেস রগার্স, ম্যাকআর্থার—

এখানে আসা অবধি যা যা অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে, এর পরেও যে নিরাপদে থাকতে পারবো, তার কি নিশ্চয়তা আছে। এই ধরাই যাক না কেন উলের গোলাদুটোর কথা—ঘরে রেখে গেলাম, ফিরে এসে দেখি নেই। ভাবতে কেমন লাগে, আমার উলের গোলাদুটোর কি প্রয়োজন হলো খুনীর। উল দিয়ে গলায় ফাঁস। যত্তো সব আজগুবি চিন্তা। যাইহোক, এখন থেকে অবশ্যই একটু সতর্ক হতে হবে, আগের চেয়ে একটু বেশী।

এদের বোকা না বলে বলবো গর্দভ। গর্দভ না হলে, আমার বানানো গল্প তারা কেমন বিশ্বাস করে নেয়? এতো সহজে কাজগুলো যে হাঁসিল করতে পারবো, করার আগেও ভাবতে পারিনি।

খাবার ঘরের আলমারিতে ছটা পুতুল দেখে এসেছি, কে জানে কাল সকালে আর একটা কমে যেতে দেখবো কিনা।

❑ বারো ❑

ব্রেকফাস্টের পর সকলকে ডেকে জানিয়ে দিলেন ওয়ারগ্রেভ, 'একটা জরুরী আলোচনা আছে আপনাদের সঙ্গে। আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনারা সবাই চলে আসুন বসবার ঘরে, ওখানেই-----'

তাঁর প্রস্তাবটা সবারই বেশ মনে ধরলো, তাই সবাই মাথা নেড়ে সায় দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

ভেরাকে বাসন মাজার কাজে সাহায্য করতে গেলো লম্বার্ড।

এমিলিও উঠতে যাচ্ছিল তাদের সাহায্য করার জন্যে, কিন্তু পারলো না, বসে পড়লো চেয়ারে, কপালে হাত দিয়ে এলিয়ে দিলেন মাথাটা চেয়ারে, একটা যন্ত্রণা-কাতর শব্দ বেরিয়ে এলো তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুটে।

ছুটে এলেন ওয়ারগ্রেভ, 'কি হলো মিস ব্রেন্ট?'

'মাথাটা হঠাৎ কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠলো।'

'তা তো করবেই।' উঠে দাঁড়ালেন আর্মস্ট্রং, 'এক মিনিট, আমি আপনার জন্য একটা ওষুধ —'

'খবরদার!' তাঁকে বাধা দিয়ে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলেন এমিলি, 'আপনার ওষুধে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আপনি এখন যেতে পারেন।'

এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডঃ আর্মস্ট্রং। ফ্যাকাসে মুখ, চোখের চাহনিতে পরাজয়ের গ্লানি। এমিলির দিকে না তাকিয়েই ক্ষোভের সঙ্গে বললেন তিনি, 'আমার সম্পর্কে আপনার যদি সে-রকমই ধারণা হয়ে থাকে, তাহলে আমি চললাম।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর্মস্ট্রং ক্লান্ত পায়ে।

তারপর একে একে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শুধু একা এমিলি বসে রইলেন চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিয়ে। বাথরুমের দিক থেকে ভেসে আসে মৃদু আলাপন এমিলির কানে—ভালই হয়েছে, এখন ওঁর একটু বিশ্রাম দরকার . . .।

ভোঁ-ভোঁ ভোঁ-ও ।

চোখ বুজেই এমিলি ভাবেন, শব্দটা যেন মৌমাছির বলে মনে হচ্ছে! ভেরার কথা মনে পড়ে গেলো তাঁর। চাক-ভাঙ্গা মধু খেতে চেয়েছিল সে। 'ফোঁটা ফোঁটা মধু গড়িয়ে পড়বে মৌচাক থেকে আমার মুখে, একটু একটু করে সে মধু খেতে কতোই না তৃপ্তি, ভেবেই কতো না সুখ—' তখন ভেরার কথাগুলো পাগলের প্রলাপের মতো শোনালেও এখন মনে হচ্ছে, অনুভূতি ভেরার আমার সবার। কিন্তু ও কার পায়ের শব্দ? চোখ না খুলেই আধো ঘুমের ঘোরে অনুমান করতে চেষ্টা করেন এমিলি, পা টিপে টিপে কে যেন এগিয়ে আসছে। কে, কে ও তবে কি ও বেট্রিস?

তুমি যাও বেট্রিস! আমি তোমার দিকে মুখ ফেরাতে চাই না। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। কেন জান? আত্মহত্যা করে তুমি অপমান করেছো ঈশ্বরকে। তোমার মতো পাপীর মুখ আমি দেখতে চাই না।

আবার সেই মৌমাছির গুনগুন—ভোঁ, ভোঁ, ভোঁও—

আরে এ যে দেখছি, না ওগুলো শুনে মনে হচ্ছে মৌমাছিটা আমার খুব কাছে এসে গেছে। আমার মাথার ওপর একটা চক্কর দিয়ে সেটা এখন আমার পিঠ ছুঁয়ে যাবার মতো, উড়ছে, —ভোঁ, ভোঁ-ও-ও—হুল ফোটার ভয়ে চোখ খুলতে পারছি না। যা হওয়ার হোক তবু চোখ খুলে দেখতে চাই না ওই পাপিষ্ঠার মুখ। কিন্তু.—হুলের কি জ্বালা!' শেষ পর্যন্ত মৌমাছিটা আমার দিকে ঘাড়ের ওপর হুল ফোটালো। উঃ, তীব্র যন্ত্রণায় আমার প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো—

ওদিকে বসবার ঘরে সবাই তখন অপেক্ষা করছিলেন এমিলির জন্য। তাঁকে আসতে না দেখে অধৈর্য হয়ে ভেরা উঠে দাঁড়ালো, 'কই মিস্ ব্রেন্ট তো এখনো এলেন না, আমি ওঁকে ডেকে আনতে চললাম।'

'গিয়ে কোনো লাভ নেই,' বাধা দিয়ে বললেন ব্লোর, 'এতোগুলো খুনের আততায়ীকে খোঁজার আর প্রয়োজন নেই বলে মনে করি আমি। আততায়ী আর কেউ নয়, মিস্ এমিলি ব্রেন্ট নিজেই!'

'খুনের মোটিভ?' তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন আর্মস্ট্রং।

'এ ধরণের খুনীর একটাই তো মোটিভ: বাতিক, মশাই স্রেফ বাতিক। ধর্মের নামে বাতিক—'

'আপনার কথা আমি অস্বীকার করবো না,' জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললেন আর্মস্ট্রং, 'কিন্তু কেবল মাত্র অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কাউকে দোষী চিহ্নিত করা যায় না, তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রমাণ।'

'আজ সকালে তাঁর ভাবভঙ্গি আমাদের কারোর কাছেই কেমন স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি।' ব্লোর আরো বলেন, 'তাছাড়া আমরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রতিবাদ জানিয়েছি, নিজেদের নির্দোষিতার ব্যাপারে কিছু না কিছু একটা বক্তব্য রেখেছি, কিন্তু উনি কোনো জবাব দেননি। এর থেকেই কি প্রমাণ হয় না, উনি প্রকৃতই খুনী, তাই বলার মতো কিছু ওঁর নেই।'

'না, এখানে আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না মিঃ ব্লোর,' তাঁর কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠলো ভেরা, 'পরে উনি আমাকে ওঁর অতীত জীবনের সব কথাই বলেছেন। উনি নির্দোষ।' এর পর এমিলি বর্ণিত বেট্রিস টেলরের কাহিনী সংক্ষেপে বললো ভেরা।

'এ তো বেশ সহজ সরল কাহিনী দেখছি। এতে অবিশ্বাস করার কিছু নেই।' পরোক্ষভাবে এমিলিকে সমর্থন করে বললেন ওয়ারগ্রেভ, 'তাঁর এই কাহিনী নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য বলে আমার মনে হয়। তা আপনারা কি বলেন?' তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন, 'এগারোটা বাজতে পাঁচ এখন? না, আর তো অপেক্ষা করা যায় না! বরং, খাবার ঘরে গিয়েই আমাদের আলোচনা শুরু করা যাক। আর সেখানে মিস্ ব্রেন্টকেও পাওয়া যাবে, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, তাই চলুন,' প্রায় সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন। সবাই তখন উঠে খাবার ঘরে চলে এলেন।

তেমনি চেয়ারে হেলান দিয়ে ঠিক একই ভাবে দেহ এলিয়ে দিয়ে বসে আছেন এমিলি। তিনি এমনি গভীর চিন্তামগ্ন যে, অতোগুলো লোকের পদশব্দে তাঁর চিন্তায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো না, কিংবা ফিরে তাকাতে বাধ্য হলেন না।

তৈরি হয়েই এসেছিলেন ব্লোর, তীব্র ভাষায় আক্রমণ করবেন এমিলিকে। তাই তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন এমিলির কাছে। নিচু হয়ে তাঁকে ডাকতে গিয়েই দু'পা পিছিয়ে একটা বিকট চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'হায় ঈশ্বর! এ তুমি কি করলে? এতো তাড়াতাড়ি ওঁকে তোমার কাছে টেনে নিলে?'

আর একটি পুতুল উধাও হলো, রইলো মোট পাঁচ।

ডঃ আর্মস্ট্রং এগিয়ে গিয়ে মৃত এমিলির মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন, নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করলেন, নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা। তারপর উঠে দাঁড়ালেন গম্ভীর মুখে।

ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো লম্বার্ড, 'কি ভাবে ওঁর মৃত্যু হলো ডাক্তার?'

'বিষক্রিয়ায়। ওঁর ঘাড়ের কাছে সিরিঞ্জের ছুঁচ ফোটানোর দাগ দেখতে পেলাম।'

ওদিকে জানালার শার্সিতে মৌমাছিটা আছড়ে পড়ছিলো বারবার, ভোঁ, ভোঁ, ভোঁ-ও—

'ঐ তো সেই মৌমাছিটা!' চিৎকার করে উঠলো ভেরা। 'বলেছিলাম না, হুলের বিষে বড় জ্বালা, বড় কষ্ট,' তারপর পাগলের মতো শব্দ করে হাসতে শুরু করলো ভেরা।

হাতের ইশারায় তাকে থামতে বললেন ডঃ আর্মস্ট্রং, 'আপনি খুব ভুল করছেন মিস্ ক্লেথর্ন। মৌমাছি নয়, অন্য কোনো হিংস্র শ্বাপদও নয়! মানুষ, মানুষের হাতেই খুন হয়েছেন মিঃ ব্রেন্ট। আমাদেরই কেউ একজন তাঁর শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছেন ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দিয়ে।'

'কি ধরণের বিষ হতে পারে বলে মনে হয়, আপনার?' এই প্রথম কথা বললেন ওয়ারগ্রেভ।

'মনে হয় পটাসিয়াম সায়নাইড। মার্স্টানের পানীয়তেও ঠিক এই বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল এই খুনী।'

'কিন্তু ঐ মৌমাছিটা? ওটাকে তো আর অস্বীকার করা যাবে না!' উড়ন্ত মৌমাছির দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে পলক ফেলতে ভুলে যায় ভেরা।

'ওটার সঙ্গে মিস্ ব্রেন্টের মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই।' দৃঢ়স্বরে বললেন ডঃ আর্মস্ট্রং, 'এটা খুনীর একটা চাল। মৃত্যুর প্রকৃত ঘটনাকে বদলে দেবার জন্যে এক্ষেত্রে মৌমাছির সাহায্য নিয়েছে সে।'

'খুনী যতো চালাকই হোক না কেন,' শূন্যে হাত পাকিয়ে বললেন ওয়ারগ্রেভ, 'আমাদের বিচার-বুদ্ধির কাছে হার মানতে বাধ্য সে। এখন বলুন, আমাদের মধ্যে কে সঙ্গে এনেছেন ইনজেকশনের সিরিঞ্জ।'

'আমি, হ্যাঁ, আমিই এনেছি।' চার জোড়া জ্বলন্ত চোখের চাহনি উপেক্ষা করে বললেন আর্মস্ট্রং, 'শুধু এখানে নয়, আমি যেখানেই যাই না কেন, সঙ্গে করে একটা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ নিয়ে যাই।'

'বেশ তো কোথায় আছে সেটা একবার দেখাতে পারেন?'

'কেন, আমার ঘরে সুটকেসের মধ্যে আছে।'

'চলুন,' ওয়ারগ্রেভ তাঁর পিঠের ওপর হাত রেখে বললেন, 'আপনার ঘরে গিয়ে সেটা দেখে আসা যাক।'

নিঃশব্দে সাবধানে পা ফেলে ফেলে পাঁচজন উঠে এলেন দোতলায় ডঃ আর্মস্ট্রং-এর ঘরে। সবার দৃষ্টি স্থির তখন আর্মস্ট্রং-এর সুটকেসের ওপর। তন্ন তন্ন করে খুঁজতে গিয়ে তাঁর ব্যবহৃত সব কিছুই পাওয়া গেলো, কিন্তু পাওয়া গেলো না কেবল সেই ইনজেকশনের সিরিঞ্জটা। ক্রোধ সামলাতে পারলেন না আর্মস্ট্রং, রাগে চিৎকার করে উঠলেন, 'মিস ব্রেন্টকে খুন করার জন্যে নিশ্চয়ই খুনী আমার সিরিঞ্জটা লোপাট করে দিয়েছে।'

ওদিকে চারজোড়া আগুন-ঝরা চোখের দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হলো আর্মস্ট্রং-এর ওপর। তারই মধ্যে যতোটা সম্ভব নিজেকে সংযত রেখে বললেন ওয়ারগ্রেভ, 'আমি আগেও বলেছি, আবার এখনো বলছি, খুনী আমাদেরই এই পাঁচজনের মধ্যে একজন। অর্থাৎ চারজন নিরাপরাধ আর একজন অপরাধী। এ অবস্থায় এখন আমাদের সকলের উচিৎ যে যার নির্দোষিতা প্রমাণ করা। তারা কেন খুনী নয়, যুক্তিতর্ক দিয়ে অবশ্যই বোঝাতে হবে অতএব নিছক কর্তব্যের খাতিরে

আপনাকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করছি—এখন বলুন কি কি ওষুধ আছে আপনার সঙ্গে?'

'বলার মতো তেমন কিছু নয়—এই ধরুন কিছু ঘুমের ট্যাবলেট, এক প্যাকেট ব্রোমাইড, এক শিশি সোডি-বাই কার্ব আর কয়েকটা এ্যাসপিরিন। ওগুলো আছে আলমারির দেরাজে। খুলে দেখতে পারেন আপনারা।'

'না, তার আর দরকার হবে না, আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট।' বললেন ওয়ারগ্রেভ, 'ঘুমের ট্যাবলেট আমার কাছেও আছে দু-একটা। তবে কি জানেন, মাত্রারিক্ত হলে সে ওষুধ আর ওষুধ থাকে না তখন, বিষে পরিণত হয়ে যায়। যাইহোক— 'এবার লম্বার্ডের দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'শুনেছি আপনার কাছে একটা পিস্তল আছে মিঃ লম্বার্ড?'

'ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু তার জন্য কি হয়েছে!'

'অনেক কিছু হয়েছে, আর হতেই বা কতক্ষণ, যা সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, এখানে। তাই আমার বক্তব্য হলো— আপনার পিস্তল, ডঃ আর্মস্ট্রং-এর ওষুধের বাক্স, আর আমার কাছে যে যে ওষুধ আছে, সবগুলো একটা বিশেষ জায়গায় রেখে আমাদের প্রত্যেকের নজরে রাখার ব্যবস্থা করবো। তারপর আমরা আমাদের প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে তল্লাসী চালিয়ে দেখবো ডাক্তারের ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, ম্যাকআর্থারকে খুন করার জন্য যে অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা!'

'কিন্তু আমি প্রথমেই বলে রাখছি,' প্রতিবাদ করে উঠলো লম্বার্ড, 'আমি আমার পিস্তল হাতছাড়া করবো না, ওটা আমার কাছেই থাকবে।'

'হাতছাড়া করার প্রস্তাব তো আমি করছি না। আপনার পিস্তল-সহ সব জিনিষ থাকবে একটা চাবি লাগানো বাক্সে। আর সেই বাক্সটা যে আলমারিতে থাকবে, তার চাবি থাকবে আপনার কাছে। তার মানে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াচ্ছে যে, আপনাদের দুজনের সম্মতি ছাড়া কেউ সেই বাক্সটা খুলতে পারবে না। কি, রাজী আছেন তো?'

'হ্যাঁ, এতে আমার সম্মতি আছে।'

'তাহলে এখন বলুন, আপনার সেই পিস্তলটা কোথায় পাওয়া যেতে পারে?'

'আমার বিছানা সংলগ্ন টেবিলের ড্রয়ারে। এখুনি নিয়ে আসছি।'

'আমরাও আপনার সঙ্গে যাবো।'

লম্বার্ডের ইচ্ছে নয়, ওঁদের সঙ্গে নেয়। যাইহোক, কোনো রকমে বিরক্তি ভাবটা দমন করে করিডোরের একেবারে শেষপ্রান্তের ঘরে গিয়ে ঢুকলো সে, বাকী চারজন তাকে অনুসরণ করলেন।

বিছানা সংলগ্ন টেবিলের ড্রয়ার খুলতে গিয়ে চকিতে একবার সে তাকালো সকলের মুখের দিকে, ভাবখানা এই যে, নিয়ে যাও পিস্তলটা—

কিন্তু শূণ্য ড্রয়ার, সেখানে পিস্তলের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেলো না।

বিস্ময়ে সবাই হতবাক!

'কি এর পরেও পিস্তল রাখার জন্য আলাদা একটা বাক্সর প্রয়োজন হবে?' শ্লেষের সুরে বললো লম্বার্ড।

তার কথায় কেউ ভ্রূক্ষেপই করলো না। ভেরা তো কোনো মন্তব্য না করেই বেরিয়ে গেলো লম্বার্ডের ঘর থেকে। তবে ডঃ আর্মষ্ট্রং, ওয়ারগ্রেভ এবং ব্লোর হাল ছাড়লেন না। নতুন উদ্দমে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেন লম্বার্ডের ঘর। কিন্তু শুধু পিস্তল নয়, সন্দেহজনক তেমন কোনো

জিনিষ বা কাগজপত্র পাওয়া গেলো না লম্বার্ডের ঘরে।

ওয়ারগ্রেভ, আর্মষ্ট্রং কিংবা ব্লোর এঁরা কেউই রেহাই পেলেন না। এক এক করে প্রত্যেকের ঘরে তল্লাশী চালানো হলো, সন্দেহজনক কোনো কিছুই পাওয়া গেলো না। সব শেষে অভিযান চালানো হলো ভেরার ঘরে।

ভেরা জানতো বোধহয়। তাই সে দাঁড়িয়েছিল দরজার সামনে। ওয়ারগ্রেভের সঙ্গে তাদের দৃষ্টি বিনিময় হতেই মুখে সামান্য একটু হেসে তিনি বললেন,'কি করবো বলুন, কর্তব্যের খাতিরে আপনার ঘরেও খুঁজে দেখতে হবে। আমার কথায় আপনি হয়তো মনে মনে রাগ করছেন। কিন্তু আমরা নাচার। কর্তব্যের খাতিরে'—

নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো ভেরা। তারপর বাকী সকলে মিলে ভেরার ঘরে তল্লাসী চালালেন, কিন্তু তার ঘরেও লম্বার্ডের পিস্তলের কোনো পাত্তা নেই। ব্যর্থ মন নিয়ে ভেরার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওঁরা সবাই আবার এসে ঢুকলেন বসবার ঘরে। কিছু পরে ভেরা আসতেই আলোচনা শুরু হলো।

শুরু করলেন ওয়ারগ্রেভ প্রথমে। 'আমাদের কারোর কাছেই কোনো মারাত্মক অস্ত্র কিংবা বিষ লুকনো নেই। বাঁচা গেলো। এখন আমাদের কাছে যা ওষুধপত্র আছে সেগুলো একটা বাক্সে পুরে তালা লাগিয়ে বাক্সটা আলমারির ভেতরে তুলে রাখছি। তারপর বাক্স ও আলমারির চাবি দুটো ব্লোর ও লম্বার্ডের হাতে তুলে দেবো। এই কার্যকরী ব্যাপারে আপনাদের কারোর আপত্তি নেই তো?'

মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ। কাজে নেমে পড়লেন ওয়ারগ্রেভ চট্‌পট্। চাবি লাগানো হলো বাক্সে, আলমারিতে। দুজনের হাতে চাবি তুলে দিয়ে তিনি বললেন, 'তবে এতেই যে সমস্যার সমাধান হলো তা নয়। পিস্তল এখনো বেপাত্তা। কোথায় সেটা, কে বলবে?'

'একমাত্র মিঃ লম্বার্ডই বোধহয় বলতে পারবেন।' লম্বার্ডের চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন ব্লোর।

'সেই থেকে ছিনে জোঁকের মতো আমার পিছনে লেগে আছেন আপনি!' রাগে ফুঁসে উঠলো লম্বার্ড, 'বারবার বলছি, ওটা নিশ্চয়ই কেউ সরিয়ে থাকবে, কথাটা কি কানে যায়নি?'

'বেশ তো এখন বলুন, শেষ কখন পিস্তলটা দেখেছিলেন আপনি?' প্রশ্ন করলেন ওয়ারগ্রেভ।

'গতকাল রাতে' উত্তরে বললো লম্বার্ড, 'শোবার আগে পকেট থেকে বার করে টেবিলের ড্রয়ারে রেখেছিলাম।'

'তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে, আজ সকালেই খোয়া গিয়ে থাকবে ওটা।'

'চুরি গেলেও প্রাসাদের কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওটা,' মন্তব্য করলেন ব্লোর।

'নাও থাকতে পারে। প্রাসাদের বাইরে কোনো গোপন জায়গায় পিস্তল-সহ অন্য সব জিনিষপত্র দেখুন গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে নিশ্চয়ই।'

'পিস্তলের খবর দিতে পারবো না,' যেন নিজের মনে বললেন ব্লোর, 'তবে সিরিঞ্জের হদিশ দিতে পারি। আমার সঙ্গে চলুন আপনারা, কোথায় সেটা আছে দেখাচ্ছি।'

সিরিঞ্জটা পড়েছিল খাবার ঘরের জানালা বরাবর ফাঁকা উদ্যানে। আর পাশে পড়ে আছে একটা চীনে মাটির পুতুল, কালোমাণিক। পুতুলের মাথাটা থেঁতলে গুঁড়িয়ে গেছে কোনো কিছু ভারী জিনিষের চাপে।

'এ সব হলো অনুমান মশাই, স্রেফ অনুমানের ওপর নির্ভর করে সিরিঞ্জটা আবিষ্কার করা,' সাফল্যের হাসি ফুটে উঠলো ব্লোরের ঠোঁটে, 'এই খাবার ঘরেই মিস্ ব্রেন্ট খুন হয়েছেন একটু আগে, অতএব অনুমান করে নিলাম, তাড়াতাড়ি খুনের চিহ্ন লোপাট করার জন্য এই জানালাটাই বেছে নিতে পারে আততায়ী। কার্যত আমার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে মিলে যে গেলো, সেতো আপনারা নিজের চোখেই দেখতে পেলেন, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, সিরিঞ্জ তো পাওয়া গেলো, তা আপনার কি ধারণা, পিস্তলটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, তাই না?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই নিজের থেকেই ভেরা আবার বললো, 'একটু খুঁজে দেখি, যদি সেটা পাওয়া যায়।'

'দাঁড়ান।' হাতের ইশারায় তাকে থামতে বাধ্য করলেন ওয়ারগ্রেভ, 'আপনি একা একা যাওয়ার মতো এমন মারাত্মক একটা ভুল যেন কখনোই করবেন না। চলুন, আজ আর আপনি একা নন। আমরাও আপনার সাথে আছি, ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকবো, দেখি কি করতে পারি আপনাদের জন্য।'

তল্লাসীর কাজ চললো প্রায় আধঘণ্টা ধরে। তবে সবই পণ্ডশ্রমে পরিণত হলো। কোনো হদিশ পাওয়া গেলো না সেই বিভলবারের।

❑ তেরো ❑

প্রাসাদের বাকী পাঁচজন অতিথি এখন কেউ আর কাউকে যেন বিশ্বাস করে না। পরস্পরের মধ্যে একটা অবিশ্বাসের দানা বাঁধতে শুরু করলো তারপর থেকে। সবাই সবার চোখে খুনী হিসেবে প্রতিপন্ন হতে চলেছে। কেউ কারোর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে চায় না, সবাই সবার কাছে কি যেন লুকানোর কথা সাহস করে কেউ বলতেও চায় না, যদি তাদের মধ্যে যেই খুনী হোক না কেন, আচমকা আক্রমণ করে বসে, সেই ভয়ে। সেই নিগার দ্বীপের পাঁচজন অতিথি কার্যতঃ এখন দ্বীপান্তরিত যেন। মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কিত। এমন সময় আসেনি বোধহয় কোনোদিন এর আগে তাদের জীবনে।

ওয়ারগ্রেভ এমনিতেই বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছিলেন, তার ওপর, আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় চব্বিশ ঘণ্টায় তাঁর বয়স যেন আরো, আরো বেড়ে গেছে। সব সময় চোখ বন্ধ করে থাকেন তিনি, তাঁর ভয়, চোখ খুললেই যদি আবার কারোর মৃতদেহ দেখতে হয়! কান খাড়া করে রাখতে সাহস পান না, যদি আবার কোনো দুঃসংবাদ শুনতে হয়!

সব থেকে করুণ অবস্থা হলো ব্লোরের, মৃত্যু ভয়ে সিঁটিয়ে আছে সে সব সময়। রাতে ঘুম নেই, কোটরগত চোখ।

ভেরাও যেন কেমন গুম মেরে বসে থাকে সব সময়। কথা বলার সাহস সে-ও কেমন হারিয়ে ফেলেছে। মৃত্যুর প্রহর গুণতে চায় সে নীরবে নিভৃতে। গোপনে সংগোপনে চলে তার অন্বেষণ, খুনীকে খুঁজে বার করার।

আর আর্মস্ট্রংকে তো মনের দিক থেকে ভয়ঙ্কর ক্লান্ত অবসন্ন দেখাচ্ছিল। ঠায় বসে আছেন চেয়ারে, টেনে যাচ্ছেন একটার পর একটা সিগারেট। ওঁদের মধ্যে কেবল লম্বার্ডকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির বলে মনে হলো। ভয় যে সে ও কম পায়নি ঠিক তা নয়, তবে এ অবস্থায় তার বুদ্ধিবিভ্রম

এখনো হয়নি। চোখ-কান খুলে রেখেছে, কোথাও সামান্য শব্দ হলেই ছুটে যাচ্ছে। তারই মাঝে জনে জনে খোঁজ-খবার নিচ্ছে, ভরসা দিচ্ছে ভয়ের কিছু নেই, আপনাদের পাশেই আছি আমি।

ওদিকে বেলা বেড়ে চলে যতো, ততোই যেন চঞ্চল হযে ওঠেন আর্মস্ট্রং। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলে উঠলেন, 'আসন্ন মৃত্যু-ভযে এভাবে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না, শুধুই চলে যাচ্ছে সময। তাই বলি কি সময়টাকে ধরে রেখে যদি কিছু একটা করা যায়—'

কি করা যায়? কিই বা করা যেতে পারে! শুরু হলো আর এক প্রস্থ আলোচনা। এক একবার এক একজন বক্তা, বাকী চারজন তখন নীরব শ্রোতা। দীর্ঘ আলোচনার পর একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌছলেন তাঁরা। —বাইবে কেউ বেরুবে না একান্ত প্রয়োজন ছাড়া। যদি-বা কেউ বেরোয়, বাকী চারজন অপেক্ষা কববে, তার ফিরে না আসা পর্যন্ত।

'তোফা। তোফা!' হাততালি দিয়ে উঠলো লম্বার্ড, 'এমন ভাল প্রস্তাব বুঝি আর হয় না। এ ভাবেই আমবা কাটিয়ে দিতে পাববো কযেক ঘন্টা। তারপর নিশ্চয়ই বৃষ্টি থামবে। তখন না হয় নতুন উদ্যম নিয়ে এ-দ্বীপ থেকে আমাদেব উদ্ধার করাব জন্য এখান থেকে সংকেত পাঠাবার ব্যবস্থা করা যাবে। আব কেউ যদি লঞ্চ সমেত উদ্ধাব করতে না আসে, তখন নিজেরাই না হয একটা ডিঙি নৌকো তৈবী কবে তাতে চেপে বসবো সকলে, তারপর ভেসে চলবো নিশ্চিত জীবনের আশায়।'

'কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তবে তো?' আর্মস্ট্রং-এর মনে গভীর সংশয়।

'আলবৎ থাকবো।' দৃঢ়স্বরে বললেন ওয়ারগ্রেভ, 'চোখ-কান খুলে রাখলে মৃত্যু আশঙ্কার কোনো কারণ নেই।'

তারপব আবার সবাই নীরবে তলিয়ে গেলেন চিন্তার অতলে। সবার সেই একটাই চিন্তা— কি করে জয় করা যায় মৃত্যুকে, মৃত্যু-ভয়কে। তবে ওঁদেব মধ্যে একজন ব্যতিক্রম, মৃত্যু-ভয় তার নেই, মৃত্যুর উর্দ্ধে সে, তার ভয় চারজোড়া চোখকে কি করে ফাঁকি দিয়ে কাজ হাঁসিল কবা যায়, সন্দেহ এড়ানো যায়. .....।

.....আমার সন্দেহ আর্মস্ট্রংকেই। ঐ লোকটা আগের চার চারটে খুনের জন্য দায়ী। তবে ব্যাটা অভিনয় ভালই জানে দেখছি। কেমন একটার পর একটা খুন করে, এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন তা কতোই না চিন্তা আমাদেব আসন্ন মৃত্যু ভয়ে। কি অদ্ভুত তার চাহনি! ঘোলাটে, উদভ্রান্ত ভাব। এতোগুলো খুন করাব পর লোকটা পাগল হয়ে গেলো নাতো! না, না হয়তো এটাও তাব একটা অভিনয়। হ্যাঁ, অভিনয় নয় তো কি? ব্যাটা একটা মিট-মিটে শয়তান, দাগী খুনী....।

...... খুনী, তুমি যতো চালাকই হও না কেন, আমাকে তুমি বোকা বানিয়ে তোমার কাজ হাসিল করতে পারবে না। হয়তো এখন একটু বেকায়দায় পড়েছি, তবে এর থেকেও আরো বেশি কঠিন বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে এর আগে। সে বিপদ যখন ঠিক কাটিয়ে উঠতে পেরেছি, তখন কেন অহেতুক ভয় করতে যাবো তোমাকে? হুঁ, কিন্তু ঐ পিস্তলটা? গেলোই বা কোথায়! নিয়েছে আমাদেরই মধ্যে কেউ একজন, তার ঠিকানা কি, কে বলতে পারে.....।

.... ওরা সবাই অহেতুক ভয় পাচ্ছে, মৃত্যু-ভয় দেখাচ্ছে আমাকে। কিন্তু আমি যে আরো কিছুদিন বাঁচতে চাই, এতো তাড়াতাড়ি মরলে আমার অনেক কাজই যে অসমাপ্ত থেকে যাবে...

.... মৃত্যু ভাসে বাতাসে। এখানকার বাতাসে ছড়িয়ে আছে মৃত্যুর বীজ। যে কোনো মুহূর্তে

সেই বীজ বপন হতে পারে আমার শরীরে ....

.... সহজে কি মৃত্যুকে এড়ানো যাবে? যতো সতর্কই হই না কেন, হয়তো মৃত্যুকে ঠেকাতে পারবো না। ঐ শুনি মৃত্যুর পদধ্বনি ....

.... এখনো পাঁচটা বাজতে কুড়ি মিনিট। সময় যেন আর কাটতে চায় না। ঘড়িটা কি বন্ধ হয়ে গেছে? না, ঐ তো কাঁটাগুলো ঠিকই তো চলছে – টিক, টিক, টিক। মৃত্যুর পরোয়ানা জাহির করতে হবে। মাথায় এক সর্বনাশা আগুন জ্বলছে, বুকের ধুকধুকানি। শেষ বিচারের দিন আসন্ন। কেউ সন্দেহ করেনি তো? এ ব্যাপারে নিশ্চিত বলা যায়। তা সত্ত্বেও আরো বেশী সতর্ক হতে হবে। কিন্তু, এর পর কাকে যেতে হবে? বিচারের রায় কার কার, কার বিরুদ্ধে যাবে ....'

পাঁচটা বাজতেই উঠে দাঁড়ালো ভেরা, 'চা করতে চললাম।"

'দাঁড়ান।' হাত নেড়ে বললেন ওয়ারগ্রেভ,' আমরাও যাবো আপনার সঙ্গে। দেখবো কেমন করে আপনারা চা তৈরী করেন।' তারপর নিজের মনেই বললেন তিনি, 'একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না, সাবধানের মার নেই।'

চায়ের আয়োজন হলেও তা না খেয়ে গ্লাসে হুইস্কি ঢাললেন ওয়ারগ্রেভ, ডঃ আর্মস্ট্রং এবং ব্লোর।

ততোধিক অন্ধকারের ছায়া নামলো লম্বার্ডের মুখে, 'রগার্স নেই, জেনারেটার চালানো হয়নি, তার মৃত্যুর পর কারোর খেয়ালও হয়নি।'

'বসবার ঘরে কয়েকটা মোমবাতি দেখে এসেছি,' বললেন ওয়ারগ্রেভ, 'নিয়ে আসি, ওগুলো দিয়ে কাজ চালানো যাবে আপাতত।'

দেখতে দেখতে ছটা কুড়ি বেজে গেলো।

ভেরার কপালে তীব্র যন্ত্রণা। তার মাথায় কেউ যেন একরাশ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, বাথরুমে গিয়ে খুব করে মাথায় জল ঢেলে বোঝাটা হাল্কা করার জন্য উঠে দাঁড়ালো ভেরা। সঙ্গে একটা মোমবাতি নিতেও ভুলল না সে।

বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে তার নাকে ভেসে এলো একটা গন্ধ, সমুদ্রের লোনা জলের গন্ধ। তবে কি গোটা সমুদ্রটাই উঠে এলো বাথরুমে, ভেরা ভাবে—

তার সেই ভাবনা ছাপিয়ে যেন ভেসে এলো তার কানের কাছে একটি শিশুর কণ্ঠস্বর — 'আন্টি, আমি সাঁতার কাটবো, আমাকে সমুদ্রে নিয়ে চলো। নিয়ে চলো না আমাকে!'

পরমুহূর্তেই অনুভব করলো সে, কার যেন নিঃশ্বাসের শব্দ তার ঠিক ঘাড়ের কাছে। চমকে পিছন ফিরে তাকালো সে, না, কেউ তো নেই। তাহলে তার মনেরই ভুল, সমুদ্রের নোনা গন্ধে মনটা কেমন ওলট-পালট হয়ে গেছে।

তার মনটা তখনো যেন একটা কাল্পনিক জগতে ভেসে বেড়াচ্ছিল —অশান্ত সমুদ্র, ফেনিল নীল জলরাশি, বাতাসে শীতের তীক্ষ্ণতা, ঝড়ের দাপটে ঢেউগুলো তীরে এসে জলের স্রোত ঢুকে পড়েছে বাথরুমে। জলের সেই কলকল শব্দ ছাপিয়ে তার কানে ভেসে আসছে কার যেন পায়ের শব্দ। শব্দটা ঠিক তার পিছনে এসে থামলো ..... কে, হুগো তুমি? কিন্তু তুমি, তুমি এখানে এলে কি করে হুগো? আমি যে তোমাকে —

কিন্তু কে কোথায়? এবারেও আমার দেখার ভুল, শোনার ভুল। হুগো কি করেই বা আসবে

এখানে! সে তো এখন আমার কাছে অতীতের স্মৃতি বই আর কিছু নয়। অতীত কি কখনো জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে?

তবু, তবু কেন আমি তোমার হাতের স্পর্শ অনুভব করছি হুগো? আমার পিঠে তোমার হাত বিলি কাটছে, যেন তুমি আমাকে আদর করছো, তোমার হাতের স্পর্শটা আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ওপরে উঠে আসছে। কিন্তু তোমার হাত-তো কখনো লোমশ ছিলো না!

হঠাৎ কথাটা মনে হতেই প্রচন্ড ভয়ে, আতঙ্কে জোরে চিৎকার করে উঠলো ভেরা।

তার আর্ত চিৎকার শুনে ওঁরা তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন। লম্বার্ডই প্রথমে লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে ফেললো। অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ে না। বাথরুমে ঢুকে ভেরার উদ্দেশে ডেকে উঠলো সে, 'আপনি কোথায় মিস্ ভেরা? ভয় নেই, এই তো আমরা এসে গেছি। কি হয়েছে আপনার?'

ভেরার হাত থেকে মোমবাতিটা পড়ে গিয়ে নিভে গেছে। অন্ধকারে ডুবে আছে বাথরুম। টর্চের আলো ফেললো লম্বার্ড। মেঝের ওপর থেকে মোমবাতিটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার জ্বাললো। লম্বার্ডের ডাকাডাকিতে এক সময় ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো ভেরা। প্রথমেই তার চোখ পড়লো ছাদের ওপর, আর সঙ্গে সঙ্গে আবার সে আর্তনাদ করে উঠলো, 'ওটা, ওটা কি?'

ভেরার দেখাদেখি তাঁরাও তাকালেন ছাঁদের দিকে— ছাদ থেকে সাপের মতো ঝুলছে একটা সামুদ্রিক শেওলা। আর সেটাই খানিক আগে ভেরার পিঠ স্পর্শ করলে তার মনে হয়ে থাকবে কারোর লোমশ হাত বুঝি—

সেটা বুঝতে পেরেই সহসা উন্মাদিনীর মতো শব্দ করে হাসতে শুরু করে দিলো ভেরা, 'সমুদ্র, ঢুকে পরেছে বাথরুমে, ঘর ভর্তি নীল জল—'

ভেরার অমন অবস্থা দেখে ছুটে গিয়ে নিচ থেকে ব্র্যান্ডির একটা খোলা বোতলা নিয়ে এলেন ব্লোর। এগিয়ে গিয়ে ভেরার মুখের কাছে বোতলের মুখটা তুলে ধরতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো লম্বার্ড তাঁর ওপর, হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাঁর হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিলো সে। কিছুতেই খেতে দেবো না। না, কিছুতেই না।'

অনুযোগ করলেন ব্লোর, 'ব্র্যান্ডিটা সন্দেহ করার কিছু ছিলো না।'

'কি করে বুঝলেন?' প্রশ্ন চোখে তাকালেন আর্মস্ট্রং, 'হয়তো আপনি নন, অন্য কেউ তো বোতলে বিষ মিশিয়ে দিয়ে থাকতে পারে। ওপর থেকে দেখে সেটা বোঝার কি উপায় আছে বলুন?'

সেই সময় লম্বার্ড এসে ঢুকলো, হাতে তার নতুন একটা ব্র্যান্ডির বোতল। ভেরার চোখের সামনে বোতলটা দেখিয়ে হাসলো সে, 'দেখে রাখুন, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ।'

সীলমোহর করা ছিপি খোলা হলো, ঢালা হলো ব্র্যান্ডি একটা গ্লাসে। তারপর গ্লাসটা তুলে ধরা হলো ভেরার মুখের সামনে। এক চুমুক খেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলো সে। তৃষ্ণা মিটে গেছে তার। মুখ থেকে সরে গেছে সেই ভয়ার্ত ভাবটা।

আত্মবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠলো লম্বার্ডের ঠোঁটে। 'ভাগ্য ভাল মিস্ ক্লেথর্নের, মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এলেন তিনি।'

'আমার আনা ব্র্যান্ডিটাও কিন্তু ভাল ছিলো, বিষমুক্ত,' আবার বললেন ব্লোর।

সুস্থ হয়ে ওঠার পরেই কি খেয়াল হলো ভেরার, এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে উঠলো সেও, 'মিঃ ওয়ারগ্রেভ কোথায়, তাঁকে তো দেখছি না কেন?'

'সত্যিই তো, আমরা সবাই এলাম, কিন্তু তিনি, তিনি এলেন না তো!'

'বড় ভাবনায় ফেললেন তিনি! চলুন, তাড়াতাড়ি নিচে গিয়ে দেখি, উনি কোথায়, কি করছেন।'

এক রকম ছুটেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন সবাই। তারপর সোজা হলঘরে। আর্মস্ট্রং প্রথমে তাঁর নাম ধরে ডাকলেন। কিন্তু কোনো সাড়া-শব্দ নেই। আবার ডাকলেন, 'শুনছেন মিঃ ওয়ারগ্রেভ, কোথায় আপনি? সাড়া দিন!' এবারেও কোনো উত্তর নেই।

সবাই তখন ছুটলেন বসবার ঘরে। ঢোকার মুখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন আর্মস্ট্রং, তীব্র আর্তনাদ করে উঠলেন।

কাছে গিয়ে আর দেখতে হলো না। দূর থেকেই সবাই দেখলেন, চেয়ারে বসা ওয়ারগ্রেভের মাথাটা ঝুলে পড়েছে ডান দিকে। পরনে বিচারকের পোষাক। মাথায় পরচুলা। কপালে ক্ষতচিহ্ন, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছিলো তখনো সেখান থেকে। নিস্প্রাণ দেহ। পরীক্ষা না করেই বোঝা গেলো, বৃদ্ধ আর জীবিত নেই।

নিয়ম রক্ষার জন্য এগিয়ে গেলে ডঃ আর্মস্ট্রং। নিচু হয়ে তাঁর একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ি টিপলেন, স্পন্দনহীন। উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন তিনি 'সব শেষ।' গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন তিনি।'

'গুলি!' চমকে উঠে লম্বার্ডের দিকে তাকালেন ব্লোর, 'তাহলে শেষ পর্যন্ত পিস্তলটার হদিশ পাওয়া গেলো।'

এবার গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এসে ওয়ারগ্রেভের মাথা থেকে পরচুলা তুলে নিতে গিয়ে অবাক হলো ভেরা, 'এ যে দেখছি মিস্ ব্রেন্টের হারানো উল কেটে তৈরী পরচুলা।'

'আর বুকের ঐ যে আলখাল্লায় আঁটা ফিতেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা,' বললেন ব্লোর, 'ওটা বাথরুম থেকে উধাও হওয়া পর্দা দিয়ে তৈরী।'

মৃত ওয়ারগ্রেভের দিকে তাকিয়ে আপন মনে সেই কবিতাটা থেকে আবৃত্তি করে উঠলো লম্বার্ড,—'পাঁচটি কালোমানিক গেলো আদালতে দিতে বিচারে মন,
একটি গেলো কারাগারে ফিরলো বাকী চারজন।'

হ্যাঁ, এই পৃথিবীটাই তো ঈশ্বরের আদালত। বিচারক স্বয়ং ওয়ারগ্রেভই। নিজের এজলাসে তিনি নিজেই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। ভবিষ্যতে আদালতে তাঁর মুখ থেকে আর কোনো খুনী আসামীর ফাঁসির দণ্ডাদেশ শোনা যাবে না। আজই তার শেষ বিচার, শেষ রায় দেওয়া, যে রায়ে নিজেই মৃত্যুবরণ করলেন বিচারক ওয়ারগ্রেভ।

লম্বার্ডের চোখে স্থির দৃষ্টি রাখল ভেরা, অবিশ্বাসের চাহনি, কথায় বিদ্রূপের সুর, 'আজ সকালে আপনি আপনার সন্দেহের কথা প্রকাশ করে বলেছিলেন, ঐ ওয়ারগ্রেভই নাকি খুনী, উন্মাদ, আগের পাঁচটি খুনের জন্য দায়ী। এর পরেও কি আপনার সেই সন্দেহটা বলবৎ থাকবে মিঃ লম্বার্ড?'

❑ চোদ্দ ❑

তাঁরা চারজন ধরাধরি করে ওয়ারগ্রেভের মৃতদেহ দোতলায় তুলে নিয়ে এসে তাঁর ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিলো যত্ন সহকারে। সেখান থেকে ফিরে এলেন সবাই হলঘরে। আবার সেই আলোচনা—অতঃ কিম্ —

ওদিকে খিদেও খুব পেয়েছিল সকলের। মুখ-আঁটা চারটে টিনের খাবার আনা হলো রান্নাঘর থেকে। টিনের মুখ কেটে খেতে শুরু করলেন সবাই। খেতে গিয়ে মন্তব্য করলো ভেরা, 'অদ্যাই শেষ রজনী! হয়তো এটাই আমাদের শেষ খাওয়া—'

তার মুখের কথাটা লুফে নিয়ে বললেন ব্লোর, 'কিন্তু আমি ভাবছি, এবার কার পালা?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাসলেন ডঃ আর্মস্ট্রং, 'ওসব অলুক্ষণে কথা না বলে আরো বেশী সতর্ক হওয়ার চেষ্টা করুন আপনারা। সাবধান হলে—'

তাঁর অসমাপ্ত কথার জের টেনে এবার ব্লোর তাঁর বক্তব্য রাখলেন, 'যিনি ছিলেন আমাদের প্রধান পরামর্শদাতা, সব সময় সতর্ক থাকার কথা বলতেন আমাদের, তিনিই আজ অসাবধানতার শিকার হলেন।'

'কিন্তু কি ভাবেই-বা এমন একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটলো?'

'খুব সহজ পথেই।' ব্যাখ্যা করলো লম্বার্ড, 'এ সব খুনীর চালাকী, আগে থেকে বৃদ্ধ ওয়ারগ্রেভের ওপর থেকে আমাদের নজর অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য ফাঁদ পেতে ছিল সে মিস্ ক্লেথর্নের বাথরুম-সংলগ্ন ঘরে শেওলা ঝুলিয়ে রেখে। দু'-এ দু-এ চার-এর মতো শেওলাটা সাপ ভেবে চিৎকার করে উঠতেই আমরা তাঁর ঘরে ছুটে যাই ওয়ারগ্রেভ ছাড়া। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম ওয়ারগ্রেভের কথা। তার সুযোগ নেয় আততায়ী তার পূর্ব-পরিকল্পিত কাজ হাসিল করে।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু গুলির আওয়াজ? সেটা কেন আমাদের কানে এলো না?'

'আসবে কি করে? বাইরে তীব্র ঝড়ো বাতাসের আওয়াজের সঙ্গে মিস্ ক্লেথর্নের চিৎকারের শব্দে গুলির আওয়াজটা চাপা পড়ে যায়।'

'তা সেই খুনী শয়তানটা আমাদেরই চারজনের মধ্যে একজন না হয়ে যেতে পারে না,' সকলের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে অন্যদের উদ্দেশে প্রশ্ন রাখলেন আর্মস্ট্রং, 'কে, কে হতে পারে সে?'

'আমি বলতে পারি,' সবজান্তার হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো ব্লোরের ঠোঁটে।

'আপনি?' ভেরার দিকে ফিরে তাকালেন আর্মস্ট্রং, 'আপনি, আপনি কিছু জানেন মিস্ ক্লেথর্ন?'

'না, জানি না।' ঘাড় নাড়লেন মিস ক্লেথর্ন। 'এ-প্রসঙ্গে আমিও একজনকে আন্দাজ করেছি।' কারোর দিকে না তাকিয়েই বললেন আর্মস্ট্রং।

আরো একটু খোলসা করে বললো লম্বার্ড, 'আর আমি তো একজনকে প্রায় চিহ্নিতই করে ফেলেছি, এখন তাকে হাতে-নাতে ধরার যা অপেক্ষা।'

'মন ভাল নেই, ঘুমও পাচ্ছে,' উঠে দাঁড়ালো ভেরা, 'আমি এখন শুতে চললাম।'

তারপর একে একে সবাই উঠে পড়লেন। সবার শেষে উঠলেন ডঃ আর্মস্ট্রং, তাঁর কণ্ঠস্বর

কেমন যেন ভারী ভারী শোনালো, 'হ্যাঁ, ঘুমের মধ্যেই নিহিত আছে এক অপার শান্তি, অনন্ত সুখের সম্ভাবনা—'

আর সেই সুখ, সেই শান্তির সন্ধানে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন সে যার ঘরের দিকে।

ভাল করে দরজা বন্ধ করলো লম্বার্ড। ঘরের ভেতর থেকে দরজা ঘেঁষে লোহার চেয়ারটা রাখতে ভুললোনা, দরজা ভাঙ্গতে গেলে লোহার চেয়ারে আওয়াজ হতে বাধ্য, আর তাহলেই আততায়ী তার ঘরে ঢোকার আগেই ঘুম ভেঙ্গে যাবে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবতে বসলো সে। এ এক উটকো ঝামেলায় পড়া গেলো। দু'দিনে ভয়ে আতঙ্কে শরীরটা যেন একেবারে পঙ্গু হয়ে গেছে। এর শেষ কোথায় দেখা যাক।

পোষাক বদল করে বিছানায় শুতে যাবে, হঠাৎ পালঙ্ক সংলগ্ন টেবিলের ড্রয়ারের দিকে তার চোখ পড়তেই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো লম্বার্ড অনেক, অনেকক্ষণ। অবিশ্বাস্য! ড্রয়ারের বাঁদিকে পড়ে রয়েছে তার হারানো পিস্তলটা .... সেই মুহূর্তে তার চোখ থেকে উধাও হয়ে গেলো রাতের ঘুম।

ওদিকে ভেরার চোখেও ঘুম নেই। মোমের নরম আলোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ভাবছে সে এখন; এখানে মৃত্যুর হাওয়া, নিঃশ্বাসে বিষ, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। তবু এরই মধ্যে রাতটুকুই যা নিরাপদ। চার দেওয়ালের এই নিরাপদ বেষ্টনীর মধ্যে একবার ঢুকে পড়তে পারলেই হলো, এখানে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যাবে না, বিষ-মুক্ত বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। এখন অন্ধকারই ভাল লাগে, বেশী নিরাপদ বলে মনে হয়। এখন আলো দেখলেই আতঙ্কে বুক কাঁপে, বাইরে বেরুলে আলোয় গায়ে কাঁটা দেয় এক অজানা ভয়ে।

মোমের এই সামান্য আলোটুকু এখন আমার চোখে যেন একটা নরম উষ্ণ স্পর্শ রাখে, ভাল লাগে সেই অনুভূতিটা, ভুলে থাকা যায় অতীতের সেই কলঙ্কময় স্মৃতি। স্বল্প হলেও মোমের আলোয় আলোকিত ঘরখানি, সে আলোয় স্পষ্ট ঘরের সব কিছু দেখা যাচ্ছে ; দরজা, জানালা, আসবাবপত্র, মায় সব কিছুই। এক এক করে দৃষ্টি পরিক্রমা শেষে তার চোখ গিয়ে বিদ্ধ হয় ছাদের ওপর। আর তখনি তার আর এক দফা চমকানোর পালা—আরে, ওটা কি সত্যিই সাপ নাকি?

কিন্তু ভাল করে তাকাতে গিয়ে দেখা গেলো ওটা সাপ নয়, লোহার হুক। ঐ হুকে পাখা ঝোলানো হয়। কিন্তু কি ব্যাপার, এর আগে ওটা তো চোখে পড়েনি একবারও, আর আজই বা হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হলো কেন!

আর হুকটাই বা এলো কোথ্থেকে? হুকের তো মানুষের মতো হাত-পা নেই। নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ ওটা লাগিয়ে থাকবে। কিন্তু কি উদ্দেশেই বা ....

শত চেষ্টা সত্ত্বেও ঘুমের সঙ্গে আর বোঝাপড়া হলো না ব্লোরেরও। তবে চার দেওয়ালের বন্ধ ঘরে অনেক বেশী নিরাপদ বলে মনে করলেন তিনি।

নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি এবার ভাবতে বসলেন ওয়ারগ্রেভের কথা। লোকটার ওপর অনেকের অভিশাপ ছিলো, তার মৃত্যুতে কারোর কোনো দুঃখ থাকার কথা নয়, আপদ গেছে। অনেক

লোককে বিচারের নামে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছে সে, মরে সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

পিস্তলটাই বা গেলো কোথায়? সেই পিস্তলই দিয়েই কি ওয়ারগ্রেভের কপাল ফুটো করা হয়েছে! যাই হোক ওয়ারগ্রেভের আততায়ীই যে পিস্তল চুরি করেছিলো, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

তাঁর ভাবনায় বাধা পড়লো ঢং ঢং করে পেটা-ঘড়িতে বারোটার আওয়াজ হতে। তার মানে সকাল হতে এখনো ছ'ঘন্টা বাকী। এই ছ'ঘন্টা নিশ্চিন্তে কাটানো যাবে। সকাল হলেই তো আবার মৃত্যু-ভয়!

অযথা মোমবাতিটা পুড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাল যদি বেঁচে থাকি, যদি মৃত্যু আমাকে স্পর্শ না করে, কিংবা আমার প্রতি করুণা করে আর একটা দিন বেঁচে থাকার অনুমতি দেয়, তাহলে কাল রাতে আবাব মোমবাতির প্রয়োজন হবে। কথাটা ভাবা মাত্র ফু দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিলেন ব্লোর। ঘরের মধ্যে এক বুক অন্ধকাব নেমে এলো। ছায়া-ঘন অন্ধকার।

সেই আলো-আঁধাবিতে মনে হলো কারা যেন ঘবের মধ্যে চলা-ফেরা কবছে। ওরা কারা? এ যে দেখছি মিসেস রগার্স আব মার্স্টন। বাঃ, কি ভাবে দুজনে কেমন হাত ধরাধরি করে হাঁটতে হাঁটতে এগিযে গিয়ে মিলিয়ে গেলো দেওয়ালের সঙ্গে। আচ্ছা, ওরা কি বুঝতে পেরেছে, আমি জেগে আছি, ওদের অমন সহজ সাবলীল ভঙ্গিমা দেখে আমি অবাক হয়েছি? আর সেই জন্যই কি লজ্জা পেয়ে মুখ লুকালো ওবা! কি জানে—

কিন্তু তুমি আবার কে এসে হাজির হলে বাপু? আমার দিকে একবার মুখ ফেরাও দেখি, দেখি তোমার মুখখানি, আমাব নয়ন সার্থক কবি।

আমার কথা শুনলো সে, সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফেরালো আমার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। ল্যান্ডার, তুমি? কিন্তু তুমি এখানে এলে কি কবে! তুমি তো আমার কাছে অতীত এখন, অতীতের পুরনো ইতিহাস। তুমি কি সেই ইতিহাসেব পাঠ শেখাতে এসেছো আমাকে? বলো, তাড়াতাড়ি বলো, কি বলতে চাও। আমার সময় বড় অল্প। এখানে এখন মৃত্যুর হাওয়া বইছে, যে কোনো মুহূর্তে খুন হয়ে যেতে পারি আমি। এতএব—

কি বললে? তোমার স্ত্রী-পুত্রের খবর নিতে ছুটে এসেছো আমার কাছে। তুমি আর লোক পেলে না। ওদের খবর আমি রাখতে যাবো কেন? দেখ গিয়ে এতোদিনে হয়তো তাদের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে।

কিন্তু পিস্তলটা গেলো কোথায়? কে, কে নিতে পারে সেটা?

ছেদ পড়লো তাঁর ভাবনায়। হঠাৎ কান খাড়া হয়ে উঠলো তাঁর। এক জোড়া পায়ের শব্দ হেঁটে বেড়াচ্ছে বারান্দায়, অতি সর্ন্তপণে পা ফেলছে। কিন্তু এতো রাত্রে কার এমন দুঃসাহস হলো ঘরের বাইরে বেরুবার? তবে কি সেই খুনীটা! হ্যাঁ, খুনীই নিশ্চয়ই। তাব আবার মৃত্যুভয় কিসের!

একসময় সেই ভূতুড়ে শব্দটা থামলো। তবু কান পেতে রইলেন ব্লোর। না, আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না, শুধু বাতাসের দাপাদাপি, সেই ঝড়ো বাতাসের হাওয়া লেগে থাকবে প্রাসাদের কোনো ঘরে, দরজার পাল্লা পালা করে একবার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে।

তারপরেই আবার শোনা গেলো একটা শব্দ। এবার যেন আগের চেয়ে অনেক ধীরে, পায়ের আওয়াজ অনেক মৃদু। শব্দটা যেন আর্মস্ট্রং-এর ঘরে, লম্বার্ডের ঘর পেরিয়ে থামলো আমার

ঘরের সামনে এসে। তাহলে—

নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে দ্রুত হাতে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন ব্রোর। চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি বোলালেন, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়লো না। তবে এবার মনে হলো, শব্দটা নিচে হলঘর পেরিয়ে প্রাসাদের প্রধান গেটের দিকে এগুচ্ছে। নিচে নামতে গিয়েও নামলেন না তিনি। কে জানে, তাঁকে ঘর থেকে টেনে বার করে আনার জন্য খুনীর এটা একটা চাল কিনা। যাইহোক, তাঁর দৃষ্টি এখন গেটের দিকে। হঠাৎ তিনি যেন দেখতে পেলেন, গেট পেরিয়ে কে যেন ছুটে প্রাসাদের বাইরে পালিয়ে গেলো। হুঁশ হলো ব্রোরের। এখন আর চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা একা একা দেখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এখন একটা কিছু করা দরকার। হয়তো এখুনি ছুটে গেলে আগন্তুক তথা আততায়ীকে খুঁজে বার করা যেতে পারে। খুব বেশী দূরে যেতে পারেনি বলেই মনে হয়।

ছুটে গেলেন তিনি আর্মস্ট্রং-এর ঘরের সমানে। জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা মারলেন তিনি, তাঁর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়লো —'শুনছেন মিঃ আর্মস্ট্রং। আপনি যদি ঘরে থাকেন তো একবারের জন্য বাইরে বেরিয়ে আসুন—'

উত্তর নেই আর্মস্ট্রং-এর।

দ্বিতীয়বার ডাকলেন, তৃতীয়বারেও কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। আর নয়। এবার তিনি ছুটে চললেন লম্বার্ডের ঘরে। জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজা খুলে গেলো। লম্বার্ডকে দরজার ওপারে দেখতে পেয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠলেন ব্রোর, 'অনেক ডাকলুম, কিন্তু আর্মস্ট্রংকে ঘরে পেলাম না। একটা ব্যবস্থা নিতে হয়, বাইরে আসুন, আলোচনা করা যাক।'

বাইরের পোষাক গায়ে চাপিয়ে একটু পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো লম্বার্ড।

পাশের ঘরটা ভেরার। দরজায় একবার মাত্র ধাক্কা দিতেই সাড়া মিললো। নিচু গলায় তাকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য বললেন ব্রোর, 'ঘর থেকে একদম বেরুবেন না মিস্ ক্লেথর্ন। সাবধান। সাবধান! যে কোনো মুহূর্তে খুনী আমাদের খতম করে দিতে পারে।'

'চলুন, এবার আর্মস্ট্রং-এর ঘরের দিকে যাওয়া যাক,' বলেই ছুটলেন ব্রোর, তাঁর পিছু পিছু লম্বার্ড।

চলতি পথেই ব্রোরের মুখ থেকে সংক্ষেপে আর্মস্ট্রং-এর সম্পর্কে সব শুনে লম্বার্ড বলে, 'তাহলে এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, আর্মস্ট্রংই এই খুনের নাটকের নায়ক, না ভিলেনই বলা উচিৎ।'

হ্যাঁ, না কিছুই বললেন না ব্রোর। চুপ করে রইলেন।

আর্মস্ট্রং-এর ঘরের সামনে এসে থামলেন তাঁরা। ঘর তখনো বন্ধ, তালায় চাবি ঝুলতে না দেখে তাঁরা ধরে নিলেন, চাবি তিনি সঙ্গে নিয়ে গেছেন। এখন তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে। প্রাসাদের বাইরে যাওয়ার আগে ব্রোরের উদ্দেশে বললো লম্বার্ড, 'একটু অপেক্ষা করুন, আমি ততক্ষণে মিস্ ক্লেথর্নকে সাবধান করে দিয়ে আসি আর একবার।'

ভেরার ঘরের সামনে এসে গলা চড়ালো লম্বার্ড, 'শুনুন মিস্ ক্লেথর্ন, আমরা এখন বেরুচ্ছি আর্মস্ট্রং-এর খোঁজে। তাই আপনাকে সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি, কেউ ডাকলে দরজা খুলবেন না যেন। এমন কি আমাদের দুজনের মধ্যে একা আলাদা করে কেউ ডাকলেও নয়। তবে আমরা যখন দুজনে এক সঙ্গে ডাকবো, তখনি কেবল খুলবেন। মনে থাকবে তো?'

'চলুন, এবার যাওয়া যাক,' ব্রোরেব উদ্দেশে বললো লম্বার্ড।

'যাবো বললেই হলো,' একটু ইতস্ততঃ করলেন ব্রোর, 'পিস্তলটা তো ওঁর কাছেই আছে!'

'পিস্তলের জন্য চিন্তা করবেন না। ওটা এখন আমার কাছেই আছে। শুতে যাওয়ার সময় ওটা টেবিলের ড্রয়াবেব সামনে আবিষ্কার করি।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুবে দাঁড়ালেন ব্রোর, 'আমি আপনার সাথী হবো না।'

'সাথী হবেন না কেন?' মুখ বিকৃত করে বলে উঠলো লম্বার্ড, 'ভেবেছেন আমি আপনাকে গুলি করে মারবো? মোটেই না। জেনে রাখুন, আপনার মতো একটা মাথা মোটা লোককে মারবার জন্য পিস্তলের প্রয়োজন হয না। আর ন্যাকামো না কবে চলুন এবার। বেশী দেবী হয়ে গেলে তাকে আব ধবা যাবে না।'

দ্বিধা ভাব কেটে গেলো ব্রোরের। অনুগতের মতো লম্বার্ডেব পিছু পিছু প্রাসাদের গেট পেবিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বাইরে তখন ঘোব অন্ধকাব।

অনেকক্ষণ হলো ওঁবা বাইরে গেছেন অথচ এখনো ফেবাব নাম নেই। দোটানায পড়ে অধৈর্য হয়ে উঠলো ভেবা। অহেতুক ঘরের মধ্যে পায়চারি করলো বার কযেক। জানালার পাল্লা সামান্য একটু টেনে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলো সে একবাব, না কেউ কোথাও নেই। নিশ্চিন্ত হলো। শক্ত কাঠেব দবজা, আর্মস্ট্রং-এব সাধ্য নেই দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে।

কিন্তু ওঁবাই বা এখনো ফিবছেন না কেন! রাতের অন্ধকাবে গেলেনই বা কোথায়?

ঝন ঝন কবে নিচে কাঁচ ভাঙ্গাব শব্দে ভেরাব চিন্তায় বাধা পড়লো। এক অজানা আশঙ্কায় শিউবে উঠলো সে। তাব একটু আগের সব সাহস যেন নিমেষে হারিয়ে গেলো। এতো বড় প্রাসাদে সে এখন একা। যদি খুনী এসে এখন তাকে

হ্যাঁ, ঐ তো কে যেন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছে, মৃদু পাযেব শব্দ। ঐ আসছে, কে ও ....। শব্দটা বন্ধ হয়ে গেলো। তাহলে আমার শোনাব ভুল —

না, ঠিকই শুনেছি। ঐ তো আবাব সেই পায়ের শব্দ। এবাব আগের থেকে একটু জোড়ালো— সেই সঙ্গে দুজনেব কথোপকথনও ভেসে এলো। তার মানে একজন নয় দুজন আসছে। দরজার কাছে এসে থামলো দু'জোড়া পাযেব শব্দ।

'শুনছেন মিস্ ক্লেথর্ন?' ঐ তো লম্বার্ডের কণ্ঠস্বর, 'আমরা ফিরে এসেছি।'

'তাড়াতাড়ি দবজা খুলুন।' এবাব বললেন ব্রোর, 'সাংঘাতিক ব্যাপার।'

চটজলদি দরজা খুলে পালা করে দুজনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো ভেরা, 'কি দেখলেন বলুন!'

'আর্মস্ট্রং বেপাত্তা,' জবাব দিলো লম্বার্ড, 'হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন তিনি।'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ করে উঠলো ভেরা, 'দেখুন গিয়ে কোথাও না কোথাও তিনি ঠিক লুকিয়ে আছেন।'

'সারা দ্বীপ আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি, কোথাও তাঁর চিহ্নটি আমরা দেখতে পাইনি।'

'এমনো তো হতে পারে,' ভেবা বলে, 'আপনারা বেরিয়ে যাবার পরেই ফিরে এসেছেন এই প্রাসাদে। এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছেন।'

'না, সে সম্ভাবনার কথাও বাতিল করে দিতে হচ্ছে। এ প্রাসাদের সব জায়গাই আমাদের দেখা হয়ে গেছে। কিন্তু কোথাও নেই তিনি।'

'জানি না বাপু, ভূতুড়ে প্রাসাদ, এখানকার কোনো ব্যাপারেই আমার বিশ্বাস হয় না।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে শুনুন, খাবার ঘরের একটা শার্সি ভেঙে চুরমার। আর—'

'আর কি?'

'খাবার ঘরের আলমারির ভেতরে রাখা চারটের বদলে এখন পুতুল রয়েছে মোট তিনটে। সেই কবিতাটির কথা যেন মনে পড়িয়ে দেয়—

'চারটি কালোমানিক সাগর-জলে নাচে ধিন্ ধিন্,
একটি গেলো সিন্ধু পাখীর পেটে ফিরলো বাকী তিন।'

❑ পনেরো ❑

আর একটি সঙ্কটময় রাত্রির অবসান হলো।

প্রাতঃরাশ সারা হলো রান্নাঘরে। লোক তো মোটে তিনজন, কে আবার খাবার ঘরে কষ্ট করে খাবার টেনে নিয়ে যায়।

বাইরের আবহাওয়াটা তখন গতকালের ঠিক বিপরীত। ভোরের নরম রোদে আকাশ ঝলমল করছে। মেঘমুক্ত আকাশ। সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে আসছে হাল্কা বাতাস। কে বলবে কালকের আকাশ ছিলো মেঘে ঢাকা, বাতাসে ছিলো ঝড়ের দাপট।

দুর্যোগের রাত তো নয় যেন একটা দুঃস্বপ্নের রাত, শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা। সবার মুখে হাসি ফুটেছে, নতুন আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছে সবাই। 'আশার ছলনায় কি ফল লভিনু!' আশার ফল যে আশানুরূপ হয় না, তা জানা সত্ত্বেও ওঁরা ভাবেন, আশা থাকে বলেই তো মানুষ আজও বেঁচে আছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। আর এই আশাটা না থাকলে কবেই মানুষ পাগল হয়ে যেতো। এ দ্বীপ ছেড়ে পালাবার আশা নিয়েই তো বেঁচে আছি আজও। এখানে কেই বা মরতে চায় বলুন!'

'এবার আমাকেও উঠে-পড়ে লাগতে হবে।' লম্বার্ড বলে, 'সূর্যের আলোয় হিলিওগ্রাফে সংকেত পাঠাবার চেষ্টা করবো প্রথমে। তাতে সফল না হলে আজ সন্ধ্যায় আগুন জ্বেলে স্টিকলহ্যাভেনের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করবো।'

'আপনার দুটো পন্থাই যথেষ্ট আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে আমার,' তাকে সমর্থন করে বললো ভেরা, 'মানুষের নজর পড়তে বাধ্য।'

'তবে অসুবিধেও যে একেবারে নেই, তা নয়।' লম্বার্ড আরো বললো, 'সমুদ্র এখনো পুরোপুরি শান্ত হয়নি।'

'এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, আর একটা রাত কাটাতে হবে এই ভুতুড়ে দ্বীপে?'

'সবে তো সকাল, রাত নামতে অনেক দেরী মিস্ ক্লেথর্ন। দেখুন দিনেই না আমরা সাবার হয়ে যাই। তাই বলি কি, রাতের ভাবনা রাতেই করা যাবে'খন।'

'ডঃ আর্মস্ট্রং-এর ব্যাপারে আমরা কিছুই ভাবছি না,' বাধা দিয়ে বলছেন ব্লোর, 'তাঁর কি হলো বলুন তো?'

'যা হবার হয়েছে! তিনি মারা গেছেন।' প্রত্যুত্তরে লম্বার্ড বলে, 'কেন, খাবার ঘরে মাত্র তিনটি পুতুল অবশিষ্ট থাকতে দেখেন নি। তার মানে, আপনি, আমি আর মিস্ ক্লেথর্ন—'

'বেশ তো মারাই যদি গিয়ে থাকে, তাঁর মৃতদেহটা তাহলে গেলই বা কোথায়?' একটা ভাল প্রশ্ন করলো ভেরা।

উত্তরটা দিলেন ব্লোর, 'সম্ভবত, মৃতদেহটা খুনী সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে—'

'রাখুন তো মশাই আপনার সব কাল্পনিক গল্প।' ধমকে উঠলো লম্বার্ড, 'কে, কে ফেলতে পারে? আপনি! নাকি আমি? প্রথম খবরটা তো আপনিই দিলেন ডঃ আর্মস্ট্রং তাঁর ঘরে নেই। প্রাসাদের প্রধান ফটক পেরিয়ে তাকে আপনিই বাইরে চলে যেতে দেখেছেন। তারপর ছুটে এসে আমাকে ডাকলেন। আপনার কথা মতো দুজনে মিলে সারাটা নিগার দ্বীপ খুঁজে দেখলাম, কিন্তু তাঁকে কোথাও পাওয়া গেলো না। এখন আপনিই বলুন, এই অল্প সময়ে তাঁকে হত্যা করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব?'

'অতএব আমি জানি না বাপু, তবে আপনার কাছে পিস্তল আছে বলেই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।'

'কি যে বলেন মশাই? আপনাকে বলিনি, পিস্তলটা আমি ফিরে পাই রাতে শোবার সময়। তা এর মধ্যে আপনি সন্দেহের কি এমন কারণ দেখতে পেলেন?'

'রাতে শুতে যাবার সময় পিস্তলটা ফিরে পাওয়ার গল্পটা বানানোও তো হতে পারে। আমি যদি বলি পিস্তলটা আগাগোড়াই আপনার কাছে ছিলো? তল্লাশীর ভয়ে কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকবেন, রাতে শোবার সময় সেটা আবার বার করে রেখেছেন।'

চঞ্চল হলো লম্বার্ড। জোরে জোরে মাথা দুলিয়ে বললো, 'আপনি নেহাতই একটা গবেট।'

'তার মানে আপনার বানানো গল্পটা আপনি আমাকে জোর করে বিশ্বাস করাতে চাইছেন? আরে মশাই, বানানো গল্প আরো একটু বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হয়, তা না হলে বাজারে চালানো যায় না।'

'ঠিক আছে, এখন কাজের কথায় আসা যাক।' জোর দিয়ে বললেন ব্লোর, 'আমার সাফ কথা হলো, আপনার কাছে পিস্তলটা থাকা মানেই আমাদের দুজনকে আপনার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে বাধ্য করা। সেটা আমরা চাই না। আগেকার ব্যবস্থা মতো পিস্তলটা আপনি সেই বাক্সে রেখে দিন। তারপর বাক্সটা আলমারিতে রেখে চাবি যেমন দুজনের কাছে থাকার কথা থাকবে।'

'বোকার মতো কথা বলবেন না—'

'অর্থাৎ এ-প্রস্তাব আপনি মানতে রাজী নন, এই তো?'

'হ্যাঁ, মানেটা তো তাই দাঁড়ায়। পিস্তল আমি কিছুতেই হাতছাড়া করবো না।'

'তা হলে আপনার সম্পর্কে অন্য রকম ধারণা করে নিতে হয়।'

'কি ধারণা শুনি? আমি মিঃ ওয়েন এই তো! আপনি তো একজন গোয়েন্দা। আপনাকে খুন করবার মতলব যদি আমার থাকতো, তাহলে কাল রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত আপনাকে অনেকবার একলা পেয়েছি, ইচ্ছে করলে অনায়াসে তখন কাজটা সেরে ফেলতে পারতাম, কিন্তু কেন পারিনি জানেন?'.

'সে আপনিই জানেন, আপনার ব্যাপার। হয়তো কোনো কারণ থাকতে পারে, যার জন্য আপনি—'

'বোকার মতো আপনারা দুজনে কি ঝগড়া করতে শুরু করে দিয়েছেন?' এবার ভেরা চুপ করে থাকতে পারলো না, 'থামবেন আপনারা!'

'থামতে যাবো কেন?' ভেরার দিকে তাকিয়ে বললো লম্বার্ড, 'আর বোকামিই বা বলছেন কেন?'

'কি আশ্চর্য! এটা বোকামো নয়? মিঃ ব্লোরের প্রশ্নের উত্তরটা আপনি জানেন না? সে তো সেই কবিতাটার মধ্যেই আছে। সেই যে, "চারটি কালোমানিক সাগর-জলে নাচে ধিন্ ধিন্ একটি গেলো সিন্ধুপাখীর পেটে ফিরলো বাকী তিন।" কিন্তু এখানে সেই কবিতাটির একটা ব্যতিক্রম আছে বলে আমার ধারণা, অর্থাৎ আর্মস্ট্রং সিন্ধু পাখীর পেটে যায়নি, বেঁচে আছে। মনে হয় এই দ্বীপেরই কোথাও লুকিয়ে আছে সে। যদি বলেন, সেই পুতুলটাই-বা গেলো কোথায়? তার উত্তরও আমার জানা হয়ে গেছে, আমাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য এই প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় একটা পুতুল সে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে থাকবে।'

গম্ভীর ভাবে চিন্তা করার পর মাথা নেড়ে তার দিকে তাকালো লম্বার্ড, 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তুমি ঠিকই বলেছো, তোমার যুক্তিটাই ঠিক। তুমি একজন জিনিয়াস ভেরা—'

লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলো ভেরার মুখ। আড় চোখে একবার লম্বার্ডকে দেখে নিয়েই মাথা নিচু করলো ভেরা। আসন্ন বিপদে তাদের মনের দূরত্ব কমেছে, এ ওর হৃদয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে কোন্ সময়ে, তা আর খেয়াল করতে পারে না কেউ।

ব্লোর কিন্তু তাদের কথা সরাসরি মেনে নিতে পারলেন না। মৃদু প্রতিবাদ করলেন, 'দ্বীপটা ছোট, আর এই ছোট্ট দ্বীপে তন্ন তন্ন করে আমরা খুঁজেছি তাকে। কিন্তু কোথাও তার অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাইনি।'

'শুনুন মিঃ ব্লোর,' ফুঁসে উঠলো ভেরা, 'পিস্তলটার খোঁজেও আমরা চিরুনী-চেরা অভিযান চালিয়েছি, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। অথচ পরে আবিস্কার হলো, পিস্তলটা এই দ্বীপেই লুকানো ছিলো।'

এবার লম্বার্ড মৃদু হেসে বললো, 'তুমি কিন্তু ভুল করছো ভেরা, পিস্তলের আকৃতি আর মানুষের আকৃতির মধ্যে ফারাক অনেক। এ দুটো ব্যাপার এক সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার মতো বোকামো করো না।'

'আপনি যাই বলুন না কেন,' মাথা দুলিয়ে বললো ভেরা, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই দ্বীপেই কোথাও লুকিয়ে আছে সে। এ রকম পাগল এর আগে আমি কখনো দেখিনি। কবিতায় যেমন লেখা আছে হুবহু সেই ভাবেই আমাদের দু'জন সঙ্গীকে খতম করলো সে। দম আটকে মারলো মার্স্টনকে, চির ঘুমে পাড়িয়ে রাখলো মিসেস রগার্সকে, রগার্সের গলাটা নামিয়ে দিলো ধর থেকে আর মিস্ ব্রেন্টকে মারলো মৌমাছির হুল ফুটিয়ে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন তো! আমাদের প্রাণ নিয়ে এ কি সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠেছে ঐ খুনে লোকটা।'

'ভয় নেই,' হাল্কা সুরে বললেন ব্লোর, 'এখানে কোথাও চিড়িয়াখানা নেই। তাই ভালুক আমদানি করে তাকে দিয়ে কাউকে মারতে খুনীকে যথেষ্ট কসরত করতে হবে।' এই বলে হাসলেন তিনি শব্দ করে।

ভেরা তাকালো ব্লোর দিকে, 'কে বললে আপনাকে, এখানে চিড়িয়াখানা নেই? গতকাল যে ভাবে আমরা রাত কাটিয়েছি তা তো পশুরই নামান্তর। আমরা পশু না হলে অমন সন্দেহ মানুষ

মানুষকে কি করতে পারে?'

তার সেই কঠিন কথাটা শুনে স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে গেলেন ব্রোর।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পাহাড়ের চূড়ায় বসে এক নাগাড়ে আয়নায় সূর্যের রশ্মি ফেলতে গিয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হলো লম্বার্ড। চারিদিকে কুয়াশা তখন। সেই কুয়াশা ভেদ করে সে রশ্মি স্টিকলহ্যাভেন পর্যন্ত পৌছলো কিনা, তা সেখানকার লোকরাই বলতে পারে। তবে ওপার থেকে একখানা লঞ্চ দূরের কথা, একখানা ডিঙি-নৌকাও এগিয়ে এলো না তাদের উদ্ধার করার জন্য।

এরই মাঝে পলাতক ডঃ আর্মস্ট্রিংকে খুঁজে বার করার জন্য সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। নিগার দ্বীপের ত্রিসীমানায় তার অস্তিত্ব দেখা গেলো না।

ব্যর্থ কাজের আবর্জনা সরিয়ে অন্য দুজন যখন কপালের ঘাম মুছে ফেলতে ব্যস্ত, ভেরা তখন অস্ফুটে বলে উঠলেন, 'আমি আর প্রাসাদে ফিরে যাচ্ছি না। এখানে এই আকাশের নিচে উন্মুক্ত জায়গা অনেক নিরাপদ।'

'কথাটা তুমি মন্দ বলোনি।' তাকে সমর্থন করলো লম্বার্ড, 'এখানে থাকার সুবিধে হলো, চারিদিক খোলা, যেদিক দিয়েই খুনী আসুক না কেন, আমাদের দৃষ্টি এড়াতে পারবে না সে।'

'তাই বলে সারা রাত এখানে পড়ে থাকা যায় না,' মাথা নাড়লেন ব্রোর, 'দিনের বেলায় যেখানেই থাকি না কেন রাতে একটা আস্তানা চাই বৈকি! তাই প্রাসাদে আমাদের ফিরে যেতেই হবে।'

'আপনারা যান। আমি যাবো না। ওই মৃত্যু-পুরীতে, উঃ কি ভয়ঙ্কর ছিলো কালকের রাতটা, ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে দেয়,' অজানা আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠলো ভেরা।

'আমার চিন্তা শুধু রাতের জন্য নয়, মিঃ লম্বার্ড,' ব্লোর বললেন, 'এখন আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে, পেটে কিছু না দিলেই নয়। আপনার কি অভিমত?'

'আ-আমি কি আবার বলবো!' একটু ইতস্তত করে কোনো রকমে বললো লম্বার্ড, 'আপনি যান, আমি বরং মিস্ ক্লেথর্নের সঙ্গে থেকে যাই।'

'ঠিক আছে, আপনারা এখানে থাকতে চাইছেন থাকুন। আমি আর বাধা দেবো না। ভেবেছিলাম, এখানে যে কদিন থাকি সবাই এক সঙ্গে থাকবো। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি আমরা এখন কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। যাইহোক, লম্বার্ডের দিকে ফিরে ব্লোর বলেন, ' প্রাসাদে আমি এখন একাই থাকবো। দেখবেন, পিস্তলের মুখটা যেন আমার দিকে ঘুরিয়ে দেবেন না। আপনার কাছে পিস্তলটা এখনো আছে। বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না।'

তারপর এক মুহূর্তও আর দাঁড়ালেন না তিনি সেখানে। তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে মুখ খাবাপ করলো লম্বার্ড, 'একেবারে জানোয়ার! ক্ষিদে সহ্য করতে পারে না। পেটের টানে চললো এখন প্রাসাদে।'

চিন্তায় পড়লো ভেরা, 'উনি একা গেলেন, কাজটা বোধহয় ভালো করলেন না।'

'ভয় নেই, আর্মস্ট্রিং-এর হাতে কোনো অস্ত্র নেই। আর শক্তিতে ওঁরা দুজনেই সমান। যাইহোক, প্রাসাদে আর্মস্ট্রিং-এর থাকার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। আমি জানি সেখানে নেই সে।'

'কিন্তু অন্য আর কি সমাধান হতে পারে? কাকেই বা সন্দেহ করা যেতে পারে?'

'কেন, ব্রোরকে!'

'ওঃ! আপনি কি সত্যিই তাই মনে করেন?'

'শোনো ভেরা, ব্রোরের কাহিনী তুমি তো শুনেছো। তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, সেটা সত্য কাহিনী হিসাবে যদি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে আর্মস্ট্রং-এর নিরুদ্দেশ হওযার ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। তার কাহিনী আমার কাছে পরিস্কার। কিন্তু সেটা আর্মস্ট্রংকে ঠিক পরিস্কার করতে পারে না। আমরা তার মুখ থেকে শুনেছি, পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল সে, সামনের দরজা দিয়ে একজন লোককে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। সমস্ত ব্যাপারটাই মিথ্যে হতে পারে, সাজানো গল্প হতে পারে। হয়তো কয়েক ঘন্টা আগেই আর্মস্ট্রংকে খতম করে এসেছিল সে নিজেই।'

'কিন্তু কেমন করে?'

'তা আমরা জানি না।' লম্বার্ড তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, 'তবে তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো তাহলে বলবো, একমাত্র বিপজ্জনক ব্যক্তি হলো ব্রোর। লোকটার সম্পর্কে আমরা কতোটুকুই বা জানি। সে তো নিজেই একজন পুলিশম্যান হিসাবে পরিচয় দিয়েছে। এ-সব বানানো গল্প, হয়তো সে একজন উন্মাদ, জেদী ব্যবসায়ী, কিংবা সে রকম কিছু। যে কোনো অপরাধমূলক কাজ সে অনায়াসে করতে পারে। আর একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, এ ধরণের অপরাধ যে কোনো লোকের সঙ্গে করতে পারে সে।'

ফ্যাকাসে সাদা হয়ে গেলো ভেরার মুখ। এক নিঃশ্বাসে বললো সে, 'ধরুন, যদি সে তার নাগালের মধ্যে আমাদের পায়?'

'তার থেকে আমি অনেক বেশী সতর্ক,' পকেটে রাখা রিভলবারের ওপর চাপড় মেরে কেমন কৌতূহলী চোখ নিয়ে ভেরার দিকে তাকালো লম্বার্ড। নরম গলায় বললো, 'আমার ওপর তোমার বিশ্বাস আছে, আছে না ভেরা? তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো, আমি তোমাকে গুলি করবো না।'

উত্তরে ভেরা বলে, 'একজন না একজন কাউকে বিশ্বাস তো করতেই হবে. সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনে হয় ব্রোর সম্পর্কে আপনি ভুল করছেন। এখনো আমি মনে করি, আর্মস্ট্রং—' হঠাৎ তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো ভেরা, 'আপনার কি মনে হয় না, একজন, হ্যাঁ, কেউ একজন সব সময় আমাদের উপর নজর রাখছে, খতম করার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করছে?'

'ওটা তোমার নার্ভাসের লক্ষন।'

'তাহলে আপনি সেটা অনুভব করেছেন?' অনেক আগ্রহ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ভেরার গলা কেঁপে ওঠে। ঝুঁকে পড়ে লম্বার্ডের পাশে একটু ঘন হয়ে দাঁড়ালো ভেরা। 'বলুন, আপনি তা মনে করেন না? একবার আমি একটা গল্প পড়ি —দুই বিচারক একদিন আমেরিকায় ছোট্ট একটা শহরে এলো সুপ্রিম কোর্ট থেকে। তাদের বিচার হলো, একেবারে ন্যায্য বিচার যাকে বলে। কারণ তাদের সেই বিচারক তো এ জগতের ছিলেন না, তিনি ছিলেন......'

ভ্রু তুলে বললো লম্বার্ড, 'তার মানে তুমি বলতে চাইছো, বিচারক নেমে এসেছিলেন স্বর্গ থেকে, এঃ? না, না, ও সব আধ্যাত্মিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতায় আমি বিশ্বাসী নই। এ সব কাজ মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।'

নিচু গলায় বললো ভেরা, 'জানেন, এক এক সময় আমিও ঠিক নিশ্চিত হতে পারি না,

মনে হয়.....'

তার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে তার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বললো লম্বার্ড, 'সেটা বিবেকের দংশন......' কিছুক্ষণ নীরব থেকে শান্ত গলায় আবার বললো, 'তার মানে আসলে তুমি সত্যিই ডুবিয়ে মেরেছিলে ছেলেটিকে?'

'না, না আমি তাকে হত্যা করিনি, আমি তাকে মারতে চাইনি।' জোর দিয়ে বললো ভেরা, 'আমার এ-কথা বলার কোনো অধিকার নেই।'

লম্বার্ডের ঠোঁটে একটা সহজ সরল হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'হ্যাঁ, তুমি ঠিক তাই করেছিলে সোনামণি! তবে তার কারণ আমি জানি না। আর কল্পনাও করতে পারি না। তবে সম্ভবত এর মধ্যে একজন পুরুষ থেকে থাকবে। কে, কে সে?'

হঠাৎ একটা পরিবর্তন অনুভূত হলো ভেরার মধ্যে, তার সারা মুখে ছেয়ে গেলো একটা চিন্তার ছায়া। ম্লান, বিষণ্ণ গলায় বললো সে, 'হ্যাঁ, তার মধ্যে একজন পুরুষ ছিলো ....'

'ধন্যবাদ', নরম গলায় বললো লম্বার্ড, 'হ্যাঁ, এই কথাটাই আমি জানতে চেয়েছিলাম।'

এই সময় হঠাৎ ভেরা উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু চিৎকার করে বলে উঠলো, 'এ কি? ভূমিকম্প নাকি?'

'না, না, ভূমিকম্প-টম্প নয়,' উত্তরে বললো লম্বার্ড, 'শব্দটা মনে হলো প্রাসাদের দিক থেকেই এলো। আমি ভাবলাম—আচ্ছা তুমি কোনো কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছো? আমি কিন্তু শুনেছি।'

প্রাসাদের দিকে তাকালো তারা। হ্যাঁ, ঐ প্রাসাদ থেকেই কান্নার আওয়াজটা যেন ভেসে এলো। 'চলো, প্রাসাদের দিকে যাওয়া যাক।'

'না, না, আমি যাচ্ছি না।'

'তাহলে তুমি থাকো, আমি চললাম।'

ভেরা তখন মরিয়া হয়ে বললো, 'ঠিক আছে, আমি আপনার সঙ্গে যাবো।'

প্রাসাদের যাওয়ার ঢালু পথ দিয়ে এগিয়ে চললো তারা। প্রাসাদের সামনের উঠোনটা দূর থেকে বেশ শান্ত বলেই মনে হলো, দুপুরের রোদের আলো ঝলমল করছিল সেখানে। এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একটু ইতস্তত করলো তারা। তারপর প্রাসাদে প্রবেশ না করে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো।

আর তখনি তারা দেখতে পেলো ব্লোরকে। উঠানের পূব দিকে হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে আছে সে, একটা ভারি সাদা মারবেল পাথরের আঘাতে থেঁতলে গেছে তার মাথাটা।

মাথা তুলে ওপরের দিকে তাকালো লম্বার্ড। তারপর খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে, 'আমার ঠিক মাথার ওপরে ঘরটা কার বলো তো?'

'আমার,' নিচু গলায় বললো ভেরা, 'ঘরের তাকে রাখা ঐ পাথরটা ঘড়ির খাপ .. ....হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে, সেটা দেখতে কতকটা ভাল্লুকের মতো ছিলো।'

ফিলিপস লম্বার্ড তার কাঁধ ঝাঁকালো। 'এখন বোঝা যাচ্ছে, ঐ প্রাসাদেই কোথাও লুকিয়ে আছে আর্মস্ট্রং। আমি চললাম তাকে খুঁজতে।'

কিন্তু তাকে জড়িয়ে ধরলো ভেরা। প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো সে। 'বোকামি করো না।'

তার কথায় অন্তরঙ্গতার সুর, 'এখন আমাদের পালা। এর পর আমরা! আমরা তাকে খুঁজি, এটাই তো সে চায়। সে এখন মুহূর্ত গুণছে আমাদের জন্য। আমাদের খতম করতে পারলেই তার সব হিসেব শেষ।'

থমকে দাঁড়ালো ফিলিপ। কি ভেবে বললো সে, 'এর মধ্যে কিছু একটা রহস্য অবশ্যই আছে।'

'সে যাইহোক,' ভেরা বলে, 'আমার অনুমান যে ঠিক, এখন তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।'

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। 'হ্যাঁ, তোমারিই জয়। হ্যাঁ, এ সব কাজ আর্মস্ট্রং-এরই। কিন্তু সেই শয়তানটা কোথায়ই-বা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে? আমরা তাকে চিরুণী খোঁজার মতো খুঁজেছি।'

'সে নিশ্চয়ই আগে থেকেই একটা গোপন আস্তানা ঠিক করে রেখেছিলো।'

'পুরনো প্রাসাদ হলে তবু কথা ছিলো।'

'তবু তারই মধ্যে সে তার লুকোবার জায়গা ঠিক করে নিয়ে থাকবে।'

'বেশ তো,' লম্বার্ড বলে, 'সেই জায়গাটা আমি দেখতে চাই।'

মৃদু চিৎকার করে উঠলো ভেরা, 'হ্যাঁ, তা তো তুমি দেখবেই! আর কথাটা সে-ও জানে বৈকি! সেখানে সে অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।'

পকেট থেকে রিভলবারটা অর্ধেক বার করে লম্বার্ড বলে, 'জানো, এটা এখনো আমার সঙ্গে আছে।'

'আর্মস্ট্রং-এর থেকে ব্লোর অনেক বেশী শক্তি ধরে, তুমিই তো বলেছিলে। দৈহিক শক্তি অবশ্যই ব্লোর-এর ছিলো, অন্তত তাকে দেখে সেই রকমই তো মনে হতো। কিন্তু কেন বুঝতে চাইছো না, আসলে আর্মস্ট্রং উন্মাদ, একটা বদ্ধ পাগল। আর জানো তো পাগলরা সব সময় সুস্থ মানুষের থেকে বেশী শক্তিধর, সেটাই তাদের বাড়তি সুবিধে।'

রিভলবারটা পকেটে আবার চালান করে দিয়ে লম্বার্ড বলে, 'তাহলে চলো।'

অবশেষে বললো লম্বার্ড, 'রাত নামলে আমরা কি করবো ভেবেছো কিছু?'

উত্তর দেয় না ভেরা। লম্বার্ড নিজের থেকেই আবার জিজ্ঞেস করলো, 'সে কথা ভাবোনি তুমি?'

অসহায়ার মতো বললো ভেরা, 'কিই বা করতে পারি আমরা? হে ঈশ্বর, ভীষণ ভয় করছে আমার?'

বেশ চিন্তা-ভাবনা করেই বললো লম্বার্ড, 'চমৎকার আবহাওয়া। চাঁদ উঠবে। পাহাড়ের চূড়ায় একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজে নিতে হবে। সেখানে বসে রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে। কেউ যদি আমাদের দিকে এগিয়ে আসে, আমি তাতে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবো।'

থামলো সে। তারপর ভেরার দিকে ভালো করে তাকাতে গিয়ে বললো সে, 'ইস্, তোমার অমন হাল্কা পোষাকে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে ভেরা?'

ভেরার ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। 'ঠাণ্ডা? মরে গেলে তো আরো বেশী ঠাণ্ডা হয়ে যাবে আমার শরীরটা।'

'হ্যাঁ, সে কথা সত্যি ...' শান্ত গলায় বললো লম্বার্ড। অস্থির ভাবে নড়েচড়ে উঠলো ভেরা। 'এখানে আর বেশীক্ষণ বসে থাকলে সত্যি সত্যি আমি পাগল হয়ে যাবো। চলো এবার

এগিয়ে যাওয়া যাক।'

'ঠিক আছে, চলো।'

সমুদ্রের ধার দিয়ে উঁচু-নিচু পথ ধরে পাশাপাশি হেঁটে চললো তারা। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য তখন ঢলে পড়তে শুরু করেছে। অপরাহ্নের সোনালী রোদটা কেমন যেন ম্লান বিষণ্ণ বলে মনে হলো।

হঠাৎ সমুদ্রের ঢেউগুলো গুণতে গিয়ে আক্ষেপ করে ভেরা বললো, 'দুঃখের কথা, সমুদ্রে স্নান করতে পারলাম না আমরা।'

ফিলিপ তখন সমুদ্রের ধারে গভীর মনোযোগ সহকারে কি যেন নিরীক্ষণ করছিলো। হঠাৎ দ্রুত বলে উঠলো সে, 'ওখানে ওটা কি দ্যাখো তো? ঐ যে ঐ বড় পাথরটার কাছে?'

স্থির চোখে সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলো ভেরা, 'কার যেন পোষাক বলে মনে হচ্ছে!'

'স্নানার্থী?' হাসলো লম্বার্ড। 'মনে হয় সমুদ্রের কোনো জঞ্জাল টঞ্জাল কিছু হবে।'

'চলো, দেখাই যাক না জিনিষটা কি।'

কাছে যেতেই বলে উঠলো লম্বার্ড, 'তোমার অনুমানই ঠিক, ওগুলো কারোর পোষাকই বটে। আবার দেখছি, একজোড়া বুট জুতোও পড়ে রয়েছে। চলো, আর একটু তলিয়ে দেখা যাক।'

সেই পাথরটার দিকে এগিয়ে চললো তারা। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললো ভেরা, 'আরে এ তো শুধু পোষাক নয়, পোষাকের আবরণে এ-তো একজন মানুষ..'

পাশাপাশি দু'টি পাথরের মধ্যে পড়েছিলো লোকটা, ঢেউ-এর ধাক্কায় ভাসতে ভাসতে লোকটা বোধহয় ঐ পাথর দু'টির মাঝখানে আটকা পড়ে গিয়ে থাকবে।

একসময় সেখানে গিয়ে হাজির হলো লম্বার্ড এবং ভেরা। হাঁটু মুড়ে ঝুঁকে পড়লো তারা। মুখে তার এক বিন্দু রক্তও ছিলো না, ফ্যাকাশে বিবর্ণ, জলে ডোবা মুখ, ফুলে ঢোল। আর্ত চিৎকার করে উঠলো লম্বার্ড। 'হায় ঈশ্বর! এ যে দেখছি আর্মস্ট্রং .....'

❑ ষোল ❑

হঠাৎ সময়টা যেন থমকে দাঁড়ালো। .... স্তব্ধ মহাজাগতিক, সব কিছু যেন নিস্তব্ধ. সময়ের চাকাটাও আর ঘুরছে না ..... স্থির, অচঞ্চল.... .... যেন হাজার হাজার বছরের পথ চলার ক্লান্তিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পথের ধূলোয়।

না, সেটা কেবল মাত্র একটা মিনিট কিংবা সেরকম কিছু ....

হাসি হাসি মুখ লম্বার্ডের। বললো সে, 'তাহলে শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ালো, তাই না ভেরা?'

উত্তর ভেরা বললো, 'এই দ্বীপে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ রইলো না.......... ...।'

ফিস্‌ফিসিয়ে বললো যেন সে, তার বেশী কিছু নয়।

'বলাবাহুল্য।' বললো লম্বার্ড, 'অতএব আমরা এখন জেনে গেছি, আমরা এখন কোথায়, তাই নয় কি?'

'তা সেই শ্বেতপাথরের ভল্লুকের কায়দাটা কি ভাবে কাজে লাগালে?'

'প্রিয়তমা, কায়দাটা অতি সহজ—আর অত্যন্ত ভালোও বটে.......'

তাদের চার চোখের মিলন হলো আবার।

নিজের মনে ভাবলো ভেরা ; 'আগে কেন আমি তার মুখটা ঠিক মতো চিনতে পারিনি? একটা নেকড়ে —হ্যাঁ, উপমাটা ঠিক তাই—একটা নেকড়ের মুখ ....তার সেই ভয়ঙ্কর দাঁতগুলো........'

মুখ খুললো লম্বার্ড, কর্কশ তার কণ্ঠস্বর, বুঝি-বা বিপজ্জনকও বটে তবে অর্থপূর্ণ।

'এখানেই সব শেষ, বুঝলে। আমরা এখন সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। আর এখানেই শেষ.........'

'হ্যাঁ, আমিও তা বুঝেছি,' শান্ত ভাবে বললো ভেরা।

তারপর স্থির চোখে সমুদ্রের দিকে তাকালো সে। জেনারেল ম্যাকআর্থারও স্থির চোখে তাকিয়েছিলো সমুদ্রের দিকে। কখন? কেবল গতকালই?

কিংবা তার আগের দিন? সেও বলেছিলো, 'এখানেই সব শেষ .....।'

কিন্তু ভেরার কাছে সেই কথাগুলো, সেই ভাবনাগুলো—বিদ্রোহ জাগালো তার মনে। না, এ কখনোই শেষ হতে পারে না।

নিচে সেই মৃত লোকটির দিকে তাকালো ভেরা। বললো সে, 'বেচারা ডঃ আর্মস্ট্রং......'

খিঁচিয়ে উঠে বললো লম্বার্ড, 'এ সব কি? মেয়েলী-দরদ?'

পাল্টা প্রশ্ন করলো ভেরা, 'কেন হবে না? তোমার কোনো দয়া-মায়া নেই?'

উত্তরে বললো লম্বার্ড, 'তোমার জন্য আমার কোনো দয়া হয় না। আশাও করো না তুমি!'

মৃতদেহটার দিকে আবার তাকালো ভেরা, 'ওর দেহটা জল থেকে আমাদের সরিয়ে দিতেই হবে। এসো, দুজনে আমরা ধরাধরি করে প্রাসাদ পর্যন্ত নিয়ে যাই।'

'কি দরকার? যেখানে আছে, নিশ্চিন্তে তাকে থাকতে দাও সেখানে।'

'যে ভাবেই হোক, তাকে তুলতেই হবে সমুদ্র থেকে।'

হাসলো লম্বার্ড। 'ঠিক আছে, তুমি যা মনে করো—'

নিচু হয়ে আর্মস্ট্রং-এর মৃতদেহে হাত দিলো সে। তাকে সাহায্য করার জন্য তার গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়লো ভেরা। ভেরা তার সর্বশক্তি দিয়ে মৃতদেহটা তুলে ধরতে সাহায্য করলো লম্বার্ডকে।

জল থেকে ওপরে উঠতেই হিমসিম খেয়ে গেলো লম্বার্ড। 'কাজটা খুব সহজ নয়।'

যাইহোক, জল থেকে সমুদ্রতীরে মৃতদেহটা তুললো তারা কোনো রকমে। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভেরার দিকে তাকালো সে। 'তুমি এখন সন্তুষ্ট তো?'

'হ্যাঁ, যথেষ্ট,' বললো ভেরা।

ভেরার কথা বলার ধরণটা তাকে সতর্ক করে দিলো। ঘুরে দাঁড়ালো সে। এমন কি সে তার পকেটে হাত ঢোকাতেই টের পেয়ে গেলো, পকেট ফাঁকা, রিভলবার উধাও।

ভেরা তখন তার কাছ থেকে এক কিংবা দু'গজ দূরে সরে গিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলো, হাতে রিভলবার।

'ও, এই জন্যই কি তোমার সেই মেয়েলী দরদ উথলে পড়ছিলো! আমার পকেট মারার জন্য'।

মাথা নাড়লো ভেরা। শক্ত হাতে রিভলবারটা চেপে ধরলো সে। ফিলিপ লম্বার্ডের শিয়রে

মৃত্যু। এর আগে কখনো এতো কাছে আসেনি মৃত্যু। আর এখনো পর্যন্ত হারও হয়নি তার।

হুকুম করার ভঙ্গিতে বললো লম্বার্ড, 'রিভলবারটা আমাকে ফেরত দাও। বলছি ফেরত দাও—'

হাসলো ভেরা, তাচ্ছিল্যের হাসি।

'এসো,' আবার বললো লম্বার্ড, 'কাছে এসে রিভলবারটা আমার হাতে তুলে দাও বলছি!'

ভেবাকে চুপ করে থাকতে দেখে তৎপর হলো লম্বার্ড, তার মস্তিষ্ক দ্রুত কাজ করে চলে। কথায় তাকে ভোলানো আব যাবে না। এখন কাজ, শুধু কাজ। কোন্ পথে, কি ভাবে এখন তার ভাবনা সেটাই। সারাটা জীবন ঝুঁকি নিয়ে এসেছে সে, সেই ঝুঁকিই নিলো সে এখানে।

শেষবাবের মতো চেষ্টা কবলো সে, ধীরে ধীবে শান্ত সংযত গলায় তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা কবলো, 'শোনো খুকী, মন দিয়ে আমার কথা শোনো—' এবং তারপর হঠাৎই লাফ দিয়ে উঠলো সে, কালোচিতার মতো, যেমন করে হিংস্র পশু ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শিকারের ওপর।

আর তখনি রিভলবারের ট্রিগারটা টিপে ধরলো ভেরা যন্ত্রচালিতের মতো......।

নিশ্চল মূর্তির মতো লম্বার্ডের দেহটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর ভারি জিনিষ পতনের মতো তার দেহটা পড়ে গেলো মাটির ওপর।

অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলো ভেরা, হাতে তখনো তার সেই রিভলবারটা, সাবধানের মার নেই। কিন্তু অতো সাবধান হওয়াব প্রয়োজন ছিলো না।

ফিলিপ লম্বার্ড তখন মৃত। গুলিটা গিযে বিদ্ধ হয়েছিলো তার ঠিক হৃৎপিণ্ডে।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো ভেরা—এখন সে মুক্ত, স্বস্তি পেতে পারে, এখন মৃত্যু তাড়া করে ফিরবে না। অবশেষে সব ভয় কেটে গেলো।

আর ভয় নেই—তাব নার্ভ ফেল করার কোনো কারণ আর রইলো না।. ......

দ্বীপে সে এখন একা, নিঃসঙ্গ। আব সঙ্গে আছে নয়টি মৃতদেহ। কিন্তু তাতেই বা কি এসে যায়? সে তো বেঁচে আছে.......

বসলো সেখানে সে— অত্যন্ত সুখে —অপাব শান্তি বিরাজ করছে এখন তার সামনে.........কোনো ভয় নেই আর..............

সূর্য তখন অস্ত যেতে শুরু করেছে, লাল আভায় রাঙ্গায়িত পশ্চিম দিগন্ত। ভেরা তখন চলতে শুরু করলো। একটু আগের সেই ঘটনার আকস্মিকতায় চলার শক্তিটুকু যেন হারিয়ে ফেলেছিলো সে। তবে এখন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত, নিজের নিরাপত্তা নিজে অর্জন করার আনন্দে বুঝি বা উজ্জীবিত।

এখন তার মনে হলো, খুব ক্ষুধার্ত, ঘুমও পাচ্ছে। সে এখন চায়, প্রাসাদে ফিরে গিয়ে ক্লান্ত শরীরটাকে তার বিছানায় এলিয়ে দেয়, তারপর শুধু ঘুম আর ঘুম..........।

সম্ভবত আগামীকাল তারা আসবে এবং তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এখানে থাকার জন্য তার কোনো চিন্তা নেই। এখন তার আর এই নিঃসঙ্গতা খারাপ লাগছে না। ওঃ এই নিবিড় একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতার মধ্যেই শান্তির পরশ অনুভব করতে পারছে। এটাই বোধহয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ, একান্ত কাম্য ছিলো তাঁর।

চলতে চলতে এক সময়ে প্রাসাদের সামনে এসে ভালো করে তাকালো। এখানে এখন আর

কোনো ভয় নেই, মৃত্যুর আশঙ্কা নেই। কোনো আততায়ী তার জন্য ওঁৎ পেতে বসে নেই এখানে। এখন নির্ভয়ে প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারে সে। অথচ একটু আগেও দিবালোকে এই প্রাসাদের দিকে ভালো করে তাকাতে পারেনি এক অজানা আশঙ্কায়, অজানা ভয়ে।

ভয়—ভয় জিনিসটা কেমন যেন অদ্ভুত! . .

যাইহোক, ভয়ের পর্ব এখন শেষ। ভয়টাকে সে জয় করেছে, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে তার থেকে দ্বিগুণ শক্তিধর একজন পুরুষকে ঘায়েল যে সে করতে পেরেছে, এ জয়ের আনন্দ এখন তার কাছে সব চেয়ে বেশী বলে মনে হলো।

প্রাসাদের ভেতরে এগিয়ে চললো সে। অস্তগামী পাকা টমাটোর মতো লাল সূর্যটা তখন পশ্চিমের আকাশটাকে লাল ও কমলা রঙে রাঙিয়ে তুলেছিলো। তার মধ্যে একটা সুন্দর শান্তির স্পর্শ অনুভব করলো সে।

'সমস্ত জিনিষটাই হয়তো একটা স্বপ্ন,' ভাবলো ভেরা।

ক্লান্ত, ভয়ঙ্কর ক্লান্ত সে এখন। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রচন্ড ব্যথা, যন্ত্রণা, চোখের পাতাগুলো বুজে আসছে। এখন আর ভয়ের কোনো চিন্তা নেই, নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে সে।

নিজের মনে হাসলো সে। প্রাসাদের মধ্যেও যেন একটা অদ্ভুত শান্তি বিরাজ করছিলো।

'সাধারণত', ভাবলো ভেরা, 'যেখানে প্রতিটি ঘরে মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, প্রাসাদে সে ছাড়া অন্য কোনো জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব নেই, সেখানে কেউ ঘুমোতে চায় না, যদি মৃত্যু এসে বলে, এবার তোমার পালা........ .'

রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো সে। টেবিলের মাঝখানে তখনো তিনটি পুতুল পড়েছিলো। হাসলো সে। নিজের মনেই বললো সে, 'মহাকালের সময় থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছো তোমরা।'

টেবিলের ওপর থেকে দু'টি পুতুল তুলে নিয়ে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলো সে। উঠানের পাথরের মেঝের ওপর শব্দ হতে শুনলো।

'আমার সঙ্গে তোমরা আসতে পারো। প্রিয়, আমরা জিতে গেছি! আমরা জয়ী!' বিড়বিড় করে নিজের মনে বললো সে।

দিনের আলো নিভে আসছে, একটা আবছায়া অন্ধকারে ডুবেছিলো ঘরটা।

ভেরা, খুদে নিগারটা তার হাতে তালি দিলো, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলো সে ধীরে ধীরে, কারণ হঠাৎ তার পা দুটো ভীষণ ক্লান্ত বলে মনে হলো।

'একটা খুদে নিগার ছেলে একা থেকে গিয়েছিলো।' কি করে শেষ হলো সেটা? ওহো, হ্যাঁ। 'বিয়ে করে সে, আর তারপর কেউ আর সেখানে ছিলো না...... .'

বিবাহিত ..... মজার ব্যাপার, আশ্চর্য, হুগো যে সেই প্রাসাদে ছিলো, এ অনুভূতি কি করেই বা তার হলো.... ....?

অত্যন্ত বলিষ্ঠ তার সেই অনুভূতিটা। হ্যাঁ, ওপরতলায় তার জন্য অপেক্ষা করছে হুগো। নিজেই নিজেকে বললো ভেরা, 'বোকামো করো না। তুমি এখন এমনি এতোই ক্লান্ত যে, যতো সব উদ্ভট চিন্তা এখন তোমার মনে জাগছে। এ সবই তোমার কল্পনা, এতটুকু মিল নেই বাস্তবের সঙ্গে।'

ধীরে ধীরে উপরে উঠে চলে সে। সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে উঠে আসার পর তার হাত

থেকে কি যেন একটা পড়ে গেলো। রিভলবারটা যে তার হাত থেকে পড়ে গেলে, নজরেই পড়লো না তার। তার লক্ষ্য এখন কেবল তার হাতের পুতুলটা, সেটাই এখন তার একমাত্র সঙ্গী, তার একাকীত্ব ঘোচানোর প্রতিকী।

প্রাসাদটা কি ভীষণ শান্ত! তবু, একেবারে ফাঁকা প্রাসাদ বলেও মনে হলো না........।

উপরতলায় তার জন্য অপেক্ষা করছে হুগো......

'একটা ছোট্ট, কালোমানিক এখনো অবশিষ্ট।' সেই কবিতার শেষ লাইনটা কি যেন ছিলো? বিবাহিত হওয়া কিংবা সেই রকম কিছু একটার ব্যাপারে, তাই কি?'

অবশেষে তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। ঘরের ভেতরে তার জন্য হুগো যে অপেক্ষা করছে, এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত সে। দরজা খুললো সে। হাঁপাচ্ছে সে, বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো ভেবা.........

ওটা কি — ঘবেব ছাদ থেকে কি যেন ওটা ঝুলছে? দড়ির শেষ প্রান্তে একটা ফাঁস আগে থেকেই তৈরী? এবং নিচে একটা চেয়ার, উঠে দাঁড়াবার জন্য। চেয়ারটা লাথি মেরে সরিয়ে দেওয়া যাক।...... আর সেটাই তো চেয়েছিলো হুগো...... হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে সেটাই তো কবিতার শেষ তিনটি লাইন......

'শেষ কালোমাণিক, শেষ প্রাণের কোনা,
মনের দুঃখে দিলো গলায় দড়ি,
বাকী বইলো না আর কেউ.........।'

আব ঠিক সেই মুহূর্তে তার হাত থেকে পড়ে গেলো পুতুলটা। মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে ভেঙ্গে টুকরো টুকবো হয়ে গেলো। যন্ত্রচালিতের মতো সামনের দিকে এগিয়ে চললো ভেরা। এখানেই শেষ ঠান্ডা, ভিজে হাতটা (অবশ্যই সিরিলের) তার কণ্ঠনালী স্পর্শ কবলো।

'তুমি এখন ঐ পাহাড়টার কাছে যেতে পারো সিরিল।......'

এইভাবেই খুনটা সংগঠিত হয়েছিলো, কতোই না সহজ ছিলো সেই খুন। কিন্তু তারপব থেকেই স্মরণ কবতে চেষ্টা করলো সেদিনের সেই ঘটনাটা.....

আর নয়! সামনেই মৃত্যুর হাতছানি...

বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ালো সে। ঘুমের ঘোরে হাঁটার মতো আধবোজা চোখে ছাদের দিকে তাকালো সে। ....আশ্চর্য, তার হাত একটুও কাঁপালো না দড়ির ফাঁসটা নিজের গলায় পরিয়ে দিতে গিয়ে।

ঐ তো হুগো ওখানে দাঁড়িয়ে দেখলো, সে কি করলো, তাকে কি করতে হলো।

তারপর লাথি মেরে সে তার পায়ের তলা থেকে চেয়ারটা সরিয়ে দিলো ....

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার স্যার টমাস লেগ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'সমস্ত ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য।'

'জানি স্যার,' শ্রদ্ধার সঙ্গে বললো ইন্সপেক্টর মেইন।

অ্যাসিট্যান্ট কমিশনার বলে চলেন, 'একটা দ্বীপে দশ দশটা মানুষ মারা গেলো, আর একজনও কেউ জীবিত রইলো না, আমার মাথায় কিছুই আসছে না।'

'অবিশ্বাস্য হলে,' জোর দিয়ে বললো ইন্সপেক্টর মেইন, 'এটাই ঘটনা স্যার।'

'ও সব কথা রাখো,' তেমনি উত্তেজিত হয়ে বললেন স্যার টমাস, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই তাদের খুন করেছে।'

'সেটাই তো আমাদের সমস্যা স্যার।'

'ডাক্তারের রিপোর্ট থেকে কোনো হদিশ পাওনি?'

'না স্যার। ওয়ারগ্রেভ আর লম্বার্ড গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। মিস ব্রেন্ট ও মার্স্টন মারা গেছে সায়নাইডের তীব্র বিষক্রিয়ায়। আর মিসেস রজার্স মারা গেছে অতিরিক্ত ঘুমের পিল খেয়ে। রজার্সের মাথাটা তার ধর থেকে বিচ্ছিন্ন। ব্লোরের মাথাটা কোনো ভারী জিনিষের আঘাতে থেঁতলে গেছে। জলে ডুবে মারা গেছে আর্মস্ট্রং। পিছন থেকে কোনো ভারী জিনিষের আঘাতে ম্যাকআর্থারের মাথার খুলি ভেঙ্গে যায়, আর তাতেই তার মৃত্যু হয়। আর সব শেষে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে থাকবে ভেরা ক্লেথর্ন।'

'যতো সব নোংরা ব্যাপার।' মিনিট দুই চুপ করে থেকে উত্তেজিত স্বরে আবার বলে উঠলেন অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার, 'তার মানে তুমি বলতে চাও, স্টিকলহ্যাভেনের লোকজনদের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পাওনি তুমি? খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, তারা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু না জানে।'

'সাধারণ মানুষ তারা, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে ইন্সপেক্টর মেইন, 'সমুদ্রে বেড়াতে ভালোবাসে। তারা শুধু জানে, ওয়েন নামে একজন লোক ঐ দ্বীপটা কিনেছিলো, এর বেশী কিছু নয়।'

'তা ঐ দ্বীপটা কে দেখাশোনা করে, আর কেই বা এ সব ব্যবস্থা করে থাকে?'

'মরিস, আইজ্যাক মরিস নামে একজন লোক।'

'এ ব্যাপারে তার কি অভিমত?'

'কিছুই সে বলতে পারবে না স্যার, কারণ সে এখন মৃত।'

ভ্রূ কুচকে উঠলো অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনারের। 'এই মরিস লোকটা সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?'

'হ্যাঁ স্যার, তাকে আমরা জানি। খুব একটা ভদ্র নয় সে। বছর তিনেক আগে সেই বেনিটোজের শেয়ার কেলেঙ্কারীর ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সে, আমরা নিশ্চিত জানতাম, সে জড়িত ছিলো, কিন্তু আমরা সেটা প্রমাণ করতে পারিনি। তারপর ডোপের কারবারে মিশে যায় সে। সেক্ষেত্রেও তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ আমরা খাড়া করতে পারিনি। জানেন স্যার, মরিস খুবই সাবধানী লোক।'

'আর এখানেও এই দ্বীপ সংক্রান্ত ব্যাপারেও মরিস জড়িত ছিলো?'

'হ্যাঁ স্যার, এই দ্বীপটা বিক্রীর সঙ্গেও সেও জড়িত, যদিও তৃতীয় পক্ষের হয়ে নিগার দ্বীপটা সে কিনছে, সেটা পরিষ্কার করে দিলেও ক্রেতার নাম সে প্রকাশ করেনি।'

'আর্থিক দিক থেকে সে কতো বেশী বলীয়ান, সেটা আগে জানতে হবে, বুঝলে?'

হাসলো ইন্সপেক্টর মেইন। 'আপনি মরিসকে চেনেন না স্যার। দেশের সব থেকে ভালো একজন চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ডকে দিয়ে তার হিসাবের খাতাপত্র পরীক্ষা না করে দেখলে তার আর্থিক অবস্থাটা সঠিক জানা যাবে না। বেনিটোজ কারবারের তদন্ত করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, তার কর্মচারীরা তাদের মালিকের মতোই চতুরও ধূরন্ধর।'

ইন্সপেক্টর মেইন বলে চলে, 'স্টিকলহ্যাভেনের সব ব্যবস্থাই করে এই মরিস লোকটা। সেখানকার লোকদের সে বোঝায়, মিঃ ওয়েনের প্রতিনিধিত্ব করছে সে। আর এই লোকটাই তাদের বলে, এই নির্জন দ্বীপে মানুষ বসবাসের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে যাচ্ছে তারা এক

সপ্তাহের জন্য। আর সে তাদের এও বলে, সেখান থেকে কোনো সাহায্যের আবেদন এলে তারা যেন নজর না দেয়।'

অস্বস্তিবোধ করলেন স্যার টমাস লেগ, 'তার মানে তুমি বলতে চাইছো সেই সব লোকগুলো তার ঐ ধরণের কথায় একটুও সন্দেহ প্রকাশ করেনি? তার সব কথা তার এক কথায় বিশ্বাস করে নিলো?'

'ভুলে যাচ্ছেন স্যার, আগে এই নিগার দ্বীপের মালিক ছিলেন একজন আমেরিকান যুবক-এলমার রোবসন। সেখানে তিনি প্রায়ই একটা না একটা পার্টি দিতেন। সেই সব পার্টি দেখতে দেখতে তাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিলো। তাই তারা ধরে নিয়েছিলো, বিত্তবানের ব্যাপারে তাদের মাথা না ঘামানোই উচিৎ। আর এই কারণেই বোধহয় মরিসের সেই উপদেশ শুনে কোনো সন্দেহ জাগেনি তাদের মনে। এদিকটার কথাও আপনাকে ভেবে দেখতে হবে স্যার।'

তার যুক্তিটা মেনে নিলেন অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার।

মেইন আরো বলে, 'ফ্রেড নারাকট তার লঞ্চে করে এই দশজন লোককে সেই দ্বীপে পৌছে দিয়ে যান। সেই নারাকট একটা অদ্ভুত কথা শুনিয়েছে। সে বলেছে, সেই লোকগুলোকে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো সে। মিঃ রোবসনের পার্টির লোকদের মতো ঠিক নয়। লোকগুলো কেমন সরল ও সাধারণ মানুষের মতো, মনে হয়েছিলো তার, সেই সঙ্গে একটা চিন্তাও জেগেছিলো তার মনে। আর বোধহয় সেই কারণেই বোধহয় এস. ও. এস. সিগনাল পাওয়ার পরেই মরিসের সব উপদেশ উপেক্ষা করে একটুও দেরী না করে সে তার লঞ্চ নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলো নিগার দ্বীপের দিকে।'

'সে আর অন্য লোকেরা কবে সেখানে গিয়েছিলো?'

'এগারো তারিখ সকালে ষ্টিকলহ্যাভেনে একদল স্কাউটের চোখে পড়ে সেই সংকেত। সেইদিন যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না। তাই বারো তারিখের আগে সেই দ্বীপে যাওয়া সম্ভব হযনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রাসাদে যে গ্রামাফোন রেকর্ডটা তুমি পেয়েছিলে, সেটার কি খবর? ওটা থেকে কোনো ক্লু কিংবা সাহায্য পেলে না?'

উত্তরে ইন্সপেক্টর মেইন বলে, 'ওটা নিয়েও আমি মাথা ঘামিয়েছি। সেই রেকর্ডটা যে কোম্পানি সরবরাহ করেছিলো, তারা সিনেমা ও থিয়েটারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তৈরী করে থাকে। রেকর্ডটা আইজ্যাক মরিসের ঠিকানায় মিঃ ইউ.এন. ওয়েনের কাছে পাঠিয়ে দেয় তারা। তাদের বলা হয়েছিলো সখের থিয়েটারে সেই রেকর্ডটা নাকি ব্যবহার করা হবে। টাইপ করা স্ক্রিপ্টটা রেকর্ডের সঙ্গেই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

লেগ জিজ্ঞেস করলেন, 'তা সেই রেকর্ডটার বিষয়বস্তুই বা কি ছিলো?'

'সেই প্রসঙ্গে আমি আসছি স্যার,' গম্ভীর হয়ে বললো ইন্সপেক্টর মেইন। গলা পরিস্কার করে আবার বলতে শুরু করলো সে, 'সমস্ত অভিযোগের ব্যাপারে যতদূর সম্ভব আমি খোঁজখবর নিয়েছি। প্রথমে রজার্স দম্পতিদের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। ওরাই সর্ব প্রথম সেই দ্বীপে এসে পৌছয়। আগে ওরা মিস্ ব্র্যাডির বাড়িতে কাজ করতো। মিস্ ব্র্যাডি হঠাৎ মারা যান। তাঁর চিকিৎসকের কাছ থেকে তেমন কিছুই জানা যায়নি। সে বলে, রজার্স দম্পতি অবশ্যই তাঁকে বিষ খাওয়ায়নি। কিংবা সেরকম কিছু করেনি, কিন্তু তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস হলো, মিস্ ব্র্যাডির

হঠাৎ মৃত্যুটা কেমন যেন একটু গোলমেলে হয়তো তাদের তরফ থেকে অবহেলা করার দরুনই তাঁর অসময়ে মৃত্যু ঘটে। সে আরো বলে, 'তবে এই অভিযোগ প্রমাণ করা অসম্ভব ব্যাপার।'

'এরপর বিচারপতি ওয়ারগ্রেভের প্রসঙ্গে আসা যাক। তিনি ছিলেন বিচারপতি, ঠিক আছে। আর এই বিচারপতিই সিটনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, সিটন ছিলেন প্রকৃত অপরাধী, তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার মধ্যে কোনো ভুল নেই। ফাঁসির পরে অবশ্য সেটা নিয়ে কথা ওঠে, কিন্তু তার আগে সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায়, তার অপরাধ ছিলো সন্দেহাতীত। তখনকার সময়ে দশজন লোকের মধ্যে ন'জনেরই ধারণ ছিলো, সিটন ছিলো নিরপরাধ, এবং বিচারপতির রায়টা ছিলো প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য।'

'ক্লেথর্ন মেয়েটির খোঁজখবর নিতে গিয়ে আমি দেখেছি, সে ছিলো একটি পরিবারের গভর্নেস, আর সেই পরিবারের একজন জলে ডুবে মারা যায়। সেই শিশুটিকে স্নান করাতে নিয়ে যায় সে সমুদ্রে। যাইহোক, এর জন্য তাকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। সত্যি কথা বলতে কি ভালো আচরণই করেছিলো সে শিশুটির সঙ্গে, তাকে উদ্ধার করার জন্য সাঁতার কেটে এগিয়েও গিয়েছিলো সে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য সমুদ্রের ভয়ঙ্কর স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি সে, ভেসে গিয়েছিলো শিশুটি।'

'বলে যাও,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার।

হাঁপিয়ে উঠেছিলো মেইন, বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে সে আবার বলতে শুরু করলো, 'এবার ডঃ আর্মস্ট্রং-এর কথা বলি। বহু পরিচিত লোক তিনি। হারলে স্ট্রীটের চেম্বারে তাঁর ভালো পসার ছিলো। তিনি তাঁর পেশায় কোনো অবৈধ কাজকর্ম যে করেছিলেন, সে রকম কোনো রেকর্ড নেই। তবে এ কথা সত্যি যে, ১৯২৫ সালে লেইথমোর হাসপাতালে ক্লিজ নামে একটি মেয়েকে অপারেশন করেছিলেন তিনি, অপারেশন টেবিলেই মারা যায় সে। হয়তো তাঁর খুব বেশী অভিজ্ঞতা না থাকার দরুণ অপারেশনে তেমন দক্ষ ছিলেন না তিনি প্রথম জীবনে। তবে এর জন্য কখনোই তাঁকে অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত করা যায় না। আর অবশ্যই এই মৃত্যুর পিছনে তাঁর কোনো মোটিভ খুঁজে পাওয়া যায় না।'

'তারপর মিস্ এমিলি ব্রেন্টের প্রসঙ্গে আসা যাক। বেট্রিস টেইলর নামে এক যুবতী কাজ করতো তাঁর বাড়ীতে। গর্ভবতী হয়ে পড়ে মেয়েটি অবৈধ প্রণয়ে। তাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করলেন মিস্ ব্রেণ্ট, সে তখন জলে ডুবে আত্মহত্যা করলো। ব্যাপারটা ভালো না হলেও মেয়েটির মৃত্যুর জন্য কোনো ক্রমেই অভিযুক্ত করা যায় না তাঁকে।'

'ওটা একটা,' বললেন অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার 'দামী কথা বটে, এই.এন.ওয়েন এমন ভাবে কাজ করে থাকেন, আইন তার টিকিও স্পর্শ করতে পারে না।'

মেইন তার তালিকা দেখে পড়তে শুরু করলো ; 'তরুণ মার্স্টন ছিলো বেপরোয়া গাড়ি চালক। দু-দুবার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, আমার মতে তার গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিৎ। তার শাস্তি এ-রকমই হওয়া প্রয়োজন। কেম্ব্রিজের রাস্তায় দুটি বাচ্চা ছেলে-জন কোম্বস্ ও লুসি কোম্বসকে চাপা দেয় সে। তার স্বপক্ষে তার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব সাক্ষ্য দেয় আদালতে, আর তাতেই জরিমানার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায় সে।'

'ওদিকে তদন্ত করে জেনারেল ম্যাকআর্থারের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। চমৎকার তার সার্ভিস রেকর্ড। আর্থার রিচমণ্ড তাঁর অধীনে কাজ করতো, যুদ্ধক্ষেত্রে

মারা যায় সে। জেনারেলের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ছিলো না। সত্যি কথা বলতে কি তারা দুজন অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলো।'

'তা হতে পারে,' বললেন অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার।

'এখন ফিলিপস লম্বার্ডের কথায় আসি। বিদেশে সন্দেহভাজন লোকদের সঙ্গে তার মেলামেশা ছিলো। জেলও খেটেছে বার দুয়েক। ভয়ডর ছিলো না, একটু বেপরোয়া স্বভাবের লোক ছিলো সে। সেই সঙ্গে তার একটু অহঙ্কারও ছিলো। তার পক্ষে খুন-জখম করাটা অস্বাভাবিক নয়।'

'তারপর ব্লোর-এর কথা বলি, 'একটু ইতস্তত: করে মেইন বলে, 'দশজনের একমাত্র সে-ই বাকী থাকে।'

'ব্লোর!' জোর দিয়ে বললেন অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার, 'সেই শয়তানটা না?'

'আপনিও কি তাই মনে করেন স্যার?'

'সব সময়েই আমি তাই মনে করি,' বললেন অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার, 'লোকটা দারুন ধূরন্ধর, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আমার ধারণা, ল্যান্ডরের মামলায় তার কোনো কারচুপি ছিল নিশ্চয়ই। সেই সময় খুব একটা খুশি হতে পারিনি আমি। আবার আমার কিছু করারও ছিলো না। হ্যারিসকে কাজে লাগালাম, কিন্তু সেও কোনো কাজ করতে পারলো না, কিন্তু এখনো আমার বিশ্বাস, তাকে ধরার মতো ঠিক মতো ফাঁদ পাততে পারলে, ও-ভাবে সে আমাদের কলা দেখিয়ে পার পেয়ে যেতে পারতো না। সহজ প্রকৃতির লোক ছিলো না সে।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন স্যার টমাস লেগ, 'তুমি বলছো, আইজ্যাক মরিসও মারা গেছে? তা সে কবে মারা গেলো?'

'ভেবেছিলাম, আপনি নিশ্চয়ই এ-প্রসঙ্গে আসবেন স্যার। হ্যাঁ, ৮ই আগস্ট রাতে মারা যায় সে। অতিরিক্ত ঘুমের পিল খাওয়ার দরুনই তার মৃত্যু ঘটে। তার সেই মৃত্যুটা আত্মহত্যা, নাকি দুর্ঘটনা, ঠিক বোঝা যায় না।'

'আমার কি ধারণা জানো মেইন?'

'সম্ভবত আন্দাজ করতে পারি স্যার।'

'আর যাইহোক,' দারুন উত্তেজিত হয়ে বললেন লেগ, 'মরিসের মৃত্যুতে একজনের খুব সুবিধে হয়েছে।'

মাথা নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললো ইন্সপেক্টর মেইন, 'আমি জানতাম স্যার, আপনি ঠিক এই কথাই বলবেন।'

টেবিলের ওপর ঘুঁষি মেরে অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার বলে উঠলেন উত্তেজিত হয়ে, 'সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য। পাহাড়ে ঘেরা একটা ছোট্ট দ্বীপে দশজন লোক মারা গেলো, অথচ আমরা জানতেও পারলাম না, এর জন্য দায়ী কে, কিংবা কেনই বা হত্যা করা হলো, আর কি ভাবেই বা।'

কেশে গলা পরিস্কার করে বললো মেইন, 'ভালো কথা স্যার, ব্যাপারটা আসলে ঠিক সেই রকম নয়। একজন বিকারগ্রস্ত লোক নিজের হাতে বিচারের ভার তুলে নিলো। আইনের চোখে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এমনি দশজন লোককে সংগ্রহ করে সে —তারা প্রকৃত অপরাধী নাকি নিরপরাধ, তাতে কিছু এসে যায় না—'

স্থির চোখে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললেন লেগ, 'তাই নয় কি? আমারো তাই মনে হয়—'

চুপ করে গেলো মেইন। সম্মান দেখানোর জন্য তামাশা করতে থাকলো সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন লেগ।

'বলে যাও,' বললেন তিনি, 'এক মিনিট, ভাবলাম বুঝি বা কোনো ক্লু পেয়ে গেলাম। হারিয়ে গেলো সেটা, বলো, কি যেন বলছিলে তুমি?'

মেইন আবার বলতে শুরু করলো, 'ধরে নেওয়া যাক, দশজন লোকের বিচার হওয়ার কথা ছিলো। ইউ.এন.ওয়েন তার কাজ শেষ করে যে ভাবেই হোক সেই দ্বীপ থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে থাকবে।'

'এ যে দেখছি চমৎকার ভোজবাজির খেলা। কিন্তু তুমি তো জানো মেইন, এর একটা ব্যাখ্যা থাকা চাই, যুক্তি থাকা চাই।'

'স্যার, আপনি হয়তো ভাবছেন, লোকটা যদি দ্বীপে না গিয়েই থাকে তাহলে তার সেই দ্বীপ থেকে তার উধাও হয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। অথচ সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সেই দ্বীপে আদৌ সে যায়নি। অতএব এর একমাত্র ব্যাখ্যা হলো, খুনী ঐ দশজনের মধ্যেই একজন।'

মাথা নাড়লেন অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার।

আন্তরিক ভাবে বলতে থাকে মেইন —

'হ্যাঁ, সে কথাও আমরা ভেবেছি স্যার।। আমরা এর গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছি। শুরুতেই বলে রাখি, নিগার দ্বীপে ঠিক কি ঘটেছিল, এ ব্যাপারে আমরা একেবারে অন্ধকারে পড়ে নেই। ভেরা ক্লেথর্ন ডায়রী লিখতো এবং এমিলি ব্রেন্টও। বৃদ্ধ ওয়ারগ্রেভ কিছু নোট লিখে যায়—রসক সহীন, আইন মাফিক, রহস্যাত্মক, তবে যথেষ্ট সহজবোধ্য। এবং ব্লোরও কিছু নোট লিখে ছিলো। তবে এই সব ডায়েরী ও নোটের তথ্যগুলোর মধ্যে মোটামুটি ভাবে মিল আছে একটার সঙ্গে একটার। মৃত্যুগুলো হয়েছিল এই ভাবে ;মার্স্টন, মিসেস রজার্স, ম্যাকআর্থার, রজার্স, মিস ব্রেন্ট, ওয়ারগ্রেভ। ভেরা ক্লেথর্নের ডায়েরী থেকে আমরা জানতে পারি, রাতের অন্ধকারে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে যায় আর্মস্ট্রং, তারপর তাকে অনুসরণ করে ব্লোর ও লম্বার্ড তার খোঁজে। ব্লোরের নোটবইতে একটা নোট লেখা ছিলো, স্রেফ দুটি অক্ষরের — 'আর্মস্ট্রং নিরুদ্দেশ।'

'স্যার, এখন সব দিক বিবেচনা করে এর থেকে মনে হয়, এখানে আমরা একটা ভালো সমাধান খুঁজে পেতে পারি। আপনার মনে আছে, জলে ডুবে মারা যায় আর্মস্ট্রং। ধরে নিলাম, আর্মস্ট্রং তখন পাগল হয়ে যায়— হওয়ারই তো কথা, সবাইকে অমন নৃশংস ভাবে খুন করলেও কারোই বা মাথার ঠিক থাকে বলুন। আর আর্মস্ট্রং খুনী হলেও সে-ও তো রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। তাই মাথা ঠিক না থাকার ফলে বিবেকের দংশনে পাহাড়ের চূড়া থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে থাকবে, কিংবা সমুদ্রে সাঁতার কেটে সে তার দেশে পালিয়ে আসতে গিয়ে গভীর জলে তলিয়ে গিয়ে থাকবে, আর তাতেই তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসে থাকবে।'

'সমাধানের সূত্রটা ভালো, কিন্তু ধোপে টিকবে না। না, স্যার তা হয় না। প্রথমেই পুলিশ সার্জেন্টের সাক্ষ্য দেখুন। ১৩ই আগস্টের সকালে সেই দ্বীপে গিয়ে হাজির হয় সে। আমাদের সাহায্যে লাগতে পারে এমন বিশেষ কোনো তথ্য আমরা দেখতে পাই না তার রিপোর্টে। তার বলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, তাদের সবার মৃত্যু ঘটে কম করেও অন্তত ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যে।

তবে আর্মস্ট্রং সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত সে। সে বলেছে, আর্মস্ট্রং-এর দেহ জলে ভেসে যাওয়ার আগে আট-দশঘন্টা জলের মধ্যে ছিলো সে। এর থেকে এখন ধরে নেওয়া যেতে পারে রাত দশটা-এগারোটার সময় প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গিয়ে থাকবে আর্মস্ট্রং, কেন এমন হলো! দেহটা যেখানে ভেসে যায়, সেই জায়গাটা আমরা দেখেছি—দুটো পাথরের মাঝখানে মৃতদেহটা আটকে গিয়ে থাকবে, সেখানে তার পোষাকের কিছু অংশ, চুল ইত্যাদি ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ১১ তারিখের রাত এগারোটা নাগাদ মৃতদেহটা নিশ্চয়ই সেখানে ভেসে এসে থাকবে সামুদ্রিক ঝড়ের টানে। তারপর ঝড় থেমে যায়, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউও তখন শান্ত, স্তিমিত, আর জলও তখন সমুদ্র-তীর থেকে অনেক নিচে নেমে গিয়ে থাকবে।'

'আপনি হয়তো বলতে পারেন, এটা আমার ধারণা, সমুদ্রে যাওয়ার আগে তিনজনকে শেষ করে গিয়ে থাকবে আর্মস্ট্রং। কিন্তু তা নয় এই যুক্তিতে যে, সমুদ্রের ধার থেকে আর্মস্ট্রং-এর মৃতদেহ অশান্ত সমুদ্র থেকে টেনে তুলে নিয়ে আসা হয় ওপরে। নরম বালির ওপর তার মৃতদেহ টানাটানির স্পষ্ট দাগ আমরা দেখেছি বালির ওপর। অতএব একটা ব্যাপারে আমি একেবারেই নিশ্চিত, আর্মস্ট্রং-এর মৃত্যুর পর একজন কিংবা দুজন অবশ্যই জীবিত ছিলো তখন।'

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো সে ; 'আর এর থেকে ঠিক কি মনে হয় জানেন স্যার। ১১ তারিখের সকালের অবস্থা এইরকম—আর্মস্ট্রং নিরুদ্দেশ (জলে ডুবে যায়)। তখনও তিনজন লোক বেঁচে ছিলো; লম্বার্ড, ব্লোর এবং ভেরা ক্লের্থন। লম্বার্ড গুলিবিদ্ধ, তার মৃতদেহ আর্মস্ট্রং-এর কাছে সমুদ্রের ধারে পড়েছিল। ভেরা ক্লের্থনকে তার শয়নকক্ষে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে দেখা যায়। ব্লোর-এর মৃতদেহ উঠানে পড়ে থাকতে দেখা যায়, তার মাথাটা থেঁতলানো, ভারী পাথরের আঘাতে হবে হয়তো। আর পাথরটা যে ওপরের জানালা গলিয়ে ফেলা হয়েছিল সেটা অনুমান করে নেওয়ার স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে।'

'তা সেটা কার ঘরের জানালা?' সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার।

'ভেরা ক্লের্থনের। এখন স্যার, তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারটা আলাদ আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথমে ফিলিপ লম্বার্ড থেকে শুরু করছি। ধরে নেওয়া যাক, মিস্ ক্লের্থনের ঘরের জানালা গলিয়ে পাথর ফেলে ব্লোরকে হত্যা করেছে লম্বার্ড। তারপর ভেরাকে ঘুমের পিল খাইয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেয়। সবশেষে সমুদ্রতীরে গিয়ে নিজেই নিজেকে গুলিবিদ্ধ করে থাকবে।'

'কিন্তু তাই যদি হয়, তার কাছ থেকে রিভলবারটাই বা কে নিয়ে গেলো? কারণ প্রাসাদের দোতলায় ওয়ারগ্রেভের ঘরের ভেতরে রিভলবারটা পড়ে থাকতে দেখা যায়।'

'রিভলবারের ওপর কারোর হাতের ছাপ ছিলো?'

'হ্যাঁ, স্যার, ভেরা ক্লের্থনের।'

'কিন্তু লম্বার্ড তখনো জীবিত ছিলো—'

'স্যার, আপনি কি বলতে চাইছেন জানি, ভেরা ক্লের্থনই খুনী, এই তো! লম্বার্ডকে গুলিবিদ্ধ করার পর রিভলবারটা হাতে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে যায় সে, মার্বেল পাথরটা ব্লোর-এর ওপর নিক্ষেপ করার পর নিজে সে তার গলায় ফাঁস লাগায়।'

'এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে। তার শয়নকক্ষে একটা চেয়ারের ওপর শ্যাওলার ছাপ পাওয়া যায়, এবং তার জুতোতেও। দেখে মনে হয়, সে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ার জন্য

সেই চেয়ারটা ব্যবহার করে থাকবে। চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে গলায় ফাঁস লাগানোর কাজ শেষ হওয়ার পরেই পা দিয়েই চেয়ারটা সরিয়ে দেয় এবং ঝুলে পড়ে সে।'

'কিন্তু চেয়ারটা ছুঁড়ে ফেলার মতো অবস্থায় ছিলো না। অন্য সব চেয়ারগুলোর মতো সেই চেয়ারটাও সযত্নে দেওয়ালের পাশে হেলান দিয়ে রাখা ছিলো। ভেরা ক্লের্থনের মৃত্যুর পরে সেই কাজটা অন্য কেউ করে থাকবে।'

'এরপর স্বভাবতই আমাদের সব সন্দেহ গিয়ে পড়ে ব্লোরের ওপর। তবে এর মধ্যেও একটা কিন্তু থেকে যায়, আপনি যদি বলেন, লম্বার্ডকে গুলি বিদ্ধ করে ভেরা ক্লের্থনকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করার পর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যায় সে, তারপর উঠোনে নেমে একটা ভারী মার্বেল পাথরের আঘাতে নিজেই নিজেকে হত্যা করেছে সে, সেক্ষেত্রে আপনার কথা আমি বিশ্বাস করবো না, আপনার এ-যুক্তি আমি মেনে নিতে পারি না। কারণ পুরুষরা এভাবে কখনো আত্মহত্যা করতে পারে না। —তাছাড়া সে ধরণের মানুষই ছিলো না ব্লোর। ব্লোরকে আমরা বেশ ভালো করে জানি—ন্যায় বিচার নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো লোক সে কোনদিনও ছিলো না।'

'এ ব্যাপারে,' বললেন অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার, 'আমি তোমার সঙ্গে একমত।'

ইন্সপেক্টর মেইন তখন বলে, 'তাহলে স্যার, এর থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে, ঐ দ্বীপে নিশ্চয়ই অন্য আর কেউ তখনো জীবিত ছিলো। সমস্ত ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে কিনা সব কিছু ভালো করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে গেছে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, এতো সব ঘটনা ঘটে যাওয়ার সময় কোথায় ছিলো সে, আর কোথায়ই বা যেতে পারে সে? অথচ স্টিকলহ্যাভেনের লোকেরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, উদ্ধারকারী দল সেই দ্বীপে পৌঁছনোর আগে সেখান থেকে কেউই চলে যেতে পারে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার—'

থামলো সে এখানে।

'সেক্ষেত্রে,' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার, 'কি হতে পারে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা দোলালো সে। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'কিন্তু সে ক্ষেত্রে কে, কে তাদের খুন করলো?'

'এম্মা জেন' জেলে-ডিঙির মালিক স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যে মূল্যবান নথিটি পাঠিয়েছিল সেটা এখানে তুলে ধরা হলো .

যৌবনের শুরু থেকেই আমি বুঝে গেছি, আমার প্রকৃতি রাশি রাশি বিতর্কে ভরা। তাহলে প্রথম থেকেই শুরু করি, সংশোধনের অসাধ্য একটা রোমান্টিক ভাবপ্রবণতা। এই যে বোতল-বন্দী করে একটা অতি প্রয়োজনীয় নথি সমুদ্রে ফেলে দেওয়া, এর মধ্যে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ ছিলো, ভেতরের অভিযানের কাহিনীগুলো যখন কেউ পড়বে, তার সেই শিশুসুলভ মনোভাবটা কল্পনা করার মধ্যে একটা অন্য মাদকতা আমি অনুভব করতে পারছি। আমার মনে রোমাঞ্চ জাগায়—আর সেই কারনেই আমি অবলম্বন করি এই পন্থাটা—স্বীকারোক্তি লেখা, সেটা বোতল-বন্দী করা, পরে বোতলের মুখটা সীল করে সমুদ্রের ঢেউতে ভাসিয়ে দেওয়া। আমার ধারণা আমার এই স্বীকারোক্তি কারোর না কারোর হাতে গিয়ে পড়বে। (আবার নাও পড়তে পারে) এবং তারপর (কিংবা আমি কি নিজেই নিজের ঢাক পেটাচ্ছি?) মানুষ নিগার দ্বীপের সেই অনির্ণীত হত্যা রহস্যের ব্যাখ্যা খুঁজে পাবে।

রোমান্টিকতার সঙ্গে আরো একটি বৈশিষ্ট নিয়ে আমি জন্মাই। মৃত্যু-দৃশ্য দেখা কিংবা মৃত্যু ঘটানোর মধ্যে অবশ্যই আমার একটা পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার প্রবণতা ছিলো. সেই নিষ্ঠুরতার মধ্যে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করতাম আমি তখন। মনে আছে ছেলেবেলায় বাগানের পোকা-মাকড় মেরে দারুন মজা পেতাম। সেই ছেলেবেলা থেকেই খুনের নেশায় পেয়ে বসলো আমাকে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা বৈপরীত্যও এসে ভর করলো আমার সেই খুনের নেশার মধ্যে ন্যায়বিচারের একটা বলিষ্ঠ প্রবণতা দেখা দিলো। নিরপরাধ ব্যক্তি আমার হাতে প্রাণ হারাবে, এ যেন ভাবাই যায় না। সব সময় আমার চিন্তা ছিলো সত্যিকারের দোষী ব্যক্তির যেন শাস্তি হয়।

আমার মনে হয়, একজন মনস্তত্ত্ববিদ ঠিক বুঝতে পারবে, আমার মানসিকতা ঠিক কিরকম ছিলো সেই সময়। আর সেই মানসিকতাই কি পরবর্তী কালে আইনকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল আমাকে। নিজেকে একজন পেশাদার আইনজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে সহজাত প্রবৃত্তির দিক থেকে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হলাম।

কোনো অপরাধ আর সেই অপরাধের শাস্তি সব সময় আমাকে মুগ্ধ করতো। সব রকমের গোয়েন্দা ও থ্রীলার গল্প পড়ে আমি উপভোগ করি। অবসর সময়ে নিজের ঘরে বসে একা একা বিচিত্র সব খুনের পরিকল্পনা করতাম।

তারপর যখন আদালতের আইন কার্যকর করার মহান দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হলো, তখন আমার মনের সেই সুপ্ত পাশব প্রবৃত্তি আরো বেশী করে চরিতার্থ করার প্রেরণা পেলাম। বেচারা অপরাধী আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মৃত্যু ভয়ে কাঁপছে, বিচারকের মুখ থেকে তার আসন্ন মৃত্যুর পরোয়ানা শোনার জন্য বিচারকের মুখের দিকে গভীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করে থাকার দৃশ্যটা দেখে আমি খুব মজা পেতাম। তবে মনে রাখবেন, নিরপরাধ কোনো ব্যক্তিকে আসামীর কাঠগড়ায় দেখলে আমি কখনোই খুশি হতে পারতাম না। অন্তত এ ধরণের দু'টি মামলার শুনানী মুলতুবি রেখে জুরিদের আমি বলেছি, আজ কোনো কেস নেই। যাইহোক, পুলিশের সততা এবং দক্ষতার জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই, বেশীর ভাগ অপরাধী, যাদের বিচারের জন্য আমার সামনে হাজির করা হতো, তারা সবাই দোষী সাব্যস্ত হয়।

এই রকমই একটা কেস ছিলো এডওয়ার্ড সিটনের। লোকটার সুন্দর চেহারা এবং সুন্দর ভদ্র আচরণ জুরিদের ভুল পথে চালিত করে এবং প্রভাব ফেলে তাদের মনে। কিন্তু কেবল মাত্র সাক্ষ্য প্রমাণেই নয়, অপরাধ জগতে আমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, লোকটা সত্যি সত্যি অপরাধ করেছে, খুনী না হয়ে যেতে পারে না সে। তার বিরুদ্ধে আনা খুনের অভিযোগ মিথ্যে নয়, একজন বয়স্কা মহিলাকে খুন করে সে, যিনি বিশ্বাস করতেন তাকে।

'ফাঁসুরে বিচারক' হিসাবে আমার খ্যাতি বা দুর্নাম ছিলো একটা। সে যাইহোক, মামলার সব দিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে তবেই আমি আমার শেষ রায় জানালাম, আমার বিচার ছিলো অত্যন্ত কঠোর, কোনো অপরাধীকেই আমি রেহাই দিতাম না। আমাদের অনুভূতিপ্রবণ, উকিল-ব্যারিস্টারদের সওয়াল জবাবে জুরিরা যাতে ভাবাবেগে কাতর না হয়ে পড়ে, কিংবা আসামী পক্ষের উকিল যাতে তাদের প্রভাবিত করতে না পারে, তার জন্য সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যেতাম। এর জন্য আমি তখন প্রকৃত ঘটনা ও সাক্ষ্য-প্রমানের প্রতি জুরিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতাম, তাতে

কাজ হতো, ওরা তখন আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠতো, ওদের স্বাভাবিক মতামত ব্যক্ত করতো, অপরাধীর সম্পর্কে আইনের সুবিচার করতো।

বেশ কয়েক বছর থেকে নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করি, নিজের প্রতি আস্থা, নিয়ন্ত্রণ সব যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম, তখন আমার কেবলি ইচ্ছা হতো, বিচারের প্রহসন ছেড়ে দিয়ে নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে, নিজের খুশি মতো অপরাধীকে শাস্তি দিতে।

আজ আমি অকপটে স্বীকার করছি, আমি চেয়েছিলাম, নিজেই একটা খুন করি। এ যেন নিজেকে প্রকাশ করার জন্য, স্বীকৃতি লাভের জন্য শিল্পীর সেই চিরন্তন চাওয়া। চেষ্টা করলে অপরাধ জগতে আমিও একজন শিল্পী হতে পারি। কিন্তু আমার সব জল্পনা-কল্পনা অনুমান প্রচণ্ড ভাবে ধাক্কা খেলো আমার বিবেকের কাছে, আমার পেশার কাছে। বিচারকের কি খুনী হওয়া সাজে?

তবু মন মানে না। কেবলি ভাবি — খুন, হ্যাঁ খুন আমাকে করতেই হবে। তার থেকেও বড় কথা হলো, সে খুন যেন সাধারণ না হয়। সে খুন অবশ্যই যেন অদ্ভুত হয়— একটু বিচিত্র ধরণের, সাধারণের থেকে একটু আলাদা রকমের। কিন্তু আমার বিবেক আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, ন্যায়বিচার যেন হয়। নিরপরাধ কেউ যেন অযথা শাস্তি না পায়।

তারপর হঠাৎ, হ্যাঁ, হঠাৎই একদিন সেই খুনের পরিকল্পনাটা আমার মাথায় এলো। একজন চিকিৎসকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার, একজন অনামী ডাক্তার। কথায় কথায় বললো সে, এমন এক একটা খুন আছে, কোনো আইনই স্পর্শ করতে পারে না খুনীকে।

তার জানা একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন, হঠাৎ তার এক রোগিনী মারা গেলেন। শ্বাস নিতে কষ্ট হতো তাঁর। শ্বাসকার্য স্বাভাবিক করার ওষুধ নাকে শোঁকাতে গিয়ে একটু অবহেলা করার দরুনই এই মৃত্যু। ওষুধ দিয়েছিল এক দম্পতি, ওরাই দেখাশোনা করতো সেই বৃদ্ধা মহিলাটিকে। বৃদ্ধা মারা যাওয়ায় কিছু টাকা তারা পেয়েছে। কেবল মাত্র এই মোটিভকে কেন্দ্র করে তাদের দোষী হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। হয়তো অভিযোগ উঠতে পারে, ওষুধ শোঁকাতে গিয়ে একটু অবহেলা হয়ে গেছে, তা এমনতো হতেও পারতো তিনি নিজে শুঁকতে গিয়েও। এই অজুহাতেই রেহাই পেয়ে গেলো দম্পতিটি। আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেলেন এরা।

সেটাই হলো সমস্ত ব্যাপারটার সূত্রপাত। সহসা দেখতে পেলাম, আমার পথ পরিষ্কার। আমি এখন পরিকল্পনা করছি একটা খুন নয়, এক সঙ্গে অনেক অনেকগুলো খুন। ছেলেবেলার সেই কবিতাটির কথা আমার মনে পড়ে গেলো — দশটি কালো নিগার ছেলের কবিতা।

শুরু হলো গোপনে অপরাধীদের সংগ্রহ করা।

কি ভাবে সংগ্রহ করা হলো, সেই বিস্তারিত আলোচনায় গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করবো না। কারোর সঙ্গে দেখা হলে একটা নির্দিষ্ট রুটিন মাফিক কথাবার্তা বলার রেওয়াজ ছিলো আমার। এভাবে একটা বিস্ময়কর ফল পেয়ে গেলাম। নার্সিংহোমে থাকার সময় ডঃ আর্মস্ট্রং-এর কেসটা পেয়ে গেলাম। যে নার্সটি আমার দেখাশোনা করতো, তার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে সে আমায় খবর দিলো, ডঃ আর্মস্ট্রং ছিলো মাতাল মদ্যপ। একদিন মাতাল অবস্থায় একজন রুগীকে অপারেশন করতে গিয়ে মেরে ফেলে সে। ব্যস পেয়ে গেলাম আর একজন অপরাধীর নাম।

ক্লাবে একদিন পুবনো মিলিটাবিব খোশগল্প শুনতে গিয়ে জেনারেল ম্যাকআর্থাবের অপবাধ-কাহিনী শুনলাম। সম্প্রতি আমাজান ফেরত একজন লোক লম্বার্ডেব অপরাধ-কাহিনী শোনাল। ম্যাজোবকায এক রাগী মেমসাহেবেব মুখ থেকে পিউবিটান এমিলিব কাহিনী শুনলাম। আব অ্যান্টনি মার্স্টন হলো আমাব নিজেব আবিস্কাব, যেমন কবে আব পাঁচজন অপরাধীকে খুঁজে বাব কবা হয়। জীবন সম্পর্কে তাব কোনো দাযিত্ববোধ ছিলো না, সে ছিলো সম্পূর্ণ অপদার্থ। এ ধবণেব লোককে আমি সমাজে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে কবি, এব বেঁচে থাকাব কোনো অধিকাব নেই। প্রাক্তন-ইন্সপেক্টর ব্লোব স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় আমার অন্বেষণ পথে। ল্যান্ডব কেসেব মামলার ব্যাপারে আইনেব পেশায নিযুক্ত আমাব কয়েকজন বন্ধুব সঙ্গে আলোচনার ফাঁকে ব্লোব-এব নামটা ওঠে। পুলিশ হচ্ছে আইন ও শৃঙ্খলাব বাহক, পেশাগত মর্যাদায পুলিশেব কথাই শেষ কথা এবং সত্য বলে ধরে নেওয়া হয। কিন্তু পুলিশেব লোক হযেও ব্লোব ছিলো মিথ্যা ভাষণেব প্রতিভূ। তাকে ক্ষমা কবা যায না।

অবশেষে পাওয়া গেলো ভেবা ক্লেথর্নেব কেস। আমি তখন আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছি। একদিন গভীর রাতে ধূমপান ঘরে আমি ও হুগো হ্যামিল্টন নামে একটি সুদর্শন যুবক বসে আছি। পবিচয হলো যুবকটিব সঙ্গে। যুবকটিব জীবন মোটেই সুখেব নয। সে তাব দুঃখ ভুলতে মাত্রাতিবিক্ত মদ গিলেছিল। ফলেব খুব একটা আশা না করেই শুরু কবলাম কথাবার্তা তাব সঙ্গে। তাব কথা শুনে আমি তো অবাক। এখানো মনে আছে তাব সেদিনেব সেই কথাগুলো। সে বলেছিল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। খুন মানেই বেশীব ভাগ লোকে যা ভাবে ঠিক তা নয, খাবারে আর্সেনিক মিশিয়ে দেওয়া কিংবা উঁচু পাহাড় থেকে কাউকে ঠেলে মেবে ফেলে দেওয়া।' সামনেব দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আবো সে বলে, 'আমি একজন নাবী-খুনীকে চিনি, আমি আপনাকে বলছি তাকে আমি বেশ ভাল করেই জানি। আবো কি জানেন, এক সময় তাকে পাওয়াব জন্য আমি পাগল হযে গিয়েছিলাম। ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন। এক এক সময আমি ভাবি, আমি এখনো তাকে ... সে আমাব দুর্ভাগ্য। আমি আপনাকে আবাব বলছি—বড় দুর্ভাগ্যই বটে। জানেন, কম-বেশী আমাব জন্যই অমন নিষ্ঠুব কাজ সে করেছিল তবে তাই বলে এই নয যে, আমি কখনো সে বকম স্বপ্ন দেখেছিলাম—নাবী মাত্রেই শয়তান দানবী—পুরোপুরি দানবী—একজন চমৎকাব সাদাসিধে হাসি-খুশিতে ভবা মেয়েকে আপনি দানবী হিসেবে চিন্তাই করতে পারেন না, পারেন কি? সেই নাবী একদিন এক দুধেব শিশুকে স্নান কবাতে নিয়ে গেলো, এবং আমাকে পাওয়াব জন্য তাকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করলো—একজন নাবী যে এমন একটা নিষ্ঠুব কাজ কবতে পারে, আপনি চিন্তা করতে পারেন?'

আমি তাকে বললাম, 'আপনি নিশ্চিত, এ কাজ সে করেছে?'

'হ্যাঁ, আমি একেবারে নিশ্চিত,' উত্তরে সে দৃঢ়স্বরে বলে, 'কেউ তা ভাবেওনি। কিন্তু আমি জানি ফিরে এসে আমি যখন তাব দিকে তাকালাম.. সে তখন বুঝে গেছে, আমি তাব সব ছলা-কলা বুঝে গেছি.. তবে যে কথা উপলব্ধি করতে পারেনি তা হলো সেই নিষ্পাপ শিশুটিকে আমি ভালবাসতাম ... ।'

তারপব সে আব কিছু বলেনি, তবে যেটুকু সে বলেছিল, তাতেই যথেষ্ট, এ পর্যন্ত যে সব তথ্য সংগ্রহ কবেছি আমাব পরিকল্পনাব রূপরেখা টানা তখন আটকায কে।

তখন দবকাব আমাব দশম শিকার। পেলাম তাকে, নাম তাব মবিস। কুখ্যাত লোক সে।

আফিম-কোকেনের চালাও চোরাই ব্যবসার তার। আমার এক বন্ধুর মেয়েকে আফিম-কোকেনের নেশায় আসক্ত করে ফেলে সে। মাত্র একুশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করে মেয়েটি।

আমার এই পরিকল্পনার ব্যাপারে অন্বেষণ চালানোর সময় ধীরে ধীরে সেটা আমার মনের মধ্যে গেঁথে যায় পাকাপাকি ভাবে। আমার প্ল্যান তখন সম্পূর্ণ। বাস্তবে সেটা রূপায়িত করার আগে গেলাম একদিন হারলে স্ট্রীটে এক ডাক্তারের কাছে চেক-আপ করানোর জন্য। আমি তাকে বললাম, আগেই আমার একটা অপারেশন হয়ে গেছে। শুনে সেই ডাক্তার বলে, 'তাহলে আপনার দ্বিতীয়বার অপারেশন অর্থহীন। আমার চিকিৎসক খোলাখুলি ভাবে আমাকে জানিয়ে দিলেন একটা অপ্রিয় সত্য কথা, হ্যাঁ, এই রকমই একটা সত্য ভাষণ শুনতে অভ্যস্ত আমি।

আমার সিদ্ধান্তের কথা আমি ডাক্তারকে বলিনি যে, আমার মৃত্যু যেন ধীরে ধীরে বিলম্বিত না হয়, আমি চাই স্বাভাবিক মৃত্যু। না, আমার মৃত্যু হওয়া উচিত কোনো এক উত্তেজনা মুহূর্তে। মৃত্যুর আগে আমি বাঁচতে চাই।

এখন আসল কাজ হলো নিগার দ্বীপে অপরাধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। সেই দ্বীপটা সংগ্রহ করার কাজে মরিসকে ব্যবহার করা খুবই সহজ ব্যাপার। এ-সব ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ সে। আমার সম্ভাব্য যে কজন শিকারের খবর সংগ্রহ করেছিলাম তাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা টোপ ফেললাম। আমার কোনো প্ল্যানই ভেস্তে যায়নি। আমার সব অতিথিরাই আটই আগস্ট এসে হাজির হলো নিগার দ্বীপে। আমিও মিশে গেলাম তাদের দলে।

এখানে আসার আগেই মরিসের সব হিসেব-নিকেশ হয়ে গিয়েছিল। পেটের অসুখে ভুগছিল সে। লন্ডন ত্যাগ করে আসার আগে আমি তাকে একটা ক্যাপসুল দিয়ে বলি, আমার নিজের গ্যাস্ট্রিক পেনে যথেষ্ট উপকার পেয়েছি এই ক্যাপসুল ব্যবহার করে। দ্বিধাহীন চিত্তে সে সেটা গ্রহণ করে নেয়। একটু স্নায়ুবিক রোগগ্রস্থ লোক সে। লোকটা যে এ ব্যাপারে কোনো নথীপত্র রেখে যেতে পারে, সে রকম ভয় আমার ছিলো না। সে ধরণের লোকই নয় সে।

নিগার দ্বীপে কার বিরুদ্ধে কি রকম মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করা হবে, এ নিয়ে আমি বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করেছিলাম। আমার অতিথিদের অপরাধের তারতম্য বিচার করে আমি ঠিক করে ফেলি, যার অপরাধ সব থেকে কম, তাকে আগে মরে যেতে হবে, কারণ আমি চাই না মৃত্যু ভয়ে অহেতুক বেশী মাথা ঘামাক সে, আর একটা ঠান্ডা মাথায় খুনের জন্য আতঙ্কে সিঁটিকে উঠুক সে।

অ্যান্টনি মার্স্টন এবং মিসেস রগার্সকে সবার আগে মরতে হলো, একজন সঙ্গে সঙ্গে আর একজন ঘুমের মধ্যে শান্তিতে। মার্স্টনকে আমি জানি, নৈতিক দায়িত্ববোধ বলতে তার কিছু ছিলো না, যা আমাদের সবারই আছে। মিসেস রগার্স, আমার কোনো সন্দেহ নেই, তাঁর স্বামীর প্ররোচনায় অভিনয় করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।

তারা দুজন কি ভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হলো, বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না এখানে। এ কাজ পুলিশের সহজেই আবিষ্কার করতে পারবে তারা। বাড়ির পোকা-মাকড় মারার জন্য অতি সহজেই পটাসিয়াম সায়ানাইড সংগ্রহ করা যায়, সংগ্রহের কিছু অবশিষ্ট ছিলো আমার সঙ্গে। গ্রামোফোনে সেই সব ভয়ঙ্কর উক্তিগুলো উচ্চারিত হওয়ার পর অতিথিদের মনে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সেই ফাঁকে প্রায় একটা খালি গ্লাসে একটু পটাশিয়াম সায়ানাইড ফেলে রাখি।

সেই সময় আমি আমার প্রতিটি মুখের দিকে তাকিয়ে নিরীক্ষণ করেছিলাম, এবং আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না, প্রত্যেকেই অপরাধী।

ইদানীং আমার মাথার যন্ত্রণার দরুণ ঘুমের ওষুধ—ক্লোরাল হাইড্রেট খেতে হতো আমাকে, আর সেই ট্যাবলেট আমার কাছেই ছিলো। বগার্স যখন তার অসুস্থ স্ত্রীর জন্য ব্র্যান্ডি নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখে, সেখান দিয়ে যেতে গিয়ে ব্র্যান্ডির গ্লাসে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিই, তাতেই কাজ হয়ে গেলো, বগার্সের স্ত্রীর ঘুম আর ভাঙলো না। ব্যাপারটা খুব সহজেই মিটে গেলো, সেই সময় কারোর মনে কোনো রকম সন্দেহই জাগলো না।

নিঃশব্দে মৃত্যু এসে বললো জেনারেল ম্যাকআর্থারকে, এবার তোমার পালা—না, কোনো জ্বালা যন্ত্রণা ছিলো না সেই মৃত্যুতে। তবে টেরেস ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়টা খুব সাবধানে বেছে নিতে হয়েছিল আমাকে, কিন্তু সব কিছুই সফল হয়েছিল।

আমার অনুমান মতো খুনীর সন্ধানে সারাটা দ্বীপ তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো, এবং আবিস্কার করা হলো, আমরা সাতজন ছাড়া অন্য আর কেউ ছিলো না। সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্দেহের আবহাওয়া সৃষ্টি হলো নিগার দ্বীপে। আমরা প্ল্যান মাফিক তখন আমার একজন সহকারীর প্রয়োজন হয়ে পড়লো। ডঃ আর্মস্ট্রংকেই বেছে নিলাম। ফাঁদে পড়ার মতো লোকই বটে সে। আমার নাম যশ এবং একবার চোখের দেখায় আমার চিনতো সে। আমার মতো লোক যে খুনী হতে পারে সেটা ছিলো তার ধারণার অতীত। তার সব সন্দেহ গিয়ে পড়েছিল লম্বার্ডের ওপর, এবং তার এরকম একটা ধারণার প্রতি আমার যে সমর্থন ছিলো সেই রকম ভান করতে থাকি। আমি তাকে আভাষে জানালাম, খুনীকে হাতেনাতে ধরার একটা মতলব আমার মাথায় এসেছে।

প্রত্যেকের ঘরে তল্লাসি চালানো হলেও তাদের কারোরই দেহ তল্লাসি হয়নি তখনো পর্যন্ত।

দশই আগস্ট সকালে খুন করলাম বগার্সকে। উনুন জ্বালাবার কাঠ কাটছিলো সে তখন পিছন ফিরে, তাই সেখানে আমার উপস্থিতি একেবারেই টের পায়নি, তার পকেটে খাবার ঘরের চাবির সন্ধান পেলাম।

বগার্সের দেখা না পেয়ে বিভ্রান্ত সবাই তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়তেই সেই সুযোগে অতি সর্ন্তপনে লম্বার্ডের ঘরে ঢুকে তার রিভলবারটা হস্তগত করলাম। তার কাছে সেটা যে থাকার কথা আমি জানতাম—সত্যি কথা বলতে কি মরিসের সঙ্গে তার সাক্ষাতকারের সময় সে যেন এ-ব্যাপারে সেরকম পরামর্শই দেয় তাকে।

ব্রেকফাস্টের সময় মিস্ ব্রেন্টের কফির কাপে কফি ঢালতে গিয়ে ঘুমের ওষুধ ক্লোরালের শেষ ডোজটুকু মিশিয়ে দিলাম। খাবারঘরে তাকে রেখে আমরা বেরিয়ে এলাম। একটু পরেই সেখানে ফিরে গেলাম—সে তখন প্রায় অচৈতন্য, এর ফলে তাকে সায়নাইড ইনজেকশন দেওয়াটা খুব সহজ হয়ে গেলো। মৌমাছি ওড়ানোর ব্যাপারটা নিছক একটা ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছু নয়। তবু আগেই বলেছি, ছেলেবেলায় পড়া সেই কবিতা—দেখছেন না খুনগুলো আগাগোড়া কেমন কবিতার ছন্দ ও নিয়ম মেনে হয়ে আসছে! তা এক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হতে যাবে কেন?

ঠিক এর পরেই, কি ঘটবে যা আমি আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম, আমি নিজেই সেররকম একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, আমরা সবাই কঠোর অনুসন্ধান চালানোর কথা বললাম। আগেই আমি সেই রিভলবারটা লুকিয়ে রেখেছিলাম নিরাপদ জায়গায়। সায়ানাইড কিংবা ঘুমের

ওষুধ কোনো কিছুই আমার কাছে আর ছিলো না।

এরপর আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে বললাম আর্মস্ট্রংকে, এখুনি আমরা আমাদের মতলবটা কার্যকর করতে চাই। ব্যাপারটা খুবই সহজ—আমি নিজেই হবো পরবর্তী শিকার। সম্ভবত তাতে খুনী বিহ্বল হয়ে পড়বে—সে যাইহোক, মরার ভান করে বাড়ির মধ্যে ঘোরাফেরা করবো অনায়াসে, এবং অপরিচিত খুনীর ওপর নজর রাখবো।

আর্মস্ট্রং খুব আগ্রহ দেখালো আমার সেই মতলবে। সেদিন সন্ধ্যায় অভিনীত হলো সেই অভিনব নাটক। কপালে সামান্য একটু লাল মাটির প্লাস্টার, একটা লাল পর্দা, এবং উলের একটা গোলা, তাতেই নাটক মঞ্চস্থ হলো। মোমবাতির মৃদু আলো বড় বেশী কাঁপছিল, এবং অনিশ্চিতও বটে। খুব কাছ থেকে যে আমাকে পরীক্ষা করবে, সে হলো ডঃ আর্মস্ট্রং।

অতি নিখুঁত ভাবে কাজটা করা গেলো। মিস ব্রেণ্ট তার ঘরে ঝুলন্ত শ্যাওলা দেখে চিৎকার করে বাড়ি মাত করে তুললো, অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তার ঘরে শ্যাওলা ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলাম আগেই। তার চিৎকার শুনেই সবাই দোতলায় তার ঘরের উদ্দেশে ছুটলো। এই সুযোগে রং টং মেখে খুনীর পোজ নিয়ে ফেললাম।

কাল্পনিক মৃত অবস্থায় আমাকে দেখে তাদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হলো সেটা ছিলো একান্ত কাম্য। পেশাদার অভিনেতার মতো অভিনয় করলো ডঃ আর্মস্ট্রং। তারা আমাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলো ওপরতলায়। আগেই আর্মস্ট্রং আমাকে পরীক্ষা করে তাদের জানিয়ে দিয়েছিল, আমি মৃত। তারা আমার মৃতদেহ আমার বিছানায় শুইয়ে দিলো। আমার ব্যাপারে কাউকেই চিন্তিত বলে মনে হলো না, তারা নিজেরা সবাই মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কিত এবং সবাই এ ওর ভয়ে শঙ্কিত। ব্যবস্থা মতো রাত সোয়া-দুটোর সময় আমি ও আর্মস্ট্রং মিলিত হলাম বাড়ির বাইরে। আমি তাকে কাছেই একটা পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেলাম। আমি তাকে বললাম, কেউ বাড়িতে প্রবেশ করলে আমরা এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাবো, তবে বাড়ি থেকে কেউ আমাদের দেখতেও পাবে-না। তবু তা সত্বেও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে তাকে, ছেলেবেলার সেই কবিতাটা যদি সে মনে রেখে থাকে। 'সিন্ধু পাখী হজম করলো একজনকে ... .. .'

ব্যাপারটা ছিলো খুব সহজ। পাহাড়ের চূড়ার ধারে গিয়ে হঠাৎ আমি চিৎকার করে উঠে তাকাতে বললাম তাকে ঐ দেখ, ওটা একটা গুহা না? সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়লো সে। কাজটা দ্রুত সারতে হলো। ভয়ঙ্কর একটা ধাক্কা দিলাম তাকে, সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো সে এবং নিমেষে পাহাড়ের চূড়া থেকে তার ভারি দেহটা পড়লো নিচে। বাড়ি ফিরে এলাম। আমার পায়ের শব্দ নিশ্চয়ই শুনে থাকবে ব্লোর। আর্মস্ট্রং-এর ঘরে ফিরে আসার কয়েক মিনিট পরে আবার ফিরে চললাম, তার আগে বেশ কয়েকবার পায়ের শব্দ করলাম যাতে কেউ না কেউ শুনতে পায়। সিঁড়িতে নামার পথে দরজা খোলার শব্দ হলো। সামনের দরজা দিয়ে বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় পিছন থেকে তারা নিশ্চয়ই অন্ধকারে আমার ছায়ামূর্তিটা দেখে থাকবে আমাকে আর্মস্ট্রং ভেবে।

তারা আমাকে অনুসরণ করছে দেখে তখন দেওয়াল ঘেঁষে পা টিপে টিপে বাড়ির পিছন দিকে এসে সাবধানে পাঁচিল টপকে খাবার ঘরের কাছে এলাম। জানালা আগে থেকে খুলে রেখেছিলাম। জানালা বন্ধ করে শার্সির কাঁচ ভেঙ্গে খাবার ঘরে ঢুকে পড়লাম। তারপর ওপরতলায় গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে যথারীতি আবার আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম মরার মতোন।

অনুমান করে নিলাম, তারা আবার তল্লাসি চালাবে সারা বাড়িটায়, তবে আমার মনে হয় না, মৃতদেহগুলো খুব কাছ থেকে পরীক্ষা করে দেখবে, তবে হয়তো নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য তারা মৃতের চাদর সরিয়ে দেখতে চাইবে, চাদরের আড়ালে আর্মস্ট্রং তার দেহটা ঢেকে রেখেছে কিনা। আর ঠিক সেই রকমটিই ঘটতে দেখা গেলো।

হ্যাঁ, ভাল কথা, লম্বার্ডের ঘরে রিভলবারটা আবার রেখে দেওয়ার কথাটা বলতে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। কারোর হয়তো জানার আগ্রহ হবে, সেটা কোথায় আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। বিস্কুটের টিনে ভর্তি ছিলো ভাঁড়ার ঘর। একেবারে নিচের একটা বিস্কুটের টিনের ঢাকনা খুলে রেখে দিই রিভলবারটা এবং ঢাকনা লাগিয়ে তাতে এ্যাডহেসিভ টেপ লাগিয়ে দিই।

লাল পর্দাটা লুকিয়ে রাখি ড্রইংরুমের একটা চেয়ারের আবরণের নিচে আর উলের গোলাটা লুকিয়ে রাখি চেয়ারের জর্দা-কাটা ছোট একটা গর্তে।

এরপর আমার ছকে বাঁধা পরিকল্পনা মাফিক দেখলাম তারা তিনজন প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভয়ে সন্ত্রস্ত ভীত, সবাই সবাইকে সন্দেহ করছে মনে মনে, কিন্তু কেউ কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে পারছে না প্রমাণের অভাবে। তাদের মধ্যে একজনের হাতে আবার একটা রিভলবার। ঘরের জানালা দিয়ে আমি তাদের লক্ষ্য করলাম। ব্লোর যখন একা এদিক এগিয়ে এলো, আমি তখন একটা বড় সাইজের মার্বল পাথরের টেবিল ক্লক হাতে নিয়ে প্রস্তুত হলাম। এবার ওর যাওয়ার পালা, ওর আর বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। একেবারে জানালার নিচে আসতেই ওকে লক্ষ্য করে মার্বল পাথরের ঘড়িটা সজোরে নিক্ষেপ করলাম। অব্যর্থ লক্ষ্য — বিদায় নিলো ব্লোর, চিরদিনের মতো।

তারপর আমার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থেকেই দেখলাম, লম্বার্ডকে গুলি করলো ভেরা ক্লেথর্ন, দক্ষ, তৎপর এবং দুঃসাহসী যুবতী। লম্বার্ড ও ক্লেথর্নকে একসঙ্গে দুজনকে মেলামেশা করতে দেখে সব সময় আমার মনে হতো, মেয়েটি যেন লম্বার্ডের বেশ মানানসই। তবু সেই অপ্রিয় ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পরই আমার নাট্যমঞ্চের শেষ অভিনয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তৎপর হলাম, মঞ্চ সাজালাম ভেরার ঘরে।

এটা একটা মনস্তাত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অবচেতন মনে ভেরার নিজের অপরাধের জন্য টেনশন ও নার্ভাসের ফলস্বরূপ হঠাৎ একজনকে গুলিবিদ্ধ করা -- তার আত্মহননের জন্য সম্মোহিত করার পক্ষে এ দুটি কারণই যথেষ্ট নয় কি? আমার ধারণা এমনটি হওয়া উচিত। এবং হলোও তাই, আমার অনুমানই ঠিক। ওয়ারড্রোবের পাশে ছায়া-ঘন আঁধারের সামনে দাঁড়িয়ে আমার চোখের সামনে ভেরা ক্লেথর্নকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়তে দেখলাম।

এখন বাকী রইলো মঞ্চের দৃশ্য। এগিয়ে গেলাম, ভেরার পায়ের তলা থেকে চেয়ারটা সরিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে রেখে দিলাম। রিভলবারটার খোঁজ করলাম, বাইরে এসে সিঁড়ির একেবারে ওপর ধাপের উপর সন্ধান পেলাম সেটার, সেখানে রেখে গিয়েছিল ভেরা। রিভলবারের ওপর তার হাতের ছাপ রাখার জন্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করলাম।

অতঃ কিম।

এই লেখাটা শেষ করবো। লেখাটা বোতলবন্দী করে সীলমোহর আঁটতে হবে বোতলের মুখে, এবং তারপর বোতলটা সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হবে।

আমার যতদূর ধারণা নিগার দ্বীপের রহস্যের সমাধান কখনো হবে না, রহস্যই থেকে যাবে

চিরদিনের মতো। অবশ্য আমি জানি, পুলিশ আমার থেকেও চালাক। যাইহোক, এই সব খুনের তিনটি ক্লু রয়েছে। এক : পুলিশ বেশ ভাল করেই জানে, এডওয়ার্ড সিটন অপরাধী। অতএব তারা জানে, কোনো কারণেই দ্বীপের দশজন লোকের মধ্যে একজনও খুনী হতে পারে না, এবং এর পরেই ধরে নিতে হয় যে, প্রচলিত মতবিরোধ থাকলেও অথচ যা সত্য তাহলো, যুক্তিগ্রাহ্য হিসাবে সেই লোকটিই খুনী। দ্বিতীয় ক্লু নিহীত রয়েছে ছেলেবেলায় সেই কবিতার সপ্তম পংক্তিতে। আর্মষ্ট্রং-এর মৃত্যুর কারণ জলে ডুবে, সে ছিলো ভাল সাঁতারু, তবে মনে হতে পারে লাল সিন্ধু-পাখীর আক্রমণে টাল সামলাতে না পেরে জলে ডুবে তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এটা কি একটা ভোজবাজী বা প্রতারণা নয় কি? হ্যাঁ, সেরকমই একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার মৃত্যুর মধ্যে — আর্মষ্ট্রং প্রতারিত এবং মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেওয়া হয় তাকে। আর এই ক্লুকে কেন্দ্র করেই পুলিশী তদন্ত শুরু করা যেতে পারে। সেই সময় দ্বীপে মাত্র চারজন জীবিত ছিলো, আর সেই চারজনের মধ্যে একমাত্র আমিই সেই সম্ভাব্য ব্যক্তি যে কিনা আস্থার সঙ্গে তাকে গভীরে প্রশান্ত সমুদ্রে সাঁতার কাটার জন্য অনুপ্রাণিত করে থাকতে পারি। আর তৃতীয় সূত্রটা নিছকই সাংকেতিক। আমার কপালে মৃত্যুর পরওয়ানা আঁকা ছিলো। বুলেটের চিহ্ন। আমার কাল্পনিক মৃত্যুটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য পুলিশ একটু ভাল করে তদন্ত করলেই হয়তো প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করতে পারবে।

আমার মনে হয়, আরো একটু বলার আছে

বোতলবন্দী আমার এই স্বীকারোক্তিটা সমুদ্রে নিক্ষেপ করার পর ফিরে যাবো আমার ঘরে এবং বিছানায় বিছিয়ে দেবো আমার দেহটা। আমার চশমার ফ্রেমে সরু কালো ইলাষ্টিক সুতো লাগানো থাকবে। সেই চশমার ওপর আমার দেহের সম্পূর্ণ ভার পড়ে থাকবে। সুতোর এক প্রান্ত দরজার হাতলে করে জড়িয়ে রাখবো রিভলবারে। এতে কি ঘটবে আমি কি ভাবছি জানেন?

রুমালে হাত জড়িয়ে নিয়ে আমি আমার কপালে তাক করে রিভলবারের ট্রিগার টিপবো। হাতটা আমার দেহের পাশে এলিয়ে পড়বে। ইলাস্টিকের সুতোয় টান পড়বে, এর ফলে সুতোয় বেঁধে রাখা রিভলবারটা ছিটকে গিয়ে দরজার হাতলে আছড়ে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুতোর বন্ধন-মুক্ত হয়ে ছিটকে পড়ে যাবে। ইলাস্টিক সুতোটা তখন রিভলবার মুক্ত হয়ে নিরীহ হয়ে ঝুলতে থাকবে আমার চশমার ফ্রেমে। আর রুমালটা পড়ে থাকবে ঘরের মেঝের ওপর, কোনো মন্তব্য ব্যতিরেকেই।

আমার বিছানায় আমি আবিস্কৃত হবো, আমার সহ-শিকারদের মতো আমার মৃত্যুর কারণ নথীভুক্ত হবে — কপালে গুলিবিদ্ধ হয়ে। আমার মৃতদেহ যখন পরীক্ষা করা হবে তখন মৃত্যুর সঠিক সময় নির্ধারিত হবে না।

ঝড় যখন থেমে যাবে তখন ওপারের মূল ভূখন্ড থেকে নৌকো আসবে, আসবে লোকেরা এই দ্বীপে। এবং তারা আবিস্কার করবে দশটি মৃতদেহ এবং নিগার দ্বীপের সমাধানের অযোগ্য একটি সমস্যা।

স্বাক্ষর :

লরেন্স ওয়ারগ্রেভ

অনুবাদ ✍ সৌরেন দত্ত

দি লাভ ডিটেকটিভ

বেঁটে ছোটোখাটো চেহারার স্যাটার্থওয়েট চিন্তিতভাবে তাকালেন তাঁর হোস্টের দিকে। এই দু'টি লোকের মধ্যে বন্ধুত্ব কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। একজন সাধারণ কান্ট্রি ভদ্রলোক অন্যজন কর্ণেল, খেলাই যাঁর জীবনে প্রধান আসক্তি। কয়েক সপ্তাহ লণ্ডনে কাটালেও অবশ্যই সেটা ছিলো তাঁর অনিচ্ছাকৃত। অপরপক্ষে মিঃ স্যাটার্থওয়েট ছিলেন শহরে মানুষ। ফরাসী রান্নাবান্নায় তিনি ছিলেন একজন বিশারদ। শুধু কি তাই, এমন কি মেয়েদের পোশাক এবং সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সমস্ত কেচ্ছার ব্যাপারে তাঁর পাণ্ডিত্যও কম ছিলো না। মনুষ্যের স্বভাব প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায় তাঁর মধ্যে। আর সব শেষে তিনি একজন দর্শক, জীবনদর্শণ যাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, একজন বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে।

অতএব এর থেকেই মনে হবে তাঁর এবং কর্ণেল মেলরোজের মধ্যে খুব সামান্যই মিল ছিলো। যেমন প্রতিবেশীদের ব্যাপারে এবং কোনো বিভৎস ভাবাবেগে কোনো আগ্রহই ছিলো না কর্ণেলের। তবু তাঁদের দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার প্রধান কারণ হলো, তাঁদের আগেই তাঁদের দুজনের বাবার মধ্যে বন্ধুত্ব ছিলো প্রগাঢ়।

তখন সাড়ে সাতটা হবে কর্ণেলের আরামদায়ক স্টাডিতে বসেছিলেন তাঁরা দু'জন। গতবছর শীতের মরসুমে শিকারীর গভীর উৎসাহের বর্ণনা দিচ্ছিলেন মেলরোজ। মিঃ স্যাটার্থয়েট, যাঁর ঘোড়ার ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিলো, যিনি প্রতি রবিবার সকালে আস্তাবলে যেতেন,, অতি বিনয়ের সঙ্গে কর্ণেলের শিকার কাহিনী শুনছিলেন।

আর ঠিক তখনি টেলিফোনটা তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠতেই বাধা পেলেন মেলরোজ। উঠে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে রিসিভারটা তুলে নিলেন তিনি।

'হ্যালো, হ্যাঁ আমি কর্ণেল মেলরোজ কথা বলছি। কি ব্যাপার?'

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত আচরণের পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেলো। কঠিন হয়ে উঠলেন এবং বেশ গম্ভীর দেখাল তাঁকে। যেন এখন এক ম্যাজিস্ট্রেট কথা বলছেন, স্পোর্টসম্যান নন।

কিছুক্ষণ দূরাভাষে কান পেতে শুনলেন তিনি। তারপর সংক্ষেপে বললেন তিনি : 'ঠিক আছে কার্টিজ। আমি এখনি ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হচ্ছি।' রিসিভারটা যথাস্থানে নামিয়ে রেখে তিনি তাঁর অতিথির দিকে ফিরে তাকালেন। 'স্যার জেমস উইঘটন তাঁর লাইব্রেরীতে খুন হয়েছেন।'

'কি বললেন?'

চমকে উঠলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট।

'এখনি আমাকে অন্ডারওয়োডে যেতে হচ্ছে। আমার সঙ্গে আসবেন?'

মিঃ স্যাটার্থওয়েটের মনে পড়ল, কাউন্টির চীফ কনস্টেবল হলেন কর্ণেল।

'আচ্ছা, আমি যদি ও পথে না যাই--' ইতস্তত করলেন তিনি।

'আদৌ নয়। ইন্সপেক্টর কার্টিস ফোন করেছিল। ভাল, সৎ লোক। কিন্তু বুদ্ধি নেই। যদি আপনি আমার সঙ্গে আসেন, খুব খুশি হবো। জানেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট, আমার ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে একটা নোংরা ব্যাপার হয়ে যাবে।'

'এ কাজ যে করেছে তার হদিশ কি পেয়েছে তারা?'

'না।' সংক্ষেপে বললেন মেলরোজ।

মিঃ স্যাটার্থওয়েটের কান খুবই পরিষ্কার, একবার শোনা মাত্র তার শ্রবণযন্ত্র সূক্ষ্ম তারতম্য বিচারের ক্ষেত্রে খুবই সক্রিয়। উইস্টন সম্পর্কে তিনি যতটুকু জানতেন, সেটাই তাঁর মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে।

দারুণ জাঁকাল লোক তিনি, বয়স হয়েছিল সাথে জেমসের, অসামাজিক স্বভাবের লোক। এ ধরণের মানুষ অতি সহজেই শত্রু বৃদ্ধি করতে পারে। যাট বছর বয়স, চুল ধূসর হয়ে গেলেও মুখটা এখনো বেশ উজ্জ্বল। দারুণ কৃপণ বলে বদনাম ছিলো তাঁর।

তাঁর চিন্তা গিয়ে পড়ল এবার লেডি উইঘটনের ওপর। তাঁর ছবিটা ভেসে উঠল মিঃ স্যাটার্থওয়েটের চোখের সামনে। যুবতী, ছিপছিপে রোগাটে চেহারা, কাঁধের নিচে ঢল নামা রাশি রাশি সোনালী চুল। মেয়েটিকে ঘিরে কতই না গল্পগুজব, রটনা, মন্তব্য, ঘটনা ইত্যাদি। আর তাই কি বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল মেলরোজকে। তারপর উঠে দাঁড়ালেন তিনি, তাঁর চিন্তা তাঁকে যেন তাড়া করে ফিরছিল তখন।

পাঁচ মিনিট পরে সেই রাতে মেলরোজের টু সিটার গাড়িতে তাঁর পাশে বসে যেতে দেখা গেলো মিঃ স্যাটার্থওয়েটকে।

কর্ণেলকে অদ্ভুত নীরব দেখাচ্ছিল। প্রায় মাইল দেড়েক যাওয়ার পর মুখ খুললেন তিনি। প্রায় লাফিয়ে ওঠার মতো করে বললেন তিনি, 'আমার মনে হয়, আপনি তাঁদের চেনেন।'

'উইঘটনদের? হ্যাঁ, ওদের সবার সম্পর্কে জানি বৈকি। কিন্তু সেখানে কে কে আছে সেটাই জানিনা। মনে হয় একবারই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আর শ্রীমতির সঙ্গে তো প্রায়ই।'

'সুন্দরী, রীতিমত সুন্দরী মহিলা', বললেন মেলরোজ।

'অপূর্ব।' মন্তব্য করলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট।

'তাই মনে করেন?'

'যেন একেবারে খাঁটি নবজন্ম লাভের মতোন', উত্তরে বললেন স্যাটার্থওয়েট। তিনি তাঁর উপলব্ধি থেকে আরো বললেন, 'জানেন, গত বসন্তে বেশ কয়েকটা নাট্যমঞ্চে অভিনয় করেছিলেন তিনি, চারিটি ম্যাটিনি। আমি খুবই মর্মাহত হয়েছিলাম। ওঁর অভিনয়ে কোন নতুনত্বই ছিলো না, স্রেফ টিকে থাকার মতো আর কি। যে কেউ তাঁকে জেনোয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের প্রাসাদে, কিংবা লুক্রেজিয়া বোর্জিয়া হিসাবে কল্পনা করতে পারে।'

গাড়িটা একটু পাশে ঘোরালেন কর্ণেল, আর তখনি হঠাৎ নীরব হলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট। অবাক হয়ে তিনি এখন ভাবছেন, লুক্রেজিয়া বোর্জিয়ার নামটা উচ্চারণ করে কি সর্বনাশ না করলেন তিনি এই পরিস্থিতিতে—।

'উইঘটনকে বিষ খাওয়ান হয়নি তো, হয়েছে কি?' আচমকা জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

বাঁকা চোখে তাঁর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন মেলরোজ। 'অবাক হচ্ছি, এরকম প্রশ্ন আপনি কেন করলেন বলুন তো?'

'ওহো, জানিনা তো।' মিঃ স্যাটার্থওয়েটকে কেমন একটু বিক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ কথাটা আমার মনে হলো।

'যাইহোক, বিষ তাঁকে খাওয়ানো হয়নি', বিষণ্ন গলায় বললেন মেলরোজ। 'আপনি জানতে চান, তাহলে শুনুন। তাঁর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিলো।'

'একটা ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে', পরম বিজ্ঞের মতো মাথা দুলিয়ে বললেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট।

'ওই সব বস্তা পচা গোয়েন্দা গল্পের মতো বলবেন না স্যাটার্থওয়েট। একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করা হয়েছিল।'

'ওহো, তাই বুঝি!' দুঃখের সঙ্গে বলে আবার নীরবতায় ডুবে গেলেন স্যাটার্থওয়েট।

'পল ডেলানগুয়া নামে কোনো ছেলেকে চেনেন?' মিনিট দুই পরে জিজ্ঞেস করলেন মেলরোজ।

'হ্যাঁ। ছেলেটি বেশ সুন্দর দেখতে।'

'আমি জোর গলায় বলতে পারি সব মহিলারাই তাকে ওই ভাবে চিহ্নিত করবে,' গর্জে উঠলেন কর্ণেল।

'আপনি কি তাকে পছন্দ করেন না?'

'না। আমি তাকে একেবারেই পছন্দ করি না।'

'কিন্তু আমি যে ভেবেছিলাম, আপনি তাকে পছন্দ করেন। খুব ভাল ঘোড়ায় চড়তে জানে সে।'

'যেমন ঘোড়ার প্রদর্শনীতে বিদেশীরা দেখিয়ে থাকে। একেবারে বাঁদরামি যাকে বলে আর কি।'

কোনো রকমে হাসি দমন করলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট। বেচারা মেলরোজ আদব কায়দায় বড্ড বেশী গোঁড়া ব্রিটিশদের মতো। মিঃ স্যাটার্থওয়েট উদার মনোভাবের মানুষ। তাই অপরের জীবনের প্রতি কেউ সংকীর্ণ মনোভাব দেখালে দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি।

'সে কি এখানে কোথাও থাকত?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'উইঘটনের সঙ্গে অল্ডারওয়েতে বাস করছিল সে। একটা গুজব আছে সপ্তাহ খানেক আগে তাকে বাড়ি থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেন স্যার জেমস।'

'কেন?'

'আমার মনে হয়, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাকে ভালবাসার খেলায় লিপ্ত হতে দেখেছিলেন। এছাড়া আর কিবা হতে পারে?'

হঠাৎ গাড়িটা প্রচণ্ড ভাবে ঘুরে গেলো এবং চলার গতিতে বাধা পেলো।

'ইংলন্ডে এটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক চৌমাথা', বলে উঠলেন মেলরোজ। 'যাইহোক, অন্য গাড়ির চালকের হর্ন বাজানো উচিৎ ছিলো। আমরা মেন রোডে গাড়ি চালাচ্ছি। তবু আমার অনুমান, সে আমাদের গাড়ির যত না ক্ষতি করেছে ওর গাড়ির ক্ষতি অনেক বেশি করেছি।'

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন তিনি। আর গাড়ি থেকে নেমে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলো এক আগন্তুক। টুকরো টুকরো কথাবার্তা কানে এলো স্যাটার্থওয়েটের।

'এর জন্যে আমিই পুরোপুরি দোষী', আশঙ্কা প্রকাশ করল আগন্তুক। 'কিন্তু কান্ট্রির এই

অংশটার সঙ্গে আমি খুব একটা ভাল ভাবে পরিচিত নই। তাছাড়া আপনি যে মেন রোড দিয়ে আসছিলেন তার কোনো চিহ্ন ছিলো না।'

কর্ণেলকে একটু নরম হতে দেখা গেলো। আগন্তুকের গাড়ির ওপর ঝুঁকে পড়ল দু'জন। তাদের একজন চালক গাড়িটা পরীক্ষা করে দেখছিল তখন। শেষ পর্যন্ত যান্ত্রিক কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা করতে থাকে তারা।

'আমার আশঙ্কা, স্রেফ আধঘন্টার ব্যাপার', বললেন আগন্তুক। 'কিন্তু আপনি যেন আটকে রাখবেন না আমাকে। আপনার গাড়ির ক্ষতি খুব যে বেশী হয়নি তার জন্য আমি খুশি।'

'আসলে ব্যাপারটা হলো—' কথা শুরু করতে গিয়ে একরকম পাখির মতো উড়ে এলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট। 'কি অদ্ভুত ব্যাপার। সত্যিই কি অদ্ভুত ব্যাপার বলুন তো।'

'কি বললেন?' অবাক চোখে বন্ধুর দিকে তাকালেন কর্ণেল।

'মেলরোজ, ইনি হলেন হারলে কুইন। মিঃ কুইনের কথা আমি যে আপনাকে অনেকবার বলেছি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

কর্ণেল মেলরোজ মুখের ভাব দেখে মনে হলো, ঘটনার কথা আদৌ তাঁর মনে নেই। কিন্তু অতি নম্র ভাবে ইতস্তত করলেন তিনি, আর সেই দৃশ্য দেখে উৎসাহ বোধ করলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট।

'আমি আপনাকে দেখিনি। দেখি মনে করতে পারি কিনা—'

'কেন, বেলস এণ্ড মটলিতে একদিন রাত্রে—' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে তার দিকে শান্ত ভাবে তাকালেন মিঃ কুইন।

'এঃ, বেলস এণ্ড মটলি?' নামটা যেন শোনেননি এমনি ভাব করলেন কর্ণেল।

'একটা সরাইখানা', ব্যাখ্যা করলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট।

'কি অদ্ভুত নাম এই সরাইখানার।'

'খুব পুরনো আর কি', বললেন মিঃ কুইন। 'তবে একটা কথা মনে রাখবেন, এখনকার চেয়ে আগে একসময় ইংল্যাণ্ডে বেলস এবং মটলি'র নাম সবার মুখে মুখে ঘোরাফেরা করত।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়েছে, নিঃসন্দেহে আপনি ঠিকই বলেছেন।' তবু মেলরোজের কথার মধ্যে একটা অস্পষ্টতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। চোখ পিট পিট করে তাকালেন তিনি। একটা গাড়ির হেডলাইট এবং তার গাড়ির টেল লাইটের আলোছায়ার খেলায় এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, মটলিতে নিজেকে পোষাকের আবরণে ঢাকছেন মিঃ কুইন। কিন্তু সেটা কেবলই আলো, আলোছায়ার খেলা।

'আপনাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আমরা চলে যেতে পারি না', বলতে থাকেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট। 'আসুন, আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন। মেলরোজ কি বলেন, আমাদের তিনজনের বসার মতো যথেষ্ট জায়গা হবে না?'

'ও হ্যাঁ, হতে হবে বৈকি।' তবে কর্ণেলের কণ্ঠস্বরে যেন একটু সন্দেহ থেকে যায়। 'কেবল একটা ব্যাপার হলো,' মন্তব্য করলেন তিনি, 'হ্যাঁ স্যাটার্থওয়েট, যে কাজে আমরা বেরিয়েছি—'

নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট। কথাটা তাঁর মধ্যেও ঘোরাফেরা করছিল। উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন তিনি, 'না, না, আমার ভাল ভাবেই জানা উচিৎ ছিলো! মিঃ কুইন আপনি যেখানে জড়িত সেখানে কোনো সুযোগেই থাকার কথা নয়। আজ রাতে চৌমাথায়

এটা কোনো দুর্ঘটনাই নয়।'

অবাক হয়ে বন্ধুর দিক তাকালেন কর্ণেল মেলরোজ। দু'হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট।

কর্ণেলের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন তিনি, 'আমি আপনাকে আমাদের বন্ধু ডেরেক কর্ণেল সম্পর্কে বলেছিলাম, মনে আছে আপনার? তার সেই আত্মহত্যা করার মোটিভ। যা কেউ অনুমান করতে পারেনি! তবে মিঃ কুইনই কেবল সেই সমস্যার সমাধান করেছিলেন। সেখানে অন্য আরো অনেকেই ছিলো। মোটিভটা খুঁজে পাননি। তাই ওঁর কৃতিত্ব যে চমৎকার স্বীকার করতেই হয়।'

'প্রিয় স্যাটার্থওয়েট, আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন' হাসতে হাসতে বললেন মিঃ কুইন। 'আমার যতদূর মনে পড়ে এ সব আবিস্কার আপনিই করেছিলেন, আমি নই।'

'মানলাম, কিন্তু আপনি সেখানে ছিলেন বলেই সেই সব আবিস্কার সম্ভব হয়েছিল।' অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট।

'ঠিক আছে', গলা পরিষ্কার করে বললেন কর্ণেল মেলরোজ, 'আমাদের সময় নষ্ট করা আর বোধহয় ঠিক হবে না। চলুন, এবার যাওয়া যাক।'

চালকের আসনে উঠে বসলেন তিনি। মিঃ স্যাটার্থওয়েট উৎসাহে একজন আগন্তুককে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য খুব একটা খুশি হতে পারেননি তিনি। কিন্তু প্রতিবাদ করার মতো যুক্তিও ছিলো না তাঁর। এদিকে অন্ডারওয়েতে তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি তখন। কর্ণেলের পাশে মিঃ কুইনকে বসতে বললেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট। তারপর তিনি নিজে বসলেন জানালার ধারে। তিনজনই বেশ আরাম করে বসে গেলেন গাড়ির মধ্যে।

'মিঃ কুইন, আপনি তাহলে খুন জখম, এ ধরণের অপরাধের কেসে আগ্রহী?' অমায়িক গলায় বললেন কর্ণেল।

'না ঠিক অপরাধ মূলক কেসের ব্যাপারে নয়।'

'তা হলে কিসে আগ্রহী?'

হাসলেন মিঃ কুইন। 'মিঃ স্যাটার্থওয়েটকে জিজ্ঞেস করা যাক। উনি একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ পর্যবেক্ষক।'

'আমার মনে হয়', ধীরে ধীরে বললেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট, 'হয়ত আমার ভুলও হতে পারে, তবে আমার মনে হয়, প্রেমিক-প্রেমিকাদের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী মিঃ কুইন।'

শেষ শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে লজ্জায় তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠল। 'আত্মসচেতনতা থাকলে কোন ইংলিশম্যান কথাটা সহজে উচ্চারণ করতে পারে না।' কথাটা বলেই ক্ষমা চেয়ে নিলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট।

'ঈশ্বরের দোহাই!' বিস্ময় প্রকাশ করা মাত্র নীরব হয়ে গেলেন কর্ণেল।

মনে মনে চিন্তা করতে থাকলেন তিনি, স্যাটার্থওয়েটের এই বন্ধুটি বড় অদ্ভুত বলে মনে হয়। আড়চোখে তার দিকে তাকালেন তিনি। যুবকই বলা যায় তাকে। রঙটা একটু যেন চাপা, তবে আদৌ বিদেশীর মতো দেখতে নয় সে।

'আর এখন,' কথাটা অত্যন্ত জরুরী মনে করে বললেন স্যাটার্থওয়েট, 'কেসটার ব্যাপারে সব খুলে বলতে চাই।'

প্রায় মিনিট দশেক একটানা কথা বলে গেলেন তিনি। অন্ধকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বসে থাকতে গিয়ে এবং রাতভোর যত্রতত্র ছোটাছুটি করতে গিয়ে তাঁর মধ্যে কেমন যেন মাতালের মতো একটা টলমলো ভাব ফুটে উঠেছিল। তিনি যদি কেবল একজন দর্শক হন, কিংবা কারোর জীবন নিয়ে আলোকপাত করেন, তাতে কি এসে যায়? তার কথার একটা দাম আছে, কথা দিয়ে কথার খেলাপ করেন না তিনি। তিনি তার কথাগুলো একসূত্রে বাঁধতে জানেন, সেগুলোকে একটা প্যাটার্নে আনতে পারেন, নবা উইস্টনের সৌন্দর্য নিয়ে রচনা করা সে এক অদ্ভুত নবজন্মের সৃষ্টি, তার শ্বেতশুভ্র দাড়ি, লাল গোলাপের মতো থোকা থোকা চুল এবং পল ভেলাস্কুয়ারের ছায়াময় মূর্তি, যাকে মহিলাটি সুপুরুষ বলে মনে করেছিল।

অল্ডারওয়ের পটভূমির দিকে তাকালে মনে পড়ে যায়, এই সেই অল্ডারওয়ে, সপ্তম এডওয়ার্ড, আবার কেউ কেউ বলে তারও আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছে সেটা। ইংরাজদের কর্মস্থল এই অল্ডারওয়ে, চির শ্যামল গাছের বাহারি কালো, পাতাগুলো কাঁচি দিয়ে ছাঁটা, মাছের পুকুর যেখানে সন্ন্যাসীরা শুক্রবারের জন্য তাদের মাছ রেখে দিতো।

স্যার টমাসের দক্ষ হাতের মাঝে একটি উইস্টন খোদাই করে ফেললেন তিনি, তিনি ছিলেন পুষ্ক ডি উইনন এর সত্যিকারের বংশধর, বহু বছর আগে যিনি জমির বিনিময়ে জোর করে টাকা আদায় করে সিন্দুক বন্দী করেছিলেন। কার জন্যে? অল্ডারওয়ের প্রভুরা অর্থাভাবে যাতে কষ্ট না পায়।

অবশেষে নীরব হলেন মিঃ স্যাটারথওয়েট। তিনি যে তাঁর শ্রোতাদের সহানুভূতি পাবেন। আগাগোড়া নিশ্চিত ছিলেন তিনি। এখন তাদের কাছ থেকে প্রশংসা শোনার অপেক্ষায় রইলেন তিনি। সেটা তার প্রাপ্য বলে মনে করেন তিনি। এবং পেলেন।

'মিঃ স্যাটারথওয়েট, আপনি একজন গুণী শিল্পী।'

'আমি, আমি আমার সাধ্য মতো ভাল করে বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।' হঠাৎ ছোটখাটো মানুষটি অতিশয় নম্র ও বিনয়ী হয়ে উঠলেন।

কয়েক মিনিট আগে লকগেট ফেলে এসেছিল তারা। গাড়িটা এখন একটা দরজাপথের সামনে এসে থামল। এই সময় একজন পুলিশ কনস্টেবল দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হলো।

'শুভ সন্ধ্যা স্যার। লাইব্রেরিতে ইন্সপেক্টর কার্টিস অপেক্ষা করছেন।'

'ঠিক আছে, চলো আমি যাচ্ছি।'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকলেন মেলরোজ। অন্য দু'জন অনুসরণ করতে থাকে তাঁকে। প্রশস্ত হলঘর পেরিয়ে এলো তারা তিনজন। দরজার আড়াল থেকে একজন বয়স্ক খানসামা চোখ পিটপিট করে তাকাল। মেলরোজের চোখ পড়তেই মাথা নেড়ে তাকে সম্ভাষণ জানালেন।

'শুভ সন্ধ্যা মাইলস। একটা দুঃখের খবর আছে।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই,' অপরজন কাঁপা কাঁপা গলায় বলল। 'জানেন স্যার, এ যেন অবিশ্বাস্য ঘটনা। চিন্তা করে দেখুন, কেউ কি তার মালিককে এভাবে আঘাত করতে পারে?"

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন মেলরোজ। 'এখনি এ-ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে লাইব্রেরিতে গিয়ে প্রবেশ করলেন তিনি। বিরাট চেহারার ইন্সপেক্টর শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্ভাষণ জানাল তাকে।

'খুবই খারাপ ব্যাপার স্যার। কোনো কিছুই নষ্ট করিনি। অস্ত্রের ওপর আঙুলের ছাপ নেই। যেই হত্যা করে থাকুক না কেন, সব আটঘাট বেঁধেই করেছে।'

একটা বড় রাইটিং টেবিলের সামনে নুইয়ে পড়া লোকটির দিকে তাকালেন স্যাটার্থওয়েট। এবং তাড়াতাড়ি আবার চোখ ফিরিয়ে নিলেন। পিছন থেকে আঘাত করা হয়েছে লোকটাকে। প্রচণ্ড জোরে আঘাত, মাথার খুলি ফেটে একেবারে চৌচিড়। দৃশ্যটা খুব একটা দেখার মতো নয়।

মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে অস্ত্রটা, দু'ফুট লম্বা একটা তামার বড় জাতীয় জিনিষ, সেটা রক্তে ভেজা। কৌতূহলী হয়ে সেটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন স্যাটার্থওয়েট।

'একজন সুন্দরী রমণী,' নরম গলায় বললেন তিনি। 'তার মানে ওঁর আঘাতটা এসেছিল একজন সুন্দরী রমণীর কাছ থেকে।'

তিনি তাঁর চিন্তার মাঝে একটা কাব্য করার খোরাক যেন পেয়ে গেলেন।

'এই যে ঘরের জানালাগুলো দেখছেন,' বলল ইন্সপেক্টর, 'বন্ধ ছিলো, এবং ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া ছিলো।'

এখানে থামল সে। তার সেই থামাটা অর্থপূর্ণ বলে মনে হলো।

'তাহলে তো এটা কোনো ভেতরের লোকের কাজ বলে মনে হয়,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল চীফ কনস্টেবল। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরা দেখব।'

নিহত লোকটির পরনে গলফ পোশাক। অদূরে একটা বিরাট চামড়ার কৌচের ওপর গলফ ক্লাবের একটা ব্যাগ পড়ে রয়েছে এমন ভাবে যে, দেখে মনে হয় তাড়াহুড়োর মাথায় সেটা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে সেখানে।

'ভদ্রলোক সবেমাত্র গলফ লিঙ্ক থেকে ফিরে এসেছিল,' চীফ কনস্টেবলের দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল ইন্সপেক্টর। 'তখন সোয়া পাঁচটা হবে। খানসামা চা দিয়ে যায়, চায়ের কাপটা খালি তার মানে চা পান করার পরেই ঘটনাটা ঘটে থাকবে। তবে তার আগে সে তার খানসামাকে ডেকে একজোড়া নরম স্লিপার আনতে বলেছিল। যতদূর মনে হয়, সেই খানসামাটিই তাকে শেষবারের মতো জীবিত অবস্থায় দেখে থাকবে।'

মাথা নাড়লেন মেলরোজ। তারপর আর একবার রাইটিং টেবিলটার দিকে ফিরে তাকালেন তিনি।

দেখেশুনে মনে হচ্ছে বেশ কিছু জিনিষপত্তর ওলটপালট এবং ভাঙচুর করা হয়েছে। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো একটা বড় এনামেল ঘড়ি। টেবিলের ঠিক মাঝখানে সেটা যেন মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে।

তাঁর সেই তাকানোর ভঙ্গি দেখে গলা পরিষ্কার করে বলল ইন্সপেক্টর 'ওটা যে ভাঙেনি, ভাগ্য ভাল বলে ধরে নিতে পারেন স্যার। দেখতেই পাচ্ছেন, সাড়ে ছটায় ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। এর থেকেই আপনার অনুষ্ঠানের সময়টা আমরা ধরে নিতে পারি। খুব সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়।'

কর্ণেলের স্থির দৃষ্টি পড়েছিল ঘড়িটার ওপর।

'যেমন বললেন', মন্তব্য করলেন তিনি। 'খুব সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়।' মিনিটখানেক চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, অত্যন্ত সহজবোধ্য। কিন্তু ইন্সপেক্টার, এটা তো আমি পছন্দ করি না।'

অপর দুজন লোকের মুখের ওপর তাঁর দৃষ্টি ঘোরাফেরা করে। মিঃ কুইনের দিকে তার তাকানোর মধ্যে একটা আবেদন ছিলো, একটা বিশেষ বক্তব্যও ছিলো।

'সবই কেমন সাজানো গোছানো,' বললেন তিনি। 'একটু যেন বেশি পরিস্কার। জানেন, আমি কি বোঝাতে চাইছি? আসলে আমার কি মনে হয় জানেন, ঠিক ওভাবে ঘটনাটা ঘটেনি।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন,' বিড়বিড় করে বললেন মিঃ কুইন, 'ওই ঘড়িটা ওভাবে ঠিক পড়ে যায়নি?'

মুহূর্তের জন্য তাঁর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন মেলরোজ। তারপর ঘড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। বড় অসহায় অবস্থা ঘড়িটার, হঠাৎ যেন সেটা মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছে, অকেজো হয়ে গেছে, নাকি এ-সবই ইচ্ছাকৃত। কথাটা মনে হতেই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ঘড়িটা তুলে ঠিক জায়গায় বসিয়ে রাখলেন কর্ণেল মেলরোজ। তারপর টেবিলের ওপর প্রচণ্ড জোরে একবার ঘুঁষি মারলেন। ঘড়িটা লাফিয়ে উঠল বটে, কিন্তু পড়ল না, আগের মতো তেমনি পায়ার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর একবার টেবিলের ওপর ঘুঁষি মারলেন মেলরোজ, তবে এবার খুবই আস্তে, একটা অনিচ্ছার ভাব নিয়ে এবার ঘড়িটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো।

'এই খুন হওয়ার ঘটনাটা কখন জানা যায়?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মেলরোজ।

'তা প্রায় সাতটার সময় স্যার।'

'কে প্রথম আবিষ্কার করে?'

'খানসামা।'

'ধরে নিয়ে এসো তাকে।' বলল চীফ কনস্টেবল। 'এখনি তাকে দেখতে চাই। ভাল কথা, লেডি উইঘটন কোথায়?'

'উনি শুয়ে আছেন স্যার। ওঁর পরিচারিকা বলেছে, তিনি নাকি উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না।'

মাথা দোলালেন মেলরোজ। খানসামার সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো ইন্সপেক্টর কার্টিস। ওদিকে নিশ্চিত ভাবে ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকিয়েছিলেন মিঃ কুইন। তাঁর সেই দৃষ্টি অনুসরণ করলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট। দু'এক মিনিট শিখাহীন জ্বলন্ত কাঠের দিকে পিটপিট করে তাকাতে গিয়ে চুল্লির ঝাঁঝরির ওপর একটা চকচকে জিনিষ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নিচে ঝুঁকে পড়ে ঢেউ খেলানো একটা ছোট্ট কাঁচের টুকরো তুলে নিলেন তিনি।

'স্যার, আপনি আমাকে ডেকেছেন?'

কণ্ঠস্বরটা খানসামার, শব্দগুলো কাঁপাকাঁপা এবং অনিশ্চিত তখনো। কাচের টুকরোটা ট্রাউজারের পকেটে চালান করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট।

বৃদ্ধ মানুষটিকে দরজা পথে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। 'বসো', নরম গলায় বলল চীফ কনস্টেবল। 'সেই প্রথম থেকে দেখছি, তুমি কাঁপছ। মনে হয়, এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা তোমাকে বিহ্বল করে তুলেছে?'

'হ্যাঁ স্যার, ঠিক তাই।'

'ঠিক আছে, খুব বেশী সময় তোমাকে আটকে রাখব না। আমার বিশ্বাস, ঠিক পাঁচটার পর তোমার মনিব বাড়ি ফিরে এসেছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার। বাড়ি ফিরেই তিনি আমাকে এখানে চা দিয়ে যাওয়ার জন্যে বলেন। চা দিয়ে যাই, পরে খালি কাপ নিতে এলে তিনি আমাকে তাঁর সাজভৃত্য জেনিংসকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে

দেওয়ার জন্য বলেন।'

'কখন সেটা?'

'তা তখন প্রায় ছটা বেজে দশ হবে স্যার।'

'তাই বুঝি। তারপর?'

'তারপর ওঁনার কথা মতো জেনিংসকে খবর দিই। তারপর তখন প্রায় সাতটা হবে, ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করার জন্য এখানে আসি। আর তখনি দেখতে পাই—'

তাকে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন মেলরোজ, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অত সব বলতে হবে না ওসব তো আগেই শুনেছি। এখন বলো, তোমার মনিবের দেহ তুমি স্পর্শ করোনি তো, কিংবা কোনো কিছু নষ্ট করোনি তো, নাকি করেছ?'

'ওহো, না স্যার। তখন আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টেলিফোনের কাছে ছুটে যাই পুলিশে ফোন করার জন্য।'

'আর তারপর?'

'কর্তামার পরিচারিকা জেনিকে বলি দুঃসংবাদটা ওঁদে দেওয়ার জন্য।'

'তা আজ সন্ধ্যায় তুমি তোমার মিস্ট্রেসকে আদৌ দেখনি এই তো?'

কথায় কথায় প্রশ্নটা রাখলেন কর্ণেল মেলরোজ। কিন্তু মিঃ স্যাটার্থওয়েটের সজাগ কানে কথাটা প্রবেশ করতেই চিন্তায় পড়লেন তিনি। এই কথাটা অর্থপূর্ণ বলে মনে হলো তাঁর কাছে।

'সত্যি কথা বলতে কি স্যার, দুর্ঘটনাটা ঘটার পর থেকে তিনি তাঁর অ্যাপার্টমেন্টেই ছিলেন, একবারের জন্যও বেরোননি।'

'দুর্ঘটনার আগে ওঁকে বাইরে বেরোতে দেখেছ?'

প্রশ্নটা এতই দ্রুত ছুঁড়ে দেওয়া হলো, উত্তরটা দিতে গিয়ে একটু ইতস্তত করল বৃদ্ধ খানসামা, তা ঘরের কারোরই দৃষ্টি এড়াল না।

'হ্যাঁ, স্যার, একটি বারের জন্য সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতে দেখেছিলাম ওঁকে।'

'এ উনি কি এখানে এসেছিলেন?'

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট।

'আমি, আমি তাই মনে করি স্যার।'

'তখন সময় কত হবে বলে মনে হয়?'

ঘরের ভেতরে তখন অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে এলো, একটা পিন পড়লেও শব্দ থেকে যায় এমনি এক নিস্তব্ধতা। সময়টা কত, বৃদ্ধ লোকটি কি জানে? অবাক হয়ে ভাবতে থাকেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট, তার উত্তরে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে?

'তখন, তখন ঠিক সড়ে ছটা হবে স্যার।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কর্ণেল মেলরোজ। 'এতেই হবে, ধন্যবাদ। এখন সাজভৃত্য জেনিংসকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

ডাক পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো জেনিংস। ইঁদুরের মতো ছুঁচালো মুখ তার, বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পা ফেলে ঘরে এসে ঢুকল সে। তার মধ্যে একটা ধূর্তামি এবং কিছু একটা গোপন করার মনোভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

তাকে নিরীক্ষণ করতে গিয়ে চোখের পাতা ফেলতে বুঝি ভুলে গেলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট। লোকটাকে দেখে কেন জানি না তাঁর মনে হলো, কারোর জানার সম্ভাবনা কিম্বা কেউ দেখে

যেখানে সুযোগ না থাকলে অনায়াসে লোকটা তার মনিবকে খুন করতে পারে। এই সব কথা মনে রেখেই কর্নেল মেলরোজের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে তার কথাগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকেন তিনি। এই মুহূর্তে তাঁর মধ্যে একটা বিশেষ আগ্রহ এবং তৎপরতা লক্ষ্য করা গেলো। কিন্তু তার উত্তরগুলো খুবই সহজ সরল শোনালো। তার বক্তব্য এই রকমঃ তার মনিবের পছন্দ মতো একটা নরম স্লিপার নিয়ে এসে তাঁর পায়ের শক্ত জুতোটা বদল করে দিয়েছিল সে।

'তারপর তুমি কি করলে জেনিংস?'

'স্টুয়ার্ডের ঘরে চলে যাই স্যার।'

মাথা নেড়ে তাকে বিদায় করে দিলেন কর্নেল মেলরোজ। তারপর ইন্সপেক্টর কার্টিসের দিকে তাকালেন, তাঁর চোখে অনেক জিজ্ঞাসা।

'লোকটা যা বলে গেলো খাঁটি সত্যি স্যার। আমি খোঁজ নিয়েছি; প্রায় ছটা বেজে কুড়ি থেকে সাতটা পর্যন্ত স্টুয়ার্ডের ঘরেই ছিলো সে।'

'তাহলে লোকটাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়,' বিরক্ত হয়ে বলল চীফ কনস্টেবল। 'তাছাড়া, তার কোনো মোটিভ নেই। বিনা উদ্দেশ্যে কেউ কাউকে খুন করতে পারে না। একজন সাজ-পোশাক পরিচারকের পক্ষে তার মনিবকে খুন করার কোনো উদ্দেশ্যই থাকতে পারে না।'

পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল তারা।

এই সময় দরজায় নক করার শব্দ হলো।

'ভেতরে এসো,' সাড়া দিলেন কর্নেল।

গৃহকর্ত্রীর পরিচারিকা ঘরে এসে ঢুকল, তার চোখে মুখে একটা আতঙ্কের ভাব স্পষ্ট।

'কর্নেল মেলরোজের এখানে আসার কথা জানতে পেরেছেন আমার কর্ত্রীমা,' অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল পরিচারিকা, 'তাই উনি দেখা করতে চান তার সঙ্গে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন মেলরোজ। 'চলো, এখনি আমি যাচ্ছি। তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে?'

কিন্তু ওখানি পিছন থেকে মেয়েটিকে একটা ঠেলা দিলো। একেবারে ভিন্ন ধরনের মানুষকে দরজাপথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। সেই মুহূর্তে লেডী উইঘটনকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন অন্য জগতের একজন দর্শনার্থী।

তাঁর পরনে ছিলো মধ্যযুগীয় বড়চটা নীল ব্রোকেডের গাউন। তাঁর সোনালি চুলের রাশি সিঁথি থেকে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে দু'কানের পাশে ঢল নেমেছে। তবে চুলগুলো সুন্দর পরিপাটি করে আঁচড়ান, দেখে মনে হলো চুলের প্রতি যথেষ্ট যত্নবান তিনি, এবং রুচিবোধ আছে, এই বয়সেও নারীর সৌন্দর্য কি করে ধরে রাখতে হয়, সেটা বেশ ভালই জানা আছে তাঁর। লেডি উইঘটন কখনো চুল ছাঁটেননি। শিরের ওপর একটা আলগা খোঁপার মতো করে চুলগুলো ঝুলিয়ে রেখেছেন। হাত খালি, কোনো অলঙ্কারের বালাই নেই।

একটা হাত দিয়ে দরজার ফ্রেম আঁকড়ে ধরেছিলেন তিনি আর অন্য হাতে একটা বই ঝুলে থাকতে দেখা গেলো। তাকে নিরীক্ষণ করতে গিয়ে মিঃ স্যাটার্থওয়েট ভাবলেন, প্রাচীনযুগে ইতালীয় ক্যানভাসে তিনি যেন ম্যাডোনার প্রতিমূর্তি।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে টলতে দেখা গেলো। এক লাফে তাঁর কাছে ছুটে গেলেন কর্নেল মেলরোজ।

'আমি এসেছিলাম আপনাকে বলার জন্যে'—

নিচু গলায় বললেও তাঁর কণ্ঠস্বর বেশ ভরাট। নাটকীয় দৃশ্যটা দেখে মিঃ স্যাটার্থওয়েট এমনি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, সেটার সত্যতা ভুলে গিয়েছিলেন তিনি।

'প্লিজ লেডি উইঘটন,' তাঁর কাঁধে হাত রেখে তাঁকে সাহায্য করতে চাইলেন মেলরোজ। হলঘর পেরিয়ে একটা ছোট অ্যান্টি-রুমে পথ দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে এলেন তিনি। ঘরের দেওয়ালগুলো বড়চটা সিল্ক দিয়ে মোড়ানো। কুইন এবং স্যাটার্থওয়েট তাঁদের অনুসরণ করে এগিয়ে গেলেন। একটা নিচু সোফায় ডুবে গেলেন লেডি উইঘটন। ধূলোরঙের কুশানের ওপর মাথাটা ঠেসান দিলেন তিনি। তাঁর চোখের পাতাগুলো নামানো। তাঁর মুখের ওপর তিনজনের দৃষ্টি পড়ে থাকে। কখন তিনি চোখ মেলে তাকাবেন, কখনই বা তিনি মুখ খুলবেন, সেই মুহূর্তটির জন্যে প্রতীক্ষায় ওরা তিনজন। হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই চোখ মেলে তাকিয়ে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। সবার দৃষ্টি তখন তাঁর মুখের দিকে, কি বলেন তা শোনার জন্যে। অবশেষে অত্যন্ত শান্ত স্বরে বললেন তিনি।

'আমি, হ্যাঁ আমি তাকে খুন করেছি।' আরো বললেন তিনি, 'আর সেই কারণেই আপনাকে বলতে এলাম। আমি তাকে নিজের হাতে খুন করেছি।'

তাদের সেই মুহূর্তের নীরবতায় অনেক চিন্তা, অনেক ভাবনার জাল বোনা। মিঃ স্যাটার্থওয়েটের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন একবার বুঝি থেমে গেল।

'শুনুন লেডি উইঘটন,' চিন্তিত ভাবে বলে উঠলেন মেলরোজ, 'আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনি একটা ভয়ঙ্কর আঘাত পেয়েছেন, আপনার স্নায়ু এখন খুবই দুর্বল। আপনি কি যে বলছেন, আমার ধারণা, আপনি নিজেই তা জানেন না।'

একটু বুঝি-বা নড়েচড়ে বসলেন তিনি। তবে কি তিনি এখন ফিরে যাবেন? না, তিনি তা করলেন না। বরং মেলরোজের কথার জের টেনে নিজের বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, আমি কি যে বলছি, বেশ ভাল ভাবেই জানি। হ্যাঁ, আমিই তাকে গুলি করে হত্যা করেছি।'

তিনজনের মধ্যে দু'জন ঢোক গিলতে থাকেন, অপরজনের মুখ দিয়ে কোনো শব্দই বেরোয় না। এদিকে লেডী উইঘটন সামনের দিকে আরো একটু ঝুঁকে পড়লেন।

'বুঝতে পারছেন না? নিচে নেমে এসে আমি তাকে গুলি করেছি। আমি নিজে সেটা স্বীকার করছি।'

তাঁর হাতে ধরে রাখা বইটা হাত থেকে খসে মেঝের ওপর পড়ে যায়। বইটার মধ্যে একটা কাগজ কাটা ছুরি ছিলো, অনেকটা ছোরাজাতীয় অস্ত্রের মতোন। যন্ত্রবৎ সেটা তুলে নিলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট এবং টেবিলের ওপর রেখে ভাল করে নিরীক্ষণ করতে থাকেন সেটা। তিনি তখন নিজের মনে ভাবছিলেন একটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক খেলনা। এটা দিয়ে লোককে খুন করতে পারো তুমি।

'ভাল কথা,' লেডী উইঘটন অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'তা এ-ব্যাপারে আপনারা কি করছেন? আমাকে গ্রেপ্তার করবেন? আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন?'

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল কর্ণেল মেলরোজের।

'দেখুন লেডি উইঘটন, আপনি আমাকে যা বললেন, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এখানকার সব কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি বলি কি, এখন আপনি আপনার ঘরে ফিরে

গিয়ে বিশ্রাম করুন, মাথা ঠাণ্ডা করুন।'

মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন লেডি উইঘটন। এখন তিনি প্রায় ক্লান্ত এবং গম্ভীর।

দরজার দিকে যাওয়ার জন্য তিনি ঘুরে দাঁড়াতেই মিঃ কুইন এই প্রথম কথা বললেন, 'আচ্ছা লেডি উইঘটন, রিভলবারটা কোথায় ফেললেন?'

তাঁর মুখের ওপর একটা অনিশ্চয়তার ছাপ পড়তে দেখা যায়। 'আ-আমি বোধহয় মেঝের ওপর ফেলে রেখে যাই। ওহো, না, না আমার মনে হয়, সেটা আমি জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলাম। তবে এখন আমার সঠিক কিছু মনে পড়ছে না। সে যাইহোক, তাতে কি এসে যায়? আমি তো বেশ ভাল করেই জানতাম, আমি কি করতে যাচ্ছিলাম। তাতে কিছু এসে যায় না, তাই না?'

'না,' বললেন মিঃ কুইন। 'আমার মনে হয় না, তাতে কিছু এসে যাবে না। আর কেনই বা আসবে বলুন?'

লেডি উইঘটন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন। মিঃ কুইনের দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো, তার কথার মধ্যে সতর্ক হওয়ার একটা ইঙ্গিত ছিলো। তারপর জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিমায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। লেডি উইঘটনের পিছন পিছন ছুটে গেলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট। তাঁর মনে হলো, যে কোনো মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারেন তিনি। কিন্তু ইতিমধ্যেই সিঁড়ির প্রায় মাঝপথে উঠে গিয়েছিলেন তিনি। এখন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, একটু আগের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন তিনি। সেই ভীত সন্ত্রস্ত পরিচারিকাটিকে সিঁড়িতে ওঠার প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো, তার সঙ্গে আন্তরিক ভাবে কথা বলছিলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট।

'তোমার মিস্ট্রেসের ওপর নজর রেখ,' বললেন তিনি।

'হ্যাঁ স্যার,' নীল গাউন পরিহিতা কর্তামার কাছে যাওয়ার জন্য সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল মেয়েটি, 'দয়া করে বলবেন স্যার, ওরা নিশ্চয়ই তাকে সন্দেহ করেন না, করেন কি?'

'কেন, কাকে সন্দেহ করতে যাবে?'

'কাকে আবার, জেনিংসকে স্যার! জানেন স্যার, একটা মাছিকে পর্যন্ত আঘাত করতে পারে না সে। এ হেন নিরীহ মানুষ কি কাউকে খুন করতে পারে?'

'জেনিংস? কার কথা বলছ তুমি? না, না, অবশ্যই নয়। যাও, এখন তোমার মিস্ট্রেসের যত্ন নাও।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নেবো বৈকি!'

সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত ওপরে উঠে গেলো মেয়েটি। আর মিঃ স্যাটার্থওয়েট ফিরে গেলেন ঘরে।

ফিরে ঘরে আবার ঢুকতে গিয়ে কর্ণেল মেলরোজকে জোরালো গলায় বলতে শুনলেন তিনি, 'ভাল কথা, আমি গোল্লায় গেছি।'

'চোখে দেখার চেয়ে এর মধ্যে অনেক বেশী কিছু আছে। অনেক গল্প-উপন্যাসে নায়িকারা যেমন করে থাকে, এটা, হ্যাঁ এটাও সেই রকম একটা বোকামির কাজ বটে।'

'এটা অসত্য,' একমত হলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট। 'এ যেন মঞ্চের ঘটনার মতো।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন মিঃ কুইন। 'হ্যাঁ, আপনি তো নাটকের প্রশংসা করে থাকেন, করেন না? ভাল অভিনয় দেখলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন আপনি।'

তাঁর দিকে কঠিন চোখে তাকালেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট।

একটা নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতার মধ্যে একটা দূরাগত শব্দ এসে থাকবে তাদের কানে।

'যেন একটা গুলির শব্দ,' মন্তব্য করলেন কর্ণেল মেলরোজ।

'আমি জোর গলায় বলতে পারি, চাকর-বাকরদের একজন কেউ সম্ভবত সেটাই শুনে থাকবেন লেডি উইঘটন। সম্ভবত দেখবার জন্য নিচে নেমে থাকবেন তিনি। খুব কাছে গিয়ে দেখেননি তিনি কিংবা মৃতদেহ পরীক্ষা করেও দেখেননি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তখন এই রকম একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,—'

এই সময় বৃদ্ধ খানসামাকে দরজাপথে এসে হাজির হতে দেখা গেলো। 'স্যার, মিঃ ডেলানগুয়া—'

'অ্যাঁ?' বললেন মিঃ মেলরোজ, 'কি ব্যাপার?'

'স্যার মিঃ ডেলানগুয়া এখানে এসেছেন। সম্ভবত তিনি কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন কর্ণেল মেলরোজ। গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, ওঁকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

পর মুহূর্তেই দরজাপথে পল ডেলানগুয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। লোকটার মধ্যে যে অ-ইংরাজসুলভ ভাব আছে, কর্ণেল তা লক্ষ্য করে, তার চলাফেরা, তার গায়ের রঙ, তার সুপুরুষ চেহারা, তার চোখের চাহনির মধ্যে। নবজন্মের হাওয়ায় তার ব্যাপারে এই প্রশ্নটা ঘোরাফেরা করে, সে এবং লরা উইঘটনের বক্তব্যে একই সুর ধ্বনিত হয়েছে।

'শুভ সন্ধ্যা ভদ্রমহোদয়গণ,' বলল ডেলানগুয়া। তার আচরণে একটা নাটকীয় ভাব প্রকাশ পেলো।

'মিঃ ডেলানগুয়া, আপনার প্রয়োজনটা কি ঠিক জানি না,' তীক্ষ্ণস্বরে বললেন কর্ণেল মেলরোজ, 'কিন্তু যদি এই ঘটনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকে—'

তাঁর কথার মাঝে বাধা দিয়ে হেসে উঠল ডেলানগুয়া। 'আবার অন্যদিক দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়,' বলল সে, 'আজকের এই ঘটনার সঙ্গে অনেক কিছু জড়িত আছে বলেই বলছি।'

'কি বলতে চান আপনি?'

'আমি বলতে চাই,' শান্ত ভাবে বলল ডেলানগুয়া, 'স্যার জেমস উইঘটনের খুন হওয়ার ব্যাপারে আমি নিজেকে ধরা দিতে চাই আপনাদের কাছে।'

'আপনি জানেন, আপনি কি বলতে চাইছেন?' গম্ভীর গলায় বলল মেলরোজ।

'সম্পূর্ণভাবে।'

যুবকটির চোখের দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ টেবিলটার ওপর।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা—'

'কেন আমি নিজেকে ধরা দিতে চাই এই তো? এটা আমার অনুশোচনা কিংবা আপনারা যা ভাল বোঝেন তাই ধরে নিতে পারেন। মোট কথা আমি ওঁকে ছুরিবিদ্ধ করেছি, আমার স্বীকারোক্তির পক্ষে এটাই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। আর এ-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।' টেবিলের দিকে দৃষ্টি ফেলে মাথা নাড়ল সে। দেখছি অস্ত্রটা আপনার পেয়েছেন। ছোট্ট অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের পক্ষে ওটা খুবই সুবিধাজনক। দুর্ভাগ্যবশত লেডি উইঘটন ওঁর বই'র মধ্যে ওটা রেখেছেন আর ওটা আমি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম।'

'এক মিনিট', বলে উঠলেন কর্ণেল মেলরোজ। 'এই ছুরিটা দিয়ে স্যার জেমসকে আপনি আঘাত করেছিলেন বলে কি আমাকে ধরে নিতে হবে?' এই বলে ছুরিটা তুলে ধরলেন তিনি।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। জানেন জানালা টপকে ঘরে ঢুকি। পিছন ফিরে বসেছিলেন তিনি। তাই কাজটা সারতে আমার কাছে আরো সহজ হয়ে যায়। আবার ওই পথেই চলে গিয়েছিলাম।'

'তার মানে জানলা টপকে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই জানলা টপকে।'

'তখন সময় কত ছিলো?'

একটু ইতস্তত করল ডেলানগুয়া। 'আমাকে একটু ভাবতে দিন। হ্যাঁ, আমি তখন একজন চাকরের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন ছ'টা পনেরো হবে। একটু পরেই চার্চের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাই। আর তখন বলা যেতে পারে, প্রায় সাড়ে ছ'টা হবে।'

কর্ণেলের ঠোঁটে একটা কঠিন হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

'ঠিক আছে ইয়ংম্যান,' বললেন তিনি। 'সাড়ে ছ'টা সময়টাই ঠিক। সম্ভবত ইতিমধ্যেই সেটা আপনি শুনে থাকবেন। কিন্তু এখানে এসে অনেকের বক্তব্যই তো শুনলাম, খুনের ধরণও দেখলাম। সব মিলিয়ে এ এক অদ্ভুত ধরণের খুন বলে মনে হচ্ছে।'

'কেন?'

'কত লোকই তো নিজেকে খুনী বলে স্বীকারোক্তি দিলো।' বললেন কর্ণেল মেলরোজ। 'তাই কি খুনটা অদ্ভুত নয়?'

ডেলানগুয়াকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুনল সবাই।

'আর কে, কে স্বীকারোক্তি দিয়েছে?' তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো ভেতরে ভেতরে নিজের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করছে সে। এবং সহজ হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

'লেডি উইঘটন।'

কথাটা শোনা মাত্র জোরে জোরে মাথা দোলাল ডেলানগুয়া এবং জোর করে হাসবার চেষ্টা করল। 'আরে লেডি উইঘটনের কথা বলছেন? উনি তো একজন হিস্টিরিয়া রোগিনী।' হালকা ভাবে বলল সে। 'আমি যদি আপনার অবস্থায় পড়তাম, ওঁর কথার কোনো গুরুত্বই দিতাম না।'

'আমি কিন্তু সেরকম কিছু মনে করতে পারছি না।' বলল মেলরোজ। 'তাছাড়া এই খুনের ব্যাপারে আর একটা অদ্ভুত ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাদের।'

'কি রকম?'

'বেশ তাহলে শুনুন,' বলল মেলরোজ, 'স্যার জেমসকে গুলি করে হত্যা করেছেন বলে স্বীকার করেছেন লেডি উইঘটন। অথচ আপনি বলছেন, আপনি তাঁকে ছুরিবিদ্ধ করেছেন। কিন্তু আপনাদের দু'জনেরই সৌভাগ্য, তিনি গুলিবিদ্ধ কিংবা ছুরিকাহত হননি। ওঁর মাথার খুলি গুঁড়িয়ে গেছে।'

'হায় ঈশ্বর!' চিৎকার করে উঠল ডেলানগুয়া। 'কিন্তু একজন মহিলার পক্ষে এমন নৃশংস ভাবে কাউকে হত্যা করা সম্ভব নয়। তবে—'

এখানে থেমে গিয়ে সে তার ঠোঁট কামড়ায়। মাথা নাড়লেন মেলরোজ। তাকে অমন বেকায়দায় পড়তে দেখে তাঁর মুখে একটা ভুতুড়ে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

'প্রায় খবরের কাগজে এ-ধরণের খবর পড়ে থাকেন,' কথাটা ধরিয়ে দিলেন তিনি, 'কিন্তু

ঘটাতে দেখেননি।'

'কি?'

'বেশ কয়েকজন নির্বোধ যুবক পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করে থাকে, সবাই সন্দেহ করে বুঝি অন্যজন অপরাধী, সেই অপরাধ করেছে,' বললেন, মেলরোজ। 'এখন দেখছি, একেবারে শুরু থেকেই শুরু করতে হবে আমাদের।'

'এই সাজভৃত্য,' বলে উঠলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট। 'এই একটু আগে মেয়েটি যে বলে গেলো, তখন আমি তার কথায় কান দিইনি।' এখানে একটু থামলেন তিনি, সমস্ত ঘটনা একসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করলেন। 'মেয়েটির আশঙ্কা, আমরা বুঝি সাজভৃত্যকে সন্দেহ করছি। তাই এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, নিশ্চয়ই সেই সাজভৃত্যের কোনো মোটিভ আছে, যা আমরা জানি না, কিন্তু মেয়েটি জানে।'

ভুরু কোঁচকালেন কর্ণেল মেলরোজ। তারপর বেল টিপলেন। একজন পরিচারক ঘরে ঢুকতেই তিনি তাকে বললেন, 'লেডি উইঘটনকে গিয়ে বলো, দয়া করে তিনি যদি আর একবার এখানে নেমে আসেন খুব ভাল হয়।'

তিনি না আসা পর্যন্ত নীরবে অপেক্ষা করতে থাকলেন মেলরোজ। তিনি ঘরে ঢুকে ডেলানগুয়াকে দেখা মাত্র তাঁর শরীরটা কেমন টলে উঠল, আর একটু হলে পড়ে যেতেন তিনি, কিন্তু ঠিক সময়ে ছুটে এসে তাঁকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করলেন কর্ণেল মেলরোজ।

'কোনো চিন্তা নেই লেডি উইঘটন, সব ঠিক আছে। দয়া করে ভয় পাবেন না।'

'মিঃ ডেলানগুয়া এখানে কেন, কি করছে সে, এটা আমার কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না।'

তাঁর কাছে ছুটে গেলো ডেলানগুয়া। 'লবা, এ তুমি কি করলে লবা?'

'কি করেছি?'

'আমি জানি। আমার জন্যে--কারণ তুমি ভেবেছ যে, —হাজার হোক আমার ধারণা সেটাই তো স্বাভাবিক। ওহো কিন্তু। তুমি দেবদূতী!'

গলা খাঁকারি দিলেন কর্ণেল মেলরোজ। এ ধরনের ভাবাবেগ আদৌ তিনি পছন্দ করেন না। আর এ ধরণের দৃশ্যের মুখোমুখি হলে তিনি ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

'শুনুন লেডি উইঘটন, আমাকে কিছু বলতে দিন। আপনি আর মিঃ ডেলানগুয়া, দুজনেই সৌভাগ্যবশত রক্ষা পেয়ে গেছেন। উনিই যে খুনী 'স্বীকারোক্তি' দিতে এসেছিলেন। কিন্তু সুখের কথা হলো, আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, মিঃ জেমসকে উনি খুন করেননি, এটা খুবই পরিস্কার। আর ওঁর আগে আপনিও নিজেকে মিঃ জেমসের খুনী হিসেবে স্বীকার করে যান। কিন্তু আমরা এখন প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করতে চাই। আর কোনো রকম দ্বিধাগ্রস্ত নয়! খানসামা বলেছে, সাড়ে-ছটার সময় লাইব্রেরিতে গিয়েছিলেন আপনি, তাই কি?'

ডেলানগুয়ার দিকে তাকাল লবা। মাথা নাড়ল সে।

'সত্য, প্রকৃত সত্য,' বলল ডেলাগুয়ান, 'আমরা জানতে চাই লবা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লবা। 'ঠিক আছে, আমি বলব।'

তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট, সেই চেয়ারে লেডি উইঘটন তাঁর ভারি শরীরটা এলিয়ে দিলেন।

'হ্যাঁ, আমি তখন সত্যিই নিচে নেমে এসেছিলাম। লাইব্রেরির দরজা খুলতেই আমি দেখতে পাই --'

একটু সময়ের জন্য থেমে ঢোক গিললেন তিনি। তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর হাতে মোচড় দিয়ে উৎসাহিত করতে থাকেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট।

'হ্যাঁ,' বললেন তিনি, 'হ্যাঁ বলুন, কি দেখেছিলেন আপনি?'

'রাইটিং টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে আছেন আমার স্বামী। দেখলাম তাঁর মাথায় রক্ত, চাপ চাপ রক্ত, ওঃ!'

কথা শেষ করে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন তিনি। তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়লেন চীফ কনস্টেবল।

'মাপ করবেন লেডি উইঘটন, আপনি কি ভেবেছিলেন, আপনার স্বামীকে মিঃ ডেলানগুয়া গুলি করেছে?'

মাথা নাড়লেন তিনি। 'আমাকে ক্ষমা করে দাও পল,' মিনতি করলেন তিনি। 'কিন্তু তুমি বললে, তুমি যে বললে--'

'কুকুরের মতো আমি তাঁকে গুলি করেছি,' গম্ভীর ভাবে বলল ডেলানগুয়া। 'আমার মনে আছে, তোমার প্রতি সে দুর্ব্যবহার করছে, এ খবরটা যেদিন আমি জানতে পারি, তখন থেকেই আমি' -

কেসটা কঠোর হাতে পরিচালনা করার শপথ নিলেন চীফ কনস্টেবল।

'তাহলে লেডি উইঘটন, আমি কি ধরে নিতে পারি যে, আপনি আবার ওপরতলায় চলে যান। এবং কাউকে কিছুই বলেননি। আপনার এই নীরব থাকার কারণ আমরা জানতে চাই না। তবে একটা খবর জানতে চাই, রাইটিং টেবিলের কাছে আপনি যাননি আর মৃতদেহও স্পর্শ করেননি, তাই কি?'

থরথর কেঁপে উঠলেন তিনি।

'না, না, আমি সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে যাই।'

'তাই বুঝি, তাই বুঝি। আর সময় তখন ঠিক কত ছিলো জানেন কি?'

আমার বেডরুমে যখন ফিরে আসি তখন ঘড়িতে ঠিক সাড়ে ছ'টা।

'ধরা যাক তখন ছ'টা বেজে পঁচিশ হবে, ইতিমধ্যে স্যার জেমস তখন মৃত।' অন্যদের দিকে তাকালেন চীফ কনস্টেবল। 'সেই ঘড়িটা, ঘড়ির সময়টা ভূয়ো তাহলে।? আমরা প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলাম। আপনার ইচ্ছেমতো ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিতে কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু যেই করুন না কেন, ঘড়িটা উল্টে দিয়ে ভুল করেছে সে। ভাল কথা, এর থেকে দু'জন লোকের ওপর সন্দেহ জাগে, খানসামা কিংবা ভৃত্য। আর আমার বিশ্বাস, সে লোক খানসামাই। এখন বলুন লেডি উইঘটন, আপনার স্বামীর ওপর এই জেনিংস লোকটার কোনোরকম শত্রুতা কিংবা ঈর্ষা ছিল বলে আপনার মনে হয়?'

ধীরে ধীরে মুখের ওপর থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিলেন লেডি উইঘটন। তারপর তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বললেন, 'না, ঠিক ঈর্ষা বলব না, কিন্তু—হ্যাঁ, আজই সকালে জেমস আমাকে বলেছিল, খানসামাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছে। তাকে সে চুরি করতে দেখেছিল।'

'আঃ! এতক্ষণে একটা ক্লু পাওয়া গেছে। চুরির অপরাধে জেনিংসের চাকরী চলে যায়, তার কাছে সেটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তার চরিত্রের প্রতি প্রচণ্ড একটা আঘাত বলা যেতে পারে।'

'আপনি ঘড়ির ব্যাপারে কি যেন বলছিলেন?' বললেন লরা উইঘটন। 'এ ব্যাপারে সঠিক

সময় পাওয়ার একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। জেমসের হাতে একটা গলফ্ ওয়াচ থাকত। টেবিলের ওপর আছড়ে পড়ার সময় তার সেই ঘড়িটা কি আর ভেঙ্গে যায়নি?'

'হ্যাঁ, খুব ভাল পরামর্শ দিয়েছেন আপনি,' ধীরে ধীরে বললেন কর্নেল।' কিন্তু আমার আশঙ্কা -- কার্টিস।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো ইন্সপেক্টর। মিনিট খানেক পরেই সে আবার ফিরে এলো। তার হাতের তালুতে ধরা ছিলো একটা রূপোর ঘড়ি, গলফ বলের মতো দেখতে। গলফ্ খেলোয়াড়দের পক্ষে গলফ্ বলের সঙ্গে ঘড়িটাও পকেটে রেখে দিতে পারে।

'স্যার, এই যে সেই ঘড়িটা,' বলল সে, 'কিন্তু এটা কোনো কাজে লাগবে বলে আমার মনে হয় না। এ ধরনের ঘড়িগুলো বড় শক্ত হয়।'

ঘড়িটা তার কাছ থেকে নিয়ে কানের কাছে তুলে ধরলেন কর্নেল।

'যাইহোক, মনে হচ্ছে, ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে,' নিরীক্ষণ করে বললেন তিনি।

বুড়ো আঙুলের চাপ দিয়ে ঘড়ির ঢাকনাটা খুললেন তিনি। ভেতরের কাঁচে চিড় ধরেছে।

'আহ্,' উল্লসিত হয়ে বললেন তিনি।

বড় কাঁটাটা ঠিক তিনটের ঘরে স্থির হয়ে আছে। অর্থাৎ ঘড়িটা বন্ধ হওয়ার সময় তখন ঠিক সোয়া ছ'টা।

*　　　　*　　　　*　　　　*

রাত তখন সাড়ে নটা হবে, কর্নেল মেলরোজের বাড়িতে দেরীতে হলেও সবে মাত্র নৈশভোজ করে উঠলেন তিনজন। সবার মুখে একটা তৃপ্তির হাসি, বিশেষ করে মিঃ স্যাটার্থওয়েটের মুখে তো বটেই।

'আমার অনুমান একেবারে অভ্রান্ত,' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি। মিঃ কুইন, আপনি সেটা অস্বীকার করতে পারেন না। আজ রাতে এমন দু'টল অদ্ভুত যুবক-যুবতীকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন যারা উভয়েই ফাঁসির দড়িতে তাদের মাথা গলাতে গিয়েছিল।'

'তাই কি? আমি তাই করেছি?' বললেন মিঃ কুইন। 'নিশ্চয়ই নয়। আদৌ আমি কিছু করিনি।'

'সত্য যেহেতু প্রকাশ পেয়েছে, এখন এসবে প্রয়োজন নেই।' সায় দিয়ে বললেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট। কিন্তু সেটা হতে পারত। জানেন, অল্পের জন্য পরিত্রাণ পেয়ে যাওয়া। আর কি। লেডি উইঘটন যখন বললেন, 'আমি তাকে খুন করেছি, সেই মুহূর্তটা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। মঞ্চেও এরকম নাটকীয় দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত।' বললেন মিঃ কুইন।

নাটক বা উপন্যাসের বাইরেও যে এরকম ঘটতে পারে, এ যেন বিশ্বাস করা যায় না। এই কথাটা সেদিন রাতে কম করেও বিশ বার বললেন কর্নেল মেলরোজ।

'তাই কি?' জিজ্ঞেস করলেন মিঃ কুইন।

স্থির চোখে তাঁর দিকে তাকালেন কর্নেল। 'এসব কথা রাখ তো, ঘটনা তাই, আর এখানে সেটাই ঘটেছে।'

'মনে রাখবেন,' পিছনে ঠেসান দিয়ে আরাম করে বসলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট, এবং তাঁর পোরটের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, 'চমৎকার মহিলা এই লেডি উইঘটন। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার বটে। কিন্তু একটা ভুল তিনি করেছেন। তাঁর স্বামী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন, এই সিদ্ধান্তে

পৌঁছান যুক্তিযুক্ত হয়নি। ঠিক একই ভাবে আমাদের সামনে টেবিলের ওপর ছুরিটা দেখে স্যার জেমস যে ছুরিকাঘাতে মারা গেছেন, বোকার মতো এরকম একটা মন্তব্য করা ঠিক হয়নি ডেলানগুয়ার। লেডি উইন্টন সঙ্গে করে সেই ছুরিটা নিয়ে আসার ঘটনাটা একটা কাকতালিয় ব্যাপার এই আর কিছু নয়।'

'তাই কি?' আবার জিজ্ঞেস করলেন মিঃ কুইন।

'এখন কথা হচ্ছে, কি ভাবে, কেমন করে বিস্তারিত ভাবে কিছু না বলে ওরা যদি উভয়েই স্যার জেমসকে হত্যা করার দাবীতে অনড়, অটল হয়ে থাকতেন' — বলতে থাকেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট, 'তার ফলাফল কি হতে পারত?'

'ওঁরা হয়ত সেটাই বিশ্বাস করতেন,' অদ্ভুতভাবে হেসে বললেন মিঃ কুইন।

'সমস্ত ঘটনাটা ঠিক উপন্যাসের মতো,' বললেন কর্নেল।

'আমি জোর গলায় বলতে পারি, এটা থেকেই এরকম একটা ধারণার কথা ভাবে তারা,' বললেন মিঃ কুইন।

'সম্ভবত তাই,' সায় দিয়ে বললেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট। মিঃ কুইনের দিকে আড়াআড়ি ভাবে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ঘড়িটা যে সন্দেহজনক ছিলো অবশ্যই প্রথম থেকেই আমি অনুমান করেছিলাম। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে দেওয়া যে কত সহজ, একবার দেখলে কেউই তা ভুলতে পারে না।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন মিঃ কুইন 'এগিয়ে দেওয়া,' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'কিংবা পিছিয়ে দেওয়া।'

তার কথায় উৎসাহের সুর ধ্বনিত হল। তাঁর একজোড়া উজ্জ্বল কালো চোখের দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হল মিঃ স্যাটার্থওয়েটের ওপর।

'এক্ষেত্রে ঘড়ির কাঁটাটা এগিয়ে দেওয়া হয়,' বললেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট, 'আমরা জেনে যাই।'

'তাই কি?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন মিঃ কুইন।

স্থির চোখে তাঁর দিকে তাকালেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট। 'তার মানে আপনি কি বলতে চান,' ধীরে ধীরে বললেন তিনি, 'এই ঘড়িতে কাঁটাটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল? কিন্তু সেটা কোনো মানে হয় না। সেটা অসম্ভব।'

'না অসম্ভব নয়।' বিড়বিড় করে বললেন, মিঃ কুইন।

'বলছি। অবাস্তব। তাই যদি হয়, কার সুবিধার জন্যে সেটা করা হয়েছিল?'

'আমার মনে হয়, সেই সময় যার এ্যালিবাই ছিলো কেবল তার সুবিধের জন্যই।'

'ঈশ্বরের দোহাই।' চিৎকার করে উঠলেন কর্নেল। 'এই সেই সময়, যখন যুবক ডেলানগুয়া একটা চাকরের সঙ্গে কথা বলছিল বলে স্বীকার করে, মনে আছে আপনাদের?'

'হ্যাঁ, কথাটা বিশেষ ভাবে বলেছিল সে,' বললেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট।

পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকালো তারা। অনেক আশা নিয়ে, অনেক চেষ্টায় তৈরী তাদের শক্ত ভিতটা তাদের পায়ের নিচে ভেঙ্গে পড়তে দেখে এক অস্বস্তিবোধ অনুভব করলেন তারা। ঘটনার মোড় ঘুরছে, যেন একটা নতুন কিছু উন্মোচন হতে চলেছে তাদের চোখের সামনে, নতুন নতুন মুখ ভেসে উঠছে। আর দূরবিনের মাঝখানটা অস্পষ্ট, আবছায়া, তবে তারই মাঝে মিঃ কুইনের হাসিমাখা মুখটা স্পষ্ট, জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছিল।

'কিন্তু সেক্ষেত্রে,' বলতে শুরু করেন মেলরোজ, সেক্ষেত্রে--

তাঁর হয়ে মিঃ স্যাটার্থওয়েট কথাটা শেষ করার জন্য চটপট উদ্যোগী হলেন। 'এটা আগাগোড়াই ঠিক আগের মতো। একই ধরনের পরিকল্পনা। কিন্তু এটা ভৃত্যের বিরুদ্ধে। ওঃ, কিন্তু তা হতে পারে না। এ অসম্ভব। কেনই বা অপরাধ সম্পর্কে তারা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলো।?'

'হ্যাঁ,' বললেন মিঃ কুইন। 'এর আগে পর্যন্ত আপনি তাদেরই সন্দেহ করেছিলেন, করেননি আপনি?' বলতে থাকেন তিনি, তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত, স্বপ্নালু। 'কর্নেল, আপনার ভাষায় এ যেন একেবারে নাটক নভেল থেকে নেওয়া। সেখান থেকেই এই ধারনাটা উপলব্ধি করে থাকতে পারে তারা। যে ভাবে নির্দোষ নায়ক নায়িকারা করে থাকে, ঠিক সেই রকম। অবশ্য তাদের নির্দোষ বলে ভেবে নিতে আপনার অবচেতন মনটা বিশেষ ভাবে সাহায্য করে থাকবে এর পিছনে সেই চিরন্তন ঐতিহ্যটা কাজ করেছিল। এ যেন অনেকটা মঞ্চে অভিনয় করার দৃশ্যের মতো, এ কথা মিঃ স্যাটার্থওয়েটকে আগাগোড়া বলতে শুনেছি। আপনারা দুজনেই ঠিক, সেটা সত্যি নয়। আপনি কি বলছেন, সেটা না জেনেই আগাগোড়া সে কথা বলে এসেছেন। তারা যদি বিশ্বাস করতে চাইত, তারা আপনাকে আরো ভাল কাহিনী শোনাতে পারত।'

অসহায় ভাবে তাঁর দুজন পরস্পরের দিকে তাকালেন।

'সেটা খুবই চাতুর্যপূর্ণ হতো,' ধীরে ধীরে বললেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট। 'সেটা নারকীয় চাতুর্যের খেলা হতো। আর আমি অন্য রকম ভেবেছিলাম। খানসামার কথাই ধরুন না কেন, সে বলেছে, সাতটার সময় জানালা বন্ধ করতে গিয়েছিল। অতএব সে নিশ্চয়ই জানালাগুলো খোলা থাকবে আশা করেছিল।'

'হ্যাঁ, ওই পথেই ঘরে ঢুকেছিল ডেলানগুয়া,' বললেন মিঃ কুইন। প্রচন্ড একটা ঘুঁষি মেরেই স্যার জেমসকে খুন করেছিল তিনি। এবং সে আর লেডি উইঘটন দু'জনে এক যোগে তাদের ইচ্ছে মতো কাজ করেছিল --'

মিঃ স্যাটার্থওয়েটের দিকে তাকালেন তিনি, ঘটনাটা নতুন করে সাজানর জন্য তাকে উৎসাহ দিলেন। যাইহোক, একটু ইতস্তত করে তিনি সেই কাজটা করলেন।

'ঘটনাটা এখন এই রকম দাঁড়াচ্ছে, ঘড়িটা তারা নিজেরা ইচ্ছা করে ভেঙ্গে টেবিলের ওপর উল্টে ফেলে রাখে। তারপর জানালা টপকে পালিয়ে যায় ডেলানগুয়া এবং সে চলে যাওয়ার পর ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে যান লেডি উইঘটন। কিন্তু একটা জিনিষ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ঘড়িটার ব্যাপারে আদৌ কি ভাবনাচিন্তা করার কিছু আছে? স্রেফ ঘড়ির কাঁটাগুলো পিছু হটিয়ে দেওয়া হলো না কেন?'

'সব সময়েই ঘড়ি একটু কম দৃষ্টিগোচর হয়,' বললেন মিঃ কুইন।

'যে কেউ স্বচ্ছ ডিজাইন কিংবা ওই জাতীয় কোনো কিছু দিনে দেখে থাকতে পারে।'

'কিন্তু ঘড়িটা অস্পষ্ট ছিলো। ঘড়ির কথা ভাববার প্রয়োজনই ছিলো না।'

'ওহো না,' বললেন মিঃ কুইন। 'মনে রাখবেন, প্রসঙ্গটা।'

তাঁর দিকে তাকাতে গিয়ে তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেলো মিঃ স্যাটার্থওয়েটের।

'আর তবু আপনি জানেন,' বলল মিঃ কুইন। একজন লোকের দৃষ্টি নিশ্চয়ই এড়াবে না, সে হলো সাজভৃত্য। কারণ, সাজভৃত্যরা, অন্যদের থেকে ভাল জানে তাদের মনিবরা পকেটে কি কি রাখেন। যদি মনিব তার ঘড়ির সময় বদল করে, সাজভৃত্যও তখন টেবিল-ঘড়ির সময়

বদল করবে। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি তারা বোঝে। মিঃ স্যাটার্থওয়েটের মতো নয় তারা।'

মাথা নাড়লেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট।

'আমি সব সময় ভুল বুঝে এসেছি,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'ভেবেছিলাম বুঝি আপনি ওদের বাঁচাতে এসেছেন।'

'তাই আমি করেছি,' বললেন মিঃ কুইন। 'ওহো! ওরা দু'জন নয়, অন্য দু'জন। সম্ভবত লেডির পরিচারিকার প্রতি লক্ষ্য করেননি, করেছেন? তার পরনে নীল ব্রোকেডের পোশাক ছিল না, কিংবা কোনো নাটকের অভিনয়ও করছিল না। কিন্তু সত্যিই রীতিমতো সুন্দরী সে, আর আমার ধারনা, জেনিংসকে খুব ভালবাসে সে। আমার মনে হয়, আপনি তার মনের মানুষটিকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন।'

'কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে নেই।' বললেন কর্নেল মেলরোজ।

হাসলেন মিঃ কুইন। 'তবে মি স্যাটার্থওয়েটের কাছে আছে।'

আ-আমার কাছে? অবাক হয়ে গেলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট।

মিঃ কুইন বলতে থাকেন ; 'স্যার জেমসের ঘড়িটা যে পকেটে থাকাকালীন ভাঙেনি তার প্রমাণ আপনার কাছে আছে। ওই ধরনের ঘড়ির কেস না খুলে আপনি কখনোই ভাঙতে পারেন না। চেষ্টা করে দেখতে পারেন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, হয়ত কেউ ঘড়িটা তার পকেট থেকে বার করে কেসটা খুলে ঘড়ির কাঁটাটা পিছিয়ে দিয়ে থাকবে, এবং ঘড়ির কাচ ভেঙে থাকলে তারপর কেস বন্ধ করে যথাস্থানে রেখে দিয়ে থাকবে। ঘড়ির কাচের একটা টুকরো অংশ ঘরের মেঝের ওপর পড়ে থাকতে পারে, যেটা তারা কেউই খেয়াল করেনি।'

'ওহো!' মৃদু চিৎকার করে উঠলেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট। তিনি তাঁর ওয়েস্টকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আবার বার করলেন। একটা ঢেউখেলানো কাচের ভাঙ্গা টুকরোর অংশ বার করলেন।

এবার তাঁর পালা।

'এটা দিয়ে,' গুরুত্ব সহকারে বললেন মিঃ স্যাটার্থওয়েট, 'একজন লোককে মৃত্যুর হাত থেকে আমি বাঁচাব।'

অনুবাদ ✍ সৌরেন দত্ত

প্রবলেম অ্যাট পোলেনসা বে

তখন সবে মাত্র ভোরের আলো ফুটে উঠেছে, বাবসেলোনা থেকে স্টিমারটা এসে ভিরেছে ম্যাজেরেকায়, পালমায় জাহাজ থেকে নামলেন মিঃ পার্কাব পাইন এবং বলতে গেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সুন্দর সুখস্বপ্নটা যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। কোনো হোটেলে জায়গা নেই, সব হাউস ফুল! এখন তাঁর সামনে কেবল একটাই ঠাই, শহরের কেন্দ্রস্থলে একটা হোটেলের ভেতরে আলোবাতাসহীন একটা ঘুপসি ঘব। কিন্তু সেটা মোটেই পছন্দ নয় মিঃ পার্কার পাইনের। হোটেলের মালিক ঠিক স্বাভাবিক লোক নয়, তাঁর কাছে অত্যন্ত বিবক্তিকর সে।

'এখন তুমি কি করবে?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন তিনি।

পালমা এখন খুবই জনপ্রিয়! আদানপ্রদান যথেষ্ট অনুকূল! ইংলিশ, আমেরিকান, প্রত্যেকেই শীতের সময় ম্যাজেরেকায় এসে থাকে। সব জায়গা এখন ভীড়ে ঠাসাঠাসি। ইংরাজ ভদ্রলোকটি যে কোথাও একটু ঠাই পাবেন, তাতে সন্দেহ আছে। তবে হ্যাঁ, সম্ভবত ফবসেন্টারে জায়গা পেলেও পেতে পারেন, কারণ সেখানে দামেব কোনো মা-বাবা নেই, আকাশছোঁয়া, বিদেশীরা পর্যন্ত শেষে সর্বস্বান্ত হয়ে হটে আসে সেখান থেকে।

একটা রেস্তোরাঁ থেকে কফি আব একটা রোল গলাধঃকরণ করে বেরিযে এলেন ক্যাথেড্রালের সৌন্দর্য দেখবার জন্য। কিন্তু সেখানকার কারুকার্যের সৌন্দর্য তেমন করে আকর্ষণ করতে পারল না তাঁকে, প্রশংসা করার মতো তেমন কিছুই চোখে পড়ল না তাঁর।

তারপর একজন বন্ধুভাবাপন্ন ট্যাক্সি-চালকের সঙ্গে তাঁব আলোচনা হল, ভাঙ্গা ফরাসী এবং গ্রাম্য-স্প্যানিশ ভাষায়। সোলার, ক্যালকুডিয়া, পোলেনসা এবং ফবসেন্টারের হোটেলের গুণাগুণ আর সেখানে জায়গা পাওযার সম্ভাবনা নিয়ে কথাবার্তা হলো তাদের দু'জনেব মধ্যে। সেখানে অনেক ভাল ভাল হোটেল আছে বটে, কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

তবু মিঃ পার্কার পাইন জানতে চাইলেন, কত ব্যযবহুল হতে পারে।

'তাবা এমন একটা টাকার অঙ্ক দাবী কবতে পাবে,' বলল ট্যাক্সিচালক, 'যা অবাস্তব শুধু নয় অস্বাভাবিক এবং এত বেশী ব্যয় করা সম্ভব নয় কারোর পক্ষে, বিশেষ করে ইংরেজদের পক্ষে, কাবণ দাম সস্তা এবং সঙ্গত বলেই তো তাবা এখানে এসে থাকে।'

মিঃ পার্কার পাইন বলেন, 'তা তো বটেই, কিন্তু সে যাইহোক, ফরসেন্টারে কতই বা চার্জ করতে পারে তারা?'

'অবিশ্বাস্য রেট।'

'ঠিক আছে, তবু ঠিক কতই বা?'

শেষ পর্যন্ত চালক টাকার অঙ্কটা বলার জন্য মনোনিবেশ করল।

সদ্য জেরুজালেম এবং ইজিপ্টের হোটেলে কাটিয়ে আসার পর টাকার অঙ্কটা মিঃ পার্কার পাইনের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো নয়।

না, আর দরদস্তুর নয়। মিঃ পার্কার পাইনের জিনিষপত্তর গাদাগাদি করে ট্যাক্সিতে তোলা হলো। তারপর ট্যাক্সি ছুটে চললো দ্বীপের দিকে, মাঝপথে কোনো সস্তা হোটেল পড়লে নেমে পড়বে, তবে তাঁর শেষ লক্ষ্যস্থল হলো ফরমেন্টার।

কিন্তু শেষ লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত তাদের যেতে হলো না, কারণ পোলেনসার সরু রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে ধনুকের মতো বাঁকা সমুদ্রতীরের কাছে হোটেল পিনো ডি' অরোয় এসে উঠল তারা। ছোট্ট হোটেল, একেবারে সমুদ্রের ধারে। জাপানিজ প্রিন্টে যেমন সকালের একটা সুন্দর মনোরম দৃশ্যের অবতারণা থাকে, হোটেলের সামনে সমুদ্রের দৃশ্যপটটাও ঠিক তেমনি অপূর্ব। দেখা মাত্র মিঃ পার্কার পাইন বুঝে গেলেন, ঠিক এমনি একটা হোটেলেরই খোঁজ করছিলেন তিনি। মনে আর কোনো দ্বিধা না রেখে তাঁর মনের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হলো ট্যাক্সিটা থামানো, এবং তাই করলেনও। তাঁর নির্দেশ মতো চালক ট্যাক্সি হোটেলের প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। অবশেষে একটা বিশ্রামের জায়গা খুঁজে পেয়েছেন, এই আশা নিয়ে তিনি এখন ভাবছেন, এখানে একটা ঠাঁই পেলে হয়।

হোটেলের মালিক বয়স্ক দম্পতি ইংরাজি কিংবা ফরাসী কোনো ভাষাই জানত না। সে যাইহোক, ভাষাটা এখানে কোনো সমস্যাই হলো না, মিঃ পার্কার পাইনের অন্বেষণ সফল হলো শেষ পর্যন্ত। সমুদ্রমুখী একটা ঘর পেলেন তিনি। তাঁর সুটকেসগুলো ট্যাক্সি থেকে নামানো হলো, এই সব নতুন নতুন হোটেলের বিস্ময়কর অবস্থার প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্য চালক তার যাত্রীটিকে তাড়াতাড়ি অভিনন্দন জানিয়ে ভাড়া নিয়ে চলে যাওয়ার আগে স্প্যানিশ আদবকায়দায় মিঃ পার্কার পাইনকে স্যালুট জানাতে ভুলল না।

চকিতে একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন মিঃ পার্কার পাইন, তখন সবেমাত্র দশটা বেজে পনেরো। হাতে সময় থাকার দরুন সুন্দর সূর্যস্নাত সকালটা ভাল করে উপভোগ করার জন্য তিনি দ্বিতীয়বার রোল এবং কফি পান করলেন।

চারটে টেবিল ছিলো সেখানে, একটা তাঁর নিজের। একটা টেবিলের ওপর থেকে সবেমাত্র উচ্ছিষ্ট প্রাতঃরাশ পরিষ্কার করা হয়েছিল, অপর দু'টি টেবিল অধিকার করে বসেছিল অন্য খদ্দেররা। আর সব থেকে কাছের টেবিলের সামনে বসেছিলেন একটি জার্মান পরিবার, বাবা-মা এবং দু'টি বয়স্কা কন্যা এবং টেবিলের একেবারে এক প্রান্তে বসেছিল ইংরাজ মা ও ছেলে।

ভদ্রমহিলার বয়স প্রায় বাহান্ন। ধূসর চুল, মিষ্টি কণ্ঠস্বর, যেন কানে মধু ঢেলে দেয়, কিন্তু তার পরনের পোশাক তেমন ফ্যাশানদুরস্ত নয়, সাধারণ একটা টুইড কোট এবং স্কার্ট। ভদ্রমহিলার চোখে মুখে একটা গভীর প্রশান্তির ছাপ বিরাজ করছিল, বিদেশে বেড়াতে এসে যা ইংরাজ মহিলার মধ্যে দেখতে পাওয়াটাই স্বাভাবিক।

ভদ্রমহিলার ঠিক উল্টোদিকে বসেছিল যুবকটি, বয়স তার প্রায় পঁচিশ হবে। তার সামাজিক মর্যাদা এবং বয়সের তুলনায় তাকে যেন একটু অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। খুব একটা ভালো দেখতে নয়, কিংবা সাধারণ দেখতেও নয়, আবার লম্বা নয় কিংবা বেঁটেও নয়। মা-ছেলের মধ্যে একটা সুন্দর বোঝাপড়ার ভাব লক্ষণীয়। নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাশা করতে দেখা গেলো। মা'র খাবারের প্লেট এগিয়ে দেওয়ার মধ্যে তাকে অক্লান্ত-পরিশ্রমী দেখাচ্ছিল।

কথা বলতে গিয়ে এক সময় মিঃ পার্কার পাইনের সঙ্গে ভদ্রমহিলার দৃষ্টি বিনিময় হলো। গ্রাহ্য করলেন না তিনি, কিন্তু তিনি তখন জেনে গেছেন, তাঁকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

একজন ইংরাজ হিসেবেই পরিচিত হয়ে গেছেন তিনি, এবং শান্ত, নিরীহ লোক হিসেবে উল্লেখ করা হবে তাঁকে।

তেমন বিশেষ কোনো আপত্তি ছিলো না মিঃ পার্কার পাইনের হয়ত। বিদেশে তাঁর নিজের দেশের নারী ও পুরুষরা তাঁর জীবনটা একটু একঘেয়ে করে তুলত। কিন্তু তিনি তাঁর সময়টা সুষ্ঠুভাবে কাটিয়ে দিতে চান, কোনো ঝামেলায় যেতে চান না। হোটেলে কেউ যদি তা না করে, তাহলে তার উপর চাপ সৃষ্টি হতে পারে। তাঁর ধারণা, এই বিশেষ ভদ্রমহিলাটি হোটেলের আদব-কায়দা বেশ ভাল ভাবেই জানেন, ভদ্রমহিলা সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষন অনেকটা এই রকম।

তরুণ ইংরাজ ছেলেটি উঠে দাঁড়াল, কিছু হাসির কথা বলল সে, তারপর হোটেলে ফিরে গেলো। ওদিকে ভদ্রমহিলা তখন তাঁর চিঠিগুলো এবং ব্যাগটা হাতে নিয়ে সমুদ্রমুখী একটা চেয়ারে আসই হয়ে বসলেন। ভদ্রমহিলা 'কন্টিনেন্টাল ডেইলি মেলের' একটা সংস্করণ খুলে তার ওপর চোখ রাখতে গেলেন। মিঃ পার্কার পাইনের দিকে পিছন ফিরে বসেছিলেন তিনি।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে তাঁর দিকে চকিতে একবার ভাল করে তাকালেন মিঃ পার্কার পাইন। এবং বলতে গেলে এক রকম সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা কেমন কঠিন হয়ে উঠল। সতর্ক হয়ে গেলেন তিনি, সতর্ক হলেন তাঁর ছুটির দিনগুলো যাতে শান্তিতে, নির্বিঘ্নে কাটে তার জন্যে! তাঁর পিছনটা দেখে বিশ্লেষণ করেছেন। তার অনমনীয়তা, তার কাঠিন্য, ভদ্রমহিলার মুখ না দেখেই বলে দিতে পারেন, তাঁর উজ্জ্বল চোখ ছাপিয়ে অদম্য অশ্রুর বাদল নেমেছে তখন এবং ভদ্রমহিলা দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে স্থির রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো ছটফট করতে করতে হোটেলে ফিরে চললেন মিঃ পার্কার পাইন। আধঘন্টারও কিছু সময় পরে হোটেলে রেজিস্টারে সই করার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হলো। রেজিস্টারটা ডেস্কের ওপর পড়েছিল। রেজিস্টারে পরিস্কার ভাবে সই করলেন তিনি, মিঃ পার্কার পাইন, লন্ডন।

কয়েক লাইন আগে মিঃ পার্কার পাইন আর একটি স্বাক্ষরিত নাম লক্ষ্য করলেন, মিসেস অ্যাব চেস্টার, মিঃ বেসিল চেস্টার, হোম পার্ক, ডেভন। সেই নামটা দেখা মাত্র পেনটা শক্ত করে হাতে ধরে মিঃ পার্কার পাইন তাঁর সেই সই-এর ওপর আবার দ্রুত লিখে গেলেন। খুব কষ্ট করে সেটা এখন পড়তে হয়, ক্রিস্টোফার পাইন।

পোলেনসা বেতে মিসেস আব চেস্টার যদি অসুখী হন। পরামর্শ করার জন্য তাঁর পক্ষে মিঃ পার্কার পাইনকে খুঁজে বার করা অবশ্যই কষ্টসাধ্য হবে।

এর আগে তিনি অবাক হয়ে দেখেছেন, যখনি তিনি বিদেশে যান, সেখানকার লোকজন তাঁর নাম জেনে যায়, তাঁর বিজ্ঞাপন দেখতে পান। ইংলন্ডে হাজার হাজার লোক প্রতিদিন 'টাইমস' পত্রিকা পড়ে থাকে, এবং তারা যে তাঁর নাম কখনো শোনেনি, তাদের এই উত্তরটা যথাযথ বলেই মনে হবে। কিন্তু বিদেশে তিনি লক্ষ্য করেছেন, সেখানকার পাঠকরা খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ে থাকে। কোনো খবর, এমন কি বিজ্ঞাপনের কলামও তাদের দৃষ্টি এড়ায় না।

এর আগে দেখা গেছে বিদেশে ছুটি কাটাতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বাধা এসেছে। খুন থেকে শুরু করে ব্ল্যাকমেলের সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু এবার ম্যাজরেকায় এসে তিনি বদ্ধপরিকর, কারোর কোনো সমস্যায় মাথা ঘামাবেন না, শান্তিতে ছুটি কাটাবেন।

তবে একটু আগে সেই ছেলেটির মায়ের মুখে নিদারুণ বেদনা দেখে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝে গেলেন, এখানকার শান্তি তাঁর বিঘ্নিত হতে বাধ্য।

পিনো ডি' অরোয় বেশ সুখে-শান্তিতেই স্থিতি হয়ে বসেছিলেন, মিঃ পার্কার পাইন। অবশ্য একটা খুব বড় হোটেল ম্যারিপোসা কাছে ছিলো, আর অনেক ভাল ভাল ইংরাজরা সেখানে থাকে। তাছাড়া হোটেলের চারপাশে শিল্পীদের কলোনি। সমুদ্রের ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে তুমি জেলেদের গ্রামে চলে যেতে পারবে, সেখানে একটা ককটেল-বার রয়েছে, সেখানে অনেক নতুন নতুন মুখ দেখতে পাবে, সেখানে কয়েকটা দোকানও আছে। সেখানে একটা নিবীড় শান্তি বিরাজ করে থাকে সব সময়। সেখানে মেয়েরা ট্রাউজার পরে, শরীরের ওপরের অংশটুকু উজ্জ্বল রঙিন রুমালে ঢেকে ঘুরে বেড়ায় সমুদ্রের ধারে। আর চ্যাপটা টুপিতে ঢাকা বড় বড় চুল মাথায় যুবকরা ম্যাকস' বার-এ আড্ডা মারে।

মিঃ পার্কার পাইন-এর পৌছানর পরদিন সেখানকার সমুদ্রের মনোরম দৃশ্য এবং আবহাওয়া নিয়ে চিরাচরিত মন্তব্য করলেন মিসেস চেস্টার। মিঃ পার্কার পাইন এমন ভাব দেখালেন, যেন শুনতে হয় তাই শুনছেন, কোনো রকম বাড়তি উৎসাহ দেখালেন না। তারপর মিসেস চেস্টার উল-বোনার ব্যাপারে জার্মান মহিলার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করলেন। এবং এরপর দু'জন ড্যানিশ ভদ্রলোকের সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলেন। তাদের কাজ হলো, ভোরবেলায় উঠে প্রতিদিন এগারো ঘন্টা রাস্তায় হেঁটে বেড়ান।

ওদিকে তরুণ বেসিল চেস্টারকে খুবই ভাল লাগল মিঃ পার্কার পাইনের। সে তাঁকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করে, এবং তাঁর মতো বয়স্ক লোকের সব কথা শান্ত ভাবে শোনে। এক একদিন রাতে নৈশভোজের পর তিনজন ইংরাজ একসঙ্গে কফি পান করে। তৃতীয় দিনের পরে, মিনিট দশেক যেতে না যেতেই তাঁদের সঙ্গ ছেড়ে চলে যায় বেসিল, তখন মিসেস চেস্টারের সঙ্গে গোপন আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মিঃ পার্কার পাইন।

তাঁরা তখন ফল ও ফুলের পরিচর্যা নিয়ে কথা বলতে থাকে। এরপর ইংলিশ পাউন্ডের দূরাবস্থা আর ব্যয়বহুল গ্রীষ্মের প্রসঙ্গও ওঠে তাঁদের সেই গোপন বৈঠকে। তাছাড়া অপরাহ্নের চায়ের সমস্যা নিয়েও তাঁরা তাঁদের চিন্তার কথা ব্যক্ত করেন।

মিঃ পার্কার পাইন লক্ষ্য করলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভদ্রমহিলার ছেলে বেসিল উঠে যাওয়ার পরেই কিছু বলার জন্যে কেমন যেন উৎসুক হয়ে ওঠেন, তখন তাঁর ঠোঁটজোড়া অসম্ভব কাঁপতে থাকে ; কিন্তু একটু পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে আগের দিনের আলোচনায় ফিরে যান।

তবে একটু একটু করে বেসিলের ব্যাপারে মুখ খুলতে শুরু করলেন তিনি, যেমন স্কুলের পরীক্ষায় তার ভাল ফলাফল, —'জানেন, ও এখন ফার্স্ট ইলেভেনের ছাত্র।' তিনি আবার এও জানালেন, সবাই কেমন তাকে পছন্দ করে, তার বাপ বেঁচে থাকলে তিনি কেমন গর্ববোধ করতেন, বেসিল যে 'বুনো' স্বভাবের হয়নি, তার জন্যে তিনি নিজে যে কত গর্বিত, সে কথা বলতেও ভুললেন না। 'অবশ্য সব সময় আমি ওকে অন্য যুবকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে বলি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমার সঙ্গই কেবল পছন্দ করে।'

সত্যি কথা বলতে কি বেসিলের এই স্বভাবের কথা বলতে গিয়ে রীতিমতো আনন্দ অনুভব করলেন তিনি।

এর আগে মিসেস চেস্টারের অনেক কথায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও সায় দিয়ে গেছেন মিঃ পার্কার পাইন, কিন্তু যুবকদের সঙ্গে বেসিলের মেলামেশার প্রসঙ্গে কায়দা করে ঠিক মতো সায় দিতে

পারলেন না। বরং খোলাখুলি ভাবেই বললেন তিনি :

'ওহো ভাল কথা, এখানে তো প্রচুর যুবক-যুবতী আছে, হোটেলে নয় সমুদ্রের আশেপাশে।'

এ কথায় তিনি লক্ষ করলেন, মিসেস চেস্টারের মুখটা কেমন কঠিন হয়ে উঠল। বললেন, তিনি ; 'অবশ্য এখানে প্রচুর শিল্পী আছে।' সম্ভবত তিনি সেকেলে ধরণের মহিলা, সত্যিকারের শিল্প অবশ্যই এবং অন্য ধরণের, কিন্তু অনেক যুবক-যুবতীরা স্রেফ অলস ভাবে সময় কাটানোর জন্যই সে ধরণের শিল্প সৃষ্টি করে থাকে, তাছাড়া আর কিছুই করে না তারা। আর মেয়েরা অত্যন্ত বেশী মদ গিলে থাকে।

পরদিন মিঃ পার্কার পাইনকে অন্য এক কাহিনী শোনাল বেসিল।

'স্যার, আপনি যে এখানে এসেছেন, তার জন্যে আমি ভয়ঙ্কর খুশি, বিশেষ করে আমার মা'র জন্যে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে গল্পগুজব করতে খুবই ভালবাসেন তিনি।'

'তা এখানে এসে প্রথম প্রথম কি করতে তোমরা?'

'সত্যি কথা বলতে কি জানেন স্যার, এখানে আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব আছে। ভয়ঙ্কর আমুদে তারা। কিন্তু আমার ধারণা, মা তাদের আদৌ পছন্দ করেন না, —' এই বলে সে এমন শব্দ করে বসল যে, তার ধারণার কথাটা বেশ মুখোরোচক শোনাল। 'ব্যাপারটা বড় সেকেলে ধরণের .... এমন কি ট্রাউজার পরিহিতা মেয়েদের পছন্দ করেন না তিনি।'

'তা হতেই পারে,' বললেন মিঃ পার্কার পাইন।

'কিন্তু আমি কি বলি জানেন? প্রত্যেককেই সময়ের সঙ্গে তাল দিয়ে যেতে হবে ..... বাড়িতে মেয়েদের ঘুরে বেড়ানটা কেমন যেন ম্যাটম্যাটে, বোকাটে বলে মনে হয় ...'

'তাই নাকি?' বললেন মিঃ পার্কার পাইন।

বেসিলের কথাগুলো তাঁর কাছে যথেষ্ট উৎসাহের খোবাক হয়ে উঠল। এই মুহূর্তে তিনি যেন একটা মিনি নাটকের দর্শক মাত্র, কিন্তু তাতে অংশগ্রহণ করার জন্যে তাঁকে ডাকা হয়নি।

কিন্তু তারপরেই, মিঃ পার্কার পাইনের মতে, সব থেকে খারাপ একটা ঘটনা ঘটল একদিন। মিঃ পার্কার পাইনের একজন পরিচিতা মহিলা প্রবল উৎসাহ নিয়ে ম্যারিপোসায় থাকতে এলেন। মিসেস চেস্টারের সামনেই একটা চায়ের দোকানে মিলিত হলেন তাঁরা।

নবাগতা চিৎকার করে উঠলেন :

'আরে মিঃ পার্কার পাইন না, হ্যাঁ, এ-জগতে তো বলার মতো কেবল একটি নামই তো আছে, মিঃ পার্কার পাইন। আর অ্যাডেলা চেস্টার। তা তোমরা ওকে চেনো নাকি? ওহো, তোমরা চেনো তাহলে। একই হোটেলে থাকো তোমরা? জানো অ্যাডেলা, উনি এক এবং অদ্বিতীয় জাদুকর, এই শতাব্দীর বিস্ময়। অপেক্ষা করলে দেখবে তোমার সব কষ্ট লাঘব হয়ে যাবে। জানো তুমি? তুমি নিশ্চয়ই ওঁর গুণকীর্তনের কথা শুনে থাকবে! তুমি ওঁর বিজ্ঞাপন পড়নি? "আপনি কি কোনো ঝামেলায় পড়েছেন? তাহলে মিঃ পার্কার পাইনের সঙ্গে পরামর্শ করুন।" হেন কাজ নেই যে তিনি করতে পারেন না। যেমন ধরো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ, এ ওর গলা টিপে মেরে ফেলতে পারলে যেন বাঁচে, ওঁর পরামর্শ নিলে দু'জনের মধ্যে আবার গলায়-গলায় ভাব হয়ে যাবে। যদি তোমার জীবনটা তোমার কাছে অসহ্য বলে মনে হয়, ওঁর পরামর্শ মতো চললে, নতুন করে জীবনের মানে খুঁজে পাবে তুমি। আমি তোমাকে আবার বলছি, এই শতাব্দীর উনি এক জন বিস্ময়।'

মিঃ পার্কার পাইনকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলল। বিরতির সময় মিঃ পার্কার পাইন নবাগতা মহিলার কথা অস্বীকার করলেন, তাঁর গুণকীর্তনের কথা মানতে চাইলেন না তিনি। এমন কি পরে তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে বাকাবাগীশ নায়কের সঙ্গে গল্পগুজব করার সময় মিসেস চেস্টারকে তাঁর প্রশংসা করাটাও তাঁর পছন্দ হলো না।

অচিরেই অভাবনীয় ভাবে যবনিকা নেমে এলো। সন্ধ্যায় কফি পান করার পর আচমকাই বললেন মিসেস চেস্টার ,

'মিঃ পাইন, ছোট্ট সেলুনে একবার আসবেন? আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই।'

মিঃ পার্কার পাইনের সব দৃঢ়তা ভেঙ্গে পড়ল, তিনি তাঁকে অনুসরণ করলেন।

মিসেস চেস্টারের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ যেন শিথিল হয়ে আসছিল। ছোট্ট সেলুনে মিঃ পার্কার পাইন প্রবেশ করতেই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন মিসেস চেস্টার। চেয়ারে বসে পড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি।

'মিঃ পার্কার পাইন, দয়া করে আমার ছেলেকে আপনি বাঁচান। আমরা তাকে বাঁচাবই। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।'

'শুনুন মিসেস চেস্টার, আমি একজন নেহাতই বহিরাগত—'

'কিন্তু নিনা উইচারলি যে বলল, যে কোনো অসম্ভব কাজ আপনি সম্ভব করে তুলতে পারেন? সে আরো বলেছে, আপনার ওপর আমি পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি। আপনার কাছে সব খুলে বলার জন্যে পরামর্শ দিয়েছে সে আমাকে, আর বলেছে আপনি সব ঠিক করে দেবেন।'

মিসেস উইচারলির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্যে ভেতরে ভেতরে অভিশাপ দিতে থাকলেন মিঃ পার্কার পাইন।

আত্মসমর্পণ করলেন তিনি।

'ঠিক আছে, আসুন ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক। আমার মনে হয়, সমস্যাটা একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে—!'

'কেন, মেয়েটির সম্পর্কে বেসিল কি কিছু বলেছে?'

'সরাসরি বলেনি।'

উদ্দীপ্ত গলায় বললেন মিসেস চেস্টার : 'মেয়েটি ভয়ঙ্কর। মদ্যপ। শপথ নিয়ে বলেছে সে, বলতে গেলে এক রকম সে তার পরনে একটু সুতোও রাখবে না। তার এক বোন এখানেই থাকে, একজন ডাচ শিল্পীকে বিয়ে করেছে সে। সমস্ত ব্যাপারটাই অসহ্য। এরা বিয়ে না করেই এক সঙ্গে বসবাস করে থাকে। এখানে এসে বেসিল সম্পূর্ণ বদলে গেছে। অথচ আগে এমন ছিলো না সে, সব সময় শান্ত থাকত, গুরুত্বপূর্ণ, বিষয়ে তার বিশেষ আগ্রহ দেখা যেত। এক সময় সে তো ভেবেছিল আরকিওলজিতে মনোনিবেশ করবে—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বললেন মিঃ পার্কার পাইন। 'প্রকৃতি তার প্রতিশোধ ঠিক নেবে।'

'তার মানে কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'একজন যুবকের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করাটা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। একটার পর একটা মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেই নিজেকে বোকা বানাতে বাধ্য হবে সে।'

'আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করুন মিঃ পার্কার পাইন।'

'আমি ঠিকই আন্তরিক আছি। আচ্ছা, এই যুবতীটিই কি গতকাল আপনার সঙ্গে চা পান করেছিল?'

মিঃ পার্কার পাইন মেয়েটিকে দেখেছেন, তখন তাব পরনে ছিলো ধূসর রঙের ট্রাউজার, তার বুকে লাল রক্তবর্ণের রুমাল জড়ানো ছিলো। সত্যি কথা বলতে কি চায়ের বদলে ককটেলই পছন্দ করেছিল মেয়েটি।

'আপনি তাকে দেখেছেন? ভয়ঙ্কর। বেসিলের প্রশংসা করার মতো মেয়ে সে নয়।'

'মেয়েদের কি করে প্রশংসা করতে হয়, সে সুযোগ আপনি তাকে দেননি, দিয়েছেন কি?'

'আমি?'

'আপনার ছেলে আপনাব সঙ্গ খুবই পছন্দ করে থাকে। খাবাপ। যাইহোক, আমাব অনুমান, আপনি যদি ভেবে-চিন্তে কাজ না করেন তাহলে তাব পক্ষে ফল ভাল হবে না।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না, এই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায় সে। বেটি গ্রেগ, ওরা বাগদত্তা।'

'ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে?'

'হ্যাঁ মিঃ পার্কার পাইন, কিছু একটা আপনাকে করতেই হবে। এই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক বিয়ের হাত থেকে আমাব ছেলেকে বার কবে নিয়ে আসতে হবে! তা না হলে তার সারাটা জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।'

'নিজেবা নিজেদের জীবন নষ্ট না কবলে কাবোর জীবনই ব্যর্থ হতে পারে না।'

'বেসিল করবে,' দৃঢ়স্বরে বললেন মিসেস চেস্টাব।

'বেসিল সম্পর্কে আমি চিন্তিত নই।'

'মেয়েটিব সম্পর্কে আপনি চিন্তিত নন?'

'না। আমি বরং আপনাব জন্য চিন্তিত। আপনি আপনার জন্মগত অধিকাব অপব্যয় করছেন।'

মিঃ পার্কার পাইনের দিকে তাকালেন মিসেস চেস্টাব, একটু যেন পিছিয়ে গেলেন তিনি।

'কুড়ি থেকে চল্লিশ কতগুলো বছর হয়? ব্যক্তিগত এবং আবেগপ্রবণ সম্পর্কের একটা প্রতিবন্ধকতা ও বাধ্যবাধকতা থেকে যায় সেই সময়। এটাই জীবন! কিন্তু তাবপর আসে এক নতুন অধ্যায়। আপনি তখন চিন্তা কবতে পারেন, জীবনকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, অন্য মানুষেব সম্পর্কে নতুন কিছু একটা আবিস্কাব করতে পারেন। এবং নিজের ব্যাপারে সত্যকে আবিস্কাব কবতে পারেন। তখনকার জীবনই প্রকৃত সত্য, চমৎকার। আপনাকে দেখতে হবে একটা সার্বিক জীবন। কেবল মাত্র একটা দৃশ্য নয়, যে দৃশ্যে আপনি একজন অভিনেত্রীর মতো অভিনয় করে যান, পঁয়তাল্লিশেব পরে আপনাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যে অভিনয় করে আপনাকে দেখাতে হবে। সব বয়সেব সব মানুষেব জীবনধাবা আপনাব পরিচিত। বছব পঁয়চাল্লিশের বয়সের পরে কোনো পুরুষ কিংবা কোনো নারীব কাছে সার্বজনীন ভাবটা আব থাকে না। তখন, তখন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের ভাবটা প্রকট হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে।'

এবার মিসেস চেস্টাব বললেন : 'আমি যে বেসিলেব সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। আমার কাছে সব কিছু সে।'

'বেশ, কিন্তু তার এ-ভাবে জড়িয়ে পড়া উচিত হয়নি। আব তাই কি এখন আপনাকে এমন দুঃখ পেতে হচ্ছে। বেশ তো আপনি তাকে যত পারেন ভালবাসুন, কিন্তু মনে রাখবেন আপনি অ্যাডেলা চেস্টার, একজন মানুষ, স্রেফ বেসিলের মা শুধু নন।'

'বেসিলের জীবনটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, আমার বুক ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে,' দুঃখ করে বললেন মিসেস চেস্টাব।

মিসেস চেস্টারের পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকালেন তিনি। যাইহোক, তিনি একজন চমৎকার

মহিলা, তিনি তাঁকে আঘাত দিতে চাইলেন না। তাই তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন তিনি, 'দেখছি আমি কি করতে পারি।'

তারপর বেসিল চেস্টারের কাছে এসে তিনি দেখলেন, কথা বলতে প্রস্তুত সে। সে তার বক্তব্য জানানর জন্য খুব আগ্রহী।

'ব্যাপারটা নারকীয়। আমার মা ব্যর্থ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, হীনমনোভাবাপন্ন। কিন্তু যদি তিনি নিজেকে একটু বোঝবার চেষ্টা করতেন, তাহলে দেখতে পেতেন বেটি কতই না সুন্দর।'

'আর বেটি? তার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেসিল।

'বেটিকে বোঝা মুশকিল। যদি সে একটু বুঝদার হতো, মানে এই ধরুন একটা দিনের জন্যে ঠোঁটে লিপস্টিক ব্যবহার না করত, তাহলে মনে হয়, অনেক পার্থক্য হয়ে যেত। মনে হয়, সে আমার মা'র পথ থেকে সরে যেতে চায়, আধুনিক হতে চায় অথচ মা যেখানে—'

হাসলেন মিঃ পার্কার পাইন।

'পৃথিবীতে বেটি আর মা দু'জনে অতি প্রিয়, আপনজন। হটকেকের মতো পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করার কথা ভাবা উচিত ছিলো।'

'বৎস, তোমায় এখন অনেক কিছু জানতে হবে,' বললেন মিঃ পার্কার পাইন।

'আমার ইচ্ছে আপনি বেটির সঙ্গে দেখা করুন, এ ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলুন।'

সঙ্গে সঙ্গে তার আহ্বান গ্রহণ করলেন মিঃ পার্কার পাইন।

সমুদ্রের ধারে একটা জরাজীর্ণ ভিলায় বেটি তার দিদি-জামাইবাবুদের সঙ্গে থাকত। তাদের জীবনধারা ছিলো সতেজ এবং সহজ-সরল। তাদের আসবাবপত্র বলতে তিনটি চেয়ার, একটি টেবিল এবং বিছানা। দেওয়াল সংলগ্ন কাপবোর্ডে কয়েকটি কাপ-ডিস রাখা ছিলো। তরুণ হানস্-এর মধ্যে একটা উত্তেজনা আছে, আছে প্রেরণা, আর আছে মাথা ভর্তি সোনালি চুল। তার ইংরাজী ভাষাটা বড় অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য দ্রুত কথা বলে যায়। তার স্ত্রী স্টেলার চেহারাটা ছোটো-খাটো হলেও সুন্দরী সে। বেটি গ্রেগের চুলগুলো লাল টকটকে, যেন থোকা থোকা লাল গোলাপ ফুটে আছে তার মাথায়। তবে তার চোখে অমঙ্গলের ছায়া কাঁপে। আগের দিন পিনো ডি' অরোয় যেভাবে সে মেক-আপ দিয়েছিল ঠিক সেরকম নয়।

মেয়েটি তাঁকে ককটেল দেয়, এবং চোখ পিটপিট করে বলল :

'আপনি তো একজন বিরাট পুরুষ!'

মাথা নাড়লেন মিঃ পার্কার পাইন।

'তা আপনি কার পক্ষে? তরুণ প্রেমিকদের, নাকি যে মহিলা আমাদের ভালবাসাটাকে গ্রাহ্য করেন না তাঁর পক্ষে?'

'তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই!'

'এ সব ব্যাপারে পরের মন বুঝে চলার মতো বুদ্ধি তোমার আছে?'

'না, আদৌ নেই,' খোলাখুলি ভাবেই বলল মিস গ্রেগ। 'কিন্তু ওই খিটখিটে মহিলাটি বড্ড আমার পিছনে লেগেছেন (চারদিক তাকিয়ে একবার দেখে নিলো সে, বেসিল তার কথা শুনতে পাচ্ছে কিনা দেখার জন্য)। ওই মহিলা আমাকে পাগল করে তুলেছেন। এ ক'বছর বেসিলকে তিনি তাঁর আগ্রনের দড়িতে বেঁধে রেখেছেন, এ ধরণের কাজে স্বভাবতই ছেলেরা বোকা

বনে যায়। কিন্তু সত্যি বেসিল বোকা নয়। তার মানে তিনি একজন ভয়ঙ্কর মহিলা। একেবারে পাক্কা সাহেব যাকে বলে।'

'সত্যি কথা বলতে কি সেটা খুব একটা খারাপ নয়। এই মুহূর্তে সেটা নেহাতই প্রচলিত ফ্যাসান-বিরোধী।'

হঠাৎ চোখ পিটপিট করে তাকাল বেটি গ্রেগ।

'মানে আপনি বলতে চান, ভিক্টোরিয় যুগে চিলেকোঠায় বৈঠকখানা ঘরের চেয়ার রাখার মতোন। পরে আপনি সেগুলো নিচে নামিয়ে বলবেন, 'সেগুলো চমৎকার নয়?' তাই না?'

'হ্যাঁ, সেরকমই আর কি।'

তাঁর কথায় সায় দিয়ে বলল, 'হয়ত আপনিই ঠিক। আমি সৎ হওয়ার চেষ্টা করব। বেসিলের জন্যেই আমার যা কিছু ভাবনা। ওর কেবল চিন্তা, ওর মা'র সম্পর্কে আমি কি ধারণা করি। ওর মায়ের ব্যাপারটা আমাকে এখন একটা চরম পর্যায় টেনে নিয়ে এসেছে। এখন আমার কি মনে হয় জানেন, ওর মা যদি ওর ওপর পুরোপুরি প্রভাব খাটান, হয়ত ও আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।'

'তা সে করতে পারে,' বললেন মিঃ পার্কার পাইন, যদি তিনি তাঁর লক্ষ্যে ঠিক মতো চলতে পারেন, তোমার কাছ থেকে ঠিক ওকে সরিয়ে নেবেন।'

'আপনি ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলবেন? জানেন, নিজের থেকে উনি নিজেকে আর বদলাবেন না। আমাদের মেলামেশা বা মিলন কখনোই তিনি মেনে নেবেন না। আমাদের কোনো কৌশলই খাটবে না ওঁর ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি আপনি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেন—'

সে তার ঠোঁট কামড়ায়, নীল চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকায়।

'আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি মিঃ পার্কার পাইন। মানুষের স্বভাব চরিত্র আপনার বেশ ভাল জানা আছে বলেই আমার বিশ্বাস। আপনার কি মনে হয়। বেসিল আর আমি এই ঝড় কাটিয়ে উঠতে পারব, না কি ব্যর্থ হবো?'

'আমার তিনটি প্রশ্নের মধ্যে এর উত্তর পেতে চাই।'

'মানানসই টেস্ট? ঠিক আছে, প্রশ্ন করে যান।'

'তোমার ঘরের জানালা খোলা না বন্ধ রেখে দাও তুমি?'

'খোলা রেখে দেই। আমার প্রচুর বাতাস দরকার।'

'তুমি আর বেসিল কি একই ধরণের খাবার খেতে ভালবাস?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি তাড়াতাড়ি ঘুমতে যাও, নাকি দেরীতে?'

'সত্যি কথা বলতে কি তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাই। সাড়ে দশটায় হাই তুলি। আর সকালে মেজাজটা খুব ভাল থাকে। অবশ্য সকাল সকাল ঘুমোলেই যে তা হবে আমি সেটা স্বীকার করি না।'

'তোমাদের দু'জনের মধ্যে একটা ভাল বোঝাপড়া থাকা দরকার,' বললেন মিঃ পার্কার পাইন।

'এ নেহাতই একটা ভাসাভাসা পরীক্ষা।'

'না, আদৌ তা নয়। অন্তত সাত সাতটা বিবাহিত দম্পতিদের আমি দেখেছি। একজন দম্পতি তো একবারে অসুখী কারণ স্বামী মাঝরাত পর্যন্ত জেগে থাকতে চায়, আর সাড়ে-

নটার পরেই স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়ে।'

'এটা দুঃখজনক,' বললেন বেটি। 'প্রত্যেকেই সর্বোত্তভাবে সুখী হতে পারে না। তবে বেসিলের মা'র আশীর্বাদ পেলে আমি আর ও অনায়াসে সুখী হতে পারি।'

কাশলেন মিঃ পার্কার পাইন।

'আমার মনে হয়,' বললেন তিনি, 'সেটা করান যেতে পারে'।

তাঁর দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল বেটি।

'আমার আশঙ্কা,' বলল বেটি, 'আপনি আমাকে ডাবল-ক্রস করছেন না তো?'

মুখে কিছুই বললেন না মিঃ পার্কার পাইন।

মিসেস চেস্টাবের কাছে তিনি একজন মিষ্টি স্বভাবের পুরুষ, কিন্তু তাঁর কথায় কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তাব ভাব। বাগদত্তা মানেই বিয়ে নয়। মিঃ পার্কার পাইন নিজেই এক সপ্তাহের জন্যে সোলারে যাচ্ছেন। তাঁর পবামর্শ হলো, মেয়েটি যাই কিছু করুক না কেন যেন সেটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হয়। তাকে খাপ খইয়ে নিতে দিলেন, পরিচিত হতে দিলেন।

সোলারে এক সপ্তাহ খুব উপভোগ কবলেন মিঃ পার্কার পাইন।

ফিরে এসে সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন-ধর্মী দৃশ্য তিনি দেখলেন। পিনো ডি' অরোয় ঢুকেই তাঁর চোখে প্রথম যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল সেটা এইবকম : মিসেস চেস্টার এবং মিস বেটি গ্রেগ একসঙ্গে পাশাপাশি বসে চা খাচ্ছে। সেখানে বেসিল ছিলো না। মিসেস চেস্টারের চোখে খেপাটে চাহনি। বেটিকেও কেমন যেন বিসদৃশ দেখাচ্ছিল, তার মুখের রঙ যেন উধাও। সে তার মুখে মেক-আপ দিয়েছে বলেই মনে হয় না। আর তার চোখের পাতাগুলো সিক্ত, দেখে মনে হয়, কাঁদছিল সে।

তারা তাঁকে বন্ধুসুলভ ভাব দেখিয়ে সম্ভাষণ জানালো। কিন্তু তাবা কেউই বেসিলের নাম উল্লেখ করল না।

হঠাৎ তাঁর পাশ থেকে মেয়েটিকে জোবে জোবে নিঃশ্বাস নিতে দেখলেন মিঃ পার্কার পাইন, যেন কোনোরকম ভাবে আঘাত পেয়ে থাকবে সে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকালেন মিঃ পার্কার পাইন।

আর তখনি সমুদ্রের ধার থেকে বেসিল চেস্টারকে উঠে আসতে দেখলেন তিনি। তার সঙ্গিনী একটি মেয়ে, অপরূপ সুন্দরী, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চোখেব পলক ফেলা যায় না, নিঃশ্বাস ফেলা যায় না, এমনি সুন্দরী সে। তার রঙটা একটু কালো হলেও চমৎকার দেখতে। তার পরনে স্রেফ একটা ফ্যাকাসে নীল ক্রেপের পোশাক, তার দিকে না তাকিয়ে কেউ থাকতে পারল না। প্রচন্ড মেক-আপ দিয়েছিল মেয়েটি, মনে হয় তরুণ বেসিল তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেনি।

'তুমি খুব দেরী করে ফেলেছ বেসিল,' বললেন তার মা। 'বেটিকে সঙ্গে নিয়ে তোমার ম্যাল্লে যাওয়াব কথা।'

'আমারি দোষ,' বেসিলের হয়ে কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল সুন্দরী মেয়েটি। 'একটু বেড়াচ্ছিলাম।' বেসিলের দিকে ফিরে বলল মেয়েটি। 'প্রিয়তম, আমাকে কিছু একটা দাও—'

সে তার জুতোটা এগিযে দিলো, তার হাতের নখের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে পায়ের নখগুলোও

সবুজ পান্না রঙে পালিশ কবা।

অপর দু'টি মেয়েব দিকে নজবই দিলো না সে। তবে মিঃ পার্কার পাইনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বলে উঠল ঃ

'এই দ্বীপটা ভয়ঙ্কব,' বলল মেয়েটি। 'বেসিলেব সঙ্গে দেখা হওয়াব আগে ভীষণ একঘেয়ে লাগছিল। নেহাতই ও আমার একজন প্রিয়পাত্র!'

'মিঃ পার্কার পাইন, এই হল মিস র‍্যামোনা,' বললেন মিসেস চেস্টার।

অলস হাসি দিয়ে মেয়েটি সাড়া দিলো।

'আপনাকে দেখা মাত্র আপনাকে পার্কার বলে সম্বোধন করতে ইচ্ছে হয়েছিল,' বিড়বিড় কবে বলল মেয়েটি। 'আমাব নাম ব্যামোনা ডলোরস।'

ড্রিঙ্কস হাতে ফিরে এলো বেসিল। একবার বেসিল আর একবার মিঃ পার্কার পাইনের দিকে পালা কবে কথা বলে যেতে থাকল র‍্যামোনা।

অন্য দু'জন মহিলাব দিকে ফিরেও তাকাল না সে। দু'একবার তাদেব আলোচনায় নাক গলানর চেষ্টা কবেছিল বেটি, কিন্তু অন্য মেয়েটি স্রেফ তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকেছিল।

হঠাৎ ডলোরস উঠে দাঁড়াল।

'মনে হয় এখন আমাকে একা ফিরে যেতে হবে। অন্য হোটেলে থাকি। যে কেউ আমার সঙ্গে দেখা কবাব জন্যে আসতে পারে।'

বেসিলও লাফিয়ে উঠল।

'দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।'

'শোনো প্রিয় বেসিল আমার,—' বাধা দেওয়াব মতো করে বলে উঠলেন মিসেস চেস্টার।

'ভেবো না মা, আমি এখনি ফিরে আসব।'

'এ কি মায়ের সুবোধ ছেলে?' চিৎকার করে বলে উঠল র‍্যামোনা। 'মায়ের আঁচল ধবে থাকো, থাকো না তুমি?'

বেসিলকে একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হলো। মিসেস চেস্টারেব দিকে বিজয়িনীর হাসি হাসল ব্যামোনা, এবং মিঃ পার্কার পাইনের দিকে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বেসিলকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলো সেখান থেকে।

তাবা চলে যাওয়াব পব একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো সেখানে। প্রথমে কথা বলতে চাইলেন না মিঃ পার্কার পাইন। ওদিকে বেটি গ্রেগ তার আঙুল মচকাতে মচকাতে সমুদ্রেব দিকে তাকাল। আর মিসেস চেস্টার রাগে ফুলতে থাকলেন।

বেটিই প্রথম মুখ খুলল ঃ 'পোলেনসা বেতে আমাদেব নবাগত বন্ধুটিকে কিরকম মনে হলো আপনার?' তার কণ্ঠস্বর ঠিক স্বাভাবিক নয়।

সাবধানে উত্তর দিলেন মিঃ পার্কার পাইন ঃ 'একটু উদ্ভট ধরণের'।

'উদ্ভট?' বেটির ঠোঁটে একটা তিক্ত হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

'ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর মেয়ে সে,' উত্তেজিত হয়ে বললেন মিসেস চেস্টার, 'বেসিল নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে বেটি আবার বলে উঠল, 'না, বেসিল ঠিকই আছে।'

'মেয়েটির পায়ের নখগুলো দেখেছেন?' কথাটা বলতে গিয়ে ঘৃণায় মুখটা কেমন বিকৃত

হয়ে উঠল মিসেস চেস্টারের।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল বেটি।

'মিসেস চেস্টার, আমি এখন বাড়ি ফিরে যেতে চাই। নৈশভোজে ইচ্ছে নেই।'

'ওহো বাছা, বেসিল কিন্তু দুঃখ পাবে।'

'পাবে নাকি?' বলে হাসল বেটি। 'সে যাইহোক, আমাকে যেতেই হচ্ছে। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা।'

তাঁদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসল সে, তারপর চলে গেলো সেখান থেকে। মিঃ পার্কার পাইনের দিকে ফিরে তাকালেন মিসেস চেস্টার অতঃপর।

'আমার মনে হয়, এরকম ভয়ঙ্কর জায়গায় বুঝি এর আগে কখনো আসিনি।'

দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়লেন মিঃ পার্কার পাইন।

'আপনার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত হয়নি,' বললেন মিসেস চেস্টার। 'আপনি এখানে থাকলে এটা ঘটত না।'

'শুনুন মিসেস চেস্টার,' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন মিঃ পার্কার পাইন, 'আমি আপনাকে বলতে পারি, সুন্দরী যুবতীর প্রশ্নে আমি নাচার, আপনার ছেলের ওপর কোনো রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারব না। আপনার ছেলেকে দেখে মনে হয়, অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ছেলে সে।'

'কিন্তু সে তো আগে এরকম ছিলো না,' কান্না-জড়ানো স্বরে বললেন মিসেস চেস্টার।

'ভাল কথা,' প্রসঙ্গটাকে হাল্কা করার জন্যে বললেন মিঃ পার্কার পাইন,' বেসিলের এই নতুন আকর্ষণ মিস গ্রেগের প্রতি তার মোহটা ভেঙ্গে গেছে। এটা আপনার পক্ষে অবশ্যই একটা বড় সান্ত্বনা বলা যায়।'

'জানি না আপনি কি বলতে চাইছেন,' বললেন মিসেস চেস্টার। 'খুব ভাল মেয়ে বেটি, আর বেসিলের প্রতি একান্ত অনুগত সে। এ ব্যাপারে ওর আচরণ অত্যন্ত ভাল। আমার তো মনে হয়, আমার ছেলেরই দোষ, ও পাগল হয়ে গেছে।'

ভদ্রমহিলার মধ্যে হঠাৎ একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখতে পেলেন মিঃ পার্কার পাইন। এর আগে মহিলার মধ্যে এ-ধরণের অসঙ্গতি তিনি দেখেছেন। নরম গলায় বললেন তিনি ঃ

'না, ঠিক পাগল বলা যায় না, সম্মোহিত বললেই বোধহয় উপযুক্ত হয়।'

'এর জন্যে দায়ী ওই মেয়েটি।'

'কিন্তু মেয়েটি যে অপরূপ সুন্দরী, অস্বীকার করা যায় না।'

নাক সিঁটকালেন মিসেস চেস্টার।

সমুদ্রতীর থেকে এক রকম ছুটে এলো বেসিল।

'হ্যালো মাম, এই দেখ কত তাড়াতাড়ি আমি ফিরে এসেছি। তা বেটি কোথায়?'

'মাথায় যন্ত্রণা নিয়ে ঘরে ফিরে গেছে সে। আমার আশঙ্কা—'

'তার মানে রাগ করে চলে গেছে সে, এই বলতে চাইছ?'

'হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হচ্ছে। বেসিল, বেসিলের ওপর খুবই অবিচার করেছ তুমি।'

'ঈশ্বরের দোহাই মাম, ওর হয়ে সালিশী করো না। ওকে যেতে দাও। প্রত্যেক ব্যাপারে ও যদি এমন নাটক করে, আমি বলি কি ওকে না পেলেও আমার চলবে। বরং এই মেয়েটিকে দেখলে তো, যেমন সুন্দর দেখতে, ওর স্বভাবও চমৎকার। ওকে পেলে আমি বরং খুব খুশী হবো।'

'কিন্তু তোমরা যে বাগদত্তা।'

'হ্যাঁ, আমরা বাগদত্তা, ঠিক আছে। কিন্তু তাই বলে এই নয় যে, আমাদের কোনো বন্ধু থাকবে না। এখন লোকেরা যে যার খুশি মতো জীবন অতিবাহিত করে থাকে, আর ঈর্ষা পরিহার করার চেষ্টা করে থাকে।'

একটু থামল সে।

'দেখ মা, আজ বেটি যদি আমাদের সঙ্গে নৈশভোজ না সারতে আসে, আমি তাহলে ম্যারিপোসা ফিরে যাবো। তারা আমাকে খেতে বলেছে সেখানে।'

'ওহো বেসিল—'

ক্রুদ্ধ চোখে তাঁর দিকে তাকাল ছেলেটি, তারপর ছুটে গেলো রাস্তায়।

মিঃ পার্কার পাইনের দিকে তাকালেন মিসেস চেস্টার।

'দেখুন,' বলে থামলেন মিসেস চেস্টার।

তাঁর দিকে তাকালেন মিঃ পার্কার পাইন।

কয়েকদিন পরে ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল হয়ে দাঁড়াল। বেটি এবং বেসিলের পিকনিকে যাওয়ার কথা ছিলো। নির্দিষ্ট সময়ে বেসিলকে যেতে না দেখে পিনো ডি' অরোয় এসে পৌঁছল বেটি, ভাবল বেসিল বোধহয় তাদের পিকনিকে যাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে থাকবে। কিন্তু বেসিল তখন ডলোরস ব্যামোনার পার্টির সঙ্গে ফরসেন্টারে চলে গিয়েছিল।

মনে মনে রাগ হলেও মুখে সেটা প্রকাশ করল না বেটি। অবশ্য বর্তমানে মিসেস চেস্টারের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে (দু'জন মহিলা তখন টেরেসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে)।

'সব ঠিক আছে,' বলল বেটি। 'এ কিছু নয়। কিন্তু আমি মনে করি, ব্যাপারটা এই রকম, আমাদের সমস্ত ব্যাপারে এখানেই ইতি টানলে ভাল হয়।'

এই বলে বেসিলের দেওয়া এনগেজমেন্ট আংটিটা আঙুল থেকে খুলে বেটি মিসেস চেস্টারের হাতে তুলে দিয়ে বলল :

'মিসেস চেস্টার, দয়া করে এটা বেসিলকে দিয়ে দেবেন। আর ওকে বলবেন, সব ঠিক আছে, চিন্তার কিছু নেই...'

'বাছা বেটি, এরকম করো না। সে তোমাকে ভালবাসে, সত্যি তোমাকে ভালবাসে।'

'সেটাই তো মনে হয়, তাই নয় কি?' মৃদু হেসে বলল মেয়েটি। 'না,—আমার একটু অহঙ্কার আছে। ওকে বলবেন, সব কিছুই ঠিক ঠিক চলছে। আর আমি, আমি ওর শুভ কামনা করি।'

সূর্যাস্তের পর বেসিল ফিরে এলে ঝড় উঠল। এনগেজমেন্ট রিংটা দেখা মাত্র তার চোখ দু'টো ঝলসে উঠল।

'তাহলে এই রকমই ধারণা তার, তাই না? বেশ, আমি তাহলে এখন জোর গলায় বলতে পারি, এ একরকম ভালই হলো।'

'বেসিল।'

'ঠিক আছে মাম, আমি তোমাকে খোলাখুলি বলে রাখি, এভাবে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করে থাকা যায় না।'

'দোষটা কার?'

'দোষটা বিশেষ করে আমার বলে আমি মনেই করি না। ঈর্ষা মানুষকে পশু বানিয়ে দেয়। কিন্তু মাম, ওই মেয়েটার জন্যে তোমার এত দরদ কেন তা তো বুঝতে পারছি না। অথচ একদিন বেটিকে বিয়ে না করার জন্য তুমিই আমাকে অনুরোধ করেছিলে, মনে আছে তোমার?'

'সে তো ওকে জানার আগে। বেসিল, বাছা আমার, অন্য মেয়েকে বিয়ে করার চিন্তা তুমি করছ না তো?'

নম্র ভাবে বলল বেসিল চেস্টার।

'সে যদি আমার মতো হয়, আমার সব কিছু, দোষ-গুণ মেনে নেয়, তবেই আমি তাকে বিয়ে করতে পারি। কিন্তু আমার আশঙ্কা, সে-রকম হবে না সে।'

মিসেস চেস্টারের মেরুদন্ড বেয়ে যেন একটা শীতল প্রবাহ বয়ে গেলো। মিঃ পার্কার পাইনকে একটা নিরাপদ প্রান্তে শান্ত ভাবে বই পড়তে দেখলেন তিনি।

'কিছু একটা আপনার করা দরকার! আমার ছেলের জীবন যে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

বেসিল চেস্টারের জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে, কথাটা শুনতে শুনতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন মিঃ পার্কার পাইন। তাই তিনি এই প্রথম একটু বিরক্ত প্রকাশ করলেন ঃ

'তা আমি কি করতে পারি বলুন?'

'এই ভয়ঙ্কর মেয়েটির কাছে গিয়ে তাকে দেখুন। যদি প্রয়োজন হয় তাকে টাকা দিয়ে কিনে নিন।'

'কিন্তু সে তো অনেক ব্যয়বহুল।'

'সেটা আপনার ভাববার নয়।'

'ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। তবু মনে হয়, রাস্তা একটা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।'

প্রশ্ন চোখে তাকালেন মিসেস চেস্টার। মাথা নাড়লেন মিঃ পার্কার পাইন।

'তবে আমি কোনো রকম প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না, তবে দেখছি আমি কি করতে পারি। এ-রকম কেসের মোকাবিলা আমি আগেও করেছি। ভাল কথা, এ ব্যাপারে বেসিল যেন ঘুণাক্ষরেও একটা কথা জানতে না পারে, কারণ জানতে পারলে আরো বেশি বিপদ হতে পারে আপনাদের পরিবারে।'

'না, না, অবশ্যই বলব না!'

মাঝরাতে ম্যারিপোসা থেকে ফিরে এলেন মিঃ পার্কার পাইন। তাঁর ফেরার অপেক্ষায় বসেছিলেন মিসেস চেস্টার।

'কোনো ভাল খবর আছে?' এক নিঃশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস চেস্টার।

'কাল সকালেই পোলেনসা ছেড়ে চলে যাচ্ছে সিনিওরিটা ডলোরস র‍্যামোনা, আর কাল রাতেই এই দ্বীপ থেকে পাড়ি দিচ্ছে।' চোখ পিটপিট করে তাকালেন তিনি।

'ওঃ মিঃ পার্কার পাইন!' আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললেন মিসেস চেস্টার। 'তা আপনি এই অসাধ্য কাজটা সারলেন কি করে?'

'এক সেন্টও খরচ হয়নি,' উত্তরে বললেন মিঃ পার্কার পাইন। তাঁর চোখ দু'টো আবার পিটপিট করে উঠল। 'আমার ধারণা ছিলো মেয়েটির ওপর প্রভাব খাটাতে পারব, আর হলোও তাই।'

'সত্যি আপনি একজন জাদুকর বটে! ঠিকই বলেছিল নিনা উইচারলি। যাইহোক, এখন

বলুন আপনার পারিশ্রমিক কতো?'

'এক সেন্টও নয়। এ-কাজে আমি যে আনন্দ পেয়েছি, সেটাই যথেষ্ট। আশাকরি সব কিছুই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। অবশ্য আপনার ছেলেটি যখন জানবে, তাকে না জানিয়ে কোনো ঠিকানা না রেখে মেয়েটি এখান থেকে চলে গেছে, তখন হয়ত সে খুবই মুষড়ে পড়তে পারে। তবে দু'এক সপ্তাহ পরেই সে আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে, দেখবেন।'

'যদি বেটি তাকে ক্ষমা করে—'

'আমি বলছি, বেটি তাকে ক্ষমা করবেই। চমৎকার ওদের জুটি। ভাল কথা, আমিও কাল এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'ওঃ মিঃ পার্কার পাইন, তাহলে তো আপনাকে হারাতে হচ্ছে।'

'আপনার ছেলে তৃতীয় একটি মেয়েব মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়াব আগেই এখান থেকে আমার চলে যাওয়া ভাল।'

স্টিমারের রেলিং'র ধাবে ঝুঁকে পড়ে পালমার আলোকমালা দেখতে থাকেন মিঃ পার্কার পাইন। তাঁব পাশে দাঁড়িয়েছিল ডলোরস র‍্যামোনা। প্রশংসা করে বলছিলেন তিনি ঃ

'ম্যাডেলেইন, কাজটা চমৎকার হলো। তারবার্তা করে তোমাকে এখানে ডেকে এনে সাফল্য পাওয়ার জন্যে আমি আনন্দিত। তবে বাড়িতে তোমার শান্ত ভাবে জীবনযাপনের কথা ভাবলে ব্যাপাবটা একটু অস্বাভাবিক লাগে।'

ম্যাডেলেইন ডি সারা, ওরফে ডলোরস র‍্যামোনা, ওরফে ম্যাগি সেয়ার্স তাঁর কথায় সাড়া দিয়ে বলে উঠল ঃ 'আপনি আনন্দ পেয়েছেন জেনে আমিও খুব খুশি মিঃ পার্কার পাইন। ছোট-খাটো একটা পরিবর্তন ভালই লাগল। আমি ক্লান্ত, স্টিমাব যাত্রা শুরু কবার আগেই ভাবছি নিচে গিয়ে শুয়ে পড়ব। কিছু মনে করবেন না, আমি খুবই বাজে নাবিক।'

মিনিট কয়েক পরে মিঃ পার্কার পাইনের কাঁধেব ওপর একটা উষ্ণ হাতের স্পর্শ পড়ল। ঘুরে দাঁড়াতেই বেসিল চেস্টারকে দেখতে পেলেন তিনি।

আপনাকে বিদায় জানাতে এলাম মিঃ পার্কার পাইন। বেটি আসতে পারল না, তবে ও আপনাকে ওর ভালবাসা আব ধন্যবাদ জানাতে বলেছে। এ আপনাব একটা চমৎকার চমক বটে। বেটি আর মায়ের মধ্যে সাপে-নেউলের সম্পর্ক ছিলো এই ক'দিন আগেও। মাকে ওর দিকে মুখ ফেরান খুবই কঠিন কাজ ছিলো, অথচ সেই আশ্চর্য কাজটা আপনি কেমন সহজেই না সম্পন্ন করলেন। এটা যে আপনার একটা অসাধারণ কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হয়। যাইহোক, এখন সব কিছুই মধুরেন সমাপয়েত। আমাদের পরিবারে এই কয়েকদিন মন কষাকষির জন্যে আমি খুবই দুঃখিত। আমাদের এই ভয়ঙ্কর সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার জন্যে আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বিশেষ করে বেটি আর আমি ধন্য।'

'আমি তোমাদের সুখ কামনা করি,' বললেন মিঃ পার্কার পাইন।

'ধন্যবাদ।'

তারপর খানিক নীরবতার পর এক বকম অসতর্ক ভাবে বলে ফেলল বেসিল ঃ 'মিস, মিস সারা এখন কোথায় স্যার? আমি তাকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

চকিতে একবার তার দিকে তাকালেন মিঃ পার্কার পাইন। তারপর তিনি বললেন ঃ 'আমার মনে হয় মিস ডি সারা শুতে চলে গেছে।'

'ওঃ, মনটা খারাপ হয়ে গেলো। যাইহোক, এক সময় লন্ডনে ফিরে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করব।'

'সত্যি কথা বলতে কি লন্ডনে পৌঁছান মাত্র আমার একটা কাজে আমেরিকায় চলে যাবে সে।'

'ওহো!' উদাস স্বরে বলল বেসিল। 'ঠিক আছে, আমাকে এখন একলাই চলতে হবে...'

হাসলেন মিঃ পার্কার পাইন। যাওয়ার পথে ম্যাডেলেইনের দরজায় নক্ করলেন তিনি।

'কেমন আছো প্রিয়? ভাল তো? আমাদের তরুণ বন্ধুটি বড় একা, নিঃসঙ্গ। দু'একদিনের মধ্যেই সে তার একাকিত্ব ঘুচিয়ে তুলবে, কিন্তু তুমি যে তাকে নেহাতই বিহ্বল করে তুলেছ।'

অনুবাদ ✍ সৌরেন দত্ত

নেক্সট টু এ ডগ

রেজেস্ট্রি অফিসে টেবিলের পিছনে সম্ভ্রান্ত মহিলা গলা পরিস্কার করে চোখ পিটপিট করে তাকালেন তাঁর উল্টোদিকে বসা মেয়েটির দিকে।

'তাহলে চাকরিটা তুমি নিলে না? কেবল আজই সকালে কাগজে চাকরির খবরটা বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। চাকরির জায়গা ইটালির একটা সুন্দর অংশে। বাড়ির সদস্য বলতে একজন বিপত্নিক, তিন বছরের একটি বাচ্ছা ছেলে, আর একজন বয়স্কা মহিলা, ভদ্রলোকের মা কিংবা কাকিমা হতে পারে।'

জয়সি ল্যাম্বারট মাথা নাড়ল।

'আসলে ইংলন্ডের বাইরে আমি যেতে পারি না,' ক্লান্ত গলায় কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল সে, 'এর অনেক কারণ আছে যা কিনা এক কথায় বোঝানো যায় না। যাইহোক, আপনি যদি আমার জন্য কোনো ঠিকার কাজ, অর্থাৎ যেদিন কাজে যাব সেদিনের মাইনে পাবো, এমন চাকরির খবর পেলে বলবেন।'

কথা বলতে গিয়ে মেয়েটির কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপছিল, তবে নিজের ওপর তার যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ছিলো। তার গাঢ় নীল চোখে একটা করুণ আর্তি প্রকাশ পাচ্ছিল, সেই সঙ্গে তার উল্টোদিকের মহিলাটির প্রতি মিনতি জানিয়ে সে বলতে চাইল, একটা চাকরি তার একান্ত প্রয়োজন।

'কিন্তু মিসেস ল্যাম্বারট, যেরকম চাকরি আপনি চাইছেন, পাওয়া খুবই মুশকিল। রোজ হিসেবে গভরনেসেব চাকরি পেতে পারে কেবল তারাই যাদের যোগ্যতা সম্পূর্ণ। কিন্তু আপনার যে কিছুই নেই। আমার খাতাপত্রে একশোটা চাকরির খবর নথিভুক্ত,' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'আপনার বাড়িতে এমন একজন কেউ আছে যার জন্যে আপনি বাড়ি ছেড়ে বাইরে কোথাও যেতে পাবেন না।'

মাথা নাড়ল জয়সি।

'একটা শিশু?'

'না, শিশু নয়।' তার মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

'ঠিক আছে, এটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা। অবশ্য আমি আমার সাধ্য-মতো চেষ্টা করব, কিন্তু—'

সাক্ষাতকার তখন প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। উঠে দাঁড়াল জয়সি। অফিসটা কেমন ভ্যাপসা, অস্বস্তি লাগছিল জয়সির। এদিকে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার চোখের জল কোনো বাধা মানতে চাইছিল না, কোনো'রকমে ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে অফিস থেমে বেরিয়ে রাস্তায় এসে নামল সে।

'এ তুমি কি করছ জয়সি। না, না, এরকম দুর্বল হয়ে পড়া উচিত নয় তোমার,' সে নিজেই নিজেকে দৃঢ়ভাবে বোঝাতে চাইল। 'বোকার মতো নাকিকান্না জুড়ে দিও না। আতঙ্ক ছড়াচ্ছ তুমি—হ্যাঁ তুমি তাই করছ—আতঙ্ক ছড়াচ্ছ। আতঙ্ক ছড়িয়ে কোনো লাভ নেই। এই

তো সবে শুরু, তোমার বাকী জীবন পড়ে রয়েছে, এর মধ্যে কত কি ঘটে যেতে পারে। যাইহোক, দিন পনেরর মধ্যে মেরি পিসি নিশ্চয়ই একটা সুরাহা করে দেবেন। যাও, এগিয়ে যাও তোমার সামনে সচ্ছল অবস্থা অপেক্ষা করছে, অবস্থা তোমার ফিরবেই, দেখে নিও!'

এডওয়্যার্ড রোড দিয়ে পার্ক ছাড়িয়ে হেঁটে চলল জয়সি, তারপর ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে পড়তেই আর্মি এবং নেভী স্টোরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে। লাউঞ্জে গিয়ে বসে পড়ল সে, ঘড়ির দিকে তাকাল। তখন সবে দেড়টা বাজে। মিনিট পাঁচেক পরেই একজন বয়স্কা মহিলা হাত ভর্তি জিনিষপত্তর নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'আহ্! তুমি এসে গেছ জয়সি? মিনিট কয়েক দেরী হয়ে গেলো আমার, আমি লজ্জিত। আসলে কি জানো, খাবার ঘরে আগের মতো আর ভাল সার্ভিস নেই। তোমার নিশ্চয়ই লাঞ্চ সারা হয়ে গেছে?'

একটু সময়ের জন্য ইতস্তত করল জয়সি। তারপর শান্ত গলায় বলল সে, 'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

'সব সময় আমি সাড়ে বারোটার সময় খাওয়া সেরে নিই,' মেরিপিসি তাঁর জিনিষপত্তরগুলো গোছগাছ করে যুতসই হয়ে বসে বললেন, 'তখন ভীড় কম থাকে, আবহাওয়াও বেশ পরিস্কার থাকে। এখানে ডিমের তরকারিটা দারুন চমৎকার।'

'তাই কি?' অস্পষ্ট গলায় বলল জয়সি। ডিমের তরকারি, গরম ধোঁয়া উঠছে, সুস্বাদু গন্ধ ছড়াচ্ছে তার টেবিলে, এরকম একটা আশার কথা চিন্তাই সে করতে পারে না। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে আকাশ-কুসুম স্বপ্ন সে দেখতে চায় না। তাই সেই চিন্তাটা দূরে সরিয়ে দিলো জয়সি।

'বাছা, তোমার মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে,' বললেন মেরি পিসি। তিনি নিজেই বেশ ফিটফাট আরামে আছেন, এই মুহূর্তে তাঁর সুন্দর চেহারা দেখে অন্তত তাই মনে হয়। 'মাংস ছাড়া কোথাও যেন খেতে যেও না। আল্-ফাল-ডি-লাল, সুন্দর একটা খাবার জায়গা, কারোর কখনো শরীর খারাপ হয়েছে বলে তো মনে হয় না।'

উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না জয়সি। এখন কোনো ক্ষতিই আমার হতে পারে না। জয়সি ভাবছে এখন, মেরি পিসিটা যেন কি রকম! দেখা হলেই শুধু খাওয়ার কথা, খাওয়ার কথা তিনি বন্ধ করলেই ভাল, তার কোনো ক্ষতি হবে না। মনে মনে ভাবল জয়সি। দেড়টার সময় খাবার ঘরে আসতে বলে আশা জাগিয়ে তুলে তারপর দেরী করে এসে সুস্বাদু ডিমের তরকারি, রোস্ট মাংসের টুকরোর প্রসঙ্গ তোলা, ওঃ এতো অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার পরিচয়!

'ভাল কথা বাছা,' বললেন মেরি পিসি। 'আমি তোমার চিঠি পেয়েছি। আমার কথা তুমি যে রেখেছ, তাতে আমি খুব খুশি। আমি তোমায় বলেছিলাম, যেকোনো সময়ে তোমাকে দেখতে পেলে আমি খুশি হবো, আর আমার সেই ইচ্ছে এখন পূরণ হয়েছে। তবে সবে মাত্র আমার বাড়ি ভাড়া নেওয়ার প্রস্তাব পেয়েছি। খুব ভাল প্রস্তাব, হারাবার নয়। পাঁচ মাসের জন্য। আগামী বৃহস্পতিবার তারা আসছে। আর আমি যাবো হ্যারোলেটে। ইদানিং বাতের অসুখে কষ্ট পাচ্ছি।'

'তাই বুঝি!' বলল জয়সি। 'আমি খুবই দুঃখিত।'

'আমার প্রিয় বাছা, আর একবার তোমার সঙ্গে দেখা হতে আমি খুবই খুশি হয়েছি।'

'ধন্যবাদ মেরি পিসি।'

'তুমি কি কখনো আয়নার সামনে দাড়িয়েছ? সত্যি তোমাকে খুবই ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে,'

বললেন মেরি পিসি। তাঁর কথার মধ্যে একটা মনোযোগি ভাব ছিলো। 'খুবই রোগা হয়ে গেছ তুমি, তোমার হাড়ে মাংস নেই, আর তোমার গায়ের সেই সুন্দর রঙই বা কোথায় উধাও হয়ে গেলো? এর আগে তোমাকে দেখেছি, সব সময়েই তোমাকে সুন্দরী বলে মনে হয়েছে। তোমাকে মনে করিয়ে দিই, প্রচুর ব্যায়াম করো।'

এবার সেন্ট জেমস পার্কের পাশ দিয়ে বার্কলি স্ট্রীট, অক্সফোর্ড স্ট্রীট, প্রায়েড স্ট্রীট হয়ে এডওয়ার্ড রোডে ফিরে যেতেই কি যেন ভাবতে শুরু করল জয়সি। তারপর পরপর কতকগুলো নোংরা রাস্তা পিছনে ফেলে এসে একটা বিশেষ বাড়িতে এসে পৌঁছল সে, বাড়িটা নীরস জরাজীর্ণ, নোংরা।

তালা খুলে একটা ছোট্ট নোংরা হলে প্রবেশ করল জয়সি। এক রকম ছুটেই সিঁড়ি বেয়ে একেবারে ওপরতলায় উঠে এলো সে। সামনেই তার ঘরের দরজা, দরজার ওপার থেকে উল্লাসধ্বনির শব্দ ভেসে আসছিল।

'আদরের টেরি, দেখ গৃহকর্ত্রী ঘরে ফিরে এসেছে।'

দরজা খুলতেই সাদা রঙের টেরিয়ার কুকুর ছুটে গেলো। হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে তুলে নিলো জয়সি, তারপর মেঝের ওপর বসে পড়ল।

'প্রিয়তম টেরি! প্রিয়তম, প্রিয়তম টেরি। তোমার গৃহকর্ত্রীকে ভালবাস টেরি, তোমার গৃহকর্ত্রীকে খুব ভালবাস।'

কথা রাখল টেরি, তার আগ্রহী জিভটা ব্যস্ত হয়ে উঠল। টেরি তার গৃহকর্ত্রীর মুখ, কান, গলায় জিভ বোলাতে থাকে, সেই সঙ্গে সে তার ল্যাজ নাড়তে থাকে।

'প্রিয় টেরি, আমরা এখন কি করব? আমাদের এখন কি হবে? ওহো, প্রিয় টেরি, আমি এখন খুবই ক্লান্ত।'

'তাহলে মিস এখন,' তার পেছন থেকে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া থেকে বিরত হও এবার, তোমার জন্যে গরম চা এনেছি।'

'ওহো মিসেস বার্নিস, কি ভাল আপনি।'

ভীষণ ক্লান্ত জয়সি, কোনো রকমে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিশাল চেহারার মিসেস বার্নিসকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। যাইহোক, তাঁর সেই ভয়ঙ্কর চেহারার আড়ালে যেন অভাবনীয় ভাবে একটা কোমল উষ্ণ হৃদয় লুকিয়ে আছে।

'এক কাপ গরম চা কখনো কারোর পক্ষে ক্ষতিকর হয় না,' স্পষ্টভাবে বললেন মিসেস বার্নিস।

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চায়ের কাপে চুমুক দিলো জয়সি। তার ল্যান্ডলেডি আড়চোখে তাকে দেখল।

'কোনো সৌভাগ্য মিস—না আমি বরং তোমাকে ম্যাডামই বলব।'

মাথা নাড়ল জয়সি, তার সারা মুখে যেন ঘন কালো মেঘের ছায়া।

'আহ!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মিসেস বার্নিস। 'সৌভাগ্যের দিন বলে তো আমার মনে হচ্ছে না।'

তাড়াতাড়ি চোখ মেলে তাকাল জয়সি।

'ওহো মিসেস বার্নিস,—এরকম ভাববেন না।'

হতাশ ভাবে মাথা নাড়লেন মিসেস বার্নিস।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমার কাজ নেই। এখন আমরা কি করব, জানি না।'

'ওহো মিসেস বার্নিস,—অবশ্যই আমাকে,—মানে আপনি চাইবেন।—'

'তবে এখন চিন্তার কিছু নেই বাছা। আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু তুমি কোনো চাকরি সন্ধান করতে পারলে আমি খুশিই হবো, তবে যদি তুমি না পাও! তা তোমার চা খাওয়া শেষ হয়েছে? আমি কাপটা নেবো।'

'না, এখনো একটু রয়ে গেছে।'

'আহ্!' অভিযোগ করলেন মিসেস বার্নিস। 'আমি তোমাকে বেশ ভাল করেই জানি। অবশিষ্ট চাটুকু তুমি তোমার এই পেয়ারের কুকুরটাকে খাওয়াবে।'

'ওহো মিসেস বার্নিস। কয়েক ফোঁটা মাত্র। সত্যি আপনি কিছু মনে করবেন না, করবেন নাকি?'

'আমার মনে করা না করার মধ্যে কি এসে যায়? তুমি তো ওই খিটখিট মেজাজের জানোয়ারটার জন্যে পাগল: হ্যাঁ, এ কথাই আমি বলব, আর কুকুরটা এ-রকমই। আজ সকালে তোমার ওই প্রিয় কুকুরটা আমাকে প্রায় কামড়ে দিয়েছিল আব কি।'

'ওহো, না মিসেস বার্নিস! ওরকম কাজ টেরি কখনই কবতে পারে না।'

'আমাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠেছিল, দাঁত খিচিয়ে উঠেছিল। আমার অপবাধ, আমি তোমার বাড়তি জুতোগুলো দেখছিলাম, যদি এক জোড়া আমার পায়ে ফিট করে।'

'আমার কোনো জিনিষ অন্য কেউ স্পর্শ করাটা পছন্দ করে না সে। টেরির ধারণা, আমার সব জিনিষ পাহারা দেওয়া তার কর্তব্য।'

'তাহলে কি ভাবে সে? সেরকম কিছু ভাবা তো কুকুরের কাজ নয়। তাকে তার একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বেঁধে রাখলেই হয়, তার কাজ কেবল চোর ধরা। এই যে তোমার অহেতুক তাকে কোলে তুলে নেওয়া, জড়িয়ে ধরা, এতেই প্রশ্রয় পেয়ে যায় সে! এসব বন্ধ করতে হবে মিস, ওকে বেঁধে রাখতে হবে, এ কথাই আমি বলতে চাই।'

'না, না, না, কখনো নয়! কখনো নয়!'

'দয়া করে নিজেকে একটু সংযত করো,' বললেন মিসেস বার্নিস। টেবিল থেকে কাপটা তুলে নিলেন তিনি। ডিশটা পড়েছিল মেঝের ওপর, কাপেব তলানি চাটুকু ডিশে ঢেলে দিয়েছিল জয়সি টেরির জন্য। জিভ দিয়ে তলানি চাটুকু চেটে চেটে সবে মাত্র শেষ করেছিল টেরি। ঘৃণাভরে ডিশটা বাঁহাতে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মিসেস বার্নিস।

'টেরি!' ডাকল জয়সি। 'এসো, আমার সঙ্গে কথা বলো। বলো আমাব মিস্টিসোনা, এখন আমরা কি করব?'

একটা ভাঙ্গা চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিলো জয়সি। তার কোলে টেরি। মাথার টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলো সে। টেরির দু'টো থাবা সে তার গলার দু'পাশে চেপে ধরে তার নাক ও চোখের মাঝখানে চুমু খেতে থাকল। তারপর নিচু গলায় তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। মাঝে মাঝে আদর করার ভঙ্গিমায় তার কান দু'টো মুলে দিতে থাকে।

'টেরি এবার বলো তো, মিসেস বার্নিসের ব্যাপারে আমরা এখন কি করবো? আমরা ওঁর কাছে চার সপ্তাহ সময় চেয়েছি, আর জানো টেরি, তিনি এমনি ভেড়া, এমনি ভেড়া যে, আমাদের দিকে ফিরেই তাকালেন না। কিন্তু ভেড়ার মতো আচরণের সুযোগ আমরা নিতে চাই না। আমরা তা করতে পারি না টেরি। আচ্ছা, কেনই বা বার্নিস কাজ থেকে অব্যহতি

পেতে চান? আমি ওঁকে ঘৃণা করি। সব সময় মাতাল হয়ে থাকেন তিনি। আর তুমি যদি সব সময় মদে বুঁদ হয়ে থাকো, স্বভাবতই তুমি তোমার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। কিন্তু টেবি, কই আমি তো কখনো মদ খাই না, তবে কেন আমি কাজ পাই না?'

'শোনো বাছা, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। না, আমি তোমাকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না। এমন কি নেই যে তাব আকর্ষণে আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো, তোমাব মতো ভালো নেই কেউ এ জগতে। তোমাব বযস হচ্ছে টেবি, তোমাব বয়স এখন বারো। কুকুরের বযস হলে সে অন্ধ হয়ে যায়, একটু বধিব হয়ে যায, আর একটু, হ্যাঁ একটু বুঝি-বা খিটখিটে বদমেজাজী হয়ে যায়। তুমি আমার কাছে মিস্টিসোনা; কিন্তু বাছা, অন্যেবা তোমাকে একেবারেই পছন্দ করবে না, তুমিই বলো, কেউ তোমাকে পছন্দ করবে? এই যে থেকে থেকে তোমার গর্জন, হম্বি-তম্বি, এ সব থেকেই তো স্পষ্ট বোঝা যায যে, সবাই তোমাব বিরুদ্ধে, তাদেব বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছ তুমি। আমাব আদরের প্রিয় টেবি, তোমাকে অন্য কেউ ভাল না বাসুক আমি তো তোমাকে ভালবাসি, আমরা পরস্পব পবস্পবকে কাছে পেয়েছি, পাইনি মিস্টিসোনা?'

তৃপ্তি সহকারে টেবি তাব চিবুক চাটতে থাকে।

'আমার সঙ্গে কথা বলো প্রিয়।'

দীর্ঘক্ষণ গোঙালো টেবি, মানুষ যেমন দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনেকটা সেই রকম। তারপর জযসির কানে সে তাব নাকটা চেপে ধবল।

'দেবদূত, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, তাই না? তুমি বেশ ভাল করেই জানো, আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে যেতে পাবব না। কিন্তু এখন আমরা কি কবব বলো? টেবি, এখনি আমাদেব কিছু একটা কবতেই হবে।'

সে আবাব চেযারে হেলান দিয়ে বসল।

'তোমাব মনে আছে টেবি, আমাদেব সেই সুখেব দিনগুলোর কথা? তুমি, আমি, মাইকেল আব ড্যাডিব কথা! ওঃ মাইকেল, মাইকেল! সেটা ছিলো তাব প্রথম ছুটির অবসর। ফ্রান্সে ফিরে যাওযাব আগে সে আমাকে একটা উপহাব দিতে চেয়েছিল। আব আমি তখন তাকে অসংযত না হতে বলেছিলাম। তাবপব আমবা কান্ট্রিতে চলে যাই, তাব তখন সেখানে একটা চমক অপেক্ষা কবছিল। সে তখন আমাকে জানালাব সামনে গিযে দাঁড়াতে বলে, তাব কথা মতো জানালাব সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তোমাকে দেখতে পাই তখন, অদূরে তুমি তখন কিসের খুশিতে যেন রাস্তায় নাচছিলে। তোমাকে যে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, মজাদাব লোক, ছোট-খাটো বেঁটে মানুয। সে আমাদেব কি বলেছিল জানো? ''ম্যাডাম, একবাব ভাল করে তাকিয়ে দেখুন, বড ভাল এই কুকুরটা। ছবির মতো দেখতে, তাই না?'' আমি তখন নিজের মনে বলি : ভদ্রমহিলা আর ভদ্রলোকরা তোমাকে দেখলে সবাই খুব প্রশংসা করবে। তারা বলবে 'কুকুরটা ভাল, ভাল জাতের।'

লোকটা সেই কথাই বারবার বলতে থাকে। ওঃ টেবি, আমাব প্রিয় টেবি, তুমি একটা সুন্দর কুকুরছানা, সুন্দর তোমার মাথাটা, ততোধিক সুন্দব তোমার ল্যাজ নাড়াব দৃশ্য। মাইকেল ফ্রান্সে চলে যাওয়াব পর তার অভাবটা তুমিই পূবণ করে দিয়েছ, তুমি আমার অতি প্রিয় সঙ্গী, পৃথিবীর সেরা সুন্দর কুকুরছানা! আমার সঙ্গে মাইকেলের সব চিঠিই তুমি পড়ে থাক, তাই না? চিঠিগুলো শোঁকো তুমি। চিঠিগুলো যে তোমার মনিবের কাছ থেকে আসছে, সেটা

বোঝবার ক্ষমতা তোমার আছে। আমি জানি, তুমি খুব সুখী, সুখী তুমি। তোমার এখন বয়স হয়েছে, আর আমি খুবই ক্লান্ত।'

টেবি তার মুখ, গলা চেটে দেয়।

'তারবার্তাটা যখন এসেছিল, তখন তুমি আমার পাশেই ছিলে। টেবি, তুমি যদি আমার পাশে না থাকতে সেই সময়, যদি না তোমাকে আঁকড়ে ধরতাম.'

এরপর বেশ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে গেলো সে।

'আর তারপর থেকে আমরা দু'জন একসঙ্গে রয়ে গেছি, উত্থান-পতনে আমরা এ ওর সাথী হয়ে থেকেছি, উত্থানের চেয়ে পতনের ঘটনা অনেক বেশী, তাই না টেবি? মাইকেলের আত্মীয়স্বজন বলতে ছিলো কেবল তার কাকীমারা, আর তাঁরা ভাবতেন আমি বুঝি ঠিক আছি, ভাল আছি। কিন্তু ওঁরা তো জানতেন না যে, জুয়া খেলে সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছিল মাইকেল। আমরা কাউকেই বলব না আমি তোয়াক্কা করি না,—কেন আমাদের প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর দোষ-গুণ থেকে থাকে। তবে জানো টেবি, সে আমাদের দু'জনকেই ভালবাসত, আর ব্যাস সেটাই যথেষ্ট। তার নিজের আত্মীয়স্বজনরা সব সময় তাকে খাটো করে দেখাতে চাইত, আগে কত কি সব নোংরা কথা বলত তার সম্পর্কে। তাদের কোনো সুযোগই আমি দিতে চাই না। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিলো, আমার নিজের মতো নিঃস্ব কয়েকজন আত্মীয় থাকুক। কিন্তু সেরকম কেউ না থাকাটা বড়ই অস্বাভাবিক ব্যাপার।'

'টেবি আমি খুবই ক্লান্ত টেবি এবং ক্ষুধার্ত। আমার বয়স যে উনত্রিশ, বিশ্বাস করতে পারি না, আমার তো মনে হয়, আমার বয়স এখন উনষাট। সত্যি কথা বলতে কি আমার মধ্যে সাহসের কোনো অবকাশই নেই, আমি মোটেই সাহসী নই, কেবল সেরকম হওয়ার ভান করে থাকি। আর আমার মধ্যে কেবল হীন মনোভাব দেখা দিচ্ছে এখন। গতকাল আমি খুড়তুতো ননদ চার্লোটি গ্রীণের সঙ্গে দেখা করার জন্য হাঁটা পথে হলিং-এ গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সাড়ে বারোটার সময় সেখানে গিয়ে পৌঁছালে সে আমাকে মধ্যাহ্নভোজে আহ্বান করবে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে আমার মনে হলো, আমার পক্ষে সেটা খারাপ দেখায়, ভিক্ষাবৃত্তির সামিল হয়ে যায়। আমি তা করতে পারি না, অন্তত সেটা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ হয়ে যায়। তাই আমি অভুক্ত থেকে ফিরে আসি সেখান থেকে। আর সেটা বোকামোর সামিল হয়েছিল। তুমি যে একজন ভিক্ষুক, হয় এ ব্যাপারে তোমাকে বদ্ধপরিকর হতে হবে, তা না হলে সে কথা আদৌ তোমার ভাবা উচিত নয়। আমার মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তা যে আছে, আমি মনে করি না।'

আবার আর্তনাদ করে উঠল টেবি। এবং জয়সির চোখে সে তার কালো নাকটা ঘষতে থাকল।

'টেবি, তোমার নাকটা এখনো কতই না সুন্দর, ঠিক বরফ-ঠাণ্ডা আইসক্রীমের মতো। ওঃ, আমি তোমাকে কত যে ভালবাসি। আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। এমন কি তোমাকে তাড়িয়ে দিতেও পারব না। না, আমি পারব না, না আমি পারব না...'

গভীর আগ্রহ সহকারে জয়সির চোখ-মুখ গলা উষ্ণ জিভ দিয়ে লেহন করতে থাকে টেবি।

'তাহলে তুমি এখন আমার দুরাবস্থাটা বুঝতে পেরেছ। তুমি তোমার গৃহকর্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য কিছু করবে তো, করবে না?'

তার কোল থেকে নেমে কাঁপা কাঁপা পায়ে ঘরের এক কোণায় গিয়ে দাঁড়াল। একটা

ভাঙ্গা, দোমড়ান গামলা তার দাঁতে চেপে ফিরে এলো জয়সির কাছে।

সেই অভূতপূর্ব দৃশ্যটা দেখে হাসি-কান্নায় দোলায় দুলতে থাকে।

সে কি চালাকি করছে তার সঙ্গে? এখন তার গৃহকর্ত্রীকে সাহায্য করার কথাই কেবল চিন্তা করা উচিত, ভাবল জয়সি। 'ওঃ টেরি, আমার প্রিয় টেরি, কেউ আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না! যে কোনো কাজ আমি করতে পারি। আমি কি পারব, যদিও? কেউ কেউ বলে, আর তুমি যখন সেটা দেখালে, বললে, "সেরকম কিছু আমি ভাবতেই পারিনি।" আমি কি কিছু করব?'

মেঝের ওপর কুকুরের পাশে বসে পড়ল জয়সি।

'দেখ টেরি, ব্যাপারটা এই রকম ঃ নার্সারি গভরনেসের কুকুর থাকার কথা নয়। আর একজন বয়স্কা মহিলার কুকুর থাকারও কথা নয়। জানো টেরি, কেবলমাত্র বিবাহিতা অল্প বয়স্কা মহিলার কুকুর থাকে। ছোট্ট একটা দামী কুকুর শপিং করতে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায় তারা। আর যদি কেউ বয়স্ক অন্ধ টেরিয়ার পছন্দ করে, কেনই বা করবে না?'

নিচে পরপর দু'বার শব্দ হতেই সন্ত্রস্ত হলো সে।

'মনে হয় পোস্টম্যান।' ভাবল সে।

এবং সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে নিচে নেমে গেলো সে সিঁড়ি বেয়ে। একটু পরেই একটা চিঠি হাতে নিয়ে ফিরে এলো সে।

খামটা খুলল সে ব্যস্ত হাতে।

প্রিয় মহাশয়া,

ছবিটা পরীক্ষা করে দেখলাম, আর আমাদের মতে সেটা আসল নয়; তাই সত্যি কথা বলতে কি এ ছবির কোনো দামই হতে পারে না।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্লোন এণ্ড রাইডার

চিঠিটা হাতে নিয়ে অবিচল ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে জয়সি। যখন সে আবার কথা বলল, তখন তার গলার স্বর একেবারে বদলে গেছে।

'তাহলে,' বলল সে, 'শেষ আশাটা বিলীন হয়ে গেলো। কিন্তু টেরি, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমরা কেউ কারোর কাছ থেকে ছেড়ে চলে যাবো না। একটা উপায় এখনো আছে, তবে সেটা ভিক্ষাবৃত্তি নয়। প্রিয় টেরি, আমি এখন বেরোচ্ছি। খুব শীগ্গীর ফিরে আসছি।'

দ্রুত পায়ে নিচে নেমে এলো জয়সি, একেবারে এক-কোণায় টেলিফোনটা যেখানে ছিলো, সেদিকে এগিয়ে গেলো সে। একটা নম্বর ডায়াল করল। একটু পরেই সাড়া পেলো সে, একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর। জয়সির পরিচয় পেতেই তার সুর বদলে গেলো।

'জয়সি, আমার প্রিয় জয়সি, এসো, তোমার ওই বন্দীদশা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে নৈশভোজ সারবে এসো!'

'না, আমি যেতে পারব না,' হাল্কা ভাবে বলল জয়সি, 'বাইরে বেরোবার পোশাক আমার নেই।'

'বেশ, আমিই তাহলে তোমার কাছে গিয়ে হাজির হচ্ছি, তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে,

যাবো? অ্যাঁ, ঠিকানাটা কি যেন? হায় ঈশ্বর, জায়গাটা কোথায় বলো তো? ও হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি এখনি যাচ্ছি।'

প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট পরে আর্থার হ্যালিডের গাড়িটা বাড়ির সামনে এসে থামল। আর্থারকে দেখেই সন্ত্রস্ত হলেন মিসেস বার্নিস। যাইহোক, তিনিই তাকে ওপরে নিয়ে এলেন।

'বাছা, এ তুমি কোন্ ঝামেলায় আবার জড়িয়ে পড়লে?'

'এ আমার অহঙ্কার এবং প্রত্যাশা ব্যতিরেকে ভাবাবেগও বলতে পারেন।'

যথেষ্ট হাল্কা ভাবেই বলল, আর্থারের দিকে তাকাল সে, তার দু'চোখ দিয়ে মুঠোমুঠো ঘৃণা ঝরে পড়ছিল।

হ্যালিডেকে সুপুরুষ বলে থাকে অনেকে। বিরাট চেহারা তার, চওড়া কাঁধ, গায়ের রঙ ফর্সা, নীল চোখ দু'টো ছোট ছোট।

জয়সি তাকে একটা ভাঙ্গা চেয়ারে বসতে বলল, আর্থার বসল।

'ভাল কথা,' চিন্তিত ভাবে বলল সে। 'আমি বলি কি, তুমি নিশ্চয়ই শিক্ষা পেয়ে গেছ। আর ওই জানোয়ারটা কি এখনো কামড়ায়?'

'না, না, ও এখন ভাল হয়ে গেছে। আমি ওকে ওয়াচডগ হিসেবে ট্রেনিং দিয়েছি।'

জয়সির পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করল হ্যালিডে।

'তার মানে তুমি এখন অনেক নরম হয়ে গেছ, তাই না জয়সি?' নরম গলায় বলল হ্যালিডে। 'তাই কি?'

মাথা নাড়ল জয়সি।

'প্রিয়তমা, আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম, আমি যা চাই, শেষ পর্যন্ত সেটা আমার হাতের মুঠোয় ঠিক এসে যায়। আমি জানতাম, তোমার রুটির কোন্ দিকে মাখন মাখানো হয়, যথা সময়ে তুমি উপলব্ধি করতে পারবে।'

'আমার সৌভাগ্য যে, তুমি এখনো ঠিক আগের মতোই আছ, তোমার স্বভাব একটুও বদলায়নি,' বলল জয়সি।

জয়সির দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল সে। জয়সির মনের দরজা খুলে ভেতরে কোনোদিন তো তুমি প্রবেশ করোনি, তাই তোমার সম্পর্কে সে এখন মনে মনে কি ভাবছে বুঝবে কি করে আর্থার?

'তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। 'বেশ তো, যত তাড়াতাড়ি পারো আমাকে বিয়ে করো।'

'সত্যি কথা বলতে কি তাড়াতাড়ি হলেই তো ভাল।' হাসল হ্যালিডে। তারপর ঘরের চারদিকে তাকায় সে। জয়সির চোখ দু'টো ঝলসে উঠল।

'তবে একটা শর্তে।'

'শর্তে?' তার দিকে আবার সন্দেহের চোখে তাকাল হ্যালিডে।

'আমার ওই কুকুরটা। সে-ও যাবে আমার সঙ্গে।'

'ওই ভুতুড়ে জানোয়ারটা যাবে তোমার সঙ্গে? তোমার পছন্দ মতো অন্য একটা ভাল জাতের কুকুর কিনে নিলেই তো পারো। যা দাম লাগে আমি দেব'খন।'

'না, আমি টেবিকেই চাই।'

'ওহো তাই বুঝি! ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছে মতোই কাজ হবে।'

জয়সির দৃষ্টি স্থির হলো তার দিকে।

'কিন্তু তুমি বোধহয় জানো না, আমি তোমাকে ভালবাসি না। না, একেবারেই নয়!'

'তার জন্যে আমি চিন্তিত নই। আমার গায়ের চামড়া খুব একটা পাতলা নয়। কিন্তু সুন্দরী, কোনো ভোজবাজিও নয়। আমাকে বিয়ে করলে ভাল কাজই করবে তুমি।'

জয়সির চিবুকের রঙ ঝলসে উঠল।

'তুমি তোমার টাকার দাম ফিরে পাবে,' বলল জয়সি।

'তা এখন একটা চুমু দিলে কেমন হয়?'

জয়সির দিকে এগিয়ে গেলো সে। অপেক্ষা করল জয়সি। তার ঠোঁটের এক চিলতে হাসিটা কেমন যেন রহস্যময় মনে হলো। হ্যালিডে দু'হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নিয়ে তার মুখে, ঠোঁটে, এবং গলায় ঘন ঘন চুমু খেলো। এক সময় তাকে তার বাহুমুক্ত করতেই স্প্রিং'র মতো ছিটকে পড়ল জয়সি।

'তোমার জন্যে একটা আংটি আনতে চাই,' বলল হ্যালিডে। 'তোমার কি পছন্দ, হীরে, নাকি মুক্তোর?'

'চুনি,' বলল জয়সি। 'সম্ভব হলে খুব বড় আকারের চুনি, রক্ত-রঙের।'

'অদ্ভুত ধরণের তো।'

'সব সময় আমি অদ্ভুত জিনিষই পছন্দ করে থাকি। মাইকেল আমার কথা রাখত। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, বেশীদিন ধরে রাখতে পারলাম না তাকে।'

'এবার তোমার ভাগ্য যেন ভাল হয়।'

'আর্থার, তুমি বেশ কায়দা করে কথা বলতে পারো।'

মুখে একটা অদ্ভুত ধরণের শব্দ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো আর্থার হ্যালিডে।

'টেরি,' ডাকল জয়সি। 'এসো, আমার কাছে এসো, আমাকে লেহন করো, আমার সারা মুখে, গলায়, বিশেষ করে আমার গলা চেটে দাও।'

এবং টেরি তার কথা রাখলে জয়সি বিড়বিড় করে বলে উঠল ঃ

'কার মনে কি আছে, সেকি ভাবে, অন্যের পক্ষে বোঝা খুবই শক্ত। এই যে আমি এখন কি ভাবছি, তা তুমি আন্দাজও করতে পারবে না, মুদিখানার দোকানে জ্যাম, শুধু জ্যাম'র মতো। আমি নিজেই নিজেকে বললাম, রসাল ফল, জাম। সম্ভবত, অচিরেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে সে, বুঝলে টেরি। আমার তো তাই মনে হয়, কেন তোমার মনে হয় না? ওরা বলে, পুরুষরা যখন তোমাদের বিয়ে করে, তখন অমনিটই হয়। কিন্তু আমাকে পেয়ে মাইকেল কখনো ক্লান্ত হয়নি, কখনো নয়, কখনো নয়, কখনো নয়, ওঃ! মাইকেল...'

পরদিন সকালে জয়সির ঘুম ভাঙ্গল, তার হৃদয়টা লোহার মতো শক্ত তখন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে শুয়ে থাকা টেরি উঠে বসে তাকে আদর করতে থাকল, তাকে চুমু খেতে থাকল।

'ওহো প্রিয়তম, প্রিয়তম! এই বিপদ আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবেই। কিন্তু যদি কিছু ঘটে যায়। প্রিয়তম টেরি, তুমি কি তখন তোমার গৃহকর্ত্রীকে কোনো ভাবে সাহায্য করতে পারো না? আমি জানি, পারলে কেবল তুমিই পারবে। পারবে এই বিয়ে রদ করতে। কেন, পারবে না? দাও, কথা দাও আমাকে, তুমি ঠিক পারবে।'

মাখন মাখানো রুটি আর চা নিয়ে এলেন মিসেস বার্নিস। সেই সঙ্গে আন্তরিক ভাবে তাকে অভিনন্দন জানাল।

'ম্যাডাম, এখন তোমাকে ফিরে আবার ভাবতে হবে, ওই ভদ্রলোককে তোমার বিয়ে করে ঠিক হবে কিনা। বোলস-এ চড়ে এসেছিল সে। আমাদের দরজার সামনে বোলস গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে বার্নিস ভাবিয়ে তুলেছে। কেন, আমি বলছি, কুকুরটা যে জানালার গোবরেটের ওপর বসে আছে।'

'সূর্যের আলো ওর খুব পছন্দ,' বলল জয়সি। 'কিন্তু ওই অবস্থায় ওর বসে থাকাটা খুবই যে বিপজ্জনক। টেরি, ওখান থেকে নেমে এসো!'

'তোমার অবস্থায় আমি যদি পড়তাম, তাহলে বেচারা ওই জানোয়ারটার মনের জ্বালা ভোলাবার চেষ্টা করতাম,' বললেন মিসেস বার্নিস, 'আর মেয়েরা সহজে বহন করতে পারে এমন একটা সুন্দর কুকুর কিনে আনতে বলতাম তোমার ওই ভদ্রলোকটিকে।'

হাসল জয়সি, এবং টেরির নাম ধরে আবার ডাকল। 'এসো টেরি সোনা, রাগ করো না। এসো, আমার কাছে ফিরে এসো, আগের মতো আবার আমাকে আদর করো।' কুকুরটা উঠে দাঁড়াল, তাকে কেমন যেন অপ্রতিভ দেখাচ্ছিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে নিচে রাস্তা থেকে কুকুরের ঝগড়ার আওয়াজ ভেসে এলো। টেরি তখন জানালা গলিয়ে গলা বাড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। জানালার গোবরেটটা ছিলো খুবই পুরনো এবং ঘুঁন ধরা তাই টেরির ভার সামলাতে না পেরে ভেঙ্গে পড়ল। আর টেরিরও বয়স হয়েছিল, তাই টাল সামলাতে না পেরে নিচে পড়ে গেলো সে।

একটা আর্ত চিৎকার করে এক রকম ছুটে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নিচে নেমে গিয়ে একেবারে সদর-দরজা পেরিয়ে সোজা গিয়ে রাস্তায় নামল জয়সি। কয়েক সেকেন্ড পরেই টেরির পাশে তাকে হাঁটু মুড়ে বসে পড়তে দেখা গেলো। টেরি তখন প্রচন্ড যন্ত্রণায় ঘেঁউ ঘেঁউ করছিল। তার ওপর ঝুঁকে পড়ল জয়সি।

'প্রিয়তম টেরি, প্রিয়তম আমার প্রিয়তম, প্রিয়তম,—'

অতি দুর্বল ভাবে হলেও ধীরে ধীরে সে তার ল্যাজ নাড়তে থাকল।

'বৎস টেরি, ভয় নেই, তোমার গৃহকর্ত্রী ঠিক তোমাকে ভাল করে তুলবে।'

ভীড়ে ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে যায়, মূলত সেই ভিড় বাচ্ছা ছেলেদের। তারা ফিস্‌ফিস করে।

'জানালা থেকে পড়ে গেছে।'

'অবস্থা খুব খারাপ দেখাচ্ছে।'

'মনে হয় পিঠের হাড় ভেঙ্গে গেছে।'

তাদের কথায় কোনো কান দিলো না জয়সি। মিসেস বার্নিসের দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল, 'কাছাকাছি পশুচিকিৎসালয় কোথায় আছে বলতে পারেন মিসেস বার্নিস?'

'জবলিং, মেয়ার স্ট্রীটের কাছাকাছি হবে। তুমি যদি ওকে নিয়ে যেতে পারো—'

'একটা ট্যাক্সি।'

'যদি আমাকে অনুমতি দেন—'

একজন বয়স্ক লোক একটা ট্যাক্সির জানালা পথে মুখ বাড়িয়ে মিষ্টি সুরে বলল। ট্যাক্সি থেকে নেমে এসে হাঁটু মুড়ে বসে টেরিকে টেনে তুলল এক হাতে, অপর হাতটা তার দেহের

নিচে রাখল।

'আমার আশঙ্কা, ভেতরে ভেতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে তার,' বলল সে। 'তবে হাড় ভেঙেছে বলে মনে হয় না। চলুন, আমরা বরং তাড়াতাড়ি কাছাকাছি কোন পশুচিকিৎসালয়ে যাই।'

সে এবং জয়সি দু'জনে মিলে ট্যাক্সিতে তুলল তাকে। যন্ত্রণায় কেঁউ কেঁউ করে উঠল টেরি। তার পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিলো জয়সি। ট্যাক্সি ছুটে চলল। অন্যমনস্ক ভাবে জয়সি তার রুমালটা নিজেই নিজের হাতে জড়াল। ক্লান্ত টেরি চাটবার চেষ্টা করল সেখানে।

'আমি জানি বাছা, আমি জানি, তুমি আমাকে আঘাত দিতে চাওনি। ঠিক আছে, ঠিক আছে টেরি। তোমার ইচ্ছা মতোই কাজ হবে টেরি।'

তার মাথায় হাত বোলালো জয়সি। তার উল্টোদিকে বসে থাকা লোকটি তাকে লক্ষ্য করল বটে, তবে কোনো কথা বলল না।

খুব তাড়াতাড়ি পশুচিকিৎসালয়ে এসে পৌঁছল তারা এবং ডাক্তারের দেখা পেয়ে গেলো। লালমুখো সে এবং তার রুক্ষ মেজাজ দেখেই বোঝা গেলো, তার কাছ থেকে সহানুভূতি আশা করা যাবে না। জানোয়ার বলে কিনা কে জানে জানোয়ারের মতোই টেরিকে টেনে তুলল। ডাক্তারের অমন অমানবিক ব্যবহার দেখে চিন্তিত জয়সি। তার দু'চোখ বেয়ে নিঃশব্দে জল গড়িয়ে পড়ল। নিচু গলায় কথা বলতে থাকে সে। তার কথায় আশ্বাস ছিলো।

'ঠিক আছে বাছা, ঠিক আছে. '

চিকিৎসকের কাছে টেরির অবস্থার খোঁজ করল জয়সি।

'এখুনি কিছু বলা সম্ভব নয়। আগে আমাকে ভাল করে পরীক্ষা করতে দিন। এখন ওকে এখানে রেখে এখান থেকে চলে যান।'

'ওহো। আমি পারব না।'

'আপনাকে পারতেই হবে। আমি ওকে নিচে নিয়ে যাচ্ছি। আমি আপনাকে ফোন করব, এই ধরুন আধঘন্টা পরে।'

জয়সির বুক ফেটে যাচ্ছিল। তার নাকে চুমু খেলো জয়সি। চোখ ভর্তি জল নিয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ে এগিয়ে গেলো সে। যে লোকটা তাকে সাহায্য করেছিল, সে তখনো দাঁড়িয়েছিল সেখানে। কিন্তু তার কথা ভুলেই গিয়েছিল জয়সি।

'ট্যাক্সিটা এখানে আছে। আমি আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।'

মাথা নাড়ল জয়সি। 'আমি বরং হেঁটেই চলে যাবো'খন।'

'বেশ তো, আমিও আপনার সঙ্গে হেঁটে যাবো।'

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দেয় সে। তারপর লোকটা কথা না বলে নীরবে জয়সির পাশে পাশে হাঁটতে থাকল। মিসেস বার্নিসের কাছে পৌঁছে মুখ খুলল সে।

'আপনার কব্জির দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

নিজের হাতের দিকে তাকাল জয়সি।

'ওহো। ও কিছু নয়, ঠিক আছে।'

'অবহেলা করবেন না। ভাল ভাবে হাতটা ধোয়া দরকার। আপনাকে সাহায্য করব?'

জয়সির সঙ্গে ওপরতলায় উঠে এলো সিঁড়ি বেয়ে। জয়সি তাকে তার হাতটা ধুইয়ে দিতে দিলো। এবং একটা পরিষ্কার রুমাল দিয়ে তার হাতটা বেঁধে দিলো সে। জয়সি শুধু বললঃ 'আমাকে আঘাত করতে চায়নি টেরি। কখনো, না কখনো সে এ কাজ করতে পারে না। হাতটা যে আমারি ছিলো, বুঝতেই পারেনি সে, বুঝলে কখনোই দাঁত বসাত না। তাছাড়া সে তখন যন্ত্রণায় ভয়ঙ্কর কষ্ট পাচ্ছিল।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি।'

'সম্ভবত তারা এখন তাকে ভয়ঙ্কর কষ্ট দিচ্ছে।'

'সে যাইহোক, তার জন্য যা যা করা দরকার সব কিছু করা হচ্ছে। চিকিৎসক আপনাকে ফোন করলে আপনি চলে যাবেন, টেরিকে নিয়ে এসে আপনি বরং নিজেই তার নার্সিং করতে পারেন।'

'হ্যাঁ, তা তো করবই।'

এখানে একটু থেমে ভদ্রলোক দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

'আশা করি এখন সব ঠিক হয়ে গেছে,' অস্বস্তির সঙ্গে বলল সে, 'আমি এখন যাচ্ছি। বিদায়।'

'বিদায়।'

দু'তিন মিনিট পরে জয়সির খেয়াল হলো, লোকটি তার অনেক উপকার করে গেলো। অথচ তাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলো না সে।

ওদিকে মিসেস বার্নিস এগিয়ে এলেন, তাঁর হাতে চায়ের কাপ।

'বাছা, চা খেয়ে নাও। দেখছি তুমি এখন খুবই বিধ্বস্ত।'

'ধন্যবাদ মিসেস বার্নিস, কিন্তু চা আমি চাই না।'

'খেয়ে নাও, ভাল লাগবে, ক্লান্তি ভাবটা কেটে যাবে। আর চিন্তার কি আছে, দেখবে তোমার টেরি ঠিক ভাল হয়ে যাবে। এমন কি যদি ভাল নাও হয়, তোমার ভাবী স্বামী তোমাকে একটা ভাল কুকুর কিনে দেবে।'

'না, ও কথা বলবেন না মিসেস বার্নিস, ও কথা বলবেন না। দয়া করে যদি কিছু মনে না করেন, আমাকে একটু একলা থাকতে দিন।'

'ঠিক আছে, আর বলব না, তোমার ফোন এসেছে।'

ফোনের কথা শুনেই তীর বেগে ছুটে গেলো জয়সি। রিসিভারটা তুলে নেয় সে। তার পিছু পিছু মিসেস বার্নিসও ছুটে এলেন। জয়সিকে বলতে শুনলেন তিনি ঃ 'হ্যাঁ, আমি জয়সি বলছি। কি বললেন? ওহো! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখল জয়সি। মিসেস বার্নিস তার মুখের ভাব দেখে চমকে উঠলেন। ফ্যাকাসে, প্রাণহীন মুখ।

'মিসেস বার্নিস, টেরি মারা গেছে,' বলল সে। 'আমি তার পাশে ছিলাম না, বেচারা নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা গেছে।'

ওপরতলায় উঠে গেলো সে। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো।

'ঠিক আছে, আমি আর কখনো বলব না,' আবার বললেন মিসেস বার্নিস।

পাঁচ মিনিট পরে জয়সির ঘরে ঢুকতে দেখা গেলো মিসেস বার্নিসকে। জয়সি তখন চেয়ারের

ওপর স্থির হয়ে বসেছিল। তার চোখে জল ছিলো না।

'তোমার সেই ভদ্রলোকটি এসেছেন। তাকে ওপরে পাঠিয়ে দেবো?'

হঠাৎ জয়সির মুখটা যেন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, দয়া করে পাঠিয়ে দিন। ওর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। ওকে এখন আমার একান্ত দরকার।'

প্রচন্ড উৎসাহ নিয়ে ছুটে এলো হ্যালিডে।

'আমি এসে গেছি। খুব বেশী দেরী করিনি, করেছি কি? এই ভয়ঙ্কর জায়গা থেকে আমি তোমাকে নিয়ে যেতে চাই, আর এখনি। তুমি এখানে থাকতে পারো না। এসো, তোমার জিনিষপত্তর সব গুছিয়ে নাও।'

'তার আর কোনো প্রয়োজন নেই আর্থার।'

'প্রয়োজন নেই। কি বলতে চাও তুমি?'

'টেরি মারা গেছে। তাই এখন তোমাকে বিয়ে করারও আর কোনো প্রয়োজন নেই।'

'এসব তুমি কি বলছ জয়সি?'

'আমার প্রিয় কুকুর টেরি মৃত। টেরি আর আমি একসঙ্গে থাকতে পারব, দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাবো, এর জন্যে, শুধু এর জন্যেই আমি তোমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম। আমার নিজের জন্যে চিন্তা ছিলো না, যা কিছু চিন্তা সে শুধু টেরির জন্যই, আর সে যখন বেঁচে নেই, তখন—'

স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল হ্যালিডে, তার মুখটা ক্রমশ লাল, গাঢ় লাল হয়ে উঠছিল। 'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?'

'বলতে দ্বিধা নেই, হ্যাঁ তুমি আমাকে পাগল ভাবতে পারো। যারা কুকুর প্রেমিক, তাদের অবস্থা অমনি হয়ে থাকে।'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলে, তুমি আমাকে বিয়ে করছিলে কারণ,—ওঃ, এ যে একেবারে অবাস্তব।'

'তোমাকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম, এ কথা ভাবলে কেন তুমি? তুমি তো বেশ ভাল করেই জানো, আমি তোমাকে ঘৃণা করি।'

'অথচ তোমাকে সুখে রাখতে পারি বলেই তুমি আমাকে বিয়ে করছিলে, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তোমাকে সুখ দিতে পারি।'

'আমার কি মনে হয় জানো,' বলল জয়সি, 'আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে সেটা হয়তো একটা বিদ্রোহের সামিল। সে যাইহোক, ও কথা এখন আর ওঠে না। তোমাকে সাফ জানিয়ে দিই, আমি তোমাকে বিয়ে করছি না।'

'তোমার কি মনে হয় না, তোমার এই আচরণের মাধ্যমে তুমি আমার প্রচন্ড ক্ষতি করছ?'

আর্থারের দিকে তাকাল জয়সি, তার চোখ দিয়ে মুঠোমুঠো আগুন ঝরে পড়ছিল, তার সেই রণমূর্তি দেখে বেশীক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না আর্থার।

'আমি মনে করি না,' আর্থারের প্রশ্নের উত্তরে বলল জয়সি। 'তুমি যে তোমার নিজের জীবন থেকেই বিতাড়িত, আমি তোমাকে বলতে শুনেছি। আর সেই কারণেই আমার কাছে ছুটে এসেছ তুমি, আর তাই তোমাকে আমার অপছন্দ করাটা এমন তীব্রতর হয়ে উঠেছে। তুমি বেশ ভাল করেই জানো যে, আমি তোমাকে ঘৃণা করি, আর সেটা তুমি বেশ তাড়িয়ে

দাঁড়িয়ে উপভোগ করে থাক। গতকাল আমি যখন তোমাকে চুমু খেতে দিই, তুমি তখন অখুশি হয়েছিলে কারণ আমি একটুও সংকোচ করিনি কিংবা তোমাকে হটিয়ে দিইনি। তোমার মধ্যে একটা নিষ্ঠুর ভাব আছে, হ্যাঁ আর্থার, একটা হিংস্র ভাব, যা মানুষকে আঘাত করতে পারে। তোমার যে-রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার, তাতে সেই রকম নিষ্ঠুর ব্যবহারই তোমার প্রাপ্য হওয়া উচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউই তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। আর এখন যদি কিছু মনে না করো, এ ঘর থেকে চলে যাবে? আমি এখন একটু একা থাকতে চাই।'

'তুমি, তুমি এখন তাহলে কি করবে? তোমার তো টাকা নেই।'

'সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। তুমি এখন যাও, যাও এখান থেকে।'

'তুমি একটা আস্ত শয়তানী। মানুষকে পাগল করা শয়তানী তুমি। এখনো পর্যন্ত তুমি আমার জন্যে ভাল করনি।'

হাসল জয়সি।

তার হাসিটা জ্বালা ধরিয়ে দিলো আর্থারের গায়ে। সেটা এমনি অভাবনীয় ছিলো যে একটা অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে গাড়িতে দ্রুত স্টার্ট দিলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জয়সি। সে তার নোংরা রঙ-চটা কালো টুপিটা টেনে নিলো, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা রাস্তায় নামল। যন্ত্রচালিতের মতো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করল, সে তখন কোনো কিছুই চিন্তা করছিল না, এমন কি অনুভবও করছিল না। তার মনের ভেতরটা জ্বলছিল, একটা চাপা ব্যথা, যে ব্যথাটা সে এখন অনুভব করতে পারছে, কিন্তু এই মুহূর্তে ঈশ্বরের করুণাবশতঃ সব কিছুই অসাড় লাগছে তার কাছে।

সে তখন রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে দিয়ে হাঁটছিল, একটু ইতস্তত করল সে। সে তখন ভাবছিল :

'আমাকে একটা কিছু করতেই হবে। সামনে একটা নদী ছিলো, অবশ্যই সেটার কথা আমি প্রায়ই ভেবে থাকি। সব কিছু শেষ করে দিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু নদীর জল যা ঠান্ডা আর ভিজে ভিজে! নিজেকে সাহসী বলে মনে হয় না আমার। সত্যি আমি মোটেই সাহসী নই।'

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে সে রেজেস্ট্রি অফিসে গিয়ে হাজির হয়েছিল খেয়াল করতে পারে না সে।

'সুপ্রভাত মিসেস ল্যামবার্ট। আমার আশঙ্কা, দিনমজুরির কোনো কাজ আপাতত নেই।'

'তাতে কিছু এসে যায় না,' বলল জয়সি। 'এখন আমি যে কোনো কাজ করতে পারি। যে বন্ধুটির সঙ্গে আমি থাকতাম, সে আর নেই, আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।'

'তার মানে আপনি বাইরে যেতে প্রস্তুত?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় জয়সি।

'হ্যাঁ, যত দূরে সম্ভব।'

'বেশ তো, মিঃ অ্যালেবি এখন এখানেই আছেন। তিনি এখন চাকুরিপ্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন। আপনাকে তার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।'

মিনিট খানেক পরে জয়সিকে একটা ছোট্ট ঘরে বসে উত্তর দিতে দেখা গেলো। প্রায় সব প্রশ্নই তার পরিচিত বলে মনে হলো। কিন্তু ঠিক মতো উত্তরগুলো দিতে পারছিল না মিঃ অ্যালেবিকে। তারপর হঠাৎ তার মনটা সজাগ হয়ে উঠল। মিঃ অ্যালেবির শেষ প্রশ্নটা যেন সাধারণ নয়, একটু বৈচিত্র্য ছিলো।

'বয়স্কা মহিলার সংস্পর্শে এসেছেন কখনো?'

জিজ্ঞেস করল মিঃ অ্যালেবি।

মনটা ভারাক্রান্ত থাকা সত্ত্বেও হাসল জয়সি।

'আমি তাই মনে করি।'

'দেখুন, আমাব এক কাকীমা আমাব সঙ্গে থাকেন, তাঁকে সামলান খুবই মুশকিল। আমি ওঁর খুবই প্রিয়, সত্যি উনি আমাকে খুবই ভালবাসেন। কিন্তু আমার আশঙ্কা, এক এক সময় যুবতী মেয়ের পক্ষে তাঁকে সামলান খুবই কষ্টকব হয়ে উঠতে পারে।'

'কিন্তু আমাব মনে হয়, সেদিক থেকে আমার যথেষ্ট ধৈর্য আছে, এবং ভাল মেজাজের মেয়ে আমি,' বলল জয়সি। 'তাছাড়া সব সময়েই বযস্ক লোকেদের সঙ্গে আমার একটা সমঝোতা হয়ে থাকে।'

'আমার কাকীমার জন্যে কয়েকটা নির্দিষ্ট কাজ করতে হবে আপনাকে। তা না হলে আমার একটি বাচ্ছা ছেলেব ভাব নিতে হবে আপনাকে। তাব বয়স এখন তিন। তার মা বছরখানেক আগে মাবা গেছে।'

'তাই বুঝি।'

তারপব কিছুক্ষণ নীরবতা।

'তাহলে এ কাজ যদি আপনার পছন্দ হয়, আমবা একটা বোঝাপড়ায় আসতে পাবি। আগামী সপ্তাহে আমরা এখান থেকে রওনা দেবো। সঠিক দিনটা আপনাকে জানিয়ে দেবো। মনে হয আপনাব বেতনেব অগ্রিম হিসেবে কিছু টাকা পেলে ভাল হয আপনাব।'

'অজস্র ধন্যবাদ। কিছু আগাম টাকা দিলে আমার খুবই উপকাব হবে।'

এবপব তাব দু'জনেই উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ বিহ্বল দৃষ্টিতে জয়সির দিকে তাকাল মিঃ অ্যালেবি।

'বলতে দ্বিধা হচ্ছে, আবাব জিজ্ঞেস না করেও থাকতে পাবছি না, মানে জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, আপনার কুকুবটা এখন ঠিক আছে তো?'

এই প্রথম ভদ্রলোকেব দিকে ভাল কবে তাকাল জয়সি। তাব মুখে বঙ লাগল। তার নীল চোখ দু'টি এখন প্রায কালচে দেখাচ্ছে। মিঃ অ্যালোবিব দিকে সোজাসুজি তাকাল জয়সি। তাকে বয়স্ক বলে মনে হয়েছিল তাব। কিন্তু এখন দেখে মনে হচ্ছে, খুব বেশী বয়স নয় তাব। চুলে তাব ঈষৎ ধূসর রঙ লেগেছে, সুন্দর সৌম্য মুখ, বাদামী বঙেব চোখ এবং সে চোখের ভীরু চাহনি অনেকটা কুকুবের মতো। জয়সির মনে হলো, তাকে যেন অনেকটা কুকুরের মতো দেখতে।

'ওহো, আপনি?' ক্ষমা চাওযাব ভঙ্গিমায় বলল জয়সি। 'পরে আমি ভেবেছিলাম আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে, আপনাকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি।'

'কোনো প্রয়োজন নেই। আর আশাও কবিনি। আপনাব তখনকার মনের অবস্থা তো আমি জানতাম। তা সেই বেচারা কুকুবটার কি খবব?'

জয়সির চোখে জল দেখা দিলো, ঝরণার মতো গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নামল। পৃথিবীর কোনো শক্তি তার চোখের জল রোধ করতে পারত না তখন।

'মারা গেছে।'

'ওহো!'

তারপর আর একটা কথাও বলল না মিঃ অ্যালেবি। কিন্তু জয়সির কাছে ওই একটা ছোট্ট

শব্দ "ওহো" যেন একটা বিরাট স্বস্তি স্বরূপ মনে হলো, যা সে কখনো শোনেনি। ওই ছোট্ট শব্দটার মধ্যে সব কিছুই ছিলো, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

মিনিট দু'য়েক পরে গা ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল মিঃ অ্যালেবি। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমারও একটা কুকুর ছিলো। দু'বছর আগে মারা যায়। সেই সময় মানুষের ভীড় উপচে পড়েছিল, তারা কোনো ওকথাই দিতে চায়নি বেচারাকে, যেন কিছুই হয়নি তার, এমনি ভাব দেখিয়েছিল তারা।'

মাথা নাড়ল জয়সি।

'আমি জানি কেন এমন হয়!' বলল মিঃ অ্যালেবি।

ভদ্রলোক জয়সির হাত নিজের মুঠোয় তুলে ধরে চাপ দিলো শক্ত করে, একটু পরে ছেড়ে দিলো। তারপর সেই ছোট্ট ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে। মিনিট খানেক পরেই জয়সিও বেরিয়ে এসে সেই লোকটির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা সেড়ে বাড়ি ফিরে আসতেই মিসেস বার্নিস তার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁর রুচি মতো হাল্কা ভাবে বললেন ঃ

'বেচারা কুকুরটার মৃতদেহ পাঠিয়ে দিয়েছে তারা। তোমার ঘরে রাখা আছে। মিঃ বারনিসকে বলেছি, বাড়ির পিছনের বাগানে একটা গর্ত খুড়তে, সুন্দর গর্ত খোঁড়বার জন্যে প্রস্তুত সে।'

অনুবাদ ঃ ✍ রীতা দত্ত

দি থেপ্ট অফ দি রয়্যাল রুবি

"আমি অত্যন্ত গভীর ভাবেই দুঃখিত— " মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো বললেন সব শুনে। কিন্তু তিনি কথা শেষ করার আগেই বাধা পেলেন।

তবে সে রকম কর্কশভাবে নয়, বাধা এলো বেশ মার্জিত, মোলায়েম আব বিনীত অনুণয়ের মধ্য দিয়ে। বিতর্ক মূলক কিছু তাতে ছিলোনা। 'অনুগ্রহ কবে গোড়াতেই বাতিল করে বসবেন না যেন, মঁসিয়ে পোযারো। এর মধ্যে রাজ্যটির খুবই জটিল সমস্যা জড়িত রয়েছে বলেই বলতে চাইছি। আপনাব সহযোগিতা উচ্চতম পর্যাযেই দারুণ প্রশংসা অর্জন কববে জানবেন।'

'আপনি খুবই সদাশয়,' এরকুল পোয়ারো অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে হাত নাড়লেন। 'কিন্তু আপনার অনুবোধ মতো কাজ করতে আমি সম্পূর্ণভাবেই অপারগ। বছরেব এরকম কোন ঋতুতে—।'

আবার মিঃ জেসমণ্ড বাধা দিলেন।

'বড়দিনের সময', তিনি বেশ কিছুটা অনুণযেব স্ববেই বললেন, 'ইংলণ্ডেব গ্রামাঞ্চলের এক পুবনো ধাঁচেব বড়দিন—'

কেঁপে উঠলেন এ-কথায় এবকুল পোয়রো। বছরেব এখন কোন সময়ে ইংলণ্ডেব গ্রামাঞ্চলের কোন এলাকায় থাকাব ব্যাপাবটা তাব কাছে তেমন আগ্রহের কিছু হতে পাবে বলে মনে হলো না।

'বেশ ভাল প্রাচীন ধরনেব বড়দিন,' মিঃ জেসমণ্ড আবার চাপ দিতে চাইলেন।

'আমি—আমি ইংবেজ নই,' এবকুল পোযাবো বললেন, 'আমাদেব দেশে বড়দিন উৎসব পালন করে শিশুবা। আমবা পালন কবি নববর্ষ, সেটাই হলো আমাদেব উৎসব।'

'আঃ', মিঃ জেসমণ্ড বলে উঠলেন। 'তবে ইংলেণ্ডে এই বড়দিনের উৎসবরে ব্যাপাবটা একটা বিবাট প্রতিষ্ঠানের মতো হযে ওঠে। তাছাড়া আপনাকে বলছি আর নিশ্চয়তাও দিচ্ছি যে কিংস লেসীতে সব কিছুই সর্বোত্তম বলেই দেখতে পাবেন। বাড়িটা খুবই চমৎকার, খুবই প্রাচীন ধাঁচের বাড়ি বলেই দেখতে পাবেন। আর বলছি কি, এব একটা অংশেব বয়স প্রায চোদ্দ শতকের সময়েব—তখন থেকেই ওটা বযেছে।' এরকুল পোয়াবো আরও একবাব কেঁপে উঠলেন। চোদ্দ শতকে ইংল্যণ্ডে কোন একটি গ্রামাঞ্চলেব খামার বাড়ি কল্পনা কবেই তাব মনে বেশ একটু আতঙ্কের সঞ্চার হলো। এভাবে প্রাযই ইংল্যণ্ডেব বহু ঐতিহাসিক বাড়িতে তিনি যন্ত্রনা ভোগ কবেছেন আগে। পোযারো এবার প্রশংসার দৃষ্টিতে নজর বুলিয়ে নিতে চাইলেন তার অতি আধুনিক আরামপ্রদ ফ্ল্যাটের চারদিকে—ফ্ল্যাটে বয়েছে আধুনিক তাপনিয়ন্ত্রনের চমৎকার ব্যবস্থা আর তাছাড়াও বাইরের দমকা বাতাস আটকে বাখার জন্যও অত্যাধুনিক বন্দোবস্ত। সব কিছুই চমৎকার করেই তৈবি।

'শীতের সময়, আমি কখনও লণ্ডন ছেড়ে কোথাও যাই না।' দৃঢ়স্বরে বললেন পোয়ারো।

'আমার মনে হচ্ছে আপনি ব্যাপারটায় আদৌ কোন রকম গুরুত্ব দিতে চাইছেন না', মঁসিয়ে

যায় না একজন প্রভূত অর্থবান আর ছটফটে তরুণ কিছু আমোদে জড়িয়ে পড়ার মতো বোকামি করে বসবে না। এজন্য অবশ্যই কোন বিধিনিষেধ ছিলো না। তরুণ যুবরাজেরা এ-ধরণের আমোদ করবে বলেই ধরা যায়। যুবরাজের পক্ষে তার আপাত মেয়ে বন্ধুকে নিয়ে বণ্ড স্ট্রীটে হাঁটার ফাঁকে কোন চুনি বসানো ব্রেসলেট বা হীরের ক্লিপ উপহার দেওয়া খুবই স্বাভাবিক আর উপযুক্তই মনে করা যেতো— কারণ তার পিতা যেখানে তার প্রিয় নর্তকীকে এই মুহূর্তে ক্যাডিলাক গাড়ি উপহার দিয়েছেন।

কিন্তু যুবরাজটি এর চেয়ে ঢের বেশি অবিবেচনা প্রকাশ করেছে। মেয়েটির আগ্রহ দেখে মোহিত হয়ে সে তাকে নতুন ভাবে বসানো সেই বিখ্যাত পদ্মরাগমনি দেখিয়েছিলো আর তার পরেও সে মূর্খের মতোই বান্ধবীর অনুরোধে অন্ততঃ একটা সন্ধ্যার জন্যেও তাকে সেটা পরতে দিতে রাজিও হয়েছিলো।

পরের ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত আর বেশ দুঃখময়। মেয়েটি ভোজের টেবিলে ছেড়ে হঠাৎই নাকে পাউডার দেওয়ার জন্য বিদায় নেয়। সে আর ফিরে আসেনি। অন্য এক দরজা দিয়ে সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে প্রায় শূন্যে মিলিয়ে গেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর ঝামেলার ব্যাপার হলো নতুন বসানো সেই পদ্মরাগও তার সঙ্গে অদৃশ্য।

এই হলো ঘটনা—আর এটা জানতে দেওয়াও যায় না কারণ তার ফলে মারাত্মক ফল ঘটতে পারে। পদ্মরাগটি সাধারণ পদ্মরাগের চেয়েও বেশি, এটি এক দারুণ ঐতিহাসিক মূল্যের কিছু আর এর অদৃশ্য হওয়ার মধ্যেই ব্যাপারটিও এমনই যে সেটা সম্বন্ধে অতিরিক্ত প্রচার ঘটলে সাংঘাতিক রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে।

মিঃ জেসমণ্ড যে রকম মানুষ তাতে সরলভাবে সবকিছু বর্ণনা করার মতো তিনি নন। বেশ রঙ চড়িয়েই তিনি সবকিছু উপস্থিত করলেন। মিঃ জেসমণ্ড আসলে কে এরকুল পোয়ারো সঠিক জানতেন না। নিজের কর্মজীবনে এরকম বহু মিঃ জেসমণ্ডের সাক্ষাত তিনি পেয়েছেন। লোকটি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে বা বৈদেশিক বা অন্য কোন দপ্তরের সঙ্গে জড়িত কিনা তা জানা নেই তার। তিনি কমনওয়েলথের স্বার্থে কাজ করে চলেছেন। পদ্মরাগ মণিটি তাই উদ্ধার করতেই হবে। এটা নেহাতই জরুরী।

মিঃ জেসমণ্ডের মতে, মঁসিয়ে পোয়ারোই, সেই মানুষ যিনি পদ্মরাগটি উদ্ধার করতে পারেন।

'হয়তো—তাই', স্বীকার করলেন এরকুল পোয়ারো। 'তবে আমাকে খুবই কম জানিয়েছেন এ ব্যাপারে। শুধু কিছু সন্দেহ আর আন্দাজ সম্বল করে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়।'

'বলুন, মঁসিয়ে পোয়ারো, নিশ্চয়ই একাজ আপনার সমর্থের বাইরে নয়। আঃ, বলুন একটু।'

'আমি সব কাজে সফল হই না।'

অবশ্য কথাটা একটু বিনয় করেই বলা তাতে সন্দেহ ছিলোনা। পোয়ারোর কণ্ঠস্বরই বলে দিচ্ছিলো কোন কাজ তার হাতে নেওয়ার অর্থই হলো সাফল্য-এর সহজাত।

'হিজ হাইনেস বয়সে তরুণ', মিঃ জেসমণ্ড বলে চললেন, 'এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে অল্প বয়সের কিছু ভুল ভ্রান্তির জন্য যদি তার জীবনটা বরবাদ হয়ে যায়। তাছাড়া ব্যাপারটা সাধারণ কোন তরুণের হলে তেমন কিছু হতো না। স্নেহশীল পিতা টাকা পয়সা দিয়ে মিটিয়ে

দিতেন, পারিবারিক উকিলও ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে যেতে ব্যবস্থা নিতেন। আর তরুণটিও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা নিতো, সব ভালোয় ভালোয় মিটে যেতো। তবে এ-ব্যাপারটা অন্য রকম, বেশ কঠিন—বিশেষতঃ ওই বিয়ের ব্যাপার—'।

'ঠিক তাই। বিলকুল ঠিক।' এই প্রথম তরুণের মুখে কথা ফুটলো। 'বুঝলেন আশাকরি মেয়েটি দারুণ ঐকান্তিক এ-ব্যাপারে।' এ ধরণের শিক্ষা সে পেয়েছে কেমব্রিজে শিক্ষাকালে। তার ইচ্ছা আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা হবে, স্কুল থাকবে। আরও অনেক কিছু থাকবে। তার মত হলো আমাদের কাল বাবার সময়ের মতো হবে না। ও স্বভাবতই জানে লণ্ডনে কিছু স্ফূর্তি করে থাকতে পারি আমি, তবে কোন কলঙ্কের ব্যাপারে আদৌ জড়িত নয়। এখন এই কলঙ্কের ব্যাপারটি নিয়েই প্রশ্ন। বুঝেছেন আশা করি পদ্মরাগটি অত্যন্ত বিখ্যাত। এর পিছনে বিরাট এক ইতিহাসও আছে। এর জন্য বহু রক্তপাত, বহু মৃত্যুও ঘটেছে।'

'মৃত্যু', এরকুল পোয়ারো চিন্তান্বিত কণ্ঠে বললেন। তিনি এবার মিঃ জেসমণ্ডের দিকে তাকালেন। 'আশাকরি এক্ষেত্রে এরকম কিছু ঘটবে না।'

মিঃ জেসমণ্ড অনেকটা মুরগীর মতো শব্দ করলেন যে ডিম পাড়াতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে তা পাড়লো না।

'না, না সেরকম কিছু নয়' তাকে কিছুটা উদগ্রীব লাগলো। 'এ ধরণের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'

'নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না,' এরকুল পোয়ারো বলে উঠলেন। 'যেই পদ্মরাগটি নিয়ে থাকুক আরও কেউ থাকতে পারে যে ওটা চায় এবং যে হয়তো কোন কিছুতেই পিছপা হবে না, বন্ধু।'

'আমি সত্যিই তা ভাবি না,' মিঃ জেসমণ্ড জবাব দিলেন, 'আমার ধারণা এ-ধরণের কল্পনায় কোন লাভ নেই। সম্পূর্ণ নিস্ফল।'

আমি', আচমকা পোয়ারোকে খুবই বিদেশী মনে হলো, 'আমি সব কিছুই খতিয়ে দেখি—অনেকটা রাজনীতিবিদের মতো।'

মিঃ জেসমণ্ড একটু চিন্তার সঙ্গে তাকালেন। শেষ পর্যন্ত নিজের মন ঠিক করে বললেন,'তাহলে ধরে নিচ্ছি এটাই ঠিক হলো, মঁসিয়ে পোয়ারো? আপনি কিংস লেসীতে যাচ্ছেন?'

'সেখানে কি পরিচয়ে যাচ্ছি?' এরকুল পোয়ারো জানতে চাইলেন।

মিঃ জেসমণ্ড আত্মবিশ্বাসীর হাসি হাসলেন।

'সেটা খুব সহজেই ব্যবস্থা করা যাবে', তিনি বললেন। 'আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি সব ব্যাপারটাই স্বাভাবিক মনে হবে। লেসীদের আপনি খুবই চমৎকার মানুষ হিসাবে দেখতে পাবেন। ভারি চমৎকার।'

'আর আপনি ওই কেন্দ্রীয় তাপের ব্যাপারে ঠকাতে চাইছেন না তো?'

'না, না, অবশ্যই নয়', মিঃ জেসমণ্ডকে খুবই ব্যথিত মনে হয়।

'আমি কথা দিচ্ছি সবকিছুই আরামপ্রদ মনে হবে।'

'আধুনিকতা জড়ানো আরাম', আত্মগত ভাবেই স্মৃতিচারণ করলেন পোয়ারো। 'ঠিক আছে, আমি সেটা গ্রহণ করছি।'

⊔ দুই ⊔

কিংস লেসীর দীর্ঘাকৃতি ড্রইংরুমের তাপমাত্রা বেশ আরামদায়ক আটষট্টি ডিগ্রীতেই ছিলো।' ঠিক সেই মুহূর্তে এরকুল পোয়ারো মিসেস লেসীর সঙ্গে প্রকাণ্ড গরাদওয়ালা জানালার পাশে বসে কথা বলছিলেন। মিসেস লেসী সেলাই করে চলেছিলেন। অবশ্য কাজটা এমব্রয়ডারী বা ওই জাতীয় কিছু নয় বরং তিনি যা সেলাই করছিলেন তা বেশ কিছুটা নীরস মুড়ি সেলাই। সেলাই করার ফাঁকে তার সরস দূরাগত কণ্ঠস্বর পোয়ারোর খুব ভালোই লাগছিলো।

'আমার মনে হয় এখানে আমাদের বড়দিনের এই মেলামেশা আপনি খুবই উপভোগ করবেন, মঁসিয়ে পোয়ারো, সবাই আমাদের পরিবারের। আমার নাতনি আর নাতি আর তাদের এক বন্ধু, তাছাড়াও ব্রিজেটেরও বন্ধু, সে আমার প্রপৌত্রী। তাছাড়া থাকছে ডায়না, ওদের মামাতো বোন। আর এক পুরনো বন্ধু ডেভিড ওয়েলউইন। নিছক পারিবারিক ব্যাপার। তবে এডউইনা মোরকোম্ব জানিয়েছে এই রকম কিছুই আপনি সত্যি দেখতে চান। খুব পুরোনো ধরনের বড়দিন। আমাদের এখানকার চেয়ে প্রাচীন কিছু আর কোথাও পাবেন না। আমার স্বামী, খেয়াল রাখবেন, একেবারে সেকালে বাস করেন। তার বারো বছর বয়সের ছেলেবেলায় সব যে রকম ছিলো উনি সবই ঠিক তেমনই চান— এখানে তিনি ছুটি কাটাতে আসতেন,' মনে মনে হাসলেন মিসেস লেসী। 'সবই সেই পুরনো আদিকালের— সেই খ্রীষ্টমাস গাছ, মোজা, ঝিনুকের ঝোল, টার্কি, একটা ঝলসানো, অন্যটা সেদ্ধ করা, কেকের সঙ্গে সেই কিসমিসের আঙটি আর অবিবাহিতের বোতাম বসানো, এই সবই। আজকাল তো আর ছ' পেনী মেলে না, কারণ তাতে খাঁটি রুপো থাকে না। তবে সব সেই পুরনো মিঠাই, বাদাম আর আঙুর মেশানো কেক, তাছাড়া ফল আর আদা। কিন্তু, না থাক—

'আমার কথা কিছুটা ফর্টনাম আর ম্যাসনের ক্যাটালগের মত শোনাচ্ছে'।

'আপনি আমার শরীরের হজমের রস বাড়িয়ে তুলছেন, মাদাম।'

'আমার মনে হচ্ছে কাল সন্ধ্যার মধ্যে আমাদের সকলেরই হজমের গোলমাল দেখা দিতে পারে', মিসেস লেসী বলে উঠলেন। 'আজকাল সকলে এতোটা খেতে অভ্যস্তও নয়, তাই না?'

জানালার বাইরে কিছু উঁচু কণ্ঠের হাসি আর চিৎকারে বাধা পেলেন মিসেস লেসী। তিনি বাইরে তাকালেন।

'ওরা ওখানে কি করছে কে জানে। খেলা করছে বোধহয়। আমার তো বরাবরই ভয় ছিলো এইসব ছেলেমানুষেরা দারুণ বিরক্তই বোধ করবে এখানে এই বড়দিনে। কিন্তু তা একটুও নয়, ঠিক উল্টো। আমার নিজের ছেলে মেয়ে আর তাদের বন্ধুবান্ধবীরা বড়দিনের ব্যাপারে একটু বাস্তব ঘেঁষা। তাদের মতে সব ব্যাপারটাই বেশ বাড়াবাড়ির, এর চেয়ে বরং কোথাও কোন হোটেলে গিয়ে একটু নাচতে পারলেই ভালো। কিন্তু ছেলেমানুষেরা সব কিছুতে খুব আকর্ষণ অনুভব করেছে, তাছাড়া'— মিসেস লেসী একটু থেমে বললেন, 'স্কুলের ছেলেমেয়েরা সব সময়েই খেতে চায়, তাই না? আমার তো মনে হয় স্কুলে ওদের উপোস করিয়েই রাখে। আসলে অনেকেই জানে না এসব বয়সের ছেলেমেয়েরা তিন তিনজন মানুষের সমান খেতে পারে।'

পোয়ারো হেসে বললেন, 'এটা আপনার আর আপনার স্বামীর খুবই সদাশয়তা যে আপনাদের

পরিবারের মধ্যে আমাকেও ঢুকিয়ে নিয়েছেন।'

'ওঃ, এতে আমরা দুজনেই খুশি অবশ্যই', মিসেস লেসী বললেন। 'আপনি হোবেসকে সামান্য একটু রূঢ় হতে দেখলে কিছু মনে করবেন না যেন। ওসবে নজর দেবেন না। ওই রকমই ওর স্বভাব।'

মিসেস লেসীর স্বামী কর্ণেল লেসী আসলে যা বলেছিলেন তা হলোঃ 'আমি বুঝতে পারি না ওই যাচ্ছেতাই সব বিদেশীদের বড়দিনের সময় কেন ডেকে আনতে চাও? অন্য কোন এক সময় এলে হতো না? এই বিদেশীদের একেবারে সহ্য হয় না আমার! ঠিক আছে, ঠিক আছে, এডউইনা মোরকোম্ব ওকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এতে তার স্বার্থ কি বলতে পারে কেউ? তিনি নিজে বড়দিনের সময় লোকটাকে ডাকলেন না কেন?'

'কারণ তোমার নিশ্চয়ই জানা', মিসেস লেসী জবাব দিয়েছিলেন, 'এডউইনা ক্লারিজে চলে যায়।'

মিসেস লেসীর স্বামী মর্মভেদী দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই এবারেও কোন মতলব আছে তোমার এম, তাই না?'

'মতলব আছে?' এম তার সুনীল চোখ তুলে বলেছিলেন, 'কখনও না। এরকম থাকবে কেন?'

বৃদ্ধ কর্ণেল লেসী গভীর অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলেন। 'তোমাকে জানি কি না, তাই?' তিনি বলেছিলেন, 'তোমাকে যখন খুব নিরীহ মনে হয় তখনই মতলব থাকে।'

কথাগুলো মনের মধ্যে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস লেসী আবার বলে চললেন, 'এডউইনা বলেছে ওর ধারনা আপনি আমাদের কিছু সাহায্য করতে পারেন. অবশ্য বুঝতে পারছি না কিভাবে সেটা সম্ভব হবে। তবে ও বলেছে আপনার কোন কোন বন্ধু এ রকম একটা ব্যাপারে আপনার কাছে থেকে খুবই সাহায্য পেয়েছিলো। আমি —মানে, আপনি বোধ হয় জানেন না আমি কোন বিষয়ে কথা বলছি?'

পোয়ারো মিসেস লেসীর দিকে উৎসাহ-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে তাকালেন। মিসেস লেসী প্রায় সত্তর ছুঁই ছুঁই। পাকা বাঁশের মতোই সটান দেহ, তুষার ধবল চুল মাথায়, গোলাপী গাল, নীলাভ চোখ, অদ্ভুত নাক আর বেশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চিবুক।

'আমার করণীয় কোন কিছু থাকলে আনন্দের সঙ্গেই সেটা করবো', পোয়ারো জবাব দিলেন। 'আমার মনে হয়, কোন এক অল্প বয়সী মেয়ের দুর্ভাগ্যজনক এক ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়ারই ব্যাপার।'

মিসেস লেসী সায় দিলেন। 'হ্যাঁ। এটা অদ্ভুত মনে হবে—মানে, এভাবে আমি এসব কথা আপনার কাছে বলছি। তাছাড়া, আপনি যখন সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন মানুষ. ।'

'তাছাড়া একজন বিদেশীও,' পোয়ারো ব্যাপারটা যেন বুঝেই বলতে চাইলেন।

'হ্যাঁ', মিসেস লেসী বললেন, 'তাতে এক হিসেবে ব্যাপারটা অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে। যাই হোক, এডউইনা ভেবেছিলো—মানে—কিছু একটা হয়তো করতে পারা যাবে—ওই তরুণ ডেসমণ্ড লী ওর্টলে সম্বন্ধে।'

পোয়ারো এক মুহূর্ত থেমে মিঃ ডেসমণ্ডের চমৎকার কৌশলের তারিফ করতে চাইলেন। কি অদ্ভুত কৌশলেই তিনি নিজের কার্যসিদ্ধি করতে চাইছেন। চমৎকার ভাবেই তিনি লেডী

মোরকোম্বকে কাজে লাগিয়েছেন এ-ব্যাপারে।'

'তরুণটির, মনে হয় তেমন খুব একটা সুনাম নেই, তাই না?' পোয়ারো কথা শুরু করতে চাইলেন।

'না। সত্যিই সে রকম কিছু নেই। বরং খুব বদনামই আছে। তবে তাতে সারা যেখানে রয়েছে সেখানে কোন সাহায্য হবে না। কোন অল্প বয়সী মেয়েকে কোন পুরুষ খারাপ একথা বলার কোন লাভ আছে? এটা তাতে বিপরীত ফলই এনে দেয়!'

'আপনার কথা নিছক সত্যি,' পোয়ারো জানালেন।

'আমাদের অল্প বয়সে', মিসেস লেসী বলে চললেন। 'ও, সে কতোকাল আগের কথা। আমাকে সাবধান করে দেওয়া হতো বিশেষ কোন কোন যুবক সম্বন্ধে। অবশ্য তাতে সেই লোকের সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ বাড়াতো বই কমতো না—কোন রকমে যদি তার সঙ্গে নাচবার সুযোগ মিলতো বা কোন রকমে তার সঙ্গে একা কোন জায়গায় মেলামেশার সুযোগ মিলতো ..' হেসে উঠলেন মিসেস লেসী। 'আর ঠিক এই কারণেই হোবেস যা করতে চাইছিলো তা আমি করতে দিইনি।'

'আমাকে বলুন', পোয়ারো বললেন, 'ঠিক কি আপনার মনকে চঞ্চল করতে চাইছে।'

'আমাদেব ছেলে যুদ্ধে মারা যায়,' মিসেস লেসী বলে চললেন, 'আমাদের পুত্রবধূও সারার জন্মের সময় মারা যায়, তাই সারা বরাববই আমাদের সঙ্গে আছে, আমরাই ওকে মানুষ কবে তুলেছি। হয়তো আমরা ওকে ভুল পথেই মানুষ করেছি—সেটা জানি না অবশ্য। তবে আমরা মনে কবেছিলাম ওকে সব সময়ে স্বাধীনভাবেই বেড়ে উঠতে দেবো।'

'সেটাই বাঞ্ছনীয় মনে হয়', পোয়ারো বললেন। 'যুগের হাওয়ার বিরুদ্ধে তো যাওয়া যায় না।'

'না', মিসেস লেসী বললেন। 'আমরাও ঠিক এই রকমই ভেবেছিলাম। তাছাড়া মেয়েরাও আজকাল এরকম কিছু করে বসে।'

পোয়ারো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

'আমাব মনে হয় ঠিক মতো বলতে গেলে', মিসেস লেসী বলে চললেন, 'সারা যা করে চলেছে তাকে নাকি আজকালকার ভাষায় বলে আধুনিকতা। সে কোনদিন নাচতে যেতে রাজি হয় না। ঠিক মতো চালচলনেও সে প্রস্তুত নয়। তার বদলে তার চেলসীতে দুটো বিচ্ছিরি ঘরে নেওয়া আছে। ঠিক নদীর কাছে। আজকাল সবাই যে রকম পোশাক পরে ও সেই রকম পরতে চায়, কালো আরা সবুজ মোজা, অস্বাভাববিক মোটা (গায়ে ঘামাচি হয় এমন পুরু)। তাছাড়া ও স্নান করে না, চুল না আঁচড়ে চলতে অভ্যস্ত।'

'এটাই আজকাল স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।', পোয়ারো জবাব দিলেন। 'ওরা এই ভাবেই মানুষ হয়ে উঠছে।'

'হ্যাঁ, আমি জানি', মিসেস লেসী জবাব দিলেন। 'শুধু এরকম ব্যাপার হলে তেমন মাথা ঘামাতাম না। বুঝছেন আশা করি সে এখন ওই ডেসমণ্ড লী-ওর্টলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে —লোকটার মোটেও সুনাম নেই, দারুণ বদনাম। ও বিশেষ করে পয়সাওয়ালা মেয়েদের ঘাড়ে চাপতে অভ্যস্ত। আর ওই মেয়েদেরও বলিহারি, তারা ওর সম্বন্ধে উন্মাদ হয়ে পড়ে। সেতো

হোপ নামের মেয়েটাকে প্রায় বিয়েই করে বসেছিলো। কিন্তু মেয়েটার আত্মীয়-স্বজন শেষ পর্যন্ত ওকে আদালতে কি সব হলফ করানোয় আর তা হলো না। আর হোরেসও ঠিক এইরকম কিছু করতে চায়। সে বলে সারাকে বাঁচানোর জন্যেই এটা প্রয়োজন। কিন্তু আমার ধারণা এটা তেমন ভালো কোন মতলব নয়, মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি বলতে চাই এর ফলে ওরা পালিয়ে গিয়ে কোথাও বিয়ে করে বসবে—হয়তো স্কটল্যাণ্ড, আয়ারলাণ্ড বা আর্জেন্টাইনের কোথাও। কে জানে বিয়ে না করেই হয়তো একসঙ্গে বাস করতে চাইবে। আর এরকম কিছু করার ফলে যদি আদালত অবমাননাও হয় বা ওই রকম কোন কিছু হয়—মানে, তাতেও ফল একই থাকবে বলেই মনে হয়। ওদের কাছে এটা অর্থহীনই, তাই না? বিশেষ করে কোন সন্তানের জন্মের সম্ভাবনা দেখা দিলে। তাহলে সকলকে রাজি হয়ে ওদের বিয়ে করতে দিতেই হবে। আর তারপর এরকম ক্ষেত্রে যা হয় তাই হবে—এক বা দু'বছর পরে হবে বিবাহ বিচ্ছেদ। আর তারপর মেয়েটি বাপের বাড়ি ফিরে আসবে তারপর খুব সম্ভব দু'এক বছর পরে সে আবার এমন কাউকে বিয়ে করে বসবে যে বেশ সাদামাটা। তারা এবার ভালোভাবেই জীবন কাটায়। তবে ব্যাপারটা খুবই দুঃখের হয়ে ওঠে অন্ততঃ আমার মতে, যে কোন বাচ্চা যদি এর ফলে থাকে। কারণ সৎবাবার হাতে মানুষ হয়ে ওঠা খুবই খারাপ ব্যাপার হয়, তিনি যতো ভালো মানুষই হন না কেন। তাই আমার মনে হয় আমাদের আমলে আমরা যেমন করতাম সেরকম কিছু করাই ভালো। আমি বলতে চাই প্রথমেই যে তরুণকে কেউ ভালোবাসে সে খুব সাধারণ ভাবেই খারাপ লোক হয়ে থাকে—অন্ততঃ পছন্দসই কেউ হয় না। আমার মনে আছে আমার একজন তরুণের প্রতি অস্বাভাবিক রকম টান জেগে উঠেছিলো, কি যেন তার নাম ভুলে যাচ্ছি—? কি অবাক আশ্চর্য কাণ্ড, তার আসল নামই মনে পড়ছে না একদম। হ্যাঁ, হ্যাঁ—টির্বিট। ওর নাম তাই ছিলো। তরুণ টিবিট। মনে পড়ছে, আমার বাবা তাকে এক রকম আমাদের বাড়িতে ঢুকতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাহলেও তাকে একই নাচের আসরে দেখা যেতো আর আমরা দু'জনে নাচতাম। মাঝে মাঝে আমরা দু'জনে পালিয়ে গিয়ে কোথাও একা একা হলে কথা বলতাম। তাছাড়াও মাঝে মাঝে আমাদের বন্ধুরা চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করতো সেখানে আমাদের দুজনেরই ডাক পড়তো আর আমরা দুজনেই যেতাম। অবশ্যই ব্যাপারটা দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ ছিলো কারণ নিষিদ্ধ ব্যাপার ছিলো বলেই। আমরা সেটা দারুণভাবেই উপভোগ করতাম। তবে আসল কথা আজকালকার ছেলে-মেয়েরা যে রকম একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায় সেরকম কখনও করতাম না—কখনই না। আর তার ফলেই ওই মিঃ টিবিটরা শেষ অবধি হারিয়ে যেতো। আর আশ্চর্য কথা কি জানেন, চার বছর পরে সেই টিবিটকে যখন আবার দেখলাম আমি দারুণ অবাক হয়ে ভেবেছিলাম ওর মধ্যে এমন কি দেখেছিলাম যাতে এমন মজে গিয়েছিলাম? আমার তো ওকে একদম সাদামাটা গোবেচারা এক তরুণ বলেই মনে হতে চাইছিলো। একটু চমক দেওয়া এই আর কি। উৎসাহ দেবার মতো কথাবার্তা বলারও ক্ষমতা ছিলো না ওর।'

'তবে প্রত্যেকেই তার যৌবনের দিনগুলোকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতে চায়', পোয়ারো কিছুটা অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে বললেন।

'আমি জানি', মিসেস লেসী বললেন। 'এটা বেশ ক্লান্তিকর, তাই না? আমার ক্লান্তিকর হওয়া উচিত নয়। তবে যাই বলুন বা মনে করুন, আমি চাই না অমন এক চমৎকার মেয়ে সারা ওই

ডেসমণ্ড লী-ওর্টলেকে বিয়ে করুক। সারা, আর এখানে বাস করছে যে ডেভিড ওয়েলউইন, ওদের মধ্যে বেশ গভীর বন্ধুত্বই গড়ে উঠেছিলো। তাই আমরা, আমি আর আমার স্বামী হোরেস, ভেবেছিলাম যে ওরা পরস্পরের সঙ্গে বেড়ে উঠে শেষ পর্যন্ত বিয়েও করবে। কিন্তু আশ্চর্য হবারই কথা সারা ডেভিডকে এখন এমন দারুণ সাদামাটা বলেই মনে করে আর তার বদলে সে ওই ডেসমণ্ড লী-ওর্টলের প্রেমে গদগদ।'

'আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, মাদাম', পোয়ারো বললেন এবার, 'সে কি এখন আপনাদের সঙ্গে এই বাড়িতেই আছে? আপনারা তাকে এখানে থাকতে দিয়েছেন? ওই ডেসমণ্ড লী-ওর্টলেকে?'

'ওটা আমারই মতলব', মিসেস লেসী বললেন, 'হোরেস চাইছিলো হুকুম দেবে, সারা যাতে কিছুতেই ওর সঙ্গে না মেশে বা কথা না বলে। অবশ্য হোরেসের আমলে বাবা বা অভিভাবক যিনি থাকতেন তিনি সরাসরি ওই ছোকরার বাড়িতে ঘোড়ার চাবুক নিয়ে হাজির হতেন। হোরেস প্রাণপনে ওই লী-ওর্টলেকে এ বাড়িতে আসতে বাধা দিতেই চাইছিলো বা সারাকে ওর সামনে আসতে নিষেধ করারই পক্ষে ছিলো। আমি বলেছি এ-রকম কিছু করলে খুবই ভুল করা হবে, এ-পথ ভুল। 'না', আমি বলেছিলাম, 'ওকে এখানে ডাকো। এখানে বড়দিনের উৎসবে আমাদের পরিবারের সকলের সঙ্গেই ও থাকুক।' অবশ্য আমার স্বামী এ-কথায় আমাকে বলে আমি বদ্ধ পাগল। তবে আমি বলেছিলাম, 'তা যাই হোক গে, একবার আমরা চেষ্টা করেই দেখি না। সারা ওকে আমাদের আবহাওয়াতে আর বাড়ির ছায়াতে দেখুক না একটু। আমরা ডেসমণ্ডের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবো, খুব আদর যত্নও করে চলবো আর এতে হয়তো ভালো রকম ফলই হবে। সারা তাকে হয়তো এর ফলে অনেক কম আকর্ষণীয় মনে করতে পারে।'

'আমার মনে হয় লোকে যেরকম বলে, তাতে আপনার এই কথায় কিছু ভাববার মতো আছে, মাদাম,' পোয়ারো বলে উঠলেন। 'আমার ধারণা আপনার এই মতামত খুব বিজ্ঞের মত হয়েছে। আপনার স্বামীর চেয়ে বিজ্ঞজনোচিত অবশ্যই।'

'হ্যাঁ, আমারও আশা সেই রকম', মিসেস লেসী একটু সন্দেহের সুরে বললেন। 'তবে, তাতে এখনও পর্যন্ত তেমন কোন কাজ হয়নি। অবশ্য ওই ডেসমণ্ড লী-ওর্টলে মাত্র কয়েকটা দিনই হলো এখানে এসেছে।' আচমকা একটু টোল পড়লো মিসেস লেসীর কোঁচকানো গালে। 'আপনার কাছে আমি কিছু স্বীকারোক্তি করছি কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো আমার নিজেরও ওই ডেসমণ্ডকে ভালো না লেগে পারেনি। অবশ্য আমি বলতে চাই না দারুণ ভালো লেগেছে। আমার মনে যা জেগেছে তা হলো ওর মধ্যেকার সৌন্দর্যটুকু আমি বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি সারা ওর মধ্যে কি দেখেছে। কিন্তু আমার বয়স যথেষ্টই হয়েছে, আমি বৃদ্ধা, তাই আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই এসব ব্যাপারে জন্মেছে। তাই আমি জানি বা বুঝি ওই ছোকরা আদৌ ভালো কিছু নয়। যদিও তার সাহচর্য হয়তো চাইতে পারি। তবুও আমার মনে হয়', মিসেস লেসী বেশ একটু চিন্তান্বিত কণ্ঠেই বললেন, 'ওর পক্ষেও কিছু বলার মতো রয়েছে। ও জানতে চেয়েছিলো ওর বোনকে এখানে আনতে পারে কি না, বুঝেছেন? ওর বোনের নাকি অপারেশন হয়েছে আর সে হাসপাতালে ছিলো। ও বলেছিলো বড়দিনের সময়ে বোনের নার্সিং হোমে থাকা খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে তাই ও ভাবতে শুরু করেছিলো ও যদি ওর ওই অসুস্থ

বোনকেও এখানে নিয়ে আসে তাহলে সেটা কি খুব অসুবিধার কোন কারণ হবে? ও জানিয়েছে ওর বোনের খাবার আর অন্যান্য সব কিছু সে নিজেই তার ঘরে পৌঁছে দেবে। এবার বুঝতে পারছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো, এ ধরণের কিছু ডেসমণ্ড-ওর্টলের পক্ষে বেশ চমৎকারই। তাই না? আপনার কি মনে হয়?'

'হ্যাঁ কিছু ভাববার মতো আছে বইকি', চিন্তান্বিত স্বরে বললেন পোয়ারো, 'এটা ওর চরিত্রের সঙ্গে যেন খাপ খায়না বলেই মনে হয়।'

'ওহ্, সেটা আমার অবশ্য জানা নেই। যে কেউ পারিবারিক স্নেহ, মায়া, মমতা এসব কিছু বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে কোন অর্থবতী মেয়ের ঘাড়ে চেপে বসলেও বসতে পারে। সারা প্রচুর অর্থেরই মালিক হতে চলেছে, জেনে রাখুন, আমরা ওর জন্য যা রেখে যাবো শুধু সেটুকুই নয়— কারণ, সেটা তেমন কিছু বেশি হবে না, যেহেতু বেশির ভাগ টাকা পয়সা আর এই বাড়ি আর সম্পত্তি পাচ্ছে আমাদের নাতি কলিন। কারণ সারার মা অত্যন্ত অর্থবতীই ছিলো তাই সারা একুশ বছর বয়স হলেই সাবালিকা হয়ে এর সবটাই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে যাবে। ওর বয়স এখন মাত্র কুড়ি। না, সত্যিই আমার মনে হয় নিজের বোনের জন্য এই চিন্তার ব্যাপারটা ডেসমণ্ডের পক্ষে অত্যন্ত ভালো কিছু। তাছাড়া সে এমন ভাবও দেখাতে চায়নি যে বোন খুব ভালো কিছু বা এইরকম কেউ। সে একজন শর্টহ্যাণ্ড টাইপিষ্ট মনে হয়—লণ্ডনে কিছু সেক্রেটারীর কাজকর্ম কিছু করে সে। ডেসমণ্ড যেরকম বলেছিলো সে কথা সে রেখেছে, তাই বোনের খাবারের ট্রে সে নিজেই তার কাছে নিয়ে যায়। সবক্ষেত্রেই অবশ্য নয়, তবে প্রায়ই। তাইতো আমার মনে হয় ওর পক্ষে কিছু বলার মতো আছে। তাহলেও অবশ্য', মিসেস লেসী মতামত ঠিক করে নিয়েই যেন বলে উঠলেন, 'আমি চাই না সারা ওকে বিয়ে করে।'

'আমি যা শুনেছি আর যেরকম আমাকে সকলে বলেছে', পোয়ারো বললেন, 'তাতে এরকম কিছু হলে সেটা বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্ষতিকারক হবে।'

'আপনি কি মনে করেন এ বিষয়ে আমাদের কোনভাবে সাহায্য করতে পারবেন?' মিসেস লেসী জানতে চাইলেন।

'আমি মনে করি সেটা সম্ভব, হ্যাঁ,' বললেন, এরকুল পোয়ারো, 'তবে আমি খুব বেশি কথা দিতেও ইচ্ছুক নই। কারণ কি জানেন, এই ধরণের মিঃ ডেসমণ্ড লী-ওর্টলেরা পৃথিবীতে খুবই কৌশলী হয়ে থাকে, মাদাম। তবে হতাশ হয়ে পড়বেন না। নিশ্চয়ই করার মতো কিছু পাওয়া যাবে। যে ভাবেই হোক আমার সমস্ত প্রচেষ্টার সাহায্যে শুধু আপনি যে আপনাদের এখানে বড়দিনের উৎসবে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমাকে আহ্বান করেছেন, তার কৃতজ্ঞতাতেই আমি একাজ করতে চেষ্টা করবো,' চারদিকে একবার তাকালেন পোয়ারো। 'আর তাছাড়া আজকালকার দিন বড়দিনের উৎসব তেমন চোখে পড়ে না।'

'না, বাস্তবিকই তাই', মিসেস লেসী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটু। সামনে ঝুঁকে পড়লেন তিনি। 'জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি সত্যিই কিসের জন্য স্বপ্ন দেখি—যা আমি মনে প্রাণে ভালোবাসতে চাই?'

'বলুন, মাদাম।'

'আমি শুধু মাত্র চাই ছোট্ট একটা আধুনিক বাঙলো। না, ঠিক একটা বাঙলোই নয়, বরং

ছোট্ট একটা সহজে চালানো যায় এ রকম ছোট্ট একটা বাড়ি— বাড়িটা এই পার্কের মধ্যে থাকা চাই। আমি এটাতে এক আধুনিক রান্নাঘর বানাবো, এটাতে কোন দীর্ঘ বারান্দা থাকবে না। সব কিছুই হবে সহজ সরলতায় ভরা।'

'আপানারা পরিকল্পনা খুবই বাস্তব-সম্মত, মাদাম।'

'কিন্তু এটা আমার পক্ষে বাস্তব নয়,' মিসেস লেসী জবাব দিলেন। 'আমাব স্বামী এ জায়গাটাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। তিনি এখানে বাস করতে ভালোবাসেন। আর তার জন্য কিছুটা অসুবিধা ভোগ করতে তার আপত্তি নেই। তিনি অসুবিধায় কিছু ভাবেন না, আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই পার্কে কোন আধুনিক বাড়িতে বাস করতে হলে নিছক ঘৃণা বোধ করবেন।'

'আর তাই আপনার স্বামীব ইচ্ছার জন্যই আপনি এই ত্যাগ স্বীকার করে চলেছেন?' পোয়ারো বললেন।

মিসেস লেসী সোজা হয়ে বসলেন। 'আমি একে ত্যাগ স্বীকার বলতে চাই না, মঁসিয়ে পোয়ারো,' তিনি বললেন। 'আমি আমার স্বামীকে বিয়ে করেছিলাম তাকে সুখী করবো বলেই। তিনি স্বামী হিসাবে অত্যন্ত আদর্শ ভালো মানুষ আর এতোকাল ধরে তিনি আমাকে অত্যন্ত সুখী করেছেন আর তাই আমিও তাকে সবরকম সুখ দিতে চাই।'

'তাই আপনি এখানেই বাস করে চলবেন?' পোয়ারো বললেন।

'এ জায়গাটা সত্যিই সে রকম আরাম বিহীন নয়', মিসেস লেসী বললেন।

'না, না,' পোয়ারো তাড়াতাড়ি বললেন। 'ববং জায়গাটি অত্যন্ত আরামপ্রদ। আপনাদের কেন্দ্রীয় তাপের ব্যবস্থা আর স্নানের জন্য জলের ব্যবস্থা অত্যন্ত চমৎকাব আর নিখুঁত।'

আমবা এ বাড়িটায় বাস করার জন্য আরামপ্রদ করে তুলতে প্রচুর খরচ কবি', মিসেস লেসী জানালেন। 'আমরা কিছু জমি বিক্রি কবতে পেরেছি, যাকে সকলে বলে গড়ে তোলার উপযুক্ত জমি। সৌভাগ্যের কথা সেটা ওই পার্কের ওধারে আমাদের নজরেব বাইরে। বাস্তবিক জায়গাটা খুবই দৃষ্টিকটু কিছুটা এলোমেলো জমিই ছিলো। অবশ্য এর বদলে আমরা ভালো দাম পেয়েছি। আর তার ফলেই যতোদূর সম্ভব ভালো করে গড়ে তোলার কাজও করতে পেরেছি এ বাড়িতে।'

'কিন্তু কাজকর্মের ব্যাপারটা, মাদাম?'

'ওঃ, আপনি যা ভাবেছেন তার চেয়ে ঝামেলা কমই হয়েছে বলতে পারেন। অবশ্য আগেকার মতো সেভাবে আজকাল আর দেখাশোনা করে না কেউ, তেমন করে হুকুম মানার কাজও চলে না। বিভিন্ন কিছু লোক গ্রামের দিক থেকে আসে। দুজন স্ত্রীলোক আসে সকালের দিকে, আর দুজন আসে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করে রান্না করতে তার সঙ্গে সাফাইয়ের কাজও করতে। এ ছাড়াও আর কয়েকজন আসে সন্ধ্যার দিকে। বহু লোকই আছে যারা রোজই কয়েকঘন্টা করে বাড়িতে কাজ করতে চায়। অবশ্য বড়দিনের এসময়টায় আমরা ভাগ্যবানই হযে উঠেছি। আমাদের প্রিয় মিসেস রস বড়দিনের সময় প্রতিবারই আসে। সে একজন প্রথম শ্রেণীর রাঁধুনি, সত্যিই প্রথম শ্রেণীর আর চমৎকার। সে প্রায় দশ বছর আগে অবসর নিয়েছে। তা সত্ত্বেও দরকারের সময় সে আমাদের সাহায্য করার জন্য আসে। তাছাড়াও আছে খাস পরিচারক?'

'হ্যাঁ। তাকে পেনসন দেওয়া আছে। লজের কাছেই একটা ছোট্ট বাড়িতেই ও থাকে। ও এমনই ভালোবাসে আমাদের যে বড়দিনের সময় আমাদের এখানে আসার জন্য বরাবর তাগাদা

দেয়। সত্যিই মাঝে মাঝেই আমি দারুণ ভয় পেয়ে যাই, মঁসিয়ে পোয়ারো। কারণ পেভেরেল লোকটা এতোই বুড়ো হয়ে পড়েছে, ওর হাত পা যেরকম কাঁপতে থাকে তাতে আমার তো মনে হয় ও ভারি কিছু নিয়ে যেতে চাইলে কোন সময় না সব ফেলে দেয়। সত্যিই ওকে দেখে খুবই কষ্ট হয় মনে। তাছাড়াও ওর হার্টও তেমন ভাল নয়, তাই মাঝে মাঝে ভয় হয় খুব বেশী কাজ ও করে না ফেলে। কিন্তু ওকে আসতে দিতে রাজি না হলে পাছে ও মনে ব্যথা পায় তাই আসতে না দিয়েও পারি না। ও আবার নানারকম অদ্ভুত ধরণের সব শব্দ করতে থাকে যখনই ও দেখে আমাদের রূপোর তৈজসপত্রের অবস্থা আদৌ ওর মনের মতো নেই। আর দেখুন, ও আসার ক'দিনের মধ্যেই সবই আবার কেমন চকচকে ঝকঝকে হয়ে ওঠে। হ্যাঁ ও বড়োই ভালো আর আমাদের দারুণ বিশ্বস্ত একজন বন্ধু।' মিসেস লেসী পোয়ারোব দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'অতএব দেখতে পাচ্ছেন আমরা সবাই এক আনন্দময় বড়দিন পালনের জন্য তৈরী। আর মনে রাখবেন শুভ্র বড়দিন,' জানালার বাইরে তাকিয়ে বললেন, 'তুষাবপাত সুরু হয়ে গেছে। আহ্ ছেলে মেয়েরা ভিতবে আসছে। তাদের সঙ্গে আপনার দেখা আর পরিচয় হওয়া দরকার, মঁসিযে পোয়াবো।'

উপযুক্ত ভাবেই পোয়ারোকে সকলের সঙ্গে পরিচয়ের পালা মিটিয়ে দেওয়া হলো। প্রথমেই কলিন আর মাইকেলের সঙ্গে, কলিন স্কুলের ছাত্র ওঁদেব নাতি আর তার বন্ধু। দুজনেই বছর পনেরোর চমৎকার দুটি ছেলে। একজন একটু গাঢ় বর্ণের আর অন্যজন বেশ পরিষ্কার রঙেব। তাবপর ওদের মামাতো বোন ব্রিজেটের সঙ্গে। কালোচুল, দারুণ জীবনী শক্তির একটি একই বযসী মেয়ে সে।

'আর এই হলো আমার নাতনি, সাবা', মিসেস লেসী বলে উঠলেন।

পোযারো বেশ কিছুটা আগ্রহ নিয়েই সারার দিকে তাকালেন।

সত্যিই আকর্ষণকারী একথোকা লালচুলের একটি তরুণী। পোয়ারের মনে হলো সারার ·ঙ্গী কিছুটা যেন স্নায়বিক আর বেশ একটু অবজ্ঞাপূর্ণ। তবে নিজের ঠাকুমার জন্য ওব মধ্যে সত্যিকার ভালোবাসার প্রকাশ ফুটে উঠতে চাইছিলো।

'আর ইনি হলেন মিঃ লী-ওর্টলে।'

মিঃ লী-ওর্টলের পরণে জেলে সুলভ জার্সি আর আঁটোসাঁটো কালো জীনস। ওর মাথার চুল কিছুটা দীর্ঘ আর সন্দেহ কবা চলে সে ওইদিন সকালে দাড়ি কামিয়েছেন কিনা। ওর সঙ্গে বেশ কিছুটশ তুলনামূলক ভাবে আর একজন তরুণের পোয়াবোর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। সে ডেভিড ওয়েলউইন। সে বেশ শক্ত সমর্থ আর শান্ত, মুখে সুন্দর হাসি। স্বভাবতই বোঝা যায় সে সাবান আর জলের প্রতি অতি মাত্রায় আসক্ত। দলের মধ্যে আরও একজন মাত্র ছিলো, বেশ সুন্দরী, বরং একটু তীব্রতা মাখানো তরুণী, তাকে পরিচয় করানো হলো ডায়না মিডলটন বলে।

এবার চা এসে গেলো। সঙ্গে ছিলো চমৎকার বড়া, স্যাণ্ডউইচ আর বেশ কয়েক রকম কেক। দলের তরুণ সদস্যরা চায়ের দারুণ প্রশংসা করতে চাইলো।

কর্ণেল লেসী এলেন সকলের শেবে, বিশেষ কিছ মন্তব্য না করেই অবশ্য।

'ও চা? ও, হ্যাঁ চা,' তিনি বলতে বলতে প্রবেশ করলেন। স্ত্রীর হাত থেকে তিনি চায়ের

কাপ নিলেন, তারপর দুটুকরো বড়া তুলে নিয়ে ডেসমণ্ড লী-ওর্টলের দিকে কিছুটা বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার কাছ থেকে যতোটা সম্ভব দূরেই আসন গ্রহণ করতে চাইলেন। তিনি বেশ বিশাল চেহারার, ঘন লোমশ ভ্রুয়ের আর বেশ রক্তিম পোড় খাওয়া একজন মানুষ। তাকে অনায়াসে এই জমিদারীর মালিক না বলে একজন কৃষক বলেই বোধ হয় মনে হওয়া সহজ।

বরফ পড়তে সুরু করছে,' তিনি বলে উঠলেন। 'শুভ্রবড় দিনই একটা হতে চলেছে সন্দেহ নেই।'

চায়ের পর সকলে যে যার কাজে চলে গেলো।

'আমার মনে হয় ওরা এখন ওদের টেপরেকর্ডার নিয়ে সময় কাটাতে চাইবে,' মিসেস লেসী পোয়ারোকে বললেন। তিনি বেশ একটু স্নেহময় দৃষ্টিতে তার নাতির অপসৃয়মান দেহের দিকে তাকালেন। তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয় যে বলতে চাইছিলেন বাচ্চারা এবার ওদের খেলার সৈন্য নিয়ে খেলতে চলেছে।'

'ওরা খুবই প্রযুক্তি বিদ্যাসম্পন্ন অবশ্যই,' মিসেস লেসী বলে উঠলেন,'আর খুবই খোলামেলা এ ব্যাপারে।'

ছেলেরা আর ব্রিজেট অবশ্য হ্রদের দিকে যাওয়াই ঠিক করেছিলো আর ওরা দেখতে চাইছিলো হ্রদের বুকে বরফ জমে স্কেটিং করার মতো অবস্থা হয়েছে কি না।

'আমরা ভেবেছিলাম আজ সকালেই স্কেটিং করতে পারবো,' কলিন বললো। কিন্তু বুড়ো হজকিন্স বলেছে 'না'। ও সবসময়ই দারুণ সতর্ক হয়ে থাকে।'

'চলো একটু হেঁটে আসা যাক, ডেভিড,' ডায়না মিডলটন বললো। ডেভিড একমুহূর্ত ইতঃস্তত করতে চাইলো। ওর নজর ছিলো সারার লাল চুলের মাথার উপর। সে ডেসমণ্ড লী-ওর্টলের পাশে দাঁড়িয়ে তার হাতে হাত রেখে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলো।

'ঠিক আছে', ডেভিড ওয়েলউইন জবাব দিল, 'চলো, তাই যাওয়া যাক।'

ডায়না দ্রুত ওর একটা হাত ডেভিডের হাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেই ওরা দুজনে দরজা পার হয়ে বাগানের দিকে চলে গেলো।

'আমরাও যাবো, ডেসমণ্ড? এখানে দারুণ গুমোট বলে মনে হচ্ছে,' সারা বলে উঠলো।

'হাটতে কে চায়?' ডেসমণ্ড জবাব দিলো। 'আমি আমার গাড়ি বের করছি। আমরা একসঙ্গে স্পেকেলড বোরে গিয়ে একটু পান করবো চলো।'

জবাব দেবার আগে সারা একটু ইতস্ততঃ করলো।

'বরং চলো হোয়াইট হার্টের পথ ঘুরে মার্কেট লেডাবারীতে যাই। ওখানে অনেক বেশি আনন্দ করা যাবে।'

যদিও কথাটা বাইরে প্রকাশ করার আগে সারা কয়েকবারই ভাবত চাইলো। কারণ স্থানীয় পানশালায় ডেসমণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে ওর দারুণ সহজাত এক বিতৃষ্ণাই ছিলো। এটা যেভাবেই হোক কিংস লেসীর ঐতিহ্য ছিলো না। কিংস লেসীর মেয়েরা আদৌ কোনদিন স্পেকেলড বোরের পানশালায় যাতায়ত করতে অভ্যস্ত ছিলো না। ওর মনে একটা অস্পষ্ট ধারণাই জেগে উঠেছিলো ওই পানশালায় যাওয়ার অর্থই হলো কর্ণেল লেসী আর তার স্ত্রীকে অসন্মান করা। কিন্তু কেন নয়? ডেসমণ্ড লী-ওর্টলে হয়তো প্রশ্ন করে বসতে পারতো।

আব সারাও হযতো অধৈর্য হয়ে জবাব দিয়ে বসতো ওর জেনে থাকা উচিত কেন নয়। কেউ বৃদ্ধ ঠাকুর্দা আব প্রিয ঠাকুমা এমকে তেমন দারুণ কোন দবকার না হলে তাদের কোনভাবে অস্বস্তিতে ফেলে দিতে চায় না। তাবা ওকে ওব নিজের মতো জীবন কাটাতে দিয়েছেন, সত্যিই তারা ভালো মানুয। তারা বোঝেন নি অবশ্য ও চেলসীতে কেন থাকতে চেয়েছে। তাবা এবকম কিছু প্রশ্ন একটুও না তুলে ববং সবটাই সহজভাবে মেনে নিয়েছেন। অবশ্য এটা এম ঠাকুবমাব জন্যেই হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ঠাকুর্দা নিশ্চযই এমন একটা কাজ বিনা প্রতিরোধে কিছুতেই মেনে নিতেন না।

ঠাকুর্দার মনোভাব সম্বন্ধে সারাব মনে কোন বকম আশার কণা মাত্রও ছিলো না। ডেসমণ্ডকে যে কিংস লেসীতে এসে থাকাব আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সেটা ঠাকুর্দার ইচ্ছাতে আদৌ নয। এটা এমেব কাজ আব এম ঠাকুমা দারুণ ভালো আব আদরেব। বরাববই তাই।

ডেসমণ্ড তাব গাড়ি আনাব জন্যে চলে যেতেই সাবা ড্রযিংরুমেব দিকে মাথা তুলে তাকালো।

'আমরা মার্কেট লেডবারীতে যাচ্ছি', সাবা বলে উঠলো। 'আমরা হোয়াইট হার্টে গিয়ে একটু পান কবতে চাই।'

সারার কণ্ঠস্বরে সামান্য যেন একটু আগ্রাহ্য করাব সুব ছিলো, কিন্তু মিসেস লেসী সেটুকু বোধহয় বুঝতে পাবলেন না।

'বেশ তো' তিনি বললেন, 'আমাব মনে হয খুব ভালো হবে। ডেভিড আর ডায়নাও একটু ঘুবে আসতে গেছে। আমি খুবই খুশি। আমাব মনে হয ডাযনাকে এখানে আসতে বলার জন্য আমাব মাথায বেশ একটু ঝড় বয়ে গেছে। এতো অল্প বয়সে বিধবা হওযা বড়ো দুঃখের ব্যাপাব, মাত্র বাইশ বছর বয়স ওব। আমাব ইচ্ছে তাড়াতাড়ি আবাব ও যেন বিয়ে করে।'

সারা তীব্র দৃষ্টি মেলে মিসেস লেসীব দিকে তাকালো।

'তোমাব মতলব কি বলো তো এম?' ও জানতে চাইলো।

'আমাব ছোট্ট মতলবটা হলো এই', খুশি-ভরা গলায় বললেন মিসেস লেসী। 'আমার মনে হয ও ডেভিডেব ঠিক উপযুক্ত। অবশ্য আমি জানি ডেভিড তোকে দারুণ ভালবাসতো, সারা কিন্তু ভেবে দেখ তুই ওকে তেমন করে চাসনি আব তাই আমি শেষ অবধি বুঝতে পেরেছিলাম ও তোব উপযুক্ত নয। তবু আমি একটুও চাইনা ডেভিড অসুখী হয়ে থাকুক। আর তাই ভাবছিলাম ডায়না হযতো ওর ঠিক উপযুক্ত হতে পারে।'

'ওঃ এম ঠাকুমা তুমি দারুণ ঘটকালীর কাজ নিয়েছো মনে হচ্ছে,' সারা বললো। 'তুমি জোড় মেলাতো চাইছো বুঝি?'

'সেটা বুঝি,' মিসেস লেসী বললেন এবার। 'মেযেবা বয়স হয়ে বুড়ি হয়ে পড়লে এই রকমই হয়। আমার তো মনে হয় ডায়না ইতিমধ্যেই ওর প্রতি আকর্যণ বোধ করতে সুরু করেছে। তোব কি মনে হয না ও ডেভিডের ঠিক উপযুক্ত হবে?'

'আমার তা বলা উচিত হবে না,' সারা জবাব দিলো। 'আমার মনে হয ডায়না অতিরিক্ত মাত্রায়—কি বলবো, খুব সক্রিয় আর গুরুগম্ভীর। আমি যা ভাবছি তাতে মনে হয় ডেভিড ওকে বিয়ে করলে ক'দিনের মধ্যেই ডায়নাকে ক্লান্তিকব বলে ভাবতে শুরু করবে দেখে নিও।'

'দেখা যাক সেরকম কিছু হয় কিনা,' মিসেস লেসী জবাব দিলেন। 'আসলে যাই হোক,

তুই তো ওকে আর চাস না, তাই তো? মন ঠিক করে বলতো।'

'না, তা চাই না,' সারা তাড়াতাড়ি জবাব দিলো। একটু দ্রুতই ও যেন বলতে চাইলো, 'তুমি ডেসমণ্ডকে পছন্দ করো, তাই না, ঠাকুমা?'

'আমার ধারণা সত্যি-সত্যিই ও চমৎকার,' মিসেস লেসী জবাব দিলেন।

'দাদু ওকে একটুও পছন্দ করে না,' সারা বলে উঠলো।

'তা হয়তো। তিনি ওকে পছন্দ করবেন এটা নিশ্চয়ই মনে করিস না, তাই না?' মিসেস লেসী একটু যুক্তি দিয়েই যেন বলতে চাইলেন, 'তবে আমার মনে হয় ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে মেনে নিলে উনি ঠিকই হয়ে যাবেন। ওকে তাড়া দিস না সারা সোনা। বুড়ো মানুষদের পক্ষে তাদের মন বদলে সবকিছু মানিয়ে নিতে বেশ সময় দরকার হয়, তাছাড়া তোর দাদু আবার একটু জেদী ধরনের।'

'দাদু কি মনে করে আর বলে আমি গ্রাহ্য করি না', সারা জবাব দিলো। 'ডেসমণ্ডকে আমি আমার ইচ্ছে মতো যখন খুশীই বিয়ে করতে পারি। কি করবো সেটা আমার ইচ্ছে।'

'আমি জানি, সারা, আমি তা জানি। কিন্তু এ-ব্যাপারটায় ভেবেচিন্তে একটু বাস্তব ঘেঁষা হতে চেষ্টা করিস। তোর দাদু ইচ্ছে করলে বেশ ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারেন জানিস নিশ্চয়ই। তোর এখনও বয়স হয়নি, তুই সাবালিকা হোসনি। আর এক বছরের মধ্যেই তোর ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করতে বাধা থাকবে না। যা ইচ্ছে করতে পারবি। আমার মনে হয় হোরেস তার ঢের আগেই অনেকটা সামলে নিতে পারবে।'

'তুমি আমার দিকেই, তাই না ঠাকুমা?' সারা কথাটা বলেই দুহাতে ওর ঠাকুমার গলা জড়িয়ে ধরে গালে একটু আদরে চুমো দিলো।

'আমি তোকে সুখী দেখতে চাই', মিসেস লেসী জবাব দিলেন। 'আঃ! ওই যে তোমার তরুণ বন্ধু ওর গাড়ি বের করে ওদিকে আসছে। জানিস তো, আজকালকার ওই তরুণরা যে রকম আঁটোসাঁটো ট্রাউজার পরে তা আমার খুব পছন্দ। এত ওদের দারুণ স্মার্ট দেখায়—অবশ্য তাতে যাই বলিস হাঁটু মুড়তে অসুবিধা হবারই কথা।'

হ্যাঁ, সারা ভাবলো, ডেসমণ্ডের হাঁটু কেমন সটান বলেই মনে হয়, ও এটা আদৌ লক্ষ্য করেনি আগে...........।

'তাহলে যা একটু আনন্দ স্ফূর্তি করে আয়,' মিসেস লেসী বললেন।

মিসেস লেসী একদৃষ্টে তাকিয়ে ডেসমণ্ডকে গাড়ি বের করতে দেখলেন, তারপর হঠাৎই রয়ে তার বিদেশী অতিথির কথা মনে পড়তেই তিনি লাইব্রেরীর দিকে গেলেন। ভিতরে তাকাতেই তিনি দেখতে পেলেন এরকুল পোয়ারো একটু ঘুমের সাধনা করতেই চোখ বুঁজে বসে আছেন। নিজের মনে হেসে তিনি হলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে মিসেস রসের সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাইলেন এবার।

'এসো, সুন্দরী,' ডেসমণ্ড বলে উঠলো, 'কোন পানশালায় যাচ্ছো বলে তোমার আত্মীয়-স্বজন সকলেই বোধহয় একটু ক্ষিপ্ত, তাই না? একেবারে সেকালে পড়ে আছে সবাই, কি বলো?'

'না, ওরা কোন রকম বাধা দেয়নি,' গাড়িতে উঠতে উঠতে তীব্র কণ্ঠেই জবাব দিলো সারা।

'ওই বিদেশী লোকটাকে এখানে জুটিয়ে আনার পিছনে মতলবটা কি বলতে পারো? লোকটা

একজন গোয়েন্দা, তাই না? এখানে ওই গোয়েন্দাদের আমদানী কর হলো কেন? খুবই রহস্যময় ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে যেন। মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'ওঃ, ইনি এখানে পেশাগত কিছুর জন্য আসেনি,' সারা জবাব দিলো। 'আমার ধর্ম মা এডউইনা মোরকোম্ব ওঁকে এখানে আসতে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আমার তো ধারণা উনি অনেকদিন আগেই পেশাদারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। কাজ-কর্ম আর নেন না।'

'মনে হয় যেন ভাঙাচোরা একটা ঘোড়াবগাড়ির এক বেতো ঘোড়া,' ডেসমণ্ড জবাব দিলো।

'আমার বিশ্বাস ভদ্রলোক প্রাচীন ধাঁচের ইংরেজদের একটা বড়দিনের উৎসব দেখতে চেয়েছিলেন,' সারা কিছু না ভেবেই বলে উঠলো।

ডেসমণ্ড অবজ্ঞাব হাসি হাসলো। 'একরাশ জঞ্জাল ছাড়া অন্য কিছু না, এই আব কি,' ও বললো। 'এসব কেমন করে সহ্য করে চলো তাই ভাবছি। আশ্চর্য।'

'আমার বেশ ভালোই লাগে!' সারা অগ্রাহ্য করার ভঙ্গীতে বললো।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সারার লাল চুলের গোছা পিছনে ছড়িয়ে পড়তে ওর ছুঁচলো চিবুক উঁচু হয়ে উঠলো।

'এটা করতে পারো না খুকু। সব ব্যাপারটার কালকেই ফয়সালা করা যাবে। স্কাববরো বা ওই রকম কোথাও যাবো আমরা।'

'আমি এটা খুব সম্ভব করতে পারবো না।'

'কেন নয়?'

'ওঃ, এটা ওদের সকলেরই মনে আঘাত দেবে।'

'কি যাচ্ছেতাই ব্যাপার! তুমি নিশ্চয়ই এইসব ছেলেমানুষী ব্যাপাব আর স্পর্শকাতর কিছুতে আনন্দ পাও না?' ডেসমণ্ড বলে উঠলো।

'না মানে এরকম কিছু অবশ্য নয়.....। তবে—,' সারা আচমকা থেমে গেলো। ও বুঝতে পারলো, বেশ কিছুটা অপবাধবোধ নিয়েই যে ও নিজে বড়দিন উৎসবের জন্য অপেক্ষা করে চলেছে। সব ব্যাপারটিই ও দারুণ উপভোগ করে, আর এটাই স্বীকার করতে দারুণ লজ্জা পাচ্ছে। বড়দিনের উৎসব বা পারিবারিক জীবনের মেলামেশা উপভোগ করাটাই বোধ হয় আজকাল আর রেওয়াজ নয়। এক মুহূর্তের জন্য সারার মনে হলো ডেসমণ্ড এখানে এই বড়দিনের উৎসবরে সময় বোধহয় না এলেই ভালো হত। আসলে ওর মনে হলো ডেসমণ্ড একেবারেই এখানে না এলেই মঙ্গল হতো। ডেসমণ্ডকে লণ্ডনের বুকে দেখাটাই অনেক বেশি মজার ব্যাপার হয় এখানকার এই বাড়ির চেয়ে। লণ্ডনের সঙ্গেই ও মানানসই।

ইতিমধ্যে ছেলেরা আর ব্রিজেট হ্রদের কাছ থেকে বাড়ির দিকেই হেঁটে আসছিলো। ওরা তখনও স্কেটিং করার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছিলো। ঝুরঝুর করে তুষারপাত হয়ে চলেছে, আর আকাশের দিকে তাকালে সহজেই ভবিষ্যৎবাণী করা চলে দারুণ তুষারপাতের বোধহয় তেমন বেশি দেরিও নেই।

'আজ সারারাত ধরে বরফ পড়বে,' কলিন বলে উঠলো এবার। 'বাজি ধরতে পারি বড়দিনের সকালের মধ্যে বেশ কয়েক ফিট বরফ জমে যাবে।'

ব্যাপারটা সকলের কাছেই দারুণ আনন্দের খবর তাতে সন্দেহ ছিলো না।

'তাহলে একটা তুষার-মানব বানানো যাক,' মাইকেল বলে উঠলো।

'হা ভগবান,' কলিন বললো, 'কতোদিন যে তুষার মানব বানাই নি কে জানে—শেষবার বোধহয় বানিয়েছিলাম সেই যখন চার বছরের ছিলাম।'

'আমার মনে হয় না ওটা বানানো তেমন সহজ,' ব্রিজেট বললো। 'মানে, এটা বানাতে জানা চাই।'

'আমরা বরং মঁসিয়ে পোয়ারোর একটা প্রতিমূর্তি বানাতে পারি', কলিন আবার বললো। 'ওতে বড়ো একটা কালো গোঁফও লাগিয়ে দেওয়া যাবে। ড্রেসিংয়ের বাক্সে এরকম একটা গোঁফ আছে দেখেছি।'

'আমিতো বুঝতেই পারি না মঁসিয়ে পোয়ারো কেমন করে খুব নামজাদা গোয়েন্দা হয়েছিলেন,' মাইকেল বলে উঠলো এবার। 'আমি তো ভেবেই পাই না উনি কেমন করে ছদ্মবেশ নিতে পারতেন।'

'সেটা অবশ্য জানি,' ব্রিজেট বললো। 'আর ভাবতেই পারা যায় না একটা মাইক্রোসকোপ হাতে করে তিনি ঘুরে ঘুরে সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন বা পায়ের ছাপ মেপে দেখছেন।'

'আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে,' কলিন বলে উঠলো। 'মঁসিয়ে পোয়ারোর জন্য একটা মজার অভিনয় করার ব্যবস্থা করে যাক।'

'অভিনয় মানে। তোর মতলব কি?' ব্রিজেট জানতে চাইলো।

'আমরা ওঁর জন্য একটা খুনের ব্যবস্থা করবো।'

'ওঃ কি দারুণ একখানা মতলব,' ব্রিজেট বললো। 'তাহলে বলতে চাস বরফের বুকে একটা দেহ—এই ধরণের কিছু?'

'হ্যাঁ। আর এরকম কিছু করলে মঁসিয়ে পোয়ারোরও বেশ ভালো লাগবে। নিজের মনোমত ব্যাপার মনেও হবে, কি বলিস?'

ব্রিজেট হেসে উঠলো।

'আমার কিন্তু অতোদূর যাওয়ার ইচ্ছে নয়।'

'যদি বরফ পড়ে,' কলিন জানালো,'তাহলে একেবারে মনের মতো সবকিছু পেয়েও যাবে। একটা দেহ আর পায়ের ছাপ—এ ব্যাপারটা আমাদের খুব সাবধানে চিন্তা করে বের করতে হবে আর দাদুর কোনও ছোরাও চুপি চুপি নিতে হবে,আর এ ছাড়াও বেশ খানিকটা রক্তের ব্যবস্থা থাকা চাই।'

ওরা দাঁড়িয়ে পড়লো। ততোক্ষণে বেশ তুষারপাত শুরু হয়ে থাকলেও সেটা একটুও লক্ষ্য না করেই ওরা উত্তেজিত আলোচনায় মেতে রইলো।

'পুরনো স্কুলের ঘরটায় একটা রঙের বাক্স আছে। ওটা দিয়ে আমরা কিছুটা রক্ত বানাতে পারি—টকটকে লালচে ভাব হতে পারবে মনে হয়।'

'উঁহু ওই রঙটায় একটু গোলাপি ভাব আছে', ব্রিজেট বলে উঠলো। 'রক্তের রঙ কিন্তু বাদামী হলেই ভালো হয়।'

'তাহলে দেহটা কার হবে?' মাইকেল জানতে চাইলো।

'আমিই সেটা হবো,' ব্রিজেট তাড়াতাড়ি জবাব দিলো।

'অ্যাই শোন,' কলিন বলে উঠলো, 'মতলবটা আমিই বের করেছি।'

'ওঃ না, না,' ব্রিজেট জানালো, 'ওটা আমিই হবো। একটা মেয়ে হতেই হবে। তাহলে ব্যাপারটাতে উত্তেজনার ছোঁয়া থাকবে। তুষারের বুকে সুন্দরী বালিকা। দারুণ হবে।'

'সুন্দরী মেয়ে! আহা-হা।' মাইকেল বলে উঠলো।

আমার কালো চুলও আছে,' ব্রিজেট বললো।

'এর সঙ্গে তার আবার সম্বন্ধ কি?'

'মানে, এটা সাদা বরফের বুকে দারুণ দেখাতে চাইবে আর আমি আমার লাল পাজামাও পরে থাকবো।'

'তুই যদি লাল পাজামা পরে থাকিস তাহলে রক্তের দাগ একদমই বোঝা যাবে না,' মাইকেল একটু বাস্তব ভঙ্গীতে বললো।

কিন্তু বরফের বুকে এটা দারুণ মানানসই দেখাবে,' ব্রিজেট বললো, 'পাজামায় সাদা সাদা ফালি থাকায় রক্ত ওর ওপর খুব খুলবে। ওঃ এটা ঝকমকে কিছু হবে, কি বলিস? মঁসিয়ে পোয়ারোকে এতে ঠকানো যাবে মনে হয়? তিনি ব্যাপারটা নেবেন?'

'খুব সাবধানে ঠিক মতো করতে পারলে নিশ্চয়ই নেবেন', মাইকেল বললো। 'বরফের বুকে আমরা তোর পায়ের ছাপ আর আরও একজনের পদচিহ্ন রাখবো। সেই ছাপটা তোর দেহের কাছে এগিয়ে যাবে তারপর আবার ফিরে আসবে, একজন পুরুষের ছাপ হবে অবশ্যই। মঁসিয়ে পোয়ারো এগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে নষ্ট করতে চাইবেন না -- আর তাই তিনি বুঝতেও পারবেন না তুই সত্যি সত্যি মারা যাসনি। কিন্তু নিশ্চয়ই তোরা ভাবছিস না---,' আচমকা থেমে গেলো মাইকেল কিছু একটা ভেবে। সকলে ওর দিকে তাকালো।

'এ রকম কিছু করলে মঁসিয়ে পোয়ারো রাগ করবেন না তো, কি বলিস?'

'ওহ্, আমার তো তা মনে হয় না,' ব্রিজেট মুখে আশা নিয়ে বললো। 'আমরা মনে হয় ওঁকে খুশি রাখার জন্যই যে আমরা এ-রকম করেছি সেটা উনি নিশ্চয় বুঝতে পারবেন। এটা হবে বড়দিনের উপহার গোছের কিছু।'

'আমার মনে হয় না বড়দিনের সময়ে এ-রকম কোন কিছু করা উচিত আমাদের', কলিন একটু ভাবনার সঙ্গে বলে উঠলো। 'আমার মনে হয় না দাদু এ ব্যাপারটা খুব ভালো মনে করবেন।'

'তাহলে বক্সিং-ডে'তে করা যাক' ব্রিজেট বললো।

'বক্সিং-ডে'ই সব চেয়ে ভালো' মাইকেল বলে উঠলো।

'আর এর ফলে আমরা ঢের সময়ও পেয়ে যাবো', ব্রিজেট বলে চললো। এরকম ব্যাপার করতে গেলে অনেক কিছুর ব্যবস্থাও তো করতে হবে। এবার তাহলে ভিতরে গিয়ে সব কিছু কাজ কর্ম ঠিক মতো দেখে নেওয়া যাক।'

সবাই মিলে তাড়াতাড়ি এবার বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলো।

সন্ধ্যাটা বেশ কাজের মধ্যে দিয়েই কাটতে শুরু করলো সকলে। কচি সবুজ গাছের ডালপালা আনা হলো প্রচুর আর তারই সাহায্যে ক্রীষ্টমাস ট্রী'ও বানানো হলো। সেটা রাখা হলো ডাইনিং কামরার এক কোনে। প্রায় প্রত্যেকেই এটা সাজানোর কাজে হাত লাগালো। কেউ কেউ ছবির

পিছনে গাছের ডালপালা সুবিধা করে টাঙিয়েও রাখতে চাইলো।

'আমার ধারণাই ছিলোনা এ রকম সেকেলে আর মান্ধাতার আমলের কিছু এখনও চলে', ডেসমণ্ড মুখ বিকৃত করে সারাকে বললো।

'আমরা বরাবরই এরকম করে এসেছি,' আত্মরক্ষার ভঙ্গীতেই জানালো সারা।

ডেমমণ্ড মুখ বিকৃত করলো আবার সারার জবাব শুনে।

'ওঃ কি চমৎকার যুক্তি।'

'আঃ! বিরক্তি ফুটিয়ে তুলতে চেওনা, ডেসমণ্ড। আমার কাছে এটা তো দারুণ মজার ব্যাপার বলেই মনে হয়। চিরকাল সেই রকমই হয়েছে।'

ডেসমণ্ড এবার সারার দিকে তাকালো।

'আমার মিষ্টি সারা, তোমার একরম কিছু মেনে নেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। কখনও না।'

সারা অসহায়ের মতোই তাকাতে চাইলো। তারপর ও উঠলো, 'মানে—ইয়ে, আ-আমার বোধহয় করা উচিত নয়, তবুও তবুও তা করে ফেলি।'

'কে কে আজ রাত্তিরে তুষারের মধ্যে যেতে চাও আর মধ্য রাত্রির প্রার্থনায় যোগ দিতে পারবে?' মিসেস লেসী বারোটা বাজবার ঠিক কুড়ি মিনিট থাকতে বলে উঠলেন।

'আমি নই কিছুতেই', ডেসমণ্ড সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো একটু যেন শিউরে উঠেই। তারপর ও সারাকে লক্ষ্য করে ডাকলো, 'চলে এসো সারা।'

সারা এগিয়ে আসতেই ডেসমণ্ড ওর হাতে হাত রেখে ওকে লাইব্রেরীর দিকে টেনে নিয়ে গেলো। একটু অপেক্ষার পরেই ও এগিয়ে গেলো রেকর্ডের বাক্সের দিকে।

সারাকে একটু চুপ করে থাকতে লক্ষ্য করে ডেসমণ্ড আবার বলে উঠলো,'সব কিছুরই একটা সীমা থাকা দরকারা প্রিয়া। উঃ সারা রাতের প্রার্থনা। পাগলামি আর কাকে বলে।'

সারা একটু গম্ভীর হয়ে গেলো।

ও বলে উঠলো,'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই এটা খুব ভালো।'

খুব হৈ চৈ আর উঁচু গলায় হাসির শব্দ শোনা গেলো এবার। সঙ্গে কোটের খসখস আওয়াজ আর বহু পায়ের শব্দ। এবার সকলে বেরিয়ে পড়লো। দুজন ছেলে, ব্রিজেট, ডেভিড আর ডায়না ওরা সকালে ঝরঝুর করে ঝরে পড়তে থাকা তুষারের মধ্যে দিয়ে দশ মিনিট হাঁটা পথের গির্জার দিকে রওযানা হয়ে পড়লো। আস্তে আস্তে ওদের হাসি আর কথারবার্তার শব্দ একটু পরেই মিলিয়ে গেলো। শুধু দূর থেকে তার রেশ ভেসে আসতে চাইছিলো।

'সারা রাতের জমায়েত!' নাক দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে বলে উঠলেন কর্ণেল লেসী। 'আমাদের ছেলেবেলায় কোনদিনই সারারাতের এরকম জমায়েত আর প্রার্থনায় আমরা যোগদান করিনি। জমায়েত! বাস্তবিক। রোমান ক্যাথলিকদের কাণ্ড আর কি। ওহ্, মাপ করবেন মঁসিয়ে পোয়ারো, কোন কিছু ভেবে বলিনি।'

পোয়ারো হাত তুলে বলে উঠলেন, 'না, না, ঠিক আছে। মনে করার কিছু নেই। আমাকে ধরবেন না।'

'তবে গির্জায় এই প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া অবশ্য যে কোন মানুষের পক্ষেই ভালো বলতে

পারি', কর্ণেল লেসী এবার বললেন। 'রবিবারের সকালের প্রার্থনা সঙ্গীতের ব্যাপারটা অবশ্য ভালো। 'শোনো, অগ্রদূত দেববার্তা সহ এবার গাইছেন" আর এই রকম সব খ্রীষ্টমাসের গান। আর এর পরেই বড়দিনের নৈশভোজে ফিরে যাওয়ার কাজ। এই রকমই চলতে থাকে, তাই না, এম?' স্ত্রীকে লক্ষ্য করে শেষের কথাটা বললেন লেসী।

'হ্যা গো', জবাব দিলেন মিসেস লেসী। 'এই রকম তো আমরা করে থাকি। তবে অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা যা ভালোবাসে তা হলো মধ্যরাতের ওই কাজকর্ম আর উৎসবের ব্যাপারটাই। তাছাড়া ওরা যে ওরকম উৎসবে যোগ দিতে উৎসাহ পায় আর যায় সেটাই আনন্দের ব্যাপার।'

'সারা আর এই লোকটা কিন্তু যেতে চায় না' কর্ণেল লেসী জবাব দিলেন।

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি একবম ব্যাপারে ভুলই করতে চাইছো, গো', মিসেস লেসী স্বামীকে বললেন। 'কই, সারা কিন্তু যেতে চাইছিলো, তবে আসল ঘটনা হলো ও সেটা বলতে চাইছিলো না।'

'আমার মাথাতেই আসছে না সারা ওই লোকটার কথায় এতোটা গুরুত্ব দিতে চায় কেন?'

'ও নেহাতই ছেলেমানুষ', মিসেস লেসী শান্ত ভঙ্গীতেই বলে উঠলেন। 'আপনি কি শুতে যাবেন, মঁসিয়ে পোয়ারো? শুভরাত্রি। আশাকরি আপনার ঘুম ভালোই হবে।'

'আব আপনি, মাদাম? আপনি শুতে যাবেন না?' পোয়াবো প্রশ্ন করলেন।

'ঠিক এখনই নয়' জবাব দিলেন মিসেস লেসী। 'আমাকে এখনও মোজাগুলো ভর্তি করতে হবে। বুঝলেন না? ওহ্ আমি জানি ওবা সবাই বড়োই হয়ে গেছে। তবু কি জানেন, ওরা এখনও ওদেব মোজা পছন্দ করে। সকলে এ নিয়ে ওদেব মধ্যে ঠাট্টাও করতে ছাড়ে না। ছেলেমানুষী কাণ্ড আব কি। তবু সব ব্যাপারটাই বেশ মজার পবিবেশই আসলে গড়ে তোলে।'

'বড়দিনের সময়ে দারুণ পরিশ্রম কর এই বাড়িকে চমৎকার আনন্দের জায়গা করে তুলতে চান আপনি, মাদাম', পোয়ারো বলে উঠলেন। 'আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

পোয়ারো মিসেস লেসীব হাত তুলে তাতে অনেকটা রাজকীয় ভঙ্গীতে চুম্বন করলেন।

'হুম্', পোয়ারো বিদায় নিতেই গজগজ করে উঠলেন কর্ণেল লেসী। 'নাটুকে মানুষ দেখছি লোকটা—তা হলেও তোমাকে প্রসংশা করে দেখলাম।'

মিসেস লেসী গালে টোল তুলে স্বামীর দিকে তাকালেন এবাব।

'লক্ষ্য করেছো, হোরেস আমি সবুজ গাছেব ডালপালাব নিচেই দাঁড়িয়ে রয়েছি?' উনিশ বছরেব কোন তরুণীব মনোভাবই যে গলায় ফুটে উঠেছিলো ওঁর কণ্ঠস্বরে।

এরকুল পোয়ারো এবার ওঁর নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। ঘরটি আকারে বেশ বড়োই, বেশ ভালো রকম তাপ নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা ছিলো ঘরটায়। বিরাট চারজনের উপযোগী শয্যার দিকে তিনি এগিয়ে যেতেই তার নজরে এলো বালিশের বুকে পড়ে থাকা একটা খাম। খামখানা তুলে নিয়ে খুলতেই বেরিয়ে পড়লো একখণ্ড কাগজ। কাগজখানার বুকে কাঁপা কাঁপা হাতে প্রায় ছাপার অক্ষরে যা লেখা ছিলো তা হলো এই রকম :—

'কিসমিসের পুডিংটা অনুগ্রহ করে কিছুতেই খাবেন না। আপনাব শুভাকাঙ্খী একজন।'

এরকুল পোয়ারো অবাক হয়েই কাগজেব টুকবোটার দিকে তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তার ভুরুজোড়া একটু উঠে গেলো। 'বহস্যময় ব্যাপাব দেখতে পাচ্ছি' বিড়বিড় করলেন তিনি, 'আব একেবারেই আশাতীত।'

রাত দুটোর সময় বড়দিনের নৈশভোজ অনুষ্ঠিত হতে চললো। ব্যাপারটা সত্যিই দারুণ এক ভোজই সন্দেহ ছিলো না একটুও। বিরাট বিরাট কাঠের টুকরো প্রকাণ্ড চওড়া চুল্লীতে আনন্দেই যেন ভস্মীভূত হয়ে চলেছিলো আর সে গুলোর খচ্ মচ্ পোড়ার আওয়াজ ছাড়িয়ে জেগে উঠতে চাইছিলো এক সঙ্গে কথা বলে চলা বহু কণ্ঠের মিশ্রিত আওয়াজ। ঝিনুকের ঝোল ইতিমধ্যেই খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো সকলের, বিরাট আকারের দু দুটো টার্কি মুরগী এসে পৌঁছানোর পর তার সদ্ব্যহারও হয়ে গেছে—অবশ্য এ দুটির যা আকৃতি তা এদের পূর্ব আকারের তুলনায় একেবারে শুকনো মৃতদেহই বলা যায়।

এর পরেই আনা হলো সকলে যে জন্য অপেক্ষা করে চলেছিলো সেটাই—অর্থাৎ সেই বড়দিনের পুডিং। মাহেন্দ্রক্ষণেই সেটা আনা হলো। বেশ জাঁকজমক আর রাজকীয় ভঙ্গীতে।

বুড়ো পেভেরেলই সেটা নিয়ে এলো। ওর হাত পা আর হাঁটু দুটো আশি বছরের বার্ধক্যের আক্রমণে দুর্বলতায় থরথর করেই কেঁপে চলতে সুরু করেছিলো। পেভেরেল কিছুতেই অন্য কাউকে এই পুডিং বয়ে আনাতে দিতে রাজি হয় না—ও নিজেই সেটা আনবে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন মিসেস লেসী। বেশ নার্ভাস হয়ে কি হয় ভাবনাতেই দুহাত জড়ো করে চেয়ারে বসেছিলেন তিনি। সন্দেহ নেই তার আগামী কোন এই বড়দিনের উৎসবে বেচারী পেভেরেল নির্ঘাত মরে পড়ে যাবে। হয় তাকে এই কাজ করতে দিয়ে মরে পড়ে যেতে দিতে হবে, না হয় ওর মনে দারুণ আঘাত দিতে হবে এখানে আসতে বারণ করার মধ্য দিয়ে। দুটোতেই প্রায় সমান সমান ঝুঁকিই ছিলো। পেভেরেল নিজে অবশ্য পড়ে মারা যাওয়াকেই সম্ভবত শ্রেয় মনে করতো, বেঁচে থাকার চেয়ে সেটাই ওর কাছে ভালো। মিসেস লেসী শেষ পর্যন্ত অনেক ভাবনার পর প্রথমটিকেই বেছে নিয়েছিলেন।

বড়দিনের পুডিং আনা হলো রূপোর এক থালায় করে। দারুণ রাজসিক ভঙ্গীতেই যেন ওটা শোভা পাচ্ছিলো। সত্যিই বিরাট আকারের ফুটবলের মতোই একটা পুডিং—ওটার মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয়েছিলো এক টুকরো গাছের সবুজ ডালপালার কিছু অংশ। দেখে মনে হতে চাইছিলো ওটা যেন বিজয়গর্বে ওড়া একটা পতাকা-- সেটার চারপাশ থেকে জেগে উঠেছে ঝকমকে নীলাভ আর রক্তাক্ত দ্যুতি।

রাজসিক সেই পুডিং আনার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে শোনা গেলো দারুণ হাততালির শব্দ আর সমস্বরে 'উ-আহ্'।

একটা জিনিস করেছেন মিসেস লেসী—পেভেরেলকে ওই পুডিংয়ের পাত্র তারই সামনে রাখতে জানিয়েছিলেন। এর একটাই মাত্র উদ্দেশ্য ছিলো তার—যাতে তিনি সহজেই উপস্থিত সকলের হাতে হাতে ওটা না ঘুরিয়ে নিজেই এখান থেকেই পরিবেশন করতে পারেন টেবিলের সামনে বসে।

পেভেরেল পুডিংযের পাত্র কাঁপা হাতে নিরাপদে টেবিলের উপর বসিয়ে দিতেই মিসেস লেসী নিশ্চিন্ত হয়ে নিঃশ্বাস ফেললেন—এবারের মতো ফাঁড়া কাটলো। প্রত্যেকের সামনে তখন নিভু নিভু মোমবাতির আলো তখনও পাত্রের পাশে যেন জড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেকেই এবার মনে মনে নানারকম ইচ্ছা জানাতে শুরু করার ফলে সারা ঘরখানায় বেশ ক্ষণিক নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে চলেছিলো অন্য আর একজনের মনে।

ওখানে এমন কেউ ছিলো না মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারোর মনোভাব একটু আঁচ করতে সক্ষম হয়। তার সামনে পিরীচে বসানো বড়দিনের পুডিংয়ের নির্দিষ্ট টুকরোর দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টি মেলে বসেছিলেন পোয়ারো। গভীর দৃষ্টিতে তিনি ওটা পর্যবেক্ষণ করে চলেছিলেন। তার মনে পড়লো কাগজে সেই লেখাটার কথাই।

'কিসমিসেব পুডিং দয়া কবে খাবেন না।'

এ-ধরনের অদ্ভুত সাবধান বাণীব উদ্দেশ্য কি? এর মানে কি হতে পারে? তার নিজের এই পুডিংয়ের টুকরো অন্য সকলের মতোই একই পুডিংয়ের অংশ থেকে কেটে নেওয়া বইতো নয়। তাহলে? অন্যাদের অংশ থেকে তার অংশের তফাত কি হতে পাবে? ধাঁধায় পড়ে গেলেন এরকুল পোয়ারো। ধাঁধায় পড়ে গিয়ে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কাবণ এরকুল পোয়াবো কখনও ধাঁধায় পড়েন একথা স্বীকাব করতে বাজি নন, এটাই হলো অসুবিধার কথা। কিন্তু এবার সেটা স্বীকার করতে হলো। ভাবতে ভাবতেই তিনি কাঁটা চামচ হাতে তুলে নিলেন।

'শক্ত চাটনি নেবেন, মঁসিয়ে পোয়াবো?'

'আবাব আমার সেরা ব্রাণ্ডি সবিযেছো, অ্যাঁ, এম?' টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে কর্ণেল লেসী ঠাট্টাব আমেজে বলে উঠলেন। মিসেস লেসী হাসি হাসি চোখে তার দিকে তাকালেন।

'মিসেস রস সেবা ব্রাণ্ডিই সব সময চান', মিসেস লেসী জবাব দিলেন। 'তিনি বলেন এটা দিলে দারুণ হতে পারে, স্বাদটাই বদলে যায।'

'বেশ বেশ', কর্ণেল লেসী বললেন। 'বড়দিন তো বছরে মাত্র একবারই আসে, তার তাছাড়া মিসেস বস চমৎকার মহিলা আব দারুণ রাঁধুনীও।'

'বাস্তবিকই তাই', কলিন বলে উঠলো। 'ওঃ কি দারুণ কিসমিস।'

'পুডিং যে তৈরী করেছেন—তুলনা নেই। আঃ কি স্বাদ—উমম্।'

কলিন আবাব এক টুকরো মুখে পুবে দিলো।

ভাবনার অতলে তলিযে গিয়েছিলেন এরকুল পোয়ারো। এবার সেখান থেকে আবার আসরে ফিবে এলেন তিনি। চারদিকে একবার দৃষ্টি মেলে পর্যবেক্ষণ শেষ করে তার স্নেহের পুডিংয়েব দিকে তিনি নজব দিলেন।

এক টুকরো পুডিং তুলে নিয়ে মুখে পড়লেন এরকুল পোয়ারো। সত্যিই চমৎকার সুস্বাদু পুডিং। বহু দিন এমন খান নি তিনি, অপূর্ব। আরও এক টুকরো মুখে দিলেন পোয়ারো।

চকচকে একটা কিছু তার পিরীচের বুকে দেখা গেলো। কাঁটার সাহায্যে জিনিসটা পরীক্ষা করলেন পোয়ারো। তার বাঁ পাশে উপবিষ্ট ব্রিজেট পোয়ারোর সাহায্যে এগিয়ে এলো।

'আপনি বোধহয় কিছু পেয়েছেন, তাই না মঁসিয়ে পোয়ারো?'

ব্রিজেট বলে উঠলো। 'অবাক লাগছে আমার, কি পেলেন দেখি?'

পোয়াবো টেবিলে ঝুঁকে পড়লেন এবার। ধীরে ধীরে কাঁটাব সাহায্যে জিনিসটার চারদিকে লেগে থাকা পুডিংয়ের নরম সব টুকরোগুলো ছড়াতে চাইছিলেন তিনি।

'উম্', ব্রিজেট প্রায় উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলো। 'কি মজা। ওটা অবিবাহিতের বোতাম। মঁসিয়ে পোয়ারো অবিবাহিতের বোতাম পেয়েছেন'।

এরকুল পোয়ারো আস্তে আস্তে মাপা ভঙ্গীতে তার পাশে টেবিলে রাখা হাত ধোওয়ার পাত্রের মধ্যে বোতামটা জলে ডুবিয়ে পরিষ্কার করে নিলেন এবার।

'ভারি সুন্দর দেখছি এটা', তিনি মন্তব্য করলেন।

'এর মানে হল আপনি অবিবাহিত থেকে যাচ্ছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো।' কলিন বেশ সুন্দর করে ব্যাখ্যা করতে চাইলো।

'এটাই স্বাভাবিক', গম্ভীর হয়ে বললেন এরকুল পোয়ারো কথাটা শুনে। 'আমি বহু বছর ধরেই অবিবাহিত রয়ে গেছি আর সেই কারণে এটা অস্বাভাবিকই হবে যে এবার আমার অবস্থা বদলে নেবো।'

'ওহ্' তা বলতে পারা যায় না', মাইকেল হাসি মুখে বলে উঠলো। 'আমি খবরের কাগজে পড়েছি যে পঁচানব্বই বছরের একজন পুরুষ কদিন আগেই বাইশ বছরের একটা মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন।'

'তাহলে তো আমার মনে আশা জাগিয়ে তুললে দেখতে পাচ্ছি', পোয়ারো জবাব দিলেন।

আচমকা এবার কর্ণেল লেসী অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন। তার মুখ প্রায় গোলাপি হয়ে উঠতে চাইছিলো। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতও মুখে চলে গেলো।

'এ সমস্ত কি ব্যাপার, এমেলিন?' তিনি গর্জন করে উঠলেন এবার, 'তোমার রাঁধুনীকে পুডিংয়ের মধ্যে কাচের টুকরো ঢুকিয়ে রাখতে দাও কেন বুঝতে পারছি না।'

'কাচের টুকরো!' মিসেস লেসী নিদারুণ অবাক হয়েই কথাটা বলে উঠলেন স্বামীর দিকে চেয়ে।

কর্ণেল লেসী এবার তার মুখে আঙুল ঢুকিয়ে ক্ষতিকর সেই জিনিসটা বের করে আনলেন।

'দাঁত ভেঙে যেতে পারতো এতে', তিনি গজগজ করতে লাগলেন। এটা গিলে ফেললেও আরও মারাত্মক ব্যাপারও হতে পারতো জানো বোধ হয়—নির্ঘাত অ্যাপেণ্ডিসাটিস হতো।'

কর্ণেল এবার পদার্থটি হাতের পাশে রাখা জলের পাত্রটিতে ডুবিয়ে ভালো করে সাফ করে তুলে নিলেন।

'হা ভগবান এ আবার কি!' তিনি দারুণ আশ্চর্য হয়েই বলে উঠলেন এবার। 'এটাতো দেখতে পাচ্ছি ব্রুচে বসানো থাকে সে রকম একটা লাল পাথর।' তিনি পাথরটা উঁচু করে তুলে ধরলেন।

'একটু দেখতে পারি?'

খুব কুশলী ভঙ্গীতে মঁসিয়ে পোয়ারো তার পাশের ভদ্রলোকটির দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে কর্ণেল লেসীর হাত থেকে ওটা গ্রহণ করে খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে চললেন।

কর্ণেল লেসী যেমন বলেছিলেন সত্যিই ওটা এক বিরাট আকারেরই লাল পাথর—অনেকটা মরকত মণির মতই বড়। পোয়ারো পাথরটা আঙুলে তুলে ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে পাথরটার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আলো ছিটকে পড়তে চাইছিলো। টেবিলের সামনে কোথাও একটা চেয়ার কেউ বোধহয় দ্রুত টেনে নেওয়ার পর আবার ঠেলে সরিয়ে দিলো।

'ফুঃ!' মাইকেল বলে উঠলো। 'ওঃ কি মজার ব্যাপার হতো, ওটা যদি সত্যিই আসল পাথর হতো!'

'কে জানে ওটা হয়তো আসলই হবে', ব্রিজেট দারুণ সুখ ভরা গলায় বলে উঠলো।

'ওহ্, গাধার মতো কথা বলতে চাস না, ব্রিজেট। ওই রকম আকারের একটা মরকত মণির দাম কতো' তোর ধারণা আছে? কম করে হাজার হাজার পাউণ্ড। তাইনা, মঁসিয়ে পোয়রো?'

'তা অবশ্যই হবে', পোয়ারো জবাব দিলেন।

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তা হলো', মিসেস লেসী এবার বলে উঠলেন,'এটা পুডিংয়ের মধ্যে গেলো কেমন করে?'

'উঃ' এবার কলিনের গলা শুনতে পাওয়া গেলো শেষ পুডিংয়েব টুকরোটা ও মুখে পুরতেই। 'আমি শূকরছানা পেয়েছি উহুঁ—এটা ভালো হলো না।'

ব্রিজেট সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠবলা, 'কলিন শূকরছানা পেয়েছে। কলিন হলো লোভী, পেটুক শুয়োব।'

'আমি আঙটি পেয়েছি', ডায়না পরিষ্কার উঁচু গলায বলে উঠলো এবার।

'তাহলে তো তোমাব পক্ষে ভালোই হলো ডায়না। আমাদেব মধ্যে তোমারই সকলেব আগে বিয়ে হবে।'

'আমি সেলাই টুপি পেযেছি', ব্রিজেট জানালো।

'ব্রিজেট বুড়ি দিদিমা হবে,' ছেলে দুজন সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো, 'ঠিক ব্রিজেট বুড়ি দিদিমা হবে।'

'টাকা কে পেয়েছে?' ডেভিড জানতে চাইলো। সত্যিকার একট দশ শিলিংয়ের টুকরো, খাঁটি সোনাব, পুডিংয়ের মধ্যে ঢোকানো আছে। আমি জানি, মিসেস রস আমাকে এটা বলেছেন।'

'আমার মনে হচ্ছে, আমিই ভাগ্যবান এ ব্যাপারে', ডেসমণ্ড লী-ওর্টলে বলে উঠলো।

কর্ণেল লেসীর পাশে বসে থাকা দুজনে বলে উঠলো এবার, 'হ্যাঁ, আপনি তাই হবেন সন্দেহ নেই'।

'আমিও একটা আঙটি পেযেছি' ডেভিড বলে উঠলো। সে ডায়নার দিকে তাকালো। 'একেবার সমাপতন বলা যায়, তাই না?'

এই ভাবে হৈ চৈ হাসির ফোযারা চলতে লাগলো।

কেউই লক্ষ্য কবেনি মঁসিয় পোয়ারো অবহেলা ভরেই যেন অন্য কোন কথা ভাবতে ভাবতে কর্ণেল লেসীব পাওয়া সেই লাল রঙের পাথরটা কখন নিজের কোটের পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন।

পুডিং পরিবেশন আব খাওযা হয়ে যাওয়ার পর এসে গেলো সুস্বাদু পিঠে আব ফলের ডেসার্ট। আসরেব সব বয়স্ক সদস্যরা খ্রীষ্টমাস ট্রিতে আলো জ্বালানোর সময়ের চা-য়ের আসরের আগে একটু জিরিয়ে নেবার জন্যই একে একে বিদায় নিলেন।

এরকুল পোয়ারো অবশ্য বিশ্রামের চেষ্টা করলেন না। বরং তার বদলে পায়ে পায়ে তিনি এগিয়ে গেলেন বিরাট আকারের সেই পুরনো ধাঁচের রান্নাঘরেব দিকে।

'একটু অনুমতি পাবো কি?' চারিদিকে খুব উজ্জ্বলতা মাখা ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলে উঠলেন পোয়ারো, 'এই মাত্র যে অপূর্ব স্বাদের নৈশভোজ খেয়েছি সেগুলো যিনি তৈরী করেছেন সেই রন্ধনবিশারদকে একটু অভিনন্দন জানাতে চাই?'

এক মুহূর্ত বিরতি, তাবপরেই মিসেস রস রাজকীয় ভঙ্গীতে ওঁর দিকে এগিয়ে এলেন।

বেশ বিরাট চেহারা মিসেস রসের। বেশ সম্ভ্রম জাগানো ভাবেই যেন তাকে গড়ে তুলেছে

কেউ। অনেকটা কোন জমিদার তনয়ারই মতো তার আচরণ আর আকৃতি।

দুজন কৃশ ধূসর কেশী স্ত্রীলোক দূরে রান্নাঘরেব চেয়ে একটু তফাতে বাসনপত্র ধুতে ব্যস্ত, আর চুলের গোছা বাঁধা একটি মেয়ে বাববার রান্নাঘর আর বাসনপত্র ধোয়ার জায়গার মধ্যে যাতায়াত করে চলেছে কিন্তু এরা সকলেই স্বাভাবিক ভাবেই শুধু আদেশ পালনকারিণী। মিসেস রসই নিঃসন্দেহে এই রন্ধনশালায় রাণীর ভূমিকা নিয়েছেন।

'আমার রান্না আপনার ভালো লেগেছে জেনে খুবই আনন্দিত হলাম', রাজকীয় ভঙ্গীতে বললেন মিসেস রস।

'ভালো লেগেছে!' এরকুল পোয়ারো বলে উঠলেন বেশ একটু যেন বিস্ময় নিয়েই। অনেকটা বিদেশী সুলভ ভঙ্গীতে নিজেব হাত চুম্বন করে তিনি ঘরের ছাতের দিকে চুমকুড়ি ছুঁড়ে দিলেন।

'আপনি একেবারে প্রতিভাময়ী, মিসেস রস! সত্যিই প্রতিভাময়ী। জীবেন কখনও এর চেয়ে সুস্বাদু আহার করিনি। ভারি উপাদেয় আর চমৎকাব! বিশেষ করে ঝিনুকের ঝোল?' বলেই পোয়ারো জিভ আর নাকের সাহায্যে বিচিত্র এক আওয়াজ করতে চাইলেন। 'আব তার সঙ্গে ওই মাংসের পুর—আঃ। টার্কির মধ্যে যে চমৎকার পুর দিয়েছিলেন, কি বলবো এর তুলনা কোথাও পাইনি। আমার অভিজ্ঞতায় এটা নেই।'

'মানে,ব্যাপারটা বেশ মজাব মনে হচ্ছে, আপনি যেহেতু কথাটা তুললেন স্যার', মিসেস রস বেশ রাজকীয় ভঙ্গীতে বলতে চাইলেন, 'ওই পুরের ব্যাপারটা একটা বিশেষ পদ্ধতি বলতে পারেন। ওটা একটা বিশেষ রান্নার প্রণালী। আমাকে এটা দিয়েছিলেন একজন অস্ট্রিযান রন্ধনবিদ, আমি এটা কাজে লাগিয়েছিলাম বেশ কয়েকবছর আগে', মিসেস রস বলে চললেন,'এটা নিছক ভালো গোছের ইংরেজীখানা বলতে পারেন।'

'তাহলে বলতে চাইছেন এর চেয়েও ভালো কিছু আছে', এরকুল পোয়ারো জানতে চাইলেন বেশ জোর দিয়ে।

'মানে, আপনি যে সেটা জানতে চাইছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ স্যার। অবশ্য আপনি বিদেশী হওয়ায় মহাদেশীয় খানাই পছন্দ করেন। অবশ্য এটা নয় যে আমি ওই রকম মহাদেশীয় খাবার বানাতে পারি না।'

'অবশ্য, অবশ্য, মিসেস রস। আপিনি যে-কোন কিছুই ঠিক বানাতে পারবেন সন্দেহ নেই। তবে আপনার নিশ্চয়ই জানা উচিত মিসেস রস, যে ভালো ইংরেজী খানা সত্যিকার ইংরেজী খানা, যা দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল বা রেঁস্তোরায় লোকে পেয়ে থাকে— সেগুলোই ভোজনরসিকেরা তারিফ কবে থাকে। আর আমার বিশ্বাস আমি সঠিক বলছি যে আঠারো শতকের গোড়ার দিকে লণ্ডনে এক বিশেষ অভিযান করা হয়েছিল—উদ্দেশ্য ছিলো ইংরেজী পুডিংয়ের অপূর্বতা নিয়ে ফ্রান্সে খবরটা আবার পাঠিয়ে দেওয়া। ফ্রান্স থেকে ফরাসী ওস্তাদেরা যা জানিয়েছিলো তা হলো এই রকম : 'ফ্রান্সে আমাদের এ রকম কোন কিছু জানা নেই। ইংরেজী পুডিংয়ের স্বাদ গ্রহনেব জন্য—তাদের বিভিন্নতা আর চমৎকারিত্বের আস্বাদ নিতে লণ্ডনে যাওয়া নেহাতই যুক্তি সঙ্গত কাজই হবে।' একটু থেমে আবার কথার খেই ধরলেন পোয়ারো, 'তাছাড়া সবার উপরে এই পুডিং', যেন সঙ্গীত সাধনা কবে চলেছেন তিনি, 'বিশেষ করে এই বড়দিনের কিসমিসের

চমৎকার পুডিং, যে রকম আমরা আজই খেলাম সকলে মিলে। ওটা তো বাড়িতে বানানো পুডিং, তাই না? কেনা নয় তো?'

'হ্যাঁ, বাস্তবিকই তাই, স্যার। এ পুডিং আমারই তৈরি আর আমার নিজেরই বিশেষ প্রক্রিয়ায় বানানো, বহু বছর ধরেই এ রকম আমি তৈরি করে এসেছি। আমি যখন এ-বাড়িতে আসি মিসেস লেসী বলেছিলেন যে তিনি লণ্ডনের কোন দোকান থেকে পুডিংয়ের বায়না দিয়েছেন যাতে আমার পরিশ্রম না হয়। কিন্তু, না মাদাম, আমি বলেছিলাম এটা আপনার অনুগ্রহ হলেও কোন দোকান থেকে আনানো পুডিং কখনই বড়দিনের সময় বাড়িতে বানানো পুডিংয়ের সমান হতে পাবে না। মনে রাখবেন', মিসেস বস একজন দক্ষ শিল্পীর মতো তার নিজস্ব শিল্প সম্বন্ধে উচ্ছল হতে চাইছিলেন,' সেই পুডিং দিন শেষ হওয়ার ঢের আগেই বানানো হয়ে যায়। ভালো বড়দিনের পুডিং বানানো উচিত বেশ কয়েক সপ্তাহ আগেই তারপর সেটা কিছুকাল রেখেও দেওয়া উচিত। উপযুক্ত সময় ধবে এটা রেখে দিলে তবেই সে পুডিং আরও ভালো হয়। আমার মনে পড়েছে আমি যখন ছেলেমানুষ ছিলাম আর ববিবারের গির্জায় যখন যেতাম—আমরা প্রতি রবিবাবই গির্জায় যেতাম তখন আমরা সেই আদাযের গান শুনতে চাইতাম। সে গানের সুরু হতো এইভাবে ঃ 'করুণা করুন হে জগদীশ্বর, প্রার্থনা মোদের .....' ওই আদায়ের ব্যাপাবটা হয়ে উঠতো একটা প্রতীক— যাতে ওই সপ্তাহে পুডিং তৈরি করা হয় তারই ইঙ্গিত। আর এই রকমই হতে চাইতো সব সময়। রবিবাবে সব আদায করা হতো, আর ওই এক সপ্তাহেই মা সেই বড়দিনের পুডিং ঠিক বানিযে ফেলতেন। আর এখানেও এ বছরে এ-রকমই হওয়া স্বাভাবিক। তবে ওই পুডিং মাত্র তিনদিন আগেই বানানো হয় আপনি যেদিন আসেন ঠিক তার আগের দিন স্যার। যাই হোক, আমি পুরণো বীতিটাই মানতে চেয়েছিলাম। বাড়ির প্রত্যেককেই পুডিং বানানোর সময় রান্নাঘরে এসে পুডিং নাড়তে নাড়তে তাদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে। এটা খুবই প্রাচীন নিয়ম স্যার, আর এটা আমি বরাবরই মেনে চলতে চাই।'

'খুব আগ্রহেব ব্যাপার দেখছি' এরকুল পোয়ারো বলে উঠলেন। 'খুবই চিত্তাকর্ষক। আর তাই সকলেই রান্নাঘরে এসেছিলো?'

'হ্যাঁ, স্যার। ছেলেবা সকলে, মিস ব্রিজেট আর লণ্ডনের সেই ভদ্রলোক যিনি এখানে আছেন, তাব বোন, তাছাড়া মিঃ মিডলটন, এরা সকলেই, স্যার—এরা সবাই পুডিং তৈরিতে হাত লাগিয়েছেন।'

'আপনি কতোগুলো পুডিং বানিয়েছিলেন, মিসেস রস? এটাই একমাত্র না আরও আছে?' পোয়াবো প্রশ্ন করলেন।

'না, স্যার একটাই নয়। আমি চারটে পুডিং বানিয়েছিলাম। দুটো বড়ো আর দুটো একটু ছোট। অন্য বড়টি আমি ভেবে রেখেছিলাম নববর্ষের দিন সকলকে দেবো বলেই, ছোট দুটি রেখেছিলাম কর্ণেল লেসীর জন্য, যখন তারা একা থাকবেন। বাড়িতে এতো লোক জন যখন থাকবে না সে সময় ব্যবহারের জন্য', মিসেস রস বললেন।

'হুঁ বুঝেছি—বুঝেছি', পোয়ারো গম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন।

'আসলে ব্যাপার হলো স্যার', মিসেস রস আবার বলে উঠলেন, 'আপনারা আজ মধ্যাহ্ন ভোজের সময় যে পুডিং খেয়েছেন সেটা ভুল পুডিং।'

'ভুল পুডিং?' পোয়ারো ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন 'এর মানে কি?'

'মানে—স্যার, আমাদের বড়দিনের জন্য একটা মস্ত বড়ো আকারের ছাঁচ আছে। বিরাট একটা চীনা মাটির ছাঁচ। ওতে ওই খ্রীষ্টমাস-ট্রির কায়দাও করা আছে—ভারি সুন্দর ওটা। বড়দিনের পুডিং বানোনোর সময় ওটা ব্যবহার করে থাকি আমরা—পুডিং ওতেই ফোটানো হয়ে আসছে বহু দিন থেকেই। দুঃখের কথা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিলো এখানে। আজই সকালে অ্যানী ওটা যখন তাকের ওপর থেকে নামিয়ে আনছিলো—তাকটা ওইদিকের দেয়ালে, হঠাৎ পা পিছলে অ্যানী পড়ে যেতেই ছাঁচটাও পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। বুঝতেই পারছেন, স্যার স্বাভাবিকভাবেই আমি আর ওটা খাওয়ার জন্য টেবিলে পাঠিয়ে দিতে পারিনি, এটা উচিত হতো না, তাই না স্যার? ওর মধ্যে কাচের টুকরো ঢুকে থাকতেও পারতো। এই জন্যই আমাকে অন্য পুডিং ব্যবহারের জন্য পাঠাতে হয়েছে—নববর্ষের জন্য রাখা পুডিং, সেটা সাধারণ পাত্রেই রাখা ছিলো। অবশ্য ওটাতেও ভালো পুডিং, বেশ গোলাকার করেই বানানো হয় কিন্তু বড়দিনের পাত্রের মতো ওটার অতো কারুকার্য নেই। ওই রকম একটা ছাচ যে আবার কোথা থেকে পাবো জানি না। আজকাল এরকম চমৎকার জিনিস কেউ আর বানায় না। সাধারণ জিনিসপত্রই লোকে আজকাল বানায়। আশ্চর্য হবেন স্যার, ভালো জাতের প্রাতঃরাশের বেকাবিও আজ আর চোখে পড়ে না—যাতে অন্ততঃ দশটা ডিম আর বেকন রাখা চলে। আঃ, আগের মতো দিন আর সত্যিই নেই।'

'না বাস্তবিকই তা নেই', পোয়ারো বললেন, 'কিন্তু আজকের দিনটি সে রকম নয়। আজকের এই বড়দিন প্রাচীনকালের সে বড়দিনেরই মতো, সত্যি নয়?'

মিসেস রস দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'মানে, আপনি একথা বলছেন বলে, স্যার, আমি খুবই খুশি। তবে আগে যেরকম সাহায্য পেতাম আজকাল আর তেমন একটুও পাইনা। আজকাল মেয়েগুলো....' মিসেস রস গলার স্বর একটু নামিয়ে আনলেন। 'ওরা হয়তো ভালোই করতে চায় আর কাজ করার ইচ্ছেও আছে তবে ওদের তেমন শিক্ষা দেওয়া হয়নি, স্যার। কি বলছি নিশ্চয়ই বুঝেতে পারছেন?'

'সময় বদলে যাচ্ছে বলেই এটা হয়,' এরকুল পোয়ারো বললেন এবার। 'আমার নিজের কাছেও ব্যাপারটা দুঃখের মনে হয়।'

'এই বাড়িটা স্যার', মিসেস রস আবার বললেন 'এটা খুবই বড়ো জানেন নিশ্চয়ই—বিশেষ করে কর্ণেল আর তার স্ত্রীর জন্য। মিসেস লেসী এটা বোঝেন। এরকম বিশাল বাড়ির এক প্রান্তেই তারা বাস করেন—আগেকার মতো আর নেই। সব আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে বড়দিনের সময়ে পরিবারের সকলে এখানে জমা হলে।'

মিঃ লী-ওর্টলে আর তার বোন বোধহয় এবারেই সর্বপ্রথম এখানে এসেছেন, তাই না?' পোয়ারো প্রশ্ন করলেন।

'হ্যা, স্যার।' মিসেস রসের গলায় একটু তুষ্ণীভাব জেগে উঠেছে মনে হলো। 'উনি বেশ চমৎকার ভদ্রলোক, তবে—মিস সারার পক্ষে বেশ একটু মজার বন্ধু বলেই আমার মনে হয়—এটা আমাদের মত অবশ্য। তবে—লণ্ডনের আদব কায়দায় আলাদা রকমের! খুবই দুঃখের কথা যে ওঁর বোনের শরীর দারুণ অসুস্থ। একটা নাকি অপারেশন হয়েছিলো। তবে উনি যখন প্রথম এখানে এসেছিলেন তখন কিন্তু বেশ ভালোই ছিলেন। কিন্তু ঠিক ওইদিন, যেদিন আমরা সবাই

মিলে এখানে পুডিং তৈরির সময় তা নাড়াচাড়া করছিলাম, তিনি তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আর আবার তখন থেকেই শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। অপারেশন হওয়ার পর বড্ড তাড়াতাড়ি বোধ হয় উঠে পড়েছিলেন মনে হয়। আহ্ আজকালকার ডাক্তাররাই এরকম, তাঁরা আপনি দু পায়ে ভর দিয়ে ঠিক মত দাঁড়াবার ক্ষমতা পাওয়ার আগেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়। বলবেন কি, আমার নিজের ভাইপোর স্ত্রী......' মিসেস বেশ উৎসাহের সঙ্গে দীর্ঘ এক হাসপাতালের কাহিনী বর্ণনা করে চললেন। সে কাহিনী তার কোন আত্মীয় দীর্ঘকাল আগেকার নিজের পাওয়া ব্যবহারের তুলনায় কতো খারাপ সেটাই তিনি তুলনা করে চললেন।

পোয়ারো উপযুক্ত মন্তব্য করে তাকে উৎসাহ জোগাতে চাইছিলেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, 'এবার আপনাকে আমার ওই চমৎকার সুস্বাদু খাবার পরিবেশনের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া বাকি। আপনাকে এর জন্য সামান্য কিছু যোগ্যতার নিদর্শন হিসাবে দিলে নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না? কড়কড়ে একখন্ড পাঁচ পাউণ্ডের নোট তার হাত থেকে মিসেস রসের হাতে চলে যেতেই মিসেস রস তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'না, না, এটা করবেন না।'

'বেশ, আপনি এমন সদাশয় স্যার', মিসেস রস যেন প্রায় অনিচ্ছাতেই সেটা গ্রহণ করে জবাব দিলেন। 'আপনাকে শুভ বড়দিন আর নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্যার।'

বড়দিনটি শেষ পর্যন্ত অন্যান্য বছরের বড়দিনের মতো শেষ হলো, গাছে আলো জ্বালানো হলো। দারুণ একটি বড়দিনের কেকও চায়ের সময় পরিবেশন করা হলো। সবাই বেশ আগ্রহ নিয়েই চায়ের আসরে তা গ্রহণ করলো।

শেষ পর্যন্ত নৈশভোজের আসরও সমাপ্ত হলো। খাবার বেশ ঠাণ্ডাই ছিলো।

পোয়ারো আর তার গৃহকর্ত্রী দুজনেই বেশ সকাল করেই শয্যায় আশ্রয় নিলেন।

'শুভ রাত্রি', মঁসিয়ে পোয়ারো', মিসেস লেসী বললেন, 'আশা করি সব কিছু খুব উপভোগ করেছেন'।

'সবই চমৎকার লাগলো, মাদাম' পোয়ারো জবাব দিলেন। 'এক কাথায় দিনটা চমৎকার কাটলো।'

'আপনাকে খুবই চিন্তিত লাগছে', মিসেস লেসী বললেন।

'আমি ওই আপনাদের পুডিংয়ের কথাটাই ভাবতে চাইছি।'

'ওটা খুব গুরুপাক মনে ভাবছেন?' মিসেস লেসী বললেন এবার হালকা গলায়।

'না, না, আমি ভোজন বিলাসিতার কথা বলছি না। আমি এর ঐতিহ্যের কথাই বলতে চাইছিলাম'।

'এটা বাস্তবিক ঐতিহ্যের ব্যাপার', মিসেস লেসী জবাব দিলেন।

'তাহলে শুভরাত্রি, মঁসিয়ে পোয়ারো, বড়দিনের এই পুডিং আর কেক নিয়ে খুব বেশি ভাববেন না যেন আবার।'

পোয়ারো বিদায় জানিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন এবার।

'হুঁ', পোশাক ছাড়তে ছাড়তে নিজের মনেই বলে উঠলেন পোয়ারো।

'সত্যিই সমস্যা বটে—বড়দিনের পুডিংয়ের সমস্যা। এখানে এমন একটা ব্যাপার চলছে যেটা

আদৌ বুঝতে পারছি না।' একটু বিরক্ত হয়ে বিহ্বলতার সঙ্গেই মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'দেখাই যাক—কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।'

কিছু সামান্য ব্যবস্থা নেওয়ার পর পোয়ারো শয্যার আশ্রয় নিলেন, তবে ঘুমোলেন না।

প্রায় ঘন্টা দুয়েক বি'নায় নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকার পরেই ধৈর্য্যের পুরষ্কার জুটলো পোয়ারোর।

আস্তে আস্তে তার শয়নকক্ষের দরজা খুলতে শুরু করলো। নিজের মনেই হাসলেন পোয়ারো। ঠিক এরকম একটা কিছু তিনি মনে মনে আশা করেছিলেন। তার মনে পড়লো খানিক চিন্তার ফাঁকেই খুব বিনম্রভাবেই ডেসমণ্ড লী-ওর্টলে তাকে একটা কফির কাপ হাতে তুলে দিয়েছিলো। এর একটু পরে ডেসমণ্ড তার দিকে পিছন ফিরে বসতেই তিনি এক মুহূর্তের জন্য কাপটি হাতে তুলে নেন। আর ডেসমণ্ড নিশ্চিন্ত হয়েছিলো (অবশ্য নিশ্চিন্ত হওয়ার কারণ যদি থাকতো) তিনি শেষ পর্যন্ত কফি পান করে ফেলেন।

পোয়ারোর গোঁফের ফাঁকে এক চিলতে হাসি জেগে উঠতে চাইলো এই কথাই ভেবে যে তিনি নন, তার বদলে অন্য একজন কেউ আজ রাতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। 'ওই সুন্দর ডেভিড হোকবাই', পোয়ারো আপন মনে বলে উঠলেন। 'বেচারী একটু চিন্তিত আর অসুখীই মনে হয়। ওর ঘুম দরকার। একটা রাত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকলে বেচারির কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু থাক— এবার দেখি এখানে কি ঘটতে চলেছে?'

পোয়ারো স্থির নিষ্কম্প হয়েই শুয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে, তিনি যে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন সেটুকু বোঝানোর জন্যই সামান্য নাক ডাকার ভঙ্গী করতে চাইলেন।

কেউ ওঁর বিছানার কাছে এগিয়ে এসে ওঁর সামনে একটু ঝুঁকে পড়লো। তারপর নিশ্চিন্ত হয়েই সে এবার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলো। বিশেষ সেই ব্যক্তি এবার ছোট্ট একটা টর্চের সাহায্যে ড্রেসিং টেবিলের উপর নিখুঁতভাবে সাজিয়ে রাখা পোয়ারোর জিনিসপত্র পরীক্ষা করতে শুরু করলো। হাতের আঙুল এবার নাড়াচাড়া করতে লাগলো ওঁর হাত ব্যাগে, বেরিয়ে এলো টেবিলের ড্রয়ার তারপর সেই হাত পরীক্ষা করে চললো পোয়ারোর জামাকাপড়ের পকেটগুলো। শেষ পর্যন্ত আগন্তুক আবার বিছানার কাছে এগিয়ে এলো—তারপর অত্যন্ত ধীর সতর্ক ভঙ্গীতে মাথার বালিস সামান্য তুলে তার নিচে হাত ঢোকালো। তারপর হাত বের করে এনে কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সেই আগন্তুক। লোকটি সারা ঘর ঘুরে ঘুরে সব জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাইলো। পরক্ষণেই সে বাথরুমে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে এলো—।

'আঃ', পোয়ারো এবার চাপা গলায় স্বগতোক্তি করে উঠলেন। 'হতাশ হয়েছো বাছাধন। হ্যাঁ—সন্দেহ নেই দারুণভাবেই হতাশ হয়েছো। বাঃ! এরকুল পোয়ারো কোন কিছু কারো খুঁজে পাওয়ার মতো করে লুকিয়ে রাখবে, এরকম ভাবাই অন্যায় কারো পক্ষে। ফুঃ!'

এবার নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন এরকুল পোয়ারো।

পরদিন সকালে দরজায় খুব জরুরী-ভঙ্গীর শব্দ শুনেই পোয়ারোর নিদ্রাভঙ্গ হলো।

'ভিতরে এসো, ভিতরে এসো,' তিনি আহ্বান জানালেন ঘরের মধ্য থেকেই, 'কে? কি ব্যাপার?'

দরজা খুলে গেলো এবার। প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে মুখ লাল করে কলিনকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। ওর পিছনে মাইকেল।

'মঁসিয়ে পোয়ারো! মঁসিয়ে পোয়ারো!'

'অ্যাঁ— কি হয়েছে?' পোয়ারো বিছানায় উঠে বসলেন সঙ্গে সঙ্গে। 'ভোরবেলার চা তৈরী? কিন্তু তাতো মনে হয় না। এতো দেখছি, কলিন। কি ব্যাপার? কিছু ঘটেছে নাকি?'

কলিন কয়েক মুহূর্ত প্রায় কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলো। মনে হচ্ছিলো ভীষণ কিছু মানসিক ভাবালুতাই ওকে আষ্টে-পৃষ্টে চেপে ধরেছে। তাই বাকস্ফূর্তি হচ্ছে না ওর।

আসলে ব্যাপারটা হলো এরকুল পোয়ারো রাতে শোবর সময় যে রাত্রীকালীন টুপিটা মাথায় পরেছিলেন সেটা লক্ষ্য করেই কলিনের সাময়িক বাকশক্তি বহিত হতে চাইছিলো। অচিরেই কলিন নিজেকে সামলে নিলো।

'আমাব—আমার মনে হচ্ছে, মঁসিয়ে পোয়ারো—আ-আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন? সাংঘাতিক রকম কিছু একটা ঘটেছে—। সত্যিই সাংঘাতিক কিছু।'

'কিছু ঘটেছে? কিন্তু কি?'

'মানে—ব্রিজেটের কথা বলছি। ব্রিজেট ওখানে ওই বরফের বুকে পড়ে রয়েছে। আমার—আমার মনে হচ্ছে—ও একটাও কথা বলছে না বা নড়ছে না তাছাড়া—ওঃ—আপনি ববং একবাব আসুন মঁসিয়ে পোয়ারো—একবার ওখানে আমাদের সঙ্গে গিয়ে দেখুন নিজেই। আমার দারুণ ভয় করছে—ব্রিজেট হয়তো মারা গেছে বুঝতে পারছি না—।'

'কি?' পোয়ারো তার গায়ের চাদর সরিয়ে ফেললেন। 'মাদমোয়াজেল ব্রিজেট—মারা গেছে!'

'আমার মনে হচ্ছে—আমার মনে হয় কেউ ওকে মেরে ফেলেছে। ওখানে—ওখানে রক্তও রয়েছে—ওঃ। আপনি একবার আসুন।'

'নিশ্চয়ই আসবো! নিশ্চয়ই আসবো। এক মুহূর্তের মধ্যেই আসছি।'

খুব বাস্তবসন্মত ভাবে এবার পোয়ারো তার বাইরে বেরোবার জুতো পবে নিলেন। তারপর ওভারকোটটা পাজামার উপর চাপিয়ে নিলেন দ্রুত।

'এই আসছি,' তিনি এবার বললেন। 'এক মুহূর্তের মধ্যেই আমি আসছি। তোমরা বাড়ির সকলকে ব্যাপারটা জানিযে তাদের জাগিয়ে দিয়েছো নিশ্চয়ই?

'না, না, আমি একমাত্র আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে কথাটা জানাইনি। আমার মনে হলো সেটাই ভালো হবে। দাদু আর ঠাকুমা এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি। প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা নিচেই করা হচ্ছে। কিন্তু আমি এ ঘটনার কথা পেভেবেলকে একটুও জানাইনি। ও—মানে ব্রিজেট রয়েছে বাড়ির অন্য দিকটায়, ওই সিঁড়ি আর লাইব্রেরীব কাছাকাছি।'

'বুঝলাম। ঠিক আছে, এবার চলো কোথায় দেখা যাক। আমি পিছনে আছি।' পোয়ারো জানালেন।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হাসি হাসার চেষ্টা করতে করতে কলিন নিচে নেমে চললো। পাশের দবজা দিয়েই সবাই বাইরে বেরিয়ে এলো।

বাইরে বেশ পরিষ্কার সকালের আলো ফুটে উঠেছে ততক্ষণে, পরিষ্কার উজ্জ্বল সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে—সূর্য যদিও দিগন্তরেখার উপরে ওঠেনি তখনও। তুষারপাত এখন হচ্ছে না তবে

গতরাতেও যে দারুণ তুষারপাত ঘটে গেছে তার প্রমাণ চারদি[illegible] চারদিকে স্তূপাকার হয়ে আছে অভগ্ন তুষার স্তূপ। সারা পৃথিবীকে [illegible] বর্ণের আব ভূমি চমৎকারই দেখাতে চাইছিলো।

'ওই যে!' কলিন প্রায় শ[illegible] উঠলো এবার। 'আমি—ওই যে—ওখানে ও!' নাটকীয় ভঙ্গীতেই [illegible] চাইলো কলিন।

দৃশ্যটা বাস্তবিকই বেশ নাটকীয় মনে হতে চাইছিলো। কয়েক গজ দূরে তুষারের উপর ব্রিজেট। ওর দেহে টকটকে লাল রঙের পাজামা আর গায়ে জড়ানো ছিলো সাদা পশমের একটা আঙরাখা। সাদা পশমী ওই আঙরাখা টকটকে লাল রঙ মাখানো। ওর মাথা এক পাশে ফেরানো আর ওর ছড়ানো কালো চুলের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে সেই মুখ। একটা হাত শরীরের নীচে চাপা পড়ে গেছে, অন্যটা এক পাশে লম্বা হয়ে বিস্তৃত, আঙুলগুলো বাঁকানো। আর সেই টকটকে লাল রঙের মাঝখানে জেগে রয়েছে বিরাট একটা কুর্দিশ ছোরার বাঁট। গতকাল সন্ধ্যাতেই মাত্র কর্ণেল লেসী অতিথিদের ওটা দেখিয়েছিলেন।

'আশ্চর্য কাণ্ড!' মঁসিয়ে পোয়ারো বলে উঠলেন। 'মনে হচ্ছে যে কোন নাট্যকে কাণ্ড কারখানা!'

হঠাতই যেন মাইকেলের কাছ থেকে একটা চাপা শব্দ ভেসে আসতে চাইলো। কলিন তাড়াতাড়ি পরিস্থিতির সামাল দিতেই এগিয়ে এলো।

'আমি জানি,' ও বলে উঠলো। 'ওটা একটুও আসল বলে মনে হচ্ছে না, তাই না? ওই পায়ের ছাপগুলো লক্ষ্য করেছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো—আমার মনে হয় ওগুলোকে নষ্ট করা উচিত হবে না, তাই না?'

'ও, হ্যাঁ, পদচিহ্ন। ঠিকই বলেছো, আমাদের সাবধান হতে হবে যাতে ছাপগুলো নষ্ট না হয়,' পোয়ারো বলে উঠলেন।

'আমি তাই ভেবেছিলাম,' কলিন জবাব দিলো। 'আর সেই জন্যই কাউকেই ওর কাছে যেতে দিইনি আপনাকে সবার আগে জানানোর জন্য। আমি ভেবেছিলাম কি করা উচিত আপনি ঠিক জানবেন।'

'যাই হোক,' এরকুল পোয়ারো গম্ভীর স্বরে বললেন, 'প্রথমতঃ, আমাদের দেখতে হবে ব্রিজেট এখনও বেঁচে আছে কিনা? তাই নয়?'

'ইয়ে—মানে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' একটু সন্দেহভরা গলায় বলে উঠলো মাইকেল। 'তবে বুঝতে পারছেন, আমরা আমরা ভেবেছিলাম—মানে আমাদের কাছে ব্যাপারটা তেমন ভালো.....।'

'আহ্, তোমাদের তাহলে এ-ধরণের দূরদর্শিতা আছে! তোমরা প্রচুর গোয়েন্দা কাহিনী পাঠ করেছো মনে হচ্ছে। এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে কোন কিছুই স্পর্শ করা হবে না আর দেহটাকে ঠিক যেমন আছে তেমন ভাবেই রেখে দিতে হবে। তবে আমরা এখনও নিশ্চিন্ত হইনি সত্যিই এটা কোন একটা দেহ কিনা,—তাই না? যদিও বিচক্ষণতা বা দূরদর্শিতা যাই থাকুক না কেন, আর সেটা প্রশংসার হলেও। মানুষের সাধারণ মানবিকতা সবার আগে তো বটেই, কি বলো?'

'ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' কলিন একটু যেন ঘাবড়ে গিয়েই জবাব দিলো।

'আমরা কেবল ভেবেছিলাম—মানে আমি যা বলতে চাইছি—'

'আমরা কিছু করার আগে আপনাকে জানাবো,' মাইকেল তাড়াতাড়ি বলে উঠলো।

'তাহলে তোমরা দুজনেই এখানে থাকবে,' পোযারো জবাব দিলেন। 'আমি ওই পায়ের ছাপ যাতে নষ্ট না হয সেজন্য অন্য দিক দিয়ে ঘুরে যাবো। এমন চমৎকার পদচিহ্ন তাই না—এতো সুন্দর পরিষ্কার? একজন পুরুষ আর মেয়ের পদচিহ্ন ব্রিজেট যেখানে পড়ে আছে সেখানে চলে গেছে। তারপর যা দেখতে পাচ্ছি, হুঁ, মেয়েটির পদচিহ্ন আর দেখা যাচ্ছে না শুধু পুরুষের পদচিহ্ন আবার ফিরে এসেছে—।'

'ওই পদচিহ্ন নিশ্চয়ই তাহলে খুনীরই হবে,' কলিন প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলে উঠলো।

'ঠিক বলেছো,' এরকুল পোয়ারো বললেন, 'খুনীর পদচিহ্ন। একটা লম্বা আকারের সরু পদচিহ্ন—অদ্ভুত ধরণের জুতো পাযে ছিলো লোকটার। দারুণ মজার ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি। খুব সহজেই চিনে নেওয়া যাবে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এই পদচিহ্ন খুবই কাজে লাগবে। খুবই গুরুত্ব আছে এর।'

ঠিক ওই মুহূর্তেই ডেসমণ্ড লী-ওর্টলে সারাকে সঙ্গে করে বাড়ির মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিলো।

'একি তোমরা এখানে কি করছো সবাই?' অনেকটা নাটুকে ভঙ্গীতে প্রশ্ন করলো। 'আমার শোবার ঘরের জানালা থেকে তোমাদের দেখছিলাম। ব্যাপার কি? হায় ভগবান—ওটা আবার কি? এটা তো মনে হচ্ছে.....।'

'ঠিক,' এরকুল পোয়ারো বললেন। 'এটা খুন বলেই মনে হয়। তাই না?'

সারা প্রায় আঁতকে উঠলো। তারপর সন্দেহের দৃষ্টিতে কলিন আর মাইকেলের দিকে তাকালো

'আপনি বলতে চাইছেন কেউ ওই মেয়েটাকে, কি যেন ওর নাম—হ্যাঁ, ব্রিজেট—মারতে চয়েছে?' ডেসমণ্ড জানতে চাইলো। 'কে তাকে এমনভাবে খুন করতে চাইতে পারে? এ নেহাৎ অস্বাভাবিক কথা—অবিশ্বাস্য।'

'এ দুনিযায় ঢের অবিশ্বাসের কথা আছে,' পোযারো জবাব দিলেন। বিশেষ করে প্রাতঃরাশের ঠিক আগে, কি বলেন? ঠিক এই রকম কিছুই আপনাদের ক্লাসিক সাহিত্যে রয়েছে—প্রাতঃরাশের আগে ছটি অসম্ভব ব্যাপার।' তারপর পোযারো বলে উঠলেন, 'আপনারা সকলে এখানেই অপেক্ষা করুন।'

বেশ সতর্ক ভঙ্গীতে একটু ঘোরাপথে পোযারো ব্রিজেটের শাযিত দেহের দিকে এগোলেন আর এক মুহূর্ত ওর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। কলিন আর মাইকেল এতোক্ষণ চাপা হাসিতে প্রায় ফেটে পড়তে চাইছিলো। সারা কিছু বলতে ওদের কাছে এগিয়ে এলো। 'তোদের মতলব কি বলতো?'

'কি চমৎকার মেয়ে ব্রিজেট,' কলিন ফিসফিস করে বললো। 'খুব সুন্দর লাগছে ওকে। কোন খুঁত নেই।'

'ব্রিজেট কি চমৎকার মরার মতো পড়ে আছে। আগে এরকম দেখিনি,' মাইকেলও ফিসফিস করে জবাব দিলো।

এরকুল পোয়ারো আবার সোজা উঠে দাঁড়ালেন।

'মারাত্মক ব্যাপারই ঘটেছে এখানে,' তিনি বলে উঠলেন এবার তার কণ্ঠস্বরে এমন ভাবাবেগ

দেখা গেলো যা আগে ছিল না। দারুণ আনন্দে কলিন আর মাইকেল দূরে সরে দাঁড়ালো। প্রায় ধরা গলা মাইকেল কথা বললো।

'আমাদের—আমাদের কি করা উচিত?'

'করার মতো একটাই কাজ আছে,' পোয়ারো বলে উঠলেন। আমাদের পুলিশে খবর পাঠাতে হবে। আপনাদের মধ্যে কেউ পুলিশে জানাতে পারবেন, না কাজটা আমাকেই করতে হবে মনে করছেন?'

'আমার মনে হয়,' কলিন বললো, 'আমার মনে হয়—তোর কি মনে হচ্ছে, মাইকেল?'

'হ্যাঁ', মাইকেল জবাব দিলো, 'আমার মনে হয় ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে,' ও একটু এগিয়ে এলো। এই প্রথম ওকে একটু অনিশ্চিত বলে মনে হতে চাইলো। 'আমি সত্যিই দারুণ দুঃখিত,' ও বললো, 'এটা—মানে—ইয়ে, বড়দিনের জন্য একটু মজা করতে চেয়েছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম—মানে আপনাদের জন্য একটু খুনের ব্যবস্থা করবো।'

'তোমরা ভেবেছিলে আমার জন্য একটা খুনের ব্যবস্থা করবে? আর তারপর—তারপর এই ....।'

'এটা আমাদের করা একটা মজা,' কলিন ব্যাখ্যা করতে চাইলো। 'ভেবেছিলাম আপনি তাহলে খুবই আনন্দ পেতে পারেন।'

'আহ্!' পোয়ারো বললেন। 'বুঝেছি। তোমরা আমাকে এপ্রিল ফুল করতে চাইছিলে। তাই তো? তবে আজ এপ্রিল মাসের এক তারিখ নয়, আজ হলো ছাব্বিশে ডিসেম্বর।'

'আ—আমাদের মনে হচ্ছে এটা না করাই উচিত ছিলো,' কলিন বললো, 'কিন্তু. . কিন্তু আপনি বেশি কিছু মনে করেননি তো, মঁসিয়ে পোয়ারো? উঠে আয় ব্রিজেট', ও বলে উঠলো এবার, 'উঠে পড়। ঠাণ্ডায় নিশ্চয়ই খুব জমে গেছিস।'

তুষারের বুকে শয়িত দেহটা কিন্তু নড়াচাড়া করলো না।

'ভারি অদ্ভুত তো', এবকুল পোয়ারো বলে উঠলেন। 'ও তো তোমার কথা শুনতে পেয়েছে মনে হয় না।' তিনি ওদের দিকে চিন্তান্বিত ভাবে তাকালেন। 'তোমরা এটাকে ঠাট্টার ব্যাপার বলতে চাও? সত্যিই ঠাট্টা ছিলো?'

'হ্যাঁ—কেন'? কলিন একটু অস্বস্তির সঙ্গে জবাব দিতে চাইলো। 'আমরা—আমরা কোন ক্ষতি হোক তা চাইনি।'

'তাহলে মাদমোয়াজেল ব্রিজেট উঠছে না কেন?'

'আমি বুঝতে পারছি না,' কলিন জানায়।

'এসো, ব্রিজেট', সারা অধৈর্য্য হয়ে বলে উঠলো, 'বোকার মত ওখানে পড়ে থেকো না।'

'আমরা সত্যিই দারুণ দুঃখিত, মঁসিয়ে পোয়ারো', কলিন বেশ কিছুটা ভয়ের সঙ্গে জানালো। 'আমরা ক্ষমা চাইছি।'

'তোমার ক্ষমা চাইবার দরকার নেই।', পোয়ারো একটু অদ্ভুত স্বরে জবাব দিলেন।

'তার মানে কি বলছেন?' কলিন অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকালো।

ও আবার ফিরলো। 'ব্রিজেট। ব্রিজেট। ব্যাপার কি? ও উঠে পড়ছে না কেন? ও ওখানে শুয়েই বা থাকতে চায় কেন?'

পোয়ারো ডেসমণ্ডকে ডাকলেন। 'আপনি, মিঃ লী-ওর্টলে, একটু এদিকে আসুন.....।'

ডেসমণ্ড কাছে এগিয়ে এলো।

'ব্রিজেটের নাড়ী দেখুন তো একটু', পোয়ারো বললেন।

ডেসমণ্ড লী ওর্টলে ঝুঁকে পড়লো। ও ব্রিজেটের কব্জি আর হাত স্পর্শ করলো।

'কোন নাড়ীর স্পন্দন নেই......' ও অবাক হয়েই পোয়ারোর দিকে তাকালো। 'ওর হাত শক্ত হয়ে গেছে। হায় ভগবান! ও সত্যিই মারা গেছে।'

পোয়ারো মাথা নেড়ে সায় দিলেন। 'হ্যাঁ ও মারা গেছে। কেউ এই মিলনান্তক ব্যাপারটিকে বিয়োগান্ত করে তুলতে চেয়েছে।'

'কেউ— কে?'

'কতগুলো পায়ের ছাপ এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। এমন পদচিহ্ন যা আপনার এইমাত্র করা এই জুতোর ছাপের সঙ্গে প্রায় মিলে যাচ্ছে, দেখুন মিঃ লী-ওর্টলে—দেখুন দেহটার কাছ থেকে চিহ্নগুলো এসেছে।'

ডেসমণ্ড লী-ওর্টলে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো।

'কি—কি বলতে চাইছেন আপনি? আপনি আমাকে দোষারোপ করছেন? আমাকে? আপনি উন্মাদ! আমি কেন মেয়েটাকে খুন করতে চাইবো?'

'আহ্—কেন? আমি ভাবছি—বেশ, আসুন দেখা যাক— ।'

পোয়ারো ঝুঁকে পড়ে ব্রিজেটের দীর্ঘায়িত শক্ত হাতটা তুলে মুঠো খুলতে চাইলেন।

ডেসমণ্ডের মুখ থেকে একটা চাপা শব্দ বেরিয়ে এলো। সে অবিশ্বাস্য ভাবেই তাকালো।

মৃতা মেয়েটির হাতের চেটোয় মনে হতে চাইছিলো একখণ্ড বিরাট পদ্মরাগ মনি রয়েছে।

'এটা পুডিংয়ের মধ্যের সেই যাচ্ছেতাই জিনিষটা মনে হচ্ছে।' ডেসমণ্ড চিৎকার করে উঠলো।

'তাই কি?' পোয়ারো বললেন। 'আপনি নিশ্চিত?'

'নিশ্চয় সেটাই।'

দ্রুত গতিতে নিচু হয়ে সে ব্রিজেটের হাতের তালু থেকে লাল পাথরটা তুলে নিলো।

'না, না। এটা আপনার করা উচিত নয়', পোয়ারো অনুযোগের কণ্ঠে বলে উঠলেন। 'কোন কিছুতেই হাত দেওয়া উচিত নয় একটুও।'

'আমি তো দেহটাতে হাত দিইনি, দিয়েছি কি? কিন্তু এই—এই জিনিসটা হারিয়ে যেতে পারে, এটা সাক্ষ্য প্রমাণ। আসল কর্তব্য হলো যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পুলিশে খবর দেওয়া দরকার। আমি এখনই গিয়ে টেলিফোন করছি।'

দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে ডেসমণ্ড লী-ওর্টলে বাড়ির দিকে চলে গেলো। সারা তাড়াতাড়ি পোয়ারোর পাশে এসে দাঁড়ালো।

'আমি ব্যাপারটা একটুও বুঝতে পারছি না', ও ফিসফিস করে বললো। ওর মুখ প্রায় মড়ার মতোই সাদা। 'আমি বুঝতে পারছি না!' ও এবার পোয়ারোর হাত ধরলো। 'আ...আপনি জুতোর ছাপের সম্বন্ধে কি বলছিলেন?'

'আপনি নিজের চোখেই একবার দেখে নিন, মাদমোয়াজেল।'

'আপনি বলছেন—এগুলো ডেসমণ্ডের? একদম বাজে কথা!'

আচমকাই কানে ভেসে এলো একটা গাড়ির শব্দ।

সকলে একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালো। সকলেই পরিষ্কার দেখতে পেলো একটা গাড়ি প্রচণ্ড বেগে রাস্তা বরাবর এগিয়ে চলেছে আর সারা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলো গাড়িটা কার ছিলো।

'ওটা ডেসমণ্ডের গাড়ি। ও—ও নিশ্চয়ই পুলিশ আনতে চললো টেলিফোন না করে। আমার কণামাত্র সন্দেহ নেই।'

এবার ডায়ানা মিডলটন বাড়ির মধ্য থেকে বেরিয়ে বাকি সকলের সঙ্গে যোগ দিলো।

'কি ব্যাপার হয়েছে?' প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ও বলে উঠলো। 'ডেসমণ্ড প্রায় ছুটে বাড়িতে ঢুকেছিলো। কি সব বলছিলো ও, যে ব্রিজেট মারা গেছে। তারপর ও টেলিফোন নাড়াচাড়ার পর বললো ওটা খারাপ হয়ে আছে। টেলিফোনে কোন সাড়া না পেয়ে ও বললো নিশ্চয়ই তার কেটে রেখেছে কেউ। ও তাই বললো এখন একমাত্র কাজ হলো গাড়ি নিয়ে গিয়ে পুলিশ ডেকে আনা। কিন্তু পুলিশকে কেন ...?'

পোয়ারো অঙ্গভঙ্গী করে উঠলেন।

'ব্রিজেট?' ডায়ানা বেশ একটু হতবাক হয়েই পোয়ারোর দিকে তাকালো। 'কিন্তু এটা কোন রকম তামাশার ব্যাপার নয় তো? আমি—আমি ঠিক এরকম কিছুর কথা কাল রাতেই শুনেছিলাম। আমি শুনেছিলাম ওরা সবাই আপনার সঙ্গে একটু মজা করতে চাইছিলো, মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'হ্যাঁ, পোয়ারো বললেন, 'এটাই সকলে ঠিক করে রেখেছিলো—আমার সঙ্গে একটু তামাশা করবে। কিন্তু সেসব কথা আপাতত থাক, আপনারা সকলে আমার সঙ্গে বাড়িতে চলুন। হ্যাঁ, আপনাদের সকলেই। এখানে থাকলে সবারই দারুণ ঠাণ্ডা লাগার ভয় রয়েছে—তাছাড়া এখানে থেকেও আর কোন লাভ হবে না, অন্ততঃ যতোক্ষণ না মিঃ লী-ওর্টলে পুলিশ সঙ্গে করে ফিরে আসছেন।'

'কিন্তু—কিন্তু শুনুন', কলিন বলে উঠলো, 'আমরা এভাবে ব্রিজেটকে এখানে ফেলে যেতে পারি না। সে একা পড়ে থাকবে?'

'এখানে থেকে ওর আর কোন উপকার করতে পারবে না তুমি', পোয়ারো শান্ত স্বরে জানালেন। 'এসো, এটা একটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা কোন সন্দেহ নেই। তবু মাদমোয়াজেল ব্রিজেটকে সাহায্য করতে আমাদের আর কিছুই করার মতো নেই। তাই বলছি চলো বাড়িতে ঢুকে শরীরটা একটু গরম করে নেওয়া যাক— আর ইচ্ছে মতো দু-এক কাপ চা বা কফিও পান করা যাক।'

সকলে পোয়ারোর কথায় বাধ্য হয়েই শান্ত ভঙ্গীতে তাকে অনুসরণ করলো। পেভেরেল সেই মুহূর্তে ঘণ্টা বাজাবার ব্যবস্থা করতে চলেছিলো। ও যদি ভেবে থাকতো বাড়ির প্রায় সকলেই ঠিক এমন সময় বাড়ি ছেড়ে বাইরে কেন আর পোয়ারো শুধুমাত্র পাজামার উপর ওভারকোট পরেই দেখা দিয়েছেন, সে এসব লক্ষ্য করেছে জানতে দিলো না আদৌ! বুড়ো হলেও পেভেরেল একজন অতি আদর্শ বাটলার। যা তার পক্ষে দেখা অপ্রয়োজনীয় সে তা আদৌ দেখতে চায় না।

সকলে ডাইনিং কামরায় প্রবেশ করে যে যার জায়গায় বসে পড়লো। প্রত্যেকেই যখন পেভেরেলের দেওয়া নিজের কফির কাপে চুমুক দিয়ে চলেছিলে ঠিক তখনই কথা শুরু করলেন পোয়ারো।

'আপনাদের এবার একটু ইতিহাস শোনাতে হবে', পোয়ারো বলে উঠলেন। 'আমি অবশ্য সব খুঁটিনাটি বিষয় আপনাদের শোনাতে পারবো না, না সেটা ঠিক হবে না। তবে মোটামুটি আসল কথাগুলো জানাবো। বিষয়টি হলো একজন তরুণ রাজপুত্র সম্পর্কে— তিনি এই দেশে এসেছিলেন। রাজপুত্র সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন তার বংশের এক অতি বিখ্যাত পদ্মরাগমণি। পদ্মরাগমণিটি বিখ্যাত এক জহুরীকে দিয়ে নতুন করে বসিয়ে নেওয়ার কথা—সেটা করার কথা যে মহিলাকে তিনি বিয়ে করতে চলেছিলেন তারই জন্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এটা করার আগে তার সঙ্গে আলাপ আর বন্ধুত্ব হলো এক অতি সুন্দরী তরুণীর। ওই সুন্দরী তরুণীর অবশ্য লোকটির দিকে তেমন কোন টান ছিলোনা তবে সে ওই রত্ন সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী ছিলো বলা যায়— আর তারই ফলে একদিন সে ওই রত্নটির সঙ্গে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেলো। যে রত্ন বংশ পরম্পরায় যুবকটিরই ছিলো সেটাই নিয়ে—।'

একটু থামলেন পোয়ারো।

'অতএব, সেই হতভাগ্য যুবকটি দারুণ এক ঝামেলায় পড়ে গেলো', পোয়ারো আবার কথা শুরু করলেন। 'তারপরেও অসুবিধা ও কলঙ্কের ব্যাপাবটা তাকে এড়িয়ে যেতেই হবে। পুলিশের কাছে যাওয়াও নেহাতই অসম্ভব—সব জানাজানি হওয়ার আশঙ্কা। অতএব যা স্বাভাবিক সে তাই করলো—সে আমার কাছেই এলো—এলো এই এরকুল পোয়ারোর কাছে। 'আমার ওই ঐতিহাসিক পদ্মরাগমণি যেমন করে হোক উদ্ধার করে দিন', সে জানালো। এবং জেনে রাখা দবকার, ওই সুন্দরী তরুণীর এক বন্ধু আছে, এবং সেই বন্ধুটি আবাব নানা ধরণের প্রশ্ন তোলা যায় এরকম কিছু কাজ কর্ম করেছে। সে ব্ল্যাকমেলের মতো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে বহুবার আব এ ছাড়াও বিদেশে বহু ক্ষেত্রে বহু রত্ন বিক্রীর কাজেও সে দক্ষ এবং এরকম বহুবারই সে করেছিলো। প্রত্যেক বারেই সে দারুণ কৌশলে কাজ সেরেছে। তাকে সন্দেহ করা হয়েছে, ঠিকই, তবে কিছুই প্রমাণ করা যাবে না।

আমার কাছে খবর এসেছিলো ওই চতুর ভদ্রলোকটি, সে এবার এই বাড়িতে বড়দিনের উৎসব কাটাতে এসেছে। এটাও জরুরী যে ওই সুন্দরী তরুণী, একবার সে ওই পদ্মরাগটি হাতিয়ে নেওয়াব পরই তাকে কিছুদিনের মতো আড়ালে সরে যেতেই হবে, যাতে তার উপর কোন রকম চাপ কেউ সৃষ্টি করতে না পারে, কেউ কোন রকম প্রশ্নও তাকে আর না করতে পারে।। অতএব ব্যবস্থা কবা হয়ে গেলো, যে সে এই কিংস লেসীতে আসবে, অবশ্যই সেই চতুর ভদ্রলোকের বোনের পরিচয় গ্রহণ করে...।'

সাবা তীব্র শব্দে শ্বাস টানতে চাইলো।

'ও না। বাস্তবে যে তাই ঘটেছে', পোয়ারো জানালেন। 'আর একটু কৌশল প্রয়োগ করে, আমিও, এই কিংস লেসীতে একজন অতিথি হিসেবে আশ্রয় পেয়ে গেলাম। এই তরুণীটি, জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো যে সে সবে মাত্র হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। সে এখানে যখন এসে পৌছেছিলো তখন সে বেশ ভালোই ছিলো। কিন্তু ঝামেলা বাধলো এর পরেই, খবর পাওয়া গেলো যে আমি, একজন গোয়েন্দা এ বাড়িতে আসছি—একজন নাম করা গোয়েন্দা। সঙ্গে সঙ্গে যাকে বলে ওই সুন্দরী তরুণী বুঝতেই পারলো হাওয়া ঘুরে গেছে। সে ওই পদ্মরামণিটিকে প্রথম যে জায়গার কথা ওর মাথায় এলো সেখানেই লুকিয়ে ফেললো—

আর তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার তার সেই রোগের আক্রমণ ঘটলো। সে তাই শয্যায় আশ্রয় নিলো। ওর মন চায়নি যে আমি ওকে দেখে ফেলি। কারণ সন্দেহ নেই ওর কোন ফটো অবশ্যই আমার আছে কাছে, তাই ওকে দেখলেই আমি চিনতে পারবো। বিছানায় শুয়ে থাকা ওর পক্ষে বেশ ক্লান্তিকর হলেও ওর ঘর ছেড়ে বেরোবার পথ ছিলোনা আর তাই ওর ভাই, সে খাবারের ট্রে ওর ঘরেই পৌছে দিচ্ছিলো।'

'আর সেই পদ্মরাগ মনি?' মাইকেল জানতে চাইলো।

'আমার মনে হচ্ছে' পোয়ারো আবাব কথা শুরু করলেন, যে মুহূর্তে আমার এখানে পৌছনোর কথাটা জানা গেলো, ওই তরুণী বাকি সকলের সঙ্গে রান্নাঘরেই ছিলো, সবাই হাসি আর কথাবার্তায় মশগুল হয়ে বড়দিনের পুডিং নাড়াচাড়া করে চলেছিলো। বড়দিনের পুডিংগুলি বিরাট ছাঁচের মধ্যেই রাখা হয় আর ওই তরুণীটি সেই পদ্মরাগমণি একটি ছাঁচের পুডিংয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। অবশ্য যেটা সকলের বড়দিনে ব্যবহারের কথা ছিলো—ওঃ না, তার মধ্যে নয়। কারণ ও জানতো সেটি বিশেষ একটা ছাঁচের মধ্যেই রাখা ছিলো। সে ওটা ঢুকিয়ে রেখেছিলো অন্য একটা ছাঁচে— যেটি নববর্ষের দিন ব্যবহাব কবার কথা। অবশ্য তার ঢের আগেই সে চলে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকবে আর সে যখন যাবে সন্দেহ ছিলোনা ওই বড়দিনের পুডিং তার সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু দেখুন, ভাগের পরিহাস কি রকম হতে পারে। ঠিক বড়দিনেব সকালে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। বড়দিনের পুডিং শুদ্ধ বিশেষ ছাঁচটি মাটিতে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেলো। অতএব করণীয় কি? মিসেস রস, সেই ভালো মানুষটি, অন্য পুডিংটাই ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।'

'হায় ভগবান', কলিন বলে উঠলো, 'তাহলে বলতে চান যে বড়দিনের দিন দাদু যখন পুডিং খাচ্ছিলেন তার মুখের মধ্যে যা ঢুকেছিলো সেটা ওই আসল পদ্মরোগ মণি?'

'অবশ্যই', পোয়ারো বললেন। 'তোমরা মিঃ ডেসমণ্ড লী-ওর্টলের ভাবাবেগের ব্যাপারটি অনুভব করতে পারো সে যখন ঘটনাটি লক্ষ্য কবলো। ঠিক তাই। তারপর কি ঘটলো? পদ্মরাগ মণিটি হাতে হাতে ঘুরতে লাগলো। আমিও ওটা পরীক্ষা করলাম আর সকলের অন্যমনস্কতার সুযোগে সেটা পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলাম। এমন ভাবে রাখলাম যেন খুব অবহেলার সঙ্গে, আমার কোন আগ্রহই যেন ছিলোনা। কিন্তু অন্ততঃ একজন লক্ষ্য করলো আমি কি করলাম। আমি যখন বিছানায় শুয়ে পড়লাম সেই লোকটি আমার ঘর অনুসন্ধান করলো। আমাকেও তাই করলো। কিন্তু সে পদ্মরাগমণিটি পেলো না। কেন?'

'কারণ', মাইকেল রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলো, 'আপনি সেটা ব্রিজেটকে দিয়েছিলেন। আপনি তাই বলছেন। আর তার জন্যেই—কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা—মানে...ঠিক হয়েছিলো বলুন তো?'

পোয়ারো ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

'সকলে লাইব্রেরীতে চলো', পোয়ারো বললেন, 'জানলার বাইরে তাকাও সবাই। আমি এমন কিছু সকলকে দেখাবো যাতে সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।'

পোয়ারো এগোতেই সকলে অনুসরণ করলো।

'আবার আপরাধের স্থানের কথাটা সকলে ভাবতে চেষ্টা কবো', পোয়ারো বললেন।

তিনি জানলার বাইরে ইঙ্গিত করলেন। সকলের মুখ থেকেই একই সঙ্গে চাপা একটা স্বর বেরিয়ে এলো। বরফের উপর কোন দেহ নেই আদৌ—বিয়োগান্ত নাটকটির কোন চিহ্নই আর কোথাও নেই, শুধু ইতস্ততঃ কিছু এলোমেলো তুষার স্তূপ ছাড়া।

'এটা কি স্বপ্ন ছিলো?' কলিন মৃদু স্বরে বললো। 'আমি—দেহটা কি কেউ সরিয়ে নিয়েছে?'

'আহ্', পোয়ারো বলে উঠলেন। 'দেখতে পাচ্ছো? অদৃশ্য দেহের রহস্য।' পোয়ারো মাথা নোয়াতেই তাব চোখে রহস্য-ঝিলিক মেরে উঠলো।

'হা ভগবান', মাইকেল চেঁচিয়ে উঠলো। 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি—আপনি কি—ওঃ, দেখুন, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের সকলকে এতোক্ষণ ঠকাতে চাইছিলেন।'

পোয়ারোর মুখে আরও রহস্য-ঝিলিক মারতে চাইলো।

'ঠিকই বলেছো, বাছারা, আমারও নিজস্ব কিছু তামাশার ব্যাপার ছিলো। আমি তোমাদের ওই ঠকানোর মতলবের কথা জেনে ফেলেছিলাম। তাই আমি আমার নিজস্ব পাল্টা মতলব তৈরি করেছিলাম। আহ্, এসো মাদমোয়াজেল ব্রিজেট। বরফের উপর পড়ে থেকে কোন ক্ষতি হয়নি তো? তোমার ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করলে নিজেকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবো না।'

ব্রিজেট সবে ঘরে প্রবেশ করেছিলো। ওর দেহে পুরু স্কার্ট আর উলের সোয়েটার। হাসছিলো ব্রিজেট।

'আমি তোমার ঘরে 'টিসেন' পাঠিয়ে দিয়েছিলাম', পোয়ারো তীব্র কণ্ঠে বললেন, 'সেটা পান করেছো?'

'এক চুমুকই যথেষ্ট।' ব্রিজেট জবাব দিলো। 'আমি ঠিক আছি। অভিনয় ভালো করেছি, মঁসিয়ে পোয়ারো? উঃ আপনি হাতে যে তাগা বেঁধে দিয়েছিলেন তাতে হাতটা এখনও টনটন করছে।'

'দারুণ করেছো, বাছা', পোয়ারো বললেন, 'এক কথায় দারুণ। কিন্তু সকলে এখনও অন্ধকারে রয়েছে। গত রাতে আমি মাদমোয়াজেল ব্রিজেটের কাছে গিয়ে বললাম তাদের মতলবের ব্যাপার আমি জেনে ফেলেছি। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম আমার জন্য ও একটু অভিনয়ে রাজী আছে কিনা। ভারি চমৎকার কৌশলী অভিনয় করেছে ও। মিঃ লী-ওর্টলের জুতো দিয়ে চমৎকার ছাপও ও এঁকেছিলো।'

সারা কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলো, 'কিন্তু এসবের মানে কি, মঁসিয়ে পোয়ারো? ডেসমণ্ডকে পুলিশ ডেকে আনতে পাঠাবার উদ্দেশ্য কি? ব্যাপারটা যে স্রেফ ধাপ্পা তা জানলে ওরা খুবই অসন্তুষ্ট হবে।'

পোয়ারো ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন।

'কিন্তু আমি তা এক মুহূর্তের জন্যেও মনে করি না, মাদমোয়াজেল, যে মিঃ লী-ওর্টলে পুলিশ আনতে গেছেন', তিনি বললেন। 'খুন এমনই একটা ব্যাপার যে তাতে জড়িয়ে পড়তে মিঃ লী-ওর্টলে একটুও চাইবেন না। তার স্নায়ুতন্ত্রে তিনি দারুণ ধাক্কা খেয়েছেন। তিনি শুধু ওই পদ্মরাগটি হাতিয়ে নেবার সুযোগ খুঁজছিলেন। তিনি ওটা পেয়ে যেতেই টেলিফোন খারাপ অজুহাতে পুলিশ আনার অভিনয় করে সরে পড়েছেন। আমরা জানা আছে ইংল্যাণ্ড ছেড়ে যাওয়ার মত উপায় ওঁর আছে। ওঁর নিজস্ব প্লেন আছে, তাই না মাদমোয়াজেল?'

সারা মাথা নোয়ালো। 'হ্যাঁ', ও বললো। 'আমরা ভাবছিলাম—', ও থেমে গেলো।

'মিঃ লী-ওর্টলে ওই পথেই আপনাকে নিয়ে পালাতে চাইছিলো, তাই না? ঠিক, এই পথেই চমৎকারভাবে কোন রত্ন এ-দেশ থেকে পাচার করা সম্ভব। কোন মেয়েকে নিয়ে পালাবার ঘটনা প্রচার হয়ে পড়লে কেউ আর ভাবতেই পারবে না যে সে কোন ঐতিহাসিক রত্ন পাচার করছে। ও হ্যাঁ, এটা চমৎকার খোঁচা দেওয়া হতো।'

'আমি বিশ্বাস করি না', সারা বলে উঠলো। 'এর একটা কথাও বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে ওর বোনকে জিজ্ঞাসা করুন', কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে বললেন পোয়ারো। সারা দ্রুত ওর ঘাড় ফেরালো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো প্ল্যাটিনাম রঙা এক যুবতী। দেহে লোমের কোট আর মুখে জিঘাংসা। দেখেই বোঝা যায় মেজাজ সপ্তমে।

'বোনের মুখে লাথি!' অস্বস্তিকর হাসির সঙ্গে বলে উঠলো যুবতী। 'ওই শুয়োর আমার ভাই না ছাই! তাহলে ও সরে পড়েছে আর ভাঙা পাত্রটা বইবার জন্য আমাকে রেখে গেছে? সব ব্যাপারটাই ওর মতলব। ও আমাকে কাজে লাগিয়েছিলো। প্রচুব টাকর ব্যাপার নাকি! ওরা নাকি কলঙ্কের ভয় পাবে। আমি সব সময়েই ভয় দেখাতে পাবতাম আলি ঐতিহাসিক পদ্মরাগটা আমাকে দিয়েছে। ডেস আর আমি টাকাটা প্যারিসে গিয়ে ভাগ করে নিতাম—আর এখন শুয়োর আমাকে কলা দেখিয়ে সট্‌কেছে! আমি ওকে খুন করে ফেলবো!' ও দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো। 'যতো তাড়াতাড়ি এখান থেকে যেতে পারি. .কেউ একটা ট্যাক্সির জন্য টেলিফোন কবতে পারে?'

'আপনাকে ষ্টেশনে নিয়ে যাওযাব জন্য একটা গাড়ি সদরে অপেক্ষা করছে, মাদমোয়াজেল', পোয়ারো বললেন।

'আপনি সবকিছুই ভাবেন, তাই না?'

'বেশির ভাগ জিনিসই', পোযারো আত্মপ্রসাদের কণ্ঠে বললেন।

কিন্তু এতো সহজে ছাড় পেলেন না পোয়ারো। জাল মিস লী-ওর্টলেকে গাড়িতে চড়িয়ে দিয়ে ফিরে ডাইনিংঘরে আসতেই কলিন পোয়ারোর জন্য অপেক্ষা করছিলো।'

ওর বালকসুলভ মুখে একটু চিন্তার রেখা।

'দেখুন, মঁসিয়ে পোয়ারো। সেই পদ্মরাগমণির কি হলো? আপনি কি বলতে চান ওটা নিয়ে লোকটাকে পালাতে দিয়েছেন?'

পোয়ারোর মুখ ঝুলে পড়লো। তিনি গোঁফে তা দিতে শুরু করলেন। খুব খুশি খুশি লাগছিলো তাকে।

'আমি এখনও ওটা উদ্ধার করতে পাবি', ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন তিনি। 'অন্য পথও আছে। আমি এখনও...।'

'যাক। কিন্তু আমাব মনে হচ্ছে—!' মাইকেল বলে উঠলো এবার। 'ওই শুয়োরটাকে পদ্মরাগটা নিয়ে এভাবে পালাতে দেওয়াটা—।'

ব্রিজেটের কণ্ঠস্বব আরও তীব্র শোনালো।

'উনি আবার আমাদের ঠকাচ্ছেন', ও চেঁচিয়ে উঠলো। 'তাই করতে চাইছেন, মঁসিয়ে পোয়াবো, ঠিক কিনা?'

'তাহলে কি শেযবারের মতো একটু যাদু দেখাবো, মাদমোয়াজেল? আমার বাঁ পকেটে একটু দেখো তো।'

ব্রিজেট ওর হাত ঢোকালো। ও এবার দারুণ আনন্দে চিৎকার করে হাতটা বের করে আনতেই দেখা গেলো একটা রক্তাভ পদ্মরাগ থেকে আলো ঠিকরে আসছে।

'তাহলে বুঝেছো', পোয়ারো ব্যাখ্যা কবলেন। ' তোমার হাতে যে পদ্মরাগটি ছিলো সেটা একটা নকল। আমি লণ্ডন থেকে ওটা কিনে এনেছিলাম যদি বদলে দেওয়ার কোন সুযোগ মেলে এই ভেবে। বুঝতে পেরেছো? আমরা কোন রকম কলঙ্কের ব্যাপার চাই না। মঁসিয়ে ডেসমণ্ড ওই পদ্মরাগ প্যারিস বা বেলজিয়াম বা ওই রকম কোন জায়গায় যেখানে তার যোগাযোগ আছে সেখানে বিক্রির চেষ্টা কববেন আর তখনই আবিষ্কার হবে যে পাথরটি নকল, আসল নয়। এর চেয়ে চমৎকার আর কি হতে পারে? সবই সুখকর ভাবে শেষ হবে। কলঙ্কও ঠেকানো গেলো। আমার যুবরাজ তার পদ্মরাগ ফেরত পেলেন। তিনি দেশে ফিরে যাবেন আর সেখানে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে আশা করি। সব ভালোয় ভালোয় শেষ হলো।'

'শুধু আমার ছাড়া', সারা নিচু চাপা স্বরে বলে উঠলো।

সে এমনই নিচু গলায় কথাটা বলেছিলো যে তা একমাত্র পোয়ারো ছাড়া আর কারও কর্ণগোচর হল না। তিনি ধীবে ধীরে মাথা দোলালেন।

'আপনি ভুল বলছেন, মাদমোয়াজেল সারা, সম্পূর্ণ ভুল। আপনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সব অভিজ্ঞতাই মূল্যবান। আমি ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছি—আপনার জন্য সুখ অপেক্ষা করে আছে।'

'এতো আপনাব কথা', সারা জবাব দিলো।

'কিন্তু, মঁসিয়ে পোয়ারো', কলিন ভ্রু কুঁচকে বললো। 'আমরা যে আপনার জন্য একটু অভিনয় করতে যাচ্ছি জানলেন কি করে?'

'সব জানাই আমার কাজ', পোয়ারো জবাব দিলেন। তিনি গোঁফের প্রান্ত পাকাতে চাইছিলেন।

'হ্যাঁ, কিন্তু ভেবেই পাচ্ছি না কি করে জানলেন। কেউ কি সব ফাঁস করে দিয়েছিলো আমাদের মধ্যে?'

'না, না, তা নয়।'

'তাহলে কি করে? বলুন আমাদের।'

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ। বলুন।'

'কিন্তু না', পোয়ারো প্রতিবাদ করলেন। 'না। যদি তোমাদের বলি কিভাবে করেছি শুনলে তোমরা মুষড়ে পড়বে। এটা অনেকটা যাদুকর যেভাবে যাদু দেখান সেটা জানিয়ে দেওয়া!'

'না, না, বলুন, মসিয়ে পোয়ারো, বলুন না!'

'সত্যিই তোমরা চাইছো শেষ এই বহস্যটা ফাঁস করে দিই?'

'হ্যাঁ, বলুন, বলুন।'

'নাঃ। এটা করা একটুও ঠিক হবে না—তোমরা খুব হতাশ হবে।'

'তা হোক, মঁসিয়ে, পোয়ারো, বলুন। কিভাবে জানলেন?'

'বেশ তবে শোন। আগের দিন আমি লাইব্রেরীতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। একটু ঘুমিয়েও পড়ি। ঘুম ভাঙতেই তোমরা যে পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছিলে সেটা খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে সবই শুনতে পেয়ে গেলাম। তোমরা জানলার বাইবেই ছিলে।'

'এই সব?' কলিন হতাশ হয়ে বলে উঠলো। 'কি সহজ ব্যাপার!'

'বলেছিলাম তো', এরকুল পোয়ারো হেসে বলে উঠলেন, 'দেখলে? তোমরা হতাশ হয়েছো?'

'যাক', মাইকেল বলে উঠলো, 'অন্ততঃ আমরা সবই জেনে গেছি।'

'তাই কি?' পোয়ারো স্বগতোক্তি করলেন। 'আমি সব জানতে পারিনি। আমি, যার কাজই হলো সবকিছু জানা।'

পোয়ারো একটু মাথা ঝাঁকিয়ে হলের মধ্যে হেঁটে চলেছিলেন। সম্ভবতঃ বিশ বারই হবে তিনি পকেট থেকে কিছুটা ময়লা ধরনের কাগজের টুকরোটা বের করলেন। ওতে লেখা ছিল 'কিসমিসের' পুডিং দয়া করে খাবেন না। আপনার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী।'

চিন্তান্বিতভাবে মাথা ঝাঁকালেন এরকুল পোয়ারো। তিনি সবকিছুই ব্যাখ্যা করতে পারলেও এটা পারছেন না। দারুণ লজ্জাষ্কর ব্যাপার! কে লিখেছে এটা? কেনই বা লিখেছে? এটা না জানা পর্যন্ত তার মনে শান্তি থাকবে না। আচমকা নিঃশ্বাস টানার শব্দ শুনে তার চমক লাগলো। তিনি তাড়াতাড়ি নিচে তাকালেন। মেঝের উপর ময়লা সাফাই করার পাত্র আর ঝাড়ু হাতে মাথায় কাপড় বেঁধে একজন সাফাই করে চলেছিলো। গোল গোল চোখে সে পোয়ারোর হাতের কাগজের টুকরোর দিকে তাকিয়েছিলো।

'ওহ্ স্যার', মেয়েটি বলে উঠলো। 'ওঃ স্যর, কিছু মনে করবেন না, স্যর।'

'তুমি কে বাছা?' পোয়ারো মিষ্টি স্বরে জানতে চাইলেন।

'অ্যানী বেটস, স্যার। আমি মিসেস রসকে সাহায্য করতে এসেছি। করা উচিত নয় এমন কিছু করতে চাইনি স্যর।'

পোয়ারোর মনে একটু আলোর রেখা জেগে উঠলো। তিনি ময়লা কাগজের টুকরোটা বাড়িয়ে ধরলেন।

'এটা তুমিই লিখেছিলে, অ্যানী?'

'কোন ক্ষতি করতে চাইনি, স্যার—আমি...।'

'নিশ্চয়ই তা চাওনি, অ্যানী', পোয়ারো ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'ব্যাপারটা খুলে বলো তো। এটা কেন লিখলে?'

'মানে...ওরা দুজনে, স্যর। মিঃ লী-ওর্টলে আর তার বোন। তবে ওনার বোন নয় আমরা জানতাম। আমরা কেউই তা বিশ্বাস করিনি। আর ওর কোন অসুখও ছিলো না—এটা আমাদের বলতে হবে না। আমরা সবাই বুঝেছিলাম অদ্ভুত কিছু একটা চলছে। আমি বলছি, স্যর। আমি ওর বাথরুমে ছিলাম তখনই শুনতে পেলাম। লোকটা ওর ঘরে ছিলো—ওরা কথা বলছিলো। আমি সব পরিষ্কার শুনতে পেলাম। সে বলছিলো, 'ওই গোয়েন্দাটা—ওই যে পোয়ারো লোকটা এখানে আসছে। এ ব্যাপারে কিছু একটা আমাদের করতেই হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকটাকে পথ থেকে সরাতে হবে।' তারপরেই সে অতি বিচ্ছিরি সুরে বললো চাপা গলায়, 'ওটা কোথায় রেখেছো?' তাতে ওর বোন জবাব দিলো, 'পুডিংয়ের মধ্যে'। ওঃ স্যার, শুনেই আমার বুকটা ধরাস করে লাফিয়ে উঠেছিলো যেন ওটার গতি বন্ধ হয়ে যাবে। আমি বুঝলাম, স্যার ওরা আপনাকে বিষ খাওয়াতে চায় বড়দিনের পুডিং দিয়ে। কি করা দরকার ভেবে পেলাম না, স্যার। মিসেস রসকে বললে শুনবেন না। তাই ভাবলাম আপনাকে লিখে সাবধান করবো। তাই কাগজে

লিখে আপনার বালিশের উপর রেখে দিয়েছিলাম', হাঁফাতে হাঁফাতে থামলো অ্যানী।

পোয়ারো গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ ওকে পর্যবেক্ষণ করলেন।

'খুব উত্তেজনাকব সিনেমা দেখো বোধহয় তুমি, অ্যানী', শেষ অবধি বললেন পোয়ারো। 'নাকি টেলিভিশন দেখে এরকম হচ্ছে? তবে তোমার মনটা ভালো, আর বেশ বুদ্ধিও আছে। আমি লণ্ডনে ফিরলে তোমাকে একটা উপহার পাঠিয়ে দেবো।'

'ওঃ ধন্যবাদ স্যার। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ স্যার।'

'কি রকম উপহার চাও, অ্যানী?'

'ওঃ ধন্যবাদ স্যার। আমার পছন্দ মতো পেতে পারি স্যার?'

'মোটামুটি,' এরকুল পোয়ারো বললেন, 'হ্যাঁ'।

'ওঃ স্যার, একটা ভ্যানিটি বক্স পেতে পারি স্যার? ওই মিঃ লীওর্টলের বোনের —যদিও জানি বোন নয়, তার যেরকম ছিলো?'

'হ্যাঁ', পোয়ারো বললেন, 'হ্যাঁ, 'মনে হয় অসুবিধা হবে না।'

আপন মনে এবাব তিনি বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য। কদিন আগেই যাদুঘরে এরকম একটা বাক্স দেখেছিলাম—ব্যাবিলন না কোথাকার, প্রায় হাজার হাজার বছরের পুরনো—প্রসাধনী বাক্স। স্ত্রীলোকের মন একটুও বদলায় না দেখছি।'

'মাপ করবেন, স্যার?' অ্যানী বলে উঠলো।

'না, না, কিছু না,' পোযারো বললেন, 'আমি চিন্তা করছিলাম। তোমার ভ্যানিটি বাক্স পাবে, বাছা।'

'ওঃ ধন্যবাদ, স্যাব অসংখ্য ধন্যবাদ,' অ্যানী বিদায় নিলো। ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন পোয়ারো।

'আহ্', আপন মনে এবার তিনি বলে উঠলেন, 'এবার যেতে হবে—। এখানে আর কিছু করার নেই।'

আচমকা এক জোড়া হাত তার গলা জড়িয়ে ধরলো।

'ডালপালাগুলোর নিচে যদি একটু দাঁড়ান—', ব্রিজেট বলে উঠলো।

খুবই উপভোগ করলেন এটা এরকুল পোয়ারো। সত্যিই খুবই ভালো লাগলো তাঁর। আপন মনেই তিনি বলে উঠলেন এবারের বড়দিনের সমযটা বেশ চমৎকার উপভোগ কবতে পেরেছেন তিনি।

অনুবাদ ঃ ✍ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

ডাবল সিন

বন্ধুবর পোয়ারোর সঙ্গে দেখা করতে ওব বাড়ি পৌছতেই বেচারিকে মারাত্মক রকম খাটুনির শিকার বলে মনে হলো। বিখ্যাত এবকুল পোয়ারোর কাজে লাগানো ঝোঁক এমনই প্রবল হয়ে উঠেছিলো যে সমস্ত ধনী মহিলাই তাদের ব্রেসলেট থেকে পোষা বিড়ালছানা হারানোর জন্যে তাকেই চাইছিলো। আমার এই বন্ধুটি ফ্লেমিশ মিতব্যয়িতা আর শৈল্পিক ঝোঁকের এক আশ্চর্য মিশ্রন বলা যায়। আগ্রহ না থাকলেও নিছক প্রথমটির টানেই সে বহু মামলাই হাতে নিতো।

এছাড়াও অর্থকরী পুরস্কারের আশা না থাকলেও পোয়ারো ঢের কাজ হাতে নিতো যেহেতু সেটা ওর আগ্রহ জাগাতো। এব ফলে ওর খাটুনির মাত্রাই বেড়ে যেতো। ও নিজে কথাটা স্বীকারও করে যার ফলে এক সপ্তাহ ছুটি কাটানোর জন্য দক্ষিণ উপকূলের বিখ্যাত এবারমাউথে ওকে নিয়ে যেতে তেমন চেষ্টা করতে হয়নি।

বেশ আরামে চারদিন কাটানোব পর একদিন একখানা খোলা চিঠি হাতে পোয়ারো এসে দাঁড়ালো।

'হেস্টিংস, আমার বন্ধু যোশেফ অ্যারনকে মনে আছে। যে থিয়েটারের এজেন্ট?'

একটু ভেবে বললাম, মনে আছে। ঝুলঝাড়াওয়ালা থেকে ডিউক পর্যন্ত পোয়ারোর অসংখ্য বন্ধুদের মনে রাখাও শক্ত।

'এখন কথা হলো, হেস্টিংস, যোশেফ অ্যারন বয়েছে শার্লক বে'তে। শরীর মোটেই ভালো নয়, একটা ছোট্ট ব্যাপারে ওকে ঝামেলায় ফেলেছে। ও তাই আমায় যেতে লিখেছে। অতএব ওর অনুরোধ আমাকে রক্ষা করতেই হবে। যোশেফ অ্যারন বড়ো বিশ্বস্ত বন্ধু আমার, অতীতে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি ওর কাছে।'

'নিশ্চয়ই', বললাম।' শার্লক বে নিশ্চয়ই চমৎকার জায়গা—তবে আগে সেখানে যাইনি।'

'তাহলে কাজের সঙ্গে মজা লোটা যাক', পোয়ারো বললো। 'ট্রেণের সময়টা তাহলে একটু দেখবে?'

'বোধহয় বার দুই বদলাতে হবে', বললাম। 'দক্ষিণ ডেভন উপকূল থেকে উত্তরে যাওয়া প্রায় একদিনের ধাক্কা।'

যাই হোক খোঁজ নিয়ে জানলাম এক্সিটারে একবার মাত্র বদল করেই যাওয়া যাবে। তাড়াতাড়ি পোয়ারোকে জানানোর জন্য ফিরে আসার মুখে দ্রুতগামী বাসের এক অফিসের সামনে একটা লেখায় চোখ পড়লো আমার ঃ

'আগামী কাল শার্লক বে অভিমুখে সারাদিনের ভ্রমন। যাত্রা সকাল সাড়ে আটটা। ডেভনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করুন।'

কিছু টুকিটাকি খোঁজ খবর নিয়ে বেশ উৎসাহ নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ পোয়ারোকে কিছুতেই আমার দিকে টানতে পারলাম না।

‘বন্ধু। মোটরের উপর তোমার এত টান কেন? ট্রেন কেমন চমৎকার, ভাবো। চাকা ফাটার ভয় নেই, দুর্ঘটনা হয় না। বেশি বাতাস লাগেনা। লাগলে জানালা বন্ধ করে দাও, ব্যাস ধুলোও ঢুকবে না।’

আমি বলার চেষ্টা করলাম টাটকা বাতাসেই আমার লোভ, তাই বাসে যেতে ভালো লাগে।

‘যদি বৃষ্টি হয়? তোমাদের ইংরেজী বেতার আবহাওয়া ঠিক থাকেনা।’

‘ঢাকার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া তেমন বৃষ্টি হলে ভ্রমন নাকচ হয়ে যাবে।’

‘আহ্!’ পোয়ারো বলে উঠলো। ‘তাহলে আশা করতে পারি তাই যেন হয়।’

‘অবশ্য তোমার এরকম মনে হলে...।’

‘আরে না, না, বন্ধু, তুমি যখন মন ঠিক করে ফেলেছো বাসেই যাওয়া যাবে। আমার গ্রেটকোট আর দুটো মাফলার রয়েছে’, দীর্ঘশ্বাস ফেললো পোয়ারো। ‘কিন্তু শার্লক বে’তে যথেষ্ট সময় পাবো তো?’

‘তার মানে রাতটা ওখানে কাটানো। বাস যাচ্ছে ডার্টমুর ঘুরে। আমরা মধ্যাহ্নভোজ সারবো মঙ্কহ্যাম্পটনে। চারটেয় শার্লক বে পৌঁছব। পাঁচটায় আবার রওয়ানা হবে বাস।’

‘অতএব।’ পোয়ারো বললো, ‘আমরা কিছু টাকা নিশ্চয়ই ফেরত পাবো। যেহেতু আমরা ফিরছি না।’

‘তা মনে হয় না।’

‘একটু চাপ দিতে চেষ্টা কোরো।’

‘এরকম নীচতা দেখানো ঠিক হবে না, পোয়ারো।’

‘বন্ধু, এটা নীচতা নয়। এ হলো ব্যবসায়িক বুদ্ধি। আমি লক্ষপতি হলেও ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে এক পয়সাও বেশি দিতাম না।’

যা ভেবেছিলাম তাই হলো, পোয়ারোই হেরে গেলো। ভ্রমন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীটি কিছুতেই পয়সা ফেরত দিতে রাজি হলোনা। বরং আমরা যাতে ফিরতি ভ্রমণ করি তার জন্য চাপ দিয়ে, এমনকি মাঝপথে নেমে যাওয়ার জন্য বাড়তি পয়সা দাবী করলো। পোয়ারো হতাশ হয়েই টাকা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

‘ইংরেজদের অর্থকরী বুদ্ধি বড় কম’, গজগজ করলো পোয়ারো। ‘একজন তরুণকে লক্ষ্য করেছো, হেস্টিংস? সে পুরো টাকা দিয়ে মঙ্কহ্যাম্পটনে নেমে পড়ার কথা বলছিলো।’

‘লক্ষ করিনি, আসলে আমি ...।’

‘তুমি ওই সুন্দরী যুবতীকে দেখছিলে, সে আমাদের পাশের পাঁচ নম্বর আসনটাই পেয়েছে। হ্যাঁ, বন্ধু, আমি দেখেছি। কারণ আমি যখন ১৩ আর ১৪ নম্বর সিটটা নিতে চাইছি তুমি বেশ ধাক্কা মেরে এগিয়ে গিয়ে ৩ আর ৪ নম্বর সিটটা নিয়েছিলে।

‘কি সব বলছো, পোয়ারো’, লাল হয়ে বললাম।

‘লালচে চুল—সব সময় লালচে চুল।’

‘ওই অদ্ভুত তরুণের চেয়ে মেয়েটা নিশ্চয়ই দেখার যোগ্য।’

‘সেটা তোমার উপর নির্ভর করে। আমার কাছে ওই তরুণই আগ্রহের।’ পোয়ারোর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিলো যার জন্য চমকে তাকালাম। ‘কেন? কি বলতে চাইছো?’

'ওহ্। উত্তেজিত হয়োনা। যদি বলি আগ্রহের কারণ হলো সে গোঁফ রাখার চেষ্টা করলেও ফলাফল দুঃখজনক।' নিজের গোঁফে আলতো স্পর্শ করলো পোয়ারো। 'এ একটা শিল্প। এই গোঁফ রাখা। তাই একাজ যে করে তার প্রতিই আমার সহানুভূতি।'

পোয়ারো যে কখন গুরুত্ব দিয়ে কথা বলছে আর কখনই বা ঠাট্টা করছে বোঝা শক্ত। তাই চুপ করেই রইলাম।

পরদিন সকালে ঝলমলে রোদ দেখা দিলো। সত্যিই চমৎকার দিন। অবশ্য পোয়ারো কোন ঝুঁকি নিলোনা। ও পরলো পশমের ওয়েস্টকোট, ভারি একটা ওভারকোট, দুটো মাফলার আর মোটা বুট। কিছু ওষুধও খেয়ে নিলো ও।

আমাদের সঙ্গে রইলো ছোট্ট দুটো সুটকেশ। গতকালের দেখা সেই সুন্দরী মেয়েটিরও সঙ্গে ছিলো ছোট একটা সুটকেশ, পোয়ারোর সহানুভূতি পাওয়া তরুণেরও তাই। এছাড়া আর কারও কোন মাল না থাকায় ড্রাইভার চারটে সুটকেশ সরিয়ে রাখার পর আমরা বসলাম।

পোয়ারো বেশ দুষ্টুমি করেই জানালার ধারের সিটটাই আমাকে দিলো, যেহেতু আমার টাটকা বাতাস চাই। ও নিজে নিলো মেয়েটির পাশের আসন। অবশ্য একটু পরেই ও আসন বদল করলো কারণ ৬ নম্বর সিটের যাত্রী বড় বেশি শব্দ করছিলো। পোয়ারো মেয়েটিকে অনুরোধ জানালো সিটটা বদল করার জন্য আর সে সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হলো। এরপর আমরা তিনজন নানা আলোচনায় মেতে উঠলাম।

মেয়েটির সত্যিই কম বয়স, উনিশের বেশি নয়। সে ভ্রমণের কারণও জানালো। ও ওর পিসীর হয়ে ব্যবসায়িক কাজেই চলেছে, পিসীর এবাবমাউথে সুন্দর একটা পুরনো জিনিসের দোকান আছে। তিনি তার বাবার মৃত্যুর পর সামান্য অর্থে একটা ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসা ফুলে উঠে তার বেশ নামও হয়েছে। মেয়েটি, যার নাম মেরী ডুরান্ট, সে পিসীর কাছে এসে ব্যবসায় যোগ দেয়—সেটা কোন নার্শরীর গভর্নেস হওয়ার চেয়ে ঢের ভালো।

পোয়ারো সব শুনে আগ্রহের সঙ্গে বললো, 'মনে হচ্ছে, মাদমোয়াজেল সফল হবেন। তবে ছোট্ট একটা পরামর্শ দিচ্ছি। সকলকে বিশ্বাস করবেন না, মাদমোয়াজেল। সারা দুনিয়ায় শুধু ছড়িয়ে আছে বদমাইশ আর বাজে লোকেরা। এমন কি এই কোচেও থাকতে পারে তারা। তাই সব সময় সন্দেহ করে সতর্ক থাকা উচিত।'

মেয়েটি প্রায় হাঁ হয়ে তাকালো।

'হ্যাঁ, যা বলছি সব সত্যি। কে বলতে পারে? এই যে আমি কথা বলছি, আমিও খুব ক্ষতিকর হয়ে থাকতে পারি।'

পোয়ারোর চোখে হাসির ঝিলিক খেলে গেলো ওকে অবাক হতে দেখে।

আমরা মধ্যাহ্নভোজের জন্য মঙ্কহ্যাম্পটনে থামলাম। পোয়ারো পরিবেশকের সঙ্গে কথা বলে একটা জানালার পাশে তিনজনের বসার ব্যবস্থা করলো। বাইরে বিরাট চত্বরে বাকি যাত্রীদের ভিড় উপচে পড়েছিলো। হৈ চৈও কানে আসছিলো। কথায় কথায় মেরী ডুরান্ট বললো, 'এবার-মাউথে গ্রীষ্মে প্রচুর ভিড় হয়। পিসী বলেন আগে এমন হতনা। আজকাল ফুটপাথে প্রায় হাঁটা যায়না।'

'ব্যবসার পক্ষে এটা ভালোই, মাদমোয়াজেল।'

'আমাদের কাছে নয়। আমরা শুধু দুষ্প্রাপ্য আর দামী জিনিসই বিক্রি করি। সস্তার জিনিসের কারবার আমরা করিনা। সারা ইংল্যাণ্ড জুড়েই আমার পিসীর মক্কেল ছড়ানো। কেউ কোন বিশেষ আমলের টেবিল বা চেয়ার বা চীনামাটির জিনিস চেয়ে পিসীকে চিঠি লিখলেই তিনি তার ব্যবস্থা করে দেন। এবারও ঠিক তাই হয়েছে।'

আমাদের বেশ আগ্রহ জেগে ওঠায় মেরী ডুরান্ট জানালো এক আমেরিকান ভদ্রলোক, মিঃ জে. বেকার উড ছোট জিনিসের মস্ত সমজদার। এই রকম একটা সেট বাজারে আসার পর মেরীর পিসী মিস এলিজাবেথ পেন সেটা কিনে নেন। পিসী এরপর মিঃ উডকে চিঠি লিখে তাতে একটা দামের উল্লেখ করেন, মিঃ উড সঙ্গে সঙ্গেই সেটা কিনতে রাজী হন। তবে আগে জিনিসটা তিনি দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি রয়েছেন শার্লক বে'তে আর মেরী ডুরান্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে কাজটির জন্যই যাচ্ছে।

'জিনিসগুলো খুবই সুন্দর', ও বললো। তবে এরজন্য কেউ এতটাকা খরচ করতে পারে ভাবতেই পারি না। প্রায় পাঁচশ পাউণ্ড! একবার ভাবুন। জিনিসটা কসওয়েয়ের তৈরি। আমি কিন্তু অতশত বুঝিনা।'

হাসলো পোয়ারো। 'আপনি এখনও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন নি।'

'সত্যিই আমার তেমন শিক্ষাও নেই', মেরী দুঃখিত ভাবে বললো।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মেরী। তারপরেই অবাক হয়ে ও বড় বড় চোখে তাকালো। ওর দৃষ্টি জানালার বাইরে চত্বরের দিকেই। আচমকা উঠেই ও দ্রুত ছুটে বেরিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে ও ফিরে এসে মাপ চাইলো।

'এইভাবে ছুটে যাওয়ার জন্য দুঃখিত। মনে হলো কেউ গাড়ি থেকে আমার সুটকেশটা নামিয়ে নিচ্ছে। লোকটার কাছে ছুটে গিয়ে দেখলাম ওটা তারই, হুবহু আমারটার মতই। নিজেকে বড্ড বোকা বোকা মনে হচ্ছিলো, লোকটাকে প্রায় চুরির দায়ে ফেলেছিলাম।' ও হেসে উঠলো।

পোয়ারো অবশ্য হাসলো না। 'লোকটা কি রকম, মাদমোয়াজেল? বর্ণনা করুন তো।'

'গায়ে বাদামী সুট। বেশ পাতলা চেহারা, ঠোঁটের উপর অদ্ভুত গোঁফ।'

'আহ্', পোয়ারো বলে উঠলো। 'আমাদের গতকালের বন্ধু, হেষ্টিংস। লোকটিকে চেনেন, মাদমোয়াজেল? আগে দেখেছেন?'

'না, কখনও না, কেন?'

'এমনিই। বেশ অদ্ভুত লাগলো, তাই!'

পোয়ারো এরপর চুপচাপ বসে রইলো কথার্বাতায় অংশ নিলনা। হঠাৎ মেরী ডুরান্ট কিছু বলতেই ওর টনক নড়লো।

'আহ্, মাদমোয়াজেল, কি বললেন?'

'বললাম ফেরার সময় ওই ক্ষতিকর কারও সম্পর্ক সতর্ক থাকতে হবে। আপনি যা বলেছেন। মিঃ উড বোধহয় নগদ টাকাই দেবেন, প্রায় পাঁচশ পাউণ্ড। কারও নজর আমার উপর পড়তেই পারে।'

মেরী আবার হেসে উঠলেও পোয়ারো সাড়া দিলেন না, উল্টে ও জিজ্ঞাসা করলো শার্লকবেতে কোন হোটেলে ও উঠেছে।

'অ্যাঙ্কর হোটেল, হোটেলটা ছোট, বেশী খরচও হবে না, তবে বেশ ভালো।'

তাহলে অ্যাঙ্কর হোটেল!' পোয়ারো বললো। 'ওখানেই তো হেষ্টিংসও উঠবে ঠিক করেছে। আশ্চর্য ব্যাপার!'

পোয়ারো আমাকে লক্ষ্য করে বললো।

'আপনারাও শার্লক বে'তে থাকবেন?' মেরী প্রশ্ন করলো।

'মাত্র এক রাত।' সেখানে কাজ রয়েছে। আমাব পেশা কি আপনি বোধহয় আন্দাজ করতে পারেননি, মাদমোয়াজেল?'

বুঝতে পারলাম নানা রকম পেশার কথা মনে মনে ভাবলেও ও মনস্থিব করতে পারলো না—সম্ভবত সতর্কতার জন্যই। শেষ পর্যন্ত ও বলে ফেললো পোয়ারো একজন যাদুকর। পোয়ারো বেশ মজা পেলো কথাটায়। 'আহ্! দারুণ আবিষ্কার বটে! তাহলে আপনার ধারণা টুপির মধ্যে থেকে আমি খরগোস বের করি? না, মাদমোয়াজেল। আমি যাদুকরের একেবারে উল্টো। যাদুকরের কোন জিনিস অদৃশ্য করে ফেলা, আমার কাজ সেগুলো খুঁজে বের করা।'

কথাটার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতেই নাটকীয় ভঙ্গীতে ঝুঁকে পড়লো পোয়ারো। 'কথাটা গোপনীয়, মাদমোয়াজেল, আমি তবু আপনাকে বলবো। আমি একজন গোয়েন্দা।'

পোয়ারো চেয়ারে দেহ এলিয়ে নিজের কথার প্রতিক্রিয়া উপভোগ করতে চাইলো। মেরী ডুরান্ট প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেলো। অবশ্য তার কথাবার্তার সুযোগ ছিলনা কাবণ ঘোষণা হলো যন্ত্রদানব এখনই যাত্রা শুরু করতে চলেছে।

আমি আমাদের মধ্যাহ্নভোজের সঙ্গিনীর আকর্ষণের কথা বলতেই পোয়ারো সেকথা স্বীকার করলো।

'হ্যাঁ, মাদমোয়াজেল আকর্ষণীয়া। তবে একটু বোকা।'

'বোকা?' আমি অবাক হলাম।

'রাগ কোরোনা । লালচুল থাকলেও কোন মেয়ে বোকা হতে পারে। বোকা না হলে দুজন অপরিচিত পুরুষকে বিশ্বাস করে?'

'ও বুঝতে পেরেছে আমরা সাচ্চা।'

মূর্খের মতই বলছো, বন্ধু। নিজের কাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যে কোন লোককেই ঠিক মনে হবে। নিজের কাছে যে পাঁচশ পাউন্ড থাকবে এটা বলাই উচিত। আসলে পাঁচশ পাউন্ড এখনই রয়েছে।'

'ওর কাছে যে জিনিস রয়েছে?'

'ঠিক। টাকা আর এর মধ্যে কোনই তফাৎ নেই, বন্ধু ।'

'কিন্তু আমরা ছাড়া কথাটা কেউই জানেনা।'

'জানে বন্ধু, জানে। পরিবেশক, পাশের টেবিলের ওরা। আর নিঃসন্দেহে এবারমাউথেরও অনেক! মাদমোয়াজেল ডুরান্ট সুন্দরী তবে আমি যদি মিস এলিজাবেথ পেন হতাম তাহলে আমার সহকারীকে প্রথমেই সাধারণ কিছু বুদ্ধি বাতলে দিতাম।' একটু থামার পর সম্পূর্ণ অন্যস্বরে পোয়ারো বললো, 'প্রিয় হেষ্টিংস, আমরা মধ্যাহ্নভোজে ব্যস্ত থাকার সময় একটা সুটকেস টেনে নেবার মত সহজ কাজ আর নেই।'

'ওহ্! কিন্তু লোকে সেটা নিশ্চয়ই দেখে ফেলবে।'

'কিন্তু তারা কি দেখবে ঐ কেউ তার লাগেজ সবাচ্ছে। এতে কোন সন্দেহই হবার কারণ নেই, কেউ বাধাও দেবে না।'

'তাহলে বলতে চাও, পোয়ারো—ওই—ওই বাদামী পোশাকের লোকটা নিজের সুটকেসই বের করেছিলো।'

ভ্রু কোঁচকালো পোয়ারো। 'তাই মনে হয়। যাই হোক, আমার আশ্চর্য লাগছে হেস্টিংস গাড়ি পৌঁছানোর পরে সে সুটকেসটা নেয়নি কেন? লক্ষ্য করেছো, সে মধ্যাহ্ন ভোজেও আসেনি।'

'মিস ডুরান্ট জানালার কাছে না বসলে ওকে দেখতে পেত না,' বললাম।

'আর যেহেতু সুটকেসটা তার নিজেরই, তাতে কিছু যেত আসতো না,' পোয়ারো বললো। 'যাক ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া যাক আপাততঃ।'

যাই হোক আবার বাসে আসন গ্রহণ করাব পর যন্ত্রদানব ছুটতে শুরু করতেই পোয়ারো মেরী ডুরান্টকে আরও একদফা উপদেশ দিতে লাগলো অচেনা মানুষের সঙ্গে পরিচয় সম্পর্কে। মিস ডুরান্ট অবশ্য ব্যাপারটা ঠাট্টা বলেই মনে কবলো।

প্রায় চারটের সময় আমরা শার্লক বে'তে পৌঁছালাম আর সৌভাগ্যবশতঃ অ্যাঙ্কর হোটেলে ঘরও পেয়ে গেলাম। বেশ পুরেনো বনেদী একটা হোটেল।

পোয়ারো সবেমাত্র দরকারী জিনিস সুটকেশ থেকে বেব করার পর যোশেফ অ্যারনের সঙ্গে দেখা কবতে যাবে বলে গোঁফে একটু প্রসাধন লাগাচ্ছিল। ঠিক তখনই দরজায় জোরালো শব্দ বেজে উঠলো। 'ভিতরে আসুন' বলতেই ঝড়ের বেগে মিস ডুরান্টকে ঢুকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। রক্তশূণ্য মুখ, চোখে জল টলটল করছিলো ওর।

'মাপ করবেন—কিন্তু—ভয়ানক একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। আপনি একজন গোয়েন্দা, তাই না?' মেরী ডুরান্ট বলে উঠলো এবার পোযারোকে।

'কি হয়েছে, মাদমোয়াজেল?'

'আমি সবে সুটকেশটা খুলেছিলাম। মূর্তিগুলো একটা কুমীরের চামড়ার ব্যাগে ছিলো, তালা দেওয়া। এখন দেখুন!'

মেরী একটা চৌকো কুমীরের চামড়াব ব্যাগ এগিয়ে ধবলো। ঢাকনাটা খোলা। পোয়ারো ওটা হাতে তুলে নিলো। তালাটা জোর করেই খোলা হয়েছে। পরিষ্কাব দাগ ফুটে উঠেছিলো। পরীক্ষা কবে মাথা নাড়লো পোয়ারো।

'মূর্তিগুলো?' ও প্রশ্ন করলো, যদিও এর উত্তব দুজনেই জানতাম।

'নেই। চুরি হয়ে গেছে। ওহ্। এখন কি করবো জানি না!'

'চিন্তা করবেন না,' বললাম। 'আমার বন্ধু এরকুল পোয়ারো রয়েছে। ওর নাম নিশ্চয় শুনেছেন? পারলে ওই জিনিসগুলো উদ্ধার করতে পাববে।'

মঁসিয়ে পোয়ারো? সেই বিখ্যাত মঁসিয়ে পোয়ারো?'

পোয়ারো যে মেরীর গলায় শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজের নাম উচ্চারণ শুনে বেশ খুশি সেটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলোনা। 'হ্যাঁ, আমিই। আপনার এ-ব্যাপারটা আমার হাতেই ছেড়ে দিতে পারেন। যা করনীয় নিশ্চয়ই করবো, তার আমার ভয় হচ্ছে—বড় দেরী হয়ে গেছে। আপনার সুটকেশের

হুড়কোও জোর করে খোলা হয়েছে?'

মাথা নাড়লো মেরী।

'দয়া করে একবার দেখাবেন, চলুন।'

আমরা ওর ঘরে গেলাম এবার আর পোয়ারো সুটকেশটা গভীর মনযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করলো। একটা চাবি দিয়েই ওটা খোলা হয় সেটাই বোঝা গেলো।

'এর কারণ কি জানো, হেস্টিংস?' পোয়ারো বললো। 'এই ধরনের সব সুটকেশেরই চাবি একই রকম। যাই হোক পুলিশে খবরটা জানাতে হবে আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিঃ বেকার উডের সঙ্গেও দেখা করতে হবে। ওটা আমিই করবো।'

এরপর আমরা বেরিয়ে আসতে পোয়ারোকে প্রশ্ন করলাম, ও বেশি দেরী হয়ে গেছে বলে কি জানাতে চেয়েছে।

পোয়ারো বললো, 'আমি বলেছিলাম আমি যাদুকরের একেবারে উল্টো। আমি অদৃশ্য জিনিস ফিরিয়ে আনতে পারি—কিন্তু ধরো কেউ যদি আমার আগেই কাজ শেষ করে থাকে? বুঝতে পারছো না? বেশ, এক মিনিটের মধ্যেই পারবে।'

পোয়ারো একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে গেলো। পাঁচ মিনিট পরে বেশ গম্ভীর মুখেই ও বেরিয়ে এলো। 'যা ভেবেছিলাম তাই। একজন মহিলা আধ ঘণ্টা আগে মিঃ বেকার-উডের কাছে মূর্তিসহ হাজির হয়। সে মিস এলিজাবেথ পেনের কাছ থেকে আসছে বলে। মূর্তিগুলো দেখে দারুন খুশি হয়ে মিঃ পেন সঙ্গে সঙ্গেই দাম দিয়ে দেন।'

'আধঘণ্টা? আমার এখানে আসার আগেই?'

পোয়ারো হাসলো। 'এটা গতির যুগ, এবং মোটরের। মঙ্কহ্যাম্পটন থেকে একঘণ্টাতেই পৌঁছনো যায়।'

'আমাদের এখন করণীয় কি?

'আমার প্রিয় হেস্টিংস—সবসময়েই বাস্তব। আমরা পুলিশে জানাবো—মিস ডুরাণ্টের জন্য যা করণীয় তাই করবো। আর এবার মিঃ বেকার-উডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কাজ।'

বেচারি মেরী ডুরাণ্ট খুবই ভেঙে পড়েছিলো কারণ পিসী অত্যন্ত রাগ করবেন ভেবে।

'সেটা হয়তো করবেনই; হোটেল সী সাইডের দিকে মিঃ উডের সঙ্গে দেখা করতে রওয়ানা হতে পোয়ারো বললো। 'সেটাই উচিত। পাঁচশ পাউণ্ডের জিনিসভরা সুটকেশ ফেলে রেখে মধ্যাহ্নভোজে যাওয়া! যাই হোক বন্ধু, এই ঘটনায় দু একটা অদ্ভুত সূত্র আছে। ওই ব্যাগটা, ওটা কেন জোর করে খোলা হলো?'

'মূর্তিগুলো সরানোর জন্য।'

'কিন্তু সেটা বোকামি নয়? ধরা যাক চোর সকলের সামনে মধ্যাহ্নভোজের সময় নিজের সুটকেশ বের করার অছিলায় মাল সরাতে চায়। তার পক্ষে সুটকেশ খুলে ব্যাগটা নিজের সুটকেশে ঢোকালেই তো ভাল। জোর করে খুলতে চেয়ে সময় নষ্ট করা কেন?'

'হয়তো মূর্তিগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া', বললাম।

পোয়ারো কথাটা স্বীকার করলো না। ইতিমধ্যে আমরা মিঃ উডের সুইটে পৌঁছে গেলাম। লোকটাকে আমার আদৌ পছন্দ হলোনা।

বেশ ভারি কদাকার চেহারার মানুষ মিঃ উড। জবরজং পোশাক দেহে, আঙুলে দামী হীরের আঙটি।

পোয়ারোর প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন তিনি কোন গোলমাল দেখেন নি। মহিলাটি মূর্তি এনেছেন দেখে খুশি হয়েই তিনি নগদ টাকা দিয়ে দেন। নম্বর লিখে রেখেছেন নোটের? না, রাখেন নি। মিঃ পোয়ারোকে বললেন আর এসব প্রশ্নই করছেন কেন?

পোয়ারো এবার বললো, 'আর কোন প্রশ্ন করবো না, মঁসিয়ে। শুধু জানতে চাই মহিলাটি দেখতে কি রকম। অল্পবয়সী আর সুন্দরী?'

'না, স্যার, মোটেই না। লম্বা, মধ্য বয়স্কা, পাকা চুল, ঠোঁটের উপর হালকা গোঁফের রেখা। কোন মোহিনী অবশ্যই না।'

এরপর বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

'পোয়ারো', প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম। 'গোঁফের কথাটা শুনলে?'

'আমার কান খোলাই ছিলো, হেস্টিংস। ধন্যবাদ।'

'কি যাচ্ছেতাই লোকটা।'

'হ্যাঁ, চালচলন তেমন ভালো নয় কথাটা ঠিক', পোয়ারো বললো।

'যাই হোক চোর ধরতে আর বাধা নেই। ঠিক চেনা গেছে।'

'তুমি বড্ড সরল, হেস্টিংস। অজুহাত বলে একটা কথা আছে, জানো?'

'লোকটার অজুহাত আছে বলতে চাও?' বললাম।

পোয়ারো যা উত্তর দিলো সেটা আশা করিনি। 'তাই আশা করছি।'

'তোমার স্বভাবই এই', বললাম। 'সব সময় গোলমাল চাও।'

'ঠিক বলেছো, বন্ধু। তোমরা যেমন বলো—শীতে বসে থাকা পাখি আমার পছন্দ নয়—।'

পোয়াবোর ভবিষ্যৎবাসী ঠিকই হলো। বাদামী পোশাকের আমাদের সেই সঙ্গীর নাম জানা গেলো মিঃ নর্টন কেন। তিনি সোজা মঙ্কহ্যাম্পটনের জর্জ হেটেলে চলে যান। সেখানেই বিকেল পর্যন্ত ছিলেন। তার বিরুদ্ধে একমাত্র সাক্ষ্য হতে পারে মিস ডুরান্ট মধ্যাহ্নভোজের সময় তাকে তার সুটকেশ বের করতে দেখেন।

'এবং ব্যাপারটা অবশ্য সন্দেহজনক নয়', পোয়ারো চিন্তান্বিত স্বরে বললো। এই মন্তব্যের পবেই পোয়ারো গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো। প্রশ্ন করতে ও শুধু বললো ও গোঁফ সম্বন্ধে চিন্তা কবছে আর আমাকেও তাই করতে বললো।

ইতিমধ্যে জানতে পারলাম পোয়ারো যোশেফ অ্যারনের কাছ থেকে মিঃ বেকারউড সম্পর্কে কিছু শুনেছিলো। দুজনে যেহেতু একই হোটেলে ছিলেন। ও যাই জানুক আমাকে জানালো না।

মেরী ডুরাণ্টও ইতিমধ্যে পুলিশের জেরার কাজ মিটলে সকালের ট্রেনে এবারমাউথ রওয়ানা হয়ে যায়। আমরা যেশেফ অ্যারনের সঙ্গেই মধ্যাহ্নভোজ সমাধা করলাম। এরপরেই পোয়ারো জানালো যোশেফ অ্যারনের সমস্যারও সমাধান করে ফেলেছে। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এবারমাউথ ফিরতে পারি।

'এবাব কিন্তু রেলপথেই ফিরবো', পোয়ারো বললো। 'পকেটমারের ভয়ে না আবার কোন সুন্দরীর বিপদ ঘটবে ভাবছো?' এবারমাউথে ফিরে মামলাটার নিষ্পত্তি করতে চাই।'

'মামলা?'

'অবশ্যই, বন্ধু। মাদমোয়াজেল ডুরান্ট ওকে সাহায্য করতে বলেছেন। যেহেতু ব্যাপারটা পুলিশের হাতে তার মানে এই নয় আমি হাত ধুয়ে ফেলবো। এরকুল পোয়ারো কোন অপরিচতাকে সাহায্য করেনি একথা কেউ বলতে পারবে না', রাজকীয় ভঙ্গীতে বললো পোয়ারো।

'আমার মনে হয় তোমার আগ্রহ জেগেছিলো আগেই', তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলাম। 'ভ্রমন প্রতিষ্ঠানের অফিসে ওই তরুণকে দেখার সময়। কারণটা অবশ্য জানিনা।'

'জানোনা হেস্টিংস? জানা উচিত ছিলো। যাই হোক এ রহস্যটা আমার কাছেই থাক।'

যে পুলিশ অফিসার মামলাটার দায়িত্বে ছিলেন আমরা তার সঙ্গে দেখা করলাম। ইনসপেক্টর জানালেন তিনি নর্টন কেনকে জেরা করেছেন। লোকটির হাবভাব তার ভালো লাগেনি। সে বেশ উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলেছে।

'চালাকিটা কিভাবে করা যায় জানিনা', ইনসপেক্টর আরও বললেন। 'কোন সঙ্গীর হাত দিয়েই সে মূর্তিগুলো পাচার করে থাকতে পারে যে দ্রুতগামী মোটরে চড়ে পালায়। গাড়ি আর সেই সঙ্গীকে খুঁজে বের করতে হবে।'

এরপর আমরা স্টেশনে এসে ট্রেনে চড়লাম।

'চুরিটা ওই ভাবেই হয়?' আমি প্রশ্ন করলাম এবার।

'না, বন্ধু, এভাবে হয়নি। এটা তার চেয়েও কৌশলী ব্যাপার।'

'সেটা বলতে চাও না?'

'এখনই নয়। এটা অমার দুর্বলতা জানো নিশ্চয়ই—শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রহস্যটা জিইয়ে রাখতে চাই।'

'শেষ মুহূর্তের দেরি নেই নিশ্চয়ই?'

'খুব শিগ্গিরই হবে।'

প্রায় ছটার পরেই আমরা এবারমাউথ পৌঁছলাম আর পোয়ারো সোজা 'এলিজাবেথ পেন' নামের দোকানে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করলো। দোকান বন্ধ ছিলো তবু পোয়ারো ঘণ্টা বাজাতেই সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুললো মেরী ডুরাণ্ট। আমাদের দেখে অবাক হলেও সে দারুণ খুশি হলো।

'আসুন, আমার পিসীর সঙ্গে আলাপ করবেন', ও বললো।

ও আমাদের পিছনের একটা ঘরে নিয়ে গেলা। একটু পরেই একজন বয়স্ক মহিলা এলেন। মাথার চুল প্রায় সাদা, গায়ের রঙ সাদা আর গোলাপি আভা। ঠিক যেন একটা মূর্তি। পোশাকে খুব দামী লেস বসানো।

'ওঃ আপনিই বিখ্যাত এরকুল পোয়ারো?' মিষ্টিস্বরে তিনি বললেন। 'মেরী আমাকে আপনার কথা বলেছে। আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি। সত্যি আমাদের আপনি সাহায্য করবেন?'

পোয়াবো বেশ খানিকটা তাকিয়ে থেকে সায় দিলো।

'মাদমোয়াজেল পেন—ছদ্মবেশটা চমৎকার হয়েছে। তবে সত্যি গোঁফ রেখে দেখতে পারেন।'

মিস পেন থমকে পিছিয়ে গেলেন।

'আপনি গতকাল দোকানে ছিলেন না, তাই না?' পোয়ারো প্রশ্ন করলো।

'সকালে ছিলাম। তারপর মাথা ধরায় বাড়ি চলে যাই।'

'বাড়ি নয়, মাদমোয়াজেল। মাথা ধরার জন্য একটু বায়ু পরিবর্তন করেছিলেন, তাই না? শার্লক বে'র আবহাওয়া ভারি চমৎকার মনে হয়।' ও আমার হাত ধরে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে কিছু বলতে চাইলো।

'বুঝতে পারছেন, আমি সবই জানি। এই চালাকিবন্ধ করতেই হবে।' ভয়ে পোয়ারোর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিলো যাতে মিস পেন প্রায় ভয়ে সাদা হয়ে মাথা নোয়ালেন। পোয়ারো এবার মেরীর দিকে ফিরলো।

'মাদমোয়াজেল', ও নরমস্বরে বললো, 'আপনার বয়স কম, আপনি সুন্দরীও। কিন্তু এই ধরণের কাজে জড়িয়ে থাকলে ওই বয়স আর সৌন্দর্য জেলের মধ্যেই একদিন শেষ হয়ে যাবে—আমি এরকুল পোয়ারো বলছি সেটা বড়ই দুঃখের ব্যাপার হবে।'

পোয়ারোর সঙ্গে এবার প্রায় বিহ্বল হয়ে বেরিয়ে এলাম।

'গোড়া থেকেই আমার আগ্রহ জাগে, বন্ধু', পোয়ারো বললো। 'ওই তরুন যখন মঙ্কহ্যাম্পটনের টিকিট কাটার তরুণীটির নজর ওরই দিকে পড়ে। কিন্তু কেন? মেয়েদের তাকিয়ে থাকার মত ওর চেহারা নয়। আমার কেমন ধারণা হয় কিছু একটা ঘটবে। তরুণকে লাগেজ হাতরাতে কে দেখেছিলো? মাদমোয়াজেল। তাছাড়া সে জানালার ধারে বসেছিলো কেন? মেয়েরা এটা করে না।

'তারপর ও এসে ডাকাতির কথা জানালো—ব্যাগটা জোর করে খোলার কথা বললো, যেটার সাধারণ বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা মেলেনা।

'আর এসবের ফল কি রকম? মিঃ বেকার উড চোরাই মাল টাকা দিয়ে কিনেছেন। মূর্তিগুলো তাই মিস পেনকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তিনি ওগুলো আবার বিক্রি করবেন আর পাঁচশ পাউণ্ডের বদলে পাবেন হাজার পাউণ্ড। গোপনে খবর নিয়ে দেখেছি তার ব্যবসার অবস্থার ভালো নয়—প্রায় যায় যায় অবস্থার। বুঝলাম পিসী আর ভাইঝি দুজনেই এতে রয়েছে।'

'তাহলে তুমি নর্টন কেনকে সন্দেহই করোনি?'

'বলো কি! ওই গোঁফ শুদ্ধু? অপরাধীরা হয় নিটোল দাড়ি গোঁফ কামানো বা সত্যিকার গোঁফের মালিক হয়। কিন্তু চতুরা মিস পেনের পক্ষে কি চমৎকার সুযোগ এসে যায় ভাবো একবার—ওই সাদা-গোলাপী ত্বক, যেমন দেখলাম। কিন্তু তিনি যদি সোজা দাঁড়িয়ে, পায়ে বড় মাপের বুট পরে গায়ে কিছু প্রসাধনী লাগিয়ে আর ঠোটের উপর সামান্য চুল লাগিয়ে নেন—কি রকম দেখাবে? পুরুষালী কোন মহিলা—মিঃ উড যেমন বলেছেন। সবাই ধরে নেবে 'ছদ্মবেশে কোন পুরুষ'।'

'উনি সত্যিই শার্লক বে'তে যান গতকাল?'

'নিশ্চয়ই। তুমিই বলেছো ট্রেন এখান থেকে এগারোটায় ছেড়ে বেলা দুটোয় শার্লক বে পৌছয়। আমার ট্রেন আরও তাড়াতাড়ি—যাতে আমরা এলাম। চারটে পঁয়তাল্লিশে ছেড়ে সওয়া ছ'টায় এখানে পৌছায়। স্বভাবতই ব্যাগটায় মূর্তিগুলো ছিলোনা। ওটা সুটকেশে ভরার আগেই

তালা ভাঙ্গা হয়। মাদমোয়াজেলের কাজ ছিলো দুজন গবেটকে খুঁজে বের করে বিপদগ্রস্তা সুন্দরীর ভূমিকায় অভিনয় করে যাওয়া। তবে দুজন গবেটের মধ্যে একজন মোটেই গবেট ছিলোনা— যেহেতু সে এরকুল পোয়ারো।'

কথাটা গায়ে জ্বালা ধরানোর পক্ষে যথেষ্ট। তবুও তাড়াতাড়ি আমি অন্য কথা বললাম। 'তাহলে যখন বললে কোন অপরিচিতাকে সাহায্য করছো—আসলে তখন আমাকে ঠকাচ্ছিলে সন্দেহ নেই।'

'তোমাকে কখনই ঠকাই না, হেস্টিংস। আমি শুধু তোমাকে নিজেই উড়তে দিই। আমি অপরিচিত বলতে মিঃ বেকার উডকেই বোঝাতে চেয়েছি', লাল হয়ে উঠলো পোয়ারোর মুখ। 'আহ্। যখনই ব্যাপারটার কথা ভাবি তখনই আমার রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। পর্যটকদের রক্ষা করাই আমার কাজ। মিঃ বেকার উড খুব চমৎকার একজন লোক না হতে পারেন, তবে তিনি একজন পর্যটক। আর মনে রেখো, আমরাও তাই, হেস্টিংস। আর সেই কারণেই সমস্ত পর্যটকের জোট বাঁধা উচিত। আমি সব সময়ই পর্যটকদের পক্ষে।'

অনুবাদ ঃ ✍ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

বাই দি প্রিকিং অফ মাই থাম্বস

প্রথম খণ্ড : সানি রিজ

প্রথম অধ্যায় ❑ আন্ট আদা

মিঃ এবং মিসেস বেরেসফোর্ড একসঙ্গে বসে প্রাতঃরাশ করছিলেন। ইংলন্ডে শতশত বয়স্ক দম্পতিরা যেমন একটা নির্দিষ্ট সময়ে প্রাতঃরাশ সারেন তাঁরাও সেভাবেই প্রাতঃরাশ করতে বসেছিলেন। দিনটাও ছিল খুব সাধারণ। আর অন্যান্য সাতটা দিনের মতই। আকাশ দেখে মনে হচ্ছিল বৃষ্টি হতে পারে। তবে বৃষ্টি যে হবেই এমন কোন নিশ্চয়তা ছিলনা।

মিঃ বেরেসফোর্ডের চুলের রঙ একসময় লাল ছিল। এখনও তার মাথায় সেই লালের চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে তার বেশীরভাগ চুলই ধূসর হয়ে গেছে। সাধারণত লাল চুলো মাথার লোকেরা মধ্য বয়সে পৌছলে তাদের চুলের রঙ এরকমই হয়ে যায়। মিসেস বেরেসফোর্ডের একসময় সুন্দর কালো কুচকুচে কোকড়ানো চুল ছিল। কিন্তু বর্তমানে তার চুলের রঙও ধূসর হয়ে গেছে। দুজনের মধ্যেই বয়সের একটা সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। মিসেস একবার ভেবেছিলেন তিনি চুলে কলপ করবেন। কিন্তু পরে মনস্থির করে সিদ্ধান্ত নিলেন তা তিনি করবেন না। প্রকৃতি তাকে যেভাবে সাজিয়েছেন তিনি সেরকমই থাকবেন। তিনি মনে করতেন ঠোঁটে লিপস্টিক মাখার থেকে সর্বদা হাসিখুশি ও উৎফুল্ল থাকা অনেক বেশী ভালো।

এই বয়স্ক দম্পতি একসাথে প্রাতঃরাশে বসেছিলেন। সেইসময় একজন দর্শক যদি তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করত, এবং সে যদি যুবক হতো তাহলে ঐ দম্পতিকে দেখে সে হয়তো, বলত হ্যাঁ তারা সুখী বটে কিন্তু বড্ড নীরস। আর পাঁচজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যেমন হয় তেমন।" মিঃ এবং মিসেস বেরেসফোর্ড তাদের জীবনের প্রথম এবং উল্লেখযোগ্য অংশটা ফেলে এসেছেন। তারা যুক্তির আলোয় পরস্পর পরস্পরকে বিশ্লেষণ করতেন। তাদের মধ্যে খুব সদ্ভাবও ছিল। তারা দিনের পর দিন শান্ত এবং আনন্দপূর্ণ জীবন কাটাতেন।

প্রত্যেকের জীবনেই কিছু কিছু মুহূর্ত থাকে। তাদের জীবনেও ছিল। প্রাতঃরাশের টেবিলের সেদিনের ডাক জমা হয়েছিল। মিঃ বেরেসফোর্ড খেতে খেতে একটা চিঠি খুললেন। চিঠিটার দিকে একবার তাকিয়েই সেটা টেবিলে রেখে দিলেন। তারপর পরবর্তী চিঠিটা হাতে তুলে দিলেন। চিঠিটার দিকে একবারও না তাকিয়ে উনি প্লেটের অবশিষ্ট টোস্টের টুকরোটির দিকেই তাকিয়ে রইলেন। তার স্ত্রী বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকে লক্ষ্য করার পর শুধোলেন—

"কি হয়েছে টমি?"

"কিছুই হয়নি, কি আর হবে?" টম উত্তর দিলেন।

"আমিওতো তোমায় তাই জিজ্ঞেস করছি," মিসেস বেরেসফোর্ড বললেন।

"কোন কিছুই হয়নি।" মিঃ বেরেসফোর্ড জবাব দিলেন। "কি হওয়া উচিত।" "তুমি কিছু একটা ভাবছিলে টুপেন্স বলল।

"আমি মনে করিনা যে আমি কিছু একটা ভাবছিলাম।"

"নিশ্চয় তুমি কিছু ভাবছিলে। কিছু কি হয়েছে?"

"না— না, নিশ্চয় না। নিশ্চয় কিছু হয়নি। কি হবে বলত?" সে বলল। "আমি পাওনাদারের বিল পেয়েছি।" খুশি হবার ভান করে টুপেন্স জবাব দিল—

"ও তাই বল। আমি ভাবলাম তুমি যা আশা করনি তার থেকে অনেক বেশী কিছু ঘটেছে।"

"হ্যাঁ, সর্বদাই তাই হয়।" টমি জবাব দিল।

"আমি ভাবতে পারিনা আমরা কেন ঠক জোচ্চোর হতে শিখলাম না।" টুপেন্স বলল। "তুমি যদি একজন ধাপ্পাবাজ হতে তাহলে আমিও একজন ধাপ্পাবাজের বন্ধু হতাম। এবং দিনের পর দিন আমরা টাকার ধান্দাতেই কাটাতে পারতাম।"

"এতবড় সুযোগটা আমরা কাজে লাগাতে পারলাম না। সত্যি আমাদের দূরদৃষ্টি একেবারেই নেই।"

"এক্ষুনি তুমি যে চিঠিটার দিকে তাকিয়েছিলে, সেটা কি সত্যিই পাওনাদারের বিল?"

"না না সেটা একটা আবেদন পত্র।"

"এই আবেদনপত্রটি কি কোন সাহায্য সংস্থা থেকে এসেছে?'

"না না এটা হল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য আরেকটা নতুন হোম খোলার আবেদন পত্র।"

"ভালো। এই ব্যাপারটা সত্যিই একটা দায়ীত্বপূর্ণ কাজ।" টুপেন্স বলল। "কিন্তু আমার মনে হয় তুমি শুধু এটা দেখেই চিন্তিত হওনি। তোমায় চিন্তা করার পেছনে অন্য কারণ আছে।"

"সত্যি এটা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। আমি চিঠিটা দেখে ভেবেছিলাম এটা হয়ত আণ্ট আদার চিঠি হতে পারে।"

"ও আচ্ছা।" তক্ষুনি টুপেন্স জবাব দিল। তারপর সে শান্ত কোমল এবং গভীর গলায় বলল "হ্যাঁ এটা আণ্ট আদারই চিঠি।"

তারা পরস্পর পরস্পরের চোখের দিকে তাকালো। এটা সত্যি যে আজকালকার দিনে প্রায় প্রত্যেক ঘরেই এইরকম আণ্ট আদারা থাকেন এবং কোন না কোন সমস্যার সৃষ্টি করেন। তাদের নামগুলো হয়ত আলাদা হতে পারে যেমন—আণ্ট অ্যামেলিয়া, আণ্ট সুসান, আণ্ট ক্যাথি, আণ্ট জোয়ান ইত্যাদি। তারা সব ঠাকুমা দিদিমার দল। তাদের নাতি নাতনিরা তাদের হয়ত সেরকম সুনজরে দেখেনা। কিন্তু তারা বাড়িতে থেকে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করেন। তাদের পরিজনরা তাদের সাথে থাকতে চাননা। ফলে নানারকম শলা পরামর্শ এবং ডাক্তারের উপদেশ অনুযায়ী তাদেরকে এক সময় বৃদ্ধাবাসে ঠাঁই নিতে হয়। সেখানে কেউ কেউ হাঁপানিতে ভোগেন, কেউ বাতে কষ্ট পান। পরিজনেরা মনে করেন বৃদ্ধাবাসে গিয়ে এরা বুঝি খুব সুখেই তাদের সব দুঃখের অবসান ঘটিয়ে যায়।

সে সময় আণ্ট এলিজাবেথ, আণ্ট আদারা সুখে গৃহে জীবন যাপন করতেন সবাইকে নিয়ে, সব আত্মীয়-পরিজন এবং দাস-দাসীদের নিয়ে সচ্ছন্দে জীবন কাটাতেন, সেদিনগুলো চলে গেছে। আগে এঁরা অনেক গরীব আত্মীয়দের নিজগৃহে আশ্রয় দিতেন, তাদের লেখাপড়া এবং খাওয়াপড়ার ভার নিতেন, তাদের মধ্যে সর্বদা সদ্ভাব ছিল। কিন্তু বর্তমানে দিনকাল বদলে গেছে।

এখনকার আণ্ট আদারা পরিবারের বোঝা হয়ে থাকতে চাননা। অসুখে ভুগে আত্মীয়দের কষ্ট দিতেও চাননা। তারা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে করতে ক্রমশঃ এই অপবাদ জোটে। এ সমস্ত কারণে তাদের পক্ষে বৃদ্ধাবাসে থাকাই শ্রেয়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এ-সমস্ত আন্ট আদারা নবীন-নবনীনাদের কাছে একটা উটকো ঝঞ্ঝাটমাত্র। এখন বাচ্চাদের নার্সারি স্কুলে আয়াদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নয়ত তাদের দূরের কোন বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মা-বাবাদের নির্দেশে শিশুরা তাদের ছুটির দিনগুলো ওখানেই কাটিয়ে অল্প কিছুদিনের জন্য বাড়িতে এলে শিশুরা যাতে তাদের ঠাকুমা-ঠাকুরদার সঙ্গ না পায় সেজন্য তাদের ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা অথবা ক্যাম্পিং করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ঠাকুমা-ঠাকুরদাদের নাতি-নাতনির জন্য মন কেমন করলেও কিছু করার উপায় থাকেনা। শিশুরাও এসব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন জোরালো প্রতিবাদ করতে পারেনা।

আন্ট আদারা একটু আলাদা ধরনের। টুপেন্স বেরেসফোর্ডের নিজের কাকীমা—গ্রেট আন্ট প্রিমরোস একজন ভয়ঙ্কর সমস্যাকারী মহিলা ছিলেন। তাকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

তিনি বলতেন "আমি তোমাদের বাড়িতে আর একমুহূর্তও থাকতে পারবনা।"

এক বছরের মধ্যেই আন্ট প্রিমরোস এগারোবার এনগেজমেন্ট করলেন। শেষে টুপেন্সের কাছে একটা চিঠি এল যে তিনি সম্প্রতি এক চমৎকার যুবককে পেয়েছেন। যে সত্যিই একজন নিঃস্বার্থ উদার হৃদয় বালক মাত্র। সে তার মাকে হারিয়েছে অল্প বয়সেই। ফলে তাকে দেখাশুনা করার জন্য একজনের বিশেষ প্রয়োজন। তিনি একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন। এবং সেখানে তার সাথে ছেলেটিকে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা নাকি তাদের দুজনের মধ্যেই চমৎকার মানানসই হবে। তিনি আরও লিখেছিলেন "আমরা প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলো মেনে নিয়েছি। আমার জন্য তোমাদের আর চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। আমার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয়ে গেছে। আমি আগামীকালই আমার উকিলের কাছে যাব, এবং যা কিছু দরকারী কাজকর্ম সব মিটিয়ে আসব। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো বাচ্চারা। যে মুহূর্তে আমাদের বিয়ে হবে সে-মুহূর্তে আমার স্বাস্থ্য ও রূপলাবণ্য ফিরে আসবে।"

এই চিঠি পেয়েই টুপেন্স থানায় ছুটল। এরপরে কি হল? পুলিশ এসে 'মারভিন' নামক সেই চমৎকার যুবকটিকে থানায় পুরে দিল। এই লোকটিকে অনেকদিন থেকেই পুলিশ খুঁজছিল। লোকটি ছিল একজন ধাপ্পাবাজ। তার বিরুদ্ধে অনেকগুলো প্রতারণার কেস ঝুলছিল। এই ঘটনায় আন্ট প্রিমরোস টুপেন্সের উপর প্রচন্ড রেগে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন এসব ষড়যন্ত্র। তার বাগদত্তকে অন্যায়ভাবে মিথ্যে মামলায় ঝুলিয়ে দিয়ে থানায় পোরা হয়েছে।

টমি বললেন, "অনেকদিন আমি আন্ট আদাকে দেখতে যাইনি। তাই ভাবছি তাকে আমার দেখতে যাওয়া উচিত। তুমি কি বল?"

উৎসাহহীন কণ্ঠে টুপেন্স জবাব দিল "আমিও তাই মনে করি। শেষ কবে যেন আমরা তাকে দেখতে গিয়েছিলাম?"

"তা প্রায় এক বছর হবে।" টমি জবাব দিল।

"না তুমি ভুল করছ, এক বছরের বেশীই হবে।" টুপেন্স বলল।

"হায় ভগবান, সময় কি দ্রুত চলে যাচ্ছে তাইনা ? আমি ভাবতেই পারছিনা যে এর মধ্যে এতদিন হয়ে গেছে। তবু আমি বিশ্বাস করি তুমি যা বলছ তাই ঠিক। সত্যি এমন একজনকে এভাবে ভুলে যাওয়া দুঃখজনক। আমি সত্যিই ভীষণ দুঃখিত।" টমি বললো।

টুপেন্স, জবাব দিল "এর জন্য তোমার দুঃখিত হবার কোন প্রয়োজন নেই কেননা আমরা

নিয়মিত তাকে চিঠি দিয়ে থাকি এবং তাকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিয়ে থাকি।"

"হ্যাঁ অবশ্যই আমি জানি টুপেন্স।" তুমি এসব ব্যাপারে খুব ভাল। তবু মাঝে মাঝে মনে হয় জীবনটা দুঃখজনক।"

"তুমি এসব কথা লাইব্রেরী থেকে আনা বইটার থেকে জেনেছো।" টুপেন্স বলল।

"যারা গরীব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাদের শেষ জীবনটা কি দুঃখেই না কাটে।"

"জীবন থেকে নেওয়া ঐ গল্পের বইতে যা লেখা আছে তা সবই সত্য।"

"হ্যাঁ, এখানে এমন অনেক মানুষ আছে যারা প্রকৃতই অসুখী। কেউ তাদের কষ্ট দূর করতে পারেনা।"

টুপেন্স বলল "কিন্তু এদেরকে সাহায্য করার কি উপায় আছে টমি।"

"প্রত্যেকেই যেটা করতে পারে সেটা হল যতটা সম্ভব সতর্ক হয়ে থাকা। তুমি যা পছন্দ কর সে সম্বন্ধে খুব যত্নবান হও। হোমে যারা থাকেন তারা ঠিকমতন চিঠিই পাচ্ছেন কিনা, সে সম্বন্ধে খোঁজ খবর নাও। আন্ট আদাকে একজন ভালো ডাক্তার দেখাশুনা করেন।"

"ডঃ ম্যুরের থেকে ভালো ডাক্তার আর কেউ হতে পারেন না। একথা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে।"

"হ্যাঁ", টমি জবাব দিল।

তার মুখের থেকে চিন্তার রেখাগুলো দূর হয়ে গেল।

"ম্যুরে একজন চমৎকার মানুষ। তিনি দয়ালু এবং ধৈর্য্যশীল। যদি ইতিমধ্যে আন্ট আদার শরীর খারাপ হতো তবে তিনি নিশ্চয় আমাদের খবর দিতেন।"

"সুতরাং তোমার এ-বিষয়ে চিন্তা করার আর প্রয়োজন নেই। এখন তার বয়স কত হল?" টুপেন্স বলল।

"বিরাশি বছর। না না আমার মনে হয় তিরাশি।" টমি বলল। টুপেন্স উত্তর দিল "আমারও তাই মনে হয়। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা তাদের নিজেদের বয়স কত বলতে পারে না।"

"তুমি ঠিক বলছ না।"

"ঠিকই বলছি। তোমার আন্ট আদা বয়স বলতে পারবেনা। তোমার কি মনে পরছে না কয়েক বছর আগে আন্ট আদা যখন আমাদের বলেছিলেন যে তিনি কতকগুলো পুরনো বন্ধ জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, সেসময় তার মুখের চেহারাটা কিরকম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তারপর সবশেষে উনি বলেছিলেন তার এক বান্ধবী অ্যামি মরগ্যান—তিনি দুমাসের বেশী কারোর সাথে টিকতে পারতেন না। তিনি বয়স হলেও নিজেকে সর্বদা সুন্দরী মনে করতেন এবং তার ফলে তিনি তার অনেকগুলি বয়ফ্রেন্ডকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। এখানেই তার জিত।"

"ঠিক আছে সে যাই হোক। আন্ট আদাকে দেখতে যাওয়া তোমার কর্তব্য। এবং সেজন্যই তুমি দেখতে যেতে চাইছ।" টুপেন্স বলল।

"তুমি কি মনে কর কাজটা কি আমি ঠিক করিনি।"

"দুর্ভাগ্যবশত আমি মনে করি তুমি ঠিক কাজই করছ। পুরোপুরি ঠিক করছ।" টুপেন্স বলল "আমি তোমার সাথে যাব।"

এই কথাগুলো বলার সময় টুপেন্স গলায় একটু নায়িকা-সুলভ ভাব ফুটে উঠল।

" না কেন তুমি যাবে। সে তোমার পিসীমা নয়। আমার পিসীমা। আমি একাই যাব।" টমি বলল।

'মোটেই না, আমিও তোমার সাথে কষ্ট ভোগ করতে চাই। ভালো-মন্দ যা কিছু হোকনা কেন আমরা একসাথেই ভোগ করব। তুমি একা কষ্টভোগ করতে পারবেনা এবং আমিও পারব না। আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারিনা যে আন্ট আদা এটা উপভোগ করবেন। আমিও যাব, তোমার সাথে।" মিসেস বেরেসফোর্ড বললেন।

"না, আমি চাইনা তুমি যাও। শেষবার তুমি যখন আমার সাথে তাকে দেখতে গিয়েছিলে, তোমার কি মনে নেই তোমার সাথে তিনি কিরকম রুক্ষ ব্যবহার করেছিলেন?"

"হ্যাঁ আমার মনে আছে। কিন্তু আমি তাতে কিছুই মনে করিনি।" টুপেন্স বলল। "বৃদ্ধা খুকি যদি এরকম ব্যবহার আমার সাথে করে খুশী হন তো তাই হোক। এক মুহূর্তের জন্যও তাকে দোষ দিইনা।"

"তুমি সর্বদাই তার প্রতি সদয় ব্যবহার কর। যদিও তুমি তাকে খুব একটা পছন্দ করনা।" টমি বলল।

টুপেন্স উত্তর দিল, "কেউই আন্ট আদাকে পছন্দ করত না। কারো রুক্ষমেজাজী আন্ট আদাকে কারো পছন্দ করা সম্ভব নয়।"

"মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন তাদের জন্যে সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ না করে পারেনা।" টমি বলল।

"আমি পারি।" টুপেন্স বলল। " তুমি স্বভাবের দিক থেকে যতটা সুন্দর আমি ততটা নই।"

"স্ত্রীলোক হবার জন্য তুমি আরও বেশী কোমল স্বভাবের।" টমি বলল।

" সেটা হতে পারে। আমি মনে করি। মহিলাদের হাতে এমন সময় নেই তারা যা চায় তাই হতে পারে, কিন্তু তাদের পক্ষে বাস্তববাদী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমি মনে করি, বৃদ্ধ মানুষই হোক অসুস্থ মানুষই হোক অথবা কোন দুঃখী মানুষই হোক তাদের জন্য আমার হৃদয়ে মমতা জেগে ওঠে— যদি তারা ভালো লোক না হয় তবে আলাদা কথা, এটা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে। কুড়ি বছর বয়সে তুমি যদি সুন্দর অথচ স্বভাবে অসুন্দর হও এবং চল্লিশ বছরে তুমি যদি ঠিক সেরকমই থাক এবং ষাট বছর যদি আরও খারাপ হয়ে যাও, তাহলে আশি বছরে অবশ্যই একটা সম্পূর্ণ শয়তানে পরিণত হবে। এটা ঠিক যে বৃদ্ধ হলেই মানুষ তাদের সহানুভূতি জানাতে শুরু করে। এটা উচিত নয়। যেহেতু বৃদ্ধ হয়েছেন সেহেতু তারা সবার সহানুভূতির পাত্র এটা তে পারেনা। তুমি নিজেকে বদলাতে পারোনা। সত্যি। আমি কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে জানি যাদের বয়স সত্তর থেকে আশির মধ্যে। মিসেস বিউচ্যাম্প এবং মেরি কার ও বেকারের ঠাকুমা আমাদের প্রিয় মিসেস পপলেট এরা আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং কাজ করে দিতেন। তারা সবাইতো খুব ভালো এবং চমৎকার মহিলা ছিলেন এবং তাদের জন্য আমি সবই করতে পারতাম।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। আগের কথা ছেড়ে এখন বাস্তবে ফিরে এস। তুমি যদি সত্যি আমার সঙ্গে যেতে চাও তাহলে সেটা তোমার পক্ষে খুবই মহৎ কাজ হবে—'

"আমি তোমার হাত ধরে তার কাছে যাব। আমরা তাকে একটি ফুলের তোড়া, একবাক্স

চকলেট এবং দু-একটা পত্রিকা উপহার দেব। তুমি হোম-কর্ত্রীকে লিখে দাও আমরা আসছি।"

"পরের সপ্তাহে একদিন যেতে হবে। কবে যাব? মঙ্গলবার, এটাই আমাদের পক্ষে সুবিধা জনক হবে।" টমি বলল।

"মঙ্গলবার যাব আমরা। হোম-পরিচালিকা ভদ্রমহিলার নামটি যেন কি? আমার ঠিক মনে পরছেনা। তিনি মেট্রন অথবা সুপারিনটেনডেন্ট অথবা যেই হোন না কেন তার নামের আগের 'P' অক্ষরটি আছে।"

"মিস প্যাকার্ড।"

"ঠিক বলেছ।"

"হয়ত তার নাম অন্য কিছুও হতে পারে।" টমি বলল।

"কি করে আলাদা হবে?"

"কি জানি, আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার ঘটবে।"

"যাত্রাপথে আমাদের হয়ত কোন রেল দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।" একথা বলতে বলতে টুপেন্সের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"তোমার মাথায় হঠাৎ রেল দুর্ঘটনার কথা এলো কেন?"

"কেন যে এল তা আমি নিজেও বলতে পারব না। হয়ত ...."

"হয়ত কি?"

"হয়ত এটা একটা কোন বিশেষ ধরণের অ্যাডভেঞ্চার হতে পারে। তাইনা? হয়ত এই দুর্ঘটনায় আমাদের জীবনটা বেঁচে যাবে, তবে ভালো কিছু ঘটতে পারে। সেই ঘটনাটা আমাদের পক্ষে উপকারীও হবে আবার রোমাঞ্চকরও হবে।"

দ্বিতীয় অধ্যায় ❑ সেই কি ছিল তোমার অসহায় শিশু?

সানি রিজের নামটা যে কেমন করে এই বৃদ্ধাবাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেল সেটা বলা মুশকিল। বৃদ্ধাবাসটির জমি যথেষ্ট প্রশস্ত। বয়স্ক লোকেদের পক্ষে বেশ আরামদায়ক। সেখানে ঝোপেঝাড়ে ভরা একটা ফলের বাগান ছিল। বাড়িটা সুন্দরভাবে নির্মিত এবং বিশাল। বাড়ির নাম 'ভিক্টোরিয়া ম্যানসন।' ভেতরে অনেকটা খোলা জায়গা, ছায়াভরা গাছ। এবং বাড়ির গায়ে জড়িয়ে ওঠা ভার্জিনিয়া লতা। সূর্যের তাপ নেবার জন্য পূবদিকে কয়েকটি সুন্দর বেঞ্চ পাতা ছিল। রঙিন গার্ডেন চেয়ার ছিল। সেখানে বৃদ্ধারা বসে হাওয়া খেতেন।

টমি সামনের দরজায় বেল বাজালেন। তিনি এবং টুপেন্স কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বিরক্ত মুখে আসা একজন যুবতী তাদের দরজা খুলে দিলেন। তিনি তাদের ছোট বসার ঘরে বসিয়ে যান্ত্রিক স্বরে বললেন "আমি মিস প্যাকার্ডকে খবর দিচ্ছি, উনি আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন। এক মিনিটের মধ্যেই নিচে নেমে আসবেন। একটু অপেক্ষা করুন। বৃদ্ধা মিসেস কারওয়ের জন্য একটু দেরী হতে পারে। মিসেস কারওয়ে তার চুলের কাঁটাটি আবার গিলে ফেলেছেন।"

টুপেন্স অবাক হয়ে বলল—"সেকি! তিনি হঠাৎ এমন করতে গেলেন কেন?"

"এটা তার কাছে একটা মজার খেলা। উনি সর্বদাই কিছু না কিছু গিলছেন।" পরিচারিকা কথাগুলো বলে চলে গেল। টুপেন্স চিন্তিতভাবে সোফায় বসে পড়লেন।

"তাদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলোনা। মিসেস প্যাকার্ড এসে গেলেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স্কা ধূসর চুলের মহিলা। তার মুখখানা সর্বদাই শান্ত এবং প্রসন্ন। টমি এজন্য তার প্রশংসা করেন।"

'মিঃ বেরেসফোর্ড আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করানোর জন্য দুঃখিত।" তিনি বললেন। "আপনি কেমন আছেন মিসেস। আপনি এসেছেন বলে খুব ভালো লাগছে।"

"কে যেন কি একটা গিলে ফেলেছে শুনলাম!" টমি বললেন।

"ওহো। মারলিন আপনাদের বলেছে বুঝি? হ্যাঁ বৃদ্ধা মহিলা মিসেস কারওয়েকে নিয়ে একটু ঝামেলায় পরা গেছে। উনি প্রায়ই কিছু না কিছু গিলে ফেলছেন। খুবই ঝামেলার ব্যাপার বুঝতেইতো পারছেন। চব্বিশ ঘণ্টা তো কারোর ওপর নজর রাখা যায়না। সবাই জানে বাচ্চারাই এমন করে থাকে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বয়স্কা মহিলাদেরও এরকম মজার মজার শখ হয়ে দাঁড়ায়। ওনার বয়স হয়েছে। প্রতি বছরই তার শরীর আরও খারাপ হচ্ছে। তার এই উদ্ভট শখটা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব একটা ক্ষতিকারক হবেনা বলে মনে করেন। এতে উনি বরং আনন্দ পান।"

"হয়ত তার বাবা একজন সৈনিক ছিলেন যিনি তরোয়াল গিলতেন।" টুপেন্স বলল।

"বাঃ, আপনি বেশ চমৎকার একটা ধারণা দিয়েছেন তো। মিসেস বেরেসফোর্ড, ওনার বাবার এরকম স্বভাবের কথা জানার পর ঐ মহিলার এরকম আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।" উনি আরও বললেন "আমি মিস ফ্যানশ-কে বলে রেখেছি যে আপনারা আসছেন। মিঃ বেরেসফোর্ড, আমি জানিনা উনি আপনাদের কিভাবে নেবেন।" মুখে একটা খুশীর ভাব জাগিয়ে তুলে বললেন "চলুন, আপনাদের দেখলে উনি নিশ্চয় চিনতে পারবেন।"

"তার স্বাস্থ্য এখন কেমন আছে? আগের মতই কি?"

'হ্যাঁ, এই ধরুন তার পক্ষে যতটা ভালো থাকা সম্ভব তিনি ততটাই ভালো আছেন। সত্যি কথা বলতে কি তিনি যে আমাদের মধ্যে আরও বেশ কিছুদিন থাকবেন এমনটি আমি মনে করিনা। তিনি অন্য কোন অসুখে ভোগেন না তবে তার হার্টের অবস্থা ভাল নয়। বলা যায় বেশ খারাপই। আমি মনে করি যে একথাটা আপনাদের জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যাতে মনে মনে আপনারা তৈরী হয়ে থাকতে পারেন। উনি যদি এখন চলে যান তাহলে অতটা দুঃখ পাবেননা।"

"আমরা ওনার জন্য কিছু ফুল এনেছি।" টুপেন্স বললেন।

"এবং একবাক্স চকোলেট।' টমি বললেন।

"বাহ্। আপনারা সত্যি বড়ো দয়ালু। তিনি খুব খুশী হবেন। আপনারা কি এখন ওপরে যেতে চান?"

"আপনিতো জানেন উনি সর্বদা স্বাভাবিক মুডে থাকেননা।"

"তিনি সম্প্রতি কেমন আছেন?"

"খুব দ্রুত তার স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে উনি ক্রমশঃ ভেঙে পরছেন।"

মিস প্যাকার্ড সান্ত্বনা দেবার গলায় তাদের প্রবোধ দিতে চাইলেন। "কেউ সত্যি জানেনা তিনি কতটা স্বাভাবিক আছেন বা নেই। রাতে আমি তাকে বলেছিলাম আপনার ভাইপো আসছে। তার উত্তরে উনি আমায় কি বললেন জানেন। নিশ্চয় আমার কোন ভুল হয়েছে। কেননা এটা পরীক্ষার সময় এসময় আমার বাচ্চা ভাইপো আমার কাছে আসতে পারেনা। তিনি মনে করেন আপনি এখনও স্কুলে পড়েন। বেচারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তারা প্রায়ই স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। অবশ্য সময়ের সাথে সাথে এমন হওয়াই স্বাভাবিক। সে যাইহোক আজ সকালে তাকে যখন আবার মনে করিয়ে দিলাম আপনি আসছেন, উনি বললেন এটা হতেই পারেনা। কারণ আপনি নাকি মারা গেছেন।" এবার টমি এবং টুপেন্স উঠলেন এবং মিস প্যাকার্ডকে অনুসরণ করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। চওড়া সিঁড়ি বেয়ে তারা ওপরে উঠলেন। ওপরের বারান্দার প্রথম ঘরটির কাছ দিয়ে তারা যখন যাচ্ছিলেন, তখন দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। এবং পাঁচ ফুট উচ্চতার একজন ছোটখাট চেহারার মহিলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এলেন। উনি বলছিলেন—

'আমি আমার কোকো চাই, আমি আমার কোকো চাই। নার্স জেন কোথায় গেল? আমি আমার কোকো চাই।' পরের ঘর থেকে নার্সের পোশাক পড়া একজন মহিলা জবাব দিল—

'এই-তো আমি ম্যাডাম, এইতো আমি। আপনিতো কুড়ি মিনিট আগে আপনার কোকো খেয়ে ফেলেছেন। আমি নিজে আপনাকে দিয়েছি।'

'না আমি খাইনি নার্স। তুমি সত্যি বলছ না। আমি আমার কোকো খাইনি। আমি খুব তৃষ্ণার্ত। আমাকে কোকো দাও।

'আচ্ছা আপনি চাইলে আপনাকে আর এক কাপ কোকো দেব।'

'আমি আর কাপ চাইনা। আমার প্রথম কাপ কোকোই আমি খাইনি।' তারা ঐ ঘরটি ছাড়িয়ে চলে গেল। মিস প্যাকার্ড খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে বারান্দার শেষপ্রান্তের ঘরটির দরজাতে মৃদু টোকা দিল। তারপর দরজা খুলে সে ভেতরে ঢুকে গেল। মিস প্যাকার্ড খুশির গলায় বললেন—'মিস ফ্যানশ' আপনি কেমন আছেন? এই যে আপনার ভাইপো আপনাকে দেখতে এসেছেন। এটা একটা খুশির খবর তাইনা?'

জানালার কাছে একটি বিছানায় একজন বৃদ্ধা মহিলা তার বালিশে হেলান দিয়ে একটু অগোছালো ভাবে বসেছিলেন। তার চুলের রঙ লালচে ধূসর, কপাল ও মুখের চামড়া কোঁচকানো, লম্বা খাড়া নাক। এবং তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি খুবই বদমেজাজী। টমি ঘরে ঢুকলেন।

'হ্যালো আন্ট আদা। তুমি কেমন আছো?'

আন্ট আদা তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করলেন না। তার বদলে তিনি রাগত স্বরে মিস প্যাকার্ডকে উদ্দেশ্যে করে বললেন—

'আমি বুঝতে পারছিনা একজন মহিলার শয়নকক্ষে একজন ভদ্রলোককে ঢোকানোর উদ্দেশ্য কি? তুমি কি আমাকে এখনও বৃদ্ধা ভাবছ? তুমি কি আমার যৌবনকালের দিনগুলোর কথা মনে করতে পারছনা। তুমি বলছ কিনা ঐ ভদ্রলোক আমার ভাইপো। কে উনি ? উনি কি একজন কাঠের ব্যবসায়ী নাকি ইলেকট্রিক মিস্ত্রি?'

মিস প্যাকার্ড মৃদু কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'দেখুন এই ব্যাপারটা এখন মোটেই ভালো ঠেকছেনা।'

এবারে টমি এগিয়ে এসে বললেন—

'আমি তোমার ভাইপো, টমাস বেরেসফোর্ড।' তিনি চকোলেটের বাক্সটা তার হাতে দিতে গেলেন, 'আমি তোমার জন্য একবাক্স চকোলেট এনেছি।'

'এইসব বলে তুমি আমাকে ভোলাতে পারবেনা। আমি তোমাকে ভালো করেই চিনি। এখন বল দেখি ঐ মহিলাটি কে?' উনি মিসেস বেরেসফোর্ডের দিকে বিরক্তপূর্ণ চোখে চেয়ে কথাগুলি বললেন।

মিসেস বেরেসফোর্ড বললেন—'আমি প্রুডেন্স। আপনার ভাইঝি।'

আন্ট আদা বললেন— 'কি হাস্যকর নাম। এই নাম শুনে মনে হচ্ছে তুমি একজন পার্লারের মেয়ে। আমার বড় কাকা ম্যাথিউর একজন রক্ষিতা ছিল। তার নাম সে দিয়েছিল কমফোর্ট। তাকে দিয়ে সে বাড়ির পরিচারিকার কাজ করাতো এবং তাকে বলত যে ঈশ্বরের আনন্দের জন্যই তাকে ঐ কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। এতে আমার কাকীমা ক্যাথি খুব অশান্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যতদিন ঐ মহিলা তার বাড়িতে থাকবে তিনি তাকে রেবেকা বলে ডাকবেন।'

টুপেন্স ধীরে ধীরে বলল—'আমি আপনার জন্য কয়েকটি গোলাপ এনেছি।'

'সিকরুমের মধ্যে আমি ফুল একদম পছন্দ করিনা। ফুলগুলো সব অক্সিজেন শুষে নেয়।'

মিস প্যাকার্ড বললেন— 'এ ফুলগুলো একটা ফুলদানিতে ভরে আপনার টেবিলে রেখে দেব।'

'এরকম কিছু তুমি মোটেই করতে পারবেনা। এতক্ষণে তোমার বুঝে যাওয়া উচিত আমার নিজের মনকে আমি ভালোভাবেই চিনি।'

এবার মিঃ বেরেসফোর্ড বললেন— 'তোমাকে দেখে মোটেই অসুস্থ মনে হচ্ছে না আন্ট আদা। তুমি রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে চমৎকার আছ।'

'হ্যাঁ, থমাস অথবা টমি।'

আন্ট আদা বললেন— 'এই রকম নাম আমি আগে কখনও শুনিনি। আমার একটাই মাত্র ভাইপো ছিল তার নাম ছিল উইলিয়ম জেন। গত যুদ্ধে মারা গিয়েছে। সে যদি বেঁচে থাকত তাহলে তার অবস্থা খুব খারাপ হত। আমি খুব ক্লান্ত।' এই বলে উনি তার বালিশে হেলান দিয়ে বসলেন এবং মিস প্যাকার্ডের দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে বললেন—'এদের ঘর থেকে বার করে দাও। আমাকে দেখাবার জন্যে অচেনা লোকদের আর আমার ঘরে ঢুকিয়ে দিওনা।'

মিস প্যাকার্ড একটু অস্বস্তিজনক গলায় বললেন—'আমি ভেবেছিলাম ওনার সাথে আপনাদের এই ছোট্ট সাক্ষাৎকারটা আনন্দদায়ক হবে।'

আন্ট আদা গলা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বার করলেন।

টুপেন্স খুশীর গলায় বলে উঠলেন—'ঠিক আছে আমরা এবার চলে যাব। কিন্তু গোলাপ ফুলগুলো আপনার জন্য রেখে যাব। এতে পরে হয়ত আপনার মনের পরিবর্তন হতে পারে। চলে এসো টমি।' এই বলে তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

'বিদায় আন্ট আদা, আমরা যাচ্ছি। আমার খুব খারাপ লাগছে তুমি আমাকে চিনতে পারলেনা।'

যতক্ষণ পর্যন্ত না টুপেন্স মিস প্যাকার্ডের সঙ্গে দরজার বাইরে চলে গেল এবং টমি তার পেছন পেছন গেল ততক্ষণ আন্ট আদা চুপ করে ছিলেন।

তারপর হঠাৎ গলার স্বর তুলে উনি টমিকে ডেকে বললেন—'এই, তুমি এস। আমি তোমাকে

ঠিকই চিনতে পেরেছি। তুমি হচ্ছ টমাস। তোমার চুল আগে লাল ছিল। গাজরের রঙ যেরকম তোমার মাথার চুলগুলো সেরকম ছিল। ফিরে এস। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব। ঐ স্ত্রীলোকটিকে আমি চাইনা। তুমি এমন ভাব করছ যেন ও তোমার স্ত্রী। এরকম করে কোন লাভ হবেনা। আমি তোমার থেকে ভালো জানি। এই ধরনের স্ত্রীলোককে এখানে আর কখনও আনবেনা। এস এবং এই চেয়ারের ওপর বস। আমাকে তোমার প্রিয় মায়ের কথা বল। এই তুমি চলে যাও।' আন্ট আদা বিরক্তি এবং ঘৃণাপূর্ণ স্বরে টুপেন্সের দিকে হাত নাড়িয়ে কথাগুলো বললেন। টমিকে উনি ডাকছেন দেখে টুপেন্স ঘরের চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছিল।

ঐকথা শুনে টুপেন্স তক্ষুনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মিস প্যাকার্ড তার সাথে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন—'আন্ট আদার মুড এখন একদম ভালো নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে উনি বেশ হাসিখুশি থাকেন। আপনি হয়ত ঠিক বিশ্বাস করতে পারবেননা।'

টমি আন্ট আদার নির্দেশমত চেয়ারে বসে মৃদু কণ্ঠে তাকে জানালেন যে তার মায়ের সম্পর্কে বিশেষ কিছু তাকে জানাতে পারবেন না। যেহেতু উনি আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে মারা গিয়েছেন। আন্ট আদা একথা শুনে তেতে উঠলেন। বললেন— 'সেকি। এর মধ্যে এতদিন হয়ে গেল? হ্যাঁ সত্যি সময় খুব দ্রুত চলে যায়।' তিনি টমির দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। বললেন— 'তুমি এখনও বিয়ে করোনি কেন? ভালো দেখে সুন্দরী এবং সমর্থ স্ত্রীলোককে বিয়ে কর যাতে সে তোমাকে দেখতে পারে। তুমি এখন বড় হচ্ছো একথা তুমি নিশ্চয় জান। ঐ সমস্ত খারাপ মেয়েছেলেকে ধরা ছাড়ো, তাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছ এবং এমন ভাব করছ যেন সে তোমার স্ত্রী।'

টমি বললেন—'আমি ভাবছি যে টুপেন্সকেই আমি বিয়ে করব এবং আবার যখন আমরা তোমার কাছে আসব তখন নিশ্চয় তুমি ওকে ভালোবাসবে।

'তুমি তাকে সৎ স্ত্রীলোক বানাতে চাও তাইতো।' আন্ট আদা বললেন।

টমি এবার হাসতে হাসতে জবাব দিল, 'আমাদের তিরিশ বছরের ওপর হলো বিয়ে হয়ে গেছে। আমাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। এবং তাদেরও বিয়ে হয়ে গেছে।'

'সমস্যাটা হচ্ছে কি, আমাকে এবিষয়ে কেউই কিচ্ছু বলেনি। যদি তুমি আমাকে ঠিকমতন আধুনিকা বলেই মনে কর—'

টমি এই যুক্তিটাকে গ্রাহ্যই করলেননা।

টুপেন্স একবার সিরিয়াস ভঙ্গিতে দরজার বাইরে থেকে তাকে দেখে গেল।

টমি বললেন—'যদি পঁয়ষট্টি বছরের পর বয়সী এমন কেউ তোমার দোষ খুঁজে বেড়ায় সে বলবে কোন তর্ক করোনা, তুমি যে ঠিক বলছ একথা বলার চেষ্টা করোনা। এরকম ভাবার জন্য তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমি সত্যি ভীষণ দুঃখিত কারণ তোমার যুক্তিটা মানতে পারিনি।'

আন্ট আদা বললেন—'আমি ভীষণ দুঃখিত। আমার ভয় করছে যে যতদিন যাচ্ছে তুমি খুব অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছ। তবে সকলেই এরকম হয়না।'

আন্ট আদা মুখভঙ্গি করলেন। এরপর আর কোন কথা হলোনা। পরে মাথা তুলে উনি বললেন। 'তোমার সঙ্গে কর্কশ ব্যবহার করার জন্য আমি দুঃখিত। এতে তোমরা কি ভাববে না ভাববে তাতে আমার কিছু যায় আসেনা। আমার ঘরে প্রায়ই অনেক লোককে ঢোকানো হয়

তাদেরকে আমার আত্মীয় বলে পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। আমি যদি তাদেরকে চেনার ভান করতাম তাহলে তারা এতদিনে আমাকে খুন করে ফেলত।'

টমি জবাব দিল, 'এরকম যে হয় তা আমি মনে করিনা।'

আন্ট আদা বললেন—'তুমি কখনই এসব ব্যাপার জাননা। তুমি খবরের কাগজে এরকম ঘটনার কথা পড়ে থাকবে। কিংবা লোকেদের মুখ থেকেও এমন ঘটনার কথা শুনে থাকবে এটা ঠিক না, আমি যা শুনি তাই বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি সবসময়েই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রাখি। তুমি বিশ্বাস করতে পারো অন্যএকদিন ঐ মহিলা (মিস প্যাকার্ড) আমার ঘরে একটা অদ্ভুত লোককে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তাকে আগে কখনও দেখিনি। সে নিজেকে ডাঃ উইলিয়ম বলে পরিচয় দিয়েছিল। বলেছিল ডাঃ ম্যুরে ছুটিতে গেছে। তার জায়গায় উনি এসেছেন। উনি ডাক্তারের নতুন সহযোগী। আমি কি করে জানব উনি সত্যিই ডাক্তারের সহযোগী। উনি বললেন তাই জানলাম।'

'উনি কি তার সহযোগী ছিলেন?'

আন্ট আদা বললেন—'হ্যাঁ উনি তাই-ই ছিলেন। উনি গাড়ি করে আসতেন। ওনার সঙ্গে সর্বদা একটা কালো রঙের বাক্স থাকত—সেই বাক্সে প্রেসার মাপার যন্ত্র এবং ডাক্তারদের উপযোগী বিভিন্ন যন্ত্র থাকে। আমার মনে হতো এটা যেন ম্যাজিকের বাক্স।'

টমি বললেন—'তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই, ডাক্তার বাবু তোমায় পরীক্ষা করতে এসেছিলেন।'

'আমার কথা হচ্ছে যদি কখনও কেউ আমার ঘরে ঢুকে পরে বলে যে সে একজন ডাক্তার এবং সব নার্সরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলে যে সত্যি উনি ডাক্তার এবং সবাই মিলে তাকে সাহায্য করবার জন্য দাঁড়িয়ে পরে তাহলে বোকা মেয়েগুলো অমনি আমাকে দেখিয়ে ডাক্তারকে বলে কিনা উনি খুব ভুলো মনের মানুষ। এবং ওনার অসুখ হচ্ছে উনি সবাইকে ভুলে যান। মোটেই না। আমি যে মুখ একবার দেখেছি তাকে আর কখনও ভুলিনা।' আন্ট আদা জোরের সঙ্গে বললেন 'আমি কখনও ভুলিনা। তোমার আন্ট ক্যারোলিন কেমন আছেন? আমি অনেকদিন তার কোন খবর পাইনি। তুমি কি তার কোন খবর জান?'

টমি দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে তার আন্ট ক্যারোলিন ১৫ বছর আগে মারা গেছে। তার মৃত্যুসংবাদ শুনে আন্ট আদার মুখে এতটুকুও দুঃখের চিহ্ন ফুটে উঠলনা। কেননা আন্ট ক্যারোলিন তার নিজের বোন ছিলেন না। তিনি তার পিসতুতো বোন ছিলেন মাত্র।

'মনে হচ্ছে সকলেই মরে যাচ্ছে।' বেশ আনন্দের সঙ্গে আন্ট আদা বললেন। 'কোন দুঃখ পেয়োনা। তাদের মৃত্যু হয়েছে এটাই স্বাভাবিক। হার্ট দুর্বল, করোনারি থ্রম্বোসিস, হাই ব্লাড প্রেসার, হাঁপানি ইত্যাদি—এসব দুর্বল লোকেরা বেঁচে থেকেই বা কি করবে। এইভাবেই ডাক্তাররা তাদের রুগীদের বাঁচাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের বাক্সের পর বাক্স এবং ওষুধের পর ওষুধ দিয়ে যাচ্ছেন। হলদে বড়ি, গোলাপি বড়ি, সবুজ বড়ি এমন কি কালো বড়িও তাদের খাওয়াচ্ছেন। এতে অবাক হবার কিছু নেই। আমাদের ঠাকুমার সময়ে ঐ ব্রিং স্টোন ব্যবহার করা হত। আমি মনে করি এত ভালো জিনিস এটা যে কোন ওষুধের সঙ্গে এর তুলনা হয়না। যদি তুমি শরীর ভালো রাখতে চাও তাহলে ব্রিং স্টোন খেয়ে যাও।" এই বলে উনি মাথা নাড়িয়ে তৃপ্তির হাসি

হাসতে লাগলেন। "তুমি নিশ্চয়ই ডাক্তারদের ওপর সেভাবে বিশ্বাস রাখতে পারোনা তাইনা? যখন তুমি প্রচুর পরিমানে বিষ খেয়ে ফেলবে তখন তুমি কিছুতেই ডাক্তারদের ওপর ভরসা রাখতে পারবেনা। মনে কোরনা আমি যা বলছি তাই ঠিক। মিস প্যাকার্ড সেই ধরনের মহিলা নন যে আমি যা বলবো তাই সহ্য করে যাবেন।'

ওদিকে নীচের তলায় মিস প্যাকার্ড একটু ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে টুপেন্সকে নিয়ে হলঘরে প্রবেশ করলেন।

'মিসেস বেরেসফোর্ড আমি ভীষন দুঃখিত। কিন্তু আমি আশা করছি আপনি এটা বুঝলেন বয়স্ক মানুষরা একটু এ-ধরনের আচরণ করে। তাদের মাথায় যা ঢোকে এবং তারা যা কল্পনা করে সেটার উপরই তারা জেদ করতে থাকে।'

টুপেন্স বললেন, 'এরকম প্রতিষ্ঠান চালানো খুবই কঠিন ব্যাপার।

মিস প্যাকার্ড উত্তর দিলেন— 'না.......... না..... তা নয়, ঠিক তা নয়, আমি বরং এটাকে উপভোগ করি সত্যিই আমি এই কাজটা নিয়ে থাকতে ভালোবাসি কারণ আমি বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের নিয়ে থাকতে ভালোবাসি।'

টুপেন্স নিজের মনে মনে চিন্তা করছিল যে এই মহিলা বৃদ্ধবৃদ্ধাদের ভালোবাসেন এবং এদের মনস্তত্ত্বটাও বোঝেন।

মিস প্যাকার্ড একটু প্রশ্রয়ের ভঙ্গীতে বললেন, 'এরা সত্যিই শিশুর মতো। তফাৎ কি? শুধু শিশুদের কাজের মধ্যে একটা যুক্তি থাকে যা এদের ক্ষেত্রে থাকেনা। তারা যেটা চায় এবং তারা যেটা বিশ্বাস করে সেটা অন্য কাউকেও বিশ্বাস করাতে চান। তাহলেই তারা খুশী থাকবে। আমি এখানে অনেক ভালো ভালো কর্মচারী পেয়েছি। এটা ঠিক যে এদের সেবা করার জন্য এমন কর্মী চাই যারা হবে সহিষ্ণু, দয়ালু এবং বেশী বুদ্ধিমান নয়। কারণ কর্মীরা যদি বেশী চালাক হয় তাহলে তারা অসহিষ্ণু হয়। হ্যাঁ মিস ডোনোভান নামে একজন ছিলেন তিনি এত বেশী বুদ্ধিমতি ছিলেন যে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই এস্থান ত্যাগ করেছিলেন। এমনি একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন যিনি মনে করতেন তিনি একজন সুন্দরী যুবতী। সিঁড়ি দিয়ে এত তাড়াতাড়ি নামতে যেতেন যে পরে যেতেন।'

মিস প্যাকার্ড বললেন, 'মিসেস লকেট সবসময় বলতেন তিনি মরে যাচ্ছেন, তার জন্য তখুনি ডাক্তার চাই।'

মিস প্যাকার্ড আবার বললেন—'তিনি প্রথম থেকেই খালি বলতেন মরেই যাচ্ছেন মরেই যাচ্ছেন কিন্তু কি কারণে মরছেন তাও তিনি নিজেও বলে দিয়েছেন। গতকাল তাকে যে মাশরুমের স্টু খেতে দেওয়া হয়েছিল তাতে ব্যাঙের ছাতা মিশে গিয়েছিলো। সেটাই বিষাক্ত হয়ে গেছিল।'

মিস প্যাকার্ড আরও বললেন—'এটা একটা নতুন ব্যাপার আমি তার সঙ্গে কথা বলব।' একবার মিসেস বেরেসফোর্ডের দিকে চেয়ে বললেন আপনারা চলে যাচ্ছেন আমি সত্যিই দুঃখিত। আপনি বসার ঘরে বসে ম্যাগাজিনটা দেখুন, আমি আসছি।'

টুপেন্স জবাব দিলেন, 'ও ঠিক আছে, ঠিক আছে আপনি যান।' যে ঘরে মিস প্যাকার্ড তাকে যেতে বলেছিলেন তিনি সে ঘরে ঢুকলেন। ঘরটি বড় সুন্দর। ঘরের ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে বাইরের

বাগান দেখা যাচ্ছে। ওখানে ইজিচেয়ার আছে। ফুলদানীতে ফুল আছে। একটা দেওয়ালের মধ্যে বুক-সেলফে অনেক ভ্রমন কাহিনী ও ভালো ভালো উপন্যাস আছে। এছাড়াও আরও কিছু কিছু যা বয়স্কদের পড়তে খুব ভালো লাগবে। পরীদের গল্প, রূপকথার গল্প ইত্যাদি। টেবিলের উপর কিছু ম্যাগাজিন ছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে মাত্র একজন ছিলেন। একজন বৃদ্ধা মহিলা চেয়ারে বসে পাকাচুল আঁচড়াচ্ছিলেন তার হাতে এক গ্লাস দুধ। তিনি সেদিকেই তাকিয়েছিলেন। বৃদ্ধা হলে কি হবে তার মুখখানা খুবই সুন্দর এবং গায়ের রঙ দুধে আলতা। তিনি টুপেন্সের দিয়ে বন্ধুত্বসুলভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসলেন।

'সুপ্রভাত। আপনি কি এখানে থাকতে এসেছেন নাকি কাউকে দেখতে এসেছেন।' বৃদ্ধা বললেন।

টুপেন্স বললেন, 'আমি দেখতে এসেছি। এখানে আমার একজন আত্মীয়া আছেন। আমার স্বামী এখন তার কাছেই রয়েছেন, ভেবেছিলাম দুজন লোক তার কাছে আসাটা তার পক্ষে কষ্টদায়ক হবে তাই আমি চলে এসেছি।'

বৃদ্ধা বললেন, 'এটা আপনার খুব বিচক্ষণতার লক্ষণ।' উনি দুধের গ্লাসে চুমুক দিলেন। 'আমি ভাবছি, না না ঠিক আছে ঠিক আছে। আপনি কি কিছু পান করতে ভালোবাসেন। এই ধরুণ চা অথবা কফি। তাহলে আমি ঘন্টা বাজিয়ে ডাকি। এরা খুব সেবা পরায়ন।'

টুপেন্স বললেন, 'না, না আমার কিছু লাগবে না। ধন্যবাদ'।

'তাহলে আপনাকে একগ্লাস দুধ দিতে বলি। আজকের দুধে কোন বিষ নেই।'

'না না, তা কেন, তা কেন। আমরাতো বেশীক্ষণ থাকব না। আমার জন্য দয়া করে দুধ আনতে বলবেন না।'

'ঠিক আছে যদি আপনি এখানে না থাকেন তাহলে এ বিষয়ে কিছু বলব না। এ বিষয়ে চিন্তার কোন কারণই নেই। তবে আপনি অসম্ভব কিছু না চাইলে, কোন চিন্তার কারণই নেই।'

টুপেন্স বললেন, 'আমাদের যে আন্টকে আমরা মাঝে মাঝে দেখতে আসি তিনি মাঝে মাঝে একটা অসম্ভব জিনিস চেয়ে বসেন। তার নাম মিস ফ্যানশ।'

'ও, মিস ফ্যানশ! আমিতো তাকে চিনি।' মনে হল একথা বলতে গিয়ে তা মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। টুপেন্স খুশীর গলায় বললেন, তিনি একটু খামখেয়ালী।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি সত্যি তিনি এরকমের। আমার নিজেরও এরকম একজন আন্ট ছিলেন। তিনিও মিস ফ্যানশ-এরই মতন। তবে মিস ফ্যানশকে আমরা সবাই ভালোবাসি। তিনি প্রচণ্ড আমুদে মহিলা এবং যা পছন্দ তার তিনি তাই করেন।'

টুপেন্স জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ আমিও আপনার সাথে একমত।'

বৃদ্ধা বললেন 'আমার নাম ল্যান কাস্টার, মিসেস ল্যান কাস্টার।'

টুপেন্স বললনে, 'আমার নাম মিসেস বেরেসফোর্ড।'

'আমার আশঙ্কা এখন কি কি হচ্ছে, মানুষের এই বিদ্বেষ ভাবাপন্ন মনকেই প্রশ্রয় দিতে চাইছেন কেউ কেউ। এখানে কিছু এরকম অতিথি আছে তারা যা করে সেটা তাদের কাছে মজাদার হলেও অন্যের কাছে ক্ষতিকরও হতে পারে।'

'আপনি কি এখানে অনেকদিন ধরে আছেন?'

'হ্যাঁ অনেক দিন হয়ে গেল। দেখি কতদিন—সাত বছর, না না আট বছর। হ্যাঁ আট বছরের বেশী আমি এখানে আছি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন বৃদ্ধা। 'আমি অনেক কিছু ভুলে গিয়েছি। আমাদের মত বয়সীরা হয়ত ভুলে যায়। আমার আত্মীয় স্বজন সকলেই বিদেশে থাকে।

'এটা সত্যিই খুব দুঃখের কথা।'

'না না মোটেই তা নয়। তাদের জন্য আমার মোটেই যায় আসে না। হ্যাঁ আমি তাদের ছাড়া এখানে ভালোই আছি। একবার আমার একটা ভীষণ অসুখ হয়েছিল। কিন্তু তখন পৃথিবীতে আমি একাই ছিলাম। তার থেকে এই বৃদ্ধাবাসে থাকাই ভাল। আমি মনে করি যে আমি খুবই ভাগ্যবতী যে এখানে স্থান পেয়েছি। এখানকার লোকেরা এত দয়ালু এবং আমার জন্য এত চিন্তা করেন, এবং এখানকার বাগানগুলো খুব সুন্দর। আমি চাইনা আর কখনও বাড়ি ফিরে যেতে, আবার এও জানি এটা নিজের বাড়ি নয়। মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায় কোনটা আমার নিজের বাড়ি আর কোনটা নয়।' তিনি কপাল চাপড়াতে লাগলেন। 'আমি মাঝে মাঝে ভুলে যাই, একটার সাথে আর একটা গুলিয়ে ফেলি, যে ঘটনাটা ঘটে গেছে তা সবসময় মনে পড়েনা।'

টুপেন্স বললেন, 'সত্যি আমি খুব দুঃখিত। আমার মনে হয় প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বলার আছে।'

'কিছু কিছু অসুখ আছে যেগুলো খুবই যন্ত্রনাদায়ক। এখানে দুজন দরিদ্র মহিলা আছেন যারা যন্ত্রনাদায়ক বাতে মাঝে মাঝে কষ্ট পান খুব। সুতরাং আমি মনে করি কেউ যদি কখনও মনে করতে না পারে সে কোথা থেকে এসেছিল, কে তাকে এখানে রেখে গেছে, তা যদি ভুলে যায় তাহলে সেটা খুব দোষের নয়। এই মানসিক অবস্থাটা ভুলে যাওয়াই মঙ্গলজনক।'

টুপেন্স বললেন, 'হ্যাঁ আপনি যা বললেন তা সম্পূর্ণভাবেই ঠিক।'

দরজা খুলে গেল, আপাদমস্তক সাদা পোশাক পড়া একটি মেয়ে কফির ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। ট্রেতে একটি প্লেটে দুটো বিস্কুটও ছিল। সে ট্রেটি টুপেন্সের সামনে টেবিলে রাখল। এবার মেয়েটি বলল, 'মিস প্যাকার্ড বললেন আপনার এককাপ কফি খাওয়া দরকার।'

টুপেন্স বলল 'ধন্যবাদ'।

মেয়েটি চলে গেলে মিসেস ল্যান কাস্টর বললেন, 'আপনি খুব চিন্তা করছেন?'

'হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন।' টুপেন্স কফির পাত্র থেকে তার কাপে কফি ঢেলে পান করতে লাগলেন। দুজন মহিলা কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। টুপেন্স ঐ বৃদ্ধাকে বিস্কুট দিতে চাইলে তিনি মাথা নাড়লেন।

'না না ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আমি ঐ দুধ খেতেই ভালোবাসি।' তিনি খালি গ্লাসটি টেবিলে রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চোখ দুটি অর্ধ-মুদিদ করলেন। টুপেন্স ভাবছিলেন যে তিনি বোধহয় সকালের হাল্কা তন্দ্রাটাই উপভোগ করছেন। তিনি আর কোন কথা বললেন না। হঠাৎ মিসেস ল্যান কাসটার ঝাঁকুনি দিয়ে জেগে উঠলেন এবং টুপেন্স দিকে তাকিয়ে বললেন—

'আমি দেখলাম আপনি ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকিয়ে আছেন।

টুপেন্স চমকে উঠে বললেন, 'তাই নাকি। আমি কি ওদিকেই তাকিয়ে ছিলাম?

'হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে আপনি তাকিয়ে ছিলেন।' তারপর তিনি সামনে ঝুঁকে ফিসফিস

করে বললেন, 'কিছু মনে করবেননা, আপনি কি আপনার ছোট বাচ্চাটার কথা ভাবছেন?'

টুপেন্স একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'আমি! না ...... না না। আমি তা ভাবছি না তো।'

'না আমার তাই মনে হচ্ছিল। আমি ভেবেছিলাম আপনার আসা উচিত বলেই এখানে এসেছেন এবং বাচ্চারা এখানে আসতে চেয়েছিল, তাদের রেখে এসেছেন। তাই তাদের কথা ভাবছেন।'

টুপেন্স বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তাই কি?'

মিসেস ল্যান কাস্টার নীচু স্বরে বললেন, 'সবসময় ঐ একইরকম ব্যাপার ঘটে।' এই বলে তিনি ম্যান্টেলপীসের ওপর রাখা বড় দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালেন। টুপেন্সও তাকালেন ' ১০টা বেজে এগারো মিনিট। হররোজ ঠিক এ-সময়টা আসে।' বৃদ্ধা বললেন।

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'লোকেরা আমার কথা বুঝলেনা— আমি যা জানতাম সব তাদেরকে বলেছিলাম। কিন্তু তারা আমায় বিশ্বাস করলোনা।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের দরজা খুলে গেল এবং টমি ঘরে ঢুকলেন। এতে বৃদ্ধার একঘেয়ে কথাবার্তা থেকে টুপেন্স মুক্তি পেল এবং চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে টমির দিকে এগিয়ে গেল।

'এই তো আমি, এই যে। আমি প্রস্তুত। বিদায় মিসেস ল্যান কাস্টার।' এই বলে তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারা হলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে টমিকে টুপেন্স জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এতক্ষণ কেমন ছিলে?'

'তুমি চলে যাবার পর মনে হচ্ছিল যেন আগুন লেগে যাওয়া একটা বাড়িতে রয়েছি।'

খুশী খুশী গলায় টুপেন্স বললেন, 'মনে হচ্ছে আমাকে তিনি ঠিক সহ্য করতে পারেন না। বরং মনে হচ্ছিল আমি চলে আসাতে তিনি একটু খুশী হয়েছিলেন।'

'কেন খুশী হবেন কেন?'

'আমার বয়স এবং আমার চেহারা এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক আশাক দেখে কেউ যদি মনে করে থাকে যে তুমি একজন অসৎ মেয়েছেলেকে কেবলমাত্র অসৎ কাজের জন্য তোমার সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ তাহলে এটা কি মজার ব্যাপার নয়?'

টমি সস্নেহে তার বাহুতে চিমটি কেটে বলল, 'ইডিয়ট। কে তোমায় খারাপ মেয়ে বলছে। দেখতেই তো পেলে সে একজন বৃদ্ধা স্মৃতিভ্রংশা মহিলা।'

টুপেন্স বলল, 'তিনি সত্যি খুব চমৎকার। বৃদ্ধা প্রিয় আন্ট। আমিও তাই মনে করি কিন্তু দুর্ভাগ্য যে উনি বাদুরের মত।'

'বাদুর?'

'হ্যাঁ চিন্তা করে দেখ দেখি ফায়ারপ্লেসের পেছনে সর্বদা মৃত শিশু থাকে। এ হলঘরে যে বৃদ্ধা বসেছিলেন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার জীবনে ওরকম ব্যাপার ঘটেছিল কিনা।'

টমি বললেন, 'এসব কথা মানুষের নার্ভকে দুর্বল করে দেয়। আমি মনে করি কিছু কিছু লোক আছে যারা অনেকটা বাদুরেরই মত। যেমন আমাদের সব পরিবারেই যে সব বয়স্ক আত্মীয় স্বজনেরা আছেন তাদের সবাই ভাল শুধু বয়সটাই তাদের একটু অস্বাভাবিক করে দিয়েছে।

বয়স হলেও ঐ মহিলা কিন্তু এখনও সুন্দরী।

টুপেন্স বললেন, 'হ্যাঁ তিনি সত্যিই সুন্দরী এবং ভারী মিষ্টি স্বভাবের মহিলা। তার মনের কল্পনাগুলো কি ধরনের আমি সেটা জানবার চেষ্টা করেছিলাম।'

ইতিমধ্যে মিস প্যাকার্ড হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন।

'বিদায় মিসেস বেরেসফোর্ড। আপনাকে কফি দিয়েছিল তো!'

'হ্যাঁ দিয়েছিল, ধন্যবাদ।'

মিস প্যাকার্ড বললেন, 'আপনি যে এসেছেন এটা আপনার অশেষ দয়া।' তারপর টমির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে দেখে মিস ফ্যানশ খুব খুশী হয়েছেন। আপনার স্ত্রীর প্রতি যে উনি রুক্ষ ব্যবহার করেছেন তার জন্য আমি দুঃখিত।'

'আমি মনে করি এতে উনি যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছেন।' টুপেন্স মন্তব্য করলেন।

মিস প্যাকার্ড বললেন, 'আপনারা দুজনেই খুব বুঝদার।'

টুপেন্স বললেন 'আমি যে বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলাম ওনার নাম মিসেস ল্যান কাস্টার?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ উনিই মিসেস ল্যান কাস্টার। আমরা সবাই তাকে খুব ভালোবাসি।'

'আচ্ছা উনি কি একটু অদ্ভুত ধরনের?'

'হ্যাঁ। উনি সর্বদা কল্পনা করতে ভালোবাসেন।' মিস প্যাকার্ড একটু প্রশ্রয়ের সুরে বললেন, 'এখানে এমন কিছু কিছু মহিলা আছেন যারা কল্পনা করতে ভালোবাসেন। তাদের কল্পনাগুলো অদ্ভুত হলেও ক্ষতিকর নয়। যে জিনিষগুলো তারা বিশ্বাস করে সেগুলো তাদের অথবা অন্য কারুর জীবনে ঘটেছিল। আমরা চেষ্টা করি এসব কল্পনাতে বিশেষ মনোযোগ না দিলেও তাদের নিরুৎসাহ করিনা। তারা যেন খেলা করছে এরকম মনোভাব নিয়ে থাকি। কল্পনাশক্তিরওতো মাঝে মাঝে অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। বেঁচে থাকার জন্য তাদের জীবনে এরকম কল্পনাপ্রবণ হবার প্রয়োজন আছে। কোন উত্তেজনাময় এবং কোন দুঃখজনক ঘটনার কথা চিন্তা করাটা তাদের বেঁচে থাকার খোরাক জোগায়। এতে কিছু যায় আসেনা। কিন্তু যদি বিশেষ কোন বাতিক থাকে তাহলে সেটা সারাবার চেষ্টা করি। কিন্তু এদের তা নেই।'

টমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাক্ এসব কথা এখন থাক। আমাদের এখন যেতে হবে। অন্ততঃ আর ছমাসের মধ্যে এখানে আমাদের আসার প্রয়োজন নেই।'

কিন্তু আর ছ'মাসের মধ্যে তাদের যাওয়া বা আন্ট আদাকে দেখার প্রয়োজন হলোনা। কারণ এই সাক্ষাৎকারের তিন সপ্তাহ বাদে ঘুমন্ত অবস্থায় আন্ট আদা মারা গিয়েছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় ❑ অন্তেষ্টিক্রিয়া

টুপেন্স বললেন, 'এই অন্তেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারগুলো ভারী দুঃখজনক তাইনা?' তক্ষুনি তারা আন্ট আদার অন্তেষ্টিক্রিয়া থেকে সবে ফিরেছেন। তাদের অনেকটা পথ ক্লান্তিকর করে আসতে হয়েছে। লিঙ্কনসায়ারের একটা গ্রামে অন্তেষ্টিক্রিয়া হয়েছিলো কারণ আন্ট আদার পরিবারের সকলকেই ঐ স্থানে সমাধি দেওয়া হয়েছে।

টমি দায়িত্বপূর্ণ স্বরে বললেন, 'অন্তেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারে আর কি আশা করতে পারো? এখানে কি পাগলের মতো খুশীব আভাস থাকবে?''

টুপেন্স বললেন, 'যে কোন জায়গাতেই এই ক্রিয়া হতে পারে। আমি বলতে চাইছি আইরিশবা এই অন্তেষ্টিক্রিয়াকে ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো মনে করে তাই না ? এরা প্রথমে মৃতের আত্মার শান্তিব উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে। তারপর বিলাপ করে। তারপর প্র—চু—র মদ্যপান করে। শেষে হৈ হুল্লোড় পর্যন্ত করে।' এই বলে তিনি তার ঘবেব কাপবোর্ডের দিকে তাকিয়ে বইলেন।

টমি একথা শুনে ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ পায়চারী করলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার হোয়াইট লেডির কথা খুব মনে পড়ছিলো।

টুপেন্স বললেন, 'ঠিক বললো। ঘটনাটা হোয়াইট লেডির মতোই বটে।' এই বলে সে তার মাথার কালো টুপিটা ছুঁড়ে ফেললো। গা থেকে লম্বা কোটটাও সে খুলে ফেললো। 'আমি শোক করতে ঘৃণা করি। আমার মনে হয় মথের গায়ে যেমন একটা গন্ধ থাকে, শোক বস্তুটাও মানুষেব জীবনে একটা বদখত গন্ধের মতো।'

টমি বললেন, 'তোমাব তো শোক কবার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি অন্তেষ্টিক্রিয়ায় গেছো—এটাই যথেষ্ট।'

'না. . না....... আমি ২/১ মিনিটের মধ্যেই ওপরে যাচ্ছি। আর লালচে বেগুনী জার্সি পরে আসছি। যাতে আমাকে উজ্জ্বল দেখায় আর মনে না হয যে আমি অন্তেষ্টিক্রিয়া থেকে ফিরেছি। এবার আমাকেও তুমি হোয়াইট লেডির মতো ভাবতে পারবে।' টুপেন্স উত্তব দিলো।

'সত্যি। টুপেন্স সত্যি। আমাব কোন ধাবনাই ছিলোনা যে অন্তেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারটা তোমার মনে খুশীর অনুভব ফিরিয়ে আনতে পারে।'

এক মুহূর্ত পরে টুপেন্স জবাব দিলেন 'অন্তেষ্টিক্রিয়াটা এক দুঃখজনক ও শোকাবহ ব্যাপাব'। তাব পবনে এখন চেরী ফলের মতো চমৎকার লাল পোশাক। পোশাকের উপর একটা লাল চুনী বসানো। কাঁধের উপর হীরেব একটা ব্রোচ। তাব আকৃতিটা টিকটিকিব মতো।

''আন্ট আদাদের অন্তেষ্টিক্রিয়াগুলো সবসময়ই দুঃখজনক। আমি বলতে চাইছি বয়স্করা কখনোই ফুলের মতো নয়। তাই তাদেব মৃত্যুতে কেউ বেশী ফুঁপিযে ফুঁপিয়ে কাঁদবে না। তবে অনেক বয়স্ক নিঃসঙ্গ ব্যক্তি আছে তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান, খুব বড় কিছু হারিয়েছেন বলে মনে হযনা।'

'আমার এটা ভাবা উচিত যে এই মৃত্যুব ব্যাপারটা হালকাভাবে বা সহজভাবে নেওযা তোমার পক্ষে খুব সহজ। তুমিই আমার কাছে একমাত্র উদাহরণ।'

টুপেন্স বললেন, 'তুমি যদি এবকম ভেবে থাকো এটা সম্পূর্ণ ভুল। আমি কখনোই তোমার অন্তেষ্টিক্রিয়া দেখতে চাইনা। আমি সবসময় তোমার আগে মবতে চাই। কিন্তু আমি বলতে চাইছি আমায় যদি তোমার অন্তেষ্টিক্রিয়ায় যেতে হয় তাহলে তা আমার দুঃখের সীমাকে অনেক বাড়িয়ে দেবে। সেখানে আমাকে অনেক রুমাল নিয়ে যেতে হবে।'

'তা হলে তুমি শোকের প্রতীক কালো বর্ডার দেওয়া রুমাল নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো কথা। তাই বলে আমি শোকের চিহ্ন দেওয়া কালো রুমালের কথা কখনও ভাবিনি। বাঃ চমৎকার আইডিয়া তো তোমার। কাজটা খুব ভালো ব্যাপার। মানুষের যে প্রকৃত

দুঃখ সর্বদাই তোমার মনে গভীর অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে। মানুষের শরীরে দিয়েও শোকের ধারাও প্রবাহিত হয়।'

'সত্যি টুপেন্স। আমি দেখছি আমার মৃত্যু ও তার ফলাফল সম্বন্ধে তোমার মন্তব্যগুলো খুব দুঃখজনক। আমার মৃত্যু তোমার জীবনে দুঃখের গভীরে প্রভাব বিস্তার করবে। এখন এসব কথা ছাড়োতো।'

'ঠিকআছে। এখন ওসব কথা থাক।'

টমি বললেন, 'বেচারা বৃদ্ধা মহিলা চলে গেছেন। তিনি শান্তিতে গেছেন এবং কোন যন্ত্রনা ভোগ করেননি। সুতরাং তার বিষয়ে কথা এখন থাক। এখন বরং কোন খুশীর কথাবার্তা বলা যাক।'

এই বলে টমি তার লেখার টেবিলের দিকে চলে গেলেন এবং কিছু কাগজপত্র তুলে নিলেন।

'মিঃ রকবারির চিঠি আমি কোথায় রেখেছিলাম?'

'কে রকবারি, ও.. তুমি সেই উকিলের কথা বলছো যিনি তোমাকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন।'

'হাঁ। আমি সেই উকিলের কথাই বলছি।' টুপেন্স বললেন 'উনি যে তোমাকে তোমার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেননি, এর জন্য তুমি ভগবানকে ধন্যবাদ জানাও।'

টমি জবাব দিলেন 'আন্ট আদার যদি সম্পত্তি থাকতো তাহলে তিনি তা বৃদ্ধাবাসেই দান করতেন। ওনার উইলে উনি সেকথাই লিখেছিলেন। কিন্তু উইলটা পোকায় কেটে দিয়েছে। এখন ওতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। শুনেছি আন্ট আদা তার সম্পত্তির কিছু অংশ বেড়ালদের জন্য উইল করে দিয়েছেন।"

'তিনি কি বেড়ালদের খুব ভালবাসেন?'

টমি চিন্তিত স্বরে বললেন, 'আমি ঠিক জানিনা। হতে পারে ভালোবাসতেন। আমার কাছে সেকথা তিনি কখনো বলেননি। মনে হয় যারা আন্ট আদাকে দেখতে যেতেন তাদের এসব কথা বলে তিনি মজা পেতেন। আমাকে উনি বলেছিলেন যে তার উইলে আমার জন্য নাকি সামান্য কিছু রেখে গেছেন। অথবা একবার বলেছিলেন। এই যে আমার ব্রোচটা তুমি দেখছো এটা তোমার ভালোলাগে? এটা আমি তোমাকে উইল করে দিয়ে যাবো। আসলে তিনি কাউকেই কিছু দেননি। যা কিছু দেবার বেড়ালকেই দিয়ে গেছেন।'

টুপেন্স বললেন, 'আমি বাজি ফেলে বলতে পারি তিনি সকলকেই এরকম আশা দিয়ে শেষপর্যন্ত তাদের সবাইকে বঞ্চিত করেছেন। আমি তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তিনি তার পুরানো বন্ধুদের মোটেই পছন্দ করতেন না। দেখতেন আর তার বক্তব্যগুলো তাদের শোনাতেন। আমার মনে হয় আসলে সে একটা বৃদ্ধা শয়তান ছিলো তাই না টমি? সে শুধুমাত্র তার আত্মসুখের জন্য লোককে যা খুশী তাই বলতো এটা কেমন ধরনের ব্যাপার জানোতো, তুমি দূরে চলে যাবে তখন তোমার মনে যেসব ভাবনা চিন্তা আসবে তুমি তাই করে তৃপ্তি পাবে। এটা অনেকটা সেইরকম, যাইহোক আমরা কি এখন সানি রিচে যাবো?'

'মিসেস প্যাকার্ডের কাছ থেকে আসা আরেকটা চিঠি কই? ও! এই তো। আমি ওটা মিঃ রকবারির চিঠির সাথে রেখেছিলাম। চিঠিতে আন্ট বলেছিলেন তার আর কিছু সম্পত্তি আছে। আন্ট আদার কিছু ফার্নিচার আছে। তিনি যখন সেখানে থাকতে গেছিলেন ঐ ফার্নিচারগুলি নিয়ে

গেছিলেন। এগুলো একেবারেই তার নিজস্ব সম্পত্তি, তার কিছু জামাকাপড় ও জিনিসপত্র আছে। সেগুলো কারুর না কারুর পাওয়া উচিত। আমি যেহেতু ওনার এক্সিকিউটর এগুলো আমারই নেবা উচিত। কিন্তু আমি মনে করিনা ওনার এমন কোন জিনিস আছে যা নিতে আমি আগ্রহী, আমি মনে করি এগুলি বৃদ্ধ আঙ্কেল উইলিয়ামের পাওয়া উচিত।'

টুপেন্স বললেন 'তোমার সিদ্ধান্তই ঠিক। তুমি এই পরামর্শ না দিলে আমি ওগুলি নীলামে দিয়ে দিতাম।'

টমি বললেন, 'তোমাকে আর নীলামে যেতে হবে না।'

'আমি ভাবছি যে আমি সেখানে যাবো', টুপেন্স জবাব দিলেন।

'তুমি যেতে চাও? কেন, সেখানে গেলে কি তোমার একঘেয়ে লাগবেনা? '

'কেন কেন? তার জিনিসগুলি দেখতে চাইছি বলে? আমি মনে করি পুরানো দ্রব্যাদি, অলঙ্কার, আসবাবপত্র এগুলি দেখার মধ্যে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে। আমি মনে করি আমার সেখানে যাওয়া উচিত।'

'সেগুলোকে নীলামে পাঠাবার বা অচেনা লোককে দেখাবার উদ্দেশ্যে নয়। আমি দেখবো ওখানে এমন কিছু জিনিস আছে কিনা যা আমাদের কাছে রাখা যেতে পারে।'

'তুমি কেন যেতে চাইছো সত্যি করে বলতো? নিশ্চয়ই তোমার যাওয়ার পেছনে অন্য কোন কারণ আছে।'

'এমনই একজনকে বিয়ে করেছি যে আমার সম্পর্কে একটু বেশী জেনে ফেলেছে এটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার।'

'তাহলে তোমার যাওয়ার অন্য কোন কারণ আছে বলো?'

'মোটেই না। সত্যি না।'

'এসো টুপেন্স। বলো আমায় আসলে কি ব্যাপার? তুমি তো কখনও অপরের জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামাও না। কার কি আছে না আছে সে ব্যাপারে তোমার তো কোনদিন আগ্রহ নেই।'

টুপেন্স দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন, 'আমি মনে করি এটা আমার কর্ত্তব্য। আর অন্য কোন কারণ নেই।'

'বলো। বলো। একটু ঝেড়ে কাশো তো।'

'আমি ভাবছিলাম যে পুষি বড়োলগুলোকে আন্ট সম্পত্তি দান করেছেন তাদের একটু দেখবো।'

'সেকি! তোমার হঠাৎ বেড়াল দেখার সখ হলো?'

'মানে আমি সেই বৃদ্ধা মহিলা ক্যাটসস্কীনকে আবার দেখতে চাই।'

'কি! সেই মহিলা যিনি ভাবেন ফায়ারা প্লেসের পেছনে একটা মৃত শিশু রয়েছে সেই অদ্ভুত মহিলাকে তুমি আবার দেখতে চাও?'

টুপেন্স বললেন, 'হ্যাঁ। আমি ওনার সঙ্গে আবার কথা বলতে চাই। আমি জানতে চাই তিনি যখন এইসব অদ্ভুত কথা বলেন তখন তার মনের ভাবটা কেমন হয়। ওনার কি বিশেষ কোন ঘটনা মনে পড়ে, না কি সবটুকুই তার কল্পনামাত্র? আমার এই ব্যাপরটাকে অসাধারণ বলে মনে হচ্ছে। এটা কি কোন একটা বিশেষ ধরনের গল্প যেটা তিনি তার মনের মধ্যে লিখে চলেছেন,

আমার মনে হয় এই ধরনের ভাবনার পশ্চাতে কোন কারণ আছে। হযতো ফায়ার প্লেস বা মৃত শিশুকে নিয়ে কোন একটা বিশেষ ঘটনা ঘটেছিলো। কেন তিনি একথা ভেবে ছিলেন যে ঐ মৃত শিশু আমারই, আমাকে দেখে কি মনে হয় আমার একটা মৃত শিশু ছিলো?

টমি জবাব দিলেন, 'আমি জানিনা, বাচ্চাটা কার ছিলো, সেটা কিভাবে তুমি ওর কাছ থেকে জানতে পারবে। আমার এটা ভাবা উচিত নয়। যাইহোক টুপেন্স, আমাদের ওখানে যাওয়াটা ঠিক এবং তোমার যেটা ভালো লাগবে সেটা তুমি উপভোগ করতে পারো। তাহলে ওই কথাই রইলো। একটা নির্দিষ্ট দিন স্থির করে মিস প্যাকার্ডকে আমাদের যাওয়ার ব্যাপারটা জানিয়ে দেবো।

চতুর্থ অধ্যায় ❑ একটি বাড়ির ছবি

টুপেন্স একটা গভীর শ্বাস ফেলল। সে বলল, 'এটা ঠিক আগের মতই লাগছে।' সে এবং টমি 'সানি রিজে'-র সামনের দরজার সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল। টমি জিজ্ঞেস করল 'এরকম কেন বলত?'

'আমি জানিনা। আমাব হঠাৎ অনুভব হল সময়ের সাথে সাথে কিছু করতে হবে। বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন গতিতে সময় চলে যাচ্ছে। তুমি যদি কখনও আগেব জাযগায় ফিরে যাও তাহলে তুমি অনুভব করবে যে সময় কিরকম দ্রুত ভাবে এবং ভয়ঙ্কব ভাবে এগিযে চলছে এবং নানা ঘটনা ঘটেছে ও অনেক কিছুরই পবিবর্তন হযেছে। আচ্ছা টমি অস্টেন্ডের কথা তোমার মনে পরে।'

'অস্টেন্ড? আমবা মাধুচন্দ্রিমার সময় সেখানে গিয়েছিলাম। অবশ্যই মনে আছে।'

'সেখানে নেমপ্লেটের ওপর কি লেখা ছিল তোমার মনে আছে? টাইম স্টিল স্ট্যাণ্ড—এই লেখাটা দেখে আমরা কত হেসেছিলাম। এটা আমাদের কাছে খুব মজাদার মনে হয়েছিল।'

'আমি ভাবছি জায়গাটা ছিল নোক্‌কে—অস্টেণ্ড নয়।'

'কিছু মনে করো না। তোমার মনে আছে, আচ্ছা। এ শব্দটা টাইম ষ্টিল ষ্ট্যাণ্ড— ওটা একটা অদ্ভুত শব্দ। টাইম ষ্টিল ষ্ট্যাণ্ড—অর্থাৎ এখানে কোন কিছুরই বদল হয়নি। এখানে সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সবকিছুই আগের মতো হয়ে চলেছে। এটা যেন ভূতের মতন। সব ভুতুড়ে কাণ্ড।'

'আমি বুঝতে পারছিনা তুমি কিসের সম্বন্ধে এই কথাগুলো বলছ। তুমি কি এখানে সারা দিন ঐ সময়ের কথা বলতে বলতে দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি দরজার ঘন্টা বাজাবে? মনে রেখ আন্ট আদা এখন আর এখানে নেই। এটা আমদের কাছে একটু আলাদা ব্যাপার।' এই বলে সে দরজার ঘন্টা বাজাল।

'এটাই একমাত্র আলাদা ব্যাপার হবে। আমার প্রিয় বৃদ্ধা মহিলাটি দুধ পান করবেন এবং ফায়ার প্লেসের সম্বন্ধে কথা বলবেন। এবং যে কোন বৃদ্ধা মহিলা অথবা অন্য কেউ চুলের কাঁটা অথবা চায়ের চামচ গিলে ফেলবেন এবং ছোটখাটো চেহারার মজাদার মহিলাটি ঘরের দরজা থেকে মুখ বার করে তার কোকো চাইবেন এবং মিস প্যাকার্ড নিচে নেমে আসবেন। দরজা খুলে গেল। নাইলন গাউন পরা একজন যুবতী মহিলা বললেন—'আপনারা কি মিঃ এবং মিসেস

বেরেসফোর্ড? মিস প্যাকার্ড আপনাদেব প্রত্যাশায় বয়েছেন।'

যুবতী মহিলাটি তাদেরকে সেই আগেকাব বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। ঠিক তক্ষুনি সিঁড়ি বেয়ে মিস প্যাকার্ড নীচে নেমে এলেন ও তাদের অভিবাদন জানালেন। প্রতিবার তার ব্যবহারের মধ্যে যে রকম একটা হাসিখুশী ও চটপটে ভাব দেখা যায় এবাবে সেরকম ছিল না। তার মুখের চেহারা গম্ভীর এবং শোকাভাবে আচ্ছন্ন। যদিও অপ্রস্তুত হবার মতন তীব্র শোকের ছায়া সে মুখে ছিলনা। সান্তনা দেবার মতন মনের ভাব ফিরিয়ে আনতে তিনি যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন।

বাইবেলে বলে সত্তর বছর বযেসই হচ্ছে আমাদের জীবেনর পরমায়ু এবং এর আগে মৃত্যু কদাচিৎ মানুষের জীবনে প্রবেশ কবে। যার যখন মৃত্যুব সময় হয় তখন মৃত্যু স্বভাবতই তার কাছে আসে।

'আপনারা এসেছেন খুব ভাল লাগছে। আপনাদের দেখাবার জন্য আমি সব কিছু ঠিক ঠাক ভাবে গুছিয়ে বেখেছি। আপনাবা এসেছেন আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি তিন চারজন লোক এখানে চাকবী করতে আসার জন্য অপেক্ষা করছে। এবং আমি নিশ্চিত যে আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না এবং মনে করবেন না আপনাদের তাড়াতাড়ি কবে এখান থেকে বিদায় দেবার চেষ্টা কবছি।

টমি বললেন, 'না না, নিশ্চয় না। আমরা আপনার সমস্যাটা বুঝতে পাবছি।'

মিস প্যাকার্ড বললেন, 'এখনও এই ঘবে মিস ফ্যানশ রযেছেন।'

মিস প্যাকার্ড ঘরের দবজাটা খুললেন। এ ঘরেই আন্ট আদাকে তারা শেষ বাবের মত দেখেছিল। ঘরটাকে পবিত্যক্ত দেখাচ্ছে। চাদরেব মধ্যে ধূলো জমেছে। তবে বালিশগুলোব ওপর ভাজ করা কম্বল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রয়েছে।

ওয়ার্ডরোবের দরজা খোলা হল। ভেতরে যে জামাকাপড়গুলো ছিল সেগুলো সুন্দবভাবে ভাঁজ কবা অবস্থায় বিছানাব ওপর পরে গেল।

টুপেন্স বললেন, 'এসব নিয়ে আপনারা সাধারনত কি করেন? অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি এবকম বৃদ্ধা মৃত মানুষদের জামাকাপড় ও জিনিসপত্র নিয়ে মানুষেরা কি করে?'

মিস প্যাকার্ড সাহায্য করার ভঙ্গীতে বললেন, 'আমি আপনাকে দু তিনটে সংঘের নাম দিতে পারি যারা এ ধরণের জিনিসপত্র পেলে খুব খুশী হবে। তার একটা ভালো ফারের স্টোল ছিল আর একটা ভালো গরম কোট ছিল।'

'আমার মনে হয়না এগুলো আপনাব' ব্যক্তিগত উপকারে লাগবে। কিন্তু আপনারা এগুলো নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠানে দান করে দিতে পারেন যাদের এগুলো কাজে লাগবে। অথবা এগুলো আপনি ইচ্ছে করলে বিক্রী করে দিতে পারেন।'

টুপেন্স মাথা নাড়লেন। মিস প্যাকার্ড বললেন, 'তার কতকগুলো গয়না ছিল। আমি এখান থেকে সরিয়ে সেগুলোকে নিরাপদ জায়গায় রেখে দিয়েছি। আপনি ড্রেসিং টেবিলের ডানদিকের ড্রয়ারটা খুলুন, তাহলে ওগুলো দেখতে পাবেন। আপনারা আসবার একটু আগেই আমি ওগুলো ওখানে রেখেছিলাম।'

টমি বললেন, 'আমাদের জন্য এত কষ্ট স্বীকারের জন্য অজস্র ধন্যবাদ।'

টুপেন্স ম্যানটেলপিসের ওপর রাখা একটা ছবির দিকে বড় বড় চোখে তাকাল। এটা ছিল

একটা ছোট্ট তৈলচিত্র। চিত্রটিতে একটা হালকা গোলাপি রঙের বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। বাড়ির সংলগ্ন খালের ওপর একটা ছোট্ট সেতু রয়েছে। সেতুর নীচ দিয়ে একটা খালি নৌকো চলেছে তীরের দিকে। দূরে দুটো পপলার গাছ দেখা যাচ্ছে। ছবিটার নৈসর্গ দৃশ্য খুব সুন্দর সন্দেহ নেই। কিন্তু টমি ভাবছিলেন টুপেন্স ঐ ছবিটার দিকে এত কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কেন?

টুপেন্স বিড়বিড় করে বললেন, 'কি মজা।'

টমি তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সে তার অভিজ্ঞতার সাহায্যে বুঝলেন যে টুপেন্স যাকে মজার বলছে সেটা আসলে মোটেই মজার নয়।'

'তুমি কি বলতে চাইছ টুপেন্স।'

'এটাই মজার আমি যখন এখানে এসেছিলাম ঐ ছবিটা মোটেই লক্ষ্য করিনি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ঐ বাড়িটা আমি যেন কোথায় দেখেছি। অথবা এটাও হতে পারে, আমি যে বাড়িটা দেখেছি সেটাই এই ছবিতে রয়েছে। আমি ভালো করেই মনে করতে পারছি কিন্তু মজাটা হল এই যে কোথায় এবং কবে যে এই বাড়ি আমি দেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারছিনা।'

টুপেন্স ঐ মজাদার কথাটার জবাবে টমি বললেন, 'আমার মনে হয় তুমি যে ঐ বাড়িটা দেখেছিলে এটা তুমি খেয়াল করোনি।'

'আমরা যখন গতবার এখানে এসেছিলাম তখন কি তুমি এই ছবিটা লক্ষ্য করেছিলে টমি?'

'না, তখন আমি কোন কিছুই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিনি।'

মিস প্যাকার্ড বললেন, 'ওঃ, এই ছবির কথা বলছেন? না শেষবার যখন আপনারা এসেছিলেন তখন এটা দেখেননি। কেননা তখন এই ছবিটা এখানে ছিলনা। আসলে হচ্ছে কি এই ছবিটা আমাদের অতিথিদের মধ্যেই কারো একজনের ছিল। এবং সে এটা আপনাদের আন্টকে দিয়ে গেছিল। মিস ফ্যানশ এই ছবিটা দেখে দু তিনবার প্রশংসা করেছিলেন এবং তার ফলে সেই বৃদ্ধা মহিলা এ ছবিটা তাকে উপহার হিসাবে নেবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করেছিলেন।'

টুপেন্স বললেন, 'ও তাই বলুন। সেজন্যই নিশ্চিত করে গতবার ছবিটা এখানে আমি দেখিনি। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে ঐ বাড়িটা আমার কতদিনের চেনা। তোমার এখন মনে হচ্ছেনা টমি?'

টমি বললেন, 'না'।

মিস প্যাকার্ড তাড়াতাড়ি বললেন, 'এবার আমি বিদায় নেব। পরে আপনারা আমায় যখন চাইবেন তখন আসব।' তিনি মৃদু হেসে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেলেন।

টুপেন্স বললেন 'ঐ মহিলার দাঁত বের করা হাসিটা আমার মোটেই ভালো লাগেনা।'

'কেন উনি আবার কি দোষ করলেন?'

'ওনার দাঁতগুলো যেন অত্যাধিক বড়। নয়ত খুব বেশী দাঁত আছে। 'মনে হচ্ছে ঐ দাঁতগুলো দিয়ে আমার বাচ্চাকে চিবিয়ে খেতে পারেন।' —ঠিক যেন 'রেড রাইডিং হুডস গ্রান্ডমাদার'-এর মতো।

'মনে হচ্ছে দিন দিন তুমি অদ্ভুত ধরনের হয়ে যাচ্ছ টুপেন্স ।'

'হ্যাঁ আমিও তাই মনে করি। এতদিন আমি ভেবে এসেছি মিস প্যাকার্ড খুব সুন্দর। কিন্তু

আজ কেন জানি মনে হচ্ছে উনিও যেন একটু অদ্ভুতের স্বভাবের। তোমারও কি এরকম অনুভব হচ্ছে?'

'না আমার তা মনে হচ্ছেনা, যাইহোক আমরা এখানে যেজন্য এসেছি সেটাই করা যাক। আমাদের গরীব আন্ট আদার যে সম্পত্তিগুলো আছে যেগুলো ভালো করে দেখতে আমাদের উকীলরা যেমন বলে ছিলেন মিলিয়ে দেখা সব ঠিক ঠিক আছে কিনা। আমি তোমাকে আঙ্কল উইলিয়মের ডেস্কের কথা বলেছিলাম। তুমি এটা পছন্দ করতে।'

'হ্যাঁ করি। যেসব বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এখানে আসেন তারা তাদের নিজস্ব কিছু জিনিসপত্র সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। ঐ ঘোড়ার লোমের তৈরী চেয়ারটার জন্য। কিন্তু ঐ ছোট্ট টেবিলটা পেলে আমরা আমাদের জানলার এক কোনায় রেখে দিতে পারি। যেসব জিনিস আমাদের লাগেনা সেগুলো আমরা টেবিলে রাখতে পারি।'

'ঠিক আছে। আমি ঐ দুটো জিনিসের কথা নোট করে রাখব।'

'ম্যান্টেলপিসের ওপর রাখা ঐ ছবিটাও আমাদের চাই, আকর্ষণীয় ছবি। আমার এখনও মনে হচ্ছে আমি ঐ বাড়িটা আগে কোথাও দেখেছি। এবারে কি কি গহনা আছে দেখা যাক।'

তারা ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলল এর ভেতর ফ্লোরেনটাইন ব্রেসলেট এবং কানের দুলের সেট ছিল এবং নানান রঙের পাথর বসানো একটা আঙটি ছিল।

টুপেন্স বলল, 'এ আংটিটা আমি আগে দেখেছি। এ ধরনের আংটিতে কারো না কারো নাম লেখা থাকে। প্রিয়জনের নাম। হীরে, পান্না, চুনী এগুলো সব থেকে প্রিয় নয়। আমি মনে করিনা যে সত্যি সত্যি এগুলো কখনও আমাদের প্রিয়জনের স্থান নিতে পারে। আমি ভাবতেও পারছিনা তোমার আন্ট আদাকে কেউ এর জন্য এমন একটা আংটি দিয়েছিল যার মধ্যে লেখা 'আমি আমার প্রিয়জনকে দিলাম।' চুনি, পান্না ইত্যাদি এদের একটা অসুবিধে হচ্ছে যে এদের অনেকেই জানেনা যে এগুলো কখন ব্যবহার করতে হয়। আমি আবার চেষ্টা করব। না, চুনি পান্না অথবা আর কোন চুনি নয়, আমার মনে হয় আংটির এই পাথরটা নীলকান্ত মনি অথবা পোখরাজ হবে। এবং আর একটা যে গোলাপি পাথর দেখা যাচ্ছে এটা নিশ্চয় চুনি হবে এবং মাঝখানের ছোট্ট পাথরটা হীরে। ওহো, এটা একই সঙ্গে পুরোনো ফ্যাশানের এবং এর সাথে, অনেক আবেগ মিশে আছে।'

সে আংটিটা তার আঙুলে পড়ল।

সে বলল, 'আমার মনে হয় ডেবোরা এটাকে পছন্দ করবে এবং ফ্লোরেনটাইনস সেটটাও সে পছন্দ করবে। প্রাচীনকালের জিনিসের ওপর তার একটা আকর্ষন আছে। আজকাল বেশীর ভাগ লোকেরাই এই শখটা দেখা যায়। এখন এসো পোশাক-আশাকগুলো দেখা যাক। ও এইতো সেই ফারস্টোলটা। এর দাম আছে আমি জানি। আমি এটা আমার নিজের জন্য চাইনা। আমার ইচ্ছে যদি এখানে এমন কেউ থেকে থাকে যে আন্ট আদার খুব প্রিয় ছিল—অথবা তার অন্তরঙ্গ দের মধ্যে যদি বিশেষ কোন বন্ধু থেকে থাকে যারা তাকে দেখতে আসত তারা সাক্ষাৎপ্রার্থিই হোক বা অতিথিই হোক তাকে এই স্টোলটা নিতে অনুরোধ করাটা খুব চমৎকার হবে। আমরা মিস প্যাকার্ডকে জিজ্ঞাসা করে দেখব এমন কেউ আছে কিনা। বাকি পোশাকগুলো কোন সেবা প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দেওয়াই ভালো। এটা আগে থেকেই ঠিক করা আছে। এখন আমরা গিয়ে মিস

প্যাকার্ডের খোঁজ করব। বিদায় 'আন্ট আদা'। সে জোরে জোরে বলল। তার চোখদুটো খালি বিছানার ওপর ঘুরে গেল। 'শেষবারে আমরা যে তোমাকে দেখতে এসেছিলাম সেজন্য আমি আনন্দিত। তুমি আমাকে পছন্দ করনি তার জন্য আমার খারাপ লাগছে, কিন্তু আমাকে পছন্দ করা এবং আমাকে বাজে কথা বলাটাই যদি তোমার মজার কারণ হয় তাহলে আমি আর তোমার ওপর রাগ করবো না। তোমারওতো কিছু মজা করার প্রয়োজন ছিল। আমরা তোমাকে ভুলবো না। যখনই আমরা আঙ্কল উইলিয়ামের ডেস্কের দিকে তাকাব তখনি তোমার কথা মনে পড়বে।'

তারপর তারা মিস প্যাকার্ডের খোঁজে গেল। টমি বলল যে তারা ডেস্ক এবং ছোট্ট টেবিলটা নিজেরা নেবেন সেটা যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অবশিষ্ট নিলাম ডেকে বিক্রি করে দেবেন। আন্ট আদার জামাকাপড়গুলো কোন সেবা প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হবে সেটা ঠিক করার ভার সে মিস প্যাকার্ডের ওপরই ছেড়ে দিল।

টুপেন্স বলল, 'আমি জানিনা এখানে এমন কেউ আছেন কিনা যাকে আন্ট আদার এই দামী স্টোলটা উপহার দেওয়া যাবে, এটা ভারী চমৎকার জিনিস। ওনার যদি কোন বিশেষ বন্ধু থেকে থাকে অথবা নার্সদের মধ্যে এমন একজন কেউ থেকে থাকেন যিনি আন্ট আদাকে বিশেষভাবে যত্ন করেছিলেন তাকে এটা দেওয়া যেতে পারে।'

মিস প্যাকার্ড বললেন, 'এটা আপনার খুব সুন্দর এবং দয়ালু মনোভাব। মিসেস বেরেসফোর্ড আমাদের সাক্ষাৎপ্রার্থীদের মধ্যে মিস ফ্যানশ-র কোন বিশেষ বন্ধু ছিল না। কিন্তু একজন নার্স আছে তার নাম মিস ওকিফ্‌ফি। উনি আন্ট আদার জন্য অনেক করেছেন এবং তিনি নার্স হিসাবে যেমন ভাল তেমনি দক্ষ ছিলেন। আমার মনে হয় ওনাকে এই স্টোলটা দিলে উনি খুশী হবেন এবং নিজেকে সম্মানিত মনে করবেন।'

টুপেন্স বললেন, 'ম্যান্টলপীসের ওপর ঐ যে ছবিটা রয়েছে ওটি আমি নিতে চাই। কিন্তু তার আগে যে ব্যক্তির এই ছবিটা ছিল এবং যে এই ছবিটা আন্ট আদাকে দিয়েছিল আমি তাকে এই ছবিটা ফিরিয়ে দিতে চাই। আমার মনে হয় ছবিটা নেবার আগে তাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত— ?'

মিস প্যাকার্ড তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওহো আমি দুঃখিত মিসেস বেরেসফোর্ড, এ কাজ আমরা করতে পারবনা। কেননা এই ছবিটা মিসেস ল্যানকাস্টার মিস ফ্যানশকে দিয়েছিলেন। উনি আর আমাদের মধ্যে নেই।'

টুপেন্সের গলায় বিস্ময় ফুটে উঠল। বললেন, 'তিনি নেই? মিসেস ল্যানকাস্টার? শেষবার যখন এখানে এসেছিলাম তখনতো তাকে দেখেছিলাম। তার মুখের ওপর ঝুলে পরা সাদা চুলগুলি আচড়াচ্ছিলেন। তিনি নীচের তলার বসার ঘরে বসে দুধপান করছিলেন। আপনি বলছেন উনি চলে গেছেন?

'হ্যাঁ, হঠাৎই হয়ে গেছে ঘটনাটি। মিসেস জনসন নামে তার এক আত্মীয়া এসে এক সপ্তাহ আগে তাকে নিয়ে গেছে। মিসেস জনসন আফ্রিকাতে গত চার পাঁচ বছর ধরে বাস করছিলেন। হঠাৎই অপ্রত্যাশিত ভাবে আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে মিসেস ল্যানকাস্টারকে নিয়ে চলে গেছেন। এখন তিনি মিসেস ল্যানকাস্টারকে নিজের বাড়িতেই রেখেছেন। উনি এবং তার স্বামী ইংলন্ডে একটি বাড়ি নিয়েছেন।' মিস প্যাকার্ড বললেন। 'আমি মনে করিনা তিনি আমাদের ছেড়ে যেতে

চেয়েছিলেন; এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে তিনি এমনভাবে মিশে গেছিলেন যে প্রত্যেকেব সঙ্গই তিনি পছন্দ করতেন এবং তিনি বেশ সুখেই ছিলেন। তার আত্মীয়াটি এসে যখন চোখের জল ফেলছিলেন, তখন তিনি বেশ বিরক্তই হয়েছিলেন। কিন্তু এতে কিই বা করার থাকতে পারে। তিনি নিজে এ-বিষয়ে বিশেষ কিছু বলেননি কারণ জনসন দম্পতিই তাব এখানে থাকার খরচ দিচ্ছিলেন। আমার মনে হয় তিনি যেহেতু অনেকদিন এখানে ছিলেন এবং এখানের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন সেজন্য কেউ হয়ত জনসন দম্পতির কানে কোন মন্ত্র দিয়ে থাকবে—'

টুপেন্স জিজ্ঞাসা করলেন 'মিসেস ল্যানকাস্টার আপনাদের সঙ্গে কতদিন ছিলেন?'

'তা প্রায় ছ বছর হবে। তিনি সর্বদাই এটাকে নিজের বাড়ি বলে মনে করতেন।'

টুপেন্স বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি।' এই বলে সে ভুরু কুঁচকে একটু বিপন্ন দৃষ্টিতে টমির দিকে তাকালেন এবং পবক্ষনেই মুখে একটা দৃঢ়তার ভাব ফুটিয়ে বললেন, 'উনি চলে গেছেন এজন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। যখন গতবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আমি যখন তার সঙ্গে কথা বলছিলাম আমার এমন অনুভব হয়েছিল যে আমি তাকে আগে কোথাও দেখেছি, তার মুখটা আমার খুব চেনা চেনা লাগছিল। এবং পরে আমার মনে পড়ল যে আমার এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে আমি তাকে দেখেছিলাম। বন্ধুটিব নাম মিসেস ব্লেনকিন-সপ। আমি ভেবেছিলাম যখন আমি আন্টা আদাকে দেখবার জন্য আবার এখানে এসেছিলাম তখন আমি তাকে এরকমই দেখেছিলাম। আমাব ইচ্ছে ছিল যদি আবার কখনও এখানে আসি তাহলে ওনার সঙ্গে দেখা করব তবে যদি উনি নিজের আত্মীয়েব কাছে ফিরে যান সেটা আলাদা কথা।'

'মিসেস বেবেসফোর্ড আমি বুঝতে পারছি। আমাদের এখানকার সাক্ষাৎ-প্রার্থীদেব মধ্যে কেউ যদি কখনও তাদেব পুরোনো বন্ধুদের সংস্পর্শে এসে থাকেন অথবা তাদের মধ্যে কাউকে পরিচিত জন অথবা আত্মীয বলে চিনতে পারেন তাহলে তাদের কাছে এমন একটা ঘটনা অন্যরকম মনে হতেই পারে। আমি মনে করতে পারছিনা যে মিসেস ল্যানকাস্টারের মুখে কখনও মিসেস ব্লেনকিনসপের নাম শুনেছি কিনা তবুও এসব ক্ষেত্রে সেটা কোন ব্যাপারই নয়।'

'আপনি কি অনুগ্রহ করে তার সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে পারেন? কে'তার আত্মীয় ছিল এবং কেমন করেই বা উনি এখানে এসেছিলেন।'

'তার সম্বন্ধে বলার খুবই কম আছে। প্রায় ছ'বছর আগে আমরা মিসেস জনসনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলাম। তিনি এই হোম সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে চেয়েছিলেন। আমার চিঠি পাবার পর একদিন মিসেস জনসন নিজে এসে সবকিছু দেখে শুনে গেলেন। তিনি বলেছিলেন তার এক বন্ধুর কাছ থেকে এই সানি রিজের নাম শুনেছিলেন। এখানকার ব্যবস্থাপনা এবং হোমের চার্জ জেনে তিনি চলে গেলেন। তারপর প্রায় এক সপ্তাহ অথবা দু'সপ্তাহ পরে আমরা লন্ডনের সলিসিটার্স ফার্ম থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলাম। তারা আমাদের ঐ হোম সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে খোঁজ খবব করেছিলেন। এবং অবশেষে তারা আমাদের চিঠি দিয়ে আবেদন করেন মিসেস ল্যানকাস্টার নামে একজন মহিলাকে ভর্তি করালে খুব ভালো হয়। এবং যদি এখানের সিট খালি থাকে তাহলে মিসেস জনসন আর এক সপ্তাহের মধ্যে মিসেস ল্যানকাস্টারকে নিয়ে আসবেন। তাই ঘটল। মিসেস জনসন তাকে এনে এখানে ভর্তি করে দিলেন। এই জায়গাটা

এবং যে ঘরটা তাকে আমরা দিয়েছিলাম সেটা তার খুব পছন্দ হয়েছিল। মিসেস জনসন বলে দিয়েছিলেন মিসেস ল্যানকাস্টার নিজস্ব কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসতে চান। আমি রাজি হয়েছিলাম কেননা সাধারণত যারা এখানে আসেন এতে তারা ভালই থাকেন এবং তারা মনে করেন তারা নিজের বাড়িতেই রয়েছেন। সুতরাং সবকিছুই খুব ভালোভাবে হয়ে গেল। মিসেস জনসন বলেছিলেন মিসেস ল্যানকাস্টার তার স্বামীর দিকের আত্মীয় হন। তারা আফ্রিকার নাইজিরিয়ায় চলে যাচ্ছেন সেজন্য তারা ওনার জন্য খুব চিন্তিত। আমি মনে করি তার স্বামী এ বিষয়ে স্ত্রীর সাথে আগে আলোচনা করে তাকে এখানে পাঠিয়ে ছিলেন। যেহেতু ইংলন্ডে তাদের অন্য কোন বাসস্থান ছিলনা সেজন্য তারা মিসেস ল্যানকাস্টারকে আর কোন থাকার জায়গা দিতে পারেননি। সেজন্য অনেক খোঁজ খবর করে তাকে এখানে রেখে গিয়েছিলেন এবং তারা নিশ্চিত ছিলেন তিনি এখানে নিজের বাড়ির মতনই স্বচ্ছন্দে থাকবেন। আর মিসেস ল্যানকাস্টারও এখানে সুখেই ছিলেন এবং সবার সাথে হেসে খেলে স্বচ্ছন্দেই দিন কাটাচ্ছিলেন।'

'আচ্ছা!'

'এখানে প্রত্যেকেই মিসেস ল্যানকাস্টারকে খুব পছন্দ করত। তিনি ছোটখাটো চেহারার একজন হাসিখুশি মহিলা ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে অনেক কিছু ভুলে যেতেন। এমনকি নিজের নাম এবং ঠিকানাও মনে করতে পারতেন না।'

টুপেন্স বললেন 'আচ্ছা উনি কি অনেক চিঠি পেতেন? বিদেশ থেকে তার চিঠিপত্র এবং পার্সেল আসত কি?'

'হ্যাঁ আমার মনে হয় মিস্টার এবং মিসেস জনসন দু'একবার তাকে আফ্রিকা থেকে চিঠি দিয়েছিলেন। তবে প্রথম বছরের পর আর তারা তাকে চিঠি দেননি। লোকেরা কত তাড়াতাড়ি ভুলে যায় দেখুন। বিশেষ করে যখন তারা দূর দেশে এবং আলাদা একটা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন তারা আর পুরনো আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ রাখতে চায়না। আমি মনে করি দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের বেলাতেই এমনটা ঘটে থাকে। এবং একটা পারিবারিক দূরত্ব তৈরী হয়। ফার্মের উকিল মিস্টার ইকলসের সঙ্গে তার হোমের খরচ দেবার ব্যাপারে চুক্তি আগেই হয়ে গেছিল। আমরা ওনার সম্বন্ধে ভালো করে জানার আগে তার সঙ্গে মাত্র দু'বার সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয় মিসেস ল্যানকাস্টারের বেশীরভাগ আত্মীয় এবং বন্ধুরা আগেই মারা গেছেন। সুতরাং বিশেষ কিছুই তারা কারো কাছ থেকে জানতেও পারতেন না এবং তাকে কেউ দেখতেও আসতেন না। একবছর পরে একজন খুব সুন্দর চেহারার ভদ্রলোক তাকে দেখতে এসেছিলেন। উনি যে মিসেস ল্যানকাস্টারকে খুব ভালোভাবে চিনতেন তা নয়, উনি মিঃ জনসনের বন্ধু ছিলেন। এবং সেই হিসাবে মিসেস ল্যানকাস্টার কেমন আছেন অর্থাৎ সুখে আছেন কিনা দেখতে এসেছিলেন।'

এবার টুপেন্স বললেন 'এই ঘটনার পর থেকে কি প্রত্যেকেই তাকে ভুলে গেছিলেন।'

মিস প্যাকার্ড জবাব দিলেন 'আমারও তাই ভয় হচ্ছে এটা খুবই দুঃখজনক তাই কি? কেননা একটা অস্বাভাবিক ঘটনার চেয়ে এটাই বরঞ্চ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। আর সৌভাগ্যবশতঃ যারা এখানকার বাসিন্দাদের সাক্ষাৎ প্রার্থী তারা এ সমস্ত বৃদ্ধাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। তাদের সঙ্গে যাদের মনের মিল হয় (বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের) তাদের সাথে তারা বন্ধুর মতো ব্যবহার করে।

ফলে এখানে সবকিছুই মোটামুটি ভালোভাবেই চলে। তবে কি বেশীরভাগ বৃদ্ধ বৃদ্ধাই তাদের অতীত জীবন সম্পর্কে ভুলে যান।'

টমি বললেন, 'আমি মনে করি তাদের মধ্যে কিন্তু কেউ আছে যারা একটু—

টমি এই কথাটার ওপব ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তাব হাতটা অজান্তে তার কপালের ওপর চলে গেল 'আমি বলছিনা যে—'

মিস প্যাকার্ড বললেন, 'আপনি কি বলতে চাইছেন আমি ভালোভাবেই জানি আমরা মানসিক রুগীদেব এখানে নিইনা কিন্তু আপনারা যাদেরকে বর্ডার-লাইন কেস বলে থাকেন অর্থাৎ যারা বয়সেব ভারে অকর্মণ্য যাবা নিজেদের ঠিকভাবে দেখাশুনা করতে পাবেন না অথবা যারা মনে মনে অনেক কিছু কল্পনাকে আশ্রয় করে বাঁচতে চান আমরা সেই সব মানুষদের নিয়ে থাকি। মাঝে মাঝে তারা কল্পনা করে যে তাবা হচ্ছে ঐতিহাসিক মানুয। এটাতে কোন ক্ষতি হয় না। মেরী আন্টনেন্টনামে দুজন মহিলা ছিলেন তাদেব মধ্যে একজন সবসময় একজন মানুযের কথা বলতেন তার নাম পোট্রিট ট্রায়ানন। তিনি প্রচুব দুধ পান কবতেন। তিনি মনে করতেন তিনি এখনও সেই প্রাচীন ঐতিহাসিক বড়লোকের ঘবেই রয়েছেন। আমাদের এখানে একজন প্রিয় বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন যিনি সবসময় জেদ করে বলতেন উনি ম্যাডাম কুরী যিনি রেডিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি প্রতিদিন খুব আগ্রহেব সাথে খবরের কাগজ পড়তেন। অথবা বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারেব তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন তাবপর তিনি সবসময় ব্যাখ্যা করে বলতেন যে তিনিই সেই বিজ্ঞানী যিনি তার বিজ্ঞানী-স্বামীর সঙ্গে একত্রে অ্যাটমবোমা আবিষ্কার শুরু করেছিলেন। এবকম ক্ষতিহীন বক্তব্য খুবই আনন্দজনক হবে যখন আপনি এদের মনোভাব বুঝে এদের অভিভাবকের মতো হযে যাবে না। সাবাক্ষণ যে তারা একই কথা নিয়ে লেগে থাকেন তা নয়। তুমি প্রতিদিন আন্টোনেট, অথবা ম্যাডাম কুরী হতে পাববে না। এ-রকম ব্যাপার সাধারনত দুসপ্তাহেব মধ্যে মাত্র একবার করে ঘটে থাকে, আমি মনে কবি যে যাদের এ বিষয় কোন অভিঞ্জতা নেই তারা এ-বকম বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের খেলায অংশ নিতে ক্লান্তি বোধ করবে। আর এই ধরনের বেশীবভাগ মানুষই ভুলো মনেব হয়, তারা মনে রাখতে পাবেনা তাদের নিজেদেব পবিচয়। অথবা মাঝে মাঝে তাবা বলে থাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপাব তাবা ভুলে গেছেন। এরকম ধবনের নানা কথা তাবা বলে থাকে।'

টুপেন্স ইতস্তত করে জবাব দিল, 'আচ্ছা আচ্ছা। ল্যনকাস্টার যিনি সবসময় চিন্তা করতেন যে ফায়াপ্লেসের পিছনে বিশেষ কিছু একটা আছে; আচ্ছা বসার ঘরে কি সত্যিই ফায়ারপ্লেস ছিল?"

মিস প্যাকার্ড চমকে উঠে বললেন—'কি বললেন? ফায়ারপ্লেস? আপনি কি বলতে চাইছেন?

'উনি কিছু একটা এই ধরনের বলতেন যেটা আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি। হযত তার জীবনে এমন কোন দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল যেটার সঙ্গে ফায়াবপ্লেস জড়িত আছে। অথবা তিনি হয়ত এমন কোন গল্প পড়েছিলেন যেটা তাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে থাকবে।'

'হতে পারে।'

টুপেন্স বললেন, 'যে ছবিটা উনি আন্ট আদাকে দিয়েছিলেন সেটা নিয়ে আমি চিন্তিত।'

'মিসেস বেরেসফোর্ড আমি মনে করিনা এজন্য আপনার চিন্তার কোন কারণ আছে। এতদিন

টমি সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন 'আমারও তাই মনে হয়। তাকে যদিও একজন তাতার মহিলার মতোই দেখতে।'

'ওহ্, সে সত্যিই তাই ছিল। তবে তার মনটা ছিল বিরাট। কোন কিছুই তাকে নিচে নামাতে পারেনি। তিনি মোটেই নির্বোধ ছিলেন না। যেভাবে তিনি সবকিছু জেনে নিতেন সেটা সত্যিই বিস্ময়কর। সূর্যের মতো তীক্ষ্ণ ছিল তা বুদ্ধিসত্তা।'

'এটা ঠিক, তবে তিনি বেশ মেজাজী ছিলেন।'

'হ্যাঁ ঠিক তাই। তবে দুটো জিনিযই মানুষকে নিচে নামাতে পারে। একটা হচ্ছে প্রশংসা আর একটা হচ্ছে শোকতাপ। মিস ফ্যাশ কখনই নীরস হতেননা। তিনি তাব পুরনো দিনের গল্প শোনাতেন। যখন তিনি কমবযসী মেযে ছিলেন তখন একদিন তিনি একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে তার গ্রামের বাড়ির সিঁড়ি বেঁযে ওপরতলায় উঠে গিযেছিলেন। এটা কি এখন সত্যি হতে পারে?'

এবার টমি বললো, 'আমি কখনও একরম গল্প তাব কাছে শুনিনি।'

'এখানে আসার পর তুমি কি বিশ্বাস করবে আর না করবে সেটা আগে থেকে বলতে পারবো না, প্রিয বৃদ্ধরা অনেকরকম গল্প বলেন ; যে তারা নাকি অপরাধীদের চিনতে পেবেছিলেন। তাই আমাদের উচিত এক্ষুনি পুলিশে খবর দেওয়া। না হলে আমবা সবাই বিপদে পড়ে যাব।'

টুপেন্স বললেন— 'আমার মনে পড়ছে শেযবার যখন আমরা এখানে এসেছিলাম তখন কে যেন বিষ খেয়ে ছিল।'

'আহ্, উনি ছিলেন মিসেস লকেট। এরকম ঘটনা তিনি প্রতিদিনই ঘটাতেন। কিন্তু তিনি পুলিশকে চাইতেন না। তিনি প্রতিদিন ডাক্তার সম্বন্ধে পাগল ছিলেন।'

'এবং একজন ছোটখাটো চেহারাব মহিলা যিনি সব সময় কোকো চাইতেন।'

'উনি ছিলেন মিসেস মুডি। বেচারা চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন মানে! উনি কি এই হোম ছেড়ে চলে গেছেন?'

'না হঠাৎ তার থ্রম্বোসিস্ হযেছিল এবং এই রোগটাই তাকে নিয়ে গেছে। তিনি এমন একজন মহিলা ছিলেন যিনি আন্ট আদাকে খুব পছন্দ করতেন। তাব কথা শোনবার জন্য মিসেস ফ্যানশ-এর বড় একটা সময় ছিলনা কিন্তু উনি সর্বদা অনেক অনেক কথা বলে যেতেন।'

'আমি শুনছি মিসেস ল্যানকাষ্টার এই হোম ছেড়ে চলে গেছেন।"

'হ্যাঁ তাকে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর বাড়ির লোকেরা এসেছিল। বেচারা মহিলা এখান থেকে যেতে চাননি।'

'বসবার ঘবে বসে উনি আমাকে যে ফাযাপ্লেসের গল্পটা বলেছিলেন সেই গল্পটা কি?'

'ওহ্, তার অনেক গল্প জানা ছিল। তাব জীবনে সে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল সেগুলি তিনি বলতেন এবং যে গোপনীয় কথাগুলি তিনি জানতেন—'

'এটা অদ্ভুত তো। তারা এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত কথাই চিন্তা করেন। আমার মনে হয় টিভি দেখেই তার এরকম ধারনা হযেছিল।'

'এ সমস্ত বৃদ্ধ মানুযদের সাথে কাজ করতে করতে আপনি কি কখনও ক্লান্তিবোধ করেন না। এ কাজটা তো সত্যিই ক্লান্তিকর।'

'ওহ্, না না, আমি বৃদ্ধ মানুষদের সত্যিই ভালোবাসি। সেজন্য আমি এই সেবামূলক কাজটা বেছে নিয়েছি।—'

আপনি কি এখানে অনেক দিন আছেন?'

'একবছর ছয়মাস।' তিনি একটু থামলেন—'কিন্তু আমি পরের মাসেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'ওহ্, কিন্তু কেন?'

এই প্রথম নার্স, কিফির মুখে একটা দৃঢ় রেখার ছাপ ফুটে উঠলো। 'আচ্ছা মিসেস বেরেসফোর্ড আপনি দেখুন সবারই তো একটু পরিবর্তনের প্রয়োজন—'

'কিন্তু আপনি তো সেখানও সেই একই ধরনের কাজ করবেন।'

তিনি ফারস্টোলটা তুলে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই! মিস ফ্যানশকে মনে রাখার জন্য এমন একটা জিনিস আমায় দেবার জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি সত্যিই একজন চমৎকার মহিলা ছিলেন। এখনকার দিনে তার মতো মানুষ আর বেশী চোখে পড়ে না।'

পঞ্চম অধ্যায় ❑ বৃদ্ধা মহিলার অন্তর্ধাণ

আন্ট আদার জিনিসগুলো যথাসময়ে এসে হাজির হল। ডেস্কটাকে যথাস্থানে বসানো হল এবং সবাই খুব প্রশংসা করলো। ছোট কাঠের টেবিলটি। হলঘরের এক অন্ধকার কোনায় বসানো হল। গোলাপী রঙের বাড়ির ছবিটা তার শয়নকক্ষের ম্যান্টেলপিসের ওপর এমনভাবে টাঙ্গানো হল যাতে সে প্রত্যেক দিন সকালে চা খেতে খেতে এটাকে দেখতে পায়।

যেহেতু তার বিবেক তাকে তখনও কিছুটা খোঁচা দিচ্ছিল, টুপেন্স তাই একটা চিঠি লিখে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো যে ছবিটা কিভাবে তাদের দখলে এসেছে। আর যদি মিসেস ল্যানকাস্টার এটা ফেরত চায় তিনি যেন সেকথা তাদের জানিয়ে দেন। এটি সে মিসেস ল্যানকাস্টার এই ঠিকানায় পাঠিয়েছিল—

মিসেস ল্যানকাস্টার

প্রযত্নে মিসেস জনসন

ক্লেভল্যাণ্ড হোটেল

জর্জ ষ্ট্রীট, লণ্ডন, ডব্লিউ. আই।

এই চিঠিটার কোন উত্তর এলো না। এক সপ্তাহ পরে কিন্তু চিঠিটা ফিরে এলো। তার গায়ে লেখা, এই ঠিকানায় এখন কেউ থাকে না।

টুপেন্স বললেন, 'কি বিরক্তিকর। টমি মন্তব্য করলেন, 'হয়তো তারা দু এক রাত্রি এখানে ছিলো।'

'তোমার কি মনে হয় না ওদের একটা ঠিকানা রেখে যাওয়া উচিত ছিলো?'

'তুমি হলে কি এরকম ঠিকানা রেখে দিতে?'

'হ্যাঁ আমি তাই করতাম।' আমি ওদের ফোন করে জিজ্ঞাসা করতাম— তারা নিশ্চই হোটেল রেজিষ্টারে তাদের ঠিকানা রেখে গেছে।'

টমি বললো, 'আমি হলে এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাতামনা। কেন এসব ঝামেলা করছো, আমরা তো মনে হয় সেই বৃদ্ধা মহিলা ছবি সর্ম্পকে সব কিছু ভুলেই গেছে।'

'আমি হলে চেষ্টাও করতাম।'

টুপেন্স ফোন তুলে ক্রেভল্যাণ্ড হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করলো।

কয়েক মিনিট পরে সে টমির পড়ার ঘরে গেল। বললেন টমি, 'এটা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার তারা কখনোই সেখানে ছিলো না। না মিসেস জনসন না মিসেস ল্যানকাস্টার তাদের নামে কখনও কোন ঘর বুক করা হয়নি। তারা যে কখনও ওখানে ছিলো সে সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই।'

'আমার মনে হয় মিস প্যাকার্ড তাড়াতাড়িতে হয়তো হোটেলের নামটা ভুল করেছে। তুমি তো জানো এ-ধরণের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে।'

'আমার মনে হয়না ওটা 'সানি রিজ। হয়তো মিস প্যাকার্ড এসব ব্যাপারে খুব দক্ষ হতে পারে তারা প্রথমে হোটেল বুক করেনি। পরে এটা ভর্তি ছিলো তাই তারা অন্য কোথাও গেছে। তুমি তো জানো লণ্ডনে ঘর পাওয়াটা কতখানি কঠিন কিন্তু তুমি কি এই নিয়েই বকবক করে যাবে?'

টুপেন্স চুপ করল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার মুখ খুললো।

'আমি জানি আমায় এখন কি করতে হবে। আমি এখন মিস প্যাকার্ডকে ফোন করে উকিলদের ঠিকানা যোগাড় করব।'

'কোন উকিলদের?'

'তোমার কি মনে নেই সে একটা সলিসিটার ফার্মের কথা বলেছিলো যারা জনসনরা বিদেশে থাকাকালীন সবরকম ব্যবস্থা করতো।'

টমি তখন একটা ভাষনের ড্রাফ্ট রচনায় ব্যস্ত। শীগগিরই একটা কনফারেন্সে তাকে এটা পড়তে হবে। সে বিড়বিড় করে বলতে লাগালো, 'যদি এ ধরণের সমস্যা দেখা যায় তবে উপযুক্ত পন্থা হবে—' এবার জোরে বললো 'আচ্ছা টুপেন্স তুমি কি সমস্যা বানানটা ঠিকমতো বলতে পারবে?'

'আমি কি বললাম তুমি কি শুনেছো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভালো আইডিয়া চমৎকার অপূর্ব।'

টুপেন্স বেরিয়ে গেলো। আবার তার মাথায় কি এলো। সে বললো—'সমস্যা ঐ হতে পারেনা তুমি ভুল শব্দ বলছো তুমি কি নিয়ে লিখছো বলোতো?'

পরিবর্তী আই, ইউ. এ. এস-এ আমি যে পেপারটা পড়বো সেটাই তৈরী করছি। আমি চাই তুমি এটা আমাকে শান্তিতে শেষ করতে দাও।'

'দুঃখিত বলে টুপেন্স ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টমি আবার লিখতে শুরু করলো। এবং মাঝেমাঝেই কিছু কাটাকাটিও করছিলো। লেখার গতি যখন বাড়ছিলো এমন সময় দরজাটা আবার খুলে গেলো। টুপেন্স ভেতরে প্রবেশ করে টমির কনুইয়ের কাছে একটা কাগজের টুকরো রেখে বললেন, "তুমি এটা নাও।"

টুকরোটায় লেখা ছিল—'পার্টনিংডেল, হ্যারিস, লকরীজ এবং পাটনিং ডেল, ৩২ লিঙ্কন

টেরেস উব্লিউ, সি. ২ দূরাভাষ নং — হলবর্ণ ০৫১৩৮৬। ফার্মের কার্য্যকারী সদস্যের নাম মিঃ ইকল্‌স।'

টমি দৃঢ়স্বরে বললো "না"।

"হ্যাঁ, সে তোমারই কাকীমা, তোমারই আন্ট আদা।"

"আরে বাবা আন্ট আদার কথা আসছে কোত্থেকে? মিসেস ল্যানকাস্টার মোটেই আমার কাকীমা হয়না।"

"কিন্তু এগুলো তো উকিলদের নাম" টুপেন্স বললেন। "উকিলদের সাথে সবসময় পুরুষ মানুষেরাই আলোচনা করে। কেননা, উকিলেরা ভাবে মেয়েরা বোকা। তারা মনোযোগ দিয়ে সব কথা শোনেনা।"

এবার টমি বললেন, "তুমি বরং টেলিফোন কর আর আমি বরং অভিধানে তোমার সমস্যা সমাধানটা খুঁজে বার করছি।"

টমি তার দিকে তাকালো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠে গেলো। একটু পরেই ফিরে এসে সে দৃঢ়স্বরে বললেন, "ব্যাপারটা কিন্তু টুপেন্স এখানেই শেষ হল।"

"তুমি কি মিঃ ইকলস্‌কে পেয়েছিলে?

টমি বললেন, "সত্যি কথা বলতে কি প্যাটরিনফোর্ডে, এক কর্মকর্তা মিঃ উইলসকে পেয়েছিলাম। সে সমস্ত কিছুই জানে। সবরকম চিঠিপত্র হ্যামারি স্মিথ শাখা হয়েই যায়। এরা সব চিঠিপত্রই ফরোয়ার্ড করে দেয়। সুতরাং টুপেন্স আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি ব্যাপারটা এখানেই শেষ। ব্যাঙ্কই সব জিনিস ফরোয়ার্ড করে পাঠায় কিন্তু তারা তোমাকে কিংবা কাউকেই কোন ঠিকানা দেবেনা, তাদের কতগুলি নিয়ম আছে এবং সেগুলি তারা দৃঢ়ভাবেই মেনে চলে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যেমন মুখ বন্ধ তাদেরও তেমন মুখ বন্ধ।"

"ঠিক আছে আমি ব্যাঙ্কের কেয়ার অফেই একটা চিঠি পাঠা।"

"ভগবানের দোহাই। তুমি যা খুশী করো। কিন্তু আমাকে একটু একা থাকতে দাও। নাহলে কনফারেন্সের এই ভাষনটা শেষ করতে পারবোনা।"

টুপেন্স তখন টমিকে চুম্বন করে বললেন, "ঠিক আছে ডার্লিং, কিন্তু তোমায় ছাড়া আর কিভাবে এগোব বুঝতে পারছিনা।"

টমি বললেন, "বাঃ এটাই সর্বোৎকৃষ্ট মাখন।"

পরের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলায় টমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাঙ্কের কেয়ার অফে যে চিঠিটা পাঠিয়েছিল তার উত্তর পেয়েছে কিনা টুপেন্স বিদ্রূপাত্মক স্বরে উত্তর দিলেন, "তবু ভালো যে তুমি জিজ্ঞাসা করলে। না — আমি পাইনি। আর পাবো সে আশাও করিনা।"

"কেন?"

টুপেন্স ঠান্ডা স্বরে বললেন, " তুমি এ ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নও।"

"দ্যাখো টুপেন্স। আমি জানি যে আমি কিছুদিন যাবৎ অন্যমনস্ক কিন্তু সবই আই. ইউ. এ. সের জন্য। ভগবানকে ধন্যবাদ যে এটা বছরে একবারই ঘটে।

"সোমবার থেকে সে তো শুরু হয়েছে পাঁচদিন হলো।"

"চারদিন।"

"আর তুমি সবকিছুই এটা চুপিচুপি করছো যেন গোপনীয় একটা ব্যাপারে ভাষন তৈরী করছো, যেন ইউরোপের কোন গোপন ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছো। আমি ভুলেই গেছি আই. ইউ. এ. এসের পুরো লাইনটি কি?

"ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ এ্যাসোসিয়েটেড সিকিউরিটি। মনে হয় প্রত্যেকেই ওখানে প্রত্যেকের গোপন কথা জানে।"

টমি দেঁতো হাসি হেসে বললো, "এটা খুবই সম্ভব।"

"আমার তো মনে হয় তুমি এটা বেশ উপভোগ কর।"

"হ্যাঁ তাতো করিই। অনেক পুরানো বন্ধুদের সাথে এখানে দেখা হয়।"

কারোর কোন উপকার হয়?"

"কি প্রশ্নের ছিরি! সব প্রশ্নেরই কি হ্যাঁ বা না দিয়ে উত্তর দেওয়া যায়?"

"ওর মধ্যে কোন ভালো লোক আছে?"

"তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে বলবো হ্যাঁ, তাদের মধ্যে কয়েকজন খুবই ভালো।"

"আচ্ছা বৃদ্ধ জস্‌ও কি সেখানে থাকবে? ওকে এখন কেমন দেখতে?"

"সম্পূর্ণ কালা, অর্ধেক অন্ধ, বাতে পঙ্গু।"

টুপেন্স বললেন, "আমি যদি এগুলোর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারতাম.."

টমিকে কিছুটা ক্ষমাপ্রার্থী দেখালো। বললেন, "আমি যখন কাজে বাইরে থাকবো তুমি অন্য কিছুতে ব্যস্ত থেকো।"

টুপেন্স অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, "যদি তাই পারতাম.........."।

তার স্বামী তখন তার দিকে তাকিয়ে বৃথা বোঝাবার চেষ্টা করলো যেন টুপেন্স সব সময়েই তার মনের মধ্যে থাকে।

"টুপেন্স তুমি এখন কি করছো?"

"কিছুই না। কিছু ভাবছি।"

"কি সম্বন্ধে?"

"সানি রিজ। এবং একটি চমৎকার বৃদ্ধার কথা যে দুধ খেতে খেতে তার মৃত শিশু ও ফায়ারপ্লেসের কথা বলছে। এটা আমাকে সবসময়ই একটা রহস্যে ভরিয়ে তোলে। আমি ভাবতাম আমি চেষ্টা করে দেখবো পরবর্তী সময়ে আন্ট আদার সাথে দেখা হলে তার কাছ থেকে আরও কিছু জানবো। কিন্তু সে মারা যাওয়ায় সে সুযোগ আর পাওয়া গেলনা। পরে যখন আমরা সানি রিজে গেলাম মিসেস ল্যানকাস্টারও অন্তর্হিত হলেন। "

"তুমি বলতে চাইছো তার লোকেরা তাকে সরিয়ে নিয়েছে।"

"এটাকে সরিয়ে দেওয়া বলেনা। এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।"

'এটা অন্তর্ধানই। কোন সন্ধান জানাবার ঠিকানা নেই। কোন ঠিকানা দিলে পাওয়া যায়না। এটা অন্তর্ধানই। আমি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত।"

"কিন্তু —" টুপেন্স তাকে থামিয়ে দিলো। "মনে হয় কোন একটা চক্রান্ত হয়েছে। মনে হচ্ছে সব কিছু নিরাপদ, ভালো আছে। কিন্তু তুমি ভাবো পরিবারের কেউ কিছু একটা দেখে বা জেনে ফেলেছে —কোন বয়স্ক একজন কেউ—যে এটা অন্য লোকের কাছে গল্প করতে

পারে—তোমার হঠাৎ মনে হচ্ছে সে তোমার কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে—তুমি তখন তাকে নিয়ে কি করবে?"

টমি তখন তাকে হাসিমুখে বললেন, "স্যুপে আর্সেনিক মিশিয়ে দেবো, — মাথায় আঘাত করবো, —সিঁড়ির ওপর থেকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেবো?"

"সেটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে —হঠাৎ-মৃত্যু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তুমি এখন কোন সহজ পথ খুঁজবে—এবং তুমি তখন তা পেয়েও যাবে। তুমি বয়স্ক মহিলাদের জন্য একটি সম্মানজনক হোম খুঁজে বার করবে —সেখানে দেখা করে নিজেকে মিসেস জনসন অথবা রবিনসন বলে পরিচয় দেবে—অথবা তুমি এমন একজন তৃতীয় পক্ষকে ব্যবস্থার নিয়োগ করবে যাকে কেউ সন্দেহ করবেনা —আর তুমি টাকাপয়সার চুক্তিগুলো কোন বিশ্বস্ত সলিসিটার ফার্ম মারফৎ ব্যবস্থা করবে। তুমি হয়তো তাকে আভাস দিয়ে রেখেছো যে তোমাদের বয়স্ক আত্মীয়টির কিছু বাকি আছে—কিছু কিছু অসংলগ্ন কথা মাঝে মাঝে বলে—যেমন অধিকাংশ বয়স্কা মহিলারা করে থাকে। কেউ এটাকে অস্বাভাবিক ভাববে না। এবং সে যদি বিষ মেশানো দুধ, ফায়ারপ্লেসের পিছনে মৃত শিশুর কথা, বা কোন কিডন্যাপের কথা বলে তাহলে কেউ তাতে গুরুত্ব দেবেনা। ভাববে বৃদ্ধা মহিলা বাতিকের কথা বলছে, এ ব্যাপারে কেউ নজর দেবেনা। কারণ বৃদ্ধা মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃতি বা পাগলামী বলেই সবাই ধরে নেবে যেটা খুব সহজ হবে।"

টমি বললেন, "কিন্তু মিসেস টমাস বেরেসফোর্ড ব্যতিক্রম।"

টুপেন্স বললেন, "ঠিক আছে আমি এটা অনুভব করছি।"

"কিন্তু কেন?"

টুপেন্স ধীরে ধীরে বললেন, "আমি ঠিক বলতে পারবোনা। এটা অনেকটা রূপকথার গল্পের মতো। যেন আমার বুড়ো আঙুলে কিছু ফুটেছে —কোন খারাপ কিছু এগিয়ে আসছে —আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। আসলে আমি সর্বদা ভাবতাম সানি রিজ একটা আনন্দজনক জায়গা কিন্তু হঠাৎ যেন ঘটনাগুলো শুনে আমার কেমন বিস্ময় লাগলো। আমি আরও কিছু খুঁজে বার করতে চাইলাম। ফলে বেচারা বৃদ্ধা মিসেস ল্যানকাস্টারও শেষপর্যন্ত অন্তর্হিত হলেন। নিশ্চয়ই কেউ তাকে সরে যেতে প্ররোচিত করেছে।"

"কিন্তু কেন তারা তা করবে?"

"আমার মনে হয় সে হয়তো দিন দিন আরও আপত্তিকর কিছু বলছিলো —তাদের দিক থেকে আপত্তিকর —হয়তো আরও কিছু তার মনে পড়ছিলো —হয়তো আরও বেশী লোকের সঙ্গে কথা বলছিলো, অথবা হয়তো সে কাউকে চিনতে পেরেছিলো —অথবা অন্য কেউ তাকে চিনতে পেরেছিলো —অথবা এমনও হতে পারে যা ঘটে গেছে তার সম্বন্ধে কেউ তাকে নতুন কোন ধারনা দিয়েছিলো। মোটকথা কোন না কোন কারণে সে কারও কাছে খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল।"

"দ্যাখো টুপেন্স। তুমি সব ঘটনাটাই বলছো। তুমি যা ভাবছো তাই তুমি বলছো। যে সমস্যাটা তোমার নয় নিশ্চয়ই তার সঙ্গে তুমি নিজেকে মিশিয়ে ফেলবেনা।"

টুপেন্স বললেন, "তোমার মতে তো কোন জিনিসই মেশানো যায়না। সুতরাং কোন জিনিস নিয়েই মাথা ঘামাতে হবেনা।"

"তুমি সানি রিজের কথা বাদ দাও"

"আমি মোটেই সানি রিজে ফিরে যাবার কথা বলছিনা। আমি শুধু ভাবছি তারা যা জানতো সবই আমাকে বলেছিলো। আমার মনে হয় সেই বৃদ্ধা মহিলা যদি সেখানেই থাকতেন তাহলে সম্পূর্ণ নিরাপদেই থাকতেন। আমি জানতে চাইছি তিনি এখন কোথায় আছেন। আমি চাই তার কোনকিছু ঘটে যাওয়ার আগেই আমার সাথে তার দেখা হোক।"

"তার এমন কি হতে পারে বলে তুমি ভাবছো বলোতো?"

"আমি সে নিয়ে কিছু ভাবতে চাইছি না। আমি বেসরকারী গোয়েন্দা প্রুডেন্স বিরেসফোর্ড হতে চাইছি। তোমার নিশ্চই মনে আছে যে একসময় আমরা ব্লান্টস ব্রিলিয়ান্ট ডিটেকটিভদের দলে ছিলাম।"

"হ্যাঁ আমি ছিলাম", "টমি বললেন, তুমি তখন ছিলে মিস রবিনসন, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী।"

"সবসময়ের জন্য নয়। মোটকথা তুমি এখন আই. ইউ. এস. এস নিয়ে খেলছো আর আমি এখন প্রাইভেট ডিটেকটিভ হতে চাছি। আমি এখন মিসেস ল্যানকাস্টারের জীবন রক্ষার্থে ব্যস্ত হতে চাই।"

"সম্ভবত তুমি তাকে সম্পূর্ণ নিরাপদেই দেখতে পাবে।"

"হ্যাঁ। আমিও তাই আশা করি। আর তাই যদি হয় তাহলে আমার চেয়ে বেশী খুশী কেউ হবেনা।"

"আচ্ছা তুমি কিভাবে কাজ শুরু করবে ভেবেছো?"

"যেভাবে আমি তোমকে বললাম। প্রথমে আমি সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ভালোভাবে ভেবে নেব। আচ্ছা কাগজে এটা বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে কি? না.... সেটা বোধহয় ঠিক হবে না।'

টমি বললেন, "যা করবে খুব সতর্কভাবে করো।"

টুপেন্স সে কথার কোন উত্তর দিলোনা।

সোমবার সকালে, বেরেসফোর্ড পরিবারের দীর্ঘদিনের পরিচারক, সকালের চা ভর্তি-ট্রে নিয়ে দুটো বিছানার মাঝের টেবিলে রাখল, পর্দাটা আবার টেনে দিল, এবং ঘোষণা করল দিনটি খুবই চমৎকার।

টুপেন্স হাই তুলে উঠে বসল, দুচোখ ঘষল। এক কান চাপ ঢালল। একটুকরো লেবু এর মধ্যে ফেলল, এবং মন্তব্য করল দিনটি সত্যিই চমৎকার, কিন্তু কখনওই তুমি তা জানতে না।

টমি এপাশ ওপাশ গড়িয়ে একটু গজগজ করল।

"ওঠো।" টুপেন্স বললেন, "তোমাকে তো অন্য জায়গায় যেতে হবে।"

"হায় ভগবান। সত্যিই যেতে হবে।" সেও উঠে বসে, নিজের কাপে চা ঢালল। ম্যান্টলপিসের ওপর ছবিটির দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল।

"টুপেন্স, সত্যিই তোমার ছবিটা দারুণ দেখতে।"

"সূর্যের আলো জানলা দিয়ে এসে ছবিটাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে।"

"যদি অন্তত আমি মনে করতে পারতাম কোথায় আমি এই ছবিটা আগে একবার দেখেছিলাম।"

"তাতে কিছু যায় আসে না। কেননা কোন সময়ে তোমার ঠিক মনে পড়বে।"

"তাতে লাভ কি? আমি চাই এখনই মনে পড়ুক।"

"কিন্তু কেন বলো তো?"

"বুঝতে পারছো না? আমার তাতে একটিই সূত্র রয়েছে। এটা মিসেস ল্যানকাস্টারের ছবি ছিল"—

টমি বললেন, "কিন্তু দুটো জিনিসকে এক সাথে মিশিয়ে ফেলো না। একথা ঠিক, ছবিটা একদা মিসেস ল্যানকাস্টারেরই ছিল। কিন্তু এমনও তো হতে পারে ছবিটি তিনি কেন প্রদর্শনী থেকে কিনেছিলেন। এটাও হতে পারে কেউ তাঁকে ছবিটা উপহার দিয়েছিল। ছবিটা তাঁর ভাল লেগেছিল বলেই তিনি এটি তাঁর সাথে 'সানি রিজে' নিয়ে এসেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে এটার সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। তাই যদি হতো, তিনি আন্ট আদাকে এটা দিতেন না।"

"এটাই আমার কাছে একমাত্র সূত্র—" টুপেন্স জানাল।

"এটা বেশ নিরিবিলি সুন্দর বাড়ী—।"

"একই ব্যাপার আমার তো মনে হয়, এটা একটা ফাঁকা বাড়ী।"

"ফাঁকা বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ?"

টুপেন্স জানালেন, "আমার তো মনে হয়না, কেউ এখানে বাস করছে। কেউ কখনও এ-বাড়ী থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। কেউ কখনও এই ব্রিজটার ওপর দিয়ে হাঁটেনি, কেউ কখনও ওই নৌকার বাঁধন খুলে নৌকা বেয়েছে।"

টমি তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ভগবানের দোহাই! তোমার কি হয়েছে বলো তো?"

টুপেন্স বললেন, 'প্রথম বাড়ীটা দেখে আমারও মনে হয়েছিল, বাস করার পক্ষে কেমন চমৎকার বাড়ী। এবং তারপরেই ভাবলাম, "কেউ তো এখানে থাকেনা, আমি নিশ্চিত, কেউ থাকে না। তার মানেই বোঝা যাচ্ছে, আমি এ বাড়ী আগেও দেখেছি। এক মিনিট দাঁড়াও, মনে পড়ছে। একটু অপেক্ষা কর, মনে যেন পড়ছে।" এক নিঃশ্বাসে টুপেন্স বলে চললেন, "জানলার বাইরে, একটা গাড়ীর জানলার বাইরে কি? না, না আমি ভুল পথে ভাবছি। ঐ খালটার ধার দিয়ে দৌড়চ্ছে .... একটা কুঁজের মত ব্রিজ, বাড়ীটার রং গোলাপী, দুটো পপলার গাছ, না দুটোরও বেশী। আরও মনে করতে পারতাম ..... "।

"ও টুপেন্স, বাদ দাও ওসব।"

"কিন্তু আমার কাছে এটা আবার ফিরে আসবে।" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে টমি স্বগতোক্তি করল, "হায় ভগবান! আমাকে এবার তাড়াহুড়ো করতে হবে।"

সে লাফিয়ে খাট থেকে নেমে, দ্রুত বাথরুমে গেল। টুপেন্স বালিশে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন, ছায়া ছায়া যে ঘটনার কথা অস্পষ্ট রয়েছে জোর করে তা মনে করার চেষ্টা করতে লাগল।

টুপেন্স যখন বিজয়ীর হাসি নিয়ে ডাইনিং রুমে এলেন. টমি এখন দ্বিতীয় কাপ কফি ঢালছে।

"আমার মনে পড়েছে, কোথায় আমি দেখেছি। ট্রেনে করে যেতে যেতে একবার জানলার

বাইরে দেখেছি।"

"কবে? কোথায়?"

"আমি জানিনা। আবার ভবতে হবে। আমার মনে আছে। আমি বলেছিলাম, 'একদিন ওই বাড়ীটায় আমি যাব, এবং দেখব। এবং পরের স্টেশনের নাম কি তা দেখার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তুমি তো জানো রেলপথগুলি এখন কেমন! তারা স্টেশন ছাড়িয়ে অর্ধেক পথ চলে আসে। আর পরেরটার লেখা ছেঁড়া ছিল। সমস্ত প্ল্যাটফর্ম জুড়ে ঘাস গজিয়েছে, কোন নামাঙ্কিত বোর্ড বা কিছুই নেই।"

"এ্যালবার্ট! আমার ব্রিফকেস্ কোথায় গেল?" এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলেন।

টমি এক বিদায় জানালেন। টুপেন্স একটা ভাজা ডিমের দিকে অন্যমনস্ক চেয়ে রইল। টুপেন্স গুডবাই জানিয়ে টমি বললেন, "ঈশ্বরের দোহাই! অন্যের ব্যাপারে এত নাক গলিয়ো না।"

টুপেন্স অন্যমনস্কভাবে বললেন , "আমি ভেবে দেখছি আমি কি করব, মনে হয় আমাকে কিছুটা রেল জার্ণি করতে হবে।"

টমিকে কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে হলো। উৎসাহ দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তুমি বরং তাই করো। তুমি একটা সিজ্‌ন টিকেট বরং কিনে নাও। মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট টাকার অঙ্কে হাজার মাইল ভ্রমণ করার মত একটা স্কীম রয়েছে। তুমি সম্ভাব্য সকল অঞ্চলে, সব ট্রেনেই ভ্রমণ করতে পারবে। আমি যতক্ষণ না বাড়ী ফিরে আসি, তুমি ভালভাবেই সময় কাটাতে পারবে এবং খুশি থাকবে।"

"যশকে আমার ভালবাসা দিও।"

একটু উদ্বেগ নিয়ে টমি তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখ। তুমি যদি আমার সাথে আসতে! এমন কিছু কোরনা, যাতে বোকামি হয়, কেমন!"

টুপেন্স বলল, "অবশ্যই না, তুমি নিশ্চিন্তে যাও।"

ষষ্ঠ অধ্যায় ❑ পথের খোঁজে টুপেন্স

হায়! টুপেন্স তার চারদিকে বিকল্প নয়নে তাকাল। সে নিজেকে কখনওই এত দুঃখী বোধ করেনি। সে স্বাভাবিক ভাবেই জানত, টমির অনুপস্থিতি সে খুবই অনুভব করবে। কিন্তু সে ধারণা করতে পারেনি তাঁর অভাব সে এতখানি অনুভব করবে।

তাঁদের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে, তাঁরা কদাচিৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকেছে। দীর্ঘ দিনের জন্যেই তো নয়ই। বিবাহের পূর্ব থেকেই তাঁদের সকলে বলত 'তরুণ অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় জোড়'। তাঁরা দুজনে অনেক সমস্যা, অনেক বিপদ একসাথে কাটিয়েছে, তারপর বিয়ে করেছে, তাঁদের দুটি ছেলেমেয়েও হয়েছে এবং তারপর পৃথিবীটা কেমন যেন একঘেয়ে মনে হতে থাকল। এরপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। এবং অদ্ভুতভাবে তাঁরা ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্সির সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সাথে জড়িয়ে পড়ল। তাঁদেরকে একজন সাধারণ চেহারার লোক মিস্টার কার্টার কাজে নিযুক্ত করল। দেখতে সাধারণ হলে কি হবে। তাঁর কথা সকলেই মান্য করত। তাঁরা তখন অনেক অনেক অ্যাডভেঞ্চারের সাথে যুক্ত হলো এবং আবারও একবার নিজেদের নতুন করে ফিরে পেলো।

অবশ্য, মিঃ কার্টারের পরিকল্পনা অন্য রকম ছিলো। প্রথমে টমিই কার্যে নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু টুপেন্স তাঁর স্বাভাবিক কৌশল ও চাতুর্য দেখিয়ে ব্যাপারটা এমনভাবে ম্যানেজ করল যে, যখন টমি সমুদ্র উপকূলের একটি অতিথি-নিবাসে কোন এক মিঃ মিডোজ্ এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো, প্রথম যে ব্যক্তির সাথে তাঁর দেখা হলো তিনি একজন মধ্যবয়সী মহিলা, উল কাঁটা বোনেন সর্বদা, যিনি টমির দিকে নিরীহদৃষ্টিতে তাকালেন এবং টমিও বাধ্য হলেন তাঁকে মিসেস ব্লেঙ্কিনসপ হিসেবে অভ্যর্থনা জানাতে। তারপর থেকে, তাঁরা একত্রেই কাজ করত।

যাইহোক, টুপেন্স ভাবল, এখন তো আমি এভাবে কাজ করতে পারব না। কোন কৌশল, কোন চাতুর্য্যই অথবা কোন কিছুই তাঁকে 'হাস হাস ম্যানর'-এর নিভৃতবাসে নিয়ে যেতে পারবেনা। কিংবা আই, ইউ. এ. এস-এতে অংশগ্রহণ করতে পারবেনা, সে রাগ করে ভাবল, এটা শুধু বৃদ্ধ-বালকদের ক্লাব। টমি ছাড়া তাঁর ফ্ল্যাট ফাঁকা, তাঁর পৃথিবী শূন্য। সে ভাবল, "দূর ছাই! আমি যে এখন কি করি?"

টুপেন্স ইতিমধ্যেই ঠিক করে নিয়েছে কি কি পদক্ষেপ সে গ্রহণ করবে। এবারে কোন বুদ্ধির কাজ করার প্রশ্নই ওঠেনা, কোন অফিসিয়াল কাজও নয়। টুপেন্স নিজের মনেই বলল, "আমি হচ্ছি, প্রুডেন্স বেরেসফোর্ড, বেসরকারী তদন্তকারী। দ্রুত কিছু লাঞ্চ গ্রহণ করে, সে ডাইনিং টেবিলে রেলের টাইম টেবল, গাইড বই, ম্যাপ এবং কিছু পুরনো ডায়েরী গুছিয়ে ফেলল।

গত তিনবছরের মধ্যে সে রেলপথে ভ্রমণ করেনি, রেলের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, কোন বাড়ী লক্ষ্য করেনি, কিন্তু কোন রেলপথে ভ্রমণ? এখনকার দিনের বেশীরভাগ লোকের মতো বেরেসফোর্ডেরাও গাড়ী করেই ভ্রমণ করত। খুব কমই তাঁরা রেলপথে ভ্রমণ করেছে।

স্কটল্যাণ্ডে তাঁদের বিবাহিত মেয়ের বাড়ীতে যাওয়ার সময় অবশ্য তারা ট্রেনেই গেছিলেন। কিন্তু সে তো রাত্রিবেলা। পেনজ্যান্স —গ্রীষ্মের ছুটিতে—কিন্তু ওই পথটা টুপেন্সের সম্পূর্ণ জানা। নাঃ ওই জার্নিটা খুবই সাধারণ ধরণের জার্নি ছিল। অনেক পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় করে টুপেন্স যা যা খুঁজতে চাইছিলো তার জন্য অনেক সম্ভাব্য তালিকা ভ্রমণ তালিকা তৈরী করলো— একটি কি দুটি রেস মিটিং-এ. একবার নর্দারল্যাণ্ডে, ওয়েলসের দুটি সম্ভাব্য জায়গা, দুটি বিবাহ অনুষ্ঠানে একটা সেলকেন্দ্র যেখানে একবার তারা গেছিলো। এক বন্ধুর জন্য সে কতগুলি কুকুরের বাচ্চা কিনেছিলো যে তখন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছিল একটা শুকনো ধরণের নগরী যে স্থানটার নাম এখন সে মনে করতে পারছেনা।

টুপেন্স দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মনে হচ্ছে টমি যা বলেছে তাকে শেষপর্যন্ত তাই করতে হবে। একটি সার্কুলার টিকিট কিনে নিয়ে তাকে রেলপথের সকল শাখায় ভ্রমণ করতে হবে। একটা ছোট নোটবুকে কিছু আবছা স্মৃতিমূলক ঘটনা নোট করে রাখলো যা তাকে সাহায্য করলেও করতে পারে।

যেমন একটা টুপি, —হ্যাঁ একটা টুপি সে র‍্যাকে ছুঁড়ে ফেলেছিলো। সে ঐ টুপিটা পড়েছিলো —সুতরাং সে নিশ্চয়ই কোন বিবাহানুষ্ঠানে বা ক্রীশ্চান হওয়ার কোন অনুষ্ঠানে গেছিলো— ঐ টুপি পরে নিশ্চয়ই সে কুকুর কিনতে যায়নি।

এবং —আরেক ঝলক মনে পড়ছে —সে জুতোগুলিকে লাথি মেরে ফেলেছিলো —কারণ তার পা কেটে গেছিলো— হ্যাঁ নিশ্চিত— সে তখন বাড়িটার দিকে তাকিয়েছিলো এবং সে

তার জুতোগুলো লাথি মেরে ফেলেছিলো কারণ তার পা কেটে গেছিলো।

হ্যাঁ সে নিশ্চয়ই কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলো বা ফিরছিলো —না .... না .... সে ফিরছিলো —অবশ্যই ফিরছিলো—কারণ অতো সুন্দর জুতোটা দীর্ঘক্ষণ পরে থাকার ফলে তার পায়ে ব্যথা হয়েছিলো। তার টুপিটা কেমন ছিলো? হ্যাঁ এই টুপিটা সাহায্যে লাগতে পারে—টুপিটা কি ফুল দেওয়া টুপি ছিলো না কি গরমের টুপি ছিলো —অথবা শীতের ভেলভেটের টুপি ছিলো।

টুপেন্স যখন রেলওয়ের সময়সূচী থেকে দরকারী তথ্য টুকতে ব্যস্ত ছিলো তখন এ্যালবার্ট ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলো নৈশভোজে সে খাবে। এ্যালবার্ট আরও জিজ্ঞাসা করলো মাংস ও মুদির দোকান থেকে কি কি আনতে লাগবে। "আমার মনে হয় আমাকে কয়েকদিন বাইরে থাকতে হবে।" টুপেন্স বললো।

"সুতরাং এসব কিছুর দরকার নেই। আমি রেলভ্রমণের বেরোচ্ছি।"

"আপনার কি স্যান্ডুইচ বা অন্য কিছু লাগবে?"

"হ্যাঁ লাগতে পারে। হ্যাম আর ঐ জাতীয় কিছু আনতে পারো।"

"ডিম আর চীজ লাগবে? আর একটিন প্যাটি? প্যাটি ওদেশে খুব একটা শুভ কিছু নয় বরং যাত্রাপথে না নেওয়াই রীতি কিন্তু" টুপেন্স বললেন—

"ঠিক আছে। নিয়ে এসো।"

"কোন চিঠি ফরোয়ার্ড করতে হবে?"

"আসলে আমি ঠিক জানিই না আমি কোথায় যাচ্ছি।"

"ও, ঠিক আছে" এ্যালবার্ট উত্তর দিলো। এ্যালবার্টের একটি ভালো গুন হলো; সে সব ব্যাপারই সহজে মেনে নেয়। তাকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করে কিছুই বোঝাতে হয়না। সে চলে গেল আর টুপেন্স আবার তার নিজের পরিকল্পনা স্থির করার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

যেটা সে মনে করতে চাইছিলো সেটা হলো সামাজিক কোন জমায়েত যার সঙ্গে টুপি ও পার্টিও যুক্ত থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে যে-গুলোই তালিকাভুক্ত করেছে সবই রেলপথে যুক্ত। একটা বিবাহনুষ্ঠান যেটা যুক্ত সার্দান রেলওয়ের সঙ্গে—আরেকটা পূর্ব এ্যঙ্গিলিয়া। বেডফোর্ডের উত্তরে একটা ক্রীশ্চিয় অনুষ্ঠানে।

সে যদি সেদিনকার দৃশ্যটা একটু ভালো করে মনে করতে পারে .... সে ট্রেনের ডানদিকে বসেছিলো। খালটা আসার আগে সে কি দেখতে পেয়েছিলো? জঙ্গল? গাছপালা? খামারবাড়ি? না কি ধূলিধূসরিত কোন গ্রাম?

এইসব চিন্তার মাঝে সে ভ্রুকুটি করে দেখলো এ্যালবার্ট আবার ফিরে এসেছে। টুপেন্স আসলে খেয়াল করেইনি এ্যালবার্ট সেখানেই একান্তভাবে অপেক্ষা করছিলো তার কাছে কোন একটা আর্জি বা প্রার্থনা নিয়ে।

"কি ব্যাপার এ্যালবার্ট? আবার কি হলো?"

"কাল তো সারাদিন আপনি বাড়ীতে থাকছেন না......।"

"সম্ভবত, তার পরের দিনও থাকব না।"

"তাহলে কি ওই দিনটা আমার ছুটি?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই।"

"এলিজাবেথের গায়ে কিছু বেরিয়েছে।

"মিলি বলছে, বোধহয় হাম বেরিয়েছে।"

"তাই?" মিলি এ্যালবার্টের স্ত্রী, এলিজাবেথ তাদের কনিষ্ঠ সন্তান। তাই বুঝি মিলি চাইছে তুমি বাড়ী থাকো।"

দু'একটা রাস্তার পরেই একটি ছোট্ট, পরিচ্ছন্ন বাড়ীতে এ্যালবার্ট থাকে।

"ঠিক তা নয়, তার হাত যখন খালি না থাকে, সে তখন চায় আমি বাইরেই থাকি—আমি সব জিনিষ অগোছালো করে দিই, সেটা তার পছন্দ নয়। কিন্তু অন্য বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আমি একটু বাইরে ঘুরে আসতে পারি।"

"অবশ্যই, যতদূর জানি, তোমার তো চারটি সন্তান।"

"হ্যাঁ, সকলেরই একবার করে হাম হয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে। চার্লির হয়ে গেছে, জিনেরও। যাইহোক, সব তাহলে ঠিক তো?"

টুপেন্স তাকে আশ্বাস দিলো যে সব ঠিক আছে। তার অবচেতন মনের গভীরে কিছু যেন একটা নাড়া দিচ্ছিল—একটা আনন্দময় কল্পনা—স্বীকৃতি—হাম—হ্যাঁ—হামই। হামের সঙ্গে কোথায় একটা যোগ রয়ে গেছে।

কিন্তু কেন সেই খালের পাশের বাড়িটার সাথে হামের যোগ থাকবে?

অবশ্যই এ্যানথা। এ্যানথা টুপেন্সের পালিতা কন্যা —আর এ্যানথার মেয়ে জেন স্কুলে ছিলো—তার প্রথম টার্মিনাল পরীক্ষা—-এটা একটা পুরস্কার বিতরণী উৎসব এবং এ্যানথা তাকে ফোন করেছিলো—তার দুটো বাচ্চারই হাম বেড়িয়েছে এবং তাকে সাহায্য করার কেউ ছিলোনা কিন্তু কেউ যদি অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকে জেন তবে খুব হতাশ হবে—টুপেন্স কি বাড়িতে আসতে পারবে?

টুপেন্স রাজী হয়েছিলো, তার বিশেষ কিছু কাজ ছিলোনা। সে তাই স্কুলে গিয়ে জেনকে নিয়ে বেরিয়ে লাঞ্চ খেলো এবং আবার স্পোর্টসে গেল। তার জন্য একটা স্পেশ্যাল স্কুল ট্রেনও ছিলো।

আশ্চর্যজনকভাবে সব কিছু এবার টুপেন্সের মনে পড়ে গেল। এমনকি যে পোশাক সে পড়েছিলো— একটা গ্রীষ্মকালীন কর্ণফ্লাওয়ারের প্রিন্ট— সে বাড়িটা ফেরার পথেই দেখেছিলো।

সেখানে গিয়ে সে একটা ম্যাগাজিনের মধ্যে ডুবে গেছিলো যেটি সে কিনেছিলো। কিন্তু ফেরার পথে তার মধ্যে আর কিছু পড়ার না থাকায় সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলো, সারাদিনের দৌড়ঝাঁপে ক্লান্ত ছিলো—পায়ের জুতোতে লাগছিলো, সে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

যখন সে জেগে উঠল ট্রেনটা তখন একটা খালের পাশ দিয়ে ছুটছে। এটা কিছুটা গাছে ঢাকা শহর, মাঝে মাঝে ব্রীজ, কখনো বা আঁকাবাঁকা রাস্তা—দূরে খামারবাড়ি—আশেপাশে কোন গ্রাম নেই।

হঠাৎ ট্রেনটার গতি কমে এল। বিশেষ কোন কারণে নয় হয়তো সিগন্যালে বাধা পেয়েছিলো। ট্রেনটি ঝাঁকুনি দিয়ে একটা খালের পাশে থেমে গেল। খালের উপর একটা কুঁজের মত ব্রীজ, খালটি সম্ভবত ব্যবহৃত হয়না। খালের অপর পাড়ে জলের ঠিক পাশেই সেই বাড়িটা ছিলো—

সেই মুহূর্তে টুপেন্সের মনে হয়েছিলো তার দেখা বাড়িগুলির মধ্যে ঐ বাড়িটাই সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিলো—একটা নির্জন শান্তিপূর্ণ বাড়ি— বৈকালিক সূর্যের সোনালী আলোয় বাড়িটা চকমক করছিলো।

কোন মানুষকে কিন্তু দেখা যায়নি— কোন কুকুর না—জীবিত কিছুই না—কিন্তু সবুজ জানলাগুলো বন্ধ ছিলোনা—বাড়িটায় নিশ্চই কেউ থাকে কিন্তু সেসময় সেটা খালি ছিলো।

টুপেন্স ভেবেছিলো, 'আমি অবশ্যই বাড়িটা সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। কোন একদিন আমি এখানে নিশ্চয়ই ফিরে আসবো। কারণ এরকম বাড়িতে থাকতেই আমি পছন্দ করি।' এমন সময় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনটা আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলো।

"আমি এর পরের স্টেশনের নামটা দেখবো। তাহলে আমি বুঝতে পাববো বাড়িটা কোন জায়গায় অবস্থিত।"

কিন্তু টুপেন্স তেমন কোন স্টেশনের নাম খুঁজে পেলোনা। সেই সময় রেলস্টশনের ঘরগুলি বন্ধ ছিলো—ছোট ছোট স্টেশনগুলি বন্ধ ছিলো— ভাঙাচোরা ও নীচু ঘাসে ঢাকা ছিলো প্ল্যাটফর্মগুলি—২০/৩০ মিনিট ধরে ট্রেনটি ছুটে চললো কিন্তু সনাক্তকরনের মতো টুপেন্স তেমন কিছু খুঁজে পেলোনা। কিছুটা দূরে গিয়ে সে অবশ্য একটা চার্চ দেখতে পেয়েছিলো।

এরপর টুপেন্স একটা ফ্যাক্টরী কমপ্লেক্স দেখেছিলো—লম্বা লম্বা চিমনি—সারিবদ্ধ ছোট ছোট বাড়ি, অর্থাৎ তখন আবার শহরের এলাকা শুরু হয়ে গেছিলো।

টুপেন্স নিজের মনেই ভাবছিলো—ঐ বাড়িটা স্বপ্নের মতো। হয়তো ওটা স্বপ্নই ছিলো —আমি ভাবতে পারিনা আমি এখানে আবার ফিরে আসতে পারবো ও বাড়িটাকে দেখতে পাবো—এটা খুবই কঠিন। এছাড়াও তার মনে একটা করুণ ভাব উপস্থিত হয়েছিলো, হয়তো —কোনদিন আবার কোন ঘটনাচক্রে আমি বাড়িটাকে আবার দেখতে পাবো!

এরপর—সে এই বাড়িটার কথা প্রায় ভুলেই গেছিলো—যতক্ষণ না দেওয়ালে টাঙানো ছবিটা তার কুয়াশা আবৃত স্মৃতিটাকে জাগিয়ে তুললো।

এখন সে এ্যালবার্টকেও ধন্যবাদ জানালো কারণ তার একটি কথা এই স্মৃতির দ্বার উন্মোচন করতে সাহায্য করেছিলো।

টুপেন্স ম্যাপ তিনটে ভালো করে দেখলো। একটা গাইড বুক ছাড়াও তার কাছে অন্যান্য কিছু দরকারী জিনিসও ছিলো।

এখন সে জানে কোন জায়গাটায় তাকে যেতে হবে। জনের স্কুলটা সে বড় করে ক্রশ চিহ্ন দিয়ে রাখলো—রেলওয়ের শাখাগুলি যেটা লন্ডনের প্রধান জায়গায় যাচ্ছে—সে সেই সময়টায় ঘুমিয়ে পড়েছিলো দেখতে পায়নি সেই স্থানটাও।

আসল জায়গাটা অবশ্য কিছুটা দূরে—মেডচেস্টারের উত্তরে, কিছুটা বাজারী জনবহুল, ছোট শহরটির দক্ষিণ পূর্বে, কিন্তু শহরটি ছোট হলেও এটা একটা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশন। শেলব্রাউয়ের পশ্চিমেই খুব সম্ভবত এর অবস্থান।

পরদিন সকালে সে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। সে আস্তে আস্তে তার শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হলো কিন্তু তখনই বিছানায় না গিয়ে খুব ভালো করে ম্যান্টেলপিসের সেই বাড়ির ছবিটা দেখতে লাগলো।

হ্যাঁ। এতে কোনরকম ভুল নেই। এইটাই সেই বাড়িটা যেটা আজ থেকে তিন বছর আগে

টিউপেনস ট্রেন থেকে দেখতে পেয়েছিলো। এই বাড়িটার কাছেই সে প্রতিজ্ঞা করেছিল কোনদিন আবার সে এখানে ফিরে আসবে। সেই কোনদিনটা আজ এতদিন বাদে এসে গেছে। সেই কোনদিনটা হচ্ছে — আগামীকাল।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ খালের ওপর বাড়িটি

সপ্তম অধ্যায় ❑ বন্ধুভাবাপন্ন ডায়েরী

পরদিন সকালে বেরোবার আগে টুপেন্স তার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে শেষবারের মতো মনোযোগ সহকারে দেখল। ছবিটার বিষয়বস্তুটা তার মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে বসেনি। কিন্তু পরিবেশের মধ্যে ছবির বিষয়বস্তুর যে অবস্থান সেটা ভালো করে স্মরণ করবার জন্যই সে ছবিটার দিকে তাকালো। এই সময় সে দেখতে পেল যে ট্রেনের জানলা দিয়ে নয়, রাস্তাটাকে লক্ষ করে ছবিটা আঁকা হয়েছে। কিন্তু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে এই ছবিটাই আর একরকম দেখাবে। সেখানে হয়ত অনেকগুলো ছোট ছোট সেতু ছিল। একই দেখতে অনেকগুলো অব্যবহৃত খাল ছিল। হয়ত একই রকম দেখতে কয়েকটি বাড়িও ছিল। কিন্তু টুপেন্স মনে মনে একথা ভাবলেও বিশ্বাস করতে পারল না।

ছবিতে শিল্পীর নাম সাক্ষর করা ছিল। কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না, নামটা ' B ' অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে। ছবির থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে টুপেন্স পরিবেশটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। A.B.C এর সঙ্গে একটা রেলওয়ে ম্যাপ যুক্ত আছে। তার মধ্যে কয়েকটি স্থানের নাম রয়েছে — মেডচেষ্টার, ওযেষ্টলে – মার্কেট বেসিঙ্গ, মিডলজ্যাম – ইঞ্চ ওয়েল – তাদের মাঝখানে একটা ত্রিভূজের ছবি আঁকা। সে ভাবল যে এর মানেটা কি তাকে পরীক্ষা করে বের করতে হবে। টুপেন্স তার সঙ্গে একটি ছোট রাত্রিবাসের উপযোগী ব্যাগ নিল। তার কাজের এলাকায় পৌঁছবার আগে তাকে তিন ঘণ্টা গাড়ি চালাতে হবে। তারপরে সে ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে শহরের বড় বড় রাস্তা এবং ছোট রাস্তায় ঢুকে দেখবে ছবির খালগুলোর মতো খাল ঐস্থানে আছে কিনা।

মেডচেষ্টারে গাড়ি থামিয়ে কফি এবং স্ন্যাক্স খাবার পর সে রেলওয়ে লাইন বরাবর যে দ্বিতীয় শ্রেণীর পথটা চলে গিয়েছে সেদিকে গাড়ি চালাবে। এবং শহরের যেদিকে বনাঞ্চল এবং অনেকগুলি ছোট ছোট নদী আছে সেই-পথ দিয়ে গাড়িটা নিয়ে যাবে।

যেহেতু ইংল্যাণ্ডের বেশীরভাগ গ্রাম্য জেলাগুলোতেই প্রচুর সাইন পোস্ট ছিল। তাতে যেসব স্থানের নাম লেখা ছিল, টুপেন্স সেগুলো আগে কখনও শোনেনি। এবং কদাচিৎ থেমে যাচ্ছিল পথটা কারুর থেকে জেনে নেবার জন্য। ইংলণ্ডের এই ধরনের রাস্তাগুলোতে গন্তব্য স্থান খুঁজে বার করে নেওয়া বেশ জটিল কাজ। খালের থেকে যে রাস্তা বেরিয়ে এসেছে এবং যখন তুমি গভীর আশা নিয়ে ভাববে যে এটাই সেই খাল যার কথা তুমি ভাবছিলে, তখনই তুমি হতাশ হবে। যদি তুমি গ্রেট মিচেলডেনের নির্দেশানুযায়ী পথ ধরে যাও তাহলে সাইন পোষ্টে দেখবে দুটো রাস্তার নাম লেখা আছে। একটা পথ চলে গেছে পেনিংটন স্প্যারোর দিকে এবং অপর পথটি চলে গেছে ফার্লিং ফোর্ডের দিকে। কোন পথে যাবে সেটা তোমাকেই ঠিক করে নিতে

হবে। প্রথমে তুমি ফার্লিং ফোর্ডে যাবে ঠিক করে সেই পথ দিয়ে গেলে। কিন্তু পরক্ষণেই পরবর্তী সাইন পোষ্টে তোমায় মেডচেষ্টারের দিকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে যাতে তুমি পথ সম্বন্ধে ধাঁধায় পরে যাবে। আসলে টুপেন্স কখনও গ্রেট মিচেলডেন দেখেনি এবং তার জন্য সে অনেকক্ষণ সময় ধরে ঐ হারানো খালটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। যদি তার ধারণা থাকত যে কোন গ্রামটা সে খুঁজছে তাহলে কাজটা তারপক্ষে অনেক সহজ হয়ে যেত। ম্যাপ দেখে খালগুলি খুঁজে বের করার চেষ্টাটা ধাঁধার মতোই শক্ত এবং জটিল কাজ। বারবার করে সে রেলওয়ে পথের ওপর দিয়ে ঘুরতে লাগল। এখানে এসে তার মনটা আবার উৎসাহিত হলো এবং সে আশা করলো যে এবার 'রিজ হীল' সাউথ উইণ্ট টন এবং ফ্যারেল সেণ্ট এডমণ্ড সে খুঁজে পাবে। আগে ফ্যারেল সেণ্ট এডমণ্ডের একটা নিজস্ব ষ্টেশন ছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে ঐ স্টেশনটা ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। টুপেন্স ভাবলো যদি সেখানে একটা ব্যবহার করার ভালো রাস্তা থাকত এবং রাস্তার ধারে একটা খাল অথবা রেললাইন থাকত তাহলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যেত। দিনের আলো ক্রমশ ফুরিয়ে এল এবং টুপেন্স আগের থেকে আরও বেশী হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে সে খালের সাথে যুক্ত একটা গোলাবাড়ির কাছেই চলে আসছিল। কিন্তু যে রাস্তাটা ঐ গোলাবড়িতে গিয়ে মিশেছে সেখানে ঐ খালের সম্বন্ধে খোঁজ নেবার কোন উপায়ই ছিলনা। কারণ ঐ পথটা একটা পাহাড়ের দিকে চলে গিয়েছিল। — সে জায়গাটার নাম ছিল ওয়েষ্টটেন ফোল্ড। ওখানে একটা চতুস্কোনা টাওয়ারযুক্ত একটা গির্জা ছিল যেটা ছিল পরিত্যক্ত।

এবার সেখান থেকে বিষন্ন মনে সে একটা ভাঙাচোরা পথ অনুসরণ করে গাড়ি চালাতে লাগল। ঐ পথটা ওয়েষ্টপেন ফোল্ড থেকে বেরিয়ে যাবার পথ। এবারে টুপেন্সের মন নির্দেশ দিল যে সে যেখানে যেতে চায় ঠিক তার উল্টো দিকের পথ ধরে সে গাড়ি চালাবে। এভাবে চলতে চলতে সে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো যেখানে রাস্তাটা ডাইনে এবং বায়ে ভাগ হয়ে গেছে। দুটো রাস্তার মাঝখানে একটা পোষ্ট ছিল ঠিকই কিন্তু তার হাতল ভাঙা থাকায় কিছুই দেখা গেলনা।

টুপেন্স নিজের মনে মনেই প্রশ্ন করল — 'এবার কোন পথে যাব? কে জানে? আমি জানিনা।'

সে বাঁদিকের পথটা ধরল। এ পথটা এঁকেবেঁকে বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে গেছে। অবশেষে এটা বৃত্তাকারে বেঁকে হঠাৎ চওড়া হয়ে একটা পাহাড়ের ওপর উঠে পড়েছে। শহরের বুকে বনভূমি উঠে এসেছে। পথটা খাড়াভাবে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। খুব বেশী দূর না হলেও একটা দূরাগত কোলাহল-পূর্ণ আওয়াজ ভেসে আসছিল। টুপেন্স হঠাৎ আশান্বিত হয়ে বলে উঠল সে, "রেলগাড়ির শব্দের মতো আওয়াজ না।"

হ্যাঁ, এটা রেলগাড়িরই আওয়াজ। এবং তার নীচে দিয়েই একটা রেল লাইন চলে গেছে। এবং সেই লাইনের ওপর দিয়ে একটা মালগাড়ি যাচ্ছিল ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে। দূরে আরও দূরে একটা খাল দেখা যাচ্ছিল। এবং খালটার অপর তীরে একটা বাড়ি ছিল যেটা দেখামাত্রই টুপেন্স চিনতে পারল। ঐ খালের ধার বরাবর একটা ঢেউ খেলানো সেতু যেটা গোলাপি রঙের ইঁট দিয়ে তৈরী। পথটা ঢালু হয়ে রেল লাইনের দিকে নেমে গেছে এবং উপরে উঠে ঐ সেতুটার সঙ্গে গিয়ে যুক্ত হয়েছে। টুপেন্স খুব ধীরে ধীরে ঐ সরু সেতুটার ওপর দিয়ে

গাড়ি চালাতে লাগল। ঐ পথের ডান হাতের দিকেই সেই বাড়িটি ছিল। ঐ বাড়িটায় পৌঁছবার রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে সে গাড়ি চালাতে লাগল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার মতো একটা লোককেও ওখানে দেখা গেল না। রাস্তা থেকে একটা উঁচু পাঁচিল উঠে গিয়ে বাড়িতে ঢোকার পথটা বন্ধ করে দিয়েছে।

এখন বাড়িটা তার ডানদিকে পড়েছে। সে গাড়ি থামাল এবং পায়ে হেঁটে আবার সেতুটার কাছে ফিরে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে সে দেখবার চেষ্টা করছিল বাড়িটাকে দেখা যায় কিনা।

বাড়িটার বেশীরভাগ বড় বড় জানলাগুলো সবুজ রঙের খড়খড়ি দিয়ে বন্ধ করা ছিল। বাড়িটাকে দেখে নির্জন এবং জনশূন্য বলে মনে হচ্ছিল। অস্তগামি সূর্যের আলোয় বাড়িটাকে দেখে শান্তিপূর্ণ এবং আনন্দময় পরিবেশ বলে মনে হচ্ছিল। ঐ বাড়িতে কেউ থাকে কিনা সেটা জানবার কোন উপায় ছিল না। সে আবার গাড়িতে গিয়ে উঠল এবং গাড়ি চালিয়ে একটু দূরে এগিয়ে গেল। উঁচু পাঁচিলটা তার ডান দিকের পথের সাথে সাথে চলতে লাগল। রাস্তার বাঁদিকে ছিল ঝোঁপঝাড়ে পূর্ণ সবুজ বিস্তীর্ণ মাঠ।

তক্ষুনি সে পাঁচিলের লোহায় তৈরী গেটের কাছে এসে পৌঁছলো। সে রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে গেটটার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে ভেতরে একটা বাগান দেখতে পেল। সেটা মোটেই এখন গোলাবাড়ি নয়। তবে এককালে হয়ত ওটা গোলাবাড়ি ছিল। বাগান ছাড়িয়ে দূরে মাঠ দেখা যাচ্ছিল। বাগানের গাছপালাগুলো দেখে মনে হচ্ছিল এগুলো যত্ন করে লাগানো হয়েছে। বাগানটা যে খুব বিশেষ ভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছিল তা নয় তবে দেখে মনে হচ্ছিল কেউ একজন এটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। লোহার গেটের থেকে একটা বৃত্তাকার পথ বেরিয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঐ বাড়িটির দিকে চলে গেছে। যদিও ঐ দরজাটাকে দেখে সামনের দরজা বলে মনে হচ্ছিল না তবু টুপেন্স ধরে নিল এটা সামনের দরজাই হবে। দরজাটা আবার পেছনের দরজাও হতে পারে। এদিক থেকে বাড়িটাকে একটু অন্যরকম দেখাচ্ছিল। শুরুতেই বলতে হয় বাড়িটা খালি নয় এখানে লোক বাস করে। এদিককার জানালাগুলো খোলা। জানলায় পরদা উড়ছে। আর দরজার ধারে একটা জঞ্জাল ফেলার পাত্র রয়েছে। বাগানটার অপর প্রান্তে টুপেন্স একটা লম্বা লোককে মাটি খুঁড়তে দেখল। লোকটা ধীরে ধীরে থেমে থেমে মাটি খুঁড়ছিল। এদিক থেকে দেখলে বাড়িটাকে কোন সুন্দর অথবা শান্তিপূর্ণ স্থান বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে না কোন শিল্পী বিশেষ করে এই বাড়িটারই ছবি আঁকতে চাইবে।। সচরাচর আর পাঁচটা বাড়ি যে রকম হয় এটাও ঠিক সেইরকম বাড়ি এবং এখানেও লোক বাস করে। টুপেন্স বিস্মিত হল। সে কি করবে এখন? সে কি তবে ফিরে যাবে এবং বাড়িটার ব্যাপারে যা ভেবেছিল ভুলে যাবে? না সে কক্ষনো তা করতে পারবে না। এখানে আসবার জন্য যে পরিশ্রম ও কষ্ট সে স্বীকার করেছে এরপরে তার শেষ না দেখে ফেরা চলে না। কটা বাজে এখন? সে ঘড়ির দিকে তাকালো ; তার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। ভেতর থেকে একটা দরজা খোলার শব্দ ভেসে এল। আবার ঐ গেটের ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল।

বাড়ির দরজা খুলে গেল এবং একজন মহিলা বেরিয়ে এল। সে একটি দুধের বোতল মাটিতে য়ে রাখল এবং গেটের দিকে তাকালো। এবার সে টুপেন্সকে দেখতে পেল এবং এক মুহূর্ত

ইতস্তত করে তার মনস্থির করে ফেলল। সে গেটের সামনের পথ দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। টুপেন্স মনে মনে বলল কেন, এদিকে সে আসছে কেন? মনে হচ্ছে এই মহিলাটি একটি ডাইনির মতো কিন্তু বন্ধুভাবাপন্ন।

মহিলাটি প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স্কা হবে। তার লম্বা জট পাকানো চুলগুলি হাওয়ায় উড়ে উড়ে তার পিঠের দিকে ছড়াচ্ছিল। তাকে দেখে টুপেন্সের মনে একটা ছবি বার বার ফুটে উঠছিল, সেটা হলো; ঝাঁটা হাতে একটি ডাইনি। ডাইনির কথা তার মনে এল কেন? কারণ ঐ মহিলাটির চেহারার মধ্যে নারীসুলভ কমনীয়তা বা সৌন্দর্য্য এমন কিছু ছিল না যে তাকে দেখে ডাইনি ছাড়া আর কিছু ভাবা যায়। সে ছিল একজন মধ্যবয়সী কৃশ এবং কাঠিন্যযুক্ত মুখের অধিকারিনী। পাগলের মতো পোশাক পড়েছিল। একধরনের অদ্ভুত খাড়া টুপি মাথায় পড়া ছিল। তার নাক এবং চিবুক পরস্পরের সাথে যেন কোলাকুলি করছিল। এই বর্ণনা অনুযায়ী তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার বোধহয় বিয়ে হয়নি। কিন্তু তাকে দেখে আবার অবিবাহিতও মনে হচ্ছিল না। (তার মুখের মধ্যে কোন মেয়েলী ভাব ছিল না।) তবে একটাই আশার কথা ছিল যে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে সে যেন অনেক অনেক ভালো কাজ করার ইচ্ছা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। টুপেন্স ভাবলো "হ্যাঁ, তুমি নিশ্চয়ই একজন ডাইনির মতো কিন্তু তুমি একজন ডাইনি। তোমাকে বরং সাদা ডাইনি বলাই ভালো।

মহিলাটি একটু ইতস্তত চরণে গেটের কাছে এসে দাঁড়ালো এবং কথা বলতে শুরু করলো। তার গলার স্বরটি ছিল সুন্দর তবে কথার মধ্যে একটা অস্পষ্ট গ্রাম্যতা মিশে ছিল।

মহিলাটি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি কিছু খুঁজছো?'

টুপেন্স বললো 'আমি খুব দুঃখিত। এইভাবে তোমাদের বাগানের দিকে উঁকি মাবছি আমি। তুমি হয়ত সেজন্য খুব খারাপ ভাবছো আমাকে। কিন্তু আমি আসলে এই বাড়িটার বিষয়ে একটু জানতে চাইছিলাম।'

এবার সেই-বন্ধু ডাইনি বলে উঠল "তুমি কি ভেতরে এসে বাগানটা দেখতে চাও?'

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তোমাদের বিরক্ত করতে চাইনা।"

"না না এটা বিরক্তির কোন ব্যাপারই নয়। বিরক্ত হবার মতো আমার কিছুই নেই। আজকের বিকেল বেলাটা কি সুন্দর তাইনা?"

টুপেন্স বলল, "হ্যাঁ ঠিক তাই।"

বন্ধু ডাইনি বলল, "আমার মনে হয় তুমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছ। মাঝে মাঝে লোকেরা এরকম করে ফেলে।"

টুপেন্স বলল, "আমি যখন সেতুব অপর পাশ দিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসছিলাম, তখন আমার মনে হচ্ছিল এই বাড়িটা খুবই সুন্দর এবং আকর্ষণীয়।"

মহিলাটি বলল, "ঐ দিকটাই বাড়ির সবথেকে সুন্দরতম দিক। শিল্পীরা আসে এবং মাঝে মাঝে এই বাড়ির স্কেচ করে নিয়ে যায়। একবার তারা ভারী সুন্দর একটা স্কেচ করেছিল।"

টুপেন্স বলল, "হ্যাঁ, আমারও তাই ধারনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোন একটা প্রদর্শনীতে আমি একটা ছবি দেখেছিলাম। এই বাড়িটার মতোই দেখতে একটা খুব সুন্দর বাড়ির ছবি। হয়ত সেটা এটাই ছিল।"

"হ্যাঁ, হয়তো সেটা এটাই হবে। খুব মজার ব্যাপার তুমিতো জানই শিল্পীরা এখানে প্রায়ই আসে এবং ছবি আঁকে এবং তারা চলে যাবার পর তাদের মুখ থেকে বাড়িটার কথা শুনে আরও একদল শিল্পী আসে। তার ফলে কি হচ্ছে প্রত্যেক বছরই প্রদর্শনীতে তারা এই একই বাড়ির ছবি দেখাচ্ছে। সব শিল্পীরাই ছবি আঁকার জন্য একটা বিশেষ স্থানই পছন্দ করে। আমি জানিনা কেন? তুমি হয়তো জানো যে এর দুটো কারণ থাকতে পারে। বাড়ির ঐ বিশেষ জায়গাটার কাছে একটা মাঠ এবং একটা ছোট্ট নদী আছে। এই জন্যই হয়ত শিল্পীরা এই স্থানটা পছন্দ করে, অথবা একটা বিশেষ ধরনের ওক গাছ, অথবা এক সারি উইলো গাছ, অথবা নর্মান চার্চ থাকার জন্য শিল্পীরা এই স্থানটা পছন্দ করে থাকে। একই বস্তুকে বিভিন্ন ভাবে পাঁচ ছ-রকম করে ছবি আঁকা হয়। তাদের মধ্যে বেশীরভাগ ছবি সুন্দর অথচ একঘেয়ে। তবু আমি বলব আমি আর্ট সম্বন্ধে বা শিল্প সম্বন্ধে কিছুই জানি না। ভেতরে এস এবং দেখ।"

টুপেন্স জবাব দিল। "তুমি খুব দয়ালু। তোমার বাগানটা ভারী চমৎকাব।"

"ওঃ একে ঠিক সুন্দর বলা যায় না বরং বলতে পারো বাগানটা খুব খারাপ নয়। আমরা বাগানে অল্প কিছু ফুল, কিছু শাক-সব্জী এবং অন্যান্য জিনিসের গাছ লাগিয়েছি। কিন্তু আমার স্বামী আজকাল বেশী কাজ করতে পারেন না। এবং সংসারে আমার এত কাজ থাকে যে আমি বাগানের কাজ করবার সময় পাইনা।"

টুপেন্স বলল, "আমি একবার ট্রেনে যেতে যেতে এই বাড়িটা দেখেছিলাম। ট্রেনটা ধীরগতিতে চলছিল এবং আমি বাড়িটা দেখে অবাক হয়ে ভাবছিলাম আমি এটা যেন কোথায় আগে দেখেছি। এটা বেশ কিছুদিন আগেকার ঘটনা।"

মহিলাটি জবাব দিল, "আব এখন তুমি হঠাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে গাড়ি করে নামলে বং দেখলে এটাই সেই বাড়ি। কি মজার ব্যাপাব! এভাবেই সব ঘটনা ঘটে যায় তাই না?"

টুপেন্স মনে মনে ভাবলো, "ভগবানকে ধন্যবাদ যে এই মহিলা কথা বলার পক্ষে অসাধাবণ সহজ এবং সরল। কেউ চিন্তাই করতে পারবে না কেউ এভাবে একজন অপবিচিতের কাছে নিজেকে মেলে ধরতে পারে। একজনের মাথায় যে ভাবনাগুলো আসে সে কেবল সেগুলোই বলতে পাবে।"

সেই বন্ধুভাবাপন্ন ডাইনিটি বলে উঠল, "বাড়িব ভেতরে আসতে তুমি পছন্দ কব কি? আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমাব ভেতরে আসার ব্যাপারে খুব আগ্রহ আছে। তুমিতো দেখতে পাচ্ছো এটা একটা প্রাচীন বাড়ি। আমি বলতে চাইছি লেট জর্জিয়ান অথবা অন্য কোনকিছুর মতনই দেখতে এই বাড়িটা। এই বাড়িটা দেখতে এসে লোকেরা এরকম বলে থাকে। অবশ্যই আমরা বাড়িটাব মাত্র অর্ধেক অংশ পেয়েছি।"

টুপেন্স বলল, "হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি বাড়িটা দুভাগে বিভক্ত। তাইনা?"

মহিলাটি জবাব দিল, "এটা হচ্ছে বাড়িটার পেছনেব দিক। অপবদিকে বাড়ির সামনের অংশটা রয়েছে। সেতুর ওপর থেকে যে অংশের তুমি দেখতে পেয়েছো সেটা ছিল বাড়িটাব সামনের অংশ। মজাদার উপায়ে বাড়িটা দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমার মনে হয় যে এইভাবে বাড়িটাকে ভাগ করার ফলে ভাগ করার ব্যাপারটা সহজ হয়েছে। তবে ডানদিক এবং বাঁদিক এই ভাবে ভাগ করলে ব্যাপারটা আরও সহজ হত। সামনে পেছনে ভাগ করার থেকে ঐটাই বেশী ভালো

হত। এই অংশের সবটাই বাড়িটার পিছনের দিক।"

টুপেন্স প্রশ্ন করল, "তুমি কি এখানে অনেকদিন আছ?"

"তিন বছর। আমার স্বামী কাজ থেকে অবসর নেবার পর আমরা এই দেশেরই কোথাও একটা ছোট্ট জায়গা খুঁজছিলাম যেখানে আমরা শান্তিতে থাকতে পারব এবং যে জায়গাটা সস্তা পরবে। এই জায়গাটা বেশ সস্তায় পাওয়া গেছে তার কারণ এই জায়গাটা সত্যিই খুব নির্জন। এখানে তোমার ধাবে কাছে কোন গ্রাম বা লোকালয় নেই।"

"আমি দূর থেকে একটা গীর্জার চূড়া দেখেছিলাম।"

"ওঃ ওটা হচ্ছে সাটন চ্যান্সেলব। এখান থেকে আড়াই মাইল দূর। আমরা অবশ্যই প্যারিশে আছি। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি গ্রামে যাচ্ছ ততক্ষন পর্যন্ত কোন বাড়ি দেখতে পাবে না। যদিও এটাও একটা খুবই ছোট্ট গ্রাম। তুমি কি এক কাপ চা খাবে?' বন্ধুভাবাপন্ন ডাইনিটি বলল। 'আমি সবে মাত্র কেটলিটা স্টোভের ওপর বসিয়েছিলাম তারপর দু'মিনিটও হয়নি আমি বাইরে উঁকি মেরে তোমায় দেখতে পেলাম।" সে তার দুটি হাত মুখের কাছে নিয়ে চিৎকার করে উঠল "আমোস, আমোস।"

দূরে দেখা সেই লম্বা লোকটি মাথা ঘুরিয়ে তাকালো।

সে চেঁচিয়ে বলল, "দশ মিনিটের মধ্যেই চা হয়ে যাবে।"

লোকটি যে তার স্ত্রীর কথা শুনতে পেয়েছে হাত মাথার ওপর তুলে সিগন্যাল দিয়ে একথা জানিয়ে দিল। এবার মহিলাটি ঘুরে দাঁড়িয়ে দবজা খুলে দিয়ে টুপেন্সকে ভেতরে নিযে এল।

মহিলাটি বন্ধুত্বপূর্ণ গলায বলল, 'পেরী, আমাব নাম অ্যালিস পেরী।"

টুপেন্স বলল, "আমার নাম বেরেসফোর্ড, মিসেস বেরেসফোর্ড"।

" ভেতরে এস মিসেস বেরেসফোর্ড এবং ঘুবে ঘুরে নিজের চোখে সবকিছু দেখ।"

টুপেন্স এক সেকেণ্ডের জন্য থেমে গেল। সে ভাবল এক মুহূর্তের জন্য আমি অনুভব করছিলাম যে আমি যেন হ্যানসেল এবং গ্রেটিলের জায়গায় এসে পড়েছি। হয়ত এটা কোন রহস্যময় বাড়ি হতে পারে. ....""

তাবপর সে অ্যালিস পেরীর দিকে তাকালো এবং আবাব ভাবলো যে, "এই বাড়িটা হ্যানসেল এবং গ্রিটিল ডাইনিদের রহস্যময় বাড়ি নয় তো। এই মহিলাটি সত্যিকারেরই একজন সাদাসিধে মহিলা। না না পুরোপুরি সাদাসিধে নয। বরং এই মহিলাটি যেন একটি অদ্ভুত ধরনের কিন্তু বন্য স্বভাবের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখাচ্ছে তার প্রতি।

টুপেন্স আরও ভাবলো সে হয়ত কোন মন্ত্র জানে। 'কিন্তু আমি নিশ্চিত সেই মন্ত্রগুলো অবশ্যই ভালো হবে, কোন ক্ষতিকারক হবে না।' সে একটু মাথাটা নীচু করে চৌকাঠ পেরিয়ে ডাইনিব বাড়িতে প্রবেশ করল।

ভেতরটায ঘনীভূত অন্ধকার। পথগুলো ছিল অপ্রশস্ত। মিসেস পেরী তাকে রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে তাকে বসবার ঘরে নিযে গেল। একটু দূরে শয়নকক্ষ দেখা যাচ্ছিল। বাড়ির ভেতরে কোন রহস্যময় অথবা উত্তেজিত হবার মতো কোন কিছু দেখা গেল না। টুপেন্স ভাবল বাড়ির প্রধান অংশটা হয়ত ভিক্টোরিয়ান প্যাটার্নে তৈরী করা হয়েছিল। লম্বালম্বিভাবে বাড়িটা ছিল সরু। ভেতরের পথগুলি খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন তার ফলে ঘরগুলোকে কেমন যেন ভূতুড়ে ভূতুড়ে বলে

মনে হচ্ছিল। সে নিজের মনেই ভাবলো এভাবে বাড়িটাকে ভাগ করা ঠিক হয়নি।

মিসেস পেরী বলল, "বসো, আমি তোমার জন্য চা নিয়ে আসছি।"

"আমিও তোমাকে সাহায্য করি চল।"

"ওঃ না না চিন্ত করো না। আমি এক মিনিটের বেশী সময় নেব না। ট্রের ওপর সব কিছু তৈরীই আছে।"

রান্নাঘর থেকে একটা হুইসেলের আওযাজ ভেসে এল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কেটলিতে জল ফুটে উঠেছে। মিসেস পেরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং দু-এক মিনিটের মধ্যে একটা চা-এর ট্রে হাতে নিয়ে ফিরে এল। ট্রে-র ওপরে ছিল এক প্লেট রুটি, এক জার জ্যাম, তিনটে কাপ এবং দুধ আর চিনির পাত্র।

মিসেস পেরী বলল, "আমি ভাবছিলাম যে তুমি হয়ত হতাশ হয়েছ ভেতরে ঢুকে।"

টুপেন্স বললো, "ও! না না।'

"ঠিক আছে আমি যদি তুমি হতাম তাহলে আমারও এরকম অবস্থাই হতো। কারণ বাড়ির সামনেব অংশ এবং পেছনের অংশ,এদুটোতে কোন মিল নেই। তবে বাস করবার পক্ষে এই বাড়িটা খুবই আরামদায়ক। এখানে ঘর বেশী নেই, ঘরে ভালো করে আলো ঢোকেনা এটাও ঠিক কথা, কিন্তু এই জন্যইতো আমরা এই বাড়িটা কম দামে পেয়েছি।"

"বাড়িটা কে ভাগ করেছিল এবং কেন?"

"আমার মনে হয় অনেক বছর আগে কেউ হয়তো ভেবেছিল যে এই বাড়িটা খুবই বড় অথবা বাস করার পক্ষে অসুবিধাজনক। এটাকে কেবলমাত্র ছুটি কাটাবার স্থান হিসাবে বা ওরকমই কোনকিছু হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই তাবা ভালো ভালো ঘরগুলো—ডাইনিং রুম, এবং ড্রয়িং রুম নিজেদের জন্য রাখল। তারপর পড়াব ঘর থেকে খানিকটা জায়গা বার কবে একটা ছোট রান্নাঘর বানালো। এবং দুটো শোবার ঘর এবং ওপরে একটা স্নানের ঘর করে নিল। তাবপরে পাঁচিল দিয়ে বাড়িটাকে ভাগ করে দিল। তারপর রান্নাঘর সমেত বাড়ির পুরনো অংশটা বিক্রি কবার সিদ্ধান্ত নিল।"

"বাড়িটার অপর অংশে কে থাকে? যারা সপ্তাহান্তে এখানে আসে তাদেব মধ্যেই কেউ থাকে কি?"

মিসেস পেরী বলল, "এখন এখানে কেউ থাকে না। আপনি আর এক টুকরো রুটি খাননা

টুপেন্স বললেন, "ধন্যবাদ।"

"অন্তত গত দু'বছরের মধ্যে এখানে কেউ আসেনি। আমি আজও জানতে পারিনি বাড়ির সামনের অংশটার মালিক কে?"

"আপনি কবে এখানে প্রথম এসেছিলেন।"

"এখানে একজন যুবতী মহিলা প্রায়ই আসতেন। সবাই বলত উনি নাকি একজন অভিনেত্রী ছিলেন। আমরাও তাই শুনেছিলাম কিন্তু আমরা কখনই তাকে তেমনভাবে দেখিনি। শুধু মাঝে মাঝে এক ঝলক দেখতাম মাত্র। সে অভিনয়ের পরে শনিবার রাত্রিতে এখানে আসত। এবং রবিবার সন্ধ্যেবেলায় চলে যেত।"

টুপেন্স এবার উৎসাহিত হয়ে জবাব দিলেন, "কোন একজন রহস্যময়ী স্ত্রীলোকের কথা বলে মনে হচ্ছে!"

"হ্যাঁ, তুমি হয়ত জানো, আমিও ঠিক এইভাবেই তাকে রহস্যময়ী ভাবতাম। আমার মাথা থেকেই আমি তাকে নিয়ে নানারকম গল্প বানাতাম। আর মনে মনে ভাবতাম সে হয়তো গ্রেটা গার্বোর মতো কোন বড় অভিনেত্রী হবে। সে যখন এখান থেকে চলে যেত তখন সর্বদা তার চোখদুটো কালো চশমায় ঢাকা থাকতো। এবং টুপিটা কপাল পর্যন্ত নামানো থাকত। দেখ দেখ আমার মাথাতেও এরকম একটা টুপি রয়েছে।

সে ডাইনির মতো টুপীটা তার মাথা থেকে নামিয়ে হাসতে লাগল। সে বলল, "সাটন চ্যান্সেলরেব পেরীশের ঘরগুলিতে আমরা একবার অভিনয় করবার জন্য গিয়েছিলাম। সেখানে বাচ্চাদের জন্য রূপকথার গল্প অভিনয় হতো, আমি সেখানে ডাইনির পার্ট করাম।"

টুপেন্স এবার একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। কিন্তু সামলে নিয়ে বললেন, "ওহো কি মজাব ব্যাপার।"

মিসেস পেরী বলল "হ্যাঁ সত্যিই এটা মজার ব্যাপার তাই নয় কি? আমার চেহারাটা ঠিক ডাইনিব মতো তাইনা?" সে হেসে উঠল এবং টুপেন্সের চিবুক ধবে আদর করে বলল, "তুমি দেখতেই পাচ্ছ আমার মুখটা ডাইনির মতো। আশাকরি মানুষের মাথায় এটা ঢুকবে না যে আমি সত্যিই একজন ডাইনি। তবে কি বেশীরভাগ লোকই মনে করবে যে আমাব চোখদুটো শযতানের চোখ।"

এবার টুপেন্স বললেন, "আমি মনে করিনা যে তোমাকে ওরা মোটেই এবকম ভাবে। আমি নিশ্চিত যদিও কেউ তোমায় ডাইনি ভেবে থাকে তবুও কেউ শয়তান ভাববে না। তুমি হচ্ছো মঙ্গলকাবিনী।"

মিসেস পেরী বলল, "তুমি এরকম ভাবছ বলে আমার খুব ভালো লাগছে। যাক যা বলছিলাম, সেই অভিনেত্রীটি — আমি তার নামটা এখন মনে করতে পারছি না। মনে হয় তার নাম হয়তো মিস মার্চমেণ্ট হবে, অথবা অন্যকিছুও হতে পারে। তুমি বিশ্বাস কববে না আমি তার সম্বন্ধে কত কিছুই ভাবতাম। সত্যিকথা বলতে কি আমি তাকে কখনও দেখেছি অথবা কখনও তার সাথে কথা বলেছি বলে মনে পড়ছে না। মাঝে মাঝে আমি ভাবি সে খুব লাজুক অথবা মনোরোগী ছিল। তার পেছন পেছন সাংবাদিকরা ঘুরতো। কিন্তু সে কখনও তাদের দিকে ঘুরেও বেড়াত না। অন্যান্য সময় আমি ভাবতাম — তুমি হয়ত ভাববে আমি খুব বোকা — আমি ভাবতাম যে তার মধ্যে একটা খুব পবিত্রতা আছে। সেজন্য সে নাম যশকে ভয় করে। আবার ভাবতাম সে হয়ত কোন রহস্যময়ী ছিল। হয়ত কোন অপবাধ করেছিল। যার জন্য সে লুকিয়ে থাকতে চাইত। হয়তো সে আদৌ কোন অভিনেত্রীই ছিল না। শুধু পুলিসই তার খোঁজে আসত। এটা মাঝে মাঝে আমার কাছে খুব উত্তেজনাকর বলে মনে হত। বিশেষ কবে তুমি যখন নির্জন স্থানে থাকবে এবং কোন লোকের মুখ দেখতে পাবে না তখন এসব কথা মনে হবে।"

"তার সঙ্গে কি এখানে কেউই আসত না?"

"আমি এই বিষয়ে খুব একটা ভালো জানিনা। বিশেষ করে এই বিভেদ প্রাচীরটা তার সম্বন্ধে আমাকে কিছুই ভালোভাবে জানতে দিত না। মাঝে মাঝে মনে হতো অভিনেত্রীটির সাথে বে

একজন যেন থাকতো। তাদের দু'জনেই ছিল সুন্দর ছিপছিপে চেহারার। মাঝে মাঝে তার গলা শোনা যেত। আমার মনে হয সপ্তাহান্তে ছুটি কাটাবার জন্য মাঝে মাঝে সে সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসত। এই কারণেই তারা এরকম নির্জন স্থান বেছে নিত।" টুপেন্স কথাটা যেন বিশ্বাস করেছে এরকম সুরে বলল —

"হ্যাঁ, আচ্ছা সেকি একজন বিবাহিত লোক ছিল।"

মিসেস পেরী বলল, "হ্যাঁ হতে পারে সে একজন বিবাহিত মানুষ। তাই নয় কি?"

"হয়তো সে লোকটি অভিনেত্রীর স্বামী ছিল এবং সে তার সাথে আসত। সেই গ্রামের মধ্যে এমন একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়েছিল কারণ সে তাকে খুন করতে চেয়েছিল। এবং হয়ত এই বাগানের মধ্যেই তাকে কবর দিয়েছে।"

এবার মিসেস পেরী বলল, "হায় ভগবান। কি চমৎকার তোমাব কল্পনাশক্তি তাইনা। কই আমাব তো এমন মনে হয়নি!"

"আমাব মনে হয় কেউ হয়ত এই অভিনেত্রী সম্বন্ধে অনেকে কিছু জেনে ফেলেছিল। আমি বলতে চাইছি যে আমার মনে হয় সে হয়ত গুপ্তচর ধরনের কেউ।" টুপেন্স বললেন।

মিসেস পেরী বলল, ওঃ আমারও তাই মনে হয়। তবে আমি এসব ঘটনা না জানতেই বেশী আগ্রহী। আমি কি বলতে চাই তুমি বুঝতে পেরেছ?"

টুপেন্স বললো "হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি।"

"এই বাড়িতে এরকমই একটা পরিবেশ রয়েছে। আমি বলতে চাই যে এখানে সর্বদাই এরকম অনুভব হয় যে এখানে কোন একটা রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে।"

"আচ্ছা সেই মহিলার কি এমন কোন লোক ছিল না যারা তার খোঁজ করতে এখানে আসতে পারে।"

"এখানে কারও পক্ষে আসা খুবই কঠিন। কেননা এখানে ধারে কাছে কোন লোকই নেই।"

এমন সময় বাইরের দরজা খুলে গেল। যে বিরাট চেহারার লোকটি বাগানে কাজ করছিল সে ভেতরে ঢুকলো। বেসিনের কাছে গিয়ে কল খুলে ভালো করে হাত ধুলো সে। তারপর রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে বসবার ঘরে এল।

মিসেস পেরী বলল, "এই আমার স্বামী আমোস। আমরা একজন দর্শনার্থী পেয়েছি আমোস। উনি মিসেস বেরেসফোর্ড।"

আমোস পেরী লম্বা এবং পুরষালী চেহাবার মানুয। টুপেন্স যতটা না তাকে বুঝতে পেরেছিল এখন দেখে বুঝল চেহারায় সে বিশালতর এবং শক্তিশালী। তার হাবভাব এবং চালচলনের মধ্যে একটা বন্যভাব ফুটে উঠছিল এবং সে ধীরে ধীরে হাঁটছিল। লোকটির বিশাল চেহারার মধ্যে সুগঠিত মাংসপেশীগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সে বলল, "আপনাকে দেখে খুশী হলাম মিসেস বেরেসফোর্ড।

তার গলার স্বর ছিল সুমধুর এবং সে হাসল। কিন্তু টুপেন্স একমুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে ভাবল সে বাগানে যাকে দেখেছিল সেই কি এই লোক।' ঐ লোকটির দৃষ্টির মধ্যে একটা বিস্ময়কর সরলতা ছিল। তারপর টুপেন্স আবার চিন্তা করল মিসেস পেরী যে এরকম একটা শান্ত নির্জন স্থানে বা করতে চায় তার মূলে তার স্বামী। তার স্বামীর মধ্যে একটু অস্বাভাবিকতা আছে।

মিসেস পেরী বলল, "আমার স্বামী বাগানের কাজ করতে চিরকাল ভালোবাসে।"

আমোসের উপস্থিতিতে এদের আলোচনাটা কেমন যেন স্তিমিত হয়ে পড়ল। মিসেস পেরী বেশীরভাগ সময়েই কথা বলছিল কিন্তু তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার ব্যক্তিত্ব যেন পরিবর্তিত হয়েছে বলে টুপেন্সের মনে হল। সে এমনভাবে কথা বলছিল যেন সে খুব ঘাবড়ে গেছে এবং সে তার স্বামীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে। এমনভাবে তাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করছিল যে টুপেন্সের মনে হল; মা যেমন করে তার লাজুক ছেলেকে কথা বলতে সাহায্য করে, এবং কোন অতিথি বাড়িতে এলে মা যেমন করে অতিথির সামনে তার ছোট ছেলের গুনগুলো তুলে ধরে মিসেস পেরীও যেন ঠিক তেমনি করছিল। তবে কি সে একটু ভয়ে ভয়ে ছিল যাতে তার স্বামী বিগড়ে না যায়। চা খাওয়া শেষ হবার পর টুপেন্স উঠে বলল, আমি এখন চলি। ধন্যবাদ মিসেস পেরী। তোমার এই আতিথেয়তাব জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ।"

"তুমি যাবার আগে বাগানটা দেখে যাবে। চলো আমি তোমাকে দেখাব"। মিঃ পেরীও উঠে দাঁড়াল।

টুপেন্স আমোসের সঙ্গে বাইরের দরজা পর্যন্ত গেল এবং সেখান থেকে সে তাকে বাগানের এক কোনায় নিয়ে গেল যেখানে কিছুক্ষণ আগে সে মাটি খুড়ছিল।

পেরী বলল, "ফুলগুলো কি সুন্দর তাইনা। এখানে কিছু পুরনো আমলের গোলাপফুলের চাষ করেছি। এগুলো দেখুন কি সুন্দর লালে আর সাদাতে ডোবা কাটা।"

টুপেন্স বললেন, "কমানড্যান্ট বিয়ার পেয়ার"।

পেরী বলল, "এখানে এই ফুলগুলোকে আমরা 'ইয়র্ক' এবং 'ল্যাংকাস্টার' বলে থাকি। এগুলিকে আমরা যুদ্ধের গোলাপও বলে থাকি। মিষ্টি গন্ধ তাই না?"

"খুব মিষ্টি গন্ধ।"

"নতুন মডেল হাইব্রিড টিস এর থেকে এটা অনেক বেশী ভালো।"

এরপর থেকে বাগানের অবস্থাটাকে বরং কিছু করুণ বলা চলে। এখানে সেখানে আগাছা গজিয়ে উঠেছে সেগুলোকে ঠিকভাবে ছাঁটা হয়নি। কিন্তু আগাছার মাঝে যে ফুলগুলি ফুটে উঠেছে সেগুলিকে যত্ন করে সৌখীন লোকেদের মত সূতো দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

মিঃ পেরী বলল, "দেখুন কি উজ্জ্বল রঙ। আমি উজ্জ্বল রঙ ভালোবাসি। আমাদের এই বাগান দেখতে এখানে মাঝে মাঝেই লোক আসে। আজ আপনি এসেছেন এজন্য আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।"

টুপেন্স বললেন, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। আমি মনে করি আপনার বাড়ি এবং বাগান সত্যিই অপূর্ব সুন্দর।"

"এই বাড়িটার অপরদিকও আপনার দেখে যাওয়া উচিত।"

"অপর দিকটা কি ভাড়া দেওয়া হয়েছে নাকি বিক্রয় করে দেওয়া হয়েছে। আপনার স্ত্রী বলছিলেন যে এ অংশে এখন আর কেউ থাকেনা।"

"আমরা জানিনা। আমরা তো ওখানে কাউকে দেখিনি। সেখানে এখন কেউ থাকেনা এবং ঐ বাড়িটা দেখবার জন্যও কেউ আসে না।"

"আমার মনে হয় থাকার পক্ষে এটা একটি চমৎকার বাড়ি হবে।"

"আপনি কি এরকম একটা বাড়ি চান?"

টুপেন্স চটপট মনস্থির করে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ'। আসলে সত্যিকথা বলতে কি আমরা গ্রামের দিকে একটা এরকম নির্জণ জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমার স্বামী যখন চাকরি থেকে অবসর নেবে তখন আমরা ওখানে থাকব। খুব সম্ভবতঃ সামনের বছরই তিনি অবসর নেবেন। আমরা এমন একটা জায়গা চাই যেখানে সুন্দর নিসর্গ-চিত্র দেখে দেখে আমাদের সময় কেটে যাবে।"

"যদি আপনি শান্ত জায়গা পছন্দ করেন তো বলব জায়গাটা খুবই শান্ত।"

টুপেন্স বললেন, "আমারও তাই মনে হয়। আমি এখানকার স্থানীয় দালালদের সঙ্গে কথা বলব। আপনিও দালালদের মাধ্যমেই এক বাড়িটা পেয়েছিলেন?"

"প্রথমে আমরা একটা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। তারপর আমবা এবাড়িব দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম।"

"সেটা কোথায় – সাটল চ্যান্সেলারে কি? ওটা আপনার গ্রামে তাইনা?"

"সাটল চ্যান্সেলার, না দালালদের পেয়েছিলাম মার্কেট বেসিনে। তাদের নাম ছিল রাসেল এবং থমসন। আপনি তাদের কাছে গিয়ে খোঁজ নিতে পারেন।"

টুপেন্স বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। তাই করব। এখান থেমে মার্কেট বেসিনটা কতদূরে হবে?"

"সাটন্ চ্যান্সেলার থেকে মাইল দুয়েক বাস্তা হবে। তবে মার্কেট বেসিন এখান থেকে সাত মাইল হবে। সাটন চ্যান্সেলার থেকে একটা সঠিক রাস্তা চলে গিয়েছে, কিন্তু এদিক ওদিক থেকে এত রাস্তা বেরিয়েছে যে রাস্তা ভুল হবার সম্ভাবনা প্রবল।"

টুপেন্স বললেন, "আচ্ছা বিদায় মিষ্টার পেরী। আমাকে আপনার বাগান দেখাবার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।"

মিঃ পেরী বলল, "একটু অপেক্ষা করুন। তাবপর সে থেমে একটা খুব বড়সড় পেনিফুল কেটে নিলেন এবং টুপেন্সের কোটের একপ্রান্ত ধরে টেনে এনে তিনি ফুলের বৃন্তটি তার কোটের বাটন হোলের মধ্যে গুঁজে দিল। "এখন আপনাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।"

এক মুহূর্তের জন্য টুপেন্স একটা হঠাৎ আতঙ্কের ভাব অনুভব করল। এই বিশাল চেহারার অস্বাভাবিক এবং ভাল স্বভাবের মানুষটি হঠাৎ তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। সে টুপেন্সের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছিল। কিন্তু তার হাসির মধ্যে কেমন একটা বন্য ভাব ছিল। সে পুনরায় বলল, "আপনাকে সুন্দর দেখাচ্ছে ..... সুন্দর ....।"

টুপেন্স ভাবলেন, "আমি যে এখন যুবতী মেয়ে নই তার জন্য আমি আনন্দিত। আমি মনে করি না সে আমার কোটের মধ্যে ফুল দিয়েছে বলে আমি তাকে পছন্দ করব।" সে বিদায় জানিয়ে খুব তাড়াতাড়ি করে চলে গেল।

বাড়ির দরজা খুলে গেল এবং টুপেন্স মিসেস পেরীর কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য ভেতরে ঢুকলো। মিসেস পেরী তখন রান্নাঘরে চায়ের সরঞ্জাম ধুচ্ছিল। টুপেন্স প্রায় যন্ত্রের মত ঐ র‍্যাকের থেকে একটা 'টি ক্লথ' টেনে শুকোতে আরম্ভ করল।

টুপেন্স বললেন, 'তুমি এবং তোমার স্বামীকে অজস্র ধন্যবাদ। তোমরা এত দয়ালু এবং অতিথিপরায়নতা দেখিয়েছ—আচ্ছা ওটা কি?"

রান্নাঘরের দেওয়াল থেকে অথবা বলা চলে ঐ দেওয়ালের পেছন দিক থেকে যেখানে আগেকার আমলের রান্নার সরঞ্জামগুলো ছিল সেখান থেকে হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দ ভেসে এল, মনে হচ্ছে এটা যেন দেওয়াল আঁচড়ানোর শব্দের মতো।

মিসেস পেরী বলল, "এটা জ্যাক-ড হবে। শব্দটা বাড়ির অপর অংশের চিমনী থেকে আসছে তারা এই বছর থেকেই এখানে রয়েছে। গত সপ্তাহে আমাদের চিমনীতেও এসেছিল তারা ঐ চিমনীর মধ্যে আসা বানাচ্ছে।"

"কি বললে—ঐ বাড়ির অপর অংশে?"

"হ্যাঁ, ঐতো আবার ওখান থেকে আওয়াজ আসছে?"

আবার সেই একটা অসহায় পাখির করুণ চিৎকার এবং নখের আঁচড়ের শব্দ ভেসে এল তাদের কানে। মিসেস পেরী বলল, "এখানে এসব শুনে বিরক্ত হবার মতো কেউ নেই। দেখতেই তো পাচ্ছ এটা খালি বাড়ি। চিমনীগুলো রোজ ঝাঁট দেওয়া উচিত কিন্তু তাতো হয়না।"

তারপর ঐ শব্দটা আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

টুপেন্স বললেন, 'বেচারা পাখি।" আমোস ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল। "কি ব্যাপার?" এক'জনের থেকে আর এক জনের দিকে তাকিয়ে বলল।

"একটা পাখি আমোস। এটা নিশ্চয়ই পাশের ঘরের ড্রয়িং রুমের চিমনীর মধ্যে রয়েছে। তুমি শুনেছ ওর কিচিরমিচির আওয়াজ?"

"এঃ, এটাতো জাক-ড'র বাসা থেকে আসছে।"

মিসেস পেরী বলল, "আমার ইচ্ছে করে যদি এখন আমরা ওখানে যেতে পারতাম।"

"আঃ তুমি কিছুই করতে পারবেনা। ওখানে ওরা ভয়েই মরে যাবে। এছাড়া আর কিছুই হবে না।"

মিসেস পেরী বলল, "তাহলে তো পচা গন্ধ বেরুবে।"

"এখান থেকে তুমি কোন গন্ধই পাবে না। তোমরা কোমল হৃদয়া। আর সব মহিলারা যেমন হয়ে থাকে। তোমরা যদি চাও তাহলে ওখানে যেতে পারি আমরা।" এই কথা বলে সে একজনের থেকে আর একজনের দিকে তাকালো।

"কেন? কোন জানালা কি খোলা আছে?"

"আমরা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারি।"

"কোন দরজা?"

"এই উঠোনের বাইরের দরজা। ওখানে চাবি ঝোলানো আছে।"

সে বাইরে বেরিয়ে গেল এবং উঠোনের শেষপ্রান্তে গিয়ে একটা ছোট্ট দরজা খুলে ফেলল। এই দরজাটা সে ছোট্ট শেডের মতো। এই দরজা দিয়েই বাড়ির অপরপ্রান্তে যাবার রাস্তা চলে গেছে। এবং দরজাটার কাছে শেডের ওপর থেকে একটা পেরেকের সঙ্গে লাগান ছ-সাতটা মরচে পড়া চাবি ঝুলছে।

মিঃ পেরী বলল, "এই চাবিটা লাগবে।"

সে ঐ চাবিটা তুলে নিয়ে তালাতে লাগালো এবং বেশ অনেকটা শক্তি এবং কেরামতি প্রয়োগ করে চাবিটা ঘোরাতে সমর্থ হলো। মরচে পড়া চাবিটা মরচে পড়া তালার মধ্যে দিয়ে ঘুরে গেল।

সে বলল, "যখন আমি শুনেছিলাম ভেতরে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে তখন আমি একবার ভেতবে ঢুকেছিলাম। কেউ ঠিকভাবে কলটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল বলে জল পড়ছিল।"

সে ভেতরে ঢুকলো এবং দু'জন মহিলা তাকে অনুসরন করতে লাগল, দরজাটা একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেই ঘবেব তাকের মধ্যে অনেকগুলো ফুলদানি দেখতে পাওয়া গেল এবং ঘবে একদিকে ট্যাপ-ওয়াটাব বসানো একটা সিঙ্ক দেখতে পাওয়া গেল।

মিঃ পেরী বলল, "আমি একটুও অবাক হব না। এটা একটা ফুলের ঘর। এখানে লোকেরা ফুল সাজাতো। দেখতে পাচ্ছ এখনও এখানে কত ফুলদানি রয়েছে।"

ফুলের ঘর থেকে বেবোবার দরজাটায কোন তালা ছিল না। সে দরজাটা খুললো এবং ভেতরে ঢুকে গেল। টুপেন্সব মনে হল যে সে যেন একটা অন্য জগতের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। দরজার বাইরের বারান্দায কার্পেট পাতা। ঐ বারান্দা ববাবব একটুখানি এগিযে একটা দরজা দেখা গেল যেটা আধখোলা অবস্থায ছিল এবং ঐ ঘব থেকেই অসহায় পাখিব চিৎকাব ভেসে আসছিল। পেবী ধাক্কা দিযে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো। এবং তার স্ত্রী এবং টুপেন্সও ঘরে ঢুকলো।

জানলাগুলো বন্ধ ছিল। কিন্তু একদিকেব সাটাবের একটা অংশ আলগাভাবে ঝুলতে থাকায় সেই অংশটা দিযে একটু সূর্যেব আলো আসছিল। ঐ অস্পষ্ট আলোতে দেখা গেল ঘরের মেঝেতে একটি সুন্দর কিন্তু মলিন কার্পেট পাতা। কার্পেটেব বঙ গাঢ় সবুজ। দেওযালের গায়ে বুকসেল্ফ ছিল কিন্তুকোন চেয়াব টেবিল ছিল না। সব আসবাবপত্র যে সরিয়ে ফেলা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। শুধু পর্দা এবং গালিচাগুলোই ছিল যাতে অন্য ভাড়াটেরা ব্যবহার করতে পারে।

মিসেস পেরী ফাযার-প্লেসের কাছে এগিয়ে গেল। একটা পাখি ঐ চিমনীর ফাঁকে পড়ে গিয়ে ছটফট করছিল এবং অসহায় ভাবে চিৎকার কবছিল। সে ঝুঁকে পড়ে পাখিটাকে তুলে নিল এবং বলল ঃ

"যদি পার-তো জানলাটা খোল আমোস।"

আমোস জানলার কাছে গেল এবং সাটার টেনে একপাশে সরিয়ে দিল, অপরদিকের সাটারটাও ঠিক ঐভাবে খুলে ফেলল এবং জানলার ল্যাচে জোর ধাক্কা দিল। জানলাব নীচের সার্সিটাকে ওপরে তুলে দিল। যে মুহূর্তে জানলাটা খুলে গেল মিসেস পেরী ঝুঁকে পড়ে পাখিটাকে উড়িয়ে দিল। সেটা উড়ে যেতে যেতে লনের ওপর ধুপ করে পড়ে গেল এবং খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কয়েক পা গেল।

মিঃ পেরী বলল, "পাখিটা আহত হয়েছে সুতরাং ওকে মেবে ফেলাই ভালো।"

তার স্ত্রী বলল, 'ওকে একটু ছেড়েই দাওনা। তুমি জাননা ওরা নিজেরাই খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায়।"

তার কথাটা সত্যি প্রমাণিত করার জন্যই যেন ঐ আহত জ্যাক-ড টা শেষ চেষ্টা করল এবং ডানা ঝাপটানোর পর অবশেষে সেই পাখিটা আকাশে উড়ে গেল। মিসেস পেরী বলল, "আমি চাইনা যে ঐ পাখিটা আবার এই চিমনীতে ফিরে আসুক। পাখিদের পক্ষে মোটেই এই জায়গাটা উপযুক্ত নয়। তারা জানেনা কোনটা তাদের পক্ষে ভালো। একটা ঘরের আশ্রয় পাবার জন্য চিমনীর মধ্যে ঢুকে পড়ে কিন্তু তারা নিজেরা সেখান থেকে আর বেরোতে পারে না। কি ভয়ানক ব্যাপার।" টুপেন্স এবং মিঃ ও মিসেস পেরী সবাই মিলে ঐ চিমনীর নলটার দিকে লক্ষ্য করতে

লাগলো। চিমনীর ভেতর থেকে প্রচুর ঝুল এবং ভাঙা ইঁটের টুকরো বেরিয়ে এল। বোঝাই যাচ্ছে এটা সারানো দরকার।

মিসেস পেরী সেদিকে তাকিয়ে বলল, "এখানে কারো এসে বাস করা উচিত।"

টুপেন্স তার সঙ্গে যোগ দিয়ে বললেন, "এমন কারো আসা উচিত যে বাড়িটা দেখাশুনা করবে। না হলে বাড়িটা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা আছে।"

"হয়ত ওপরের ঘরে ছাদ থেকে জল পড়ে। দেখ দেখ সিলিঙের দিকে তাকিয়ে দেখ ঘরের দেওয়ালগুলো ভিজে ভিজে।"

টুপেন্স বললেন, "ও! কি লজ্জার ব্যাপার। এমন সুন্দর একটা বাড়ি ধ্বংস হতে চলেছে। এই ঘরটা সত্যিই খুব সুন্দর তাইনা!"

সে এবং মিসেস পেরী একসঙ্গে বাড়িটার দিকে তাকালো। এই বাড়িটা ১৭৯০ সালে খুব সুন্দরভাবে নির্মিত হয়েছিল। একটা বর্ণহীন কাগজের ওপর উইলো গাছের পাতা রাখলে যেমন দেখতে লাগে বাড়ির ডিজাইনটাও ঠিক তেমন ছিল।

পেরী বললো, "এটা এখন ধ্বংসের মুখে।"

টুপেন্স চিমনীর গর্তটার মধ্যে একটা কাঠি ঢুকিয়ে দিল।

মিসেস পেরী বললো, "এটা প্রতিদিন ঝাঁট দেওয়া উচিত।"

তার স্বামী বললো, "যে বাড়িটা তোমার নয় তার সম্পর্কে তুমি আর কি করতে পারো, বাড়িটা যেমন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল তেমন রেখেই চলে যাওয়া যাক। এটা আজ যেমন আছে আগামীকাল সকালেও তেমনই থাকবে।"

টুপেন্স তার পায়ের পাতা দিয়ে ইঁটগুলোকে সরিয়ে দিলেন। তিনি একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে বললেন 'উঃ'। ফায়ার প্লেসের মধ্যে দুটো মরা পাখি পড়েছিল। তাদের দেখে মনে হচ্ছে যে বেশ কিছুদিন আগেই মরেছে।

পেরী বললো, "বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে এই বাসাটার মধ্যে পাখিগুলো নেমে এসেছিল। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, মরা পাখির গা থেকে যেমন গন্ধ বার হওযা উচিত তেমন বের হচ্ছে না।"

টুপেন্স হঠাৎ বললেন, "এটা কি জিনিষ?"

তিনি তার পায়ের পাতাটা দিয়ে কোন কিছুর উপর খোঁচা দিলেন যেটা ওই রাবিসগুলোর মধ্যে লুকনো ছিল। তিনি ঝুঁকে পড়ে সেটা তুলে নিলেন।

মিসেস পেরী বললো, "তুমি মরা পাখি ছুঁয়োনা।

টুপেন্স বললেন, "এটা পাখি নয়। এটা অন্য কিছু যেটা চিমনী থেকে বেরিয়েছে।" জিনিষটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে উনি বললেন, "আমি কখনো ভাবতেই পারিনি যে এরকম কিছু দেখবো। এটা একটা পুতুল। একটা শিশুর পুতুল!"

তারা সকলেই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো। একটা দোমরানো মোচড়ানো পুতুল, তার জামাকাপড় স্থানে স্থানে টুকরো হয়ে গেছে। এই পুতুলটার মাথা ঢিলে হয়ে কাঁধের থেকে বেরিয়ে এসেছে। এটা কোন শিশুরই বড় পুতুল ছিল। একটা কাঁচের চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। উনি বললেন, "একটা শিশুর পুতুল কি করে চিমনীর মধ্যে এল। আশ্চর্য!"

ক্যানাল হাউস থেকে বেরিয়ে, সরু রাস্তা ধরে টুপেন্স ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন। ভাবলেন এই রাস্তাই তাকে সাটন চ্যান্সেলরের গ্রামে পৌঁছে দেবে। রাস্তাটা কিছুটা নির্জন। কোন বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে না। শুধু যেন ঘাসেব দরজার ভেতর দিয়ে কর্দমাক্ত রাস্তা বেরিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেছে। রাস্তায় গাড়ি খুব কম — একটা ট্র্যাক্টর এল, একটা লরি বেশ গর্বিতভাবে ঘোষণা করছিল যে এতে 'মায়েদের আনন্দ' রয়েছে। একটা ছবি ঝুলছে, তাতে রয়েছে একটা বিশাল এবং অস্বাভাবিক আকৃতির ছবি। দূর থেকে সে যে চার্চের চূড়া দেখতে পাচ্ছিল, সেটা যেন হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটা মোড় ঘুরতেই হঠাৎ করে আবার খুব কাছেই সেটাকে দেখা গেল, তার চর্তুদিকে গাছ দিয়ে ঘেরা। টুপেন্স এক ঝলক স্পিডোমিটারের কাঁটাব দিকে চেয়ে দেখলো সে ক্যানাল হাউস থেকে মাত্র দু'কিলোমিটার এসেছে।

চার্চটা খুবই আকর্ষণীয়। একটা বড়সড়ো চার্চ প্রাঙ্গনও আছে। চার্চের দরজায় একটা 'ইউ' গাছ একাকী দাঁড়িয়ে আছে।

টুপেন্স গাড়িটা লিচ গেটের পাশে রেখে ভেতরে ঢুকলেন। কয়েক মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে গীর্জা এবং গীর্জ সংলগ্ন প্রাঙ্গনটি লক্ষ্য করতে লাগলেন। গীর্জার গোল আর্চের মত দরজার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে এবং একটা ভারি হাতল ঘোরালেন। দরজাটা তালাবন্ধ ছিলনা সুতরাং সেটা খুলে গেল।

ভেতরটা মোটেই আকর্ষণীয় ছিল না। গীর্জাটা নিঃসন্দেহে খুব প্রাচীন। এটা ভিক্টোরিয়ান আমলেব মতো কারুকার্য করা। এর যেটুকু সৌন্দর্য এককালে ছিল, পিচপাইন গাছের মত বসার আসনগুলো এবং উজ্জ্বল লাল-নীল কাচের জানলাগুলো তা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে। স্কার্ট ও টুইড কোট পরিহিতা একজন মধ্যবয়সী মহিলা প্রচার মঞ্চে। পেতলেব ফুলদানিতে ফুল সাজাচ্ছিলেন। গীর্জার বেদী সাজানো তার হয়ে গেছিল। তিনি জিজ্ঞাসু নেত্রে টুপেন্সের দিকে তাকালেন। টুপেন্স দেওয়াল গাত্রে যে মার্বেল ট্যাবলেটগুলো ছিল, সেগুলো দেখতে দেখতে মাঝের সরু পথ বেয়ে হাঁটছিলেন। ওয়ারেন্ডার নামে একটি পরিবারকেই মনে হল। প্রায়রিদের সকলে সাটন চ্যান্সেলর। ক্যাপ্টেন ওয়ারেন্ডার মেজর ওয়ারেন্ডার সারা এলিজাবেথ ওয়ারেন্ডার (জর্জের প্রিয় স্ত্রী) এবং একটা অপেক্ষাকৃত নবীন ট্যাবলেটে জুলিয়া স্টার্কেব মৃত্যুর কথা লেখা রয়েছে। সুতরাং মনে হচ্ছে ওয়ারেন্ডাররাও সকলেই মৃত। কোনটাই তেমন আগ্রহ উদ্রেক করে না। টুপেন্স গীর্জা থেকে আবার বেরিয়ে গিয়ে বাইরের চারদিক একবার ঘুরে এল। টুপেন্সের মনে হল, বাইরেটা ভেতরের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

গীর্জাটা বেশ মাঝারি আকারের। সে ভাবল, সাটন চ্যান্সেলরের গ্রামটা আগে এখনের চেয়েও বেশি গুরত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল গ্রাম্য জীবনের পক্ষে। গাড়িটা যেখানে ছিল সেখানে রেখে সে এবার গ্রামের পথে পা বাড়াল। একটা গ্রাম্য দোকান, ছোট্ট পোস্ট অফিস এবং ডজন খানেক ছোট বড় বাড়ি এবং কুঁড়েঘর দেখতে পেল। দু'একটা তাদের মধ্যে খড়ের চাল, কিন্তু বাকিগুলো

একেবারেই সাদামাটা, নজর কাড়েনা। গ্রামের শেষ প্রান্তে ছটি কাউন্সিল হাউস কিছুটা যেন আত্মসচেতনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একটা দরজায় পেতলের ফলকে লেখা আছে 'আর্থার টমাস চিমনী সুইপ'।

টুপেন্স ভাবলেন, ক্যানাল হাউসের বাড়িটা দেখাশোনার জন্য যদি কোন দায়িত্ববান লোক পাওয়া যেত! সত্যিই সে কী বোকা! সে ভাবল, বাড়িটার নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেনি।

আবার সে ধীরে ধীরে গীর্জার দিকে হাঁটতে শুরু করল। থেমে থেমে গীর্জার প্রাঙ্গনটা খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল। তার গীর্জা প্রাঙ্গনটা খুব ভালো লেগেছে। নতুন সমাধি সেখানে মাত্র কয়েকটি। বেশিরভাগ সমাধি-ফলকগুলি ভিক্টোরিয়ার আমলের। কতকগুলো হয়তো তারও আগের। পুরোন পাথরগুলো আকর্ষণীয়। কয়েকটিতে উঁচু পাথরের স্ল্যাব, তাদের ঘিরে মালা। টুপেন্স এদিক ওদিক ঘুরে পাথরের খোদাই করা লেখাগুলো দেখতে লাগলো। আবার সেই ওয়ারেন্ডারস্ মেরী ওয়ারেন্ডার বয়স, ৪৭, এ্যালিস ওয়ারেন্ডার, বয়স ৩৩, আফগানিস্তানে নিহত কর্ণেল জন ওয়ারেন্ডার। এবং শিশু ওয়ারেন্ডাররা। গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে তাদের জন্য। অনেক সুন্দর ধর্মমূলক কবিতা লেখা। সে ভাবল কী জানি এখন এখানে ওয়ারেন্ডার পরিবারের কেউ বেঁচে আছে কিনা। মনে হচ্ছে, এক এক করে সকলেই এখানে সমাধিস্থ হয়েছে। সে কিন্তু ১৮৪৩ সালের পরবর্তী কোন সমাধি-প্রস্তর দেখতে পেল না। বড় ইউ গাছটাকে বেড় দিয়ে সে একজন বয়স্ক পাদ্রীর দিকে এগিয়ে গেল। তিনি তখন গীর্জার পেছনে একটি দেয়ালের সামনে একসারি সমাধি প্রস্তরের ওপর ঝুঁকে কি যেন করছিলেন টুপেন্স এগোতে দেখে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং তার দিকে ফিরলেন।

তিনি মনোরম ভাবে বললেন, "গুড আফটারনুন।" টুপেন্সও বললেন, "গুড আফটার নুন"। তারপরে বললেন, "আমি গীর্জাটি একটু দেখছি।"

পাদ্রী বললেন, "ভিক্টোরিয়ার আমলের ধ্বংসাবশেষ।"

পাদ্রীর গলার স্বরটি মধুর, হাসিটিও সুন্দর। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল বছর সত্তর বয়স। কিন্তু টুপেন্সের ধারণা, তাঁকে যত বয়স্ক মনে হচ্ছে তত বয়স তার নয়। যদিও মনে হচ্ছে, ভদ্রলোকের পায়ে বাত আছে, কিছুটা টলোমলো পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি বললেন, 'সেই সময়ে অনেক টাকা খরচ হয়েছে। তাঁরা খুবই ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কোন শৈল্পিক বোধ বা রুচি ছিল না।' একটু থেমে আবার তিনি বললেন, "আপনি কি পূর্বদিকের জানলাটা দেখেছেন?"

টুপেন্স বললেন, "হ্যাঁ, সত্যিই ভয়াবহ।"

"আমি আপনার সাথে খুব বেশি একমত হতে পারিনা। আমি পুরোহিত।" তিনি কিছুটা অপ্রয়োজনীয়ভাবেই কথাটা বললেন।

টুপেন্স বললেন, "আমিও তাই ভেবেছিলাম। আপনি কি এখানে অনেকদিন আছেন?"

তিনি বললেন, "দশ বছর। খুব ভালো জায়গা এটি। লোকেরাও চমৎকার। আমি এখানে খুব সুখী।" কিন্তু তিনি বিষণ্ণভাবে জানালেন। "এরা আমার উপদেশ বেশি শুনতে চায় না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি। কিন্তু আমি নিজে আধুনিক হবার ভান করতে পারি না।" পাশের

একটি সমাধিব দিকে হাত নেড়ে তিনি টুপেন্সকে আন্তরিক ভাবে বসতে বললেন।

টুপেন্স খুবই কৃতজ্ঞভাবে বসে পড়ল এবং পাশের আর একটি আসনে পুরোহিতও বসলেন। তিনি একটু ক্ষমা প্রার্থনার সুরে জানালেন, 'আমি খুব বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারি না। আরও জানতে চাইলেন, "আমি কি আপনার জন্য কিছু করতে পারি? নাকি, আপনি এমনিই এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন?"

টুপেন্স বললেন, "হ্যাঁ, আমি এমনিই এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি ভাবলাম গীর্জাটাকে একটু দেখি। আসলে, গাড়ি করে যেতে যেতে অলিগলির মধ্যে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।"

"হ্যাঁ বুঝেছি। এখানে রাস্তা ঠিকমতো খুঁজে বেব করা সত্যই কঠিন। এখানকার বেশিরভাগ সাইনপোস্টগুলি ভাঙ্গা। কিন্তু কাউন্সিল এগুলো মেরামত কবেনা। অবশ্য, আমি জানি না,তাতে আদৌ কিছু যায় আসে কিনা! যাবা এসব গলিতে গাড়ি চালিয়ে আসে, তারা বিশেষ কোন গন্তব্যে যাবার জন্য আসেনা। লোকেরা বড় রাস্তায় বেশি যায়।" তিনি আরও বললেন, "ভয়াবহ, বিশেষ কবে নতুন মোটব-রাস্তাটি। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। প্রচণ্ড শব্দ, গতি আর বেপরোয়া গাড়ি চালানো। ও ভালো কথা, আমার কথায় অত গুরুত্ব দেবেন না। আমি বৃদ্ধ লোক। আপনি ভাবতেই পারবেন না, এখানে আমি কি করছি।"

টুপেন্স বললেন, "আমি দেখলাম, আপনি কয়েকটি সমাধির পাথর পরীক্ষা করছিলেন। কোন কিছু ক্ষতিগ্রস্ত ছিল কি? অল্পবয়সীরা কি কিছু ভেঙ্গে টেঙ্গে ফেলেছে নাকি?"

"না। এখনকার দিনে চট করে সবাই ওই কথাই ভেবে নেয়। অনেক টেলিফোন বাক্স ভাঙ্গা আর সবাই ভাবে এগুলো কমবয়সীদেব ধ্বংসাত্মক কাজ। বেচারা কম বয়সীরা, এগুলো তো তাদের স্বাভাবিক কর্ম, তারা কোন জিনিস ভেঙ্গেচুবে যত মজা পায়, তত অন্য কিছুতে পায়না। খুব দুঃখের কথা, তাইনা? খুবই দুঃখজনক। না, এখানে সেরকমভাবে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এখানে যেসব বালকবা থাকে তারা খুবই চমৎকাব। আমি আসলে একটি শিশুর কবর খুঁজছিলাম।"

টুপেন্সের মনে কথাটা আলোড়ন তুলল। সে বলল, 'শিশুর কবর?'

"হ্যাঁ, একজন আমাকে লিখেছিল ঃ কোন এক মেজব ওযাটার্স, তিনি জানতে চেয়েছেন একটি শিশুর কবর এখানে থাকার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা! আমি রেজিস্টাব বইতে দেখেছি, কিন্তু ও-রকম কোন নাম তাতে লেখা নেই। আমি তাই এখানে এসে সব পাথবগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছি। আমি ভেবেছিলাম, যিনিই আমাকে চিঠিটা লিখে থাকুন, তিনি ভুল নাম লিখেছেন। অথবা কোথাও কোন ভুল হয়েছে।"

টুপেন্স জিজ্ঞেস করলেন, "ক্রিশ্চান নামটা কি ছিল?"

"তিনি জানেন না। সম্ভবতঃ মা'র নামানুসারে জুলিয়া।"

"শিশুটিব বয়স, কত ছিল?"

"এ ব্যাপারেও তিনি নিশ্চিত নন—বরং সবটাই একটা ভাসা ভাসা ধারণা। আমার তো মনে হয় ভদ্রলোক গ্রামেব নামটাই ভুল করেছেন। আমার তো স্মবণেই আসেনা ওয়াটার্স নামে কোন পবিবাব এখানে বাস করেছে, এরকম নাম কখনও শুনিও তো নি।"

টুপেন্সের মন তখন গীর্জায় দেখা নামগুলোতে ফিরে গেল। সে জানতে চাইল, "ওয়ারেন্ডাররা

কারা? গীর্জার ট্যাবলেটগুলো বেশিরভাগই তাদের, বাইরে ও সমাধিফলককে তাঁদের নামই বেশি।"

"ওঃ, ওই পরিবারের সবাই এখন মৃত। ওদের অনেক সম্পত্তি ছিল। একটি পুরনো চর্তুদ্দশ শতাব্দীর মঠও ছিল। ওটা পুড়ে গেছে। ওঃ, সে প্রায় একশ বছর আগের ঘটনা। আমার মনে হয়, সে সময় ওয়ারেন্ডার পরিবারের যারা জীবিত ছিল, তারা এ জায়গা ছেড়ে চলে গেছে, আর ফিরে আসেনি। ওই জায়গায় একটা বড় বাড়ি তৈরী করেছে এক ধনী ভিক্টোরিয়ান, স্টার্ক তাঁর নাম। কুৎসিত দেখতে বাড়িটা, কিন্তু খুব আরামদায়ক। সবাই তাই বলে। খুবই আরামপ্রদ, বুঝলেন। অনেক বাথরুম, অন্যান্য জিনিসপত্রও অনেক। মানে, যেসব দরকারি জিনিস থাকা দরকার।"

টুপেন্স বললেন, "কিন্তু এটা খুব অদ্ভুত জিনিস যে একজন আপনাকে চিঠি লিখে একটি বাচ্চাব সমাধিব খবর জানতে চাইল। আচ্ছা, তিনি কি আপনার কোন আত্মীয়?"

"বাচ্চাটির বাবা, আমাব মনে হয় যুদ্ধে গেছিলেন। স্বামী বিদেশে যখন ছিলেন, তখন বিবাহ ভেঙ্গে যায়। স্বামী যখন বিদেশে কর্মরত, তরুণী স্ত্রী তখন অন্য একজনের সাথে পালিয়ে যায়। একটি শিশু ছিল, যাকে সেই ভদ্রলোক কখনও দেখেননি। শিশুটি যদি বেঁচে থাকত, সে এতদিনে অনেক বড় হত। এটা প্রায় কুড়ি বছব আগের ঘটনা।"

"কিন্তু সেই শিশুকন্যাটিকে এত দিন পবে খোঁজা হচ্ছে কেন?"

"হয়তো এমন হতে পারে, ভদ্রলোক মেয়েটির কথা সম্প্রতি শুনেছেন। হঠাৎ করেই এই সংবাদটি তিনি পেয়েছেন। অদ্ভুত গল্প, সমস্ত ঘটনাটাই অদ্ভুত।"

"কিন্তু বাচ্চাটিকে এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছে, তাঁর এ-ধাবণা কেন হলো?"

"আমার মনে হয় কোন একজন হযতো যুদ্ধেব সময় তাঁর স্ত্রীকে দেখেছিল", সেই ভদ্রলোককে জানিয়েছে যে তাঁর স্ত্রী সাটন চ্যান্সেলরে থাকত। এরকম তো হতেই পারে, তাই না? কারো সাথে আপনার দেখা হলো, হতে পাবে সে আপনার কোন বন্ধু বা পরিচিত কেউ, যাকে আপনি দীর্ঘদিন দেখেননি। সে হয়তো কোন অতীতের ঘটনা আপনাকে বলল, যা অন্য কোন ভাবে আপনি জানতে পাবতেন না। কিন্তু মহিলাটি নিশ্চয়ই এখানে বাস করত না। ওই নামে এখানে কেউ বাস করেনা। অন্তত আমি যতদিন এখানে আছি। অথবা, আশেপাশের কোন গ্রামেও নেই, আমি যতদূর জানি। অবশ্য, মেয়েটির মা অন্য নামও নিতে পাবে। আমার মনে হয়, বাবা হয়তো সলিসিটর এবং কিছু তদন্তকারী সংস্থাকে বা ওই জাতীয় কারোকে নিয়োগ করেছে। তারা হয়তো সম্ভবত সুফল পাবে শেষপর্যন্ত। অবশ্য কিছু সময লাগবে।"

টুপেন্স বিড়বিড় করে বললেন, "বেচাবা কি আপনারই মেয়ে ছিল?"

"আজ্ঞে, কিছু বললেন আমাকে?"

টুপেন্স বললেন, 'না, কিছুনা, অন্য একদিন একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। বেচারী মেয়েটি কি আপনাব? হঠাৎ কিছু শুনলে তা চমকে দেয়। কিন্তু আমার মনে হয় যে বৃদ্ধা মহিলাটি একথা বলেছিলেন, তিনি নিজেই জানেন না কি বলছেন।"

"বুঝেছি বুঝেছি। আমারও প্রায়ই ওরকম হয়। এমন কথা বলে বসি যা নিজেই জানিনা কেন বললাম। খুবই অস্বস্তিকব।'

"আচ্ছা, এখানে এখন যারা আছেন তাদের সম্বন্ধে আপনি সব জানেন, তাই না?"

"জানার মত বেশি লোক এখানে থাকে না। কিন্তু কেন বলুন তো? আপনি কি কারও সম্বন্ধে কিছু জানতে চান?"

"আচ্ছা, মিসেস ল্যানকাস্টার নামে কেউ কি কখনও এখানে থাকতেন?"

"ল্যানকাস্টার? না, ওরকম কোন নাম আমি তো মনে করতে পারিছ না।"

"একটা বাড়ি ছিল—আমি আজ এলোমেলো ভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। কোন নির্দিষ্ট গন্তব্য ছিল না, এমনি অলিগলিতে ঘুরছিলাম।'

"জানি, এই জায়গাটি ঘিবে অনেক ছোট ছোট রাস্তা আছে। আর আপনি সেসব জায়গায় অনেক বিরল প্রজাতির গাছপালা দেখতে পাবেন। এসব ঝোপঝাড় থেকে কেউ ফুল তোলে না। এখানে সে-রকমভাবে কোন ট্যুরিস্ট আসেনা। হ্যাঁ, সত্যিই আমি কিছু দুর্লভ প্রজাতির সন্ধান পেয়েছি। যেমন ধরুন, ডাস্টি ক্রেন্সবেল —"।

টুপেন্স কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যা থেকে সবে আসতে চাইল। সে বলল, "খালেব ধারে একটি কুঁজের পিঠেব মত ব্রিজের পাশে একটি বাড়ি। এখান থেকে দু'মাইল দূরে। কি জানি নাম বাড়িটার!"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। খাল—কুঁজের পিঠেব মত ব্রিজ—ওরকম তো বেশ কয়েকটি বাড়ি আছে। মেবিকট ফার্মও আছে।"

"কিন্তু আমি কোন ফার্মেব কথা বলছি না।"

"ও, বুঝতে পেরেছি, ওটা পেরিদের বাড়ি অ্যামোস আর অ্যালিস পেরী।"

টুপেন্স বললেন, "ঠিক বলেছেন, শ্রী এবং শ্রীমতী পেরী।"

"তিনি একজন অদ্ভুত দর্শণ মহিলা। তাই না? খুবই ইন্টারেস্টিং, আমার মনে হয়। মধ্যযুগীয় মুখেব আদল। তাই না? আমরা কোন নাটক অভিনয় করলে, তিনি ডাইনিব ভূমিকায় অভিনয় করবেন। তাঁকে অনেকটা যেন ডাইনিব মত দেখতে।"

টুপেন্স বললেন, "হ্যাঁ, একজন বন্ধুভাবাপন্ন ডাইনি।"

"আপনি ঠিক বলেছেন, একজন বন্ধুভাবাপন্ন ডাইনিই বটে।"

"কিন্তু ভদ্রলোকটি..."

পুবোহিত বললেন, "বেচারা ভদ্রলোক, না তিনি ক্ষতিকারক নন।"

"তাঁবা কিন্তু চমৎকার লোক।" টুপেন্স বললেন, "তাঁরা আমাকে চা খেতে ভেতরে ডাকলেন। কিন্তু আমি আসলে বাড়িটাব নাম জানতে চাইছি। আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছিলাম। তাঁবা বাড়িটার অর্ধাংশে বাস করত। তাই না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা রান্নাঘর কোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহৃত হত। ওরা বলত, জলের ধার। যদিও বোধহয় এর প্রাচীন নাম ছিল 'জলধারা'। ভারী সুন্দর নাম, তাইনা?"

"বাড়ির অপর অংশটি কাদের?"

"সত্যি কথা বলতে কি, পুরো বাড়িটাই আগে ব্র্যাডলীদেব ছিল। সে বহু বছর আগের কথা। হ্যাঁ, তা তিরিশ চল্লিশ বছর তো হবেই। তারপরে বাড়িটা বিক্রি হয়ে যায়, তারপরে, আবার বিক্রি হয়। তারপরে বেশ কিছুদিন বাড়িটা খালি ছিল। যখন আমি এখানে প্রথম আসি, এ বাড়িটা সপ্তাহান্তে বেড়াবার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হত। যতদূর মনে হয়, অভিনেত্রী মার্গারেট তিনি এখানে বেশিদিন ছিলেন না। মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। আমি তাকে চিনতাম না।

তিনি কখনও গীর্জায় আসতেন না। আমি তাঁকে কখনও সখনও দূর থেকে দেখতাম। খুব সুন্দর তাঁকে দেখতে ছিল।"

টুপেন্স আবারও জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু বর্তমানে বাড়িটা কাব?"

"আমার কোন ধারণাই নেই। সম্ভবত বাড়িটা এখনও তাঁবই। যে অংশে পেরীরা বাস করে হয়তো তাঁদেব ভাড়া দেওয়া হয়েছে।"

টুপেন্স বললেন, "আমি কিন্তু যে মুহূর্তে বাড়িটা দেখেছি ঠিক চিনতে পেরেছি। কারণ আমার কাছে বাড়িটার একটা ছবি আছে।"

"তাই বুঝি? ওটা বোধহয বসকম্বেব। না, নামটা বোধহয় বস্কোবেল — আমি ঠিক মনে করতে পারিছ না। ওই ধরণেই কোন নাম হবে। তিনি একজন কর্ণিয়াবাসী নামজাদা শিল্পী। মনে হয়, তিনি এখন মৃত। হ্যাঁ। তিনি এখানে মাঝে মাঝেই আসতেন। তিনি চারদিকের ছবি স্কেচ করতেন। তেল রং-এর কাজও কবতেন। ল্যান্ডস্কেপগুলিব মধ্যে কিছু কিছু খুবই আকর্ষণীয়।"

টুপেন্স বললেন, "কিন্তু এই বিশেষ ছবিটা আমাব এক বৃদ্ধ আন্টকে দেওয়া হযেছিল, যিনি একমাস আগে মারা গেছেন। মিসেস ল্যানকস্টাব ছবিটা আন্টকে দিযেছিলেন। তার জন্যই আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি এই নামটা আপনাব কাছে পবিচিত কিনা।"

কিন্তু, পুরোহিত আবাবও মাথা নাড়লেন।

"ল্যানকাস্টার? ল্যানকস্টার! না, ওরকম কোন নাম তো মনে কবতে পারছি না। কিন্তু, এখানে এমন একজন আছেন যাঁর কাছে আপনি জিজ্ঞেস কবতে পারেন। তিনি হচ্ছেন মিস্ ব্লাই। মিস্ ব্লাই খুবই চট্‌পটে মহিলা। তিনি প্যারিশের সব কিছুই জানেন। তিনিই চালাতেন "ওম্যান'স ইন্সটিটিউট', 'বয স্কাউট এবং গাইডস—সব কিছু। আপনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন। সত্যিই মহিলাটি খুবই কর্মকুশলী।"

পুরোহিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। মনে হলো যেন মিস্ ব্লাই-এব কর্মনিপুনতা তাঁকে খুবই দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। গ্রামের সকলে তাকে নেলি ব্লাই নামে ডাকে। ছোট ছেলেরা তাঁকে নিয়ে গান গায মাঝে মাঝে, "নেলি ব্লাই। নেলি ব্লাই।" ওটা কিন্তু তাঁব আসল নাম নয়। তাঁব আসল নাম গারট্রুড কিংবা বোধহয জেরাল্ডিন।"

টুইড কোট পরিহিতা যে মহিলাটিকে টুপেন্স চার্চে দেখেছিলেন, তখন তাঁদেব দিকে দ্রুত সে পদক্ষেপে এগোচ্ছিল। তার হাতে তখনও একটা জল দেওয়ার পাত্র। আসলে সে গভীর আগ্রহেব সঙ্গে টুপেন্সকে লক্ষ্য করছিল। তাঁদের কাছে এসে পৌছবাব আগেই কথাবার্তা শুরু করে দিল।

সে বেশ উৎফুল্ল স্বরে বলল, "আমাব কাজ শেষ। আজকে বেশ কাজের চাপ। হ্যাঁ কাজেব চাপটা ছিল। অবশ্য পুরোহিত মশাই, আপনি তো জানেন, গীর্জার কাজ আমি সকালেই সেবে নিই। কিন্তু আজ প্যারিশ ঘরগুলোতে জরুরী মিটিং ছিল। অনেক সময় লেগেছে। খালি যুক্তি তর্ক। আমার মনে হয় অনেক সময লোকেরা যেন শুধু মজা করবার জন্য সব কিছুর বিরোধিতা করে। বিশেষ করে মিসেস পার্টিংটন যে এত বিরক্তিকর যে প্রত্যেকটা ব্যাপারেই পুরো আলোচনা শুনতে চান। প্রত্যেক ব্যাপারে বিস্ময প্রকাশ করবেন। বিভিন্ন ফার্মেব বিভিন্ন দামের হিসেব

নেবেন। কয়েক শিলিং কম বেশির ব্যাপার। ওতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। পুরো জিনিসটাই অল্প খরচের ব্যাপার তো। পুরোহিত মশাই আপনি বরং ঐ সমাধি-প্রস্তরের ওপর বসুন।"

"না, না, আমি সে কথা মোটেই বলিনি। আমি পাথরটার কথা বলেছি। একটু ভিজে ভিজে তো। আপনার বাত হয়েছে—" বলতে বলতে সে তেরছা চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে টুপেন্সের দিকে তাকালো।

পুরোহিত এবার বললেন,"আপনার সাথে মিস ব্লাই-এর পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন, ইনি হলেন—"

টুপেন্স বললেন, "মিসেস বেরেসফোর্ড।"

মিস ব্লাই বলল, "আচ্ছা। আমি তো আপনাকে গীর্জার মধ্যে দেখেছিলাম তাইনা? কিছুক্ষণ আগেই, আপনি চারদিক দেখছিলেন। আমার এগিয়ে এসে আপনার সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। উচিত ছিল দু'একটা আকর্ষণীয় জিনিসের দিকে আপনার মনোযোগ ফেরান। কিন্তু, আমার খুব তাড়া ছিল হাতের কাজটা শেষ কবার।"

টুপেন্স বললেন, "আমারই বরং উচিত ছিল এগিয়ে গিয়ে আপনাকে সাহায্য করা। কিন্তু, তাতে অবশ্য বিশেষ কোন কাজ হত না। কারণ, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, আপনি খুব ভালরকমই জানেন কোন ফুল কোথায় কিভাবে সাজাতে হয়।"

"আপনি বেশ সুন্দর কথা বলতে পারেন। কিন্তু কথাটা অবশ্য সত্যি, আমি বহু বছর ধরেই গীর্জার ভেতরে ফুল সাজাই। আমরা স্কুলের ছেলেমেয়েদের বলি; উৎসবের দিনে নিজস্ব ফুলদানিগুলো জংলী ফুল দিয়ে সাজাতে। কিন্তু বেচারা বাচ্চাদের ফুল দিয়ে সাজাবার কোন ধারনাই নেই। আমার মনে হয় ওদের একটু নির্দেশ দিলে ভালো হয়। কিন্তু মিসেস পিক কখনোই কোন নির্দেশ দেননা, তিনি একটু অদ্ভুত ধরনের। তিনি বলেন, ওদের উদ্যমটা নষ্ট হয়ে যায়। আপনি কি এখানে থাকবেন?" মিস ব্লাই টুপেন্সকে জিজ্ঞাসা করলো।

টুপেন্স বললেন, "আমি মার্কেট বেসিং-এ যাচ্ছিলাম। আপনি কি সেখানে থাকার মতো কোন ভাল হোটেলের সন্ধান দিতে পারেন?"

"আমার মনে হয় সেখানে খুব ভালো হোটেল আপনি পাবেন না। এটা একটা সাধারণ মার্কেট টাউন। ব্লু ড্রাগন হোটেলটা অবশ্য টু-স্টার কিন্তু আমার মনে হয় না যে স্টার থাকা মানেই সবসময় বিরাট কিছু। তবে দ্যা ল্যাম্ব হোটেলটা মন্দ হয়। বেশ নির্জন। আচ্ছা আপনি ওখানে দীর্ঘদিন থাকবেন?"

"না....না" টুপেন্স বললেন, "একদিন কি দু'দিন থেকে আমি চারপাশের অঞ্চলগুলি দেখবো।"

"এখানে দেখার মতো সেরকম কিছু প্রাচীন জিনিষ বা ঐ ধরনের কিছু নেই। এটা আসলে গ্রাম্য ও কৃষিপ্রধান অঞ্চল। কিন্তু খুব শান্ত জায়গা। আর আগেই তো আপনাকে বলেছি এখানে কিছু আকর্ষণীয় বুনো ফুল আছে।" পুরোহিত বললেন।

টুপেন্স বললেন, "হ্যাঁ, আমি তো সেটা শুনেছি, আমার বাড়ি খোঁজার ফাঁকে ফাঁকে আমি ঐ কিছু নিদর্শন নিশ্চয়ই যোগাড় করবো।

মিস ব্লাই বললো "ওঃ কি দারুন। আপনি কি আশেপাশের অঞ্চলে থাকবেন বলে ঠিক করেছেন?"

টুপেন্স বললেন, "আমার স্বামী কিংবা আমি সেভাবে বিশেষ কোন অঞ্চল স্থির করিনি আর আমার কোন তাড়াও নেই কারণ স্বামী রিটায়ার করতে এখনও ১৮ মাস বাকী। তবে আমার মনে হয় খোঁজখবর রাখা ভালো। ব্যক্তিগতভাবে আমি পছন্দ করি কোন একটা অঞ্চলে ৪/৫ দিন থাকলাম, সেখানে কি ছোটখাটো সম্পত্তি পাওয়া যায় লিস্ট করলাম গাড়ি নিয়ে দেখে এলাম। কারণ লন্ডন থেকে একদিন আসবো আবার একটা বাড়ি দেখবো, আবার এসে আরেকটা দেখবো—এ জিনিষটা খুব ক্লান্তিকর।"

"ও। আপনার তো গাড়ি আছে তাই না!"

টুপেন্স বললেন, "হ্যাঁ। কাল সকালবেলা মার্কেট বেসিং-এ গিয়ে একজন দালালের সাথে আমায় দেখা করতে হবে। আচ্ছা এই গ্রামে কোথাও থাকার জায়গা নেই?"

মিস ব্লাই বললো, "নিশ্চয়ই, মিস কপলির বাড়ি আছে। তিনি অবশ্য গরমকালে আগত ভ্রমণার্থীদের রাখেন। ভদ্রমহিলা খুব পরিচ্ছন্ন তার ঘরগুলোও তাই। অবশ্য তিনি শুধু বিছানা, ব্রেকফাস্ট ও সন্ধ্যাবেলা হালকা কিছু খাবার দেবেন। কিন্তু আমি যতদূর জানি তিনি আগস্ট বড়জোর জুলাইয়ের আগে বাড়িতে কোন লোক নেননা।"

টুপেন্স বললেন, "আচ্ছা আমি কি তার সঙ্গে দেখা করে কোন খোঁজখবর নিতে পারি?"

এবার পুরোহিত বললেন, "ভদ্রমিহলা খুব উপযুক্ত। তবে তিনি ভীষণ কথা বলেন। এক মুহূর্তের জন্য থামতে চাননা।"

"শুধু পরচর্চা আর গুজব এসবই এ গ্রামে চলে বেশি," মিস ব্লাই বললো। "আমার মনে হয় মিসেস বেরেসফোর্ডকে একটু সাহায্য করলে ভালো হয়। আমিই বরং তাকে নিয়ে মিস কপলির বাড়ি যাই দেখি কিছু সুবিধা হয় কিনা।"

টুপেন্স বললেন, "তাহলে তো খুব ভালো হয়।"

"চলুন তাহলে আমরা বেড়িয়ে পড়ি।" মিস ব্লাই বললো, "বিদায় পুরোহিতমশাই। আপনি এখনও খুঁজে যাচ্ছেন, খুবই বিষন্ন কাজ আর সফল হবার সম্ভাবনাও খুব কম। সত্যি কথা বলতে কি আমার মনে হয় এটা একটা যুক্তিহীন অনুরোধ।

টুপেন্স এবার পুরোহিতকে বিদায় জানালো। বললো সে যদি পুরোহিতকে সাহায্য করতে পারে সে তবে খুব খুশী হবে।

"আমি কিন্তু ২/১ ঘণ্টা আপনার সাথে এই সমাধিপ্রস্তর খুঁজে দেখতে পারি আমার বয়সের তুলনায় দৃষ্টিশক্তি খুব ভালো। আপনি তো ওয়াটার নামের কাউকে খুঁজছেন।"

পুরোহিত বললেন, "না, ঠিক নাম নয়। এখানে বয়সটাই প্রধান। এটি সম্ভবত একটি সাত বছরের মেয়ে। মেজর ওয়াটার মনে করেন তার স্ত্রী হয়তো মেয়েটির নাম পরিবর্তন করেছিলেন এবং পরে সে এই নামেই পরিচিত হয়। এবং যেহেতু তিনি জানেন না ওই পরিবর্তিত নামটা কি আর সেই জন্যই যত মুশকিল।"

এবার মিস ব্লাই বললো, "আমি যতদূর দেখছি পুরো ব্যাপারটাই অসম্ভব। পুরোহিত মশাই, আপনার এই কাজের ভার নেওয়া মোটেই ঠিক হয়নি। আর আপনাকে এই ধরণের অনুরোধ করাও ভদ্রলোকের ঠিক হয়নি।"

পুরোহিত বললেন, "বেচারা আসলে খুবই ভেঙে পড়েছে। আমার মনে হয় এর পেছনে

দুঃখজনক ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু তোমাদের আমি আর আটকে রাখবো না।"

টুপেন্স নিজের মনে মনেই ভাবলো মিসেস কপলি বেশী কথা বলে বলেই দুর্নাম কিন্তু মিস ব্লাইও কম কথা বলেন না। মুখ দিয়ে যেন কথার খই ফুটছে।

মিসেস কপলির কটেজটি দেখা গেল সত্যিই মনোরম। ঘরও আছে। সামনে পরিষ্কার ফুলের বাগান, সাদা রঙের দরজা তাতে পালিশ করা পেতলের হ্যান্ডেল বসানো, আর মিসেস কপলিকে দেখে টুপেন্সর মনে হল যেন ডিকেন্সের বই থেকে উঠে আসা কোন চরিত্র। তিনি খুব ছোট খাটো আকৃতির এবং খুব হৃষ্টপুষ্ট। তাদের দিকে যেন রবারের বলের মতো এগিয়ে এলেন। উজ্জ্বল চকচকে চোখ, লালচে চুল, কিছুটা মাথার উপর রোল করে তুলে রাখা। মনে হয় যেন বেশ শক্তিশালী। প্রথমদিকে একটু বাহানা করলেন—"আমি তো আসলে এই সময়ে ......জানেন তো ঘরভাড়া দিই না। আমি ও আমার স্বামী রেখে থাকি সামার ভিজিটর, কিন্তু বছরের এই সময়টাতে নয়। অন্তত জুলাইয়ের আগে তো নয়ই। যাইহোক ভদ্রমহিলা যখন এসেছেন, ২/১ দিনের ব্যাপার। উনি যদি ছোটখাটো জিনিস নিয়ে কিছু মনে না করেন......।"

টুপেন্স বললেন সে সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে না। মিসেস কপলি তাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু তার মুখ বন্ধ হয়নি। তিনি বললেন, তিনি ইচ্ছে করলে ঘর দেখে যেতে পারেন। তারপর না হয় জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে দেওয়া যাবে।

মিসেস ব্লাই এবার অনুশোচনার সঙ্গে ভাবলেন তিনি তো এতক্ষণের মধ্যে টুপেন্স সম্পর্কে সব তথ্য জানেননি। যেমন সে কোথা এসেছে—তার স্বামীর চাকরী স্থল—–তার ছেলেমেয়ে আছে কিনা—তার বয়স কত এবং আনুষাঙ্গিক আরো কিছু। কিন্তু এমন ভাব করলেন যেন ভদ্রমহিলার সাথে তার বাড়িতে সাক্ষাৎকার হয়েছে এবং তিনি সবকিছু জানেন।

মিস ব্লাই টুপেন্সকে আশ্বাস দিলো। "কোন ভয় নেই। মিসেস কপলির সঙ্গে আপনি ভালোভাবেই থাকবেন। তিনি আপনার দেখাশুনা কববেন। কিন্তু আপনার গাড়িটা কোথায় বলুনতো?"

টুপেন্স বললেন, "আমি ওটা এক্ষুনি নিয়ে আসছি। মিসেস কপলি বলতে পারবেন আমি কোথায় এটা ভালভাবে রাখতে পারবো। এখানকার রাস্তাগুলো খুব সরু বলে আমি এটা গ্রামের বাইরে রেখে এসেছি।"

মিসেস কপলি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার স্বামী আপনার গাড়ি রাখার ভালো ব্যবস্থা করতে পারবেন। এই গলিটার পাশে একটা মাঠ আছে তিনি সেখানেই আপনার গাড়িটা রাখবেন, সেখানে একটা শেডও আছে।"

তাদের মধ্যে এইসব চুক্তি সম্পন্ন হবার পর মিস ব্লাই চলে গেলেন। এবার প্রশ্ন উঠলো রাতের খাওয়াটা নিয়ে। টুপেন্স জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কি কোন পাব (রেস্টুরেন্টকে ঐ-স্থানে পাব বলা হয়) আছে?"

মিসেস কপলি উত্তরে জানালেন, "এখানে যে পাব আছে তা কোন মহিলার যাওয়ার উপযোগী নয়। আপনার কি একজোড়া ডিম-সেদ্ধ, এক টুকরো হ্যাম, স্লাইস রুটি ও ঘরে তৈরী জ্যামে চলবে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ..... প্রচুর হয়ে যাবে," টুপেন্স বললেন। তার ঘরটা খুব আরামদায়ক। গোলাপের

কুঁড়ির রঙের সুন্দর ওয়ালপেপার এবং বিছানাপত্র খুব পরিষ্কার, খোলা হাওয়া এবং নোংরার চিহ্নহীন ঝকঝকে তকতকে ঘরটা টুপেন্সর খুব ভালো লাগছিল।

"হ্যাঁ এটা খুব সুন্দর ওয়ালপেপার"। কপলি টুপেন্সর স্ট্যাটাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলতে চাইছিল। " এটা যে কোন নবদম্পতি খুব পছন্দ করবে যখন তারা হানিমুনে আসে। আসলে এটা খুব রোমান্টিক, আশাকরি আমি কি বলছি আপনি বুঝতে পারছেন।"

টুপেন্সও একমত হলেন যে রোমান্স একটা আকাঙ্খিত বস্তু।

তাদের তো আজকাল অর্থাৎ নবদম্পতিদের খরচ করার মতো খুব বেশী টাকা বা ব্যবহার করার মতো বেশি কিছু থাকে না। বেশির ভাগই তারা বাড়ি তৈরীর জন্য টাকা জমায় বা তৈরী বাড়ির টাকা দিতে থাকে। অথবা তারা হযতো কোন দামী আসবাবপত্র কিস্তিতে কিনেছে যার ফলে খুব জমকালো হনিমুন করার সামর্থ অনেকেরই থাকে না। আর এইসব তরুণ দম্পতিরা খুব সতর্ক। টাকাপয়সা তারা বেশি নষ্ট করতে চায়না।

সে ঝমঝম করতে করতে কথা বলতে বলতেই নীচে নেমে গেলো।

টুপেন্স আধঘণ্টা মতো ঘুমিয়ে নেবে বলে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। সারাদিনে তার বেশ ক্লান্তি গেছে। যাইহোক মিসেস কপলির ওপর তার বেশ আশা ভরসা রয়েছে। টুপেন্স বুঝলেন একটু বিশ্রাম নিয়ে নিলে সে কপলির সাথে পছন্দমতো বিষয় নিয়ে ভালোরকম কথাবার্তা চালাতে পারবেন। টুপেন্স নিশ্চিত মিসেস কপলি সেই ব্রীজের ধারের বাড়িটা সম্বন্ধে—সেখানকার বসবাসকারীদের সম্বন্ধে—যাদের প্রতিবেশীদের মাঝে সুনাম অথবা দুর্নাম ছিল সেগুলো মিসেস কপলি নিশ্চয়ই শুনেছে। যখন সে মিঃ কপলির সঙ্গে পরিচিত হলেন তখন সে আরও বেশি করে বুঝতে পারলেন যে ঐ ভদ্রলোক মুখ খোলেন খুব কম। তার আলোচনা ছিল বেশিরভাগই অমায়িক এবং নরম ধরনের কোন বিষয়ের উপর যেগুলো সাধারণত তাৎপর্যপূর্ণ। মাঝে মাঝে তার গলাতে অসন্তোষের ভাব ফুটলেও তার কণ্ঠস্বর ছিল মৃদু।

টুপেন্স দেখলেন যে তিনি তার স্ত্রীকে কথা বলতে দিতেই বেশি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি নিজে কমবেশি মনোযোগ দিচ্ছিলেন তাদের কথাবার্তায়। তার সময়ের বাকী অংশটায় তিনি তার পরের কাজের দিনগুলোর পরিকল্পনা ছকতেই ব্যস্ত থাকেন।

টুপেন্স দেখল কোন কিছু থেকেই আরও ভালো কোন তত্ত্ব পাচ্ছে না। সে আরও অনেক তথ্য চায়। মিসেস কপলি একটা ওয়ারলেস সেট অথবা একটা টেলিভিসনের মতনই কার্যকরী। তুমি শুধু বোতামটা ঘুরিয়ে দেবে মাত্র, তারপর দেখতে পাবে নানান রকম মুখভঙ্গী করে অজস্র কথা বেরিয়ে আসছে। তার চেহারাটা যে শুধু একটা শিশুর রবারের বলের মতনই ছিল তাই নয়, তার মুখ ছিল যেন রবারের পুতুলের মতো। নানান রকম কৌতুক ও নানা রকম ভাবভঙ্গী সহ সে বিচিত্র রকমের লোকেদেব সম্বন্ধে এমন সব কথা বলছিল যে টুপেন্সের চোখে তারা জীবন্ত হয়ে উঠল।

টুপেন্সে ডিম, বেকন, মাখন দেওয়া পুরু স্লাইস রুটি খেল। এবং ঘরের তৈরী কালো জামের জেলির খুব প্রশংসা করল। এ খাবারটা ছিল তার খুব প্রিয় খাবার—এটা সে অকপটে স্বীকার করল। এটা কি করে তৈরী করতে হয় সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সে খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনে নিল যাতে সে পরে তার নোট বুকে এগুলো নোট করে রাখতে পারে। এই দেশের যে যে

জেলায় ঘুরছে তার পুরো চিত্রটা তার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

সেখানে এমন কোন বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি যাতে পুরো জিনিসটাই অসুবিধেজনক বলে মনে হতে পারে। মিসেস কপলি পনেরো বছর বয়সের সময় থেকে একেবারে দু'বছর আগেকার গত মাসের ঘটনায় ফিরে গেল। এবং তারপর আবার পিছু হটে তার কুড়ি বছর সময়ের একটা ঘটনায় ফিরে গেল। এতসব ঘটনা শুনে টুপেন্স ভাবলো কোন ঘটনাটা সে গ্রহণ করবে তা তাকে বেছে নিতে হবে। এবং শেষে গিয়ে কিছু সে পাবে কিনা সে বিষয়ে তার চিন্তা হতে লাগল।

সে চাপ দিয়ে প্রথম বোতামটা ঘুরিয়ে দেবার পর তার কোন লাভ হলো না। সেখানে শুধু মিসেস ল্যান্‌কাস্টারের নামই উল্লেখ করা হয়েছিল মাত্র।

টুপেন্স বললেন, "আমি মনে করি সে এদিকের কোন জায়গা থেকেই এসেছিল। তার একটা ছবি ছিল—খুব সুন্দর ছবি। কোন শিল্পীর আঁকা এবং আমি বিশ্বাস করি ঐ শিল্পীটি এই গ্রামটাকে ভালোভাবেই চেনে।" সে কণ্ঠস্বরে এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল যেন সে এই বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ।

"আপনি কার কথা বললেন এখন?"

"একজন মিসেস ল্যান্‌কাস্টারের কথা।"

'না, আমার মনে পড়ছে না আমি মিসেস ল্যান্‌কাস্টার বলে এখানে কাউকে চিনি। ল্যান্‌কাস্টার-ল্যাঙ্কাস্টার, আমার মনে পড়ছে একজন ভদ্রলোকের গাড়ি দুর্ঘটনা হয়েছিল—আমার মনে হচ্ছে একজন ল্যান্‌কাস্টারই বোধহয় ঐ গাড়িতে ছিল। না না সে ছিল মিসেস ল্যাঙ্কাস্টার। আচ্ছা এটা মিস বোলটন হতে পারে , হতে পারে না? এখন তার বয়স প্রায় সত্তর বছর হবে। সে হয়ত একজন মিঃ ল্যান্‌কাস্টারকে বিয়ে করে থাকবে। সে এখান থেকে চলে গেছে এবং বিদেশে ভ্রমণ করছে। আমি শুনেছি সে কাউকে বিয়ে করেছে।"

টুপেন্স বললেন, "সে যে ছবিটা আমার আন্টকে দিয়েছিল সেটা মিঃ বসকোবেলের আঁকা। আমার মনে হয় এই নামটা যেন একটা মিষ্টি জেলীর মতো।"

বেশীরভাগ লোকই যেমন জেলীর মধ্যে আপেল রাখে জেলীটাকে আরও ভালো রাখার জন্য আমি সেরকম করিনা কারণ এতে সুগন্ধটা নষ্ট হয়ে যায়।"

"হ্যাঁ, আমি আপনার সাথে একমত। সত্যিই গন্ধ বেরিয়ে যায়।"

"তুমি এখন কার কথা বলছিলে? যার নামটা বি অক্ষর দিয়ে শুরু। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।"

"আমার মনে হয় বসকোবেল।"

"ওঃ আমার মনে হচ্ছে মি: বসকোয়ানের কথা। এখন দেখা যাক সেই ব্যক্তিই ঐ ব্যক্তি কিনা আজ থেকে পনেরো বছর আগে সে এখানে বাস করতে এসেছিল। সে কয়েক বছর ছুটেই বেড়ালো। সে এই জায়গাটা পছন্দ করেছিল। সে একটা কটেজ ভাড়া করে এখানে থাকত। কটেজের নাম ছিল 'ফারমার হার্টস কটেজ'। সে তার পরিশ্রমের ফসল রাখার জন্য এটা রেখে দিয়েছিল। কিন্তু পরে মালিকেরা এটা ভেঙে আবার নতুন করে তৈরী করে। চারটে নতুন কটেজ তৈরী হয়েছিল বিশেষ করে মজুরদের থাকার জন্য।"

মিসেস কপলি আরও বললেন মিঃ বি ছিলেন নিয়মিত শিল্পী। তিনি অদ্ভুত এবং মজার

ধরনের কোট গায়ে দিতেন, একধরনের ভেলভেট দিয়ে তৈরী ছিল এটা। কোটটার কনুইয়ের কাছে কয়েকটি ফুটো ছিল। এবং সেখান দিয়ে দেখা যেত তিনি সবুজ এবং হলদে রঙের সার্ট পড়ে আছেন। তিনি খুব রঙ ভালোবাসতেন, তার ছবি আমি পছন্দ করতাম। বছরে একবার তিনি ছবিগুলোর প্রদর্শনী করতেন। আমার মনে হয় খ্রীষ্টমাসের সময়েই এই প্রদর্শনীটা তিনি করতেন। ওঃ না না! আমি ভুলে গেছি। এটা নিশ্চয়ই গ্রীষ্মকালে হতো। তিনি শীতকালে এখানে থাকতেন না। সত্যি ভারী সুন্দর ছবি। কোন উত্তেজনার কিছু ছিল না তাতে ; আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি! তার ছবিতে থাকত একটা বাড়ি তার সামনে একটা গাছ.....আমরা দুটো গরু বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে। ছবিগুলো এত সুন্দর সুন্দর রঙ দিয়ে আঁকা হতো। এখনকার যুবকদের মধ্যে এরকম মানুষ আর পাওয়া যায় না।"

"এখানে কি আপনারা ঐরকম অনেক শিল্পীকে পেয়ে থাকেন।"

"না তা ঠিক নয়। না-না তা বলা যায় না'। মাঝে মাঝে গ্রীষ্মকালে এখানে আসেন এবং স্কেচ করেন। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু জানিনা। একবছর আগে এখানে একজন যুবক এসেছিল। সে নিজেকে শিল্পী বলে পরিচয় দিয়েছিল। সে ঠিকমতো দাড়ি কামাতেও পারতো না। আমি বলতে পারবো না তার আঁকা সব ছবিগুলোই আমার ভালো লাগত। তার ছবিতে যেখানে সেখানে অদ্ভুত ভাবে রঙ ব্যবহার করত। আপনি এ-ছবি দেখে কিছুই বুঝতে পারবেন না। ওটা কিসের ছবি আঁকা হয়েছিল তা চিনতেই পারবেন না। কিন্তু তিনি তার বেশীরভাগ ছবিই বিক্রী করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সস্তা দামে নয়। তার সেই অদ্ভুত ছবিগুলো সব বেশী দামেই বিক্রী হয়েছিল এটা আপনি মনে রাখবেন।'

হঠাৎ মিঃ কপলি এই প্রথমবার তাদের আলোচনার মধ্যে ঢুকে পড়ে, বললেন—"ছবিগুলোর দাম পাঁচ পাউণ্ড হওয়া উচিত।" ..... টুপেন্স প্রায় লাফিয়ে উঠল। মিসেস কপলি তার জায়গায় তার স্বামীকে ঢুকে পড়তে দেখে বললেন, "আমার স্বামী এটাই মনে করেন। তিনি মনে করেন কোন ছবির দামই পাঁচ পাউণ্ডের বেশী হওয়া উচিত নয়। হাতে আঁকা ছবির এর থেকে বেশী দাম হয় না। এটাই উনি বলছেন। তাই না জর্জ?"

জর্জ বললেন, "হ্যাঁ"।

"মিঃ বসকোয়ান ঐ বাড়িটার ছবি এঁকেছিলেন যেটা ব্রীজ এবং খালের ধারে অবস্থিত। জলের ধারে বাড়িটা আঁকা হয়েছিল। আমি আজকেই ঐ পথ দিয়ে এসেছিলাম।"

"ওঃ আপনি আজই ওই পথ দিয়ে এসেছিলেন তাই না? এটাকে ঠিক রাস্তা বলা চলে না। তাইনা, খুব সরু। আর ঐ বাড়িটাই তেমনি নির্জন; আমারতো তাইই মনে হয়। ঐ বাড়িতে থাকতে আমি মোটেই পছন্দ করবো না। অত্যন্ত নির্জন। তুমি কি আমার সঙ্গে একমত নও জর্জ?"

জর্জ এমন একটা শব্দ করলো যার মানে হচ্ছে যে সে তার সঙ্গে ঠিক একমত নয়। এবং তার স্ত্রী যে নির্জন স্থানে থাকতে ভয় পায় এটা জেনে সে খুশীই হয়েছিল।

মিসেস কপলি বললেন, "ওখানেই অ্যালিস পেরী থাকেন।"

পেরীদের কথা শুনে টুপেন্স মিঃ বসকোয়ান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা ছেড়ে ঐ দিকেই ঝুঁকে পড়লো। সে উপলব্ধি করলো যে মিসেস কপলির তাল সঙ্গে মিলিয়ে চলাই ভালো। কারণ

তিনি একটা বিষয়ের থেকে অন্য বিষয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যান।

মিসেস কপলি বললেন, "ওরা অদ্ভুত ধরনের দম্পতি।"

জর্জ মুখে সম্মতিসূচক শব্দ করলেন।

'তাদেরকে তাদের মতোই রাখ। তারা তাদের মতোই থাক। তাই তো তারা আছে। তাদেরকে বেশী অদ্ভুত বলে ফেলো না। অ্যালিস পেরী জানেই না পৃথিবীতে কি ঘটে চলেছে। তারা নিজেদের জগতের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে আছে।"

মিঃ কপলি বললেন, "পাগল।"

"আচ্ছা আমি জানিনা আমি যেটা বলেছি সেটা ঠিক কিনা। তাকে দেখতে ঠিক পাগলের মতোই বটে। রুক্ষ জট পাকানো চুলগুলো মুখের ওপরই এসে পড়েছে। সে সব সময়েই ব্যাটা ছেলেদের কোট গায়ে পড়ে থাকে এবং বেশীরভাগ সময়েই রবারের বুটজুতো পায়ে পড়ে। অদ্ভুত ধরনের সব কথা বলে থাকে। আপনি তাকে যদি কোন প্রশ্ন করেন তাহলে সে সঠিকভাবে তার জবাব দিতে পারবে না। তবু আমি তাকে পাগল বলবো না। সে একটু অদ্ভুত ধরনের ব্যাস। তার পক্ষে এটাই যথেষ্ট "

"এখানকার লোকে' ক তাকে পছন্দ করে?"

"যদিও তারা কয়েক বছর হলো এখানে এসেছেন তবু কেউই তাদের ভালো করে চেনেই না। তার সম্বন্ধে নানা ধরনের গল্প শোনা যায়, কিন্তু সেটা কোন ব্যাপার নয়। মানুষেরা এরকম গল্প সর্বদা তৈরী করেই থাকে।"

"কি ধরনের গল্প?"

মিসেস কপলি সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিতে আগ্রহী নয়। তিনি কেবল অতি কৌতূহলীদের চট্‌জলদি প্রশ্নের উত্তর দিতেই বেশী আগ্রহী।

'তারা নাকি রাত্রিবেলা প্রেতাত্মাদের ডেকে আনে। একটা টেবিলের চারদিকে গোল হয়ে বসে তারা এ-কাজটা করে থাকে। লোকেরা বলে রাত্রিবেলা এই বাড়ির চারধারে আলো ঘুরতে থাকে। অ্যালিস পেরী অনেক রকম জাদু বিদ্যার বই পড়ে। এসব বই পড়ে সে অনেক কিছু তুকতাক কবতে শিখেছে। সে নাকি আকাশের তারাদের নামিয়ে আনতে পারে। আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন তবে আমি বলব এটা আমোস পেরী। ঠিক স্বাভাবিক নয়।"

মিঃ কপলি একটু প্রশ্রয় দেবার সুরে বললেন, "সে শুধু সরল ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"হ্যাঁ, তুমি তার সম্বন্ধে যা বললে তা সত্যি হতে পারে। কিন্তু লোকে বলে সে বাগান খুব ভালোবাসে কিন্তু বাগান সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছু জানে না।"

টুপেন্স এবার বলে উঠলেন, "তারাতো বাড়ির অর্ধেক অংশে বাস করে, তাই না। মিসেস পেরী আমার সঙ্গে খুব সুন্দর কোমল স্বরে এবং দয়ালুভাবে কথা বলেছিল।"

মিসেস কপলি বললেন, "সে কি এখনও ওরকম করে? সে কি সত্যিই সেরকম মহিলা আমি জানিনা যে আমি ঐ বাড়িতে যেতে পছন্দ করব কিনা।"

মিঃ কপলি বললেন, "তারা যে অংশে বাস করেন বাড়িটার সেই অংশটা ঠিকই আছে।"

টুপেন্স বললেন, "বাড়িটার অপর অংশ কি ঠিক নেই? সামনের অংশটা যেটা খালের ধারে অবস্থিত সেটা কি ভেঙে পড়েছে?"

"ভালো কথা। ঐ বাড়িটা সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। একথা সত্যি যে ঐ বাড়িতে বছরের পর বছর ধরে কেউ বাস করেনি। লোকে বলে সেখানে নাকি নানান রকম অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে। কিন্তু তুমি যখন এখানে আসবে দেখবে কোন গল্পই আর এখন লোকের স্মৃতিতে নেই। এগুলো সব অনেক দিন আগেকার গল্প ছিল। এই বাড়িটা ১০০ বছরেরও আগে তৈরী হয়েছিল। লোকে বলে কোর্টের একজন ভদ্রলোক একজন সুন্দরী মহিলার জন্য বাড়িটা বানিয়েছিলেন এবং এখানেই তাকে রেখেছিলেন।"

টুপেন্স আগ্রহের সঙ্গে বললেন, "রানী ভিক্টোরিয়ার কোর্ট?"

"আম মনে করি না এটা তার ছিল। এটা তারও আগের সময়ের ঘটনা। জর্জদের সময়কার ঘটনা। সেই ভদ্রলোক এখানে প্রায়ই ঐ ভদ্রমহিলাকে দেখতে আসতেন এবং লোকে বলে যে একরাত্রে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয় এবং ঐ লোকটি মহিলাটির গলা কেটে ফেলেন।"

টুপেন্স বললেন, "কি ভয়ানক। তারা কি এরজন্য তাকে ফাঁসী দিয়েছিল।"

"না, না, সেরকম কিছুই ঘটেনি। এ সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে সেটা হচ্ছে সে দেহটাকে সরিয়ে ফেলেছিল। এবং তাকে ফায়ারপ্লেসের মধ্যে ফেলে দিয়ে সেখানে দেওয়াল গেঁথে দিয়েছিল।"

"ফায়ারপ্লেসের মধ্যে দেওযালে গেঁথে দিয়েছিল।" মাঝে মাঝে লোকে তাদের সম্বন্ধে একথা বলে থাকে। লোকে বলে মহিলাটি নাকি একজন সন্ন্যাসিনী ছিলেন। এবং তিনি উপাসনা গৃহ থেকে পালিয়ে আসেন। এবং সেই জন্যই নাকি তার দেহ দেওয়ালে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। উপাসনা গৃহ থেকে এরকম কেউ পালিয়ে গেলে তার এ-রকমই শাস্তি হয়ে থাকে।"

"কিন্তু সন্ন্যাসিনীরা নিশ্চয়ই তাকে ওভাবে মেরে দেওয়াল গেঁথে ফেলেনি?"

"না না, সন্ন্যাসিনীরা নয় ঐ লোকটাই এরকম করেছিল। ঐ লোকটা ছিল তার প্রেমিক। এই কারণেই সে উপাসনা গৃহ থেকে পালিয়ে এখানে এসেছিল। সেই লোকটা তাকে ফায়ারপ্লেসের মধ্যে ফেলে অনেকগুলো ইঁট দিয়ে ফায়ারপ্লেসের মুখটা বন্ধ করে দিয়েছিল। এবং তারপর ঐ গাঁথুনিটার মুখে একটা বড় লোহার পাতকে পেরেক দিয়ে গেঁথে ওখানটায় আটকে দিয়েছিল। বেচারী মেয়েটি বেঁচে থাকা অবস্থায় যেসব সুন্দর সুন্দর পোশাক পড়ে বাগান দিয়ে হেঁটে বেড়াত তাকে আর দেখা গেলনা। কেউ কেউ বলে থাকে যে সে ঐ লোকটার সঙ্গে দূরে কোথাও চলে গিয়েছিল। শহরে অথবা অন্য কোথাও তারা বাস করবার জন্য চলে গেছিল। অনেক লোকে এখনও ঐ বাড়িতে নানানরকম সব আওয়াজ শুনতে পায়। এবং বাড়িটাকে ঘিরে নানারকম আলো ঘুরতে থাকে চারপাশে। অন্ধকারের পর কোন লোক পারতপক্ষে ঐ রাস্তায় হাঁটে না।"

টুপেন্স বললেন, "কিন্তু তারপরে কি হল?" সে মনে মনে ভাবছিলেন যে আবার রানী ভিক্টোরিয়ার যুগে ফিরে গেলে সে যেটা চাইছিল সে বিষয়ে এগনো আর সম্ভব হবে না।

"আমি এই বিষয়ে আর বেশী কিছু জানিনা। এই বাড়িটা যখন বিক্রী করে দেবার কথা ঘোষণা করা হল তখন ব্লডগিকনামে একজন চাষী এটা নিয়েছিল। সে অবশ্য ওখানে বেশীদিন থাকেনি। চাষীটি খুব ভদ্র ছিল। তাই তিনি এমন একটা বাড়ী পছন্দ করেছিলেন। চাষের জমিগুলো খুব

তাই তিনি এটাকে আবার বিক্রী করে দিলেন। বাড়িটা অনেক লোকের হাতবদল হয়েছে। বাড়ির মালিকেরা এখানে এসে বাড়িটার অনেকরকম পরিবর্তন করেছিলেন। নতুন নতুন স্নানঘর, বারান্দা ইত্যাদি। একবার একজন দম্পতি বাড়িটা কিনে এখান মুরগীর ফার্ম বানিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারাও এখানে বেশীদিন টিকতে পারেননি। অশুভ বাড়ি এই বলে বাড়িটার বদনাম হয়েছিল। এতক্ষণ যা কিছু বললাম সবই আমার জন্মের আগের ঘটনা। আমার বিশ্বাস মিঃ বসকোয়ান নিজেই একবার এই বাড়িটা কেনার কথা ভেবেছিলেন। সেই জন্যই তিনি এই বাড়িটার ছবি এঁকেছিলেন।"

'মিঃ কোয়ান যখন এখানে ছিলেন তখন তার বয়স কত ছিল।"

"বছর চল্লিশ হবে। অথবা তার থেকে একটু বেশীও হতে পারে। তার চেহারা বেশ সুন্দর ছিল। যদিও উনি একটু মোটা ছিলেন তবুও মেয়েরা তাকে পছন্দ করতো।"

মিঃ কপলি বললেন, "আঃ এইসময় এসব কথা বোলনা।"

মিসেস কপিল বললেন, "আমরা সবাই জানি শিল্পীরা এরকমই হয়ে থাকে।" এবার টুপেন্সর দিকে লক্ষ করে মিসেস কপলি বললেন, "ফ্রান্সে যান, তাহলে শিল্পীদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারবেন। তারা সেখানে ফরাসী কায়দায় চলাফেরা করে থাকে।"

"উনি কি বিবাহিত ছিলেন না?"

"না। তিনি ছিলেন না। তিনি যখন এখানে প্রথম আসেন তখন তিনি বিবাহিত ছিলেন না। মিসেস ক্যারিংটনের মেয়ের প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ হয়নি। সে মেয়েটি খুব সুন্দরী ছিল ঠিকই কিন্তু শিল্পীর পক্ষে অনেকটা ছোট হয়ে গেছিলো। তার বয়স ২৫-এর বেশী ছিল না।"

হঠাৎ কথার মধ্যে নতুন চরিত্র ঢুকে গেছে দেখে টুপেন্স অবাক হয়ে বললেন, "মিসেস ক্যারিংটন কে ছিলেন?"

তিনি ভাবলেন, "আমি এখানে কি করছি?" তার সারা শরীর যেন স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল— "আমি এখানে কতগুলি লোক গল্প শুনছি মাত্র এবং খুন জাতীয় কিছু গল্প লোকে যা কল্পনা করে অথচ সেগুলি সত্যি নয়, আমি সেগুলিই শুনছি। আমি এখন দেখতি পাচ্ছি এটা শুরু হয়েছে একজন চমৎকার বৃদ্ধা মহিলার ব্যাপার নিয়ে যিনি তার মাথা ঘামাতেন নানারকম কল্পনা নিয়ে। মিঃ কোয়ান অথবা অন্য কেউ তাকে একখানা ছবি দিয়েছিলেন। তার ফলে সেই বৃদ্ধা মহিলা কল্পনা করে নিয়েছিলেন ফায়ারপ্লেসের ভেতর যাকে ফেলে দিয়ে দেওয়াল গেঁথে দেওয়া হয় সে এখনও জীবিত আছে এবং সম্ভবতঃ সে একটি শিশু এইরকম ভাবনার পিছনে বৃদ্ধা মহিলাটির হয়তো কোন কারণ ছিল এবং এখানে আমি এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। টমি বলেছিল আমি নাকি বোকা। তা সে ঠিকই বলেছিল। আমি সত্যিই একটা নির্বোধ।

মিসেস কপলির কথা শেষ হওয়ার জন্য টুপেন্স কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। উনি ভাবলেন কথা শেষ হলেই কপলি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে শুভরাত্রি জানিয়ে ওপরে উঠে যাবেন।

কিন্তু কপলি তখনও কথা বলার পুরোপুরি মুডে ও আমুদে মনে ছিলেন।

মিসেস কপলি বললেন, "মিসেস ক্যারিংটন? উনি ওয়াটারমিডে কিছুদিনের জন্য কন্যাসহ বাস করেছেন। মিসেস ক্যারিংটন একজন আর্মি অফিসারের বিধবা পত্নী ও চমৎকার মহিলা

ছিলেন। আমার মনে হয় ভদ্রলোক দুর্ভাগ্যবশতঃ মারা গিয়েছিলেন ও তার বাড়িটা খুব অল্প দামে ভাড়া দেওয়া হয়। তিনি অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান করেছিলেন। তিনি বাগান করতে খুব ভালোবাসতেন। তবে বাড়ি পরিষ্কার রাখার জন্য যতটা নজর দেওয়ার প্রয়োজন অতটা তিনি দিতেন না। আমি ২/১ বার তার কাছে গেছিলাম এবং আবার যাবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেও কথা রাখতে পারিনি। আমার বাড়ি থেকে ওনার বাড়ির দূরত্ব ছিল দুই মাইলের ওপর। আমাকে সাইকেলে যাতায়াত করতে হত। তখন ঐ রাস্তায় কোন বাস চলতো না।"

"উনি কি সেখানে দীর্ঘ দিন ছিলেন?"

"আমার মনে হয় ২/৩ বছরের বেশী নয়। তার জীবনে যখন ক্রমাগত একটার পর একটা সমস্যা ও বিপদ আসতে লাগলো, তখন তিনি ভয় পেয়ে চলে গেলেন। তার নিজের এবং মেয়ে লিলিয়ানের সম্পর্কে বিপদের আশঙ্কা করে চলে গেলেন।"

টুপেন্সের খাবারের সঙ্গে যে কড়া চা দেওয়া হয়েছিল উনি তাতে চুমুক দিলেন। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠার আগে তাকে মিসেস ক্যারিংটনের ব্যাপারটা শেষ কবতে হবে।

"তার কন্যার কি বিপদ হয়েছিল? মিঃ বসকোয়ান?"

"না, মিঃ বসকোয়ান তাকে কোন বিপদে ফেলেননি। আমি কখনোই একথা বিশ্বাস করবো না। এটা ছিল আরেকজন।"

টুপেন্স জানতে চাইলেন, "সেই আরেকজনটা কে ছিলেন? এখানে থাকতেন এমন একজন কি?"

"আমি মনে করিনা যে সে ব্যক্তি এই অঞ্চলেই থাকতো। সে এমনই একজন লোক যার সাথে ওই মহিলার লন্ডনে সাক্ষাৎ হয়েছিল। লিলিয়ান সেখানে ব্যালে নাচ শিখতে গিয়েছিল। এটা কি জিনিস? এটা কি এক ধরনের আর্ট? যাইহোক মিঃ বসকোয়ান সেখানকার স্কুলে ভর্তি হওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমার মনে হয় তার নাম ছিল স্লেট।"

টুপেন্স তার ভুলটা সংশোধন করে দিয়ে বললেন, "স্লেট নয় স্লেড।"

"হতে পারে। ঐ ধরনেরই তার নামটা ছিল। যাইহোক লিলিয়ান তো সেখানে গেল এবং ওখানে ওইভাবে ওই লোকটার সাথে তার জানাশোনা হয়েছিল। তার মায়ের কিন্তু ওই লোকটাকে মোটেই পছন্দ হয়নি। তিনি মেয়েকে ওই লোকটার সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করেছিলেন তার কপাল তো সেরকম ভালো ছিল না। তিনি একজন নির্বোধ মহিলা ছিলেন। বেশীর ভাগ আর্মি অফিসারের স্ত্রীরা যেমন হয়ে থাকে তেমনি। তিনি ভেবেছিলেন মেয়েদের যে-রকম বলা হবে তারা তাই শুনবে। তিনি যুগের পরিবর্তনটা সম্পর্কে ঠিক ওয়াকিবহাল ছিলেন না।

ভারতবর্ষে এবং এসব গ্রামের এ-সমস্ত অংশে মা বাবাদের কথার সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এটা হচ্ছে সেই প্রশ্ন যখন সুদর্শণ চেহারার কোন যুবক তোমার মেয়ের ওপর দৃষ্টি দেয় তখন তুমি মেয়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নাও বা না নাও তুমি দেখবে সে তোমার কথা শুনছে না। সেই লোকটি মাঝে মাঝেই এখানে আসতো এবং তারপর লিলিয়ান ও সে বাইরে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করতো।'

টুপেন্স এবার বললেন 'এইভাবেই উনি বিপদে পড়েছিলেন তাই না?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ওই লোকটার থেকে বিপদে পড়েছিলো। এটা পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে। অনেকদিন আগে তার নিজের মা কি করেছিলো আমি দেখতে পেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন সুন্দরী মহিলা, লম্বা ও স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দর মুখশ্রীর অধিকারী। আমি মনে করিনা যে কোন কঠিন অবস্থা সহ্য করার মতো মনোবল তার ছিলো। সে খুব ভেঙে পড়েছিলো। সে কেমন যেন নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে পাগলের মতো হেঁটে বেড়াত। ওই লোকটা তার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করেছিলো যার পরিণাম এমন হয়েছিলো সেই লোকটা যখন দেখলো ব্যাপারটা বিশ্রী হয়ে গেছে তখন তাকে ফেলে পালালো। একজন মা হিসাবে নিশ্চয়ই লোকটাকে শিখিয়েছিল কেমন করে তার কর্তব্য পালন করতে হয়। মিসেস ক্যারিংটনের তার কথানুযায়ী চলার মতো মানসিকতা ছিলো না। যাইহোক তার মা শেষ পর্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি মেয়েটাকে দূরে সরিয়ে দিলেন। বাড়িটাকে বিক্রির ব্যবস্থা করে নিজেও চলে গেলেন। তবে যাবার আগে একবার ফিরে এসেছিলেন জিনিষপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য। কিন্তু তারা গ্রামেও আসেননি বা কোন লোককে একটা কথাও বলে যাননি। তারপর তারা মা মেয়ে সেই যে চলে গেলেন আর এখানে কখনও ফিরে আসেননি। তাদেরকে নিয়ে অনেক রকম গল্প প্রচলিত আছে কিন্তু আমি মনে করিনা যে সেগুলো সত্যি।'

মিঃ কপলি অপ্রতাশিতভবে বলে উঠলেন, 'কিন্তু কিছু লোক আছে তাদের মনে যা আসে তাই রটাতে থাকে। সত্যমিথ্যার ধারে ঘেঁষেনা।'

'হ্যাঁ। তুমি ঠিক বলেছো জর্জ। তবুও কখনও কখনও তাদের গল্পের মধ্যে সত্য থাকতেও পারে এমন ঘটনাও তো ঘটে। এবং তুমি যে রকম বললে। ঐ ঘটনার পরে লিলিয়ানেরও তো মাথার ঠিক ছিলো না। টুপেন্স জানতে চাইলেন—'সেই গল্পটা কি ছিলো?'

'আমি আসলে এই গল্পটা বলতে ঠিক পছন্দ করি না। এটা অনেকদিন আগের কথা আর এই ব্যাপারে যেহেতু আমি নিশ্চিত নই তাই এ ব্যাপারটা বলতে আমি অনিচ্ছুক। এই ঘটনার সঙ্গে মিসেস ব্যাডকক লুইসি জড়িত। সে ছিল অসম্ভব মিথ্যাবাদী। সে যাই বলতো না কেন তাই মিথ্যে। সে মিথ্যে দিয়ে গল্প বানাতো।'

টুপেন্স বললেন, 'কিন্তু সেটা কি ছিলো?'

'সে বলেছিলো ক্যারিংটনের মেয়ে নাকি তার শিশুকে হত্যা করেছিলো। তারপর সে নিজেই নিজেকে হত্যা করেছিলো। মিসেস ক্যারিংটন তার কন্যার মৃত্যুর শোকে এত বেশী আঘাত পেয়েছিলেন যে তিনি প্রায় অর্দ্ধোন্মাদ হয়ে যান এবং তার আত্মীয়স্বজনেরা তাকে নার্সিংহোমে রেখে আসে।'

টুপেন্স এ-ঘটনা শুনে একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন এবং মাথা চুলকাতে লাগলেন। তার মনে হচ্ছিল তিনি বোধহয় চেয়ারের থেকে পড়ে যাবেন। আচ্ছা মিসেস ক্যারিংটনই কি মিসেস ল্যানকাস্টার? তার নামটা হয়তো বদলে দিয়েছেন, তার মেয়ের দুর্ভাগ্যের কাহিনীটা লুকোবার জন্য। মিসেস কপলির গলা একটুও না থেমে বলে যেতে লাগলো—

'আমি নিজে এই ঘটনার কিছুই বিশ্বাস করিনা। ব্যাডককের মেয়ে যা বলে সেটাকে তো আমরা মিথ্যা বলেই জানি। সেইজন্যই তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনিনি। আমাদের মাথা ঘামাবার মতো অনেক কিছুই আছে। আমাদের এই দেশে সারা গ্রাম জুড়ে এসব গল্প ছড়িয়ে

আছে। এসব শুনে আমরা কখনও কখনও ভয় পাই কারণ কিছু কিছু ঘটনা সত্যি হয়ে যায়।'

টুপেন্স এবার এই ভেবে বিস্মিত হচ্ছিল যে— স্যাটন চ্যান্সেলরের একটা শান্ত নিস্তরঙ্গ গ্রামের কেন্দ্রস্থলে কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

এবার টুপেন্স জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন? এখানে কি ঘটেছিলো?'

'আমি বরং বেশ স্পর্ধা সহকার বলতে পারি তখন সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই ঘটনাটার কথা আপনি হয়তো পড়ে থাকবেন। দেখুন এটা প্রায় কুড়ি বছর আগের ঘটনা। আপনি নিশ্চয়ই এটা সংবাদপত্রে পড়েছেন। শিশুহত্যা; প্রথমে ন'বছরের ছোট মেয়েকে হত্যা করা হয়েছিলো। একদিন স্কুলে গিয়ে সে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। প্রতিবেশীরা সবাই তার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলো। ডিং-লে কপস্ নামক একটা জায়গায় তাকে পাওয়া গেছিলো। সে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ছিলো। এই কথা ভাবতে গিয়ে এখনও আমর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। এটাই ছিলো প্রথম ঘটনা, তারপর তিন সপ্তাহ পরে আরেকটা ঘটনা ঘটলো—সেটা ছিলো মার্কেট বেসিং-এর অপর প্রান্তে। এই জেলার মধ্যেই হয়েছিলো। একটা লোক দিয়ে সে খুব সহজে এটা ঘটিয়েছিলো।'

এবং তারপর আরেকটা হলো, ২/১মাসের মধ্যেই আর একটা ব্যাপার ঘটেছিলো। সেই জায়গাটা এখান থেকে দু'মাইলের বেশী হবে না। প্রায় এই গ্রামের মধ্যেই বলতে পারবেন।'

'পুলিশে কিছু করেনি— কেউ জানতে পারেনি কে বা কারা এই ব্যাপারটা ঘটিয়েছিলো।'

'তারা যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলো'—মিসেস কপলি বললেন, 'শীঘ্রই তারা একটা লোককে ধরেছিলো। মার্কেট বেসিং এর অপর প্রান্তে থেকে তাকে ধরা হয়েছিলো। পুলিশরা বলেছিলেন এই লোকটি তাদের তদন্তের কাজে সাহায্য করবে। আপনি তো জানেন পুলিশরা এমন কথাই বলে। তারা ভেবেছিলেন যে তারা বোধহয় ঠিক লোককেই পেয়েছিলেন। তারা একজনকে প্রথমে থানায় টেনে এনেছিলেন। তারপরে আরেকজনকে এভাবে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তারা আরো অনেক জনকেই টেনে এনেছিলেন কিন্তু তার ফলে কি হল; তাদের সবাইকেই এবং সেই লোকটাকেও তাদের ছেড়ে দিতে হয়েছিলো। কারণ তারা দেখলেন এই লোকটাকে সন্দেহ করলেও সে খুন করেনি অথবা সে সময় সে সেই অঞ্চলেই ছিলো না। কিংবা এই লোকটার কার্যপ্রণালী ও কথাবার্তার মধ্যে তারা কোন অ্যালিবাই খুঁজে পেলেননা।'

মিঃ কপলি বললেন, 'তুমি ঠিক জানোনা লিস্! কে যে এই কাজটা করেছিলো সেটা ওরা ভালো করেই জানতো। আমি এ-রকমই শুনেছি। পুলিশ জানতো হত্যাকারী কে ছিলো। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড় করতে পারেনি।'

মিসেস কপলি বললেন, 'স্ত্রীলোকেরা অথবা মা ও বাবারই এরকম বলে থাকে। কিন্তু পুলিশ যা চিন্তা করে থাকে সে সম্পর্কে তারা বেশী কিছু বলেনা। একজন মা বলেন—'আমার ছেলে সেই রাতে এখানে বসে ডিনার খাচ্ছিলো।' অথবা সেই ছেলেটার বান্ধবী বলে সেই সময়ে সে তার বন্ধুর সঙ্গে ছবি দেখতে গেছিল। এবং সারাক্ষণ সে তার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলো। অথবা একজন বাবা বলেন উনি এবং তার ছেলে দুজনেই সে রাতে দূরের কোন কাজে ব্যস্ত ছিল। এ-রকম যদি সবাই বলতে থাকে তাহলে তো আপনার কিছু করার নেই। পুলিশ ভাবতে পারে সেই ছেলেটির বাবা অথবা মা অথবা তার সুইট হার্ট তার সম্পর্কে মিথ্যে বলছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ এসে বলছে যে সে ওই লোকটিকে অন্য কোথাও দেখেছিলো ততক্ষন পর্যন্ত

তারা এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না। সত্যিই সেই সময়টা খুব ভয়ঙ্কর সময় গিয়েছে। আমরা সবাই তখন খুব আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে ছিলাম তারপর যখন আমরা শুনলাম যে আরেকটা শিশুও হারিয়ে গেছে তখন আমরা এর প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সবাই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেলাম (অর্থাৎ সংঘবদ্ধ হলাম)।

মিঃ কপলি বললেন, 'এ্যাই। তুমি এবার ঠিকই বলছো।'

'যখন সবাই সংঘবদ্ধ হলো তখন সবাই একত্রিত হয়ে খুঁজতে বেরুল। সপ্তাহ চলে গেল তারা তাকে দেখতো পেলো না। মাঝে মাঝে সে তার বাড়ির কাছাকাছি থাকতো এমন একটা জায়গায়—যে তুমি হয়তো ভাববে আমরা তাকে তক্ষুনি দেখতে পেয়ে গেছি। আমার মনে হয় এটা একটা বাতিকের ব্যাপার। এটা ভয়ঙ্কর।' মিসেস কপলি গলার স্বরে দৃঢ়তা ফুটিয়ে বললেন, 'এটা সত্যিই ভয়ঙ্কর। পুরুষ মানুষেরা এরকমই হয়ে থাকে । এসব লোকেদের গুলি করে মারা উচিত। তারা নিজেরাই তাদের এই পরিণতির দায়ী। যদি আমাকে কেউ ক্ষমতা দিতো তাহলে আমি নিজের হাতে তাকে গুলি করতাম। যে লোক যারা শিশুদের খুন করে, তাদের দেহকে ছিন্নভিন্ন করে, তাদেরকে পাগলা গারদে রেখে কি ফল হয়? এবং তাদেরকে বাড়িতে যেমন যত্ন করে রাখা হয় ওখানে তাদের সাথে সেরকমই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে কি হয়? কিছুদিন পরে পাগলা গারদ থেকে ভালো হয়ে গেছে বলে বাড়ি পাঠানো হয়। নরফোকে একবার এমন একটা লোক বাড়ি ফিরে ঠিক দু'দিন বাদে আবার একজনকে খুন করে। যেহেতু তারা উন্মত্ত সেহেতু তারা আরোগ্যলাভ না করলেও ডাক্তার অথবা কিছু লোক সবসময় বলবে এরা ভালো হয়ে গেছে এদের ছেড়ে দেওয়া হোক।'

টুপেন্স বললেন, 'তাহলে আপনার কোন ধারণা নেই যে খুনী কে হতে পারে? উনি কি কোন আগন্তুক বলে আপনার মনে হয়?'

'হতে পারে সে আমাদের কাছে আগন্তুকই ছিলো। কিন্তু এমনই একজন লোক ছিলো সে যে এই গ্রামের কুড়ি মাইলের মধ্যে থাকতো।

'তুমি সবসময়ই ভাবতে বুঝি এরকমই ছিলো লুইস।' মিসেস কপলি বললেন, 'তুমি ছাড়োতো! তুমি ভাবো তোমার গ্রামে তোমার প্রতিবেশীদের মধ্যেই সেই লোকটা রয়েছে। তুমি একটু ভয়ও পেয়েছো। আমার মনে হয় আমি লোকেদের লক্ষ করতাম। তুমিও তাই করতে জর্জ। তুমি হয়তো নিজের মনে মনে বলবে এটাই কি সেই লোকটা হতে পারে। কারণ মনে হচ্ছে সে কদিন ধরে একটু অদ্ভুত আচরণ করছে।'

টুপেন্স বললেন, 'আমার মনে হয় না যে তাকে অদ্ভুত ধরণের দেখাচ্ছে। অন্য লোকেরা যেমন দেখতে তাকেও ঠিক সেরকমই দেখতে।'

"হ্যাঁ এটা হতে পারে যে এখানে আপনি কিছু পেয়েছেন। আমি ঘটনার কথা শুনেছি। যেটা আপনি জানেন না।,এবং যেই খুনী হোক না কেন সে মোটেই পাগল নয়। কিন্তু কিছু কিছু লোক সবসময় বলে তার নাকি জ্বলন্ত দৃষ্টি।

'তখন এখানে জেফরি বলে একজন পুলিশ সার্জেন্ট ছিলেন।' মিঃ কপলি বললেন, 'তিনি বলতেন; তিনি জানতেন খুনী কে কিন্তু তার কিছুর করার ছিলো না।'

'তারা কি কখনো লোকটাকে ধরেইনি?'

'না এই ঘটনার পর প্রায় ছ'মাস চলে গেল, তারপর একবছর কেটে গেল, তারপর পুরো ঘটনাটাই চাপা পড়ে গেল, তারপর থেকে এ-রকম ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। আমার মনে হয় সে নিশ্চয়ই এখান থেকে চলে গিয়েছে। তারা একসাথেই চলে গিয়েছে। সেইজন্য লোকেরা মনে করে কে খুনী তারা জানে।'

'তার মানে যে লোকগুলো এই জেলা ছেড়ে চলে গেছে অপনি তাদের কথাই বলছেন?'

'অবশ্যই আমি তাদের কথা বলছি। তারা চলে যাওয়াতে তাদের সম্পর্কে লোকেরা যা মন চায় তাই বলে।'

টুপেন্স প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করছিলেন যে তার পরের প্রশ্নটা করবেন কিনা। পরে ভেবে দেখলেন মিসেস কপলির কথা বলার ইচ্ছেটা এত প্রবল যে তিনি কিছু মনে করবেন না।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কে ছিলো বলে আপনার মনে হয়?'

অনেক বছর আগে এটা বলতে আমার আপত্তি ছিলো। কিন্তু এখন কোন অসুবিধা নেই। অনেকেই মনে করে থাকেন সেই খুনীটা ছিলো মিঃ বসকোওয়ান।'

'সবাই কি তাকেই ভেবেছিলো?'

'হ্যাঁ, উনি একজন শিল্পী হওয়াতে তাকে সবাই সন্দেহ করেছিলো, কারণ শিল্পীরা একটু অন্যরকম হয়। তারা সবাই একথা বললেও আমি কিন্তু মনে করি না যে সেই একাজ করেছিলো।'

মিঃ কপলি বললেন, 'তার থেকেও বেশী লোকে আমোস পেরী সম্পর্কে বলেছিলো।'

'মিসেস পেরীর স্বামী?'

'হ্যাঁ সে একটু অদ্ভুত ধরণের। আপনি তো দেখেছেন তাকে। খুব সরল প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু তার বিশাল চেহারা দেখে মনে হয় সেও এ ধরনের কাজে করতে পারে।'

'পেরীরা কি তখন এখানে থাকতেন?'

'হ্যাঁ তবে তারা ওয়াটারমিডে থাকতেন। এখান থেকে ৪/৫ মাইল দূরে একটা কূটীরে থাকতেন। পুলিশ তাদের সন্দেহ করেছিলো এবং আমি নিশ্চিন্ত যে ওরা তাদের গতিবিধির উপর নজর রেখেছিলো। অত সহজে তো ওরা খুনীকে ধরবে না?'

মিসেস কপলি বললেন, 'এত করেও তারা তার সম্পর্কে কিছুই পাননি। তার স্ত্রী সর্বদাই তার স্বামীর সঙ্গে থাকেন। সত্যিই পেরী তাই থাকতেন। মাঝে মাঝে শনিবার রাতে তিনি পাবে যেতেন। সুতরাং তাকে সন্দেহ করার কিছুই ছিলো না। এছাড়া অ্যালিস পেরী এমন ধরণের মহিলা ছিলেন—তিনি যখন যুক্তি প্রমাণ দিয়ে কথা বলেন কিছুতেই তাকে অবিশ্বাস করা যেতো না। তিনি কোন ঘটনা চাপা না দিয়ে স্পষ্টস্পষ্ট সব জানিয়ে দিতেন। আপনি কখনো ভয় দেখিয়ে তার মুখ থেকে কিছু বার করতে পারবে না। তবে আমি মনে করি তিনি একাই ছিলেন না। আমি কখনোই তা মনে করি না। এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। তা আমি জানি। তবে আমি অনুভব করি এ-ব্যাপারে আমাকে অনুসন্ধান করতে দিলে আমি স্যার ফিলিপকেই দায়ী করতাম।'

'স্যার ফিলিপ?'

টুপেন্সের মাথা আবার ঘুরতে লাগলো। এখন আবার আর একটা চরিত্রের সঙ্গে সে পরিচিত হতে চলেছে। স্যার ফিলিপ। উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার ফিলিপ কে?'

'স্যার ফিলিপ স্টারকে ওয়ারাগুার হাউসে থাকেন—যখন ওয়ারাগুারা এই বাড়িতে বাস করতেন তখন তাদের বলা হত প্রায়র—তবে এগুলো সব বাড়িটা পুড়ে যাবার আগের ঘটনা। আপনি হয়তো গীর্জার চত্বরে ওয়ারাগুারদের সমাধি দেখেছেন এবং চার্চের মধ্যে তাদের সম্পর্কে তথ্যপঞ্জী আছে। রাজা জেমসদের সময় থেকেই তারা এখানে বসবাস করছিলো।'

'স্যার ফিলিপ কি ওয়ারাগুারদের আত্মীয় ছিলেন?'

'না, উনি বিভিন্ন ব্যবসায় তাদের টাকা খাটাতেন। তার বাবা অথবা উনি এ-কাজটা করতেন। ইস্পাত অথবা এ-ধরণের কোন জিনিসের কারবারে জড়িত ছিলেন। স্যার ফিলিপ বেশ অদ্ভুত ধরণের লোক ছিলেন। তার কর্মস্থল বা তার কাজ ছিলো উত্তরের কোন অঞ্চলে কিন্তু তিনি এখানে থাকতেন। এখানে তিনি নিজেক আবদ্ধ রাখতেন। এটাকে তারা রেক.........রেক...........রেব কি একটা বলতো।

টুপেন্স বললেন, 'রেকলুজ নিজেকে আবদ্ধ রাখা।'

'আমি ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম। তিনি ছিলেন রোগা অস্থিচর্মসার এবং একটু মলিন চেহারার ভদ্রলোক। ফুল ভালোবাসতেন। তিনি একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ছিলেন। নানান রকমের ছোট ছোট বুনোফুল তুলে সংগ্রহ করে রাখতেন। ঐ সমস্ত ফুলের দিকে আপনি একবারের বেশী দুবার তাকাবেন না। ঐ সব ফুল নিয়ে তিনি একটা বইও লিখেছিলেন। তিনি অবশ্যই ভীষণ চতুর ছিলেন। তার স্ত্রী ছিলেন একজন চমৎকার সুন্দরী মহিলা ছিলেন কিন্তু তাকে দেখে সবসময় মনে হতো তিনি যেন বিষন্নতার প্রতীক।'

মিঃ কপলি বললেন, 'তোমার ভুল হয়েছে। তুমি গুলিয়ে ফেলছো। তুমি অন্য কারো সঙ্গে স্যার ফিলিপকে গুলিয়ে ফেলছো। স্যার ফিলিপ শিশুদের ভালোবাসতেন। তিনি সর্বদা শিশুদের জন্য পার্টি দিতেন।'

হ্যাঁ। আমি জানি। তিনি সর্বদা উৎসব করতেন ভোজ দিতেন। শিশুদের সুন্দর সুন্দর পুরষ্কার দিতেন। ডিম এবং চামচ নিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতায় সবাইকে তিনি স্ট্রবেরী এবং ক্রীম দেওয়া চা খাওয়াতেন। তার নিজের কোন বাচ্চা ছিল না। তিনি রাস্তায় যখনই কোন শিশুদের দেখতেন তাদের দাঁড় করাতেন এবং তাদের মিষ্টি দিতেন। নয়ত মিষ্টি কেনবার জন্য ছ'য় পেন্স দিতেন। কিন্তু এত সব স্বত্বেও তিনি একটু অন্য ধরণের মানুষ ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে যখন তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেল তখন আমার মনে হয়েছিলে ঐ ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই কোথাও কিন্তু গলদ আছে।'

'তার স্ত্রী কখন তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন?'

'যখন অসুবিধা এবং নানারকম বিপদ দেখা দিতে শুরু করল তার ছ'মাস পরে তিনি চলে গেলেন। তারপর তিনটে শিশুকে খুন করা হলো। লেডি স্টারকে হঠাৎ করে ফ্রান্সের দক্ষিণে চলে গেলেন। তিনি আর কখনও ফিরে আসেননি। এ-রকম ধরণের মহিলা উনি ছিলেন না। তিনি একজন শান্ত সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন। তিনি অন্য কোন মানুষের জন্য যে তাকে ছেড়ে গেলেন তা নয়। তিনি ও-রকম কাজ করবার মত মানুষ ছিলেন না।'

'তাহলে কেন তিনি তাকে ছেড়ে দূরে চলে গেলেন? এর কারণ হিসাবে আমার মনে হয় যে তিনি হয়ত আর ফিলিপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জেনে ফেলেছিলেন...... হয়ত কিছু দেখে

ফেলেছিলে

'স্যার ফিলিপ কি এখনও এখানে থাকেন?'

'তিনি নিয়মিত ভাবে থাকেন না। বছরে দু'একবার আসেন। বাড়িটা বেশীর ভাগ সময়েই বন্ধ থাকে। সেখানে বাড়িটা দেখাশুনা করার জন্য একজন কেয়ারটেকার আছে। এই গ্রামেরই। মিস ব্লাই, তিনি তার সেক্রেটারী ছিলেন। এখন তিনিই সব দেখাশুনা করেন।'

'তার স্ত্রীর কি খবর?'

'বেচারা মহিলা—উনি মারা গেছেন। তিনি বিদেশে যাবার অল্প দিনের মধ্যেই মারা গেলেন। গির্জায় তার সম্বন্ধে একটা জীবন পঞ্জী আছে। স্যার ফিলিপের সম্বন্ধে জেনে যাওয়ার ফলে তার পক্ষে ভয়ঙ্কর হতে পারত। প্রথমে তিনি ঠিক নিশ্চিত ছিলেন না যে তার স্বামী ঠিক ঐ কাজ করেছেন। তারপর হয়ত তিনি তার স্বামীকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন। তারপরে তিনি হয়ত নিশ্চিত এবং বিশেষভাবে সব ঘটনা জেনে গিয়েছিলেন। তারপরে ওসব সহ্য করতে না পেরে তিনি চলে গিয়েছিলেন।'

মিঃ কপলি বললেন, 'তোমরা মহিলারা এই ধরণের কল্পনাই করে থাক।'

'এখানে আমি যা কিছু বললাম সেগুলো আর ফিলিপ সম্বন্ধে সত্য নাও হতে পারে। তিনি শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং আমি মনে করি স্বাভাবিক এ-রকম পাশবিক ঘটনা ঘটানো সম্ভব নয়।'

মিস্টার কপলি আবার বললেন, 'মহিলাদের কল্পনা।'

মিসেস কপলি উঠে দাঁড়ালেন এবং টেবিল থেকে জিনিসপত্র সরাতে শুরু করলেন।

তার স্বামী বললেন, 'সময় চলে যাচ্ছে। তুমি যদি এই ধরণের সব গল্প করতে থাক বহুবছর আগেকার ঘটনা নিয়ে তাহলে এই মহিলা দুঃস্বপ্ন দেখবেন। এবং আমাদের এখানে আর কখনই কেউ আসবেন না।'

টুপেন্স বললেন, 'এসব শুনতে আমার খুব আগ্রহ বোধ হচ্ছে। কিন্তু এখন আমার এত ঘুম পাচ্ছে যে ইচ্ছা করছে যে এখন বিছানায় গিয়ে শুয়ে পরাই ভালো।'

'হ্যাঁ, আমরাও তাড়াতাড়ি শুতে যাই। সারাদিনের পরিশ্রমের পর এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর আপনিও তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।' মিসেস কপলি বললেন।

টুপেন্স একটি দীর্ঘ হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'ঠিক তাই। আমিও ভীষণ ভাবে ক্লান্ত এবং আমার প্রচণ্ড ঘুম পেয়েছে। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভরাত্রি।'

'আচ্ছা আপনি কি সকাল বেলায় আমাদের ডাকবেন এবং আমাদের সঙ্গে এক কাপ চা খাবেন? সকাল আটটা কি আপনার পক্ষে খুবই ভোর হয়ে যাবে।'

টুপেন্স বললেন, 'না না এটা বেশ চমৎকার হবে আমার পক্ষে। তবে যদি আপনাদের পক্ষে অসুবিধা হয় 'তবে আমাকে ডাকতে হবে না'।

মিসেস কপলি বললেন 'মোটেই কোন অসুবিধা হবে না।'

টুপেন্স তার ক্লান্ত শরীরটাকে বিছানার মধ্যে টেনে এনে ফেললেন। তিনি তার সুটকেস খুললেন, কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস বার করলেন, পোশাক বদলালেন, হাত মুখ ধুলেন এবং তারপর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। মিসেস কপলিকে তিনি যা বলেছিলেন তা যথার্থই সত্য। তিনি মরা

মানুষদের মতোই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। দূরবীনের মধ্যে দিয়ে ছবিগুলো যেমন একের পর এক ফুটে ওঠে সত্য এবং কল্পনায় মেশানো যেসব কথা তিনি শুনেছিলেন, সেগুলো তার মাথার মধ্যে তেমন করেই ঘুরপাক খেতে লাগলো। মৃত শিশুরা;অনেক অনেকগুলি মৃত শিশু। টুপেন্স ফায়ারপ্লেসের পেছনে থাকা কেবলমাত্র একটি মাত্র শিশুর কথাই জানতে চেয়েছিলেন। এমন একটি ফায়ারপ্লেস যেটা জলাশয়ের ধারে অবস্থিত। সেখানে একটি শিশুর পুতুল পাওয়া গিয়েছিল। একটি শিশু যাকে একজন অসুস্থ মস্তিস্কের যুবতী হত্যা করেছিলেন। তার অসুস্থ মস্তিস্কের দ্বারা চালিত হয়েই তিনি এই কাজ করেছিলেন। তার মনে কেবল ঐ যন্ত্রনাই ছিল যে তার প্রেমিক তাকে পরিত্যাগ করে গেছে। টুপেন্স ভাবলেন, হায় ভগবান আমি কেমন ছন্দবদ্ধ কথা ব্যবহার করছি। সব ঘটনা একে অপরের সাথে এমনভাবে জট পাকিয়ে গেছে যে কেউই বুঝতে পারবেনা যে কোন ঘটনা কোন সময় ঘটেছিল।

তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এবং স্বপ্ন দেখলেন লেডি অফ আর্লট এই বাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। চিমনীর ভেতর থেকে একটা ঝটপট শব্দ ভেসে আসছে। চিমনীর ভেতরের গর্ত থেকে অদৃশ্য লোকের মুষ্টিবদ্ধ হাত দেখা যাচ্ছে। তার হাতে বড় বড় নখ। হাতুরী পেটাবার ধাতব শব্দ—ক্ল্যাছ, ক্ল্যাছ, ক্ল্যাছ! টুপেন্স তক্ষুনি জেগে গেলেন। মিসেস কপলি দরজায় নক কবছেন। তিনি বেশ উজ্জ্বল এবং পরিচ্ছন্নভাবে ঐ ঘরের মধ্যে বসলেন এবং টুপেন্সের বিছানার সামনের টুলের ওপর চায়ের কাপ রাখলেন, ঘরের পর্দা টেনে দিলেন। ভাবলেন রাত্রে টুপেন্স ভালই ঘুমিয়েছেন। টুপেন্স ভাবলেন মিসেস কপলিকে এত খুশী খুশী দেখাচ্ছে যে আগে কাউকে তিনি এমন দেখেননি, তিনি নিশ্চয় দুঃস্বপ্ন দেখেন নি।

নবম অধ্যায় ❑ মার্কেট বেসিংয়ে একটি সকাল

"আঃ, কি সুন্দর।" ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে মিসেস কপলি বললেন, "আর একটি সুন্দর দিন। আমি যখনই ঘুম থেকে উঠি এই একই কথা বলি।"

টুপেন্স ভাবল, "আর একটি দিন?" সে তখন কড়া কালো চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। " কি জানি, আমি বোকার মত কাজ করছি কী না। হতেও পারে। টমি এখন এখানে থাকলে ওর সাথে কথা বলা যেত। গত রাতটা আমাকে কিছুটা হতভম্ব করে দিয়েছে।"

ঘর ছেড়ে বেরোবার আগে টুপেন্স তার নোট বুকে কিছু বিভিন্ন ধরণের তথ্য এবং নাম টুকে রাখ, যেগুলি সে গতরাতেই শুনেছিল, কিন্তু এত ক্লান্ত ছিল যে বিছানায় যাবার আগে সেগুলো লিখে রাখতে পারেনি। অতীতের কিছু নাটকীয় গল্প, বেশীর ভাগই শোনা কথা, হয়তো তার মধ্যে একটু আধটু সত্য থাকতেও পারে তবে ঈর্ষা গুজব আর রোমান্টিক কল্পনাই বেশী।

টুপেন্স ভাবল, "সত্যি কথা বলতে কি আমি একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিছু লোকের ভালবাসার জীবন জানতে চাইছি। আমার তো তাই মনে হয়। কিন্তু তাতে লাভই বা কি? আমি কি খুঁজছি? তাও তো আমি সঠিক জানি না। কিন্তু সব থেকে বিচ্ছিরী ব্যাপার এটাই যে আমি এর মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছি এবং কিছুতেই ছাড়তে পারছিনা।"

তার মনে একটা তীক্ষ্ণ সন্দেহ আছে যে সে মিস ব্লাই-এর সাথে ক্রমশ জড়িত হয়ে পড়ছে,

যাকে টুপেন্স চিহ্নিত করেছে সাটন্ চ্যান্সেলরের পক্ষে সর্বৈব অশুভ হিসেবে। তাই তার গাড়ী চালিয়ে মার্কেট বেসিং-এ তাঁকে নিয়ে আসার প্রস্তাব সে কৌশলে এড়িয়ে গেছে, তবু থামতে হয়েছিল, মিস ব্রাই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে ব্যাখ্যা করেছিল যে তার একটি জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে—টুপেন্স কখন ফিরতে পারবে? টুপেন্স কি তাহলে লাঞ্চে আসতে পারবে? কিন্তু টুপেন্স সবিনয়ে বলেছিল, বোধহয় পারবেনা।

"তাহলে সাড়ে চারটে নাগাদ চায়ের টেবিলে আসতে হবে" অনেকটা যেন রাজকীয় আদেশের সুরে সে বলেছিল। টুপেন্স অল্প হেসে ঘাড় নাড়ল, এবং গাড়ী চালিয়ে দিল।

সম্ভবত টুপেন্স ভাবছিল, যদি সে মার্কেট বেসিং-এ বাড়ীর দালালদের কাছ থেকে কিছু দরকারী তথ্য বের করতে পারে— নেলী ব্রাই তাহলে হয়তো আরও কিছু বাড়তি তথ্য দিতে পারবে। মিস ব্রাই হচ্ছে সেই ধরণের মহিলা যারা নিজেকে সবজান্তা ভেবে গর্ব অনুভব করে। তবে কথা হচ্ছে এই যে, সে টুপেন্স সম্বন্ধে সব কিছু জানার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সম্ভবত আজ বিকেলের মধ্যেই টুপেন্স নিজের অনুসন্ধানী মনোভাবের সাহায্যে আরও অনেক কিছুই উদ্ধার করতে পারবে।

মার্কেট বেসিং-এ পৌঁছে, প্রধান চত্বরের মধ্যে এক পার্কিং লটে গাড়ীটি পার্ক করল, তারপর পোস্ট অফিসে ঢুকে একটি ফাঁকা টেলিফোন বক্সে প্রবেশ করল।

অ্যালবার্টের গলা শুনতে পেল—হ্যালো, কিছুটা সন্দেহজনক গলা।

"শোনো অ্যালবার্ট, আমি আগামীকাল বাড়ী ফিরছি ডিনারের সময়, কিছু আগেও যেতে পারি। মিঃ বেরেসফোর্ড যদি ফোন না করেন, তাহলে তিনিও ফিরবেন। কিছু খাবার এনে রেখো, চিকেন হলেই ভালো।'

'ঠিক আছে ম্যাডাম।' টুপেন্স ততক্ষণে ফোন রেখে দিয়েছে।

মার্কেট বেসিং-এর প্রাণকেন্দ্র মনে হচ্ছে এই প্রধান চত্বরেই— পোষ্ট অফিস ছেড়ে যাবার আগে একটা টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখে নিল। চারজন বাড়ী ও সম্পত্তির দালালের মধ্যে তিনজন এখানেই থাকে। চতুর্থজন থাকে জর্জ স্ট্রীটে।

টুপেন্স তাদের নামগুলো লিখে নিয়ে তাদের খোঁজে বেরোল।

মেসার্স লাভবডি এবং স্লিকারকে দিয়েই শুরু করল কারণ এটাই বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল। একটি মেয়ে তাকে রিসিভ করল।

'আমি একটি বাড়ী সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর নিতে চাই।'

মেয়েটি এ খবরে কোন আগ্রহই দেখাল না। টুপেন্স বরং কোন দুস্প্রাপ্য জন্তু সম্বন্ধে খোঁজ করলে সে ভালো করত।

মেয়েটি চারপাশে তাকাল যেন কোন সহকর্মীকে দেখলে তার হাতেই টুপেন্সকে গছিয়ে দেবে। মেয়েটি বলল, 'ঠিক বলতে পারছি না, আমি জানি না।'

টুপেন্স বললেন, 'আপনারাতো বাড়ীর এজেন্ট তাই না?'

'হ্যাঁ, বাড়ীর এজেন্ট এবং নিলামদারও। দি ক্র্যানবেরি কোর্ট-এর নিলাম আগামী বুধবার। আপনার যদি তাতে আগ্রহ থাকে তবে ক্যাটালগ নিতে পারেন। দু শিলিং এর বিনিময়ে।'

'আমি নিলাম সম্বন্ধে আগ্রহী নই। আমি একটি বাড়ী সম্বন্ধে জানতে চাইছি।'

'আসবাবপত্রে সাজান?'

'না, কেনার জন্য অথবা ভাড়া নেবার জন্য।'

'আপনি বরং মিঃ স্লিকারের সঙ্গে দেখা করুন।'

টুপেন্স সেখানে একমাত্র স্লিকারের দর্শনপ্রার্থী, একটা ছোট্ট অফিসঘরে বসে। তার উল্টোদিকে টুইড স্যুট এবং চেক জামা পরা এক যুবক কতকগুলো বাড়ীঘরের খুঁটিনাটি লেখা পাতা ওল্টাচ্ছিল—বিড় বিড় করে আপন মনেই বলছিল—'৪৮, ম্যাণ্ডেভিলা রোড— তিনটি বেডরুম, আমেরিকান কিচেন—ও না, সেটা নেই—অ্যামাবেল লজ—ছবির মতো বাড়ী। চার একর জায়গা—তাড়াতাড়ি বিক্রি করবে বলে অনেক কম দামে ছাড়বে.......।'

টুপেন্স এবার তাকে জোর করে থামাল।

'সাটন চ্যান্সেলর কিংবা তার ধারে কাছে, একটা খালের পাশে আমি একটা বাড়ী দেখেছি.....'

'সাটন চ্যান্সেলর?' মিঃ স্লিকারকে একটু সন্দেহপূর্ণ দেখাল—'আমাদের বইতে ওই ধরণের কোন সম্পত্তির কথা লেখা আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। কি নাম?'

'কিছু নাম বোধহয় লেখা ছিল না।' সম্ভবত ওয়াটার সাইড। রিভারমিড—একসময় ব্রিজ হাউস বলত। বাড়ীটার দুটো অংশ। অর্ধেকটা ভাড়া দেওয়া কিন্তু ভাড়াটেরা বাড়ীর অর্ধাংশ সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারল না, বাড়ীটা খালের দিকে মুখ করা। আর ওই বাড়ীটা সম্বন্ধেই আমি আগ্রহী। দেখে মনে হলো ওখানে কেউ থাকে না।'

মিঃ স্লিকার কিছুটা উদাসীন ভাবে জানালেন যে তিনি দুঃখিত, এ ব্যাপারে তিনি কোন সাহায্য করতে বোধহয় পারবেন না। তবে তিনি এটুকু তথ্য দিলেন ;হয়তো মেসার্স ব্লজেট এবং বার্জেস টুপেন্সকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোক বুঝিয়ে দিলেন যে মেসার্স ব্লজেট এবং বার্জেস ফার্ম তাদের ফার্মের চেয়ে নিকৃষ্ট।

টুপেন্স তখন চত্বরের উল্টোদিকে মেসার্স ব্লজেট এবং বার্জেস ফার্মে গেলেন। এই ফার্মের অফিস ও ঠিক আগের ফার্মের মতই— একই রকমের বিক্রয়বিল এবং একই রকমভাবে আগামী নিলামের তালিকা জানালায় টাঙ্গানো। ফার্মের সামনের দরজটা নতুন করে রং করা হয়েছে। পিত্তি সবুজ। নতুনত্ব এটুকুই।

রিসেপশন ব্যবস্থা আগেরটার মতই হতাশাজনক। একজন বয়স্ক লোক মিঃ স্প্রিগের হাতে টুপেন্সকে অভ্যার্থনা জানাবার ভার পড়ল। যার চেহারাটা মোটেই সুবিধের নয়। টুপেন্স আবার একবার তার চাহিদা এবং প্রয়োজনের কথা জানাল।

প্রশ্নের উত্তরে মিঃ স্প্রিগ স্বীকার করলেন যে তিনি বাড়ীটার কথা জানেন। কিন্তু তার ভাবভঙ্গী খুব একটা সাহায্যকারীর মত মনে হল না। কিংবা তাকে এ ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহীও মনে হল না। স্প্রিগ বললেন, 'বাড়ীটা তো মার্কেটে নয়। মালিক বাড়ীটা বিক্রী করতে চান না।'

'বাড়ীর মালিক কে?'

'আমি ঠিক জানি না। মাঝে মাঝেই বাড়ীটার মালিকানা হাত বদল হয় কী না! এক সময় তো গুজব রটেছিল বাধ্যতামূলক বিক্রির আদেশ আছে বলে।'

'স্থানীয় সরকার এটার জন্য কি দর দিয়েছে?'

'সত্যি কথা বলতে কি, মিসেস বেরেসফোর্ড আপনি যদি আপনার এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে

পারতেন, তাহলে অনেকের থেকেই আপনাকে বেশী জ্ঞানী বলা যেত। স্থানীয় কাউন্সিল এবং পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলির নিয়মগুলি রহস্যে ঘেরা। বাড়ীটার সামনের অংশটির কিছু অংশ সারিয়ে নিয়ে খুবই কম ভাড়ায় কোন এক মিঃ এবং মিসেস পেরিকে দেওয়া হয়েছিল। বাড়ীটার প্রকৃত মালিক বিদেশ থাকেন এবং মনে হয় এই জায়গা সম্বন্ধে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। অবশ্য এ-ব্যাপারে তাঁর উত্তরাধিকারীর ও একটা প্রশ্ন আছে। কিছু ছোটখাটো আইনগত অসুবিধেও লেগেছিল। আইনেরও আবার প্রবণতা আছে, যেটা খুবই খরচ সাপেক্ষ। আমার তো মনে হয় মালিক চাইছেন বাড়ীটা বরং ভেঙ্গেই পড়ুক— কোন সারাইয়েরই দরকার নেই শুধু পেরিরা যেদিকে থাকেন সেই অংশটুকু ছাড়া। বাড়ী সারিয়ে বিশেষ লাভজনক হবে না—বরং ভবিষ্যতে ওই জমির মূল্যই বেশী লাভজনক হবে। আপনি যদি ওই ধরণের কোন সম্পত্তির সন্ধানে এসে থাকেন, আমরা নিশ্চিত, আমরা আপনাকে ওর থেকেও ভালো সম্পত্তির খোঁজ দিতে পারব। যেটা আপনার পক্ষে উপযুক্তও হবে। আচ্ছা বলুন তো ওই বাড়ীটায় কি এমন আছে যা আপনাকে আকৃষ্ট করেছে?'

টুপেন্স বললেন 'ওই বাড়ীর চেহারাটাই আমার পছন্দ হয়েছে— আমি ট্রেন থেকে প্রথম ওই বাড়ীটাকে দেখেছিলাম।'

'ওঃ, আচ্ছা,' মি স্প্রিগ এমন একটা মুখের ভাব করলেন যেন বলতে চাইলেন এ ধরণের বোকামি মেয়েদেব পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু মুখে খুব নরম ভাবে বললেন, 'আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম, তাহলে সবটাই কিন্তু ভুলে যেতাম।'

'আচ্ছা, আপনি তাঁদের চিঠি লিখে তো জানতে পারেন, তাঁরা বাড়ীটা বিক্রি করবে কী না। অথবা আপনি যদি আমাকে তাঁদেব ঠিকানাটা দেন.......।'

'আমরা মালিক এবং উকিলদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব যদি আপনি বলেন। কিন্তু আমি যথেষ্ট আশা করতে পারছিনা।'

টুপেন্স বিরক্তিপূর্ণ এবং একটু নির্বুদ্ধিতার সুরে বললেন, 'আমার মনে হয় আজকাল সবাই উকিলদের মাধ্যমে অগ্রসর হতে চায় এবং উকিলেরা সব ব্যাপারেই খুব ঢিমেতালে চলেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আইন জিনিসটাই দীর্ঘ সূত্রের ব্যাপার—'

'এবং সেটাই অদ্ভুত এবং ভীষণ খাবাপ। তবে এখানে একটু ব্যাঙ্কের ব্যাপারও আছে।'

মিঃ স্প্রিগ একটু চমকে উঠে বললেন, 'ব্যাঙ্ক—'

'আজকাল বেশীর ভাগ লোকই তাদেব ঠিকানা ব্যাঙ্কের নামে দিয়ে থাকে। এটা খুব ক্লান্তিকর কাজ।'

তিনি একটা ডেস্কের ড্রয়ার খুলতে খুলতে বললেন, 'হ্যাঁ যা বলেছেন আপনি। ঠিক বলেছেন।। আজকাল লোকেরা এত অস্থির হয়ে উঠেছে এবং এদিকে সেদিকে যাচ্ছে এবং বিদেশে বসবাস করছে। এখানে এখন আমার একটা সম্পত্তি আছে। মানে মার্কেট বেসিং থেকে দু মাইল দূরে ক্রস গ্রেটে। তার অবস্থানটা খুব ভালো। সুন্দর বাগান আছে।'

টুপেন্স তার পায়ের উপর ভড় দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'না ধন্যবাদ।'

টুপেন্স মিঃ স্প্রিগকে বিদায় জানিয়ে সেখান থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন।

তারপরে পোষা হাস মুরগীর ফার্মের জন্য এবং গোলাবাড়ি বা খামারবাড়ির জন্য সেখানকার যে মালিরা থাকে তাদের তিনি অল্প কিছু দর্শনী দিলেন।

মেসার্স রবার্ট এবং মেসার্স উইলির সঙ্গে তিনি জর্জ স্ট্রীটে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন। এটা ছিল একটি ছোটখাটো এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তারা বাড়ির দালাল, ঐ সাটন চ্যান্সেলার সম্বন্ধে তারা বিশেষ কিছু জানতেন না এবং এ বিষয়ে তাদের আগ্রহও বিশেষ ছিলনা। তারা চেয়েছিলেন কোন অর্ধ নির্মিত বাড়ি টুপেন্সের কাছে অল্প দামে বিক্রী করতে। এদের মধ্যে একজনের কথা শুনে টুপেন্স কেঁপে উঠলেন। আগ্রহী যুবকটি টুপেন্সকে জানালেন যে সাটন চ্যান্সেলারের অস্তিত্ব এখনও আছে।

"আপনি সাটন চ্যান্সেলর এর কথা উল্লেখ করেছিলেন। আপনি এই চত্বরেরই ব্লজেট এবং বার্জেসের কাছে গিয়ে খোঁজ করুন। ওখানে কিছু সম্পত্তি তারা দেখাশোনা করেন। কিন্তু সেসব খুব খারাপ অবস্থায় আছে। যে কোন মুহূর্তেই ভেঙে পড়তে পারে।'

"ঐ অঞ্চলের কাছাকাছি খালের সেতুর ধারে চমৎকর একটি বাড়ি আছে আমি ট্রেন থেকে ওটা দেখেছিলাম, ওখানে কেউ থাকতে চায়না কেন?"

"ও আমি সেই জায়গাটা চিনি। ঐ নদীর ধারের বাড়িটাতো। ওখানে থাকবার জন্য আপনি কাউকেই রাজী করাতে পারবেন না। ওটা ভুতুড়ে বাড়ি বলে বিখ্যাত।"

"আপনি কি ভূতের কথা বলছেন?"

"লোকেরা তাই বলে। ঐ-বাড়িটার সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায় ;রাত্রিবেলা নাকি গোলমাল শোনা যায়! যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমি বলব, এই বাড়িতে নিশ্চয় কোন অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল।"

টুপেন্স বললেন, "হায় ভগবান। ঐ বাড়িটা দেখে আমার-তো খুব সুন্দর এবং অন্যান্য বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয়েছিল।"

"বিচ্ছিন্ন মানে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন এবং নির্জন, লোকেরা তাই বলবেন। শরৎকালে বন্যা হয়, চিন্তা করতে পারেন?"

টুপেন্স মুখটা একটু বিকৃত করে বললেন, "দেখছি এ বিপর্যয়ে আমাকে অনেক চিন্তা করতে হবে।"

তিনি নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে ল্যাম এবং ফ্ল্যাগের দিকে পা বাড়ালেন যেখানে উনি নিজের দুপুরের খাবারটা খাবেন বলে ঠিক করেছেন।

"অনেক কিছু ভাবতে হবে—বন্যা, মৃত্যু, ভূত, শেকল টানার শব্দ, বাড়ির মালিকদের অনুপস্থিতি, উকিল, ব্যাঙ্ক— এমন একটা বাড়ি যেখানে কেউই থাকতে চায়না বা ভালোবাসেনা— কেবলমাত্র আমি ছাড়া, ওঃ এখন আমি যা চাই তা হলো খাবার।"

ল্যাম এবং ফ্ল্যাগের খাবার পরিমানে ছিল প্রচুর ও সুস্বাদু। চাষীদের জন্য তাদের পছন্দমতো খাবার, টুরিস্টদের জন্য বিশেষ করে ফরাসী মেনুর খাবার-সেভারী স্যুপ, শুয়োরের ঠ্যাঙ এবং আপেলের সস, স্টিলটন চিজ, আমড়া কুল জাতীয় ফল এবং কাস্টার্ড যদি তুমি চাও তাও তোমাকে দেবে—টুপেন্স অবশ্য সেগুলো চাননি—

ভালোরকম স্থানটা পরিদর্শন করবার পর টুপেন্স গাড়িতে উঠল এবং আবার সাটন চ্যান্সেলরের

দিকেই গাড়ি চালিয়ে দিল। সেদিনের সকালটা যে সার্থক হয়েছে সেটা তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন।

যেইমাত্র তিনি সাটন চ্যান্সেলরে আসবার শেষ কোনটা ঘুরলেন তখনই গির্জাটা চোখের সামনে এল। টুপেন্স দেখতে পেলেন সেই লোকটি গীর্জার উঠোন থেকে বেরিয়ে আসছে। সে একটু ক্লান্ত ভাবেই হাঁটছিল। টুপেন্সকে দেখে লোকটি তাকে থামাল।

টুপেন্স জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এখনও সেই কবরটা খুঁজছেন?"

লোকটি তার ছোট্ট পিঠের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল।

সে বলল, "হায় ভগবান। আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি খুব একটা ভালো নয়। কবরের গায়ে যে জীবনপঞ্জী লেখা থাকে সেগুলোর বেশীরভাগই মুছে গিয়েছে। আমার পিঠটাও আমাকে খুব যন্ত্রনা দিচ্ছে। এখানে মাটিতে এত সব চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা পাথর রয়েছে আমি যখনই নীচু হয়ে ঝুঁকে কিছু করতে যাই আমার ভয় হয় আমি বুঝি আর উঠতে পারবনা।"

টুপেন্স বললেন, "আপনার পক্ষেও আর এমন করা উচিত নয়। যদি আপনি প্যারিশ রেজিস্ট্রার খাতাটা দেখেন তাহলে হয়ত যা চাইছেন, তা পেয়ে যেতে পারেন।'

"আমি জানি কিন্তু যাদের ওপর এই কাজের ভার সেই বেচারা লোকগুলো এত আগ্রহী এবং এত ভালো; কিন্তু আমি নিশ্চিত যে তাদের সব পরিশ্রম জলে যাবে। আমি মনে করি যে এটা আমারই কর্তব্য। আমার এখনও অল্প কিছু কাজ বাকী আছে যেটা আমি করে উঠতে পারিনি। 'ইউ ট্রি' নামক একটা গাছ সোজা দেওয়াল পর্যন্ত চলে গেছে দূরে এখানকার বেশীরভাগ পাথরগুলিই অষ্টাদশ শতাব্দীর। আমার এরকমই মনে করা উচিত যে আমি আমার কাজটা সঠিকভাবে শেষ করেছি। তাহলে আমি আর নিজেকে তিরস্কার করতে পারবনা। যাইহোক আমি আগামীকাল পর্যন্ত এই কাজটাকে স্থগিত রাখলাম।"

টুপেন্স বললেন, "ঠিক বলেছেন। একদিনে আপনার অতিরিক্ত কাজ করা উচিত নয়। যাইহোক আমি আপনাকে যা বলতে চাইছি সেটা হলো মিস ব্লাইয়ের সঙ্গে এককাপ চা খাবার পর আমি যাব এবং নিজের চোখে সব কিছু দেখব— ইউ গাছ থেকে দেওয়াল পর্যন্ত। আপনি কি বলেন?"

"আঃ, কিন্তু এই বিষয়ে তো আমার আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবেনা—'

"ঠিক আছে, ঠিক আছে এই কাজটি করতে আমার ভালো লাগবে। আমার মনে হয় গীর্জার চত্বরে এভাবে ঘুরে বেড়ানোটা খুবই আকর্ষনীয় কাজ। চিন্তা করে দেখুন প্রাচীন যে বিবরণগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো আপনাকে এক ধরনের মানুষের সম্বন্ধেই জানাবে, যারা একসময় এখানে বাস করত। আমি এই কাজটা করতে খুব আনন্দ পাব। সত্যি বলছি খুব আনন্দ পাব। আপনি বাড়ি ফিরে যান, এবং বিশ্রাম করুন।'

"ভালো কথা, ভালো কথা। আজকের সন্ধ্যে বেলার ধর্ম উপদেশ সম্বন্ধে আমার কিছু করার আছে। ঠিক ঠিক। আপনি সত্যিই একজন অত্যন্ত দয়ালু বন্ধু। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আপনি অত্যন্ত দয়ালু বন্ধু।"

তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। টুপেন্সের দিকে তাকিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। টুপেন্স তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিস ব্লাইয়ের বাড়িতে গেলেন। সামনের দরজা খোলাই ছিল। মিস

ব্লাই ঠিক তখনি একপ্লেট তাজা গরম স্কোন নিয়ে হলের ভেতর দিয়ে বসবার ঘরে আসছিলেন।

"ওঃ আপনি এসে গেছেন, প্রিয় মিসেস বেরেসফোর্ড। আপনাকে দেখে আমার এত ভালো লাগছে। চা প্রায় তৈরী হয়ে গেছে। চুল্লীর ওপর কেটলী বসানো আছে। আমাকে শুধু টি-পটের মধ্যে চাটা ঢেলে নিতে হবে। আপনি যে কেনাকাটা করবেন বলেছিলেন আশা করছি আপনার সেসব সারা হয়ে গেছে।" এই বলে তিনি টুপেন্সের হাতে ধরা খালি ব্যাগের দিকে তাকিয়ে একটু যেন ব্যাথা পেলেন বলে মনে হলো।

টুপেন্স বললেন, "আমার ভাগ্যটা যথেষ্ট ভালো নয়।" মুখের ভাব যথা সম্ভব করুণ করে তিনি এই কথাগুলো বলছিলেন, "আপনি জানেন যে মাঝে মাঝে এরকম হয়ে থাকে। মাঝে মাঝেতো এরকম হয় মানুষ যে বিশেষ ধরনের রঙ বা বিশেষ ধরনের জিনিসটা খুঁজছে সেটা পায়না। আমি সর্বদাই নতুন জায়গা দেখে খুবই আনন্দ বোধ করি সেই জায়গাটা যদি আকর্ষনীয় না হয় তবুও।"

কেটলীর হুইসিলের আওয়াজ এমন তীব্র শব্দ করলো যে তাদের কথাবার্তায় ব্যাঘাত ঘটালো। মিস ব্লাই দৌড়ে রান্নাঘরের দিকে গেলেন। তার শরীরের ধাক্কায় টেবিলে রাখা পোষ্ট করবার চিঠিগুলো ছড়িয়ে পড়ল।

টুপেন্স নীচু হয়ে চিঠিগুলো গুছিয়ে নিয়ে আবার টেবিলের ওপর রাখলেন। চিঠিগুলো তিনি যখন গুছোচ্ছিলেন তখন তার নজর পড়ল সবার ওপরে যে চিঠিটা ছিল সেটা কোন এক মিসেস ইয়র্ক-এর উদ্দেশে লেখা হয়েছে।

রোজেট্রেলস কোর্ট বৃদ্ধাবাস, কাম্বারল্যাণ্ডের ঠিকানা দেওয়া ছিল।

টুপেন্স ভাবলেন, "সত্যিই তো আমি এখন এরকমই অনুভব করতে শুরু করেছি যে গোটা দেশটাই এখন বৃদ্ধাদের হোম হয়ে গছে। এরপরে আমার মনে হয় আমার আর টমির জন্য আর জায়গাই থাকবেনা।"

হয়ত একদিন এমন একজন কেউ থাকবে যে হয়ত খুব উপকারী বন্ধু হয়ে কোন বিবাহিত দম্পতিদের জন্য সুপারিশ করে একটি চমৎকার জায়গার ঠিকানা দিয়ে লিখবে—চাকরী থেকে অবসরপ্রাপ্ত লোকেদের জন্য। এখানকার রান্না ভালো—আপনারা আপনাদের নিজস্ব আসবাবপত্র এবং আপনাদের নিজস্ব জিনিসপত্র নিয়ে আসবেন।

মিস ব্লাই টি-পট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং দুজন মহিলা চা খেতে বসে গেলেন।

মিসেস কপলির থেকে মিস ব্লাইয়ের আলোচনা অনেক সরস এবং ছন্দময়। খবর দেবার থেকে খবর নিতেই তিনি বেশী আগ্রহী।

টুপেন্স বিড়বিড় করে দূরের চাকরীর কথা, ইংল্যাণ্ডের গার্হস্থ জীবনের অসুবিধার কথা বললেন। একটি বিবাহিত ছেলে এবং একটি বিবাহিত মেয়ের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। তাদের দুজনেরই বাচ্চা ছিল। এসব বলতে বলতে তিনি কায়দা করে আলোচনাটার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন সাটন চ্যান্সেলরের দিকে। তারপর নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গাইড, স্কাউট, রক্ষনশীল মহিলাদের ইউনিয়ন, লেকচার, গ্রীকশিল্প, জ্যাম তৈরী করা, ফুলদানীতে ফুল সাজানো, স্কেটিং ক্লাব, আরকিওলজির বন্ধুরা, ঐতিহাসিকের স্বাস্থ্য, তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করার প্রয়োজনীয়তা, তার অন্যমনস্কতা, গীর্জার সম্বন্ধে তার যে মতামত সে সব সম্বন্ধে—

টুপেনস স্কোনের প্রশংসা করলেন তারপর অতিথি পরায়নতার জন্য অতিথি সেবিকাকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

তিনি বললেন, "আপনি কি চমৎকার ভাবে প্রাণবন্ত মিস ব্রাই। আমি কল্পনাই করতে পারিনা আপনি কেমন করে এতসব সামলান। আমি নিশ্চয় স্বীকার করবো একদিনের ভ্রমণ এবং কেনা কাটার পর আমি আমার বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম নিতেই পছন্দ করি। আধ ঘন্টার জন্য অথবা চোখ বন্ধ করে বিছানার মধ্যে থাকতে আমার খুব আরাম লাগে। মিসেস কপলির কাছে আমার সুপারিশ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ—"

"যদিও উনি বেশী কথা বলেন তবুও উনি খুব দায়িত্বশীল মহিলা—"

"হ্যাঁ আমি এই গ্রামের সম্বন্ধে যে সব প্রচলিত গল্প আছে তা তার মুখ থেকে শুনে খুব আনন্দ পেয়েছি।"

"অর্ধেক সময় সে নিজেই জানেনা সে কি বলছে। আপনি কি এখানে অনেকদিন থাকবেন।"

"না না আমি আগমী কালই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। আমি খুব হতাশ হয়েছি যে আমি এখানে কোন ছোট খাটো সম্পত্তি কিনতে পারলামনা। আমার খুব আশা ছিল খালের ধারের ঐ সুন্দর বাড়িটি নেবার।"

"আপনি বাড়িটা কিনতে না পারাতে ভালই হযেছে। বাড়িটা অনেকদিন মেরামত কবা হয়নি। বাড়িটার অবস্থা জরাজীর্ন। বাড়ির মালিক সেখানে দিনের পর দিন অনুপস্থিত থাকে সেটা খুব বিশ্রী ব্যাপার—'

"আমি এখনও পর্যন্ত চেষ্টা করেও জানতে পারলামনা বাড়িটা আসলে কার? আমি আশা করি যে আপনি নিশ্চয় এটা জানেন—কেননা আপনার সাথে কথা বলে মনে হচ্ছে যে আপনি এখানকার যাবতীয় খবরই জানেন।"

"ঐ বাড়িটার ব্যাপারে আমি কখনই বেশী আগ্রহ বোধ করিনি। কারণ এটা সর্বদাই হাত বদল হচ্ছে—কাজেই কে যে এর সঠিক মালিক আর কে নয় তা জানা মুশকিল। পেরীরা ঐ বাড়িটার অর্ধেক অংশে বাস করে—এবং অপর অংশটা রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।"

টুপেন্স বিদায় জানিয়ে আবার গাড়িতে করে মিসেস কপলির কাছে ফিরে গেলেন। বাড়িটা তখন শান্ত এবং খালি ছিল। টুপেন্স ওপরে তার শয়ন-কক্ষে চলে গেলেন। কাঁধ থেকে তার খালি ব্যাগটা নামালেন, মুখ ধুয়ে নাকে পাউডার লাগালেন। পা টিপে টিপে তিনি আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তার ডানদিকে বাদিকে সবদিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং তার গাড়িটা যেখানে ছিল সেখান দিয়ে এক কোনায় সরে গিয়ে ফুটপাত দিয়ে দ্রুত হেঁটে গেলেন। পথটা গ্রামের পেছনে, একটা মাঠের মধ্য দিয়ে ঐ গীর্জার চত্বরে চলে গেছে।

টুপেন্স হেঁটে হেঁটে গীর্জার চত্বরে পৌছলেন। তখন সন্ধ্যাবেলায় সূর্য সমগ্র পরিবেশের মধ্যে একটা শান্তি বিকিরণ করছিল। তিনি তার অঙ্গীকার মতো কবরের ওপর থাকা পাথরের ফলকগুলোকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। এরকম করার মধ্যে তার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ তিনি এখানে কোন কিছু আবিস্কার করবার জন্য আসেননি। সত্যি সত্যি তিনি মানবিকতার খাতিরেই এই কাজ করছিলেন। সেই বৃদ্ধ ঐতিহাসিক ভদ্রলোকটি সত্যিই একজন

শ্রদ্ধেয় এবং একজন আপনজনেরই মতো। এবং টুপেনস চেয়েছিলেন যে তিনি অনুভব করবেন যে টুপেন্সের বিবেক আছে। উনি সঙ্গে করে একটি নোটবুক ও পেন্সিল নিয়ে এসেছিলেন যাতে সেখানে যদি কোন ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকে তাহলে সেটা তিনি ঐ ঐতিহাসিক ভদ্রলোকের জন্য নোট করে নেবেন। তিনি মনে মনে ভাবছিলেন তিনি যদি এখানের কোন কবরের কাছে এমন কোন কবরের মালিক দেখতে পান যার মধ্যে একটি শিশুর ভূমিষ্ট হবার সাথে সাথে মৃত্যু হয়েছিল। এখানে বেশীরভাগ কবরের গায়েই অনেক প্রাচীন ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ দেওয়া রয়েছে। এগুলো তেমন আকর্ষনীয় নয়। আবার যথেষ্ট পুরনোও নয় যাতে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। অথবা কোন অল্পবয়সীদেরও কোন মৃত্যুপঞ্জী নেই। বেশীরভাগ কবরই হচ্ছে চমৎকার বৃদ্ধ মানুষদের কবর। তবুও তিনি একটার থেকে আর একটা দেখতে দেখতে এগিয়ে চললেন অর্থাৎ তার কাজটায় লেগে রইলেন। পাথরের ফলকের ওপর ঐ মৃত মানুষদের নাম দেখতে দেখতে তাব মনের পর্দায় তাদের ছক ফুটে উঠছিল। জেন এলউড, জানুয়ারী মাসের ছয় তারিখে তিনি গত হযেছেন, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। উইলিয়ম মার্ল জানুয়ারী মাসের পাঁচ তারিখে গভীর অনুশোচনার কারণে গত হয়েছেন। মেরী ট্রিভস ১৮৩৫ সালে ১৪ই মার্চ পাঁচ বছর বয়সে মারা গিয়েছিল। এগুলো অনেক দিন আগেকার ঘটনা। "শুধুমাত্র তোমার উপস্থিতিই আমাকে এখানে পরিপূর্ণ আনন্দ দিয়েছে," ভাগ্যবতী ছোট্ট মেরী ট্রিভস্।

এখন তিনি প্রায় কবরখানার প্রাচীরের দূর প্রান্তে পৌছে গিয়েছেন। এখানের কবরগুলো উপেক্ষিত এবং তাদের গায়ের ফাটল দিয়ে আগাছা বেরিয়েছে। পরিস্কাব দেখা যাচ্ছে যে কবরখানার এই অংশটা কারুরই তেমন যত্ন নেই। এখানকার বেশীরভাগ পাথরের ফলকগুলোই প্রায় মাটিতে শুয়ে পড়েছে। এখানকার দেওয়াল গুলো ক্ষতিগ্রস্থ, ভাঙা চোরা এবং ইঁট বের করা। মাঝে মাঝেই প্রায় ভাঙন ধরে গেছে।

গীর্জার পেছনে ডানদিকেব অংশে টুপেন্স এগিয়ে গেলেন। ঐ অংশটা বাইরে থেকে দেখা যায়না। এবং কোন সন্দেহই নেই বাচ্চারা এখানে এসে ঐ পাথরগুলো সরিয়ে আরও বেশী গর্ত করে দিয়েছে। টুপেন্স একটা পাথরের ফলকের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। পাথরের ফলকটার ওপরে সব লেখাগুলো নষ্ট হয়ে গেছিল। কিছুই পড়া যাচ্ছিলনা। কিন্তু একটু ঠেলে এটাকে সরাবার চেষ্টা করতেই টুপেন্স দেখতে পেলেন ঐ দিকটায় কতকগুলো মোটা মোটা অক্ষর দেখা যাচ্ছে এবং তার কয়েকটি পড়া যাচ্ছে।

উনি দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং তারপর নিজের তর্জনী দিয়ে অক্ষরগুলি চিহ্নিত করতে লাগলেন। এবং এদিক ওদিক থেকে একটা একটা অক্ষর পেয়ে সাজাতে লাগলেন—...মিলস্টোন ...মিলস্টোন...মিলস্টোন...এবং তার নীচে কোন অপেশাদার হাতের দ্বারা কাটা অংশ।

এখানে লিলি ওয়াটারস শুয়ে আছে।

গভীর উৎকণ্ঠায় টুপেন্সের শ্বাস পড়তে লাগল—উনি খুব সচেতনভাবে বুঝতে পারছিলেন তার পেছনে একটা ছায়া পড়েছে, কিন্তু তিনি আর মাথাটা ঘুরিয়ে পিছন দিকে দেখতে পারার আগেই কে যেন তার মাথার পেছনে আঘাত হানল। এবং তিনি প্রচণ্ড যন্ত্রনায় চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে ঐ কবরের পাথরগুলোর ওপরে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

তৃতীয় খণ্ড হারিয়ে গেলেন এক স্ত্রী

দশম অধ্যায় ❑ একটি সম্মেলন এবং তারপর

মেজর জেনারেল স্যার জোশিয়া পেন, K.M.G., C.B., D.S.O. কথা বলছিলেন বেশ গভীরতার সঙ্গে। 'বেরেসফোর্ড' আপনি কি স্থির করেছেন সমস্ত রোমহর্ষক ঘটনার বিষয়ে।"

টমি তার বন্ধু পুরনো জোশের কথায় উৎসাহিত বোধ করলেন না। একটু আগেই একটি সম্মেলন হয়ে গেছে যেখানে তারা অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু তার ফলাফল সম্বন্ধে তিনি তেমন আশাবাদী হতে পারেননি।

জোশিয়া মন্তব্য করলেন, "অতি ধীরে ধরতে হবে বাঁদর। অনেক কথা শুনবে কিন্তু তুমি কিছু বলবেনা। যদি কেউ মাঝে মাঝে কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন ঐ চারজন দুরাত্মার সম্বন্ধে তাহলে তক্ষুনি দাঁড়িয়ে উঠে গর্জন করতে করতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হ্যাঁ আমি জানিনা কেন আমরা এই বিষয়টার সাথে জড়িয়ে পড়লাম। তবে অন্ততঃ আমার একথা জানা দরকার। আমি জানি আমি কেন এরকম করি। কিছুই করার নেই। আমি যদি এই শো দেখতে না আসতাম তাহলে আমাকে বাড়িতেই থাকতে হতো। তুমি কি জানো সেখানে আমার কি ঘটেছিল। আমাকে সেখানে নানান রকমভাবে অপদস্ত করা হয়েছিল বেরেসফোর্ড। আমার গৃহ রক্ষককেও অপদস্ত করা হয়েছিল। আমি আমার মালীর দ্বারা অপদস্ত হয়েছিলাম। সে একজন বয়স্ক স্কট। এবং সে কখনও আমাকে আমার ফলটাও নিজের হাতে কেটে খেতে দিতনা। তাই আমি এখানে এলাম আমার ভারী শরীরকে অগ্রাহ্য করে। আমি এমনি ভান করলাম যে যেন এই দেশের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে আমি একটা চমৎকার ভূমিকা নিয়েছি। যত সব বাজে কথা।

"তুমি কি বলছ? তুমি কিসের কথা বলছ? তুমি একজন যুবক। কেন তুমি এখানে এসে এভাবে তোমার সময় নষ্ট করছ? কেউই তোমার কথা শুনবে না। এমনকি তুমি যদি কোন মুল্যবান কথাও বলে থাক তবুও কেউ তোমার কথায় কর্ণপাত করবেনা।'

টমি মৃদুভাবে এসব কথা শুনে আমোদ পাবার চেষ্টা করছিল। মেজর জেনারেল জোসিয়া পেনের কথায় তিনি তার আগের জীবনে ফিরে গিয়েছিলেন। তার বন্ধু জেনারেলের বয়স আশি ছাড়িয়ে গেছে। তিনি গভীর ভাবে হাপানির শ্বাস টানছিলেন।

টমি বললেন, 'আপনি যদি এখানে না আসতেন তাহলে কিছুই হতোনা মহাশয়।'

জেনারেল বললেন, 'আমিও তাই মনে করি। এখন আমার দাঁত নেই কিন্তু আমি বুলডগের মতো গর্জন করতে পারি। মিসেস টমি কেমন আছেন? অনেকদিন তাকে দেখিনি।"

টমি জবাব দিলেন, "টুপেন্স ভালো আছেন এবং যথেষ্ট সক্রিয় আছেন।"

"উনি সর্বদাই সক্রিয় মাঝে মাঝে তো তার কাজ দেখে আমার মনে হয় যে তিনি ড্রাগনের মতো শক্তিশালী, আপাত দৃষ্টিতে যাকে অযৌক্তিক এবং উদ্ভট ধারনা বলে মনে হয় সেইসব চিন্তাধারা থেকে তিনি নিজস্ব যুক্তি এবং কাজের দ্বারা সর্বদাই প্রমান করেন, যে সেগুলো মোটেই অযৌক্তিক নয় আমরা এরকম ঘটনা অনেকবার দেখেছি।" জেনারেল জোস অনুমোদনের সুরে বললেন, "চমৎকার মজার ব্যাপার এটা! এই রকম মধ্যবয়সী সতর্ক মহিলাদের আজকাল বড় একটা তুমি দেখতে পাবেনা। সবকিছুর মধ্যেই একটা কারণ থাকে। কারণের ইংরাজী কস (C)।

আজকালকার মেয়েদের কথা যদি ধর'—উনি মাথা নাড়লেন। 'আমি যখন যুবক ছিলাম তখন ওরকম মহিলার দেখা পাইনি। তারা সর্বদাই নিজেদের ছবির মতো সুন্দরী করে রাখবার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতেন। তাদের মলিন ফ্রক, বাহারি টুপি তারা একই সময় পড়ত। তোমার মনে পড়ে? না আমার মনে হয় তখন তুমি স্কুলে ছিলে। তোমাকে তখন কোন বালিকার মুখ দেখবার জন্য বেঞ্চির নীচে ঢুকে যেতে হতো। এটা একটা উন্মাদনাকর ব্যাপার ছিল এবং তারাও এটা জানত। আমার এখন মনে পড়ছে তোমার একজন আণ্ট ছিলেন? অ্যাণ্ট আদা।'

"আন্ট আদা?"

"আমার কাছে সে ছিল সবথেকে সুন্দরী বালিকা। এর আগে এমন কখনও দেখিনি।"

টমি বিস্ময় অনুভব করছিলেন সেটা তিনি অনেক কষ্টে দমন করলেন। আন্ট আদাকে যে কেউ কখনও সুন্দরীতমা ভাবতে পারে এটা তার বিশ্বাসেরও বাইরে। কিন্তু বৃদ্ধ জোস বলেই চলেছেন।

"হ্যাঁ, সে ছবির মতোই সুন্দর ছিল, চঞ্চলও ছিল। আঃ! কি উৎফুল্ল ছিল। সে নিয়মিত আমাকে বিরক্ত করত। আঃ, শেষবার তাকে যখন আমি দেখেছিলাম আমার সে কথা এখনও মনে আছে। আমি তখন একটা চাকরী নিয়ে সবে ভারতে যাব। সেই সময় একদিন এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে সমুদ্র সৈকতের ওপর আমরা একটা পিকনিক করেছিলাম...আমি এবং সে একসঙ্গে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। তারপর একটা পাথরের ওপর বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিলাম।"

টমি গভীর আগ্রহের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়েছিলেন। তার টোল খাওয়া চিবুক, তার টাক মাথা, তার ঐ পাকা চুলের ভ্রু, এবং তার বিরাট ভূঁড়ি। তিনি আন্ট আদার কথা ভাবছিলেন তার এই ঝুলে পড়া গোঁফ নিয়ে তার কথা বলছিলেন। তার মৃদু হাসি তার লালচে ধূসর চুল, তার বিষাদপূর্ণ চোখের দৃষ্টি। উনি ভাবলেন যে সময় সব কিছু বদলে দিতে পারে। তিনি মনের মধ্যে একটা ছবি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছিলেন একজন সুন্দর যুবক অনুরাগী একজন সুন্দরী বালিকাকে নিয়ে চাঁদের আলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তিনি এই ছবিটা মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে অকৃতকার্য হলেন।

সার জোসিয়া পেন এক গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'রোমান্টিক, হ্যাঁ রোমান্টিক, আমি সেই রাত্রেই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু চাকরী নিয়ে যদি তোমাকে বাইরে চলে যেতে হয় তাহলে তুমিও এমন প্রস্তাব করতে পারবেনা। বিয়ে করবার আগে আমাদের পাঁচবছর অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং একটা মেয়েকে পাঁচ বছর আগে বিয়ের কথা বলাটা সময়ের পক্ষে বড় বেশী দীর্ঘ হয়ে যাবে, তুমিতো জানো কেমন করে ঘটনাগুলো ঘটে যায়। আমি তারপর ভারতে চলে গেলাম, তারপর ছুটিতে যখন বাড়ি এলাম তখন অনেকদিন পার হয়ে গেছে। আমরা প্রথম প্রথম পরস্পরকে চিঠি লিখতাম তারপর আস্তে আস্তে সেগুলো একেবারেই কমে গেল। এরকমই সাধারণতঃ হয়ে থাকে। আমি আর তাকে দেখিনি। এবং তুমি জানো কিনা জানিনা আমি কখনই তাকে ভুলতে পারিনি। প্রায়ই তার কথা ভাবতাম। আমার মনে আছে আমি একবছর পরে তাকে একটি চিঠি লিখতে গেছিলাম। আমি আগে যে সমস্ত প্রতিবেশীদের সাথে বাস করতাম শুনেছিলাম সেখানেই সে আছে। আমি ভেবেছিলাম আমি সেখানে যাব এবং তাকে দেখে আসব এবং জিজ্ঞাসা করব আমি তাকে চিঠি পাঠাতে পারি কিনা।

তারপরে আমি নিজের মনের চিন্তা করে দেখলাম যে এরকম বোকামী করাটা ঠিক হবেনা, সে হয়ত এখন অনেক বদলে গেছে।"

"আমি একজন ছোকরার থেকে জেনেছিলাম এই ঘটনার কয়েকবছর বাদে সে বলেছিল যে ঐ মহিলা কুৎসিততম মহিলা যাকে সে আগে কখনও দেখেনি। আমি তার কথা শুনে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না কিন্তু এখন আমার মনে হয় যে আমি পরে আর তাকে দেখিনি বলে আমি ভাগ্যবান। সে এখন কি করছে? সে কি এখনও বেঁচে আছে?"

টমি বললেন, "না। সত্যি কথা বলতে কি তিনি দু'তিন সপ্তাহ আগে মারা গেছেন।"

"তিনি সত্যি মারা গেছেন, সত্যি মারা গেছেন। হ্যা আমিও তাই ভাবি এতদিনে হয়ত তিনি— যদি উনি এখন বেঁচে থাকতেন তাহলে তায় বয়স কত হত— পঁচাত্তর অথবা ছিয়াত্তর অথবা তার থেকে একটু বেশী হতে পারে।'

টমি বললেন, "ওনার বয়স ছিল আশি।"

"একবার কল্পনা করত সেই কালো চুলের ছটফটে আদা। সে কোথায় মারা গেছে? সে কি কোন নার্সিং হোমে ছিল? অথবা সে কি তার কোন সঙ্গীর সঙ্গে বাস করত? অথবা সে হয়ত কখনও বিয়েই করেনি, করেছিল কি?"

টমি বললেন, "না তিনি কখনও বিয়ে করেননি। বৃদ্ধা মহিলাদের একটি হোমে তিনি ছিলেন। বেশ ভালো হোম। হোমটার নাম হচ্ছে সানি রিজ।

"হ্যাঁ আমিও সানি রিজের কথা শুনেছি। আমার বোনের একজন পরিচিত সেখানে ছিলেন। কি যেন তার নাম? মিসেস কার্সটেয়াস? তোমার কি কখনও ওরকম কারুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

"না আমার ওখানে ওরকম কারোর সঙ্গে দেখা হয়নি। ওখানে যারা যায় তারা কেবল নিজস্ব আত্মীয়ের সাথে দেখা করতেই যায়।"

"এটাও একটা কঠিন কাজ। কারণ ঐ আত্মীয়ের সঙ্গে কি যে কথা বলবে তা ঠিক করতেই পারেন না।"

টমি বললেন, 'আন্ট আদা বিশেষ করেই তিনি একটু অন্য রকমের ছিলেন। তার সাথে কথা বলা সত্যিই কষ্টকর ছিল কারণ তিনি একটু অদ্ভুত ধরণের মহিলা ছিলেন।'

জেনারেল শব্দ করে হাসছিলেন। 'সে হবে। ছোট থেকেই সে নিয়মিত শয়তানি করত।' উনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'বৃদ্ধ হয়েও সেইরকম শয়তানি করার স্বভাবটা তার থেকে যায়। আমার এক বোনের বন্ধু নানারকম প্রাচীণ সব চিন্তা ভাবনার জট পাকিয়ে কল্পনা করত। সে বলত সে নাকি কাউকে খুন করেছিল।'

টমি বললেন 'কি বলছ, সত্যিই কি সে খুন করেছিল?'

মেজর এই ধারণাটা সম্বন্ধে একটু চিন্তা করে বললেন, 'আমি তা মনে করি না। কেউই তা ভাবতো না। তবে মনে হয় সে করলেও করতে পারে। তুমি যদি এই ধরণের কথা হাসতে হাসতে বলতে থাকো কেউই তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। করবে কি? সবাই ভাববে এটা একটা আমোদের ব্যাপার। নয় কি?'

'সে কাকে খুন করার কথা বলত?'

'আমি যদি জানতাম তাহলে তো ভালই হতো। সম্ভবত তার স্বামী হবে। জানিনা সে কার কথা বলছিল। সে তার কে ছিল? আপনাদের সঙ্গে যখন তার প্রথম দেখা হয় তখন সে বিধবা ছিল। ভালো কথা।'

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আন্ট আদার কথা শুনে খুব দুঃখিত হলাম। খবরের কাগজে এই খবরটা দেখিনি। যদি আমি জানতাম তাহলে তার জন্য ফুল অথবা অন্য কিছু পাঠাতাম। গোলাপফুলের তোড়া বা ঐ জাতীয় কিছু। সন্ধ্যেবেলা মেয়েরা পোষাকে ওরকম ফুল লাগাতেই পছন্দ করে। সন্ধ্যেবেলার পোশাকে কাঁধের ওপর গোলাপের একটা কুঁড়ি চমৎকার দেখায়। আমার মনে আছে আদা একটা সান্ধ্য পোষাক ব্যবহার করত। নেভু ব্লু পোষাকের সাথে গোলাপি গোলাপের কুঁড়ি ব্যবহার করত। সে আমাকে একবার ওরকম একটা কুঁড়ি দিয়েছিল। যদিও সেগুলো আসল নয়। কৃত্রিম ছিল। আমি অনেক বছর ধরে সেটা রেখে দিয়েছিলাম।' তারপর হঠাৎ জেনারেল টমির চোখে চোখ রেখে বললেন, "আমি জানি আমার এসব কথা শুনে তোমার হাসি পাচ্ছে তাই না। কিন্তু আমি তোমায় বলছি তুমি যখন আমার মতো বুড়ো হবে তখন তুমিও আমারমত আবেগপ্রবন হয়ে যাবে। যাই হোক আমার এখন ওঠাই ভালো এবং ঐ হাস্যকর শো-টার শেষটা দেখে বাড়ি যাওয়াই ভালো। তুমি বাড়ি ফিরে গিয়ে মিসেস টমিকে আমার শ্রদ্ধা জানাবে।"

পরের দিন ট্রেনে বসে টমি ঐ আগের দিনের আলোচনার কথাগুলো ভাবছিলেন এবং নিজের মনেই মৃদু মৃদু হাসছিলেন। এবং ঐ সন্দিগ্ধ চিত্ত খিটখিটে মেজাজের আন্ট এবং মেজর জেনারেলের প্রণয়ের চিত্রগুলো কল্পনা করার চেষ্টা করছিলেন।

"আমি টুপেন্সকে অবশ্যই এই কথাগুলো বলব এবং সে নিশ্চয় হাসবে। আচ্ছা আমি তো এখন দূরে আছি, এখন টুপেন্স কি করছে?' উনি নিজের মনেই হাসলেন।

অভ্যর্থনার উজ্জ্বল হাসি হেসে বিশ্বাসী এ্যালবার্ট দরজা খুলে দিল।

'আপনাকে দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে স্যার।'

টমি অ্যালবার্টের হাতে সুটকেশটা তুলে দিয়ে বললেন,'আমিও বাড়ি ফিরে খুব আনন্দ পেয়েছি। মিসেস বেরেসফোর্ড কোথায়?'

'এখনও ফেরেননি স্যার।'

'তুমি বলছ তিনি দূরে কোথাও গেছেন?'

'তিন চার দিন হলো তিনি গেছেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন আজ রাতেই ফিরে এসে ডিনার খাবেন। গতকাল তিনি ফোন করে একথা বলেছিলেন।'

'তিনি কোথায় আছেন অ্যালবার্ট।'

'আমি বলতে পারবনা স্যার। উনি গাড়ি নিয়ে গেছেন এবং সঙ্গে অসংখ্য রেলওয়ের গাইড নিয়ে গেছেন। আপনি যেরকম বললেন আমার মনে হয় উনি যেকোন জায়গাতেই থাকতে পারেন।'

টমি তার কথার সত্যতা অনুভব করে বললেন,'তুমি ঠিকই বলেছ। জন ও গ্রোটস অথবা ল্যাণ্ডস এণ্ড এবং সম্ভবত লিটল দিথারের সঙ্গে রাস্তার যে যোগাযোগ সেটা হয়ত তিনি হারিয়ে

ফেলেছেন। ফেরার পথে একটা জলাভূমি পড়বে। ভগবানের আশীর্বাদে ওখান দিয়ে ব্রিটিশ রেলপথ গেছে। তুমি বলছ সে গতকাল ফোন করেছিল? সে কি বলেছিল সে কোথা থেকে ফোন করছে?'

'উনি বলেননি।'

'গতকাল সকালে লাঞ্চের আগে বলেছিলেন সবকিছু ঠিক আছে। কোন সময়ে বাড়ি ফিরবেন সেটা তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। তবে তিনি ডিনারের আগেই ভালোভাবে ফিরে আসবেন। তিনি চিকেন খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আপনি কি বলেন তিনি ভাল আছেন স্যার।'

টমি বললেন 'হ্যাঁ। কিন্তু এখন তো ফিরে আসার সময় হয়েছে।' অ্যালবার্ট বললো, 'আমি চিকেন তৈরী করে রাখবো।'

টমি বললেন, 'ঠিক আছে লেজ টেনে মুরগীটা ধর। তুমি কেমন আছো অ্যালবার্ট? ভালো তো সব বাড়িতে?'

'সবাই ভালো আছে কিন্তু একটু হাম হচ্ছে। ডাক্তার বলেছেন ও কিছু না, সামান্য।'

টমি বললেন, 'ভালো।' এই বলে তিনি ওপরে উঠে গেলেন শিষ দিতে দিতে। তারপর তিনি বাথরুমে গেলেন, দাড়ি কামালেন ও হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেন। তারপর বাথরুম থেকে বেরিয়ে শয়নকক্ষে এসে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। যখন ঘরের মালকিন বাইরে থাকেন তখন ঘরগুলো কেমন অদ্ভুত ফাঁকা লাগে—তিনি কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাই দেখছিলেন। ঐ ঘরের আবহাওয়াটা কেমন ঠাণ্ডা ও অস্বস্তিজনক লাগছিলো। মনে হচ্ছিল ঘরটা বন্ধুহীন। প্রতিটি জিনিষই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ফিটফাট ছিলো। মালিকের অভাবে একটা বিশ্বাসী কুকুর যেমন হতাশা অনুভব করে টমিও তেমন অনুভব করছিলেন। চারিদিকে তাকিয়ে তার মনে হল টুপেন্স কখনই যেন এখানে ছিলোনা, ঘরের কোথাও গুঁড়ো পাউডার ছড়িয়ে নেই, বইয়ের পাতা খোলা নেই সব যেন অতিরিক্ত গোছানো।

'স্যার'—অ্যালবার্ট দরজায় দাঁড়িয়ে বলল।

'কি খবর বলো?'

'আমি চিকেনের ব্যাপারে একটু চিন্তিত আছি।'

টমি বললেন, 'রাখোতো তোমার চিকেন ওটা যেন তোমার স্নায়ুর মধ্যে ঢুকে গেছে।'

'আমি আগেই ওটা বানিয়ে রেখেছিলাম। কারণ আপনি আর মিসেস তো আটটার পরে আর কখনো খেতে বসবেন না।'

টমি বললেন, 'আমিও সেরকমই চিন্তা করছি, হায় ভগবান। এখন ন'টা বাজতে প্রায় পাচ মিনিট বাকী।' এই বলে তিনি ঘরের দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ স্যার। আমি চিকনেটা——'

টমি বললেন, 'ওঃ! তুমি এবং আমি ওভেন থেকে নামানো গরম চিকেনটা খেতে বসবো। টুপেন্স ডিনারের আগে ভালোয় ভালোয় নিশ্চই ফিরে আসবে। তখন তাকে গরম গরম সার্ভ করা যাবে।'

'কিছু কিছু লোক আছেন যারা দেরীতে ডিনার খান। আমি একবার স্পেনে গেছিলাম। বিশ্বাস

করুন সেখানে রাত দশটার আগে কোন মিল দেওয়া হয় না। রাত দশটা। শুনেছেন? চিন্তা করুন একবার।' অ্যালবার্ট বললো।

টমি একটু অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, 'হ্যাঁ। ভালো কথা। কিন্তু তোমার কি কোন ধারণাতেই আসছে না সে সারাক্ষণ কোথায় আছে?'

'আপনি কি মিসির (মিসেসের) কথা বলছেন? আমি জানিনা স্যার। আমি এটুকুই বলতে পারি তিনি খুব দ্রুত বেরিয়ে গেছিলেন। আমার যতদূর মনে হয় তিনি ট্রেনে করে যাবেন। তিনি সবসময় টাইম টেবিল এবং এ.বি.সির ম্যাপটা দেখতেন।'

টমি বললেন, 'ভালো কথা। এসো। এখন আমরা দেখি নিজেদের কিভাবে একটু আনন্দে রাখতে পারি। তোমার কথানুযায়ী মনে হচ্ছে সে রেলপথে যাত্রা করেছে। তাহলে সে এখন কোথায় আছে, সে কি একই রকম ভাবেই আছে? তাহলে কি সে মহিলাদের ওয়েটিংরুমে বসে আছে লিটিল দিথারের মার্সের অঞ্চলে? কে জানে আছে কি নেই?'

অ্যালবার্ট বললো, 'উনি জানতেন আপনি আজকে বাড়ি ফিরবেন। তাই না স্যার? আপনি নিশ্চিত থাকুন, যখনই হোক উনি আজই বাড়ি ফিরবেন।'

টমি অনুভব করলেন তাকে যেন কেউ রাজকীয় সন্মান প্রদান করলো। উনি এবং অ্যালবার্ট পরস্পরের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত যাতে উনি টুপেন্স সম্বন্ধে তার বক্তব্যগুলি প্রকাশ করতে পারছেন। তার মনে হচ্ছিল টুপেন্স রেলপথে ফিরে আসছেন। কিন্তু পথে নিশ্চয়ই গণ্ডগোলের জন্য তার দেরী হচ্ছে।

অ্যালবার্ট ওভেন থেকে চিকেন বার করে তাতে ক্রীম মাখিয়ে আনার জন্য চলে গেলো। টমি তাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ কি ভেবে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং ম্যান্টেলপিসের দিকে তাকালেন। ধীরে ধীরে ওটার কাছে গেলেন এবং ওখানকার ছবিটার দিকে তাকালেন, এটা খুব মজার ব্যাপার সে যে বলেছিলে, এই ছবিটার মতো হুবহু একটা বাড়ি কোন এক বিশেষ জায়গায় আছে টমি নিশ্চিতভাবে অনুভব করলেন, এরকম বাড়ি তিনি দেখেননি। যাইহোক এই বাড়িটা একটা সাধারণ বাড়ির মতোই। এরকম বাড়ি প্রচুর দেখা যায়।

তিনি যতদূর সম্ভব ছবিটার দিকে এগিয়ে গেলেন কিন্তু ভালো করে ছবির দৃশ্যটা দেখতে পেলেন না। তাই হুক থেকে সেটা নামিয়ে ইলেকট্রিক ল্যাম্পের সামনে নিয়ে এলেন। একটা শান্ত সুদৃশ্য বাড়ির ছবি; ছবিতে শিল্পীর সই করা রয়েছে। নামটা 'বি' অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে, যদিও নামটা কি তা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে না। বসওয়ার্থ? —বুচিয়ার— উনি একটা আতশ কাচ নিয়ে লেখাটা ভালোভাবে দেখতে লাগলেন। ইতিমধ্যে হলঘর থেকে মাকড়শার মতো সুগন্ধীযুক্ত ধোঁয়া বেরিয়ে এল। অ্যালবার্ট ওই সুন্দর চিকেনটা নিয়ে এগিয়ে আসছে। ডিনার সার্ভ করা হল। টমি ডাইনিং রুমে গেলেন, এটা তার কাছে অদ্ভুত মনে হল যে টুপেন্স তার সঙ্গে খেতে বসেনি। যদি তার গাড়ী পাংচারও হয়ে থাকে— তাহলেও আশ্চর্যের ব্যাপার হল সে ফোন করে তাকে দেরী হওয়ার কারণ জানায়নি।

টমি আপন মনেই বললেন, 'সে তো জানে যে আমি চিন্তা করবো। টুপেন্সের জন্য আগে কখনো তাকে এমন চিন্তা করতে হয়নি। কারণ টুপেন্স সর্বদাই কাজে, কথায় ও সময়ে খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু অ্যালবার্ট তার এই চিন্তাটাকে অন্যপথে নিয়ে যেতে চাইলো। সে মন্তব্য

করলো—'আমি আশা করছি ওনার কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। একটু বিষন্নভাবে সে তার মাথাটা নাড়িয়ে টমিকে এক ডিস বাঁধাকপির কারী এগিয়ে দিল।

টমি বললেন, 'এটা সরিয়ে নাও। তুমি তো জনো আমি বাঁধাকপি পছন্দ করি না কেন ওর দুর্ঘটনা হবে। কেন? এখন তো সবে সাড়ে নটা বাজে।'

অ্যালবার্ট বললো, 'রাস্তায় খুন হওয়া এখন জলভাত হয়ে গেছে। যে কোন লোকেরই রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল অ্যালবার্ট বললো, 'এটা নিশ্চই তার ফোন', সে তাড়াতাড়ি করে বাঁধাকপির ডিসটা সাইডবোর্ডে রেখে ফোন ধরতে গেল। টমি তাড়াতাড়ি অ্যালবার্টকে অনুসরণ করলেন। টমি বলছিলেন 'দাঁড়াও দাঁড়াও আসছি, আমিই ধরছি।' কিন্তু ততক্ষণে অ্যালবার্ট কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। 'হ্যাঁ হ্যাঁ! স্যার মিঃ বেরেসফোর্ড বাড়িতেই আছেন। এই তো তিনি এখন এখানে।' সে টমির দিকে মাথা ঘুরিয়ে বললো, 'ডক্টর ম্যুরে আপনাকে ডাকছে স্যার।'

'ডক্টর ম্যুরে?' টমি একমুহূর্ত চিন্তা করলেন। এই নামটা চেনা লাগছে কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি মনে করতে পারছেন না ডঃ ম্যুরে কে। যদি টুপেন্সের কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে——কিন্তু সেই মুহূর্তে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন তিনি কারণ সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ে গেলো ডঃ ম্যুরে সানি রিজের বৃদ্ধা মহিলাদের দেখাশুনা করে থাকেন। আন্ট আদার অন্তেষ্টিক্রিয়া হয়ে যাবার পরে ঐ ব্যাপারে তার সাথে হয়তো কোন দরকার থাকতে পারে। ডাক্তার তার কাজে খুব একনিষ্ঠ। টমি তক্ষুনি ধরে নিলেন যে ডাক্তার তাকে নিশ্চয়ই অন্য কোন প্রশ্ন করবে। হয়তো কোন বিষয় তার সইয়ের প্রয়োজন। অথবা ডক্টর ম্যুরের কোথাও সই করতে হবে।

উনি বললেন, 'হ্যাল্লো আমি বেরেসফোর্ড বলছি।'

'ও ....আপনাকে পেয়ে আমি খুব আনন্দিত। আশাকরি আপনি নিশ্চয়ই আমাকে মনে করতে পারছেন। আপনার আন্ট মিস আদাকে আমি দেখাশুনা করছিলাম।'

'হ্যাঁ। অবশ্যই আপনাকে মনে করতে পারছি। আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?'

'আমি আপনার সাথে কোন এক বিষয়ে কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমি জানি না একটা মিটিং-এর ব্যবস্থা করতে পারি কিনা যেটা এই শহরেই হবে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমিও তাই আশা করি। এটা তো খুব সহজ ব্যাপার। কিন্তু.........কি এমন আমাকে বলতে চাইছেন? যেটা ফোনে বলা যায়না কি?'

'আমিও তাই বলতে চাইছি তবে এটা টেলিফোনে বলা যায় না। তবে কি আপনার এক্ষুণি ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই, আমি এমন ভান করবো না যে এটা খুব জরুরী বিষয়। কিন্তু আমি আপনার সাথে জাস্ট কিছু কথাবার্তা বলতে চাই।'

টমি বললেন, 'কোন কিছু গণ্ডগোল হয়নি তো?' তার মনে বিস্ময় জাগলো; কথার মোড়টা তিনি এভাবে ঘুড়িয়ে নিলেন কেন? সেখানে কি কোন গণ্ডগোলের ব্যাপার ঘটেছে?

'না.....সত্যিই তা নয়। আমি আসলে ছুঁচোর গর্ত থকে একটা পর্বত তৈরী করতে চাইছি। কিন্তু সানি রিজে একটা অদ্ভুত ধরণের উন্নতি শুরু হয়েছে।'

টমি জিজ্ঞাসা করলেন, মিসেস ল্যানকাস্টারের ব্যাপারে কিছু নয়তো?

মনে হল ডাক্তার যেন একটু অবাক হলেন। 'মিসেস ল্যানকাস্টার? ওঃ.....না ......না......সেতো । কিছুদিন আগেই চলে গেছেন। আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা অন্য ব্যাপার। আমি বাড়ির রে ছিলাম, সবে ফিরেছি। আমি কি আগামীকাল সকালে আপনাকে ফোন করতে পারি? ন না হয় দিন স্থির করা যাবে।'

'ঠিক আছে। আমি আপনাকে আমার টেলিফোন নাম্বার দিয়ে দেবো। আমি বেলা ন'টা পর্যন্ত ার সার্জারিতে থাকি।'

টমি ডাইনিং রুমে ফিরে এলে অ্যালবার্ট জিজ্ঞাসা করলো, 'কোন খারাপ খবর?'

টমি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ভগবানের দোহাই, ওরকম কু-ডাক ডেকোনো তো অ্যালবার্ট। এটা কোন খারাপ খবর না।'

'আমি ভাবছিলাম যে হয়তো মিসেসের কিছু.......'

টমি বললেন, 'সে ভালো আছে। সে সর্বদাই তাই থাকে। হয়তো কোন সূত্র পেয়ে বুনো ড়ালের পেছনে ছুটছে——অথবা তুমি তো জানো যে সে কি পছন্দ করে। আমি আর কোন ন্তা করতে যাবোনা। তুমি এটাকে গরম করার জন্য চুল্লীর উপর বসিয়েছিলে তাতে এটা অখাদ্য য় গেছে। আমাকে বরং একটু কফি এনে দাও আমি খেয়ে শুয়ে পড়ি।'

'আগামীকাল হয়তো কোন চিঠি আসবে। চিঠিটা ডাকবিভাগের ভুলবশতঃ দেরীতে আসছে। মি তো জানো আমাদের ডাকবিভাগের অবস্থা কেমন। হয়তো কোন তারবার্তা আসবে নয়তো । আমাকে টেলিফোন করবে।'

পরের দিন কোন চিঠি, টেলিফোন বা তার কিছুই এলো না।

অ্যালবার্ট টমির দিকে চোখ রেখেছিলো। কয়েকবার মুখ খুলতে গিয়েও সংযত হয়েছে। ? ভেবেছিলো কোন বিষাদ-জনক কথা বললে তার মালিক অনুমোদন করবেন না।

অবশেষে টমির তার প্রতি করুণা হলো। উনি টোস্টের শেষ অংশটুকু, মার্মালেডের শেষটুকু ফির সঙ্গে গিলে ফেললেন। তারপর বললেন— "ঠিক আছে এ্যালবার্ট আমি প্রথমেই জানতে ই সে কোথায় আছে। তার কি হয়েছে বা কি ঘটেছে এবং এই বিষয়ে আমরা কি করতে ারি?"

"পুলিশে যেতে পারি স্যার?"

টমি থামালেন। "দ্যাখো আমি কিন্তু নিশ্চিত নই।"

"যদি তার কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে? —"

"সে তার সঙ্গে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও সনাক্ত করার মতো প্রচুর কাগজপত্র নিয়ে গেছে। াসপাতাল এইসব কাগজপত্র পেলে খুব তাড়াতাড়ি রিপোর্ট করবে এবং তাদের আত্মীয়দের সাথে যাগাযোগ করবে। আমি পুলিশে যেতে চাইনা। সে এটা পছন্দ নাও করতে পারে। তোমার কোন ধারণা নেই—কোন ধারনা নেই এ্যালবার্ট, সে কোথায় যাচ্ছিলো? সে কি কিছুই বলে ায়নি? কোন বিশেষ স্থানের নাম বা গ্রামের নাম? কোন কিছুর নামই কি উল্লেখ করেনি?'

এ্যালবার্ট মাথা নাড়লো। "আচ্ছা গতকাল ফোন করার সময় তার অনুভূতি কেমন ছিলো? খুশী খুশী? —উত্তেজিত? না অসুখী?'

এ্যালবার্ট তক্ষুনি জবাব দিলো। "বেশ খুশী ছিলেন মনে হচ্ছিলো ; খুশীতে যেন ফেটে

পড়ছেন।"

টমি বললেন, "একটা ছেড়ে দেওয়া কুকুর যেমন প্রচন্ড খুশী হয় তেমন। যেমন একটা শিকারী কুকুর শিকারের সন্ধান পেলে খুশী হয় তেমন।

"ঠিক বলছেন স্যার —আপনি তো জানেন উনি কেমন করে খুঁজে পান—"

"কিছু একটা খুঁজে পান—এখন আমার অবাক লাগছে—।

কিছু একটা চিন্তা করে টমি থেমে গেলেন।

কিছু একটা ঘটে গেছে। এইমাত্র উনি যে এ্যালবার্টকে বললেন সে-রকম, টুপেন্স টেরিয়ারদের মতো কোন গন্ধ পেলেই সেদিকে ছুটে যায়। গত পরশুদিন সে ফোন করে জানিয়েছিল সে ফিরে আসছে। সে এখনও কেন ফিরলোনা? টমি ভাবলেন হয়তো এই মুহূর্তে সে কোথাও কারো বসবার ঘরে বসে লোকদের সঙ্গে মিথ্যে গল্প ফেঁদে যাচ্ছে। এখন সে আর অন্য কিছু ভাবতেই পারছে না।

যদি সে কোনকিছু সূত্র পেয়ে সেটাকে অনুসরণ করে, যদি সে কোথাও গিয়ে থাকে তাহলে অত্যন্ত বিরক্ত হবে একথা জেনে যে টমি তার স্ত্রী নিখোঁজ হয়ে গেছে ভেবে পুলিশে খবর দিয়েছে। উনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন টুপেন্স যেন তাকে বলছে, 'এরকম কাজ করার মতো তুমি এমন নির্বোধ হলে কি করে। আমি নিজেকে যথেষ্ট দেখাশোনা করতে পারি। এতদিনে তোমার সেটা জানা উচিত।' কিন্তু সত্যিই কি সে নিজেকে দেখতে পেরেছিলো?

কেউ নিশ্চিত হতে পারবে না যে টুপেন্সের কল্পনা তাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। তবে কি সে কোন বিপদে পড়েছে? তা মনে হয় না। কারণ তার যে কাজ সেটা অনেকটাই বিপদের থেকে দূরে, তাছাড়া সেকরম কোন প্রমানও পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র টুপেন্সের কল্পনা যদি তাকে কোন পূর্বাভাষ দিয়ে থাকে।

যদি উনি পুলিশের কাছে যান ও বলেন তার স্ত্রী বাড়ি ফিরবেন বলে ফেরেননি——তাহলে পুলিশ প্রথমে ওখানেই বসে থাকবে, এবং সে কৌশল করে তার না আসার সাম্ভাব্য কারণগুলি খুঁচিয়ে জেনে নেবে। তারপর তাদের ধারণাকে কার্যকরী রূপ দেবার জন্য কৌশলে জিজ্ঞাসা করবে তার সাথে কি তার কোন সঙ্গী গেছিলো।

টমি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি নিজেই তাকে খুঁজে বার করবেন। 'সে কোথায় আছে সে কি উত্তরে, দক্ষিনে, পূর্বে অথবা পশ্চিম দিকে আছে, সে সর্ম্পকে আমার কোন ধারণা নেই——এবং সে যখন ফোন করেছিলো তখন সে কোথায় আছে, একথা না জানিয়ে একটা নির্বোধ কোকিলের মতো কাজ করেছে।' এ্যালবার্ট বললো, 'কোন দল তাকে ধরেছে।'

'ওঃ তুমি তোমার যেমন বয়স সেরকম কথা বলো এ্যালবার্ট। এ ধরণের কথা বলায় বয়স তুমি অনেক আগে ফেলে এসেছো।'

'আপনি তাহলে কি করতে চলেছেন স্যার?'

টমি বললেন, 'আমি লন্ডনে যাচ্ছি।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, 'প্রথমে আমি লাঞ্চ খেতে আমার ক্লাবে যাবো তারপর ডক্টর ম্যুরের সাথে কিছু আলোচনা করবো, উনি গতরাতে আমাকে ফোন করেছিলেন। আমার সদ্য প্রয়াতা আন্টের সম্বন্ধে তার কিছু আলোচনা করার আছে। হয়তো আমি তার কাছ থেকে কোন দরকারী তথ্য পেতে পারি। আমার সমস্ত কাজকর্ম সানি

রিজ থেকেই শুরু হবে। আমাদের শয়নকক্ষে ম্যান্টেলপিসের সে ছবিটা ঝুলছে আমি সেটাও সাথে করে নিয়ে যাব।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন আপনি এটাকে নিয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাবেন।'

টমি বললেন, 'না। আমি এটাকে বণ্ড স্ট্রীটে নিয়ে যাবো।'

একাদশ অধ্যায় ☐ বণ্ড স্ট্রীট এবং ডাক্তার ম্যুরে

টমি একটা ট্যাক্সি থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে গাড়ির ভেতরে হেলান দিয়ে অগোছলো ভাবে প্যাক করা একটা পার্শেল বের করে আনলেন। ওটা দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো যে ওটা একটা ছবি। উনি সেটাকে বগলের নীচে নিয়ে নিউ অ্যাথেনেয়ান গ্যালারীতে প্রবেশ করলেন। এটা লন্ডনের মধ্যে সবথেকে বড় ও প্রাচীণ গ্যালারী যেখানে প্রাচীন যুগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছবি ও নিদর্শন আছে।

টমি শিল্পের বিষয়ে কোন পৃষ্ঠপোষক নন তবু ওইখানে যাবার কারণ হলো একসময়ে নিউ অ্যাথেনিয়ানে তার এক সাহায্যকারী বন্ধু ছিলো। একজন সুন্দর চুলের যুবাপুরুষ কাজ ফেলে সামনে এগিয়ে এলেন। টমিকে চিনতে পেরে তার মুখ মৃদু হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

উনি বললেন, 'হ্যালো টমি। আমি অনেকদিন তোমাকে দেখিনি। তোমার বগলের তলায় ওটা কি? আমাকে যেন বোলনা যে তুমি তোমার বৃদ্ধ বয়সের ছবি আকার জন্য ওটা নিয়ে যাচ্ছো। প্রচুর লোক এরকম করে থাকে। কিন্তু এর ফল সাধারণতঃ নৈরাশ্যজনক।'

টমি বললেন, 'সৃষ্টি মূলক শিল্প কখনো আমার সহ্য হয়েছিলো কিনা সন্দেহ আছে। যদিও আমি এটা নিশ্চয় স্বীকার করবো যে একদিন একটা ছোট্ট বইতে একটা পাঁচ বছরের শিশু একটা সহজতম পদ্ধতিতে কি করে জলরঙের ছবি আঁকা শিখেছিলো সেটা দেখে আমি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করেছিলাম।'

'যদি তোমার এরকম হয়ে থাকে তাহলে বলবো ভগবান আমাদের সাহয্য করবেন।'

'সত্যি কথা বলতে কি রবার্ট ছবি সম্বন্ধে তোমার যে দক্ষতা সে ব্যাপারে আমাকে কিছু জানাবার জন্য আবেদন রাখছি। আমি এ ব্যাপারে তোমার মতামত চাইছি ছবিটা সম্পর্কে।'

রবার্ট টমির কাছ থেকে ছবিটা বেশ আগ্রহের সঙ্গে নিলেন। দক্ষতার সঙ্গে ছবির মোড়কটা খুলে ফেললেন। তিনি এরকম বিভিন্ন সাইজের ছবি ও শিল্পবস্তুর পার্শেল খুলতে অভ্যস্ত ছিলেন। ছবিটা একটা চেয়ারে রাখলেন, দেখবার জন্য একটা বিশেষ ভঙ্গীতে উঁকি দিলেন। তারপর ৫/৬টা সিঁড়ি দূরে চলে গেলেন। এরপর তিনি চোখ বড় বড় করে টমির দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, 'কি ব্যাপার তুমি কি জানতে চাও? তুমি কি এটাকে বিক্রী করতে চাও?'

টমি বললেন, 'না। আমি এটাকে বিক্রী করতে চাই না রবার্ট। আমি এই ছবিটা সম্পর্কে জানতে চাই। আমি জানতে চাই কে এই ছবিটা এঁকেছিলেন।'

রবার্ট বললেন, 'প্রকৃতপক্ষে তুমি যদি এটাকে বিক্রী করতে চাইতে তবে এটা বর্তমান যুগে যথেষ্ট বিক্রয়যোগ্য হত। এটা দশ বছরের আগেকার ছবি তো হবেই। বস্কওয়ানের এই চিত্রকলাগুলো চিত্র জগতের ফ্যাশানে আবার ফিরে আসছে।'

'বস্কওয়ান?' টমি তার দিকে কেমন অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালেন।

'তবে কি এটা সেই শিল্পীর নাম? আমি দেখেছিলাম ও ছবিটার মধ্যে যে নাম সই করা ছিলো সেটা যেন 'বি' অক্ষর দিয়েই শুরু হয়েছিলে তবে সেটা ঠিক কি তা পড়তে পারিনি।'

অবশ্যই এটা বস্কওয়ান। ২৫ বছর আগে উনি খুব জনপ্রিয় চিত্রকর ছিলেন। তিনি অনেকগুলি প্রদর্শণী করেছিলেন এবং সেখানে তার অনেকগুলি ছবি বেশ চড়া দামে বিক্রী হয়েছিলো। লোকেরা তার ছবি কিনতে আগ্রহী ছিলো। তিনি খুব ভালো ও দক্ষ চিত্রকর ছিলেন। তারপর সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে উনি ফ্যাশান জগত থেকে সরে গেলেন। পরে তার ছবির চাহিদা খুব কমে গেলো। কিন্তু সম্প্রতি সেগুলি আবার ফিরে এসেছে। ছবিগুলির চাহিদা দেখা দিয়েছে। স্টিচওয়ার্ট, ফর্টেডলা এবং তার ছবিই এখন আসছে।

টমি আবার বললেন, 'বস্কওয়ান'।

রবার্ট একটু সুর করে যেন বললেন 'ব—স্ক—ওয়া—ন।'

'উনি কি এখনও ছবি আঁকেন?'

'না তিনি মৃত। কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। যখন মারা গেলেন তখন তিনি ৬৫ বছরের বৃদ্ধ। তিনি নৈসর্গ বিষয়ক চিত্রকর ছিলেন। ওই বিষয়ের ওপর তাঁর অনেক ক্যানভাস ছিলো। আমরা ভাবছি যে তার ছবিগুলো নিয়ে আমরা একটা প্রদর্শণী করবো এবং সেটা ৪/৫ মাস ধরে চলবে। আমার মনে হয় এটা আমাদের ভালোভাবেই করা উচিত। তুমি তার সম্বন্ধে এত আগ্রহী কেন?'

টমি বললেন, 'তোমাকে বলবো। সে খুব বড়ো কাহিনী। এই কদিনের মধ্যেই আমি তোমাকে একদিন আমার সাথে লাঞ্চ খেতে বাইরে যেতে বলবো এবং তখন তোমাকে গোড়া থেকে সব বলবো। এটা একটা দীর্ঘ জটিল এবং একটা অসার গল্প বলতে পারো। আমি যা জানতে চাই তা হল বস্কওয়ান সম্বন্ধে সব জানা, যদি কোনক্রমে তুমি সুযোগ পাও ছবির এই বাড়িটা কোথায় তা হলে তা আমাকে জানাবে।'

'আমি এই মুহূর্তে তোমাকে এটা বলতে পরছি না। উনি যে ধরনের ছবি আঁকতেন এটা তারই মধ্যে একটা নির্জন জায়গায়, ছোট ছোট গ্রামের বাড়ী তার ছবি আঁকার স্পটের মধ্যে ছিলো। মাঝে মাঝে উনি খামারবাড়ি অথবা কখনো তার ছবিতে নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে আঁকা ফসল-ভর্তি গরুর গাড়ির ছবিও দেখা যেত। শান্ত গ্রাম্য দৃশ্যের ছবি আঁকতেই উনি পছন্দ করতেন। কোন স্কেচ অথবা কোন জটিল ধরণের ছবি উনি আঁকেননি। মাঝে মাঝে তার ছবির তলদেশটা দেখে মনে হত এনামেল করা। এটা একটা অদ্ভুত কায়দা এবং লোকে এটা পছন্দ করতো। তিনি যে সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকেছিলেন তার বেশীর ভাগই ছিলো ফ্রান্স, নর্ম্যাণ্ডির গীর্জার সম্বন্ধে। এখানে তার একটা ছবি আছে। একটু অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে দেখাবার জন্য নিয়ে আসছি।'

সে সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে চলে গেল এবং চিৎকার করে কাউকে নীচে আসতে বললো। তক্ষুনি সে একটা ক্যানভাস হাতে নিয়ে চলে এলো এবং সেটাকে আরেকটা চেয়ারে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলো।

সে বললো, 'এই দ্যাখো এটা নর্মাণ্ডির গীর্জা।'

টমি বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক এরকমই একটা জিনিষ আমি দেখেছি। আমার স্ত্রী বলে; যে ছবিটা

আমি তোমাকে দেখাতে এনেছি সেই বাড়িটাতে কেউ থাকে না। এখন আমি বুঝতে পারছি সে কি বলতে চেয়েছিলো। আমি দেখতে পাচ্ছি এই গীর্জায় কাজ করার জন্য কেউ কখনো আসতো বা আসবে কিনা।'.

'মনে হচ্ছে হয়তো তোমার স্ত্রী কিছু একটা পেয়েছে, শান্ত, নির্জন, শান্তিপূর্ণ যেখানে কেউই বাস করে না। এই শিল্পী তার ছবিতে সাধারণত মানুষ আঁকতেন না। কখনো কখনো তার ছবির মধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝেকয়েকটা ফিগার দেখা যেত কিন্তু অধিকাংশ ছবিতেই সেটা অনুপস্থিত ছিলো। আমার মনে হয় লোকেদের আনন্দ দেবার জন্যই সে ওরকম ছবি আঁকতো, এটা এক ধরনের নিঃসঙ্গতার অনুভূতি। এটা এমন ছিলো যে সে যেন সমস্ত মনুষ্য জাতিকেই তার ছবি থেকে সরিয়ে দিয়েছিলো। তার হয়তো মনে হতো লোকজন ছাড়াই গ্রাম্য পরিবেশের শান্তিটা পূর্ণ বজায় থাকবে। একবার এই বিষয়ে চিন্তা করে দ্যাখো। হতে পারে, এটাই হয়তো তার সাধারন রুচি ছিলো যা তার ছবির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠতো। আজকাল আমরা অতিরিক্ত লোক, অতিরিক্ত গাড়ী, রাস্তায় অতিরিক্ত গোলমাল, মানুষের অতিরিক্ত কোলাহলমুখর শব্দ—এগুলো আমাদের শান্তি নষ্ট করছে। শান্তি, যথার্থ শান্তি প্রকৃতির কাছেই আছে।'

"ঠিকই বলেছো। এ-বিষয়ে আমার আব অবাক হওয়া উচিত নয়। তিনি কি ধরনের মানুষ ছিলেন?"

"আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম না। সে তো আমার সময়ের অনেক আগেকার লোক। আমি অনেক কিছু নিয়েই নিজেকে খুশী রাখি। আমার মনে হয় তিনি যেরকম শিল্পী ছিলেন উনি তার চাইতেও বেশী দক্ষ ছিলেন তিনি সবসময় নিজেকে একটু সরিয়ে রাখতেন। তিনি ছিলেন সুপুরুষ দয়ালু ও আকর্ষনীয়। মেয়েদের প্রতি তাব নজর ছিলো।'

"কিন্তু তোমার কি বিশেষ শান্তিপূর্ণ গ্রামের ওই ছবিটা সম্বন্ধে কোন ধারনা নেই? আমার মনে হচ্ছে ওটা ইংলন্ডে হবে।"

"হ্যাঁ আমারও তাই মনে করা উচিত। এই অনুসন্ধানের কাজে তুমি কি আমায় চাও?"

"তুমি পারবে?"

"সম্ভবত সব থেকে ভালো জিনিষ হবে তার বিধবা স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা। তিনি এম্মা উইং-কে বিবাহ করেছিলেন। তিনি স্বনামধন্যা ভাস্কর ছিলেন। খুব একটা বেশী কাজ তিনি করেননি কিন্তু যে কটা কাজ করেছিলেন তা খুব সক্রিয় ও ফলপ্রসূ ছিলো। উনি এখন হাম্পস্টেডে থাকেন। আমি তোমাকে তার ঠিকানাটা দিতে পারি। আমরা তার সঙ্গে চিঠিপত্র বিনিময় করছি। তার স্বামীর প্রদর্শনীর বিষয়ে তার কাছে জিজ্ঞাস্য-বিষয় জেনে নিচ্ছি। আমরা তার কাছ থেকে প্রদর্শনীর জন্য তার নিজের হাতে তৈরী ভাস্কর্যের নিদর্শন পাচ্ছি। আমি তোমার জন্য তার ঠিকানাটা নিয়ে আসছি।"

তিনি ডেস্কের কাছে গিয়ে একটা লেজারের পাতা খুললেন, একটা কার্ডের মধ্যে কিছু একটা লিখলেন এবং ওটা নিয়ে আবার ফিরে এলেন।

তিনি বললেন, "এই যে টমি। আমি জানিনা এই গভীর অন্ধকারের রহস্যটা কি। তুমি সর্বদাই রহস্যের মানুষ হয়ে আছো তাই না? যে ছবিটা তুমি ওখানে পেয়েছো সেটা এই প্রদর্শনীর পক্ষে একটা চমৎকার নিদর্শন হবে। যখন প্রদর্শনীর সময় এগিয়ে আসবে আমি তখন এক লাইন

লিখে তোমায় জানিয়ে দেবো।"

"তুমি কি একজন মিসেস ল্যানকাস্টারের কথা জানোনা বা চেনোনা বোধহয়?"

"হ্যাঁ। আমার মনে হয় আমি এরকম একজনের কথা জানি। সে কি একজন শিল্পী বা ঐ ধরনের কিছু?"

"না, আমি তা মনে করিনা। কয়েক বছর আগে বৃদ্ধা মহিলাদের হোমে বাস করা মাত্র একজন বৃদ্ধা মহিলা উনি। তার কথা এখানে আসার কারন এই ছবিটা তারই ছিলো এবং তিনি এটা আমার একজন আন্টকে দিয়ে গেছিলেন।'

"হ্যাঁ আমি বলতে পারিনা, ওই নামটা আমার মনে কোন বিশেষ কিছু তাৎপর্য এনে দিয়েছে। যাক্ এ বিষয় এখন ছাড়ো মিসেস বস্কওয়ানের কথা বলা যাক।"

"তিনি কেমন ধরনের?"

'আমার বলা উচিত যে বস্কওয়ানের থেকে সে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ।"

উনি দু একবার তার মাথা নাড়ালেন। "হ্যাঁ যথেষ্ট ব্যক্তিত্বপূর্ণ। আমি আশা করি তোমার এটা চোখে পড়বে।"

রবার্ট ছবিটা নিলেন। চেয়ার থেকে সরিয়ে কাউকে আসতে নির্দেশ দিলেন ওটা নিয়ে যাবার জন্য

টমি বললেন, "তোমাকে এইভাবে সাহায্যকারী বন্ধু হিসাবে পেয়ে আমার খুব ভালো লাগলো। তুমি সত্যিই খুব চমৎকার।"

টমি রবার্টের দিকে তাকালেন। এই প্রথমবার তিনি তার পরিবেশের দিকে তাকালেন। একটু বিতৃষ্ণার সঙ্গে বললেন, "তুমি এখানে কি করে এলে?"

"পল জ্যাগারোস্কি অল্পবয়স্ক একজন শ্ল্যাভ শিল্পী। উনি বলেছিলেন ড্রাগসের ওপরে তার যত কাজ আছে সেই বিষয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য —তাকে কি তুমি পছন্দ করোনা?"

হঠাৎ টমির দৃষ্টি তারে ঝুলোনো ব্যাগের দিকে গভীরভাবে নিবদ্ধ হলো। ওই ব্যাগের মধ্যে একটা ধাতব সবুজ জিনিষ ছিলো।

"সত্যি কথা বলতে, আমি পছন্দ করি না।"

রবার্ট বললেন "চলো বাইরে গিয়ে একসাথে লাঞ্চ খাওয়া যাক।"

"আমি পারবোনা। একজন ডাক্তারের সাথে আমার মিটিং আছে ক্লাবে ।"

"তুমি তো অসুস্থ নও। তাই কি?"

"আমি সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছি। আমার ব্লাডপ্রেশার এত ভালো যে আমি যে ডাক্তারকে দেখাই সে দেখে হতাশ হয়ে যায়।"

"তাহলে ডাক্তারের কাছে কেন যাচ্ছো?"

টমি খুশীর সুরে বললো, "আমি জাস্ট একটা দেহের সম্বন্ধে জানার জন্য যাচ্ছি। তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। বিদায়!"

টমি একটু কৌতুহলের সঙ্গে ডঃ ম্যুরেকে অভিবাদন জানালেন। উনি ধরে নিয়েছিলেন যে তার কিৎতা আন্ট আদার সম্বন্ধে কোন সৌজন্যমূলক আলোচনা করবেন। কিন্তু ডঃ ম্যুরে কেন

যে আগের দিন তাকে টেলিফোনে সাক্ষাৎ করবার কথা একবারও উল্লেখ করলেননা টমি তা একবারও কল্পনাও করতে পারলেননা।

ডঃ ম্যুরে তার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, "আমার ভয় হচ্ছে আমি একটু দেরী করে ফেলেছি। কিন্তু কি করব বলুন যানবাহনের অবস্থা যা খারাপ। তাছাড়া আমি এই অঞ্চলটা সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানতাম না। লন্ডনের এই অংশের সাথে আমি বিশেষ পরিচিত নই।"

টমি বললেন, "সত্যি এ-রকম একটা জায়গায় আপনাকে আসতে হয়েছে তার জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। যেখানে যানবাহনের সুবিধা আছে সে-রকম কোন জায়গায় আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারতাম।"

'আপনার হাতে কি এখন সময় আছে?"

'ঠিক এই মুহূর্তে আছে। গত সপ্তাহে আমি বাড়ির বাইরে ছিলাম।"

"হ্যাঁ আমার মনে পড়ছে আমি যখন ফোন করেছিলাম তখন কে যেন আমায় একথা বলেছিল।"

টমি তার নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলেন, তাকে জলখাবার দেওয়া হল ডঃ ম্যুরের পক্ষ থেকে তাকে সিগারেট এবং দেশলাই দেওয়া হল। যখন দুজনে নিশ্চিন্তভাবে বসলেন তখন ডঃ ম্যুরে নিশ্চিন্তভাবে আলোচনাটা শুরু করলেন।

উনি বললেন, "আমি নিশ্চিত যে আমি আপনার কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছি। সত্যি কথা বলতে কি এখন আমরা সানি রিজের একটা বিপজ্জনক স্থানে এসে দাড়িয়েছি। এটা খুব কঠিন এবং জটিল ব্যাপার। ব্যাপারটায় একটা ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। একদিক থেকে বলতে গেলে আপনার সঙ্গে কিছুই করার নেই কিন্তু আমি চাইওনি যে আপনাকে কোন বিপদে ফেলতে, এখানে একটা সুযোগ থাকলেও থাকতে পারে। হয়ত আপনি এমন কিছু জানেন যা আপনাকে সাহায্য করতে পারে।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি যতটা পারব আপনাকে সাহায্য করব। আমার আন্ট মিস ফ্যানশ সম্বন্ধে কিছু করতে হবে তো?"

"সোজাসুজি তা নয়। তবে যে পথ ধরে উনি এসেছিলেন সেই পথ ধরেই আমাদের আলোচনা করতে হবে। আমি কি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার সাথে কথা বলতে পারি মিঃ বেরেসফোর্ড?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়।"

"সত্যি কথা বলতে কি আমি একদিন আমাদের একজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি আপনার ব্যাপারে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। আমি শুনেছি যে গত যুদ্ধের সময় আপনার সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম চুক্তি হয়েছিল।"

টমি বললেন, "না আমি সেরকম গুরুত্বপূর্ণভাবে এটা রাখিনি?"

"না না আমি বুঝতে পারছি যে এটা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।"

"বর্তমানে এই ব্যাপারে আমি কোন চিন্তাই করিনা। যুদ্ধের পর দীর্ঘ সময় চলে গেছে। আমার স্ত্রীর এবং আমার বয়স তখন অল্প ছিল।'

"যাকগে, যে ব্যাপারে আমি আপনার সাথে কথা চেয়েছিলাম, এখন আর সে-বিষয়ে কিছু

করার নেই, কিন্তু আমি অন্তত এটুকু অনুভব করব এখন আমি আপনার সাথে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারি এবং যাতে আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি। এবং এখন আমি যেটা বলছি বারেবারে সেটার পুনরাবৃত্তি করতে চাইনা। যদিও যে ব্যাপারে আলোচনা সেটা হয়ত পরে প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।"

"আপনি বলছেন যে সানি রিজ এখন একটা বিপদজনক স্থান হয়ে গিয়েছে।"

"হ্যাঁ। অল্প কিছু দিন আগে আমাদের একজন রুগী মারা গিয়েছিলেন। তিনি সত্তর বছর বয়সী এবং তিনি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন না। এটা হচ্ছে ঠিক সেই কেস যাতে একজন স্ত্রীলোক যার কোন নিকট আত্মীয় নেই এবং গৃহে তাকে দেখাশোনা করবারও কেউ ছিলনা। তার ফলে মনের দিক থেকে তিনি এমনই একটা বিষন্নতা অনুভব করতেন। যে আমি প্রায়ই নিজেকেই বলতাম যে উনি একজন কল্পনাবিলাসী মহিলা। স্ত্রীলোকরা সাধারনত বয়স বাড়ার সাথে সাথে যেরকম আচরণ করে থাকেন উনিও তেমনি করতেন। মানে বেশী কথা বলতেন, কোন জিনিস কোথায় রেখেছেন ভুলে যেতেন। তারা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনেন এবং চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারা কোন বিষয়েই ঠিক স্থিরতা বজায় রেখে চলতে পারেন না। তবে, এটা তাদের সম্বন্ধে কিছুই নয়। মানে মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত থাকার জন্য তারা কখনই দৃঢ়ভাবে কথা বলতে পারেন না।"

টমি বললেন, "কিন্তু তারা শুধুই বকবক করেন।"

"আপনি যেরকম বললেন মিসেস মুডিও সে-রকম করতেন। তিনি নার্সদের বেশ বিপদে ফেলে দিতেন। যদিও তারা তাকে খুব ভালোবাসত। তার একটা স্বভাব ছিল তিনি খাবার কথা প্রায়ই ভুলে যেতেন। এই নিয়ে তিনি ঝামেলা করতেন যে তাকে ডিনার দেওয়া হয়নি। কিন্তু তার কিছুক্ষন আগেই তাকে বেশ ভালোমত ডিনার খাওয়ানো হয়ে গেছে।"

টমি উজ্জ্বল মুখে বলে উঠলেন, "ওঃ মিসেস কোকো।"

"কি বললেন, দয়া, করে আর একবার বলুন।"

টমি বললেন, "আমি দুঃখিত। আমার স্ত্রী এবং আমি ঐ ভদ্রমহিলাকে একদিন আমরা যখন তার ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তিনি চিৎকার করে নার্স জেনকে ডাকছিলেন এবং বলছিলেন উনি তার কোকো খাননি। সুশ্রী দর্শনা ছিমছাম চেহারার ছোটখাটো মহিলা। আমরা দুজনেই তার কথায় হেসেছিলাম এবং সেই থেকেই তাকে মিসেস কোকো বলে ডাকাটা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছিল। তাহলে তিনিই মারা গেছেন।"

ডঃ ম্যুরে বললেন, "যখন তার মৃত্যু হয়েছিল আমি বিশেষভাবে অবাক হইনি। সাধারণতঃ বৃদ্ধা মহিলারা মারা যাবে এটাতো জানা কথাই। এতে অবাক হবার কিছু নেই। যেসব মহিলারা স্বাস্থ্যের দিক থেকে রুগ্ন এবং অসুস্থ তাদেরকে শারিরীকভাবে পরীক্ষা করার পর তারা মনে করতেন যে তারা হয়ত সে-বছরটা কোন রকমভাবে বেঁচে থাকবেন। কারো কারো স্বাস্থ্য ভালো তারা হয়ত আরও দশ বছর ভালো থাকবেন। তাদের এই যে জীবনটা যে কোন মুহূর্তে অবসান ঘটতে পারে তাদের এরকম আচরন দেখে অসুস্থতার লক্ষন দেখা যায়নি। এবং আমি এরকম অনুভব না করে পারিনি যে আমার মতে তার মৃত্যুটা ছিল অপ্রত্যাশিত। এখন আমি সেই ফ্রেজটা (বাকধারা) ব্যবহার করব যেটা শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটকে আমি পেয়েছিলাম। যেটা আমার

মনকে সবসময় প্ররোচিত করে। আমি সর্বদাই অবাক হয়ে ভাবি যে ম্যাকবেথ তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর কেন বলেছিলেন যে তার স্ত্রীর আরও পরে মারা যাওয়া উচিত ছিল।"

টমি বললেন, "হ্যাঁ আমারও মনে পড়ছে যে আমিও একবার খুব অবাক হয়ে ভাবছিলাম যে এই কথাটার মধ্য দিয়ে শেক্সপীয়র কি বলতে চেয়েছিলেন? এই কথাটা ভাবতে গিয়ে এই নাটকের কুশিলব যারা ছিল তাদের কথা আমি ভুলে যাই। কিন্তু ঐ বিশেষ কথাটার মধ্যে একটা খুব শক্তিশালী উপদেশ আছে আমাদের জন্য এবং ম্যাকবেথ নাটকটা এমনভাবে অভিনয় করেছিলেন যে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে তিনি একটা এমন সূত্র পেয়েছেন লেডি ম্যাকবথের যিনি ডাক্তার ছিলেন এ ব্যাপারে তার হাত ছিল। সুতরাং তাকে এই পথ থেকে সরিয়ে দেওয়াই ভালো। এখানে চিকিৎসকই হচ্ছে সেই সূত্র। তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর ম্যাকবেথ নিজেকে নিরাপদ মনে করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে তার স্ত্রী আর কখনও তাকে মনের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারবেনা। কারণ লেডি ম্যাকবেথ খুব দ্রুত মানসিক বিকৃতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে তার স্ত্রীর প্রতি তার যে স্নেহ এবং দুঃখ ছিল সেটা তিনি এভাবে প্রকাশ করেছিলেন, "তার আরও পরে মারা যাওয়া উচিত ছিল।"

ডঃ ম্যুরে বললেন, "যথার্থই তাই। মিসেস মুডি সম্বন্ধেও আমি ঠিক এরকমই অনুভব করেছিলাম আমার মন বলছিল যে তার আরও পরে মারা যাওয়া উচিত ছিল। তিন সপ্তাহ আগে কোন কারণ ছাড়াই তিনি মারা গিয়েছিলেন—"

টমি কোন উত্তর না দিয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ডঃ ম্যুরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"চিকিৎসকদের কতকগুলো সমস্যা আছে। যদি কোন রুগীর মৃত্যুর ব্যাপারে কারণ খুঁজে না পেয়ে আপনি হতবুদ্ধি হয়ে যান তাহলে ময়না তদন্তের দ্বারাই নিশ্চিত হতে পারবেন যে কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছিল। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের দ্বারা ময়নাতদন্তের কাজ ব্যহত হয়না। কিন্তু যদি একজন চিকিৎসক দাবী করেন ময়না তদন্তের জন্য এবং তার ফল যদি খুব ভালো হয়, স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু হয়েছে—এরকম যদি মনে হয় অথবা কোন এমন অসুখ ছিল যেটার বাইরে কোন চিহ্ন ফুটে ওঠেনি তাহলে সেই চিকিৎসকের কেরিয়ার ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এই কারণে যে তিনি ঠিকমত রোগ নির্ণয় করতে পারেননি—এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে—"

"হ্যাঁ আমি দেখছি যে এটা একটা বেশ জটিল বিষয়।"

"যে আত্মীয়রা এরকম প্রশ্ন তুলেছিল তারা ছিল দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। তাই আমি নিজেই তাদের অনুমতি নিয়ে দায়িত্বটা আমার কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম এবং একজন চিকিৎসক হিসাবে তার মৃত্যুর আসল কারণটা জানবার আমার কৌতূহল ছিল। একজন রুগী যখন ঘুমের মধ্যেই মারা যায় তখন ডাক্তারের কাজ হল তার সমস্ত রকম চিকিৎসা বিদ্যা প্রয়োগ করা উচিত। সৌভাগ্যক্রমে তার আত্মীয়রা তার প্রতি উদাসীনতা দেখাননি। সেজন্য আমি মনের দিক থেকে একটা স্বস্তি পেয়েছিলাম। একবার ঐরকম পরীক্ষা করা হয়ে গেলে তার ফলটা যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে আমি আর কোন প্রশ্ন না তুলে তাদের ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দিই, যে কোন মানুষই হার্টফেল করে মারা যেতে পারেন। কিন্তু এই হার্টফেলের কারণ এক একজনের ক্ষেত্রে এক একরকম হতে পারে। আসলে মিসেস মুডির হার্ট তার বয়সের আন্দাজে খুব ভালো ছিল। তিনি ঐ আর্থাইটিস এবং বাতে ভুগছিলেন এবং মাঝে মাঝে তার লিভারে একটু সমস্যা দেখা দিত।

কিন্তু এসব কোন কিছুই তার ঘুমের মধ্যে, এত শীঘ্র মরে যাবার মতো কোন কারণ হতে পারেনা।"

ডঃ ম্যুরে একটু থামলেন। টমি তার ঠোঁট ফাঁক করেও আবার বন্ধ করে ফেললেন। ডঃ মাথা নাড়লেন।

"মিঃ বেরেসফোর্ড, আপনি দেখুন আমি পরীক্ষা করে কি পেয়েছিলাম। অতিরিক্ত মাত্রায় মরফিন সেবন করার ফলেই তার মৃত্যু হয়েছিল।" ·

টমি চমকে উঠে বিস্মিত সুরে বললেন, " ওঃ ভগবান।"

"হ্যাঁ, শুনে এটা অবিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়। কিন্তু এই বিশ্লেষণ থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি। এখন প্রশ্ন হল ঐ মরফিয়া কেমন করে তার শরীরে ঢুকেছিল। তিনি মরফিয়া খেতেননা। তিনি যন্ত্রনা ভোগ কবা কোন রুগী ছিলেন না। অবশ্য এই মরফিয়াটা কোথা থেকে এল তার সম্ভাব্য তিনটি কারণ ছিল। যেমন তিনি হয়ত দুর্ঘটনাবশতঃ অনিচ্ছায় এটা খেয়ে ফেলেছিলেন অথবা তিনি হয়ত অন্য কোন রোগীর ঔষধ ভুল করে খেয়ে ফেলে ছিলেন কিন্তু পরেও প্রশ্ন থেকে যায় কেন তিনি অপরের ঔষধ খাবেন? রুগীরা মরফিয়া সাপ্লাই করছে এমন ভাবা যায়না। যারা মাদকাসক্ত এবং এরকম ধরনের জিনিস যারা যোগান দেয় অথবা যাদের কাছে সেসব থাকে ও-রকম ধরনের রুগী আমরা নিইনা। এটা একটা আত্মহত্যার কেসও হতে পারে। কিন্তু আমি এটা মানতে পারিনা। মিসেস মুডি—উনি প্রায়ই চিন্তিত থাকলে এবং অনেক কিছু ভুলে গেলেও তিনি যথার্থই একজন হাসি খুশি মেজাজের মহিলা ছিলেন। এবং আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত এইভাবে তিনি নিজের জীবনকে শেষ করে ফেলবার কথা ভাবতেও পারতেননা। তৃতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে যে অতিমাত্রায় বিপজ্জনক মরফিয়া তাকে খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কার দ্বারা একাজ হয়েছিল। এবং কেন? স্বাভাবিকভাবেই দেখা যাচ্ছে যে মরফিয়া এবং অন্যান্য ওষুধের যোগান ছিল সেটা মিস প্যাকার্ড একজন রেজিস্টার্ড হাসপাতালের নার্স এবং মেট্রন হবার সুবাদে তাদের নাম ধান লিখে তার অন্যান্য ওষুধপত্রের সঙ্গে একটি তালাবদ্ধ কাপবোর্ডের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। বাতের ব্যাথা এবং অন্যান্য যন্ত্রনায় রোগী যদি খুব কষ্ট পায় সেইসব ক্ষেত্রে রুগীদের মরফিয়া খুব অল্প পরমিানে দেবার নির্দেশ আছে। তাহলে আমরা আশা করছি যে আমরা এমন একটা পরিস্থিতিতে এসে পড়েছি যে দেখা যাচ্ছে মিসেস মুডি অতিরিক্ত পরিমানে মরফিয়া সেবন করেছিলেন। যেটা হয় ভুলবশতঃ তাকে দেওয়া হয়েছিল অথবা উনি একটা ভ্রান্ত ধারনার বশবর্তী হয়ে সেটা খেয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে একটা খেলে তার বদহজম এবং অনিদ্রা-রোগ দূর হয়ে যাবে। এখানে ঠিক কোন ব্যাপারটা ঘটেছিল তা আমবা এখনও বের করতে সমর্থ হইনি। তারপর মিস প্যাকার্ডের কথায় রাজী হয়ে পরবর্তী কাজটি করেছিলাম সেটা হলো গত দুবছরের মধ্যে সানি রিজে যেসব মৃত্যু ঘটেছিল তার রেকর্ডগুলো দেখা। কিন্তু এরকম মৃত্যুর ঘটনা বেশী নেই—আমি এটা বেশ আনন্দের সঙ্গেই বলছি। মোট সাতজন যারা ঐরকম বয়সের আওতায় পড়েছিল যাদের মধ্যে দু'জন ব্রঙ্কাইটিস দুজন ফ্লুতে ভুগছিল। আর বাকী তিনজন অন্য অসুখে ভুগছিল। ঐ ফ্লু থেকে এবং ব্রঙ্কাইটিস থেকে বিশেষ করে শীতকালে অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মৃত্যু হয়ে থাকে।"

তিনি আবার থামলেন এবং বললেন, "মিঃ বেরেসফোর্ড ঐ বাকী তিনজনের মৃত্যু সম্বন্ধে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। যদিও তাদের মৃত্যু হয়ত অপ্রত্যাশিত ছিলনা কিন্তু তবুও আমি যতদূর

সম্ভব এগিয়েছি তাতে আমার মনে হচ্ছে যে তাদের মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিক ছিলনা। তারাতো এখন জীবিত নেই তাই তাদের দেহও নেই। কাজেই তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং গবেষণা করে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আমাকে এটাই মেনে নিতে হবে যে এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য দায়ী এই সানি রিজে এমন একজন কেউ আছে সে মানসিক কারণেই একজন হত্যাকারী। কিন্তু তাকে হত্যাকারী হিসাবে কেউই সন্দেহ করতে পারবেনা।"

সেখানে কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবতা বিরাজ করছিল। টমি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। টমি বললেন, "আপনি আমাকে যা বললেন আমি তাতে সন্দেহ করতে পারছিনা। তবে কিছু মনে করবেন না এগুলো সব কিছুই অবিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হচ্ছে। এরকম জিনিস নিশ্চয় হতে পারেনা।"

ডঃ ম্যুরে একটু দৃঢ়স্বরে বললেন, "হ্যাঁ নিশ্চয় এরকম ঘটনা ঘটে থাকে। আপনি এই ধরনের কোন প্যাথলজিক্যাল কেস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে দেখুন। একজন মহিলা যিনি সংসারের কাজ করেন তিনি কখনও বেশ কয়েকটি বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করেছিলেন। তিনি একজন চমৎকার হাসিখুশি দয়ালু মহিলা ছিলেন তার মালিকদের তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেবা করতেন, ভালো রান্না করতেন, এবং তাদের সঙ্গ খুব উপভোগ করতেন। কিন্তু তবুও পরবর্তী কালে ঐরকম ঘটনা ঘটে গিয়েছিল কখনও একপ্লেট স্যান্ডউইচ অথবা পিকনিকের খাবারের মধ্যে আর্সেনিক মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কি কারণে এমন করা হয়েছিল তার কোন স্পষ্ট উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনেকগুলো স্যান্ডউইচের দু'তিনটের মধ্যে বিষ মেশানো হয়েছিল, বোঝাই যাবেনা যে কোনটা ভাল আর কোনটা বিষাক্ত। এই ঘটনার পিছনে কোন ব্যাক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না। মাঝে মাঝে এরকম কোন দুঃখজনক ঘটনা ঘটত। সেই একই মহিলা তিনচার মাস বেশ ভালো থাকতেন, তখন এসব অসুস্থতার কোন চিহ্নই থাকতনা তারপর তিনি সেই কাজ সেরে অন্যকাজে গেলেন, সেখান থেকে আর একটা কাজে। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই সেই পরিবারের দুজন সদস্য প্রাতঃরাশের যেকোন খাবার খাওয়ার পর মারা গেলেন। আসল ঘটনা হচ্ছে যে এই সব ঘটনা ঘটেছিল ইংলন্ডের বিভিন্ন অংশে। এবং অনিয়মিতভাবে বেশ কিছুদিন পরে পরে এরকম ঘটনা ঘটাতে পুলিশ তার নাগাল পাবার আগেই সে অন্যত্র চলে যেতেন। প্রতিবারই তিনি নতুন নতুন নাম ব্যবহার করতেন। কিন্তু এমন সুন্দর স্বভাবের মধ্য বয়সী মহিলা যিনি চমৎকার রাঁধতে পারেন তাকে দেখে বোঝাই যেতনা যে তিনি এমন কাজ করতে পারেন।"

"কেন তিনি এরকম করেছিলেন?"

"আমি মনে করিনা যে কেউই এর প্রকৃত কারণটা জানতে পারেন। মনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের রোগের কারণ খুঁজতে গিয়ে কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের থিয়োরী পেয়েছিলেন। হয়ত তিনি খানিকটা ধার্মিক মহিলা ছিলেন। এবং কোন ধর্মীয় ধারনার বশবর্তী হয়ে তার মনে হয়েছিল যে কিছু কিছু নির্দিষ্ট পরিমান লোককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য ভগবান তাকে আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এরকম মনে হয়নি যে ঐ মহিলা নিজে কোন ব্যক্তিগত অভিসন্ধি পূরণের জন্য এমন করেছেন।"

"তারপর দেখুন আর একজন মহিলার কথা বলছি। তার নাম ছিল জেন গেবরন। উনি একজন ফরাসী মহিলা। তাকে সবাই করুণার দেবী বলে ডাকতেন। যখনই তার প্রতিবেশীরা তাদের অসুস্থ

শিশুদের নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়তেন তখন তিনি খুব বিচলিত হয়ে সেবিকার মতোই ছুটে গিয়ে সেই বাচ্চাদের সেবা করতেন। তাদের পাশে উৎসর্গিকৃত দেবীর মতই বসে থাকতেন। তার কিছুদিন আগে লোকেরা আবিষ্কার করলেন যে শিশুদের তিনি সেবা করেছিলেন তারা আর সুস্থ হবেনা। তার পরিবর্তে তারা সকলেই মারা গিয়েছিল। কিন্তু কেন? এটা সত্যি যে যখন তিনি যুবতী ছিলেন তার নিজের শিশু মরে গিয়েছিল, দুঃখে তিনি পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। হয়ত এটাই ছিল তার অপরাধের কারণ। যদি তার শিশু এভাবে মারা গিয়ে থাকে তাহলে অপরের শিশুরও ওভাবে মরা উচিত। অথবা এ রকমও হতে পারে তার নিজের বাচ্চাকে সে নিজেই হত্যা করেছিলো।

টমি বললেন, 'আপনার কথা শুনে আমার শিরদাড়া ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

ডাক্তার বললেন, 'অত্যন্ত নাটকীয় কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। এগুলো আগের থেকে আরও সহজ, সরল উদাহরণ, আপনার হয়তো আমস্ট্রং-এর কেসটার কথা মনে হতে পারে। একজন তাকে অপমান করেছিলো এবং তার প্রতি কোন একটা অন্যায় কাজ করেছিলো। আমস্ট্রং যেই মনে মনে ভাবল সে তাকে অপমান করেছে সে শীঘ্রই তাকে চা খাবার আমন্ত্রন জানালো এবং স্যাণ্ডুইচের সাথে আর্সেনিক মিশিয়ে দিলেন। এটা হচ্ছে এক ধরণের স্পর্শকাতরতা। প্রথম অপরাধগুলি করেছিলেন তিনি তার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রের টাকা পাবার জন্য উনি তার স্ত্রীকে সরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তিনি আবার আর একজন মহিলাকে বিবাহ করতে পারেন। একজন নার্স ছিলেন যার নাম ছিল ওয়ারিনার, যিনি বৃদ্ধ লোকদের জন্য একটা হোম করেছিলেন। তাদের যা কিছু সম্পত্তি ছিলো তা নার্সকে দিয়ে দিতে হত; তাহলে সে শেষ বয়সে তাদের যথেষ্ট যত্ন ও নিরাপত্তার সঙ্গে দেখাশোনা করত। কিন্তু মৃত্যু তো বেশীদিন দেরী করেনা। সেখানেও তাই হয়েছিলে। সেখানে বৃদ্ধ লোকগুলি মারা গেলে তাদের শরীরে মরফিয়া পাওয়া যেত অথচ ওই মহিলা অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। লোকে তাকে শ্রদ্ধা করতো। তার মধ্যে সন্দেহের কোন চিহ্ন পাওয়া যেতনা। লোকে তাকে মঙ্গলময়ী সেবিকা হিসাবেই জানতেন।'

'আপনার এই বিষয়ে কোন ধারণাই নেই। আপনি যেরকম বললেন সেই ধরণের মৃত্যুগুলি যদি সত্যি হয় তাহলে কে এই ধরণের কাজ করতে পারে?'

'না খুনীকে ধরিয়ে দেওয়ার মতো কোন নির্দেশক পাওয়া যায় না। তবে এই বিষয় আমরা একটা ধারণা পেলাম তো। এই ধরণের খুনীরা আপাতদৃষ্টিতে নিস্পাপ। এই যে নির্দোষিতা এটা একটা বড় কঠিন জিনিষ যাকে দেখে এ-সমস্ত কাজ সে করতে পারে, সেকথা মনে আসে না। আমরা সাধারণতঃ কোন বৃদ্ধকে দেখলে অপছন্দ করি তাকে দেখে আমরা সহজেই বলতে পারি যে সে এই ধরণের কাজ করতে পারে। অথবা লোকের জীবন নষ্ট করতে পারে। হয়তো সে কোন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দ্বারা তার জীবন নষ্ট হয়েছিলো তাই তাদের বিনাশ করার ইচ্ছা তার মনে জাগতে পারে। আবার এমন কোন লোকও হয়তো থাকতে পারে যে, তার নিজস্ব ধারণা হচ্ছে ৬০ বছর বয়স হয়ে গেলে সেই মানুষকে দয়াপরবশ হয়ে মেরে ফেলাই ভালো। নিশ্চই যেকোন লোকই এই কাজ করতে পারে। একজন রুগী অথবা হোমের কর্মীদের মধ্যে কোন একজন— —একজন নার্স বা বাড়ির কোন কাজের লোক।'

'আমি এই বিষয়ে মিলিসেণ্ড প্যাকার্ডের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। উনি একজন উচ্চশিক্ষিত, ব্যক্তিত্বসম্পন্না, তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী মহিলা। সব দিকই তার সজাগ দৃষ্টি। তিনি প্রখর ভাবে নজর রাখেন অর কর্মীদের ওপর। উনি আমাকে বেশ জোর দিয়ে বলেছেন, এ ব্যাপারে কর্মীদের প্রতি তার কোন সন্দেহ নেই। এবং আমি নিশ্চিত যে তিনি ঠিকই বলেছেন।'

'তাহলে আপনি আমার কাছে এলেন কেন? আমি কি করতে পারি?'

'আপনার আন্ট মিস ফ্যানশ, তিনি কয়েকবছর আমাদের এখানে ছিলেন। তার মানসিক শক্তি খুব ভালো অবস্থায় ছিলো। যদিও তিনি মাঝে মাঝে অন্য ধরণের আচরণ করার ভান করতেন—আসলে তিনি ও-ধরণের আচরণ করে তিনি মনে মনে একপ্রকার আমোদ অনুভব করতেন। যাইহোক তিনি এখানে মোটের উপর খুব ভালোই ছিলেন। আমি চাইছি আপনি এবং আপনার স্ত্রী খুব গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখুন তো কখনও কি তিনি এমন কথা বলেছিলেন যার থেকে আমরা কোন ক্লু পেতে পারি। এমন কিছু যা তিনি দেখেছিলেন বা লক্ষ করেছিলেন অথবা এমন কিছু যে কেউ হয়তো তাকে কিছু বলেছিলো অথবা এমন কিছু যেটাকে উনি অদ্ভুত বলে মনে করতেন। বৃদ্ধা মহিলারা অনেক কিছু লক্ষ করেন এবং দেখেন, এবং বিশেষ করে মিস ফ্যানশের মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন মহিলা অনে কিছু জানতে পারেন, যা সানি রিজের মতো হোমে ঘটে থাকে।

'এসব মহিলাদের তো আর সেখান কোন কাজ নেই, তাই তারা কি করতে পারেন? তাই তারা অনেক কিছু দেখতে পারেন এবং তাদের হাতে যথেষ্ট সময়ে থাকে চারপাশের ঘটনাবলী দেখার ও লক্ষ করার। এসব দেখেশুনে তারা চটজলদি একটা সিদ্ধান্তও নিয়ে নিতে পারে।— সেগুলো হয়তো কখনও কখনও চমকপ্রদ বা অদ্ভুত ধরনের হতে পারে আবার কখনও পুরোপুরি ঘটনাটাই সত্যি হয়ে যেতে পারে।'

টমি মাথা নাড়লো। 'আমি জানি যে আপনি কি বলতে চাইছেন। কিন্তু আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'আপনার স্ত্রীতো এখনও বাড়িতে নেই। এমন হতে পারে উনি এমন কিছু মনে করতে পারেন যেটা আপনি পারছেন না।'

টমি একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আমি তাকে জিজ্ঞাসা করবো কিন্তু এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। যাক্‌এবারে শুনুন, এই হোমে এমন একটা কিছু ঘটেছিলো যেটা আমার স্ত্রীকে খুব চিন্তিত করেছিলো, এক বৃদ্ধা মহিলা সম্পর্কে। তার নাম মিসেস ল্যানকাস্টার।

'মিসেস ল্যানকাস্টার? সত্যি?'

'আমার স্ত্রীর মাথায় ঢুকে গেছে তথাকথিত কোন আত্মীয় দ্বারা তাকে এই হোম থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

'সত্যি কথা বলতে কি মিসেস ল্যানকাস্টার আমার আন্টকে একটা ছবি দিয়েছিলেন। আমার আন্ট মারা যাওয়াতে ওই ছবিটা ল্যানকাস্টারকে ফেরত দেওয়া উচিত। তাই তিনি মিসেস ল্যানকাস্টারের সংস্পর্শে আসতে চাইছেন একথা জিজ্ঞাসা করার জন্য যে উনি এটা ফেরত নিতে আগ্রহী কিনা।'

'আমি নিশ্চিত এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যায় মিসেস বেরেসফোর্ড খুব চিন্তাশীল মহিলা।'

'তিনি কেবল এটাই দেখেছেন যে ল্যানকাস্টারের সংস্পর্শে আসা খুব কঠিন কাজ যে হোটেলে আত্মীয়সহ সেই হোটেলের ঠিকানা উনি পেয়েছিলেন—কিন্তু ওখানে খোঁজ করে উনি জানতে পারেন ওই নামে হোটেলে কেউ ছিলেন না অথবা রেজিস্টারবুকে তাদের নাম দেওয়া ছিলো না।'

'ওঃ এটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার তো।'

'হ্যাঁ টুপেন্স ভেবেছিলো এটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার। ওরা সানি রিজে মিসেস ল্যানকাস্টারের আর কোন ঠিকানা রেখে যায়নি। আমরা ল্যানকাস্টারের সংস্পর্শে আসার জন্য অনেকভাবে চেষ্টা করেছিলাম। অথবা তার আত্মীয় মিসেস জনসনদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কারুরই সন্ধান মেলেনি। একজন উকিল ছিলেন যিনি ল্যানকাস্টারের সমস্ত বিল মেটাতেন এবং মিস প্যাকার্ডের সাথে আলোচনা করে যাবতীয় ব্যবস্থা করতেন। আমরা সেই উকিলের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। উনি আমাদের একটা ব্যাঙ্কের ঠিকানা দিয়েছিলেন মাত্র। আর কিছুই উনি করতে পারেননি।'

'আমিও আপনার সাথে একমত যে ওরা মক্কেলদের কোন খবর আপনাকে দেবে না।'

'আমার স্ত্রী মিসেস ল্যানকাস্টারকে ব্যাঙ্কের কেয়ারঅফে চিঠি দিয়েছিলেন এবং মিসেস জনসনকেই দিয়েছিলেন কিন্তু তার কোন উত্তর দেননি।'

'এটা একটু অস্বাভাবিক লাগছে। যদিও মানুষ সবসময় চিঠির উত্তর দেয়না। তারা হয়তো দূরে কোথাও চলে গিয়ে থাকবে।'

'হ্যাঁ, তাই হতে পারে—এরকমই হওয়া সম্ভব এটা আমায় কোন চিন্তায় ফেলেনি। কিন্তু আমার স্ত্রীকে বিচলিত করেছে। তার মাথায় ঢুকেছে যে মিসেস ল্যানকাস্টারের কিছু একটা ঘটেছে। আমি যখন বাড়ি ছেড়ে দূরে ছিলাম সেই সময় সে বলেছিলো সে আরেকটু তদন্ত করবার জন্য যাচ্ছে। আমি জানি না সে ঠিক কি করতে চেয়েছিলো। হয়তো সে নিজে হোটেলগুলো ঘুরে দেখবে। নয়তো ব্যাঙ্ক অথবা উকিলের খোঁজ করবে। যাইহোক সে আরো একটুখানি তথ্য সংগ্রহ করবে। যাইহোক সে আরো একটুখানি তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।"

ডঃ ম্যুরে রুগী দেখতে দেখতে ক্লান্ত চোখে এবং অমায়িকভাবে তার দিকে তাকালেন।

'তিনি ঠিক কি ভেবেছিলেন?'

'উনি ভেবেছিলেন মিসেস ল্যানকাস্টার কোন এক ধরণের বিপদে পড়েছেন। হয়তো এরকম ঘটনা আগেও তার জীবনে ঘটে থাকবে।'

ডঃ ম্যুরে ভুরু ও চোখ কপালে তুলে বললেন, "ওঃ সত্যি। আমারওতো এরকম ভাবা উচিত ছিলো—।"

টমি বললেন, "আপনার পক্ষে এরকম ভাবা একটু নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। কিন্তু দেখুন আমার স্ত্রী ফোন করে জানিয়েছিলেন যে তিনি গতকাল বাড়ি ফিরবেন।'

"কিন্তু তিনি এখনও ফেরেননি।"

"উনি কি নিশ্চিতভাবেই বলেছিলেন যে উনি ফিরে আসবেন?"

"হ্যাঁ। সে জানতো আমি সম্মেলন থেকে ফিরে আসবো। তাই সে ফোন করে আমাদের

পরিচারক অ্যালবার্টকে জানিয়েছিলো সে ডিনারের সময় ফিরে আসবে।"

এবার টমির দিকে গভীর আগ্রহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডাক্তার ম্যুরেকে বললেন "এবং তাতেই আপনার মনে হয়েছে তার পক্ষে এই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক তাইনা?"

টমি বললেন, "হ্যাঁ টুপেন্সের পক্ষে এটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। যদি সে দেরী করতো বা তার সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা পরিবর্তন করতো তাহলে সে ফোন করে অথবা টেলিগ্রাম করে আমাকে সে কথা জানিয়ে দিতো।"

"আপনি কি তার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ছেন?"

"হুম! আপনি কি পুলিশের সাথে পরামর্শ করেছেন?"

টমি বললেন, "না। পুলিশ এখানে কি করবে? কারণ এখনও পর্যন্ত এমন কারণ আমি পাইনি যে সে কোন বিপদে পড়েছে অথবা ওরকম ধরনের কিছু তার ঘটেছে। আমি আসলে বলতে চাইছি তার যদি কোন দুর্ঘটনা হয়ে থাকে বা সে হাসপাতালে থাকে বা ঐ ধরনের কিছু—তাহলে কেউ না কেউ শীঘ্রই আমার সাথে যোগাযোগ করতো। তাই নয় কি?"

"আমারও তো সেই কথাই বলা উচিত, তবে যদি তার কাছে সনাক্তকরনের কোন কিছু থেকে থাকে।"

"সে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে গেছে। এছাড়া সম্ভবত আরও চিঠিপত্র ও অন্যান্য কিছু নিয়ে গেছে।"

ডাক্তার ম্যুরে ভ্রূকুটি করলেন।

টমি দ্রুত বলে যেতে লাগলেন।

"এখন আপনি এই ব্যাপারটার ওপর চিন্তা করে দেখুন এবং সানি রিজে যে ঘটনাগুলি ঘটেছে সেগুলি একসাথে করুন। যে লোকগুলোর স্বাভাবিক মরা উচিত নয় তারা মারা গেছিলো। ধরুন ওই বৃদ্ধা মহিলা কোন ঐ ধরনের ব্যাপারে কম বেশী জড়িত ছিলেন—তিনি কিছু দেখেছিলেন অথবা কিছু সন্দেহ করেছিলেন এবং সেই বিষয়ে লোকের কাছে বকবক করতে শুরু করেছিলেন—সুতরাং কোন উপায়ে তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাকে দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, এমন জায়গায় তাকে রাখা হয়েছে সেখানে তার সন্ধান কেউ পাবেনা। আমি এরকম অনুভব না করে পারছি না। পুরো ঘটনাটাই অন্য কোন জায়গার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে—'

"এটা নিশ্চয়ই একটা অদ্ভুত ব্যাপার, এরপরে আপনি কি করবেন বলে ঠিক করেছেন।"

"আমি নিজেই কিছু খোঁজখবর করতে যাচ্ছি—প্রথমে উকিলদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করবো—তারা হয়তো ঠিক কথাই বলছেন কিন্তু আমি তাদেরকে দেখতে চাই এবং তারপর আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেবো।"

রাস্তার উল্টোদিক থেকে টমি মেসার্স পার্টিংডেল, হ্যারিস, লকরিজ এবং পার্টিংডেলের দপ্তরগুলি জরিপ করতে লাগলেন।

প্রাচীন আমলের অফিসগুলোকে দেখে তার মনে শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠলো। পেতলের প্লেটগুলো খুব সুন্দরভাবে পালিশ করা।

তিনি রাস্তা পার হয়ে সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে দ্রুতগতিতে টাইপ মেশিন চলার শব্দ শুনতে পেলেন।

ডানদিকে একটা মেহগনি কাঠের জানলার কাছে দাঁড়ালেন।

চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন ভেতরে একটা ছোট্ট ঘরে তিনজন মহিলা টাইপ করছেন এবং দুজন পুরুষ কেরানী ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ে তথ্যপ্রমানাদি নকল করছেন।

সেখানে মৃদু অথচ পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া ছিল যাতে করে বোঝা যাচ্ছিল পুরো ব্যাপারটাই বৈধ।

একজন প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের একটু কড়া ধাতের সোনালী রঙের চুলওয়ালা মহিলা মেশিন ছেড়ে উঠে জানালার ধারে দাঁড়ালেন।

"আমি কি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি?"

"আমি মিঃ এক্লেসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

'মহিলাটির মুখের কঠোরভাব দ্বিগুন বেড়ে গেল।'

"আপনার কি আগে থেকে তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ও কথা স্থির আছে?"

"না, নেই। আমি এইমাত্র আজই লন্ডনে এসেছি।"

"আমার বলতে খারাপ লাগছে যে মিঃ এক্লেস আজ সকালে একটু বেশী ব্যস্ত আছেন হয়তো ফার্মের অন্য কোন সদস্যের সঙ্গে"—

"মি এক্লেসের সাথেই আমি বিশেষভাবে দেখা করতে চাই। ইতিমধ্যে তার সাথে আমার বেশ কিছু চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়েছে।"

"ওঃ আচ্ছা! আচ্ছা! ঠিক আছে আপনি আমাকে আপনার নামটা লিখে দিন তো।"

টমির তার নাম ও ঠিকানা দিলেন। সোনালী চুলের মহিলাটি ডেস্কের কাছে ফিরে গিয়ে টেলিফোন করে কার সাথে যেন যোগাযোগ করলেন। কিছুক্ষন বিড়বিড় করে আলোচনা করার পর উনি ফিরে এলেন।

"আমাদের ক্লার্ক আপনাকে ওয়েটিংরুমে নিয়ে যাবেন। মিঃ এক্লেসে আর ১০ মিনিটের মধ্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।"

টমিকে ওয়েটিংরুমে নিয়ে যাওয়া হল। ওই ঘরে পুরানোকালের একটা বুককেস ছিলো এবং সেখানে অদ্ভুত ধরনের আইনসংক্রান্ত বই ও কিছু জিনিসপত্র ছিলো। একটা গোল টেবিলের ওপর নানা ধবনেব টাকাপয়সা সংক্রান্ত কাগজপত্র ছিলো। টমি সেখানে বসে কিভাবে তিনি [illegible]বেন সেই ছক কষছিলেন। তিনি একটু বিস্মিত হয়ে ভাবছিলেন মিঃ এক্লেস কেমন লোক [illegible] যখন তিনি দেখা দিলেন এবং তাকে অভ্যর্থনা করলেন তখন টমি স্থির করলেন

যে বিশেষ এমন কোন কারন নেই যার দ্বারা মিঃ এক্‌লেসকে অপছন্দ হতে পারে।

মিস্টার এক্‌লেসের বয়স ৪০/৫০ এর মধ্যে। তার চুলের রঙ ধূসর এবং কপালের রগের কাছে সেই চুল ঈষৎ পাতলা হয়ে এসেছে। তার মুখটা লম্বা ও বিষাদমাখা। তার চোখেমুখের ভাব প্রানহীন ও নির্বিকার। তার চোখদুটি ছোট ও তীক্ষ্ণ এবং মুখের হাসিটা বেশ সুন্দর।

তিনি মাঝে মাঝেই অপ্রত্যাশিতভাবে হেসে উঠছিলেন এবং তার ওই হাসির মধ্যেই একটা গভীর বিষন্নতার ছাপ ফুটে উঠেছিলো।

"মিঃ বেরেসফোর্ড।"

"হ্যাঁ, একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি কিন্তু আমার স্ত্রী এই ব্যাপারে বেশ চিন্তিত, তিনি আপনাকে চিঠি লিখেছিলেন। এবং খুব সম্ভবত ফোনও করেছিলেন, মিসেস ল্যানকাস্টারের ঠিকানা আপনি তাকে দিতে পারবেন কিনা একথা জানার জন্য।"

মিঃ এক্‌লেস হতবুদ্ধির মতো মুখ করে বললেন, "মিসেস ল্যানকাস্টার।" কিন্তু তার এই কথাটার মধ্যে কোন প্রশ্ন ছিলোনা। তিনি এমনভাবে কথাটা উচ্চারণ করলেন যেন উনি কথাটা বাতাসে ছুঁড়ে দিলেন।

টমি ভাবলেন উনি তো বেশ সাবধানী মানুষ। কিন্তু উকিলদের পক্ষে সাবধানতা অবলম্বন করাটাই তাদের দ্বিতীয় স্বভাব। যদি তারা কারও উকিল হয়ে থাকেন তবে মক্কেলরা চাইবেন তারা যেন আরও সাবধানী হন।

তিনি বলেই চললেন, "সম্প্রতি সানি রিজে চমৎকার একজন বয়স্কা মহিলা ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমার একজন আন্ট সেখানে ছিলেন এবং খুব সুখে ও আরামে ছিলেন।"

মিঃ এক্‌লেস বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমার এখন মনে পড়ছে তার নাম মিসেস ল্যানকাস্টার। আমার মনে হয় উনি সেখানে থাকেননা।'

টমি বললেন, "হ্যাঁ"।

তিনি হাত বাড়িয়ে টেলিফোন তুলতে তুলতে বললেন, 'ঠিক এইমুহূর্তে মনে করতে পাছিনা তবে আমি আমার স্মৃতিটাকে ঝালিয়ে নেবো।

টমি বললেন, "আমি সহজভাবেই আপনাকে বলি ; আমার স্ত্রী মিসেস ল্যানকাস্টারের ঠিকানা চান কারণ তিনি ঘটনাচক্রে একটা জিনিষ পেয়েছেন যেটা একসময় মিসেস ল্যানকাস্টারের অধিকারে ছিলো। এটা একটা ছবি। আমার আন্ট মিসেস ফ্যানশকে উনি এটা উপহার হিসাবে প্রদান করেছিলেন। আমার আন্ট সম্প্রতি মারা গেছেন ও তার সম্পত্তি আমাদের কাছে রয়েছে। তার মধ্যে মিসেস ল্যানকাস্টারের দেওয়া ছবিটাও আছে। আমার স্ত্রী এই ছবিটাকে খুব পছন্দ করেন কিন্তু এটা সম্পর্কে তিনি মনে মনে অপরাধ বোধ করছেন। উনি মনে করেন ; হতে পারে এটা একটা ছবি কিন্তু মিসেস ল্যানকাস্টারের কাছে নিশ্চই এটার একটা মূল্য আছে তাই তিনি মনে করেন এটা তাকেই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।" মিঃ এক্‌লেস বললেন, "আমি নিশ্চিত আপনার স্ত্রী একজন বিবেকবান মহিলা।"

টমি একটু খুশীর হাসি হেসে বললেন, "কেউ জানেনা যে বৃদ্ধ মানুষেরা তাদের জিনিসপত্রের ব্যাপারে কতখানি অনুভূতি সম্পন্ন হতে পারেন। আমার আন্ট এই ছবিটার প্রশংসা করায় তিনি

এটা ওঁকে দিয়ে আনন্দ পেয়েছিলেন। কিন্তু তার উপহারটা আমাদের কাছে রাখা ঠিক হবেনা। আমাদেব মনে হতে পারে এটা নীতিগত নয়। আমরা মনে করি এটা যার জিনিস তার কাছেই ফেরত দেওয়া উচিত। ছবিটার মধ্যে বিশেষ কোন পদবী লেখা নেই। এটা একটা গ্রামের ভেতরে বাড়ির ছবি। আমার যতদূর মনে হয় ঐ বাড়িটা কোন পরিবারের বাড়ি যে পরিবারের সাথে মিসেস ল্যানকাস্টার জড়িত।"

মিঃ একলেস বললেন, "ঠিক, ঠিক, কিন্তু আমি মনে করিনা—

দরজায় টোকা পরল। দরজা খুলে একজন ক্লার্ক ভেতরে ঢুকে একলেসেব সামনে সামনে একটা কাগজ রাখলেন। তিনি ওটা তাকিয়ে দেখলেন। তার ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা টমির কার্ডটার দিকে তাকিয়ে উনি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন আমার মনে পড়েছে যে মিসেস বেরেসফোর্ড আমাকে ফোন করে এ-বিষয়ে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি তাকে সাউর্দান কাল্টিস ব্যাঙ্কের হ্যামারস্মিথ শাখাব সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলাম। আমি নিজে শুধু এই ঠিকানাই জানি। মিসেস বিচার্ড জনসনের প্রযত্নে ব্যাঙ্কের ঠিকানায় চিঠি দিলে সে চিঠি তো তার কাছে পৌঁছাবার কথা। মিসেস জনসন মিসেস ল্যানকাস্টারের ভাইঝি অথবা দূর সম্পর্কের আত্মীয়া এবং উনি আমাব সাথে সানি রিজে মিসেস ল্যানকাস্টারের থাকা জন্য আলোচনা করে যাবতীয় ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি আমাকে এ-বিষযে সমস্ত তদন্ত করাব নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই হোম সম্পর্কে (সানি রিজ) শোনা কথাগুলিব জন্য। আমি তাই করেছিলাম এবং জেনেছিলাম হোমটা ভালো এবং মিসেস ল্যানকাস্টাব ওখানে বেশ সুখেই থেকে গেছেন।

টমি বললেন, 'কিন্তু তিনি অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই হোম ছেড়ে চলে গেছেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও তাই মনে করি। হ্যাঁ মিসেস জনসন অপ্রত্যাশিত ভাবে পূর্ব আফ্রিকা থেকে ফিরে এসেছেন। অনেক লোকই এ-রকম করে থাকে। তিনি এবং তার স্বামী অনেক বছব ধরে কেনিয়ায বাস করেছিলেন। তারা ওখানে নান ধরনের আয়োজন করেছিলেন বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের জন্য এবং তাবা ভেবেছিলেন যে তাদের যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আত্মীয়স্বজন আছেন তাদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে যত্নবান হবেন। মিসেস জনসন এখন কোথায় আছেন আমি তা জানি না। আমি তার কাছে থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলাম। তাতে আমার ঋণ স্বীকার করে ও আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন। একথাও লিখেছিলেন আমি যদি কোন কারণে তার সাথে যোগযোগ করতে চাই তাহলে যেন ব্যাঙ্কের কেয়ারে চিঠি দিই। কেননা তিনি ও তার স্বামী কোথায় থাকবেন তখনও তিনি জানেন না। মিঃ বেরেসফোর্ড যা জানি আমি আপনাকে সবই বললাম।'

তাঁর স্বর নবম কিন্তু বেশ দৃঢ়। কোনরকম অস্বস্তি কিংবা অসুবিধার ছাপ মুখে ছিল না। কিন্তু গলার স্ববে শেষ কথা বলার দৃঢ়তা। তারপর যেন তাঁর আবরণ কিছুটা নমনীয় হয়ে এল।

তিনি পুনরায় আশ্বস্ত করে বললেন, 'মিঃ বেরেসফোর্ড। আপনার দুশ্চিন্তা করা উচিত নয়। বরং বলা ভালো আপনার স্ত্রীকে উদ্বিগ্ন করা উচিত হবে না। আমার মনেহয় মিসেস ল্যানকাস্টার একজন ভালোই বৃদ্ধা মহিলা এবং কিছুটা ভুলোমনাও বটে। তিনি যে ছবিটি দান করেছেন সে সম্বন্ধে হয়তো একেবারেই ভুলে গেছেন। তাঁর বোধহয় পঁচাত্তব-ছিয়াত্তর বছর বয়স হবে। ওই বয়সে সাধাবণতঃ ভুল হয়। আপনি তো জানেন।'

'আপনি কি তাঁকে কখনও দেখেননি।' কিন্তু, আপনি তো মিসেস জনসনকে চিনতেন?'

'হ্যাঁ। তিনি যখন এখানে মাসে মাসে আমার সাথে কিছু ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে আসতেন। আমার সঙ্গে দেখা হত তাঁর সঙ্গে। বেশ ভালো। ব্যবসায়ী মনোভাব সম্পন্না মহিলা। তিনি যে চুক্তিগুলো করেছিলেন তাতে তাঁর যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল।' তিনি এবার উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'মিঃ বেরেসফোর্ড আমি দুঃখিত, আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারছি না।'

খুব মৃদু এবং দৃঢ়স্বরে তিনি তাঁর অস্বীকৃতি জানালেন।

টমি এবার ব্লুমসকারি স্ট্রীটে এলেন এবং একটি ট্যাক্সির জন্য এঁদিকে ওদিকে তাকাতে লাগলেন। যে পার্শেলটা তাঁর হাতে ছিল, খুব ভারি না হলেও বিশ্রীর রকমের বড় সাইজের। যে বাড়ীটা তিনি ছেড়ে এসেছেন তার দিকে এক লহমার জন্য ফিরে তাকালেন। বেশ সম্ভ্রান্ত দেখতে, অনেক আগে স্থাপিত। তুমি কোন দোষই খুঁজে পাবে না। আপাতদৃষ্টিতে মের্সাস পার্টিংডেল, হ্যারিস লকরিজ এ্যাণ্ড পার্টিংডেল কিংবা মিঃ একলেস্ কারোর মধ্যেই কিছু আপত্তিকর কিছু নেই। সতর্ক হওয়ার বা অস্বস্তি বোধ করার কিছু নেই। বিষন্নভাবে টমি ভাবল, বইয়ের ভেতর মিসেস ল্যানকাস্টার কিংবা মিসেস জনসনের নাম একধরনের অপরাধী-চমক এনে দেওয়া উচিত ছিল। অন্তত এটুকু দেখাবার জন্য যে নামগুলি নথিভুক্ত রয়েছে, সবকিছু ঠিক নেই। বাস্তব জীবনে ঠিক এভাবে ঘটেনি মনে হচ্ছে। মিঃ একলেসকে মনে হচ্ছিল যে টমির এইসব অনুসন্ধানী প্রশ্নে তাঁর সময় নষ্ট হচ্ছে বলে বিরক্ত যদিও তিনি এতই ভদ্র কোন বিরক্তি প্রকাশ করেননি। কিন্তু যাই হোক না কেন, টমি নিজের মনেই ভাবল, আমি মিঃ একলেস্‌কে পছন্দ করছি না। সে যাদের নানা কারণে পছন্দ করত না, তাদের স্মৃতি আবছা ভাবে মনে করছিল। এ কাজগুলো—ঠিকই ছিল। কিন্তু সম্ভবত ওটা এটার থেকে সহজ ছিল। যদি তোমার জীবনে বহু ব্যক্তিসম্পন্ন ব্যাক্তির সাথে যোগাযোগ ঘটে থাকে, তাঁদের সম্বন্ধে তোমার এক ধরণের অনুভূতি জন্মাবে। ঠিক যেমন একজন প্রাচীণ জিনিসের কারবারী তার জিনিসগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দাম যাচাইয়ের আগে মনে মনে সন্দেহ করে জিনিসটি হয়তো ভাল। ছবির ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। ঠিক একই ভাবে কোনও ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের কাছে ঝকঝকে কোন ব্যাঙ্কনোট এলে সে একই রকম সন্দেহ করে। টমি ভাবল, ভদ্রলোক কথাবার্তায় বেশ দেখতেও ভালো, তবুও কিন্তু......' তিনি কেমন উন্মত্তের মতো একটি ট্যাক্সির দিকে হাত নাড়লেন, ড্রাইভার তাঁর দিকে সোজাসুজি ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে গাড়ীর স্পিড বাড়িয়ে দিল। টমি বলল 'শুয়োরের.........।'

তাঁর চক্ষু রাস্তায় এদিকে ওদিকে ঘুরতে লাগল, একটি ভদ্র ট্যাক্সি ড্রাইভারের আশায়। ফুটপাথে ভালই লোকজন হাঁটছে । কেউ তাড়াতাড়ি, কেউ বা ধীরে সুস্থে। একজন লোক রাস্তার অপর দিকে একটি পিতলের ফলকের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে টমির চোখ একটু বিস্ফারিত হলো। সে লোকটাকে আগে দেখেছে। লোকটা হেঁটে রাস্তার শেষ পর্যন্ত পৌঁছে ঘুরে আবার হেঁটে ফিরে এসেছে। এমন সময় টমির পেছন দিকের বাড়ীটা থেকে একজন বেরিয়ে এল, সংগে সংগে উল্টোদিকে লোকটা ঐ রাস্তা ধরেই এগোচ্ছে কিন্তু বাড়ীটা থেকে যে লোকটা মের্সাস পার্টিংডেল, হ্যারিস, লকরিজ এবং পার্টিংডেলের দরজা ঠেলে বেরিয়ে

এল তার পেছনের দিকটা দেখে মনে হলে মিঃ একলেস্। ঠিক সেই সময়েই একটি থেমে থাকা ট্যাক্সির কাছে এগিয়ে এল। টমি হাত দেখলে, ট্যাক্সি থামল, টমি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল।

'কোথায় যাবেন?'

টমি এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, হাতের পার্সেলটির দিকে তাকাল। একটা ঠিকানা বলতে গিয়েও থেমে গেল। শেষে বলল, '১৪ লিয়ন স্ট্রীট।'

মিনিট পঁচিশ পরে সে তার গন্তব্যে পৌঁছালো। ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সে দরজার বেল বাজাল। এবং মিঃ আইভর স্মিথ আছেন কিনা জানতে চাইল। দোতালার ঘরে পৌঁছে সে দেখতে পেল একজন জানালার দিকে মুখ করে টেবিলে বসে আছে, চেয়ারটা এদিকে ঘোরাল, একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, 'হ্যালো টমি, তোমায় দেখে ভালো লাগল। অনেক দিন পরে দেখলাম এদিকে এখন কি করছ? তোমার পুরোন বন্ধুদের সাথে দেখা সাক্ষাত করে বেড়াচ্ছ?'

'না, আইভর, ঠিক তা নয়।'

'আমার মনে হয় কোন কারণে তুমি এখন বাড়ী ফিরছ?'

'হ্যাঁ।'

'সবই কেমন কথার কথা, তাই না?' কোন সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারনি এবং কোন কাজের কাজ কিছু হয়নি।'

'ঠিক বলেছ। শুধুই সময়ের অপচয়।'

'সেই বৃদ্ধ বগি ওয়াডলকের একঘেয়ে কথা শুনে যাও। প্রতি বছরই যা আরো খারাপ হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তাই'—টমি একটি চেয়ারে বসল, একটা সিগারেট নিল এবং বলল, 'আমি ভাবছি কোন একজন একলস্-এর প্রকৃতি সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো কিনা! ভদ্রলোক সলিসিটার— ঐ যে ফার্ম আছে একটা মেসার্স পার্টিংডেল, হ্যারিস, লকরিজ এ্যাণ্ড পার্টিংডেল।

'আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা,' আইভব স্মিথ বললেন। ভুরুদুটি ওপরে ওঠাল। ওঠাবার পক্ষে বেশ সুবিধেজনক ভুরু। বেশ বিস্ময়জনক ভাবে ভুরুর প্রান্ত নাকের দিকে ওপরে উঠে যায় আর গালের দিকের প্রান্ত নীচে নেমে আসে। ফলে তাঁকে দেখায় যেন গভীর কোন আঘাত পেয়েছে। আসলে ওটা তার একটা স্বাভাবিক ভঙ্গী। 'তোমার সাথে কোও একলেসের বিরোধ বেধেছে?'

'কিন্তু মুসকিল হচ্ছে, তার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।'

'তার মানে, তুমি তার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'হুঁ। কিন্তু তুমি আমার কাছে আসার সিদ্ধান্ত নিলে কেন?'

'আমি অ্যাণ্ডারসনকে দেখলাম। যদিও বহুদিন পরে তাকে দেখলাম এবং আমি তাকে চিনতে পারলাম। সে কারোকে নজর রাখছিল। সে যেই হোক না কেন, কিন্তু যে বাড়ীটা থেকে আমি বেরিয়েছিলামে সেও তার থেকেই বেরিয়েছিল। ওখানে ল'ইয়ারদের দুটি ফার্ম এবং চার্টাড এ্যাকাউন্টটান্টের একটি ফার্ম আছে। অবশ্য যে লোকটি রাস্তা দিয়ে দূরে চলে গেল, আমার

তাকে মিঃ একলেসের মত মনে হলো। এবং ঠিক তখনই আমার মাথায় এলো হয়তো অ্যাণ্ডারসন মিঃ একলেসের ওপরেই নজর রাখছে।'

'হুম! টমি তুমি তো চিরকালই অনুমানে দক্ষ'—আইভর বলল।

'একলেস—কে?'

'তুমি কি জানো না? তোমর কি কোন ধারণাই নেই?'

টমি বলল, 'না, আমার কোন ধারণা নেই। দীর্ঘ ইতিহাসে যেতে চাই না। আমি তার কাছে গেছিলাম একটি বৃদ্ধা মহিলা সম্বন্ধে কিছু তথ্যের জন্য, যিনি সম্প্রতি একটি বৃদ্ধাবাস থেকে চলে গেছেন। তাঁর হয়ে যে সলিসিটার সব চুক্তি করতেন, তিনি হচ্ছেন মিঃ একলেস্। তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সাথে একাজ করতেন। আমি মহিলাটির বর্তমান ঠিকানাটি জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন তিনি ঠিকানা এখনও পাননি, হতে পারে তিনি পাননি। কিন্তু সেই মহিলাটির ঠিকানা সম্বন্ধে জানবার জন্য তিনিই একমাত্র সূত্র।'

'এবং তুমি তাঁকে খুঁজে পেতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'অবশ্য আমি তোমার খুব উপকার করতে পারব এমন মনে হয় না। একলেস্ খুবই সম্ভ্রান্ত, দক্ষ সলিসিটার, মোটা টাকা উপার্জন করে। প্রচুর সম্ভ্রান্ত ক্লায়েন্ট আছে। পেশাদার শ্রেণীদের এবং অবসর প্রাপ্ত সৈনিক, নাবিক, জেনারেল এ্যাডমিরল বা ঐ জাতীয় লোকদের জন্য কাজ করেন। ভদ্রলোক সম্মানীয় ব্যক্তি। তুমি যা বলছ তার থেকে অনুমান করছি, কঠোরভাবে আইন মেনে চলে।'

'কিন্তু তুমি তো তার সম্বন্ধে আগ্রহী,' টমি বলল।

'হ্যাঁ, আমরা মিঃ জেমস একলেস্ সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী'—আইভর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আমরা অন্তত ছ'বছর ধরে তার সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু লাভ বিশেষ হয়নি।'

টমি বলল, 'খুব ইন্টারে[illegible] তো। আমি আবার জিজ্ঞাসা করছি ভদ্রলোক ঠিক কি করেন?'

'অর্থাৎ তুমি জানতে চাইছ একলেস্ সম্বন্ধে আমরা কি সন্দেহ করছি? ভালো, এক কথায় বলতে গেলে এই দেশের সব থেকে বড় অপরাধমূলক কাজকর্মের যে সংগঠন, সে তার মূল ব্যক্তি।'

টমি খুব বিস্মিত হয়ে বলল, 'অপরাধমূলক কার্যকলাপ?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। তবে কোন লুকোছাপার ব্যাপার নেই। কোন গোয়েন্দাগিরি বা বিপরীত গোয়েন্দাগিরির ব্যাপার নয়। সাধারণ কোন অপরাধও নয়। আমরা যতদূর আবিষ্কার করেছি সে তার জীবনে কোন অপরাধ মূলক কাজই করেনি। কারো জিনিস চুরি করেনি। কারোকে প্রতারনা করেনি, তহবিল তছরূপ করেনি, তার বিরুদ্ধে আমরা সেরকম কোন প্রমানই যোগাড় করতে পারিনি। কিন্তু যখনই কোন বড় পরিকল্পিত ডাকাতি হয়েছে সেখানেই আমরা দেখেছি পটভূমির কোথাও না কোথাও মিঃ একলেস্ বেশ পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করছে।'

টমি বেশ চিন্তার সাথে বলল, 'ছ বছর'। বোধহয় তার চেয়েও বেশি। জিনিসটাক বুঝে

উঠতেই তো বেশ কিছু সময় চলে গেল। ব্যাঙ্ক ডাকাতি। ব্যক্তিগত মনিরত্ন ডাকাতি। সব ধরণের কালো টাকার ব্যাপার যেখানে। সব কাজই একটা নির্দিষ্ট ধরণের তুমি বুঝতেই পারবে একই মস্তিষ্ক সব ঘটনার পেছনে কাজ করছে। যে লোকেরা তাদের পরিচালনা করছে এবং যারা নির্দেশ পালন করছে, তারা অদৌ কোন পরিকল্পনা করছে না। তাদের যেখানে যেতে বলা হয় যায়। তাদের যা আদেশ করা হয় পালন করে তাদের কিছু চিন্তা করার ব্যাপার নেই।'

'অন্য কেউ চন্তা ভাবনা করে।'

'একলেসের সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ কেন?'

আইভর স্মিথ চিন্তিতভাবে তার মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'এটা বলতে অনেক সময় লাগবে। তার অনেক পরিচিত লোক এবং অনেক বন্ধু আছে। তার সঙ্গে গলফ্ খেলার জন্য অনেক সঙ্গী আছে, তার গাড়ি দেখাশোনার জন্য অনেক লোক আছে, তাব হয়ে কাজ করার জন্য অনেক শেয়াব দালালেরা আছে, কতগুলি কোম্পানী আছে যাদের নির্দোষ ব্যবসার সঙ্গে তিনি জড়িত তাব পরিকল্পনা হলো সবকিছু পরিষ্কার রাখা কিন্তু সমস্ত কাজে তার এই অংশগ্রহণ খুব একটা পরিষ্কার থাকছে না। মাঝে মাঝে সে কোন কোন অনুষ্ঠানে ইচ্ছা করেই অনুপস্থিত থাকে। একটা খুব বড় ব্যাঙ্ক ডাকাতির পরিকল্পনা খুব চতুরতার সাথে করা হয়েছিলো। এব জন্য একপয়সাও খরচা হয়নি। এই দলের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলো সবাই বেশ নিরাপদেই বেরিযে এসেছে।

'যখন এসব ঘটনা ঘটে তখন মিঃ এক্‌লেস কোথায় থাকেন?'

'মন্টিকারলো অথবা কুজরিজ অথবা নরওয়েতে উনি সেইসময় স্যালমন মাছ ধরতে বসে যান। আপনি নিশ্চিত জানবেন যেখানে অপরাধমূলক কাজকর্ম চলতে থাকে তার ১০০ মাইলের মধ্যে মিঃ একলেস থাকবেনা।'

'তবুও আপনি তাকে সন্দহ করেন?'

'হ্যাঁ নিশ্চিয়ই, আমি নিজের মনে এই ব্যাপারে নিশ্চিত কিন্তু আমরা কখনো তাকে ধরবো কিনা তা জানি না। যে মানুষটা সুড়ঙ্গ কেটেছে ব্যাঙ্কের মেঝের মধ্যে দিয়ে সেই লোকটা যে রাতের পাহারাদারকে মেরে সরিয়ে দিয়েছিলো, ক্যাশিয়ার—যিনি শুরু থেকেই এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার যিনি তথ্য সরবরাহ করে থাকেন তারা কেউই মিঃ একলেসকে চেনেনা সম্ভবত তারা তাকে কখনও দেখেনও নি। একটা বিরাট চেন অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। একজন ঠিক ততটুকুই জানে যেটা তার কাজ। তার বাইরে আর সে কিছু জানে না।'

'এটা তো তাহলে একটা চমৎকার পরিকল্পনা।'

'হ্যাঁ। কমবেশী তাই। তবে এখানে একটা নিজস্ব চিন্তাধারাও কাজ করছে। কোনদিন হয়তো আমরা সুযোগ পেতে পারি।'

'যার কোন কিছুই জানা উচিত নয় সে হয়তো কিছু জেনে যেতে পারে। হয়তো সেটা নির্বুদ্ধিতা বা আপাত তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু সেটা অবশেষে আমাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ এনে দেবে।'

'আচ্ছা উনি কি বিয়ে করেছেন? তার কি পরিবার আছে?'

'না, তিনি এরকম রিস্ক কখনোই নেননি। তিনি একজন গৃহরক্ষক, একজন মালী ও একজন

রাধুনীর সঙ্গে একা বাস করেন। তিনি বেশ আনন্দের সঙ্গে তার অবসর সময় কাটান এবং একথাও আমি না বলে পারছি না যে, যদি কেউ তার বাড়িতে অতিথি হয়েও যান তাহলে সে তাকে কোনমত সন্দেহ করতে পারবে না।'

'আচ্ছা এই কাজের সঙ্গে যারা জড়িত, তারা কি কেউ ধনী হচ্ছে না?'

টমাস! আপনি বেশ একটা ভালো প্রশ্ন করেছেন। কারও কারও ধনী হওয়া উচিত। আবার কারও কারও অপরের ধনী হওয়া দেখা উচিত। কিন্তু এই ধনী হওয়ার ব্যাপারটা খুব চতুরতার সাথে মোকাবিলা করা হচ্ছে। যেমন রেসকোর্সে বড় বড় জিতগুলো যে কায়দায় হয় শেয়ার মার্কেটে যেভাবে টাকা খাটানো হয় সেই কায়দায় করা হচ্ছে। খুব কৌশলের সাথে টাকা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই চক্রের মাধ্যমে দেশ বিদেশে প্রচুর টাকা খাটছে। এটা একটা টাকা ঘোরানোর বিশাল চক্র—এখানে টাকা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরছে।'

টমি বললেন, 'আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক। আমি চাইছি আপনি যাকে ধরতে চাইছেন তাকে হাতের নাগালে পাবেন।'

'নিশ্চয়ই পাবো কোন একদিন। আমি আশা রাখি তার এই যে চিরাচরিত রুটিন থেকে একদিন তাকে বিচ্যুত হতেই হবে।'

'কি করে?'

আইভার বললেন ,'বিপদ। তাকে বোঝাতে হবে তিনি বিপদে পড়েছেন। তার মানে এমন কেউ তার ওপর নজর রাখছে, এতে উনি অস্বস্তি বোধ করবেন আপনি যদি কখনও কাউকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারেন তাহলে সে নির্বুদ্ধিতার কাজ করবে। সে কোন ভুল করে ফেলতে পারে এবং তা থেকেই আপনি তাকে ধরতে পারবেন। এমন একজন সুকৌশলী ব্যক্তিকে আপনি এই কাজের মধ্যে নিয়ে আসুন যনি প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তার সাথে সবকিছু পরিকল্পনা করবেন এবং প্রতিটি পদক্ষেপ নিখুঁত সতর্কতার সঙ্গে ফেলবেন। কোন তুচ্ছ ব্যাপারে তাকে অস্বস্তিতে ফেলুন তাহলেই সে কোন ভুল করে ফেলবে। আমি এরকম আশা করছি। এখন আপনার কথা শোনা যাক। আপনি হয়তো এমন কিছু জানতে পারেন যেটা আমাদের কাজের পক্ষে সাহায্যকর হবে।'

'না। অপরাধের ব্যাপারে কিছু সাহায্য করবেনা। এ বড় তুচ্ছ ব্যাপার।'

'ঠিক আছে। গল্পটা শোনাই যাক।'

টমি কোন ভূমিকা না করে পুরো গল্পটা শুনিয়ে দিল। সবকিছু শুনে আইভার বললেন 'তাহলে আপনি বলছেন আপনার স্ত্রী অদৃশ্য হয়েছে?'

'এটা তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়।'

'হ্যাঁ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বটে।'

'আমার কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'আমিও তাই মনে করি কেননা আমি একবার আপনার স্ত্রীকে দেখেছিলাম সে যথেষ্ট তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না।'

টমাস বললেন, 'যদি সে কোন সূত্র পেয়ে থাকে তাহলে সে এমনভাবে ছুটে যায় শিকারী কুকুর যেমন তার শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

'আপনি পুলিশে যাননি?'

'না।'

'না কেন?'

'তার প্রথম কারণ হলো, আমি বিশ্বাস করি সে ভালোই আছে। টুপেন্স সর্বদা ঠিকঠাক থাকে। আমার মনে হয় সে কোন ক্লু পেয়েছে এবং সেই কারনেই সে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সময় পাচ্ছে না।'

'হুম্।' আপনার এই কথাটা আমার ঠিক মনপুঃস্ত হচ্ছে না। আপনি তো বললেন সে একটা বাড়ির খোঁজ করছিলো। সে বাড়িটা কোন কারণে আকর্ষণীয়া হতে পারে কারণ আমরা যেমন বিভিন্ন অদ্ভুত জিনিষের পেছনে ছুটি সেগুলো সবসময় আমাদের চাহিদামতো বেশী কিছু দিতে পারে না। বাড়ির দালালরা যেভাবে বাড়ির পেছনে ছোটে আমাদের কাজটা অনেকটা ঠিক সেইরকম হয়ে যায়।'

টমি বিস্মিত ভাবে বললেন, 'বাড়ির দালাল!'

'হ্যাঁ। সুন্দর, সাধারণ অথবা একটু ভাঙাচোরা পুরানো বাড়ির দালালরা ইংলণ্ডের বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে আছে। তার কেউই লন্ডনের থেকে বেশী দূরে থাকে না। মিঃ একলেসের ফার্ম এই সমস্ত বাড়ি ও তার দালালদের জন্য প্রচুর কাজ করে থাকে। মাঝে মাঝে সে ক্রেতাদের পক্ষ থেকে কখনও কখনও আবার বিক্রেতাদের পক্ষ থেকে উকিলের কাজ করে থাকনে। মক্কেলদের পক্ষ থেকে তিনি এরকম নানারকম বাড়ির ব্যাপাবে কাজ করে থাকেন। মাঝে মাঝে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এগুলি কেন করে থাকেন? এতে তো আর বেশী লাভ হয় না—'

তার মানে আপনি বলতে চাইছেন এর মধ্যে কোন একটা ব্যাপার আছে তাই না?'

'হ্যাঁ। ভালো কথা। আপনার যদি সেই কয়েক বছর আগের লন্ডনের সাউর্দান ব্যাঙ্কের বড় ডাকাতির ঘটনা মনে থাকে তাহলে জানবেন এই গ্রামেতে একটা নির্জন বাড়ি ছিলো। সেটা ছিলো চোরেদের আড্ডা। সেখানে তাদের উপর কারও নজর পড়তো না। সেখানে যাবতীয় ডাকাতির দ্রব্য এনে পাচার করা হত। সেই অঞ্চলের প্রতিবেশীরা ওই বাড়িটা সম্পর্কে নানা রকম গল্প বানাতে শুরু করলো। তারা অবাক হয়ে ভাবতো এখানে যারা আসে ও অস্বাভাবিকভাবে চলে যায় যাদের কার্যকলাপ প্রধানত রাতবিরেতেই চলে তারা কারা? মধ্যরাতে বিভিন্ন ধরণের গাড়ি আসতো এবং চলে যেত। নিকটস্থ লোকজন তাদের এই অদ্ভুত প্রতিবেশী সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে উঠেছিল। তারপর একদিন পুলিশ এসে সেই বড়িটায় রেইড করে তিনজন লোকসহ কিছু লুটের মাল আটক করলো। ওই তিনজন ব্যক্তির মধ্যে একজনকে চিনতে পেরে সনাক্ত করা হয়েছিলো।'

'এই ঘটনা থেকে কি আপনি কিছু হদিশ পাননি?'

'ঠিক সেরকম পাইনি। তারা অর্থাৎ লোকদুটো কথাই বলতো না, তাদেরকে গভীর নিরাপত্তা বেষ্টণীর মধ্যে রাখা হয়েছিলো এবং থানায় সেভাবেই হাজির করা হত। তারা জেলে অনেক বড় বড় কথা বলেছিলো কিন্তু দেড় বছরের মধ্যেই তারা আবার জেল থেকে খালাস পেয়েছিলো। খুব চতুরতার সঙ্গে তাদের জেল থেকে মুক্ত করে নেওয়া হয়েছিলো।'

'আমার মনে হয় এই ঘটনাটার কথা আমি খবরের কাগজে পড়েছি। অপরাধীদের একজন কোর্ট থেকে অদৃশ্য হয়েছিলো, যেখানে দুজন ওয়ার্ডার তাকে নিয়ে এসেছিলো।'

'ঠিক বলেছেন। এই পুরো ব্যাপারটাই অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে সাজানো হয়েছিলো এবং এই লোকদুটোকে জেল থেকে বের করার জন্য প্রচুর টাকা ঢালা হয়েছিলে।'

'কিন্তু আমরা ভাবছি যে অনেকদিনের জন্য ঐরকম একটা বাড়ি রেখে দেওয়ার মতো রিস্ক কে নেবে? সেটা খুব নির্বোধের কাজ হবে কারণ আশেপাশের সবাই ঐ বাড়িটা সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে ওঠে। কেউ কেউ ভাবছে ঐ বাড়িটার অর্ধেক অংশে একটা অংশীদার বসিয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে। তা হলে লোককে বলা যাবে মালিকের বিভিন্ন জায়গায় অনেক বাড়ি থাকার জন্য সে সেখানে থাকে না। সেই বাড়িতে লোক আসছে, ভাড়া নিচ্ছে। কখনও মা এবং মেয়ে, কখনও কোন বিধবা মহিলা অথবা অবসর প্রাপ্ত সৈনিক এবং তার স্ত্রী। তারা খুব চমৎকার মানুষ। তারা থাকার জন্য বাড়িটার অনেক কিছুই মেরামত করেছিলো। স্থানীয় মিস্ত্রি দিয়ে বাড়িটার প্রয়োজনীয় অংশ সারিয়ে নিয়েছিলো। লন্ডন থেকে নাবারকম আসবাবপত্র আসতো মাঝে মাঝে বাড়িটাকে সাজানোর জন্য। একবছর বা দেড়বছর পরে ঐ অঞ্চলে এমন কোন ঘটনা ঘটতো যে বাড়ির লোকেরা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বিদেশে চলে যেতো। এইভাবেই চলে যাচ্ছিল। সবকিছু খুব স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে হচ্ছিলো। তাদের ব্যবহার করা হোত কোন অসৎ উদ্দেশ্যেই! কিন্তু কেউই কোন সন্দেহ করতে পারবে না। সেখানে যারা থাকতো তাদের বন্ধুবান্ধববা কদাচিৎ তাদের সাথে দেখা করতে আসতো শুধুমাত্র কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে। যেমন মধ্য বয়সী কোন দম্পতির বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে অথবা কোন যুবক যুবতীদের পার্টির উপলক্ষে, এক রাত্রের জন্য অনেক গাড়ি আসতো আবার চলে যেতো। লোকে বলে সেখানে ছ মাসের মধ্যে বড় বড় পাঁচটা ডাকাতি হয়েছিলো কিন্তু প্রতিবারই লুটের মাল পাচার হয়ে গেছিলো। অথবা পুরো টাকাটা একটা বাড়িতে রাখা হয়নি, গ্রামেরই পাঁচটা বিভিন্ন বাড়িতে আলাদাভাবে সেগুলি সরিয়ে রাখা হয়েছিলো। যদিও এগুলি সবই আমাদের অনুমান মাত্র তবু এসবের উপর ভিত্তি করেই আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। তোমার প্রিয় মহিলা একটা যে নির্দিষ্ট বাড়ির ছবি পেয়েছিলেন সেটা তার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হলেও ল্যানকাস্টার তাকে নিজের কাছে না রেখে আন্ট আদাকে দিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই বাড়িটাই তোমার মিসেস কোথাও দেখেছেন বলে তার ধারণা। উনি নিজে সেই বাড়িটার ব্যাপারে তদন্ত করতে বেরিয়ে পড়েছেন। এখন মনে হচ্ছে এই বিশেষ বাড়িটা সম্পর্কে কেউ খোঁজ খবর করুন এটা কোন একজন বা দল চায়না। এটাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখাই তাদের উদ্দেশ্য এটা তো আপনি বুঝেছেন?'

'আপনি এতদূর ভেবেছেন?'

'হ্যাঁ। আমি এতদূর ভেবেছি। কারণ আমরা যে যুগে বাস করছি সেটা সুদূরপ্রসারী। এখানে অনেক কিছুই অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে।'

একটু ক্লান্ত হয়ে টমি তার ৪নং ট্যাক্সি থেকে নেমে যেখানে এসেছেন সেখানকার পরিবেশটা ভালোভাবে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন। হ্যামস্টেড হিথ নামক জায়গার একটা ছোট্ট শৈল্পিক অঞ্চলে ট্যাক্সি তাকে নামিয়ে দিয়ে গেছে। শিল্পীদের জন্য নানারকম শৈল্পিক ব্যবস্থা এখানে। প্রত্যেকটা বাড়ি অপর বাড়িগুলি থেকে অদ্ভুত ধরণের আলাদা। এখানে সেই বিশেষ বাড়িটার কথা বলা হচ্ছে সেখানে স্কাইলাইটযুক্ত একটা বড় স্টুডিও আছে, বাড়িটার একদিকে একসঙ্গে

তিনটে ঘর। একটা উজ্জ্বল সবুজ রঙের মইয়ের সিঁড়ি বাড়ির বাইরে দাঁড় করানো। টমি ছোট্ট গেটটা খুলে সরু পথ ধরে দরজার কাছে গেলেন সেখানে কোন কলিংবেল দেখতে না পেয়ে দরজায় টোকা দিলেন। কিন্তু সাড়া পেলেননা। এক মুহূর্তের জন্য থেমে তিনি আরও জোরে আওয়াজ করলেন।

দরজাটা এত আকস্মিকভাবে খুলে গেল যে তিনি প্রায় পিছনে পড়ে যাচ্ছিলেন। একজন মহিলা চৌকাঠে এসে দাঁড়ালেন। প্রথম দৃষ্টিতে তাকে দেখে টমির প্রথমেই যে-কথা মনে হলো সেটা হল তিনি জীবনে যত মহিলা দেখেছেন, তাদের সবার থেকে ইনি সাদাসিধে ও সহজ সরল। তার মুখটা ছিলো প্যান-কেকের মতো চ্যাপ্টা। তার দুটি বড় বড় চোখে দুরকমের রঙ। একটা চোখের মনি সবুজ ও অপরটি খয়েরী। পাকানো চুলের মধ্য থেকে কতগুলো তেলহীন রুক্ষ চুল এসে তার প্রকাণ্ড ললাটে এসে পড়েছে। আর পরনে বেগুনী রঙের গাউন। টমি লক্ষ করে দেখলেন যে হাতে উনি দরজা খুলেছিলেন সেই হাতটা স্থাপত্যের মতোই সুন্দর।

মহিলাটি গম্ভীর ও আকর্ষণীয় গলায় বললেন " কি ব্যাপার? আমি এখন ব্যস্ত আছি।"

" আপনি কি মিসেস বস্কওয়ান"?

" হ্যাঁ। আপনি কি চান?"

" আমার নাম বেরেসফোর্ড। আমি কি আপনার সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারি?"

" আমি আপনাকে চিনি না। সত্যিই কি আপনার খুব দরকার" উনি টমির বগলের নীচে রাখা বস্তুটির দিকে তাকিয়ে বললেন "এই ছবির মতোন দেখতে জিনিষটা কি ? আপনি কি ছবির বিষয়ে কথা বলতে চান?"

"হ্যাঁ। এটা আপনার স্বামীর হাতে আঁকা একটা ছবি।"

"আপনি কি এটা বিক্রী করতে চান? আমার কাছে তার প্রচুর ছবি আছে। আমি আর কোন ছবি কিনতে চাই না। এটা গ্যালারীতে প্রদর্শনীর জন্য অথবা অন্য কিছুর জন্য রেখে দিন। যারা ছবির প্রদর্শনী করবে তারা তার আরও ছবি পেলে কিনে নেবে। আপনাকে দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে না যে আপনার ছবি বিক্রী করার কোন প্রয়োজন আছে।"

" না... না, আমি কিছুই বিক্রী করতে চাই না।" ঐ বিশেষ মহিলাটির সাথে কথা বলতে গিয়ে টমি এক অস্বস্তিজনক অনুভব বোধ করলেন। যদিও তার চোখদুটো একে অপরের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ তবু দেখতে ভারী সুন্দর। কিন্তু তখন সেই চোখের তারা দুটি তার কাঁধের ওপর দিয়ে এমনভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে মনে হচ্ছে খুব আগ্রহের সঙ্গে তিনি কিছু লক্ষ করছেন।

টমি বললেন, " আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাকে—একটু ভেতরে আসতে দেন.... আসলে আমি যা আপনাকে বলতে চাই তা ব্যাখা করা একটু কঠিন।"

" আপনি যদি শিল্পী হন তাহলে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না। আমি দেখেছি শিল্পীরা সবসময়ই খুব ক্লান্তিকর।"

"আমি শিল্পী নই।" মিসেস বস্কওয়ান তার আপাদমস্তক দেখতে দেখতে বললেন 'আপনাকে দেখে অবশ্য শিল্পী মনে হচ্ছে না। আপনাকে দেখে সরকারী চাকুরে বলেই মনে হচ্ছে"।

" মিসেস বস্কওয়ান, আমি কি ভেতরে আসতে পারি?"

" আমি এখনও নিশ্চিত নই। অপেক্ষা করুন।"

সে কেমন যেন অদ্ভুতভাবে টমির মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলো। টমি অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রায় মিনিট চার পরে দরজাটা আবার খুলে গেল।

"ঠিক আছে। আসুন, আপনি ভেতের আসুন।"

তিনি টমিকে দরজা দিয়ে একটা সরু সিঁড়ির কাছে নিয়ে গেলেন এবং সিঁড়ি বেয়ে একটা বড় স্টুডিওতে এলেন। সেখানে এককোণে একটা বড় মূর্তি ছিলো। আর নানারকম যন্ত্রপাতি ওই মূর্তির গায়ে হেলান দিযে রাখা। হাতুড়ি, বাটালি এবং মাটি দিয়ে তৈরী একটা মাথা ছিলো। সমস্ত জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছিল কোন বুনো লোক দলবল নিয়ে এসে সম্প্রতি সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। মিসেস বস্কওয়ান বললেন " এখানে বসার মতো কোন জায়গা নেই।"

উনি একটা টুল থেকে সব জিনিষপত্র ছুঁড়ে দিয়ে সেটা টমির দিকে এগিয়ে দিলেন।

"আসুন এখানে বসে আমার সাথে কথা বলুন।"

"আপনার অশেষ দয়া আপনি আমাকে ভেতরে আসতে দিয়েছেন।"

"যাইহোক। আপনাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোন কিছুর বিষয়ে আপনি চিন্তা করছেন তাই না?"

"হ্যাঁ ঠিক বলেছেন ; আমি খুব চিন্তিত আছি।"

" আমিও তাই ভাবছি কি ব্যাপারে আপনি এত চিন্তা করছেন।"

টমি বললেন, "আমার স্ত্রী", নিজের উত্তরে উনি নিজেই বিস্মিত হলেন।

" ও! আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে চিন্তিত ? এর মধ্যে কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নেই। পুরুষ মানুষেরা সর্বদাই তাদের স্ত্রীদের নিয়ে চিন্তিত থাকেন—উনি কি কারও সাথে চলে গেছিলেন? অথবা উনি কি আপনার সাথে খেলা করছেন?"

" না সেরকম কিছুই নয়।"

" তবে কি উনি মৃত্যুশয্যায়? ক্যান্সার?"

টমি বললেন, " না। উনি কোথায় আমি সেটা জানি না। এটাই আমার চিন্তার

বিষয়।"

মিসেস বস্কওয়ান বললেন, "তাহলে কি আপনি ভেবে নিয়েছেন সেটা আমি জানি? ঠিক আছে আপনি যদি ভাবেন আমি তাকে খুঁজে পেতে পারি তাহলে তার নাম ও তার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য বলে যান— তবে আপনাকে মনে করতে হবে আমি নিশ্চিতভাবে কথা দিতে পারছি না। তবে আমি আপনাকে সর্তক করে দিচ্ছি।'

টমি বললেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি যেমন ভেবেছিলাম, তার থেকে কথা বলার ব্যাপারে আপনি অনেক বেশী সহজ।"

"কিন্তু এ ব্যাপারে ছবিটা কি করবে? আকার দেখে তো হবে তাই না?"

টমি ছবিটার মোড়ক খুল ফেললেন।

টমি বললেন, "এই ছবিটাতে আপনার স্বামীর স্বাক্ষর আছে। আমি চাই এই ছবিটা সম্পর্কে আপনি যা জানেন বলুন।"

"আচ্ছা, আপনি ঠিক কি জানতে চান বলুনতো?"

" এ ছবিটা কখন আঁকা হয়েছিলো এবং কোথায়?"মিসেস বস্কওয়ান তার দিকে তাকালেন এবং এই প্রথমবার তার চোখের মধ্যে একটা আগ্রহের ভাব দেখা গেল।

উনি বললেন, "এটা বলা কঠিন নয়। হ্যাঁ আমি এই ছবির ব্যাপারে আপনাকে সবই বলতে পারি। এটা প্রায় ১৫ বছর আগে আঁকা হয়েছিলো— না .... না আমার ভাবা উচিত এটা আরও অনেক আগেকার ছবি। তিনি তার অল্পবয়সে যে সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো এঁকেছিলেন এটি তার মধ্যে একটি। এটা ২০ বছর আগের ছবি।"

"আপনি কি জানেন কোন জায়গায় এটা আঁকা হয়েছিলো?"

" হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমি খুব ভালোভাবে মনে করতে পারি। সুন্দর ছবি। আমি সর্বদাই এটাকে খুব পছন্দ করতাম। ঐ যে ঢেউ খেলানো ছোট্ট সেতুটা ও বাড়িটা যে জায়গায় আছে তার নাম হচ্ছে সাটন চ্যান্সেলর। মার্কেট বেসিং থেকে ৭/৮ মাইল দূরে। মানে সাটন চ্যান্সেলর থেকে এই বাড়িটার দূরত্ব দু মাইল। নির্জন সুন্দর জায়গা।"

উনি ছবিটার কাছে উঠে এসে ঝুঁকে পড়ে মনোযোগ সহকারে ছবিটা লক্ষ করতে লাগলেন। তারপর বললেন, " এটা মজার এবং খুব অদ্ভুতও বটে। আমার এখন অবাক লাগছে।"

টমি তার কথায় খুব একটা মনোযোগ দিলেন না।

উনি জিজ্ঞাসা করলেন "বাড়িটার নাম কি?"

"আমি ঠিক মনে করতে পারছিনা। কয়েক বছর অন্তর অন্তর এটার নতুন নামকরণ হয়েছে। আমি জানি না যে সেখানে ঠিক কি ঘটেছিলো। দুটো দুঃখজনক ঘটনা ওই বাড়িতে ঘটে গেছিলো। তারপরে যারা ওই বাড়িতে আসেন তারা পুরানো নাম বদলে নতুন নামকরণ করেন। বাড়িটা ক্যানাল হাউস বা ক্যানাল সাইড বলেই পরিচিত ছিলো।

একবার, মাঠের ধারে অবস্থিত বলে ব্রীজ হাউস নাম দেওয়া হয়েছিলো। বাড়িটার ধারে একটা নদী আছে বলে একে রিভার সাইড হাউসও বলা হয়ে থাকে।"

"সেখানে কারা থাকতেন? অথবা এখন ওখানে কারা থাকেন। আপনি কি জানেন?"

" কেউ থাকেন না বলেই জানি। আমি যখন প্রথম ঐ বাড়িটা দেখেছিলাম তখন সেখানে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা থাকতেন। তারা বিবাহিত ছিলেন না কিন্তু সপ্তাহান্তে তারা ওখানে আসতেন। মেয়েটি একজন নর্তকী ছিলেন। অবশ্য আমি মনে করি না উনি একজন নর্তকী ছিলেন। তিনি হয়ত অভিনেত্রী হবেন। মাঝে মাঝে অভিনয়তে ব্যালে নাচ করতেন। তিনি সুন্দরী কিন্তু বোবা ছিলেন। খুব সাধাসাধি দরিদ্র মহিলা ছিলেন। আমার মনে আছে উইলিয়াম তার প্রতি একটু নরম মনোভাব দেখিয়েছিলেন।"

" তিনি কি ঐ মহিলাটির ছবি এঁকেছিলেন।"

" না, তিনি মানুষের ছবি খুব কম আঁকতেন। তিনি মাঝে মাঝে বলতেন বটে তাদের স্কেচ করে রাখবেন। কিন্তু এরকম ছবি তিনি কখনোই তেমন আঁকেন নি। মেয়েদের ব্যাপারে সর্বদাই তার একটু দুর্বলতা ছিল।"

" আপনার স্বামী যখন ঐ বাড়িটার ছবি এঁকেছিলেন তখন কি তারাই ঐ বাড়িতে ছিলেন?"

"হ্যাঁ তবে অল্প সময়ের জন্যে। তারা-তো কেবল সপ্তাহের শেষেই আসতেন। তারপর সেখানে কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটে গেল। তাদের মধ্যে হয়ত ঝগড়া হয়ে থাকবে মেয়েটিকে ফেলে লোকটি চলে গেলেন অথবা মেয়েটিই লোকটিকে ছেড়ে চলে গেলেন। আমি নিজে তখন সেখানে ছিলাম না আমি তখন কোভেনট্রিতে একটা দলের সাথে কাজ করছিলাম। তারপর ঐ বাড়িতে একটি শিশুকে নিয়ে একজন গর্ভনেস এসেছিলেন। আমি জানি না শিশুটি কে ছিল অথবা মহিলাটি কোথা থেকে এসেছিলেন। তবে আমার ধারনা গর্ভনেস ঐ শিশুটিকে দেখাশোনা করতেন। তারপর মনে হয় ঐ শিশুটির কিছু একটা ঘটেছিল। হয় ঐ গর্ভনেসটি শিশুটিকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন নয়ত শিশুটি মারা গিয়েছিল। কুড়ি বছর আগে ঐ বাড়িতে যারা বাস করতেন তাদের সম্পর্কে আপনি কি জানতে চান? আমার কাছে তো এসব বোকামী বলে মনে হচ্ছে।"

"ঐ বাড়ির সম্বন্ধে আমি যতটা পারি তার সব কিছুই জানতে চাই। আমার স্ত্রী ঐ বাড়িটার খোঁজেই বেরিয়ে পড়েছেন। তিনি বলেছিলেন তিনি ট্রেন থেকে কোন একস্থানে বাড়িটাকে দেখে ছিলেন। " টমি বললেন।

মিসেস বস্কওয়ান বললেন, "ঠিকই বলেছেন। সেতুটির অপর দিক দিয়েই একটি

রেললাইন চলে গিয়েছে। তাই রেলগাড়ি থেকে ঐ বাড়িটা ভালো করেই দেখতে পাবেন। ঐ বাড়িটা তিনি খুঁজে বার করতে চাইছেন কেন?"

টমি একটু ইতস্তত করে একটা অস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিলেন। মিসেস বসকোয়ান সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

উনি বললেন " আপনি কোন মানসিক হাসপাতাল থেকে আসেন নি তো? অথবা কোন জেল বা গারদ যাই বলা হোক না কেন সেখান থেকে আসেন নি তো?"

টমি বললেন, " আমি বুঝতে পারছি আমার কথা শুনে হয়ত আপনার এরকমই মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা খুবই সহজ সত্য। আমার স্ত্রী সত্যিই ঐ-বাড়িটা খুঁজে বার করতে চেয়ে ছিলেন এবং সেজন্যই তিনি নানান রেলপথে জার্নি করেছেন যাতে তিনি দেখতে পান যে ঐ বাড়িটা ঠিক কোন জায়গায় অবস্থিত। আমার মনে হয় উনি সেটা খুঁজে পেয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে তিনি এই জায়গা থেকেই ঐ স্থানে গিয়েছেন— কি, চ্যান্সেলার বললেন যেন?"

" সাটন চ্যান্সেলর। এটা আগে ঘোড়াদের থাকবার জায়গা হিসাবে ব্যবহার করা হতো। এটা এখন অনেক লোকের বসতি স্থল হয়ে গেছে।"

টমি বললেন, "এটা যে কোন কিছুই হতে পারে। আমার স্ত্রী টেলিফোন করেছিলেন যে তিনি বাড়ি ফিরে আসছেন। কিন্তু তিনি আসেন নি। আমি জানতে চাই তার কি হয়েছে? আমার মনে হয তিনি হয়ত ঐ বাড়িতে ঢুকে তদন্ত করতে শুরু করেছিলেন হয়ত তিনি বিপদে পড়েছেন।"

"ঐ বাড়িতে বিপজ্জনক কি আছে?"

টমি বললেন, " আমি জানি না, আমাদের মধ্যে কেউই কিছু জানতেন না। আমি এখনও পর্যন্ত মনে করি না ঐ বাড়িতে বিপজ্জনক কিছু থাকতে পারে। তবে আমার স্ত্রী তা মনে করেছিলেন।"

" কি ?"

" সম্ভবত তিনি, ঐ সব করতে একটু ভালোবাসতেন। সে-রকম তার একটা বাতিক আছে। আপনি কি কখনও কুড়ি বছর আগে একজন মিসেস ল্যানকাস্টারের কথা শুনেছেন অথবা তাকে চিনতেন কি? অথবা একমাস আগে পর্যন্ত যে কোন সময় ঐ রকম মহিলার নাম শুনেছেন কি ?

" মিসেস ল্যানকাস্টার? না ওরকম কাউকে তো চিনি না। কেন মিসেস ল্যানকাস্টারের সম্বন্ধে খোঁজ নিচ্ছেন ?"

"ঐ মহিলারই ছিল এই ছবিটা। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ তিনি এই ছবিটা আমার একজন আন্টকে দিয়েছিলেন। তারপর বৃদ্ধা মহিলাদের হোম থেকে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে তাকে সরিয়ে নেওয়া হয়। তার আত্মীয়রা তাঁকে দূরে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যান।

আমি তাকে খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ নয়।"

"সেই ব্যক্তিটি কে, যিনি এমন ধরনের কল্পনা করেছেন? আপনি না আপনার স্ত্রী? মনে হচ্ছে আপনি যেন একসঙ্গে অনেক কিছু ভেবে ফেলেছেন এবং সেই কারণেই এখন এইরকম অবস্থায় এসে পড়েছেন।"

টমি বললেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়, আপনি এরকম কথা বলতে পারেন বৈকি। আমি এখন এমনই একটা অবস্থার মধ্যে এসে পৌছেছি যে সবকিছুই হয়ত কোন কিছুই নয় এমনও হতে পারে এটাই আপনি বলতে চাইছেন তো? হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন।"

মিসেস বসকোয়ানের গলার স্বরে একটু পরিবর্তন এলো। উনি বললেন, " না আমি কোন কিছুর সম্বন্ধেই কিছু বলব না।"

টমি অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

মিসেস বসকোয়ান বললেন, "ছবিটার সম্বন্ধে একটা জিনিস খুব অদ্ভুত লাগছে। উইলিয়ামের বেশীরভাগ ছবির কথাই আমার মনে আছে যদিও সে এরকম অনেক ছবিই এঁকেছে।"

"আপনার কি মনে আছে এই ছবিটা কাকে বিক্রয় করা হয়েছিল। অথবা ছবিটা কি আদৌ বিক্রি করা হয়েছিল?"

" না আমি সেটা মনে করতে পারছি না। হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে এটা বিক্রয় করা হয়েছিল। তার কোন এক ছবির প্রদর্শনী থেকে তাঁর সমস্ত ছবিগুলোই বিক্রি করা হয়েছিল। এগুলো তিন চার বছর ধরে এবং তারও দু-বছর পরে বিভিন্ন লোকের হাতে হাতে ঘুরেছিল। তাদের মধ্যে অনেকগুলো ছবিই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। বলতে গেলে প্রায় সবগুলোই হবে। কিন্তু এখন আমি মনে করতে পারছি না যে কে ঐ ছবিটা কিনেছিলেন? আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা আমার পক্ষে বেশ কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে।"

" আমার জন্যে এতক্ষণ আপনি যা কিছু করলেন তার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।"

"আপনি কিন্তু এখনও জিজ্ঞেস করেন নি কেন আমি বললাম ঐ ছবিতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। যে ছবিটা আপনি এখানে এনেছেন আমি ঐ-ছবিটার কথাই বলছিলাম।"

" তাহলে কি আপনি বলতে চাইছেন আপনার স্বামী কি এই ছবিটা আঁকেন নি—না অন্য কেউ এটা এঁকেছিলেন।"

"না না, এই ছবিটা উইলিয়ামই এঁকেছিল। ঐ তো ঐ খালের ধারের বাড়িটা। তিনি এই ছবিটা তার ছবির ক্যাটালগের মধ্যে রেখেছিলেন। কিন্তু এই ছবিটা যেমন ছিল সে-রকমতো এটা নয়। দেখুন এর মধ্যে কিছু একটা গলদ আছে।"

" কি গলদ?"

মিসেস বসকোয়ান মাটিমাখা আঙুল বের করে ঐ ছবিটার দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং সেতুর ঠিক নীচে ঐ খালের ধারের যে জায়গাটায় আঙুলের কাদা দিয়ে চিহ্নিত করে দিলেন।

উনি বললেন, "এখন দেখতে পাচ্ছেন ঐ সেতুটার নীচেই একটা নৌকা বাঁধা আছে, তাই না।"

টমি হতবুদ্ধি হয়ে বললেন, "হ্যাঁ।"

" ভালো কথা। ঐ নৌকাটা ওখানে ছিল না। আমি ছবিটা যখন শেষ দেখেছিলাম তখনও ছিল না। উইলিয়ম কখনও ঐ নৌকো আঁকেনি ঐ ছবিটা যখন প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল তখনও ওখানে কোনরকম নৌকা ছিল না।"

"তাহলে কি আপনি বলতে চাইছেন আপনার স্বামী নয় অন্য কোন লোক পরে ছবিতে ঐ নৌকা এঁকে দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার তাই না। আমিতো ভাবছি, কেন? প্রথমে আমি ঐ নৌকোটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যেখানে কোন নৌকো ছিল না সেখানে ঐ নৌকাটা কোত্থেকে এল। তারপর আমি ভাল করেই বুঝতে পারছি এটা উইলিয়মের আঁকা নয়। সে কোন সময়ই ছবিতে নৌকো ঢুকিয়ে দেয় নি। এটা অন্য কারোর কাজ, কে সে জন?"

উনি টমির দিকে তাকালেন।

"এবং আমি ভাবছি সে কেন এটা করল?"

টমির কাছে এই প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না। উনি মিসেস বসকোয়ানের দিকে তাকালেন। তার আন্ট আদা টুপেন্সকে একজন নির্বোধ মহিলা বলে ডাকতেন কিন্তু টমি কখনোই তাকে সেই দৃষ্টিতে দেখেন নি। আপাত দৃষ্টিতে যে-গুলোকে অর্থহীন বলে মনে হয় সেই রকম বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে টুপেন্স একটা থেকে অন্য বিষয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যান। যে গুলোকেভিত্তি করে টুপেন্স বলেছিলেন একটার সাথে আর একটা ঘটনার যোগ আছে। টমি তখন সে কথা মানতে চাননি। কিন্তু এক মিনিট আগে মিসেস বসকোয়ান ঠিক একই কথা বললেন। তিনি এমন ধরনের মানুষ যিনি এ-বিষয়ে অনেক কিছুই জানতে পারেন। উনি কি তার স্বামীকে ভালোবাসতেন? অথবা তিনি কি তার স্বামীকে ঈর্ষা করতেন অথবা ঘৃণা করতেন। যদিও তার কথা এবং ব্যবহার থেকে কোন সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না তাহলেও এটা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন যে সেতুর নীচে বাঁধা ছবির নৌকোটা তাকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। নৌকাটা ওখানে থাক সেটা উনি চান না। হঠাৎ তার মনে হলো মিসেস বসকোয়ান তাঁকে এতক্ষণ ধরে যে কথাগুলো বললেন সেগুলো কি সব সত্য? দীর্ঘদিন আগে আঁকা ঐ ছবিটা দেখে সত্যিই কি তিনি

মনে করতে পেরেছিলেন? বসকোয়ানের ছবিতে সেতুর নীচে ঐ নৌকাটা ছিল কি ছিল না? এটা একটা অতি তুচ্ছ এবং তাৎপর্যহীন বলেই মনে হচ্ছে। উনি বলেছিলেন উনি শেষ যখন ঐ ছবিটা দেখেছিলেন—কিন্তু এটা যদি মাত্র এক বছর আগেকার ঘটনা হতো তবুও মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু এটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এটি বহু দীর্ঘকাল আগেকার ঘটনা। তবু এই নৌকার ব্যাপারটা মিসেস বসকোয়ানকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। তিনি আবার তাকালেন এবং ঐ মহিলাও তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তার কৌতূহলী দৃষ্টি চিন্তিতভাবে তার মুখের ওপর নিবদ্ধ। তাকে দেখে অত্যন্ত চিন্তামগ্ন বলে মনে হচ্ছে।

উনি বললেন, " আপনি, এখন কি করতে চাইছেন?"

যাইহোক এটাতে তিনি বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করলেন। টমি এখন কি করবেন সে ব্যাপারটা তার মনে মনে ঠিক হয়ে গেছে।

" আজ রাত্রে আমি বাড়ি যাবো দেখব যে সেখানে আমার স্ত্রীর কোন খবর এসেছে কিনা— তার কাছ থেকে কোন সংবাদ এসেছে কিনা। যদি না এসে থাকে তাহলে আমি আগামীকাল ঐ জায়গায় যাব—"সাটন চ্যান্সেলর ।" আমার আশা আমি সেখানেই আমার স্ত্রীকে পেয়ে যাব।"

মিসেস বসকোয়ান বললেন, " সেটা নির্ভর করবে—"

টমি তীক্ষ্ণভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "কিসের ওপর নির্ভর করবে?"

মিসেস বসকোয়ান ভ্রু কুঁচকালেন। মনে হলো তিনি যেন নিজের মনে বিড়বিড় করে বলছেন "আমি ভাবছি উনি কোথায় আছেন?"

"আপনি ভাবছেন উনি কোথায় আছেন?"

মিসেস বসকোয়ান তার চোখের দৃষ্টিটাকে সরিয়ে দূরে নিবদ্ধ করলেন। এখন তার চোখ দুটি আবার আগের জায়গায় ফিরে এলো। উনি বললেন "হ্যাঁ আমি আপনার স্ত্রীর কথাই বলতে চাইছিলাম। আমার আশা তিনি ভালো আছেন।"

"তার ভালো থাকা উচিত নয় কেন? বলুন মিসেস বসকোয়ান, আমাকে বলুন। সাটন চ্যান্সেলর বা জায়গাটিতে কি কোন গলদ আছে?"

"সাটন চ্যান্সেলর? সেই জায়গাটি ?" তিনি প্রতিধ্বনির মতন কথাটা বললেন। " না আমার তা মনে হয় না। না সেই জায়গাটাতে কিছু নেই।"

টমি বললেন, "আমি সাটন চ্যান্সেলর গ্রামের কথা বলছি না। আমি ঐ বাড়িটার কথা বলছি, খালের ধারের সেই বাড়িটা।"

মিসেস বসকোয়ান বললেন, "ও! সেই বাড়িটা? ওটা সত্যিই ওটা যেন প্রেমিক যুগলের জন্যই তৈরী হয়েছিল।"

"ঐ প্রেমিক যুগলেরা কি সেখানে থাকত।"

"মাঝে মাঝে থাকত, সর্বদা নয়। যদি কোন বাড়ি প্রেমিকদের জন্য তৈরী হয় তাহলে

তাদেরই সেখানে থাকা উচিত।"

"অন্য কারো ব্যবহার করার কি কোন অধিকার ছিল না?"

মিসেস বসকোয়ান বললেন, " আপনি ভারী চতুর। আপনি দেখছেন আমি কি বলতে চাইছি তাই নয় কি? হ্যাঁ আপনি নিশ্চয় এমন একটা বাড়ি রাখবেন না যেটা কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল অথচ তার সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। আপনি যদি এরকম চাইতেন তাহলে এ-ব্যাপারটা আপনিও পছন্দ করতেন না।"

"সম্প্রতি যেসব লোকেরা ওখানে থাকেন আপনি কি তাদের সম্পর্কে কিছু জানেন?" তিনি মাথা নাড়িয়ে বললেন, " না না! ঐ বাড়িটা সম্বন্ধে আমি কোন কিছুই জানি না। এটা কখনই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। "

"কিন্তু আপনি কিছু একটা ভাবছেন—কারুর সম্বন্ধে তাই না।"

মিসেস বসকোয়ান বললেন, " এই বিষয়ে আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি একজনের কথা ভাবছিলাম।"

" যার কথা ভাবছিলেন তার কথা কি আপনি বলতে পারেন না আমায়?"

মিসেস বসকোয়ান বললেন, "সত্যি কথা বলতে কি এ-বিষয়ে বলার তেমন কিছু নেই। আপনি হয়ত জানেন মাঝে মাঝে মানুষ এরকম কারো না কারো কথা ভেবেই থাকেন। তাদের কি হয়েছিল অথবা তার কি কোন বিষয়ে উন্নতি হয়েছিল—এরকম ধরনেরই নানারকম অনুভব।" তারপর তিনি তার হাত নাড়িয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবেই বলে উঠলেন, "আপনি কি কোন পরিচারক চান?"

টমি চমকে উঠে বললেন, " পরিচারক ?"

"হ্যাঁ এখানে আমার দু'তিনজন পরিচারক আছে। আমার মনে হয়েছিল যে ট্রেন ধরবার আগে আপনার কিছু খেয়ে নেওয়া উচিত। সাটন চ্যান্সেলরে যেতে ওয়াটার্লু স্টেশন থেকে ট্রেন ধরতে হবে। মার্কেট বেসিংয়ে নেমে আবার আপনাকে গাড়ি বদলাতে হবে। আমার মনে হচ্ছে যে আপনি এখনও অভুক্ত আছেন।"

টমি আর কি বলবেন। তার কথাটা মেনে নিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ❑ অ্যালবার্টের সূত্রলাভ

টুপেন্স তার চোখ পিটপিট করলেন। চোখের দৃষ্টি কেমন আবছা লাগছে। তিনি বালিশ থেকে মাথাটা তুলতে চেষ্টা করলেন। একটা তীব্র যন্ত্রণা তার সারা শরীরে প্রবাহিত হল। আবার তিনি শুয়ে পড়লেন ও চোখ বুঁজে ফেললেন। তক্ষুনি তিনি আবার চোখ, খুললেন। আবার চোখ পিটপিট করলেন। তিনি চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন যে তিনি কোথায় রয়েছেন। টুপেন্স ভাবলেন 'আমি এখন হাসপাতালের ওয়ার্ডে আছি। মনের জোরে তিনি এতদূর এগিয়েছেন ভেবে তিনি সন্তুষ্ট হলেন। তিনি আর মস্তিষ্ককে ব্যস্ত

করার চেষ্টা করলেন না। তিনি এখন হাসপাতাল ওয়ার্ডে আছেন এবং তার মাথাব্যথা করছে। তিনি নিশ্চিত হতে পারছেন না, কেন তার মাথায় ব্যথা আর কেনই বা তিনি হাসপাতালে আছেন। তার কি কোন দুর্ঘটনা ঘটেছিলো? তাই হবে হয়তো—টুপেন্স ভাবলেন। তার শয্যায় চারপাশে নার্সরা ঘোরাঘুরি করছিলো। তাদেরকে খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। তিনি চোখ বন্ধ করে সাবধানে একটু ভাবার চেষ্টা করলেন। কেরানীর পোশাক পরা একজন বৃদ্ধ মানুষের ছবি তার মনের পর্দায় অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠলো। টুপেন্স সন্দিগ্ধভাবে বললেন, " ফাদার? উনি কি ফাদার?" উনি ঠিকমতো মনে করতে পারলেন না। ভাবলেন তাই হবে হয়তো।

টুপেন্স ভাবলেন, " কিন্তু আমার কি হয়েছিলো, আমি কি করে অসুস্থ হয়ে পড়লাম যে আমাকে হাসপাতালে আনতে হল? তাহলে আমি বোধহয় হাসপাতালে নার্সের কাজ করছিলাম। তাহলে তো আমার নার্সদের ইউনির্ফম পরা উচিত। ভি. এ. ডি ইউনিফর্ম হায় কপাল! আমি এসব কি ভাবছি।" টুপেন্স বললেন।

তক্ষুনি একজন নার্স এসে তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন। নার্সটি কৃত্রিম আনন্দের ভাব দেখিয়ে দয়ালু কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন কি একটু ভালো বোধ করছেন? এটা খুব ভালো লক্ষণ তাই না?" এটা সত্যিই ভালো কিনা এ-বিষয়ে টুপেন্স নিশ্চিত ছিলেন। নার্সটি তাকে এককাপ ভালো চা দেওয়ার কথা বললেন।

টুপেন্স একটু মনমরাভাবে নিজের মনেই বললেন, "মনে হচ্ছে আমি একজন রুগী।" উনি স্থির হয়ে শুয়েছিলেন। নানারকম বিচ্ছিন্ন চিন্তাভাবনা দ্বারা তিনি তার নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন।

টুপেন্স বললেন " ভি. এ. ডি সৈনিকেরা, নিশ্চয়ই তাই হবে। ত আমিও একজন ভি. এ. ডি।"

নার্স তাকে ফিডিং কাপে করে এককাপ চা এনে দিলেন। যখন তিনি চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন নার্সটি তাকে ধরে রেখেছিলেন।

তার মাথায় আবার যন্ত্রণা শুরু হল। টুপেন্স জোরে জোরে বললেন, "আমি একজন ভি. আই . পি।"

নার্সটা একটু হতবুদ্ধির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

টুপেন্স বললেন, "আমার মাথা ব্যথা করছে। আমার মাথায় আঘাত করা হয়েছিলো।" এই বলে তিনি যা ঘটেছিলো সব বললেন।

নার্স বললেন, "শীঘ্রই সেরে যাবে।"নার্সটি ফিডিং কাপ সরিয়ে নিলেন। চলে যাবার সময় একজন সিস্টারের কাছে টুপেন্সের তখনকার শারীরিক পরিস্থিতির রিপোর্ট দিয়ে গেলেন। " ১৪ নম্বর জেগেছে। সে একটু ভুল বকছে। আমার তাই মনে হচ্ছে।

" সে কি কিছু বলছে ?"

নার্স বললেন, "উনি বলছেন যে উনি একজন ভি.আই. পি।" এইকথা শুনে ওয়ার্ডের সিস্টার নাক দিয়ে একটা ছোট আওয়াজ করলেন—যেসব রুগীরা তাদেরকে ভি. আই. পি বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন, সেইসব গুরুত্বহীন রুগীদের ক্ষেত্রে তিনি নাক দিয়ে এরকম শব্দ করে থাকেন।

সিস্টার বললেন, "এই ব্যাপারে আমরা পরে খোঁজ নেব। তুমি তাড়াতাড়ি করো নার্স। এই ফিডিং কাপটা নিয়ে তুমি সারাক্ষণ কাটিয়ে দিয়ো না।"

টুপেন্স তার বালিশের ওপর অর্ধতন্দ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন ছিলেন। তিনি এখনও সেই রকম অবস্থায় আসেননি যাতে করে পূর্বেকার সব ঘটনা ঠিক ঠিক তার মনে পড়ে।

তিনি অনুভব করলেন যে সেখানে এমন কেউ ছিলো যার এখানে আসা উচিত। এমন কেউ যাকে সে ভালো করেই চেনে। এই হাসপাতালে থাকতে কেমন যেন একটা অদ্ভুত লাগছে। আবার তার মনে পড়লো যেখানে সে ছিলো সেটা হাসপাতাল ছিলো না। সে যেখানে ছিলো, সে সেখানেতো নার্সের কাজ করেনি।

টুপেন্স মনে মনে বললেন, " সব সৈনিকেরাই সার্জিকাল ওয়ার্ডে ছিলেন। আমি ছিলাম এ. ও. বি. এর সারিতে।" উনি তার চোখের পাতা খুলে আরেকবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন এটা একটা হাসপাতাল এবং আগে কখনো তিনি এটা দেখেন নি। এখানে নার্সদের সার্জিকাল শেখানোর ব্যাপারে অথবা মিলিটারী অথবা সৈন্যদের ব্যাপার কিছুই করা হয় না।

টুপেন্স বললেন, "আমি ভাবছি সেটা....সেই জায়গাটা কোথায়?" তিনি কয়েকটা জায়গার নাম মনে করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার শুধু লণ্ডন ও সাউথ্‌ম্পটনের কথা মনে পড়লো।

ওয়ার্ড সিস্টার এবার তার বিছানার ধারে এসে দাঁড়ালেন। উনি বললেন "আমি আশা করছি আপনি এখন একটু ভালো বোধ করছেন। টুপেন্স বললেন, "আমি ঠিক আছি। আমার কি হয়েছে?"

"মাথায় আঘাত লাগিয়েছেন আমার মনে হয় আপনার মাথায় খুব ব্যথা তাই না?"

টুপেন্স বললেন, "মাথায় ব্যথা করছে। আমি এখন কোথায় আছি?"

"মার্কেট বেসিং রয়্যাল হাসপাতালে।"

টুপেন্স এই কথা শুনে চিন্তা করলেন তিনি কিছুই মনে করতে পারলেন না।

"একজন বৃদ্ধ পাদ্রী—" টুপেন্স বললেন।

"দয়া করে আরেকবার বলুন।"

"তেমন বিশেষ কিছু নয়, আমি—"এবার সিস্টার বললেন "আপনার ডায়েটের কাগজে আমরা আপনার নাম লিখতে পারিনি।"

তিনি তার কলম ধরে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে টুপেন্সের দিকে তাকালেন।

"আমার নাম?" সিস্টার বললেন "হ্যাঁ। রেকর্ড রাখবার জন্য তো আমাদের নামটা চাই।"

টুপেন্স নীরব হয়ে তার নামটা ভাবতে লাগলেন। আমার নামটা কি ছিলো? কি বোকা আমি।" টুপেন্স মনে মনে বললেন। " মনে হচ্ছে আমি এটা ভুলে গেছি। কিন্তু তবুও আমার তো একটা নাম থাক উচিত। হঠাৎ যেন একটা অস্পষ্ট অনুভূতিতে তিনি যেন খানিকটা আশ্বস্ত হলেন সেই বয়স্ক পাদ্রীর মুখখানা তার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো আর তিনি তখনই মনস্থির করে বলে উঠলেন

"নিশ্চয়ই। প্রুডেন্স"

"প্রু............ডে.........ন্স?"

"ঠিক তাই" টুপেন্স বললেন। "ওটাই কি আপনার ক্রিশ্চিয়ান নাম? তাহলে পদবীটা কি?"

"কাউলী"।

"কা..........উ............লী।"

সিস্টার এ-রকম সোজাসুজি বলাতে খুশী হলেন। এই রুগীর রেকর্ডের ব্যাপারে আর কোন চিন্তা নেই এরকম করে যেন উনি চলে গেলেন।

টুপেন্স যেন নিজের প্রতি অস্পষ্টভাবে খুশী হলেন। প্রুডেন্স কাউলী। প্রুডেন্স কাউলী ভি. এ. ডি তে ছিলেন এবং তার বাবা ছিলেন একজন পাদ্রী। কোথাকার? না.....কোন এক জায়গার গীর্জার। তখন যুদ্ধের সময় ছিলো.......। টুপেন্স নিজের মনেই বললেন। বাঃ বেশ মজার ব্যাপার-তো। মনে হচ্ছে আমি সবকিছু ভুলে গেছি। মনে হচ্ছে এসব যেন অনেকদিন আগে ঘটেছিলো। তিনি নিজের মনে মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন। এটা কি তোমার সেই বেচারা শিশুটি? এটাই কি সেই মহিলা? না কি যে একথাটা কাউকে বলেছিলেন সেটা কে? টুপেন্স অবাক হয়ে এসব উল্টোপাল্টা ভাবতে লাগলেন।

সিস্টার আবার ফিরে এলেন। তিনি বললেন, "আপনার ঠিকানা—মিস কাউলী না মিসেস কাউলী? আপনি কি একটা শিশুর সম্পর্কে কিছু বলছিলেন?"

"এটা কি তোমার সেই বেচারা শিশুটি? আমাকে কি কেউ একথা বলেছিলো না কি আমি কাউকে একথা বলেছিলাম?"

সিস্টার বললেন "আমি যদি এখন আপনি হতাম তাহলে ভাবতাম আমার এখন একটু ঘুমিয়ে নেওয়া উচিত।"

তিনি চলে গেলেন এবং টুপেন্স সম্পর্কে যা জেনেছিলেন তা ঠিক জায়গায় জানালেন। উনি ডাক্তারের কাছে মন্তব্য করলেন, " মনে হচ্ছে উনি নিজেই এখানে এসেছেন ডাক্তার। তিনি তার নাম বলছেন প্রুডেন্স কাউলী। উনি তার ঠিকানা মনে করতে

পারছেন না। তিনি একটা শিশু সম্পর্কে কি জানি বলছিলেন।"

ডাক্তার তার স্বাভাবিক ডাক্তারী ভঙ্গিমায় বলে উঠলেন, "চিন্তার কিছু নেই। আমরা তাকে আরও ২৪ ঘন্টা সময় দেবো। ঐ সময়ের মধ্যেই তিনি সুন্দরভাবে তার আচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়ে উঠবেন।"

টমি হাতড়ে হাতড়ে তার দরজার ল্যাচ কি ঘোরাবার আগেই দরজা খুলে গেল আর সেখানে এ্যালবার্ট এসে দাঁড়ালো।

টমি বললেন, " সে কি ফিরেছে?"

এ্যালবার্ট ধীরে ধীরে তার মাথা নাড়লো।

"তার কাছ থেকে কোন বার্তা আসেনি, টেলিফোনে কোন খবর আসেনি, কোন চিঠি আসেনি— কোন টেলিগ্রামও আসেনি?"

"না স্যার। কিছুই আসেনি। এমনকি অন্য কারও কাছ থেকেও কিছু খবর আসেনি। তারা হয়েতা মিথ্যা বলছে বা তারা তাকে খুঁজে পেয়েছে এটা আমার ধারনা। তারা তাকে পেয়েছে?"

" কে সেই শয়তানটা? তুমি যার কথা বলতে চাইছো যে তারা তাকে পেয়েছে? কে তাকে পেয়েছে? তুমি কি বইয়ে পড়া কথা বলছো নাকি!"

"আপনি তো বুঝতেই পারছেন স্যার। আমি দলের কথা বলছি।"

" কি দল?"

" আমি সেইসব দলের কথা বলছি যাদের সঙ্গে ছুরি বা এ-রকম ধরনের অস্ত্রশস্ত্র থাকে। অথবা তারা আর্ন্তজাতিক চক্রও হতে পারে।"

টমি বললেন, " এসব আজেবাজে কথা ছাড়োতো! তুমি কি জানো আমি কি ভাবছি?"

এ্যালবার্ট অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। টমি বললেন, " আমাদের কোন খবর না জানানোটা তার পক্ষে অত্যন্ত অবিবেচকের কাজ হয়েছে।"

এ্যালবার্ট বললো, "আমি বুঝতে পেরেছি আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন। আমি মনে করছি যে পুরো ঘটনাটা আপনি এই পথে চিন্তা করছেন।"

তারপর সে টমির বগলের তলা থেকে পার্শেলটা সরিয়ে রাখতে রাখতে বলল, "আপনি যদি এরকম ভেবে স্বস্তি পান তো— ছবিটা আপনি আবার ফিরিয়ে এনেছেন দেখছি।"

টমি বললেন, "হ্যাঁ আমি এই হতচ্ছাড়া ছবিটা ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। এটা বহন করার পক্ষে বা মোটা!"

" এ ছবিটা থেকে কি আপনি কিছুই জানতে পারেননি?"

টমি বললেন, " জানতে পারিনি বললে ভুল বলা হবে। ছবিটার থেকে আমি কিছু কিছু তথ্য জেনেছি। কিন্তু যা জেনেছি তার থেকে কতটা উপকার পাবো বা কাজ হবে

সেকথা বলতে পারছি না। ডঃ ম্যুরের অথবা সানি রিজের নার্সিংহোম থেকে মিস প্যাকার্ড কোন ফোন করেননি?"

"কেউই ফোন করেনি। কেবল মুদিখানার দোকান থেকে জানানো হয়েছে তার কাছে ভালো অবারজিন এসেছে। উনি জানেন যে আমাদের মিসেস ওটা খেতে ভালোবাসেন। তাই ভালো খাবার এলে সবসময় তিনি জানিয়ে দেন। কিন্তু আমি তাকে বলে দিয়েছি মিসেসকে এখন পাবেননা। আপনার ডিনারের জন্য চিকেন তৈরী করে রেখেছি স্যার।"

টমি বরং একটু নিষ্ঠুরভাবে বললেন, "এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার যে তুমি চিকেন ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারোনা। "

এ্যালবার্ট বললো, "এটা পাউসিন জাতীয় চিকেন স্যার। এর মধ্যে চামড়ার ভাগই বেশী।"

টমি বললেন "তাই হবে।"

টেলিফোন বেজে উঠল। টমি নিজের আসন ছেড়ে দৌড়ে ফোনের কাছে গেলেন।

"হ্যালো, হ্যালো"..............। দূর থেকে একটা মৃদু গলা ভেসে এলো "মিষ্টার টমাস বেরেসফোর্ড?" ইনভারগ্যাসলি থেকে কি আপনি একটা পার্সোনাল কল গ্রহণ করবেন?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে অনুগ্রহ করে লাইনটা ধরুন।"

টমি অপেক্ষা করতে লাগলেন। তার উত্তেজনা শান্ত হল। তাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তারপর মেয়েলী গলার আওয়াজ শোনা গেল। সম্ভবত ওটা টমিরই মেয়ের গলা।

"হ্যালো, তুমি কি পপ?"

" কে ডেবোরা!"

"হ্যাঁ"।

"তুমি এত হাঁফাচ্ছ কেন? তুমি কি ছুটে এসেছো?"

টমি ভাবলেন মেয়েরা সর্বদাই সমালোচক।

টমি বললেন, "আমি এই বৃদ্ধ বয়সে জার্নি করে এসেছি , তুমি কেমন আছো ডেবোরা?"

"আমি ভালো আছি। দ্যাখো বাবা দ্যাখো আমি খবরের কাগজে একটা জিনিষ দেখলাম। হয়তো তুমিও এটা দেখে থাকবে। আমার একটু অবাক লাগছে খবরের কাগজে কোন একজনের কথা লিখেছে। যার দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং সে হাসপাতালে আছে।

"না আমি ওরকম কিছু লক্ষ্যই করিনি। কেন?"

"এটা শুনতে হয়তো খুব একটা খারাপ লাগবে না। আমার মনে হয় এটা মোটর বা ঐ রকম কিছু দুর্ঘটনা হবে। খবরের কাগজে একজন মহিলার কথাও উল্লেখ করেছে—

সে কে ?— সে কী একজন বয়স্কা, কাউলী। কিন্তু ঠিকানাটা জানাতে পারেনি।"

"প্রুডেন্স কাউলী? তুমি কি বলতে চাইছো—"

"হ্যাঁ আমি শুধু ভাবছি ওটা তো মায়ের নাম তাই না? আমি বলছি এই নামটাই তো তার আগে ছিলো।"

"আমি ওই প্রুডেন্সের কথা সবসময় ভুলে যাই। আমরা তাকে কখনও প্রুডেন্স বলে ভাবতে পারিনা। তুমি, আমি বা ডেরেক?"

টমি বললেন " না এটা ঠিক ক্রিশ্চীয়ান নাম নয়। তোমার মায়ের এই নামের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত নয়।"

"তুমি কি মনে করো কাগজে প্রকাশিত ঘটনার সঙ্গে মায়ের কোন সম্পর্ক আছে?"

"আমার মনে হয় থাকতে পারে। হাসপাতালটা কোথায়?"

"মার্কেট বেসিং এর হাসপাতাল। তারা ওই রুগী সম্পর্কে আরও কিছু খবর জানতে চায়। যদিও জানি এটা মা ভেবে নেওয়া বোকামি কারণ ঐ নামে আরও অনেকে আছে। আমি ভেবেছিলাম আমি ফোন করে সঠিক খবরটা নেবো। আমি তো জানি মা বাড়িতেই আছেন এবং ভালোই আছেন।

টমি বললেন, " আচ্ছা, আচ্ছা আমি দেখছি।"

"বাবা। মা কি বাড়িতে আছে?"

"না। আমি জানিনা সে কোথায় আছে এবং ভালো আছে কিনা।"

ডেবোরা বললো, "তুমি কি বলছো বাবা? মা কোথায় কি করছে? আমার মনে হয় তুমি লণ্ডনে ডিটেকটিভ কার্যকলাপ নিয়ে ব্যস্ত ছিলে।"

টমি বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছো। আমি গতকাল সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসেছি।"

"এবং ফিরেই দেখেছো মা নেই। অথবা তুমি কি জানতে যে মা বাড়ি ছিলো না। দূরে কোথাও গেছে। আমাকে সব ঘটনা খুলে বলো বাবা। তোমাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। মা তখন কি করছে? সে বোধ-হয় কোন কিছুর পেছনে ছুটছে তাই না? তার এখন বয়স হয়েছে, শান্ত হয়েই তার এখন ঘরে থাকা উচিত।"

টমি বললেন, "সে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। আন্ট আদার মৃত্যুর সাথে জড়িত কোন একটা ব্যাপারে সে চিন্তিত হয়ে পড়েছে।"

"কি ধরনের ব্যাপার?"

" নার্সিংহোমের একজন রুগী তাকে কিছু একটা বলেছিলেন। ঐ বৃদ্ধা মহিলা সম্বন্ধেই সে চিন্তিত। সে প্রচুর কথা বলতো এবং তার কিছু কিছু কথা শুনেই তোমার মা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তারপর আন্ট আদার রেখে দেওয়া জিনিষপত্রগুলি দেখে, একটা ব্যাপারে আমরা পরস্পর আলোচনা করলাম যে মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করা দরকার। কিন্তু দেখলাম ঐ মহিলা হোম ছেড়ে চলে গেছেন।"

"আচ্ছা এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার নয় কি?"

"তার কোন আত্মীয় এসে তাকে নিয়ে দূরে নিয়ে চলে গেছে।"

ডেবোরা বললো, "এটাও স্বাভাবিক ব্যাপার। মা এর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লো কেন?"

টমি বললেন, "তার মাথায় ঢুকেছে যে ঐ বৃদ্ধা মহিলার নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।"

"আচ্ছা যেহেতু সে-রকম জোরালো প্রমাণ তিনি এই সন্দেহের উপর পাননি তাই তিনি নিজেই খোঁজ করতে গিয়েছেন।"

" মনে হচ্ছে তোমার মা অদৃশ্য হয়ে গেছেন। ঐ বৃদ্ধা মহিলার অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটাও স্বাভাবিক হতে পারে কিন্তু, আমরা পরে হোটেলে ও ব্যাঙ্কে তার খোঁজ করেও পাইনি।"

" তার মানে তুমি বলছো মা তাকে খুঁজে বার করার জন্যই কোথাও গিয়েছে।"

"হ্যাঁ দুদিন আগে সে ফোন করে জানিয়েছিলো যে, সে ফিরে আসছে। কিন্তু সে এখনও ফেরেনি।"

"এবং এখনও তার কোন খবর পাওনি?"

"না"

ডেবোরা একটু কড়াভাবে বললো, "আমি ভগবানের নাম করে বলছি তুমি মাকে ঠিকভাবে দেখনি।"

টমি বললেন, " আমাদের মধ্যে কেউই তাকে ঠিকভাবে দেখাশোনা করতে পারবে না। তুমিও না। আমিও না। বেশ কয়েক বছর আগে এইভাবেই সে যুদ্ধে চলে গেছিলো এবং যেটা তার কথা ছিলো না সেই ব্যাপারে জড়িয়ে গিয়ে সে অনেক কিছুই করেছিলো।"

"কিন্তু এখনকার কথাটা আলাদা, মার এখন বয়স হয়েছে। তার উচিত বাড়িতে থেকে নিজের যত্ন করা। আমার মনে হয় সে একঘেয়েমী অনুভব করছিলো। এ সব কিছুর মূলে ঐ কারণটাই রয়েছে।"

টমি বললেন, "কি বললে? মার্কেট বেসিং হাসপাতাল?"

" মেলফোর্ডসায়ার। লণ্ডন থেকে ট্রেনে এর দূরত্ব এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা হবে।"

টমি বললেন, "মার্কেট বেসিং এর কাছে একটা গ্রাম আছে তার নাম সাটন চ্যান্সেলর।"

ডেবোরা বললো, "এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। এখন রওনা হওয়া যাবে না। একটা বাড়ির ছবির সঙ্গে ঘটনাটার যোগ আছে। খালের ধারে একটা সেতুর উপর বাড়িটা অবস্থিত।"

ডেবোরা বলল, " তুমি কি বলছ আমি ভালো শুনতে পাচ্ছি না। তুমি কিসের সম্বন্ধে বলছ?"

টমি বললেন, "কিছু মনে কোরনা। আমি এখন মার্কেট বেসিং হাসপাতালে ফোন করে কিছু জেনে নিতে চাইছি। আমার মনে হচ্ছে তোমার মা ভালো আছে। বেশীরভাগ লোকেরই স্বভাব আছে অতীতের ঘটা ঘটনাটাই প্রথমে মনে করতে পারে কিন্তু বর্তমানটা খুব ধীরে ধীরে বলে। টুপেন্সও তার বিয়ের আগেকার নামে ফিরে গেছে হতে পারে তার মোটর দুর্ঘটনা হয়েছে। কিন্তু আমি অবাক হবো না যদি শুনি কেউ তার মাথায় আঘাত করেছে। তোমার মায়ের ওপর এ-রকম কোন ঘটনা ঘটেছে বলেই আমার মনে হয়। সে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিলো। ঠিক আছে আমি তোমাকে পরে ফোন করে পরবর্তী ঘটনা জানাবো।"

চল্লিশ মিনিট পরে টমি বেরেসফোর্ড তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটা ক্লান্তিকর নিশ্বাস ফেললেন। যখনি তিনি টেলিফোনের রিসিভারটা যথাস্থানে রেখেছেন তখনই মূর্তিমান এ্যালবার্ট এসে হাজির হলো। সে কৈফিয়তের সুরে জানতে চাইলো। "আপনার ডিনারের কি হবে স্যার? আপনি একটা জিনিষও খাননি। আমি চিকেনের কথা ভুলেই গেছিলাম। আর ওটা পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে।'

টমি বললেন "আমি কিছুই খেতে চাই না। আমি কিছু পান করতে চাই। আমাকে হুইস্কি এনে দাও।"

এ্যালবার্ট বললো "আনছি স্যর।"

এক মুহূর্ত পরে সে হুইস্কিসহ টমির যা কিছু প্রয়োজনীয় এনে দিল। টমি আরাম কেদারায় বসে সেগুলো খেতে লাগলেন।

টমি বললেন, " এখন আমার মনে হচ্ছে তোমার সব কিছুই শোনা দরকার।"

এ্যালবার্ট খুব মৃদুভাবে ক্ষমা চাওয়ার সুরে বললো, "সত্যি কথা বলতে কি স্যার, আমি এই ঘটনার অনেকটাই জানি। দেখুন মিসেসের খোঁজ কেমন করে করবো এ ব্যাপারে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিলো। আপনি যখন বাড়ি ছিলেননা আমি তখন আপনার শয়নকক্ষে ঢুকে এদিক ওদিক জিনিষপত্র দেখার সুযোগটা কাজে লাগিয়েছিলাম। আমি জানতাম আপনি এবং মিসেস কিছু মনে করবেন না।"

টমি বললেন, "আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না বরং আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। তাহলে যা যা ঘটেছে আমি সেগুলো বলতে শুরু করি—"

"আপনি সবার সাথেই কথা বলেছেন তাই না? হাসপাতাল, ডাক্তার এবং মেট্রন?"

টমি বললেন, " সবার সাথে কথা বলার কোন প্রয়োজনই নেই।"

এ্যালবার্ট বললো, "মার্কেট বেসিং হাসপাতাল? মিসেস-এর একটা অক্ষরও উচ্চারন করেন নি। কোন ঠিকানা বা কোথা থেকে কথা বলছেন সেসব কিছু বলেন নি?"

টমি বললেন, " তিনি ওটাকে তার ঠিকানা বলে মনে করেন নি। যতদূর আমি জানতে পেরেছি তার মাথায় ভারী কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। ঐ বিপজ্জনক

স্থানটির ধারে কাছেই কোথাও এমন হয়ে থাকবে। তারপর কেউ হয়তো তাকে মোটরে তুলে নিয়ে রাস্তার ধারে কোথাও ফেলে দিয়ে গেছিলো। তারপরে তারা পালিয়ে গেছে। কাল সকাল ৬-৩০ মিনিটে আমাকে ডেকে দিও। আমাকে সকাল সকাল বেরোতে হবে।"

" আমার খুব খারাপ লাগছে যে আপনার চিকেনটা ওভেনের মধ্যেই পুড়ে গেল। আমি এটা গরম করার জন্য ওভেনে রেখে এটার কথা ভুলেই গেছি।"

টমি বললেন, "চিকেনের ব্যাপার নিয়ে অত মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমি সবসময় ভাবি মুরগীগুলো খুব বোকা পাখী। এরা সবসময় কঁক কঁক করতে করতে মোটরের পেছনে ছোটে। চিকেনের মৃতদেহটাকে কাল সকালে কবর দিও এবং ভালোভাবে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করো।

এ্যালবার্ট বললো, " সে এখনও (মুরগী) মৃত্যুর দরজায় এসে দাঁড়ায়নি স্যর।"

টমি বললেন, " তোমার এসব নাটকীয় কল্পনাগুলো এখন মুলতুবি রাখোতো। যদি তুমি সবকিছু ভালোভাবে শুনে থাকো, তাহলে নিজেই সুন্দরভাবে ফিরে আসতে। সে ঠিকই মনে করছে সে কে, সে কি ছিলো এবং কোথায় সে আছে। ডাক্তাররা তাকে কথা দিয়েছে যে আমি না আসা পর্যন্ত তাকে ওখানেই রেখে দেব। আমি ওখানে পৌঁছে সব চার্জ বুঝে নেবার পর তারপর তারা যা করার করবে। এটা ভাবার তো কোন কারণ নেই যে ডাক্তাররা একা তাকে ছেড়ে দেবে আর সে, আবার একা একা সেই কবরখানায় গিয়ে গোয়েন্দার কাজ শুরু করে দেবে।"

এ্যালবার্ট কাশতে কাশতে একটু ইতস্ততঃ করে বললো, "গোয়েন্দার কাজের কথা কি বললেন?"

টমি বললেন, "আমি এখন এই ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। একথা ভুলে যাও এ্যালবার্ট। তুমি তোমার বাগানের কাজ, বই পড়া বা অন্য কিছু নিয়েই এখন ব্যস্ত থাকো।"

" কিছু সূত্রের ব্যাপারে আমি এইমাত্র ভাবছিলাম—"

" কি সূত্রের কথা বলছো?"

"বলছি না। ভাবছি।"

" এই ভাবনা থেকেই আমাদের জীবনের বিপদ, আপদ, ঝামেলা, উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছে।"

এ্যালবার্ট আবার বললো, "সূত্রের ব্যাপারে বলছিলাম কি— উদাহরণস্বরূপ ঐ কথাই বলা যাক যে ছবিটাও তো একটা সূত্র।"

টমি লক্ষ্য করলেন, খালের ধারে ঐ বাড়িটার ছবি এ্যালবার্ট আবার দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছে।

"যদি এই ছবিটা কোন কিছুর সূত্র হয়ে থাকে তাহলে আপনি এটাকে কোন সূত্র

মনে করেন?" নিজের বুদ্ধিমত্তা দেখে সে নিজেই একটু লজ্জা পেলো।

"আমি বলতে চাইছি এটা কি নির্দেশ করছে? আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি কি ভাবছি তা আপনাকে বলতে পারি।"

"বলে যাও এ্যালবার্ট।"

"আমি ওই ডেস্কটার কথাই ভাবছি।"

"ডেস্ক?"

"হ্যাঁ। আন্ট আদার আসবাবপত্রের সঙ্গে যে চেয়ারসহ ছোট টেবিলটা এসেছিলো তার সঙ্গে এই ডেস্কটাও ছিলো। আপনি বলেছিলেন, এটা পারিবারিক সম্পত্তি তাই না?

টমি বললেন, "এটা আমার আন্ট আদার ছিলো।"

"আমি বলতে চাইছি এটা ঐ-ধরনের ডেস্ক যার মধ্যে আপনি সূত্র খুঁজে পাবেন? এটা পুরানো আমলের ডেস্ক।"

টমি বললেন, "সম্ভবত তাই হবে।"

" আমি জানি এটা আমার কাজ নয় এবং আমি জানি যে এসব ব্যাপারে আমার জড়িয়ে পড়া উচিত নয় কিন্তু আপনি যখন বাড়ির বাইরে ছিলেন আমি ঐ কাজটা না করে পারিনি। আমি আপনার ঘরে ঢুকে দেখেছিলাম।"

" কি বললে? ডেস্কের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখেছিলে?"

"হ্যাঁ স্যার। ডেস্কের ওখানে কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা তার জন্য এমন করেছিলাম। দেখুন স্যার এই ধরনের ডেস্কে গুপ্ত ড্রয়ার থাকে।"

টমি বললেন, "থাকতে পারে।"

"ঐ গুপ্ত ড্রয়ারে কোন সূত্র লুকিয়ে থাকতে পারে।"

টমি বললেন, "এটা একটা ভালো ধারণা। কিন্তু যতদূর জানি এরকম ভাবার কোন কারণ নেই যে আমার আন্ট আদা এরকম একটা গুপ্ত ড্রয়ারে ওরকম কিছু লুকিয়ে রাখতে পারেন। "

আপনি বৃদ্ধা মহিলাদের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না স্যার। তারা পাতিকাক ও ম্যাগ পাই পাখীর মতো কোন কিছু এদিক ওদিক থেকে সংগ্রহ করে তাদের ড্রয়ারে সরিয়ে রাখে। এছাড়া ঐ ড্রয়ারে কোন গুপ্ত উইল থাকতে পারে যেটা অদৃশ্য কালিতে লেখা হয়েছিলো। অথবা কোন লুকোনো সম্পত্তি থাকতে পারে। কাজেই আপনি ঐ সমস্ত ড্রয়ারে কিছু গুপ্তধন পেলেও পেতে পারেন।

"আমি দুঃখিত এ্যালবার্ট। আমি হয়তো তোমাকে একটু হতাশ করে দিচ্ছি। আমি খুব ভালোভাবেই নিশ্চিত ঐ সুন্দর ডেস্কের ড্রয়ারে কিছুই নেই। এটা আমার কাকা উইলিয়ামের ছিলো। উনি বৃদ্ধ বয়সে প্রচণ্ড খিটখিটে হয়ে যাওয়াতে তিনি খুব বদমেজাজী হয়ে গেছিলেন।"

এ্যালবার্ট একটু সততার সঙ্গে বললো, "তবু আমি ভাবছি ড্রয়ারটার মধ্যে একবার উঁকি দিলে ক্ষতি কিছু আছে কি? এটাকে তো একটু পরিষ্কার করাও দরকার। আপনি তো জানেন বৃদ্ধা মহিলারা পুরানো জিনিষপত্র ঢুকিয়ে কেমন নোংরা করে রাখে। তারা যেটা ঢোকায় বেশীরভাগই আর বার করে না। এমনকি যখন তারা বাতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে তখন স্বাভাবিক ভাবেই ওষুধগুলোও খুঁজে পায় না।"

টমি দু'এক মুহূর্তের জন্য থামলেন। তার মনে পড়লো তিনি এবং টুপেন্স তাড়াতাড়ি করে ড্রয়ারগুলোয় কি আছে না আছে দেখে নিয়েছিলেন। দুটো বড় বড় এনভেলাপ দেখে সেগুলো আবার ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ড্রয়ার থেকে একটা পুরানো উলের গোলা, দুটো কার্ডিগান, একটা কালো ভেলভেটের স্টোল আর তিনটে খুব সুন্দর বালিশের ওয়্যার; নীচের ড্রয়ারটা থেকে বের করে নিজেদের জামাকাপড় সহ অন্যান্য জিনিষপত্র ঢুকিয়ে রেখেছিলেন। হোম থেকে তাদের বাড়ি ফেরার পর এনভেলাপে তাদের যে দুটো চিঠি এসেছিলো, তারা সেগুলো ঐ এনভেলাপ দুটোতে ভরে ডেস্কের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলো যাতে দরকারের সময় পাওয়া যায়। সেখানে লক্ষ্যণীয় আর বিশেষ কিছুই ছিলো না।

"আমরা দুদ্দিন পুরো সন্ধ্যাবেলাটা ধরে ঐ ড্রয়ারের মধ্যে কি কি আছে দেখে নিয়েছি এ্যালবার্ট। দু'একটা আকর্ষণীয় চিঠি, হ্যাম সেদ্ধ করার প্রণালী, ফল সংরক্ষণের প্রণালী লেখা কাগজ, কয়েকটা রেশন বই ও কুপন—যুদ্ধের সময়কার তারিখ দেওয়া কিছু কাগজপত্র। সেখানে আগ্রহ পাওয়ার মতো কিছুই নেই।" এ্যালবার্ট বললো "ঠিকই বলেছেন। ওখানে যেরকম কাগজপত্র আছে বললেন, তাই হয়তো আছে। লোকেরা সাধারণত ডেস্কের ড্রয়ারে যেসব জিনিষ রেখে দেয় তাই-ই আছে, কিন্তু আমি সত্যিকারের কোন গুপ্ত বস্তুর কথাই বলছিলাম। আমি যখন বালক ছিলাম তখন আমি ছ'মাস এক প্রাচীন জিনিষ বিক্রেতার কাছে কাজ করেছিলাম। ঐ কাজ করতে করতেই আমি দেখেছিলাম ঐ সব প্রাচীন ডেস্কে গুপ্ত ড্রয়ার থাকে। সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে তাদের মধ্যে কোন বিশিষ্টতা নেই বরং প্যাটার্নটা একই। তিন চার রকমের ড্রয়ার থাকে। তারপর সেগুলোকে কৌশলে চাপ দিলেই ভেতরের গুপ্ত ড্রয়ারটা বেরিয়ে পড়ে। স্যর! আপনার কি মনে হয় না একটিবার মাত্র আমাদের ওটা দেখা উচিত। আপনি এখানে না থাকলে আমি নিজে নিজে একা এ-কাজ করতে চাই না। আমি একটু পর্যবেক্ষণ করতে চাই।"

বলে সে টমির দিকে এমনভাবে তাকালো যেন কোন অনুগত কুকুর কাতর দৃষ্টিতে তাকায় তার প্রভুর দিকে।

টমি বললো, " এসো এ্যালবার্ট ভেতরের ঘরে চলো। দেখাই যাক।"

টমি ভাবলেন এটা একটা ভারী সুন্দর আসবাব। আন্ট আদার কাছ থেকে পাওয়া এই সুন্দর জিনিষটা এ্যালবার্টের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলেন।

অনেকদিন আগেকার হলেও এটা খুব যত্ন করে রাখা হয়েছে, সুন্দর করে পালিশ করা মজবুত ও নিখুঁত কারিগরী দক্ষতায় তৈরী।

টমি বললেন, "তোমার পর্যবেক্ষণের কাজ চালিয়ে যাও এ্যালবার্ট। এটা তোমার কাছে খুব মজার ব্যাপার। কিন্তু দেখো এতে যেন কোন আঁচড় বা দাগ না লাগে।"

" আমি সর্বদাই খুবই সাবধানী স্যার। আমি কখনো এটাকে আঁচড় লাগাবো না অথবা ড্রয়ারগুলো খোলার জন্য কোন ছুরি বা ঐ জাতীয় কিছু ব্যবহার করবো না। আমরা প্রথমে সামনের অংশটা নীচে নামাবো। তারপরে ঐ কাঠের স্ল্যাপদুটো নীচে নামিয়ে তার ভেতরে যে জিনিষগুলো আছে ওগুলো টেনে বার করবো। এই দেখুন কিভাবে একটা কাঠের পাত বেরিয়ে আসছে। এখানেই বৃদ্ধা মহিলা বসতেন। ওর ভেতরে ছোট, সুন্দর একটা মাদার অফ পার্লের ব্লটিং কেস্ রয়েছে। এটা আন্ট আদার ছিলো।"

টমি বললেন, " এখানে এই দুটো জিনিবই আছে।"

উনি দুটো ফাঁপা লম্বাভাবে দাঁড় করানো ড্রয়ার টেনে বার করলেন।

"স্যার আপনি এই ড্রয়ারগুলোতে কাগজপত্র রাখতে পারেন। এর মধ্যে কোন গুপ্ত জিনিষের সম্ভাবনা নেই। সবথেকে সাধারণ জিনিষ হল মাঝখানের ছোট কাপবোর্ডটা খোলা— কিন্তু তারপর এর ঠিক নীচে গর্তের মতো একটা ফাঁপা জায়গা আছে, আপনি তলাটা একটু ঠেলে সরিয়ে দিন দেখবেন একটা খালি জায়গা আছে। এরপরেও অন্যভাবে আরও কিছু রাখবার জায়গা আছে। এই ডেস্কটা ঐ ধরনেরই বস্তু যার নীচে অনেকগুলি খুঁপরি আছে।"

"এটা খুব একটা গুপ্ত কিছু নয় তাই না। তুমি শুধু একটার পর একটা খাপ সরাচ্ছো।"

" আসলে কি হয়েছে জানেনতো? মনে হচ্ছে ড্রয়ারটার ভেতর যা কিছু দেখার আপনি দেখে নিয়েছেন। আপনি চাপ দিয়ে একটা প্যানেল সরান তাহলে আপনি একটা গহ্বর দেখতে পাবেন এবং সেখানে আপনি অনেক কিছুই রাখতে পারেন। জায়গাটা এমনই নিরাপদ যে কেউ তার খোঁজ পাবে না। কিন্তু আপনি যেটা বলছেন সেটাই সব নয়। আচ্ছা। আপনি দেখুন এখানে সামনের দিকে একটু করো ছোট কাঠ আছে। আপনি এটাকে টেনে আনতে পারেন কিনা দেখুন।"

টমি বললেন, "হ্যাঁ আমি দেখেছি। তুমিই এটা টানো।"

"এই মাঝখানের লকটার ঠিক পেছনেই আপনি একটা গুপ্ত গহ্বর দেখতে পাবেন।"

" কিন্তু এর মধ্যে তো কিছু নেই।"

এ্যালবার্ট বললো, "না, এতে একটু হতাশ লাগছে বটে কিন্তু এবার আপনি আপনার হাতটাকে ঐ গহ্বরের মধ্যে আস্তে করে ঢুকিয়ে দিন, তারপর ডানদিকে এবং বাঁ দিকে কিছু স্পর্শ করার চেষ্টা করুন। বুঝতে পারবেন সেখানে হালকা ও পাতলা দুটো ড্রয়ার আছে দুদিকেই। সেখানে একটা ছোট্ট অর্ধবৃত্তাকার কাটা অংশ আছে, একদম ওপর দিকে। আপনি আপনার আঙুল দিয়ে সেটাকে চাপ দিতে পারেন— এবার আলতোভাবে আপনার

দিকে টেনে আনুন।"

এইসব বলতে বলতে এ্যালবার্ট এমনভাবে তার কব্জিটা ঘুরাচ্ছিল মনে হচ্ছিল সে যেন একটা উত্তেজনাকর অবস্থায় এসে গেছে। "আপনার হাতটা কোন আঠালো পদার্থের সঙ্গে ঠেকে গেছে মনে হচ্ছে? আরেকটু .....আরেকটু অপেক্ষা করুন। এই যে পেয়ে গেছি!"

এ্যালবার্টের তর্জনীর মধ্যে লেগে যাওয়া ওই আঠার মতো জিনিষটা ভেতর থেকে সামনের দিকে কি যেন একটা টেনে নিয়ে এল। সে তার নখের সাহায্যে সেটাকে চেপে ধরে আস্তে আস্তে সামনের দিকে বের করে আনলো যতক্ষণ না ওই সরু ছোট্ট ড্রয়ারটার ভেতর থেকে একটা ছিদ্রপথ দেখা গেল ততক্ষণ এই প্রচেষ্টা চলতেই লাগলো। সে তার আঙুল দিয়ে ঐ বস্তুটাকে টেনে বার করে টমির সামনে মেলে ধরলো—একটা কুকুর তার প্রভুর কাছে একটা হাড় মুখে করে নিয়ে এলে তার চোখমুখের অবস্থা যেমন হয় এ্যালবার্টকেও ঠিক তেমনই লাগছিলো।

"এখন এক মিনিট অপেক্ষা করুন স্যার এখানে কিছু একটা আছে! এমন একটা কিছু....যেটা একটা লম্বা পাতলা এনভেলাপে জড়ানো রয়েছে। এখন আমরা অন্য দিকের ড্রয়ারটা দেখবো।"

সে হাত বদল করে খাবার বাড়ানোর মতো ওই একই পদ্ধতিতে দ্বিতীয় ড্রয়ারটা বার করে আনলো। সেটা উজ্জ্বল আলোর নীচে প্রথম ড্রয়ারের ঠিক পাশেই রাখা হল।

এ্যালবার্ট বললো, " এখানেও কিছু একটা আছে!! এই দেখুন আরেকটা সিল করা খাম যেটা কোন সময় কেউ এখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আমি কোনটাই খুলবার চেষ্টা করবো না — এইরকম কাজ আমি করতে পারবো না।"

"আমি আপনার কাছে এটা রেখে দিলাম। আপনি যা করার করুন— এতক্ষণ ধরে আমি যা বলতে চাইছি তা হল এগুলো কোন সূত্র হতে পারে।"

টমি এবং এ্যালবার্ট দুজনে একসাথে ড্রয়ারের ধুলোগুলো ঝাড়তে লাগলো। ইলাস্টিক ব্যাণ্ডে জড়ানো একটা মুখবন্ধ এনভেলাপ টমি প্রথমে বার করে আনলেন। খামটি স্পর্শ করা মাত্রই ইলাস্টিক ব্যাণ্ডটা ছিঁড়ে গেল।

এ্যালবার্ট বললো "এটা মূল্যবান কিছু বলে মনে হচ্ছে!"

টমি এনভেলাপটির দিকে তাকালেন। এনভেলাপের বাইরের অংশে লেখা ছিলো 'গোপনীয়'।

এ্যালবার্ট বললো, "আরে গোপনীয়!! এটা নিশ্চই কোন সূত্র!"

টমি এনভেলাপের মুখ থেকে গালার সিলটা ভেঙে নিলেন। সেখানে অর্ধেক চিঠির পাতা ছিলো। তার মধ্যে অস্পষ্ট এবং জড়ানো হাতের লেখায় কিছু একটা লেখা ছিলো টমি সাবধানে পাতার ভাঁজ খুলে নিলেন। এ্যালবার্টও লেখাটা পড়ার জন্য টমির কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়লো উত্তেজনায় তার নিশ্বাস দ্রুত ওঠানামা করছিলো।

টমি পড়তে লাগলেন; 'স্যালমন ক্রিমের জন্য মিসেস ম্যাকডোনাল্ডের রেসিপি— এটা বিশেষ উপলক্ষ্যে এটা আমাকে দেওয়া হয়েছে। দুটো ২ পাউণ্ড ওজনের মাঝখান দিয়ে কাটা স্যালমন (মাছ) নিন, ১ পাউণ্ড জার্সি ক্রিম, এক গ্লাস মদ, ১ টা টাটকা শশা।'

টমি থেমে গেলেন। "এটা একটা সূত্র ঠিকই তবে এটা আমাদের ভালো রান্না করতেই শেখাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।"

এ্যালবার্ট মুখ দিয়ে একটা হতাশাব্যঞ্জক শব্দ করলো। টমি বললেন, "কিছু মনে কোর না। এখানে আরেকটা খাম আছে। সেটা দেখা যাক।"

অপর সিল করা এনভেলাপটিকে দেখে মনে হচ্ছিলো না যে সেটা অনেকদিন আগেকার। এর মুখটি দুটো মোমের সিল দিয়ে আটকানো ছিলো। প্রত্যেকটা সিলের মধ্যে একটা করে গোলাপের ছবি আটকানো ছিলো।

টমি বললেন, "এটা আন্ট আদার পক্ষে বেশ সুন্দর কল্পনাপ্রবণ মনের পরিচয়। আমার তো মনে হয় এতে লেখা থাকবে কেমন করে গোরুর মাংসের স্টিক তৈরী করতে হয়।"

টমি অল্প চাপ দিয়ে এনভেলাপটির মুখ খুলে ফেললেন। তবে চোখ কপালে উঠে গেলো। দশখানা পাঁচ পাউণ্ডের যত্ন করে ভাঁজ করা নোট খামটি খোলার সাথে সাথে পড়ে গেল।

টমি বললেন, "এগুলো আগেকার আমলের টাকা। দেখছেন কি সুন্দর পাতলা কাগজ দিয়ে তৈরী। আমরা যুদ্ধের সময় এই ধরনের টাকাই ব্যবহার করতাম। এগুলো দামী কাগজ দিয়ে তৈরী। এখনকার দিনে খুব সম্ভবত এই টাকা আর বোধহয় চলে না।"

এ্যালবার্ট বললো, "টাকা! টাকা দিয়ে সে কি করতো?"

টমি বললো, "আহা! ভুলে যাচ্ছো কেন, এটা একজন বৃদ্ধা মহিলার বাচার ডিম! আন্ট আদার বাসায় সবসময়ই ডিম থাকতো। অনেকদিন আগে আন্ট আদার আমাকে একবার বলেছিলেন যে প্রত্যেক মহিলার কাছেই পাঁচ পাউণ্ড করে ৫০ পাউণ্ড টাকা থাকা উচিত যাতে সে বিপদ আপদের সময়ে টাকাটা কাজে লাগাতে পারে।"

এ্যালবার্ট বললো, "এখনও হয়তো এটা অব্যবহৃতই থেকে যাবে।"

"আমি মনে করি না যে এই টাকাগুলো এখন সম্পূর্ণরূপেই বাতিল হয়ে গেছে। আমি চাই কোন ব্যাঙ্কে গিয়ে তুমি এই টাকাগুলো বদল করবার ব্যবস্থা কোর।"

এ্যালবার্ট বললো, "এই দেখুন এখানে আরও একটা রয়েছে। এটা আরেকটা ড্রয়ার থেকে বেরোল—"

পরের খামটা ছিলো ভারী। এটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে এর ভেতরে অনেক কিছু আছে। এই খামের মুখটা তিনটে বড় আকারের গুরুত্বপূর্ণ লাল গালা দিয়ে সিল করা ছিলো। খামের বাইরে ঐ আগের মতোই জড়ানো হস্তাক্ষরে লেখা ছিলো 'আমার মৃত্যুর পরে এই খামটাকে বন্ধ অবস্থাতেই যেন আমার উকিলের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া

হয়, মিঃ রকব্যারী অফ রকব্যারী এ্যাণ্ড টমকিনস অথবা আমার ভাইপো টমাস বেরেসফোর্ডকে এটা যেন আর অপর কোন ব্যক্তি না খোলে।"

"আমি আদা মারিয়া ফ্যানশ' এখানে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের কথা লিখছি যেগুলো সহসা আমি জানতে পেরেছি। এবং যেটা এই সানি রিজ নার্সিংহোমের বসবাসকারী লোকেরা আমাকে বলেছে। এই তথ্যগুলো সঠিক কিনা সে সম্পর্কে আমি কোন প্রমাণ পাইনি কিন্তু এখানে কিছু সন্দেহজনক এবং সম্ভবত অপরাধমূলক কাজকর্ম ঘটে চলেছে এরকম বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে। এলিজাবেথ মুডি, হতে পারেন একজন নির্বোধ মহিলা কিন্তু তাকে আমি মিথ্যেবাদী বলে মনে করি না। উনি একদিন আমার কাছে এসে বলেছিলেন যে, তিনি এখানে একজন স্বনামধন্য অপরাধীকে দেখে চিনতে পেরেছেন। আমাদের মধ্যে কাউকে বিষ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আমি নিজে চোখ কান সবদিকে খুলে রাখা পছন্দ করি। আমি সবদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবো। আমি ঠিক করেছি যা কিছু আমার চোখে পড়বে বা জানতে পারবো সেই ঘটনাটা এখানে লিখে রাখবো। হতে পারে সব জিনিষটাই কল্পনা বা অবাস্তব। হয় আমার উকিল নয়তো আমার ভাইপো টমাস বেরেসফোর্ডকে তদন্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হল।"

এ্যালবার্ট বিজয়ীর মতো মুখ করে বললো ঃ "এবার? আমি আপনাকে বলেছিলাম না? এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র!! "

চতুর্থ খণ্ড

এটা এটা একটা গীর্জা এবং ওইটা তার চূড়া। দরজা খোলো, ভেতরে লোক আছে।

চতুর্দশ অধ্যায় ❑ চিন্তার ব্যায়াম

টুপেন্স বললেন, "আমার এখন যা করা উচিত সেটা হলো চিন্তা করা।"

হাসপাতালে টমির সাথে আনন্দময় মিলনের পর টুপেন্সকে সসম্মানে ছুটি দেওয়া হল। হাসপাতাল থেকে বিশ্বস্ত দম্পতিরা এখন মার্কেট বেসিংএর 'দ্যা ল্যাম্ব এ্যাণ্ড ফ্ল্যাগের' সবথেকে ভালো ঘরের সোফায় বসে নিজেদের নোটগুলো নিয়ে তুলনামূলকভাবে বিচার করছিলেন।

টমি বললেন, "তুমি একা একা চিন্তা করা ছেড়ে দাও। ডাক্তার তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার আগে এ-কথাই বলেছিলেন—"

কোন চিন্তা করবেন না কোন মানসিক পরিশ্রম করবেন না—শারীরিক পরিশ্রম খুব কম করবেন এবং সবকিছু সহজ ভাবে নেবেন।

টুপেন্স কৈফিয়তের সুরে বললেন, " এখন আমি তাহলে কি করবো? আমার পা এখন ঠিক আছে। আমার মাথাও তো এখন দুটো বালিশের ওপর রাখা নেই, তা তুমি চিন্তার কথা বলছো, চিন্তাটা মানসিক চাপ পড়ার মতো তো অতটা প্রয়োজনীয় বিষয়

নয়। আমি তো আর অঙ্ক করতে যাচ্ছি না বা অর্থনীতি পড়তে যাচ্ছি না। অথবা সংসারের যাবতীয় হিসাবপত্র রাখতেও যাচ্ছি না। এখানে চিন্তাটাই একমাত্র আমার বিশ্রামের ব্যাপার হতে পারে। কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ অথবা আকর্ষণীয় বিষয়ের ওপর মনটাকে একটু খুলে রেখে তার মধ্যে ভেসে যাওয়া মাত্র। এই তো ব্যাপার। তুমি কোন চিন্তা কোর না। দূরে কোথাও গিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করার থেকে একটু চিন্তা করাটাই বোধহয় ভালো কাজ হবে।"

টমি বললেন, "আমি চাই না যে তুমি আবার গিয়ে অনুসন্ধানের কাজে লাগো। ঐ কাজ তোমার এখন করা বন্ধ হয়ে গেছে বুঝেছো? টুপেন্স তুমি শারীরিক দিক থেকে একটু সাবধান ও নির্বিকার থাকবে। যদি সম্ভব হয় আমি তোমাকে আমার চোখের আড়াল হতে দেবো না কারণ আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।"

টুপেন্স বললেন, "ঠিক আছে এবার তোমার বক্তৃতা শেষ হয়েছে তো? এসো এখন একসঙ্গে চিন্তা করা যাক। ডাক্তার তোমাকে কি বলেছেন সে বিষয়ে কোন কর্ণপাত কোর না। তুমি তো জানোই ডাক্তাররা যা বলেন তা আমি—"

টমি বললেন, "ডাক্তারের কথায় কিছু মনে করবো না?"

"ঠিক আছে। আমি তোমাকে আশ্বাস দিয়েই বলছি আমি এখন শারীরিক পরিশ্রম করে কোথাও কাজ করতে ছুটে যাবো না। এখন কথা হচ্ছে আমরা একসঙ্গে বসে ঐ চিঠিগুলোর তুলনামূলক বিচার করে দেখি আমরা প্রচুর তথ্য পেয়েছি কিনা।"

"তুমি কি বলতে চাইছো?"

" যা যা তথ্য পেয়েছি সব বলতে চাইছি। অনেক দূর দূর ঘুরে আমি অনেককিছু যোগাড় করেছি এবং শুধু তথ্যই নয়— লোকে কি বলে, তাদের মতামত, তাদের গল্প, তাদের ধারণা, প্রচলিত বিশ্বাস আনে.....ক-কিছু , ঐ খালের ধারে বাড়িটা সম্পর্কে পুরো জিনিষটা যেন একটা মস্ত বড়ো গামলার মতো যার মধ্যে জড়ানো অবস্থায় অনেক রকমের পার্শেল আছে। এগুলোকে যেন ধুলো ঝেড়ে বের করতে হবে।"

টমি বললেন, "ধুলোগুলো যে তুমি দেখেছো সেগুলো ঠিকই।"

টুপেন্স বললো, "আমি জানি না তুমি আমাকে ঠাট্টা করছো না সত্যি বলছো। যাই হোক না কেন তোমাকে আমার সঙ্গে একমত হতে হবে। আমরা প্রতিটি ব্যাপারেই অনেক দূর এগিয়ে গেছি। এখানে ভুল এবং সঠিক তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ এবং অগুরুত্বপূর্ণ তথ্য একই সঙ্গে মিশে আছে। আমরা জানি না কোথা থেকে শুরু করতে হবে।"

টমি বললেন, "আমি জানি।"

টুপেন্স বললেন " ঠিক আছে। ভালো কথা, কোথা থেকে তুমি শুরু করবে।"

টমি বললেন, "তোমার মাথায় আঘাত করার ব্যাপারটা থেকেই আমি শুরু করতে যাচ্ছি।"

টুপেন্স এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। "আমার মনে হচ্ছে না এটাই শুরু করার ক্ষেত্র। আমার মনে হয়, এই ব্যাপারটা যেটা আমার ওপর ঘটেছিলো সেটাই হচ্ছে সর্বশেষ ব্যাপার। এটা কখনোই প্রথমে আসতে পারে না।"

টমি বললেন, "আমার মনে এটাই প্রথমে এসেছে। জনতা আমার স্ত্রীকে আঘাত করেছে এটা আমি মনে করবো না, এটাই হচ্ছে যথার্থ পয়েন্ট যেটা থেকে শুরু করতে হবে। এটা কল্পনা নয়। এটাই প্রকৃত ব্যাপার যেটা সত্যি সত্যিই ঘটেছিলো।"

টুপেন্স বললেন, "আমি আর তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। ঘটনাটি ঘটেছিলো ঠিক কথা এবং এটা ঘটনাচক্রে আমার ওপর ঘটে গেছে। আমি তা ভুলিনি। যেদিন থেকে আমি চিন্তাশক্তি ফিরে পেয়েছি সেদিন থেকেই আমি ভাবছি।"

" কে এমন কাজ করেছিলো সে বিষয়ে তোমার কি কোন ধারণা আছে?"

" দুর্ভাগ্যবশত আমি 'হ্যাঁ' বলতে পারছিনা। কারণ আমি একটা কবরের পাথরের ফলকের উপর পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।"

" কে এমন কাজ করতে পারে?"

"এটা সাটন চ্যান্সেলরেরই কারও কাজ নিশ্চয়ই। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে কে হতে পারে। আমি যাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তাদের মধ্যে কেউ হতে পারে।"

"তবে কি সেই ঐতিহাসিক ভদ্রলোক?"

টুপেন্স বললেন, 'না উনি এটা করতো পারেন না। তার প্রথম কারণ হলো উনি একজন চমৎকার বৃদ্ধ বালক। দ্বিতীয়ত; তিনি যথেষ্ট বলবান নন। তৃতীয় কারণ হলো; তিনি প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। আমার অগোচরে আমার পেছন পেছন নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

"তাহলে তুমি তোমার সন্দেহ তালিকা থেকে তাকে বাদ দিলে। "

" তুমি দাওনি?"

টমি বললেন, "হ্যাঁ আমিও দিচ্ছি তবে কি জানো আমার তাকে দেখতে হবে এবং তার সাথে কথা বলতে হবে। এখানে উনি বেশ কয়েকবছর ধরেই ঐ পদে রয়েছেন এবং তাকে সবাই চেনে। উনি একজন দয়ালু মানুষ। তবে তিনি দশ বারো বছরের বেশী এখানে রয়েছেন যে তা নয়।"

টুপেন্স বললো, "আমার সন্দেহের দ্বিতীয় ব্যক্তি মিস ব্লাই। নেলী ব্লাই। ভগবান জানেন কেন তার ওপর সন্দেহ পড়লো। সে সন্দেহ করতে পারবে না যে আমি একটা কবরের ফলক চুরি করবার চেষ্টা করেছিলাম।"

"তুমি কি মনে করো তাকে সন্দেহ করা যেতে পারে।"

"নিশ্চয়ই। অনেক কিছুই সে গোপন রাখার ভান করে। যদি সে আমাকে অনুসরণ করতে চাইতো এবং আমি কি করছি দেখে আমাকে আঘাত করতে চাইতো—তাহলে

তো বেশী। সে ওই স্থানে ছিল— সে সাটন চ্যান্সেলরে ছিল—সে প্রায়ই বাড়ি থেকে বেরোত ও আসত, আমার মনে হয় সে খবর আদান প্রদান করতেই যেত। আমি যখন গীর্জার চত্বরে ছিলাম সে নিশ্চই আমাকে দেখে ফেলেছিলো। কৌতুহলবশতঃ সে পা টিপে টিপে আমার পেছনে এসেছিলো। তারপর আমাকে বিশেষভাবে একটি কবর পরীক্ষা করতে দেখে বিশেষ কোন কারণবশত সে আমাকে ওই কাজে বাধা দিতে চায় এবং তার ফলে ওই গীর্জারই কোন ধাতব ফুলদানি বা ঐ ধরনের কিছু দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করে। তার সম্পর্কে আমার এইরকমই ধারণা। কেন তা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না। এর পেছনে কোন জোরালো যুক্তি আমি দেখাতে পারবো না।"

"তোমার পরবর্তী সন্দেহজনক ব্যক্তিটি কে টুপেন্স? মিসেস ককরেল কি? এটা কি তার নাম?"

টুপেন্স বললেন, "মিসেস কপলি। তার ওপরে আমার সন্দেহ পড়ে নি।"

"এখন আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করছি তুমি এই বিষয়ে এত নিশ্চিত হলে কি করে? উনি সাটন চ্যান্সেলরে বাস করেন। উনি তোমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখতে পেয়ে অনুসরণ করতে পারেন।"

টুপেন্স বললো, "হ্যাঁ। হ্যাঁ। পারেন। কিন্তু উনি বড্ড বেশী কথা বলেন।"

"আমি বুঝতে পারছি না এর মধ্যে বেশী কথা বলার ব্যাপার আসছে কোথা থেকে?"

"যদি তুমি আমার মতো একটা গোটা সন্ধ্যা তার কথা শুনতে, তাহলে তুমি বুঝতে পারতে, যে., একমুহূর্ত না থেমে একটানা ও অতিরিক্ত কথা বলে, সেই মহিলার পক্ষে সক্রিয়ভাবে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। সে আমার মত কাছেই থাকুক না কেন, সে কথা না বলে পারবো না। এবং সে সর্বদাই সে উচ্চস্বরে কথা বলে।" টুপেন্স বললেন।

টমি তার এই যুক্তিপূর্ণ কথা মেনে নিলেন। উনি বললেন "ঠিক আছে এইসব ব্যাপারে তোমার বিচার সঠিক থাকে টুপেন্স। মিসেস কপলির কথা বাদ দাও। এরপরে সন্দেহজনক ব্যক্তিটি কে?"

টুপেন্স বললেন "আমস্ পেরী। ঐ মানুষটি ক্যানালস্ হাউসে (খালের ধারে বাড়িটিতে) থাকে। আমি এটাকে ক্যানাল হাউস বলেই উল্লেখ করবো। কারণ এটার অনেক নাম আছে। তবে এটাই তার মূল নাম।

ঐ পেরী একজন বন্ধুভাবাপন্ন ডাইনীর স্বামী, তার মধ্যে একটু অদ্ভুত ভাব আছে। তিনি একটু সরল মনের এবং বিশাল চেহারার অত্যন্ত শক্তিশালী মানুষ। উনি যদি চান তাহলে যে কোন মানুষের মাথাতেই আঘাত করতে পারেন। আমার মনে হয় নির্দিষ্ট কোন পরিস্থিতিতে উনি হয়তো কাউকে এরকম আঘাত করতে চেয়েছিলেন। যদিও আমি জানি না কেন উনি আমাকে আঘাত করতে চাইবেন। মিস ব্লাইয়ের থেকে এই কাজে

যুক্ত থাকার সম্ভাবনা তার বেশী। আমার চোখে মিস ব্লাই এমন একজন মহিলা যে উনি পরের ব্যাপারে নাক গলিয়ে গলিয়ে কিঞ্চিৎ ক্লান্ত। তবে কি বিশেষ কোন হিংসা-সংক্রান্ত আবেগপ্রবণ হওয়া ছাড়া উনি কাউকে শারীরিকভাবে আঘাত করবেন উনি এমন ধরনের মহিলা নন।" টুপেন্স একটু কেঁপে উঠলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন। " প্রথমবার আমস পেরীকে দেখে আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম। আমি হঠাৎ অনুভব করেছিলাম যে তার কাছাকাছি আসতে বা রাত্রিবেলা কোন এক অন্ধকার রাস্তায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমি কখনোই চাইবো না। আমার মনে হয়েছিলো যে উনি এমন এক ধরনের মানুষ যিনি সবসময় হিংস্র হতে চান না কিন্তু কোন বিষয়ে আবেগপ্রবণ হলে তিনি হিংস্র হতে পারেন। তিনি যখন আমাকে বাগান দেখাচ্ছিলেন তখন আমার একথা মনে হয়েছিলো।"

টমি বললেন, "ঠিক আছে আমস পেরী এক নম্বর।"

টুপেন্স ধীরে ধীরে বললেন, "আরেকজন আছেন। তার স্ত্রী, বন্ধুভাবাপন্ন ডাইনী। তিনি ভারী চমৎকার এবং আমার তাকে পছন্দ হয়েছিলো। আমি একথা ভাবতে চাই না যে সেই আমাকে আঘাত করেছিলো। তবু তাকে সন্দেহ করছি কেননা, তার সম্বন্ধে ওই বাড়ির ব্যাপারে অনেক ঘটনা জড়িয়ে আছে। এটা আরেকটা পয়েন্ট। তুমি দ্যাখো টমি : সব কিছুর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিষটা কি আমি জানি না। আমি এখন ভাবতে শুরু করেছি যে প্রত্যেকটা ব্যাপারই কি বাড়িটাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে! অর্থাৎ ওই ছবিটার মধ্যে অনেক কিছু অর্থ আছে তাই না টমি?"

"নিশ্চয়ই আছে বলেই আমার ধারণা।"

টমি বললেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে। আমারও তাই ধারণা।"

"মিসেস ল্যানকাস্টারকে খুঁজে বের করবার চেষ্টায় আমি এসেছিলাম—কিন্তু মনে হচ্ছে এখানকার কোন লোকই তার কথা কখনো শোনেনি। এতে আমার মনে খটকা লাগছে এই কথা ভেবে যে তাহলে কি আমিই ভুল পথে চালিত হয়েছি এই ভেবে যে তিনি বিপদে পড়েছেন। (আমি এখনও এই বিষয়ে নিশ্চিত) যেহেতু ছবিটার মালিক তিনি ছিলেন সেহেতু তিনি বিপদগ্রস্তা। আমি মনে করি না তিনি কখনও সাটন চ্যান্সেলরে ছিলেন— কিন্তু ওই ছবিটা হয় তাকে কেউ দিয়েছিলেন নয় তিনি কিনেছিলেন নয়তো এই গ্রামেরই একটা বাড়ির ছবি তিনি কিনেছিলেন। যেহেতু এই ছবিটা অনেক কিছু নির্দেশ করছে সেহেতু এটায় কোন ব্যক্তির মাথা ব্যথা হয়ে থাকবে।"

"আন্ট আদা বলেছিলেন যে মিসেস কোকো অর্থাৎ মিসেস মুডি সানি রিজে কোন এক ব্যক্তিকে চিনতে পেরেছিলেন। সে এমনই একজন ব্যক্তি যে অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িত হতে পারে ; আমার মনে হয় ঐ অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে ঐ ছবিটা এবং খালের ধারে বাড়িটার যোগসাজশ আছে এবং সম্ভবত একটি শিশুকে ওখানে হত্যা

করা হয়েছে।"

"আন্ট আদা মিসেস ল্যানকাস্টারের ছবির প্রশংসা করেছিলেন এবং মিসেস ল্যানকাস্টার তাকে ছবিটা দিয়ে দিয়েছিলেন। হয়তো ছবিটা তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন বা কে তাকে দিয়েছিলো তা আন্ট আদাকে বলেছিলেন "

"মিসেস মুডিকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিলো এই কারণে যে তিনি একজন নামকরা অপরাধীকে চিনে ফেলেছিলেন।"

টুপেন্স বললেন, "ডঃ ম্যুরের সাথে তুমি যে আলোচনা করেছিলে, তা আমাকে আরেকবার বলো তো। মিসেস কোকো সম্পর্কে তোমাকে সব কিছু জানাবার পর উনি তোমাকে বিশেষ ধরনের কয়েকজন হত্যাকারী সম্পর্কে বলেছিলেন। বাস্তব জীবনের ঘটনা থেকে উদাহরণ নিয়ে তোমাকে শুনিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে এমন একজন মহিলা ছিলেন যিনি সর্বদা বৃদ্ধ রুগীদের জন্যই একটা নার্সিংহোম চালাচ্ছিলেন। আমার মনে আছে আমি খবরের কাগজে ঘটনাটা পড়েছিলাম। তবে আমি সেই মহিলার নামটা মনে করতে পারছি না। বৃদ্ধ রুগীদের সাথে তার চুক্তি ছিলো তাদের যা সম্পত্তি আছে তাকে দিতে হবে বিনিময়ে সে তাদের আজীবন দেখাশোনা করবেন। সেই মহিলা তাদেরকে ভালোভাবে দেখাশোনা করতেন ও খাওয়াতেন। রুগীদেরও আর কোন চিন্তা ছিলো না। তারা সেখানে খুব সুখেই থাকছিলো কিন্তু একটাই খটকা লাগার বিষয় ছিলো যে এক বছেরর মধ্যেই সেখানকার সমস্ত রুগী একইভাবে ঘুমের মধ্যে শান্তভাবে মরে যেত। অবশেষে ব্যাপারটা জনসাধারণের নজরে এলো। তাকে খুনের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হলো। কিন্তু এর জন্য তার কোন বিবেকের যন্ত্রণা ছিলো না। সে যা করেছে তা বৃদ্ধদের প্রতি দয়াবশতঃই করেছে—এরকমই তার মনোভাব ছিলো।"

টমি বললেন, "হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলেছো। এখন আমি ওই মহিলাটির নাম মনে করতে পারছি।"

টুপেন্স বললেন, "এই বিষয়ে আর কিছু মনে কোর না। অপর একটা কেসে উনি (ডঃ ম্যুরে) চলে গেলেন। একজন মহিলার কেস। উনি গৃহস্থ বাড়িতে রাঁধুনি অথবা পরিচারিকার কাজ করতেন। তিনি বিভিন্ন পরিবারে কাজ করতেন। মাঝেমাঝে কিছুই করতেন আবার কখনও কখনও সেসব বাড়িতে খাদ্যে বিষ মেশানোর ঘটনা ঘটতো। বেশ কিছু খাদ্যের এই বিষক্রিয়ায় মারা গেছিলো কেউ, কেউ আবার বেঁচেও উঠেছিলো।"

টমি বললেন, "ওই মহিলা স্যাণ্ডুইচ তৈরী করে প্যাকেটে ভরে লোকেদের সঙ্গে পিকনিকের খাবার হিসাবে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি অত্যন্ত সেবাপরায়ন এবং চমৎকার মহিলা ছিলেন। যদি তিনি খাদ্যে ব্যাপক হারে বিষ মেশাতেন তাহলে বিষক্রিয়ার চিহ্ন তার শরীরেও কিছু না কিছু ফুটে উঠতো। কিন্তু সেরকম কিছু প্রতিক্রিয়া তার শরীরে দেখা যায় নি। পুলিশ আসবার আগেই তিনি সেখান থেকে সরে গিয়ে অন্য জায়গায়

অন্য নামে কাজ নিতেন। এরকম ঘটনা বেশ কয়েক বছর ধরে চলেছিলো।"

"হ্যাঁ। তুমি ঠিক বলেছো বটে। কিন্তু কেউই কখনো বুঝতে পারে নি কেন সে এরকম করতো। তার কি কোন খুন করবার প্রবণতা ছিলো? নাকি সে নিছক মজার জন্যই খুন করতো। কেউই এর সঠিক কারণটি জানতে পারেন নি। যিনি তাদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন কখনও মনে হয়নি যে তাদের প্রতি তাদের কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিলো। তার মস্তিষ্কে কোন গলদ ছিলো না তো!"

"হ্যাঁ আমি মনে করি ঐ সব লোকেদের প্রতি নিশ্চয় তার কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল। ঐ মহিলা যে সব পরিবারের সদস্যদের খাবারে আর্সেনিক মিশিয়ে ছিলেন তাদের সঙ্গে তিনি হয়ত অনেক দিন আগে থাকতেই পরিচিত ছিলেন। ঐ ভদ্রমহিলা যখন ছোট ছিলেন, তখন ঐ পরিবারের সদস্যরা হয়ত তাকে এমন কোনো আঘাত দিয়েছিলেন অথবা তার প্রতি এমন কোনো ব্যবহার করেছিলেন যা তিনি হয়ত ভুলতে পারেন নি। পরবর্তীকালে ঐ সব আচরণের প্রতিশোধ নেবার জন্যই হয়ত ঐসব অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন।"

টমি বললেন, "তৃতীয় সন্দেহজনক ব্যক্তিটি এদের থেকে এখনও অনেক বেশী অদ্ভুত ধরনের। একজন ফরাসী মহিলা তার স্বামী ও সন্তানকে হারিয়ে দারুনভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তার হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল কিন্তু তিনি তাদের গ্রামে করুণার দেবী নামে পরিচিত ছিলেন।"

টুপেন্স বললেন, "ঠিক ঠিক, আমার এখন মনে পড়ছে গ্রামের নাম ছিল গ্রীভন, এবং গ্রামবাসীরা ঐ মহিলাকে গ্রীভনের দেবী বলে ডাকত। তার প্রতিবেশীরা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ত তখন তিনি তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন এবং আপ্রাণ চেষ্টা করে তাদের সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করতেন। শিশুরা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ত তখন তার সেবার মনোভাবটা আরও বিশেষ ভাবে জেগে উঠত। শিশুদের তিনি মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করতেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যেত যে শিশুরা সামান্য একটু সুস্থ হবার পরই আরও বেশী শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ত এবং এই ভাবেই তারা সকলে মারা পড়ত। মহিলাটি ঘন্টার পর ঘণ্টা কাঁদতেন এবং শিশুদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগ দেবার সময়ও কাঁদতে কাঁদতে যেতেন। তাই দেখে গ্রামের সবাই বলতেন যে এই দেবী না থাকলে তারা যে কি করবেন তা তারা জানেন না। উনি এমন যত্নের সঙ্গে তাদের প্রিয় শিশুদের সেবা করতেন যে তারা সেরকম আর কখনও দেখেননি।"

" টুপেন্স, তুমি এসব ব্যাপার নিয়ে আবার আলোচনা করতে চাই-ছ কেন?"

"আমি দেখতে চাইছি যে ডঃ ম্যুরে এই সমস্ত ঘটনাবলীর উদাহরণ দিয়ে কোন কারণ দেখাতে চাইছেন কিনা।"

"তুমি বলতে চাইছ যে উনি জড়িত......"

"আমার মনে হয় এই বিশেষ ধরনের তিনটি কেসের উদাহরণ দিয়ে তিনি ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে একটা যোগসূত্র খুঁজতে চাইছেন। তিন রকম দস্তানার মধ্যে কোনটা হাতে খাপ খাবে সেটা যেমন মানুষ দেখে— ঠিক তেমনি করেই তিনি এই তিনটি উদাহরণের মধ্যে কোনটা তার সানি রিজের অপরাধমূলক ঘটনার ক্ষেত্রে খাপ খাবে, সেটা দেখতে চেষ্টা করছেন। আমার মনে হচ্ছে এই তিনটি ঘটনার মধ্যে যে কোন একটা ঘটনা এটার সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবে। প্রথম সন্দেহকারী হিসাবে মিস প্যাকার্ড ঐ ঘটনাটির সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবেন। ঐ মহিলা একটি হোমের একজন দক্ষ মেট্রন।"

"তুমি কিন্তু ঐ মহিলার গলায় ছুরি বসাতে চাইছ। আমি কিন্তু সর্বদাই তাকে পছন্দ করতাম।"

টুপেন্স গভীর প্রত্যয় এবং যুক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, "লোকেরা খুনীদেরই বেশী পছন্দ করেন। প্রতারক এবং ধূর্ত লোকেরা বাইরে সর্বদা আত্মবিশ্বাসী এবং সততার মুখোশ পড়ে থাকে। আমি দেখেছি খুনীরা বাইরে অতি চমৎকার এবং বিশেষ কোমল হৃদয়ের ভাব ফুটিয়ে রাখে। এই জিনিসগুলোই লোকচক্ষে তাদেরকে শ্রদ্ধাভাজন করে তোলে। মিস প্যাকার্ড একজন অত্যন্ত ধুরন্ধর মহিলা, তিনি খুব ভালে করেই জানেন কিভাবে একজনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে কারো সন্দেহের শিকার না হয়ে কেমন করে ঐ অস্বাভাবিক মৃত্যুটাকে স্বাভাবিক বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। কেবল মাত্র মিসেস কোকো'র মতনই কয়েক জন ব্যক্তি তাকে কখনও কখনও সন্দেহ করতে পারেন। মিসেস কোকো তাকে সন্দেহ করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি নিজেই বেশ ধূর্ত ছিলেন। একজন ধূর্ত সহজেই আর একজন ধূর্তকে চিনতে পারে এটাতো তুমি জানো? আবার এরকমও হতে পারে উনি হয়ত মিস প্যাকার্ডকে আগে কোথাও দেখেছিলেন।"

"আমার মনে হয় না যে বয়স্ক বৃদ্ধাদের হত্যা করে মিস প্যাকার্ড সবসময় আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবে।"

টুপেন্স বললেন, "তুমি জানো না এটা হচ্ছে একটা চতুরতম পদ্ধতি। সবার কাছ থেকেই উনি টাকা পেতেন না কিন্তু দু' একজন ধনী লোকের কাছ থেকে টাকা পেতেন। কিন্তু সেখানে সর্বদাই খুব স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধাদের মৃত্যু ঘটত। কিন্তু তুমি সেখানে কিছুই সন্দেহ করতে পারবেনা। সুতরাং তুমি দেখতে পাচ্ছ তো ডঃ ম্যুরের দৃষ্টি ঐ মিস প্যাকার্ডের ওপর পড়েছে। যদিও তিনি মনে মনে বলতে চাইছেন যে সবই আমার কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও তার মনের মধ্যে একটা খটকা থেকেই গেছে। তিনি যে দ্বিতীয় কেসটার উল্লেখ করেছিলেন সেটা গৃহের পরিচারিকার ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র প্রযোজ্য হতে পারে। তারা রাঁধুনী হতে পারেন আবার হাসপাতালের নার্সের মতোন সেবিকার কাজও করতে পারেন। এই জায়গায় এমন একজন লোক কাজ করতেন যে তাকে দেখে একজন মধ্যবয়সী দায়িত্বপূর্ণ মহিলা বলেই মনে হতে পারে।

তবে কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রে উনি খুব ধূর্ত ছিলেন। কিছু কিছু রুগীদের তিনি হয়ত অপছন্দ করতেন। তাদের ক্ষেত্রে তিনি তার নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করতেন (দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্য)। আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছি সেই ক্ষেত্রে এরকম কোন মহিলাকে কল্পনায় আনতে পারছি না কেন না আমরা এরকম কাউকে চিনি না—"

"তাহলে তৃতীয় জন?"

টুপেন্স স্বীকার করলেন, "তৃতীয় জনের চরিত্র আর বেশী জটিল। কেননা সে এমনই একজন ব্যক্তি যে সেবার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।"

টমি বললেন, "হয়ত উনি খুব ভালো ভাবে পরিমাপ করেই তার কথা বলেছিলেন। আমার কিন্তু ঐ আইরিশ নার্সের প্রতি একটু সন্দেহ হচ্ছে।"

"সেই চমৎকার মহিলাটি যাকে আমরা আণ্ট আদার ফারের স্টোলটা দিয়েছিলাম?"

"হ্যাঁ আণ্ট আদা তাকে খুব পছন্দ করতেন। উনি একজন অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পান্না সেবিকা ছিলেন। তাকে দেখে মনে হয়েছিল যে তিনি প্রত্যেককে এত বেশী ভালোবাসেন যে তারা মরে গেলে তিনি খুব দুঃখিত হতেন। তিনি যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তাকে তখন খুব চিন্তাচ্ছন্ন দেখেছিলাম—তাই নয় কি ? তুমি বলেছিলে যে তিনি নার্সিংহোম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বলেই তাকে ওরকম লাগছিলো। তিনি কিন্তু আমাদের তার চলে যাওয়ার সঠিক কারণটা বলেন নি।"

"আমি মনে করি যে তার একটু স্নায়ু দৌর্বল্য ছিল। কেননা নার্সেরা অত্যন্ত সহানুভূতি সম্পন্ন হবেন এমনটা তাদের কাছে আশা করা হয় না। এমনটি রুগীদের পক্ষে ক্ষতিকর। নার্সদের বলা হয়ে থাকে যে তারা সব সময় দক্ষতার সঙ্গে এবং অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করবে এবং অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে।"

টমি কৌতুক করে বললেন, "নার্স বেরেসফোর্ড বলছি।"

টুপেন্স বললেন, "এখন আবার ছবির কথায় ফিরে যাওয়া যাক। মিসেস বসকোয়ান ঐ ছবিটি দেখে তোমায় যা বলেছিলেন সেটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলেই আমি মনে করি। তার গলায় স্বর এবং কথাবার্তা সবই তোমার কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছিল।"

টমি বললেন, "উনি সত্যিই আর্কর্ষণীয়, এই অস্বাভাবিক বিষয়ে তদন্ত করার ব্যাপারে আমি যতজনের সান্নিধ্যে এসেছি তার মধ্যে উনিই সবথেকে আকর্ষণীয় বলে আমার মনে হয়েছে। তিনি এমনই একজন মানুষ যিনি হয়ত এই ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন কিন্তু ঐ ব্যাপারে এমন কিছু চিন্তা করেন না। তার অর্থ হল যে তিনি ঐ বাড়িটা সম্বন্ধে উনি এমন কিছু জানেন যা আমি জানি না এমন কি তুমিও জানো না।

টুপেন্স বললেন, "উনি নৌকাটির বিষয়ে যা বলেছেন তা সত্যিই ভারী অদ্ভুত বলেছিলেন যে আসল ছবিটায় নাকি নৌকা ছিল না। তুমি কি মনে কর ঐ ছবিটার মধ্যে

কি একটা নৌকা পরে চলে এসেছে?"

টমি বললেন, "আমি জানি না।"

"নৌকাটির ওপরে তুমি কি কোন নাম দেখেছিলে? আমারতো মনে পড়ছে না আমি ওরকম কিছু দেখেছিলাম। আমি তখন খুব কাছ ছবি... দেখিনি।"

"নৌকার ওপর লেখা ছিল "ওয়াটার লিলি।"

"একটা নৌকার পক্ষে খুবই উপযুক্ত একটা নাম—কিন্তু ঐ নামটা আমাকে কিসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে বলোতো?"

"আমার কোন ধারণাই নেই।"

"ঐ মিসেস বসকোয়ান নিশ্চিতভাবেই জানেন তার স্বামী ঐ নৌকার ছবিটা আঁকেননি—উনি পরে এটা ঐ ছবির মধ্যে জুড়ে দিয়েছেন।"

"তিনি তাইতো বলেছেন — তিনি অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলেছেন ঐ কথাটা।"

টুপেন্স বললেন, "নিশ্চয়, এখানে আর একটা সম্ভাব্য কারণ আছে যেটা এখনও পর্যন্ত আমরা খতিয়ে দেখিনি। আমার মাথায় আঘাত লাগবার কথাটা চিন্তা করো। আমি বলতে চাইছি যে বাইরের কোনো লোক যে আমাকে মার্কেট বেসিং থেকে ফলো করে এখানে এসেছে—সেদিন আমি কতদূর এগিয়েছি দেখার জন্য সে হয়ত নিশঃব্দে আমার পিছন পিছন আসছিলো কারণ আমি ঐ অঞ্চলের অনেক লোকের কাছেই অনেকরকম প্রশ্ন করেছিলাম। ব্লজেট এবং বার্জেস কোম্পানির দালালদের সঙ্গে এ-বাড়ির বিষয়ে আলাপ করেছিলাম। আর বাড়ির সম্বন্ধে আমাকে অনেক তথ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা ছলনাকারী প্রতারক ছিলেন। সাধারণ প্রতারকদের চেয়ে তারা অনেক বেশী ধূর্ত । এটা সেই ধরনেরই ছলনা। মিসেস ল্যানকাস্টারকে খুঁজে বার করবার জন্য আমরা যে ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলাম। উকিল এবং ব্যাঙ্কের মালিকরা বলেছিলেন তারা ঐ ল্যানকাস্টারের হঠাৎ চলে যাবার ব্যাপারে কিছু জানেন না কারন তারা বাইরে ছিলেন। সেটাও ছিল একই রকমের প্রতারণা। তারাই কাউকে পাঠিয়েছিল আমার গাড়িকে অনুসরণ করার জন্য আমি কি করছি সেটা তারা দেখতে চেয়েছিলেন এবং তার ফলেই আমি আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলাম, যেটা গির্জার চত্বরে কবরের পাশে ঘটেছিলো।" টুপেন্স একটু থামলেন। তারপর একটু দম নিয়ে আবার বললেন, " কেউ হয়তো চায়না আমাকে ঐ পুরনো কবরগুলোর ফলক দেখতে দিতে। তার মানে ওরা সবাই কবরখানার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে আছে। আমি একদল ছেলেকে ঐ টেলিফোন বাক্সের কাছে বসে থাকতে দেখেছিলাম। তারা কেউ কেউ হয়ত ঐ গির্জার চত্বরে কোনো মজা করার জন্য ঢুকে থাকবে। এবং গির্জার পিছন দিয়ে তারা ঢুকেছিলো। আমাকে পড়ে থাকতে দেখে তারাই হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলো।"

"তুমি বলছ ঐ কবরের মধ্যে অপটু হাতে খোদাই করা কতকগুলো অক্ষর ছিলো।"

"হ্যাঁ। কারও অপেশাদার হাতের খোদাই করা কতকগুলো অক্ষর ছিলো। খুবই

অপরিষ্কার ছিলো কাজটা।"

সেখানে নাম ছিলো—'লিলি ওয়াটারস'—এবং তার বয়স ছিলো সাত বছর। এই কটা অক্ষর পরিষ্কার ভাবেই লেখা ছিলো। তারপরে আর এক টুকরো অক্ষর— 'কে অপরাধমূলক কেউ কাজটি করেছিলো'—'মিলস্টোন—'

"নামটা খুব পরিচিত মনে হচ্ছে।"

আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে ফলকের ওপরে ঐ কথাগুলো লিখেছিলো সে ঠিক মনে করতে পারেনি যে পরের কথাটা সে কি লিখবে।"

"সম্পূর্ণ জিনিষটাই অত্যন্ত অদ্ভুত।"

আমি তো ঐ ঐতিহাসিকটিকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিলাম। এতে কার কি ক্ষতি। কেন একজন আমার কাজে বাধা দেবে। গরীব লোকটি যে তার হারানো শিশু সন্তানকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলো—আমরা এখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছি। আবার সেই হারিয়ে যাওয়া শিশুটির মোটিভেই এসেছি। মিসেস ল্যানকাষ্টার একজন অসহায় শিশুর কথা আমাকে জানিয়েছিলেন যাকে ঐ ফায়ারপ্লেসের পিছন জীবন্ত গেঁথে দেওয়া হয়েছিলো। মিসেস কপলি বক বক করতে করতে আমাকে ঐ রকম দেওয়ালে গেঁথে দেওয়া কয়েকজন সন্ন্যাসিনী এবং খুন হয়ে যাওয়া শিশুদের কথা বলেছিলেন। এবং এছাড়া তিনি একজন শিশু হত্যাকারী মা, একজন দেশপ্রেমিক, একটি অবৈধ শিশু এবং একটি আত্মহত্যার কথা বলেছিলেন। এগুলো সবই ছিলো ঐ-বাড়িটা সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলের লোকের প্রচলিত ধারনা। সব একসাথে মিলেমিশে যেন একটা পুডিং-এর মত হয়ে গিয়েছিলো। তবে টমি তুমি দেখ এখানে এমন একটা ঘটনার সান্নিধ্যে আমরা এসেছি যার মধ্যে কোনো কাহিনী বা অতিরঞ্জিত গল্প নেই—"

"তার মানে।"

"আমি বলতে চাইছি যে, ঐ ক্যানাল হাউসের চিমনীর ভেতর এই পুরণো কাপড়ের পুতুলটা পড়েছিলো—একটা শিশু পুতুল। এটা অনেক অনেকদিন ধরে ওখানে পড়েছিলো। পুতুলটার গায়ে অনেক ঝুল কালি ময়লা মাখানো ছিলো—"

টমি বললেন, "এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে ওটা আমরা পাইনি।"

দুচোখে বিজয়িনীর দৃষ্টি নিয়ে টুপেন্স বললেন—"আমি পেয়েছি।"

"তুমি কি সেটা সঙ্গে এনেছ।"

"হ্যাঁ এটা আমাকে চমকে দিয়েছে জান। আমি ভেবেছিলাম এটা আমি আমার সঙ্গে নিয়ে যাব এবং পরীক্ষা করে দেখব। পুতুলটা আমি ছাড়া আর কেউই নিতে চায়নি। পেরীরা এটা কখনই নিতনা বরং এটা ছুঁড়ে আস্তাকুড়ে ফেলে দিত, কিন্তু আমি সেটা নিয়েছি।"

টুপেন্স সোফা থেকে উঠে তার সুটকেসের কাছে গেলেন। সুটকেস খুলে খবরের কাগজে মোড়া একটা জিনিস বার করে আনলেন।

সেটা টমির হাতে দিয়ে বললেন, "দেখ টমি, একবার দেখ।"

কৌতুহলের সঙ্গে টমি খবরের কাগজের মোড়কটা খুলে ফেললেন। তিনি খুব যত্নের সাথে একটি শিশু পুতুলের ধ্বংসাবশেষ বের করে আনলেন। পুতুলটার হাতগুলো দুমড়ে গেছে, পা-গুলো ঝুলে পড়েছে, তার গায়ের বিবর্ণ পোষাকগুলোর মধ্যে একবার হাত ছোঁয়াতেই সেগুলো খসে পড়ল। পুতুলের দেহটা খুব পাতলা চামড়া দিয়ে সেলাই করা। কোনো একসময় এই পুতুলটা মোটা ছিলো কারণ তার ভিতরে করাত দিয়ে কাটা মিহি কাঠের গুঁড়ো দিয়ে ভরে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু বেশীরভাগ কাঠের গুঁড়ো পড়ে যাওয়াতে এখন পুতুলটার গাটা চিমসে হয়ে গিয়েছে। টমি ওটা হাতে নিয়েই অনুভব করলেন এটার গাটা খুবই নরম। তারপর হঠাৎ পুতুলটার একটা জায়গায় আঙুলের চাপে একটি ফাঁপা গর্তের সৃষ্টি হলো। তার ভেতর থেকে প্রায় এক পেয়ালা পরিমান কাঠের গুঁড়ো ঝরে পড়ল। এবং ঐ কাঠের গুঁড়োর সাথে কতকগুলো ছোট ছোট নুড়ি পাথর মেঝেতে পড়ে এদিক ওদিক গড়িয়ে গেল। টমি ছুটে গিয়ে খুব যত্ন করে সেগুলো তুলতে লাগলেন।

উনি নিজে নিজেই বলছিলেন, "ওঃ ভগবান!"

টুপেন্স বললেন, কি অদ্ভুত ব্যাপার। এটার মধ্যে ভর্ত্তি নুড়ি পাথর রয়েছে। এগুলো নিশ্চয় ঐ চিমনীর ভেতরের কোন পদার্থ হবে। তোমার কি মনে হয়। এগুলো কি প্লাস্টার অথবা অন্যকোন নুড়ি জাতীয় বস্তু।"

টমি বললেন, "না তুমি যা বলছ তা হতে পারে না। কারণ ঐ ক্ষুদে নুড়িগুলো পুতুলটার শরীরের মধ্যে ছিল।"

এতক্ষণে টমি সবগুলো নুড়িকে অতি যত্নের সাথে এক জায়গায় জড়ো করে ফেলেছেন। তিনি এবার পুতুলের পেটের ওপরে আঙুলের চাপ দিলেন এবং আরও কিছু নুড়ি পাথর গড়িয়ে পড়ল। তিনি সেগুলো তুলে নিয়ে জানালার ধারে গেলেন এবং হাতের ওপর রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। টুপেন্স আগ্রহহীন চোখে তার কার্যকলাপ দেখতে লাগলেন।

উনি বললেন, "নুড়ি পাথর পুরে একটা পুতুল তৈরী করাটা একটা মজাদার পরিকল্পনা।"

টমি বললেন, "এগুলো কিন্তু সাধারণ ধরণের নুড়ি নয়। পুতুলের পেটের ভেতর পুরে এগুলো সেলাই করার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে।"

"তুমি কি বলতে চাইছ।"

"ভালো করে দেখ। তোমার হাতে করে কটা নিয়ে দেখ।"

টুপেন্স বিস্মিত ভাবে কয়েকটি নুড়ি টমির হাতে থেকে নিজের হাতে নিলেন।

টুপেন্স বললেন, "এগুলো নুড়ি পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনটা বড় কোনটা ছোট। তুমি এ ব্যাপারে এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন?"

"এর কারণ আছে টুপেন্স। এবার আমি সব কিছুর তাৎপর্য বুঝতে শুরু করেছি। এগুলো মোটেই নুড়ি নয় এগুলো হীরে!!"

পঞ্চদশ অধ্যায় ❑ পল্লীগ্রামের সন্ধ্যা

টুপেন্স প্রায় বাকরুদ্ধ স্বরে বললেন, "হীরে!"

তার কাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে তখনও তার হাতে ধরা পাথরগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন,

"এই ধুলো মাখা জিনিসগুলো হীরে।" টমি মাথা নাড়লেন। " টুপেন্স এখন সবজিনিসগুলোরই অর্থ পরিষ্কার হচ্ছে। একটার সঙ্গে আর একটা যুক্ত। ক্যানাল হাউস। তুমি একটু অপেক্ষা কর যতক্ষণ পর্যন্ত না আইভর স্মিথ এই পুতুলটার কথা শুনতে পায়। টুপেন্স সে তোমার জন্যে একটা ফুলের তোড়া আনবে এবং ইতিমধ্যে সেটা তোমার জন্য তৈরী হয়েই আছে—"

"কিসের জন্য?"

"একটা মস্ত বড় অপরাধীর দলকে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য।"

"তুমি এবং তোমার আইভর স্মিথ নিশ্চয় গত সপ্তাহে পুরো সাতদিন জুড়ে তুমি সেখানেই ছিলে আমার শেষ দিনের যন্ত্রণাকাতর মুখ দেখবার জন্য আমাকে ঐ ভয়ঙ্কর হাসপাতালে ফেলে রেখেছিলে—. ঠিক যখন আমি বুদ্ধিপূর্ণ আলোচনায় বসতে চাইলাম এবং নিজের মনে মনে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম তখনি তুমি এলে।"

"বাস্তবিক পক্ষে আমি প্রতি সন্ধ্যায় ভিজিটিং আওয়ারেই এসেছিলাম।"

"তুমি আমাকে তখন বেশী কিছু বলোনি।"

"ড্রাগনের মতো একজন সিস্টার আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল যাতে তোমাকে উত্তেজিত করে এমন কিছু বলা না হয়। কিন্তু আইভর নিজে আগামী পরশু এখানে আসছেন। এবং আমরা এই পল্লী গ্রামেতেই একটা চমৎকার সন্ধ্যা পাব।"

" আর কে আসছেন?"

"মিসেস বসকোওয়ান, স্থানীয় অঞ্চলের একজন বড় জমির মালিক, তোমার বন্ধু মিস নেলী ব্লাই, গ্রামের পুরোহিত, সেই ঐতিহাসিক আর তুমি এবং আমি—"।

"এবং মিঃ আইভর স্মিথ—তার আসল নাম কি?"

"যতদুর আমি জানি আইভর স্মিথই তার নাম।"

টুপেন্স হঠাৎ হেসে বললেন "তুমি সর্বদাই এত সাবধানী!"

"তুমি কিসে এত আমোদ পেলে?"

"আমি ভাবছি আণ্ট আদার ডেস্কের গুপ্ত ড্রয়ার খুলে তুমি আর এ্যালবার্ট যে সমস্ত জিনিষ বার করেছিলে আমি যদি সেগুলি দেখতে পারতাম।"

"এ সব কিছুর জন্য যা কিছু বাহাদুরি এ্যালবার্টের প্রাপ্য। এই বিষয়ের ওপর সে একটা আশাপ্রদ বক্তৃতা দিয়েছিলো। অল্পবয়সে একটা প্রাচীন জিনিষপত্রের ডিলারের কাছে কাজ শিখে ঐসব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলো।"

"এবার কল্পনা করে দ্যাখো তো তোমার আণ্ট আদা সত্যি সত্যিই একটা গুপ্ত প্রমাণ সিল করে রেখে গিয়েছিলেন। উনি প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানতেন না। তবু তিনি অনুভব করেছিলেন ওই সানি রিজে বিপজ্জনক কেউ আছে। আমার এখন মনে হচ্ছে সন্দেহজনক ব্যক্তিটি যে মিস প্যাকার্ড উনি জেনে ফেলেছিলেন।"

"এটা কেবল তোমার ধারণামাত্র।"

"আমরা যে অপরাধী দলটার খোঁজ করছি তাদের ব্যাপারে আমার এই ধারণাটা সঠিক। তাদের অপরাধমূলক কাজকর্ম নিশ্চিন্তে চালিয়ে যাবার জন্য সানি রিজের মতো একটা ভালো কেন্দ্র দরকার। যখনই কাউকে ড্রাগ দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় তখনই ওই নার্সিংহোমের কোন ট্রেনিং দেওয়া নার্সকে দিয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। এতে করে আপাত দৃষ্টিতে লোকের ধারণা হবে যে এটা একটা স্বাভাবিক মৃত্যু। কিন্তু একজন বিবেকবান ডাক্তারের মনে সন্দেহ জাগে এই মৃত্যুগুলি সত্যিই স্বাভাবিক ছিল কিনা।"

"তুমি যে সমস্ত কিছু এভাবে চিন্তা করে সন্দেহ করতে শুরু করেছো মিস প্যাকার্ডকে, তার প্রধান কারণ হলো প্যাকার্ডের দাঁতগুলো তোমার পছন্দ হয় নি—"

টুপেন্স একটু গভীর সুরে বললেন, "সে ওই দাঁত দিয়ে তোমাকে খেয়ে ফেলতে পারে। আমি তোমাকে বেশী কিছু বলবো টমি— ধরো ওই— ছবিটা সম্বন্ধে। ক্যানাল হাউসের ছবিটা—ওই বাড়িটার ছবি মোটেই মিসেস ল্যানকাস্টারের ছিলো না।"

টমি তার দিকে চেয়ে বিস্ময়পূর্ণ স্বরে বললেন, "কিন্তু আমরা তো জানতাম এটা তারই ছিলো।"

"না, আমরা জানিনা, আমরা কেবল জানি যে মিস প্যাকার্ড একথা বলেছিলেন। মিস প্যাকার্ডই বলেছিলেন এই ছবিটা মিসেস ল্যানকাস্টার আণ্ট আদাকে দিয়েছিলেন।"

টমি বাধা দিয়ে বললেন, "কিন্তু কেন তিনি তা দেবেন?"

"হয়তো সেই কারণেই মিসেস ল্যানকাস্টারকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—যাতে উনি আমাদের বলতে না পারেন ছবিটা তার ছিলো না এবং উনি সেটা আণ্ট আদাকে দেন নি।"

"আমার মনে হয় এটা একটা সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা।"

"হতে পারে—কিন্তু ছবিটা সাটন চ্যান্সেলরেই আঁকা হয়েছিলো—আমাদের একথা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট কারণ আছে যে ওই বাড়িটা অপরাধীদের চোরাই মাল লুকিয়ে

রাখার জন্য ব্যবহৃত হত এবং হয়তো এখনও হয়ে থাকে—মিঃ ইকলেস সবকিছুর আড়ালে আছে এমন ধারণা করা হয়েছে। উনি সেই মানুষ যিনি মিসেস ল্যানকাস্টারকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য মিসেস জনসনকে পাঠিয়েছিলেন। আমি বিশ্বাস করি না মিসেস ল্যানকাস্টার কখনো সাটন চ্যান্সেলর অথবা ক্যানাল হাউসে ছিলেন। অথবা ওই ছবিটা ওনারই ছিলো—তবে মনে হয় তিনি সানি রিজেই কারুর মুখ থেকে ওই ছবিটার কথা শুনেছিলেন। হয়তো ওই ব্যক্তি মিসেস কোকোও হতে পারে। সুতরাং তিনি সবার কাছে এই বিষয়ে গল্প করতে শুরু করলেন, এবং সেটাই তার বিপদের কারণ হতে পারে। এবং সেইজন্যই তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। একদিন না একদিন তাকে আমি ঠিক খুঁজে বার করবোই। তুমি আমার কথাটা মিলিয়ে নিও টমি।"

"এটা মিসেস টমাস বেরেসফোর্ডের অনুসন্ধানের ব্যাপার।"

মিঃ আইভর স্মিথ বললেন, "আপনাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে সুস্থ দেখাচ্ছে মিসেস টমি।"

টুপেন্স বললেন, "আমি আবার পুরোপুরি সুস্থ বোধ করছি। আমাকে মাথায় আঘাত করেছিলো আমারই নির্বুদ্ধিতার জন্য।"

"আপনার জন্য একটা মেডেল অপেক্ষা করছে—বিশেষ করে এই পুতুলটার ব্যাপারে। আপনি কেমন করে এসব করলেন বলুনতো? আমি তো চিন্তাও করতে পারছি না! "

টমি বললেন, "ও হচ্ছে একটা যথার্থ টেরিয়ার (শিকারী কুকুর)। শিকারের ওপর লক্ষ্য স্থির রেখে সে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

টুপেন্স সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, " তোমরা আজ রাতের পার্টি থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে না তো।"

"নিশ্চয়ই না, একটা ঘটনা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি তোমাদের দুজনের কাছে যে কত কৃতজ্ঞ তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। মনে রেখো আমরা কোথাও একসাথে মিলিত হয়ে এইসব অপরাধীদের কাজ সুকৌশলে উদ্ধার করার ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম। গত পাঁচ-ছ'বছরে যে বড় বড় ডাকাতিগুলো হয়েছে তাদের সঙ্গে এরা জড়িত আছে। টমি আমার কাছে এসে যখন জানতে চেয়েছিলো যে—সুচতুর নিখুঁত ভদ্রলোক এবং আপাতদৃষ্টিতে বৈধ কার্যকলাপের সাথে যুক্ত মিঃ ইকলেসকে আমরা সন্দেহ করি কিনা। উনি একজন নামজাদা উকিল যিনি মিঃ ইকলেস নামেই পরিচিত। এই ব্যক্তিটির প্রতি আমাদের অনেকদিন থেকেই সন্দেহ ছিলো কিন্তু তিনি এমনই সুকৌশলী ব্যক্তি যে সহজে তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। উনি অত্যন্ত সতর্কব্যক্তি। তিনি আইনজ্ঞ হিসাবেই তার প্র্যাকটিশ চালিয়ে যাচ্ছেন।

খাঁটি মক্কেলদের সাথে সাধারণভাবে খাঁটি ব্যবসাই চালিয়ে যাচ্ছেন।"

"আমি টমিকে বলেছিলাম যে এই ক্যানাল হাউসের সাথে এইসব অপরাধমূলক কাজকর্মের একটা যোগসূত্র আছে। যথার্থ অভিজাত বাড়িগুলোতে যেমন খাঁটি সম্ভ্রান্ত লোকেরা বাস করেন এখানেও তেমনি ঐ ধরণের কিছু লোক স্বল্পকালের জন্য বাস করে আবার চলে যেতেন।"

"মিসেস টমি, এখন আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ ওই বাড়ির চিমনির মধ্য থেকে মৃত পাখীগুলি আবিষ্কার করার জন্য। এখন আমরা ঐ বাড়িটা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু তথ্য জানতে পেরেছি। ঐ বাড়ির মধ্যে বিশেষ কতগুলি ঘটনা গুপ্ত অবস্থায় আছে। বলতে পারেন এটা অত্যন্ত চতুর পদ্ধতি। আপনি হয়তো জানেন যে নানাধরনের রত্ন বা ঐ ধরনের জিনিষ অন্য প্যাকেটের (হীরে) সাথে বদলে ফেলে সেখানে লুকিয়ে রাখা হয় এবং সময়মতো সেগুলো দূরে সরিয়ে ফেলা হয়। অথবা কোন মাছ ধরার নৌকা করে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়। কোন এক বিশেষ ডাকাতির পর যখন শোরগোলটা স্তিমিত হয়ে যায় তখন সুযোগ বুঝে সেগুলো স্থানান্তরিত করা হয়।"

"তাহলে পেরীদের সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়? তারা কি-আমি আশা করছি তারা হয়তো এই ব্যাপারটার সাথে জড়িত নয়।"

"আমি ঠিক নিশ্চিত নই", স্মিথ বললেন, "কেউই এ-ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারে না। তবে আমার মনে হয় মিসেস পেরী হয়তো কিছু জানেন অথবা আগের ঘটনা কিছু জানতেন।"

"আপনার কি মনে হয় উনিও অপরাধীদের মধ্যে একজন হবেন। এটা হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। তবে তার প্রতি অপরাধীদের একটা প্রভাব আছে।"

"কি ধরনের প্রভাব?"

"আমি যেটা বলছি সেটা আপনি গোপন রাখবেন। আমি জানি এইসব ব্যাপারে আপনি আপনার মুখ বন্ধ করে রাখতে পারেন। এখানকার স্থানীয় পুলিশের সর্বদাই ধারণা ছিল আমোস পেরী নামক লোকটি শিশু খুনের ব্যাপারে অনেক অনেকদিন আগে জড়িত থাকতে পারেন। তিনি মানসিক দিক থেকে পরিপূর্ণ ভাবে সুস্থ নন। তার সম্পর্কে ডাক্তারী মতামত ছিল এই যে তিনি অতি সহজেই একটা বিকার সুলভ মনোভাবের বশবর্তী হয়ে শিশুদের সরিয়ে ফেলতে পারেন। তার বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষী প্রমাণ ছিল না। তিনি যে খুনী নন তা প্রমাণ করবার জন্য তার স্ত্রী সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন। তিনি জানাতেন যে ঐসব খুনের সময় আমোস পেরী অন্যত্র ছিলেন। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনি দেখুন একদল নীতিজ্ঞাহীন মানুষ ঐ মহিলার ওপর সুযোগ নেবার চেষ্টা করতে পারে, এবং তারা তাকে ঐ ক্যানাল হাউসের-ই একটা অংশে ভাড়াটে হিসাবে রেখে দিতে পারে তারা ভালো করেই জানত যে ওখানে থাকলে আর কখনই ঐ মহিলা

মুখ খুলতে পারবেন না। এর পরিবর্তে তারা ঐ মহিলার স্বামীর খুন করার ব্যাপারে যে সব প্রমাণ ছিল তা নষ্ট করে ফেলে। আপনিতো তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন— তাদের দুজনকে দেখে আপনার কি মনে হয়েছিল মিসেস টমি?"

টুপেন্স বললেন, "আমার তাকে পছন্দ হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল সে যেন একজন বন্ধুভাবাপন্ন ডাইনী। সে আমাকে সোজা পথেই ম্যাজিক দেখিয়েছিল, বাঁকা পথে নয়।"

"পেরীর সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?"

টুপেন্স বললেন, "আমি তাকে দেখে ভয় পেয়েছিলাম। সব সময় নয়। দু'একবার মাত্র। হঠাৎ করে তাকে দেখে বিশাল এবং ভয়ঙ্কর মনে হয়েছিল। মাত্র দু' এক মিনিটের জন্যই এই ভাবটা স্থায়ী হয়েছিল। ঠিক কি দেখে আমি ভয় পেয়েছিলাম তা বলতে পারছি না তবে ভয় পেয়েছিলাম।

"আপনি একটু আগে যা বললেন আমারও তাই ধারণা, তার মাথা ঠিক সুস্থ নয়।"

মিঃ স্মিথ বললেন, "এরকম ধরনের অনেক লোকই আছেন। কিন্তু তারা যে সবসময় বিপজ্জনক তা নয়। তবে আপনি এই ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারবেন না।"

"আজ রাতে এই পল্লীগ্রামে আমরা কি করতে চলেছি?"

"আমরা কিছু লোককে দেখব। তাদের গোটা কয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। আমাদের তথ্যের ব্যাপারে যে জিনিসগুলো জানবার প্রয়োজন সেগুলো খুঁজে বার করবার চেষ্টা করব।"

"মেজর ওয়াটার কি আসবেন? উনিই তো সেই মানুষ যিনি গ্রামের পুরোহিতের কাছে তার শিশুর বিষয়ে লিখেছিলেন?"

"মনে হয় না এখানে ওরকম ধরনের কোন লোক আসবে! যেখানে থেকে পুরনো কবরের পাথরের ফলকটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সেখানে একটা কফিন ছিল— একটা শিশুর কফিন তার ওপরের আস্তরণটা ছিল সিসার তৈরী। ওটা ভর্তি ছিল ধনসম্পদে (সবই ছিল লুটের মাল)। সেন্ট অ্যালবান্সের কাছে যে বড় চুরির ঘটনা ঘটেছিল সেখান থেকে সোনা এবং নানারকম গহনা লুট করা হয়েছিল সেগুলো এই কফিনটার মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। ঐ পল্লী পুরোহিতের কাছে যে চিঠিটা লেখা হয়েছিল তার আসল বক্তব্য হল ঐ কফিনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ধন সম্পদ খুঁজে বের করা স্থানীয় বালকেরা বাদ সাধায় তাদের সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়।"

সেই ঐতিহাসিক ভদ্রলোক (পল্লী পুরোহিত) দুহাতে বাড়িয়ে টুপেন্সের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসে বললেন, "আমি গভীরভাবে দুঃখিত ম্যাডাম! সত্যিই আমি এত বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছি একথা ভেবে যে তুমি আমার জন্য এত করলে অথচ তোমার

ওপরেই কিনা এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আমাকে সাহায্যে করতে এসেই তোমার এই রকম পরিণতি হল। আমি ভুলতে পারছি না যে আমার জন্যই তোমার এত কিছু হলো। সব দোষ আমারই। ঐ সব কবরের ফলকগুলোর মধ্যে তোমাকে ঢুকতে দেওয়া আমার মোটেই উচিত হয় নি। যদিও এখনও পর্যন্ত আমি এর সঠিক কারণ খুঁজে পাচ্ছি না যে কি কারণে একদল কমবয়েসী শয়তান—"

মিস ব্লাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "স্যার এখন আর এসব কথা ভেবে নিজের মনকে কষ্ট দেবেন না। আমি নিশ্চিত যে মিসেস বেরেসফোর্ড জানেন এই ব্যাপারে আপনার কিছু করার নেই। উনি অত্যন্ত দয়ালু মহিলা বলেই আপনার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখনতো এসব ব্যাপার শেষ হয়ে গেছে এবং উনি আবার আগের মতোই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাই না মিসেস বেরেসফোর্ড?"

টুপেন্স একটু বিরক্ত হলেন। মিস ব্লাই এত গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তার স্বাস্থ্যর ব্যাপারে বললেন কি করে? তবু উনি জবাব দিলেন, "নিশ্চয়।"

মিস ব্লাই বললো, "আসুন এবং এই কুশনটা আপনার পিঠের দিকে রেখে এই চেয়ারে বসুন।"

মিস ব্লাই যে চেয়ারটা তার জন্য সামনের দিকে টেনে এনেছিলেন সেটায় বসতে অস্বীকার করে টুপেন্স বললেন, "আমার কুশনের দরকার নেই।" তার বদলে উনি একটুও আরামদায়ক নয় এবং পিঠের দিকটা খাড়া এরকম একটা চেয়ারে বসলেন যেটা ফায়ার প্লেসের অপর দিকে ছিল।

সামনের দরজায় কারা যেন জোরে জোরে আঘাত করল। তা শুনে ঘরের প্রত্যেকটি লোক লাফিয়ে উঠলেন। মিস ব্লাই দরজা খোলার জন্য ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

উনি যেতে যেতে বলতে লাগলেন, "চিন্তা করবেন না, আমি যাচ্ছি।"

"এটা আপনার বদান্যতা।"

হলের বাইরে কারা যেন মৃদু স্বরে কথা বলছিল। মিস ব্লাই দুজনকে সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে এলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ব্রোকেডের গাউন পড়া বড়সড় চেহারার মহিলা তার পেছনে ছিলেন একজন খুব লম্বা রোগা মানুষ। টুপেন্স একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার ক্লোক এবং তার রোগা এবং শিরা বের করা মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন অন্য শতাব্দী থেকে এসেছে। তার চেহারা দেখে টুপেন্সের মনে হলো লোকটা যেন এলগ্রীকো ক্যানভাস থেকে বেরিয়ে এসেছে।

"আমি আপনাদের সবাইকে দেখে খুব খুশী হয়েছি।" এই কথা বলে পল্লী যাজক ঘুরে দাঁড়ালেন। "এবার আমি সবার সাথে সবাইয়ের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এনি স্যার ফিলিপ স্টারকে, মিঃ এবং মিসেস বেরেসফোর্ড, মিঃ আইভর, মিসেস বেরেসফোর্ড।"

মিসেস বস্‌কোয়ান বললেন, " মিঃ বেরেসফোর্ডের সঙ্গে আমার আগেই সাক্ষাৎ

হয়েছে।" উনি টুপেন্সের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি কেমন আছেন? আপনাকে দেখে ভালো লাগছে। আমি শুনেছিলাম আপনার একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল।"

"আমি আগের মতই আবার ভালো হয়ে উঠেছি।"

পরিচয় পর্ব শেষে হলো। টুপেন্স আবার তার চেয়ারে বসে পড়লেন। ক্লান্তিতে তাঁর পিঠের শিরদাঁড়া আগের থেকে আরও বেশী ব্যথা করতে লাগল। অর্দ্ধেক চোখ বন্ধ করে শান্তভাবে বসে উনি ঘরে উপস্থিত প্রত্যেকটি লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। তারা কি আলোচনা করছিল তা উনি শুনছিলেন না। তিনি শুধু দেখছিলেন। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করছিলেন। যে নাটকের কয়েকটি চরিত্র, যে নাটকে অনিচ্ছুক ভাবে তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন — তারা সবাই এখানে জড়ো হয়েছেন। তারা হয়ত নাটকীয় দৃশ্য তৈরী করবেন। সে-সব দৃশ্যগুলো সব একসাথে এগিয়ে এসে একটা জটিল নিউক্লিয়াসে পরিণত হচ্ছে। আর ফিলিপ স্টারকে এবং মিসেস বসকোয়ান এখানে আসাতে মনে হচ্ছে যে, আরও দুটো অবিশ্বাস্য চরিত্র যেন হঠাৎই এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা এতক্ষণ বৃত্তের বাইরে ছিলেন কিন্তু এখন তারা ভেতরে এসেছেন। তারা হয়ত কোথাও এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আছেন। তারা আজ সন্ধ্যায়ই এখানে এসেছেন। কেন এসেছেন? কেউ কি তাদের এখানে ডেকে পাঠিয়েছেন? কে, সেই ব্যক্তি। আইভর স্মিথ ? উনি কি তাদের এখানে উপস্থিত থাকবার জন্য আদেশ করেছেন। নাকি কোমলভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন ? আমরা তাই কি আইভর স্মিথের কাছে অচেনা ব্যক্তি? যেমন টুপেন্সের কাছে তারা অপরিচিত। উনি নিজের মনে মনে ভাবতে লাগলেন। "এই ঘটনার সবগুলোর কেন্দ্র 'সানি রিজ' নয়। সেটা আগেও ছিল এবং এখনও আছে। সেই মূল কেন্দ্রটি হলো সাটন চ্যান্সেলর।' যাবতীয়, ঘটনা সব এখানেই ঘটেছিল, এটা সাম্প্রতিক কালের ঘটনা নয় অনেক আগেকার ঘটনা, মিসেস ল্যানকাস্টার এসব বিষয়ের কিছুই জানে না। কিন্তু কিছু না জেনেই উনি এই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। তাহলে মিসেস ল্যানকাস্টার এখন কোথায় আছেন ?

টুপেন্স-এর শরীরে একটা শীতল অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল। উনি একটু কেঁপে উঠলেন।

"আমি ভাবছি হয়ত, উনি মৃত।" টুপেন্স ভাবলেন।

টুপেন্স অনুভব করলেন 'তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে তো আমি নিজেই নিজের কাছে হেরে গেছি। মিসেস ল্যানকাস্টারের সম্বন্ধে চিন্তিত হয়েই তো আমি তার সন্ধানে বেরিয়েছিলাম। মিসেস ল্যানকাস্টারকে বিপদের ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাকে রক্ষা করতে হবে। এরকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েই তো আমি কোন কিছু চিন্তা না করেই তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলাম।'

"উনি যদি মারা গিয়ে না থাকেন তাহলে আবার আমি তাকে খুঁজতে যাব।"

টুপেন্স ভাবলেন।

"সাটন চ্যান্সেলর ওটা সেই জায়গা যেখানে কোন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিপজ্জনক কার্যকলাপ ঘটেছিল। ক্যানালের ধারের বাড়িটা এর একটা অংশ। হয়ত সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঐ বাড়িটা। সাটন চ্যান্সেলর নামক জায়গাটিও মূল কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। এটা এমনই একটা জায়গা যেখানে লোকেরা থাকত, হঠাৎ হঠাৎ আসত আবার হঠাৎ হঠাৎ চলে যেত, কেউ কেউ পালিয়ে যেত আবার অদৃশ্য হয়েও যেত। আবার কেউ কেউ অদৃশ্য হয়েও ফিরে এসেছিল। যেমন স্যার ফিলিপ স্টারকে।"

মাথা না ঘুরিয়ে টুপেন্সের চোখ সোজা চলে গেল স্যার ফিলিপ স্টারকের দিকে। মিসেস কপলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় উনি স্যার ফিলিপের সম্বন্ধে তাকে যা বলে ছিলেন, সেসব ছাড়া ঐ ভদ্রলোকের সম্বন্ধে তিনি আর কিছুই জানেন না। স্যার ফিলিপ স্টারকে একজন শান্ত মানুষ, একজন শিক্ষিত মানুষ, একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, একজন শিল্পপতি অথবা তার যে শিল্পের কারখানা সেখানে প্রচুর টাকা খাটত। তাঁর মানে উনি একজন ধনী ব্যক্তি এবং উনি শিশুদের খুব ভালোবাসতেন। এখানে টুপেন্স একটু থামলেন কারণ উনি দেখলেন তিনি আবার সেই শিশুর বিষয়েই ফিরে এলেন। সেই খালের ধারের বাড়িটা এবং চিমনীর ভেতর পাখি, এবং চিমনীর ভেতর থেকে ফেলে দেওয়া বাইরে পড়ে থাকা একটা পুতুল কোন অজানা ব্যক্তির দ্বারা সেটা মাটির একটু কোন ঘেঁষে ফেলে রাখা শিশুর পুতুলটির গায়ের চামড়ার ভেতরে একমুঠো হীরে —অপরাধের অগ্রগামিতা। স্পষ্টই মনে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা বিরাট অপরাধমূলক কাজকর্মের হেড কোয়ার্টার। কিন্তু এখানে ডাকাতির থেকে অনেক বেশী দুর্ভাগ্যজনক অপরাধ ঘটে গেছে। মিসেস কপলি বলেছিলেন যে, 'আমি সবসময় ভাবতাম স্যার ফিলিপ হয়ত এসব অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত।'

স্যার ফিলিপ স্টারকে। উনি কি একজন খুনী। তার এ অর্ধনিমিলিত নয়নে টুপেন্স তার মনে মনে গভীর ভাবে স্যার ফিলিপকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। উনি দেখতে চাইলেন নিজের মনে মনে একজন খুনীর সম্বন্ধে তার যে ধারনা সেটা স্যার ফিলিপের ক্ষেত্রে মিলে যায় কিনা। একজন শিশুর মৃত্যুর জন্য উনি দায়ী ছিলেন কিনা সেটা উনি খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে চাইলেন।

তার বয়স কত হবে? কম করে সত্তর তো হবেই হয়ত তার বেশীও হতে পারে অতিরিক্ত কঠোরতা-ব্যঞ্জক মুখ, নিশ্চিত ভাবেই কঠোর তার মুখের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে সেটা কোন অত্যাচারীরই মুখ। ঐ বড় বড় দুটো গাঢ় খয়েরী রঙের চোখ, শরীরও অতি শীর্ণ।

উনি আজ সন্ধ্যাবেলাতেই এখানে এসেছেন। কেন এসেছেন ? টুপেন্স অবাক হয়ে

চিন্তা করছিলেন। এবারে তার চোখের দৃষ্টি মিস ব্লাইয়ের দিকে নিবদ্ধ হলো। তিনি একটু অস্থিরভাবে তার চেয়ারে বসেছিলেন। মাঝে মাঝে তার কাছে বসে থাকা কোন ব্যক্তিকে কুশন নেবার জন্য সাধছিলেন। সিগারেটের এবং দেশলাইয়ের বাক্সগুলো মাঝে মাঝে একজায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরিয়ে রাখছিলেন। উনি অস্থির স্বভাবের মানুষ। তিনি যতবারই একটু স্থির হয়ে বসতে চাইছিলেন ততবারই তার চোখ স্যার ফিলিপ স্টারকের দিকে চলে যাচ্ছিল।

টুপেন্স ভাবলেন "কুকরদের" মতো প্রভু ভক্তি। "আমার মনে হয় কোন এক সময় মিস ব্লাই নিশ্চয় তাকে ভালোবাসতেন। যে ভাবে তিনি তাকে ভালোবাসতেন এখনও ঠিক সেইভাবেই ভালোবাসেন। তুমি যদি কাউকে কখনও ভালোবেসে থাক তাহলে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছ শুধুমাত্র এই কারণে তোমার সেই ভালোবাসার গতি রোধ করতে পারবেনা। ডেরেক এবং ডোবো'রা তাই মনে করে। তারা কল্পনাও করতে পারেনা যে এমন কেউ আছেন যে ভালোবেসেও নিজেকে যৌবন উত্তীর্ণ মনে করেননা। কিন্তু আমি মনে করি সে এখনও তাকে (স্যার ফিলিপ) ভালোবাসে। এতে হয়ত তার আর কিছুই পাওয়ার আশা নেই তবু সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। মিসেস কপলি অথবা সে যেন আমাকে বলেছিল যে মিস ব্লাই যখন যুবতী ছিলেন তখন তিনি স্যার ফিলিপের সেক্রেটারী ছিলেন। তাহলে মহিলা কি এখনও এখানে স্যার ফিলিপের কাজকর্ম দেখশোনা করেন।"

টুপেন্স আবার ভাবলেন, "এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। সেক্রেটারীরা প্রায়ই তাদের বসদের প্রেমে পড়ে থাকে। ঠিক সেইভাবেই মিস ব্লাই স্যার ফিলিপ স্টারকের প্রেমে পরেছিলেন। এটা কি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। মিস ব্লাই কি জানতেন অথবা সন্দেহ করতেন যে স্যার ফিলিপের শান্ত প্রসন্ন মুখ ও দৃঢ়তাব্যঞ্জকশক্তির অন্তরালে একটা ভয়ঙ্কর উন্মত্ত-প্রায় মানুষ লুকিয়ে আছে। যিনি শিশুদের খুব ভালোবাসেন।"

"মিসেস কপলি আমাকে বলেছিলেন যে উনি শিশুদের অত্যন্ত বেশী ভালোবাসেন।"

এরকম ভাবেই হয়ত সব ঘটনাগুলো ঘটেছিল। তার মুখটা দেখে যে অত্যাচারীর মতো মনে হচ্ছে হয়ত এটাও একটা কারণ।

টুপেন্স ভাবছিলেন একজন প্যাথোলজিস্ট অথবা মনোবিজ্ঞানী হতে না পারলে পাগল খুনীদের প্রকৃতি সম্বন্ধে কেউই কিছু জানতে পারবেন না। কেন তারা শিশুদের খুন করতে চায় ? কি থেকে তারা এরকম প্রকৃতির শিকার হয়। পরে কি তারা এসব কাজের জন্য অনুশোচনা বোধ করে। তারা কি নিজেরাই নিজেদের ঘৃণা করে ? তারা কি প্রচণ্ডভাবে অসুখী না কি তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে?

ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি লক্ষ করলেন যে স্যার ফিলিপের একদৃষ্টে তাকানো দৃষ্টিও টুপেন্সের মুখের ওপর পড়েছে। আর চোখ টুপেন্সের চোখে মিলিত হলো এবং মনে হল কিছু যেন চোখের মাধ্যমে শর্ত পাঠালেন। ওর চোখগুলি যেন বলছিল, "হ্যাঁ, তুমি

আমার সম্বন্ধে ভাবছ। তুমি যা ভাবছ তা সত্য। আমি একজন ভূতুড়ে রহস্যময় মানুষ।"

হ্যাঁ, আর চোখ দুটো যথার্থই তার পরিচয় দিয়েছে সে একজন রহস্যময় মানুষ।

টুপেন্স তার চোখ অন্যত্র ফিরিয়ে নিলেন। এবারে তার চোখ পড়ল পুরোহিত মহাশয়ের দিকে। একে উনি পছন্দ করেন। এই ভদ্রলোকটি একজন আপনজনের মতোই তার প্রিয়। উনি কি কিছু জানেন? হয়ত জানেন। হয়ত উনি এমন কিছু দুষ্ট চক্রের মধ্যে বাস করছেন যেটার সম্বন্ধে উনি কখনই কিছু সন্দেহই করেন নি। তাকে ঘিরেই ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটে চলেছে। অথচ হয়ত তিনি সে বিষয়ে কিছুই অবহিত নন। কারণ তার মধ্যে এমন একটা পবিত্র নিষ্পাপ ভাব রয়েছে যেন উনি সমস্ত কোলাহল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান।

মিসেস বসকোয়ান কিছু জানেন কিনা এবিষয়ে জানা খুব কঠিন কাজ। একজন মধ্যবয়স্যা মহিলা প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী কিন্তু কখনই বেশী কিছু প্রকাশ করেননা। টুপেন্স তার দিকে তাকাতেই উনি এমন ভাবে তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন যেন টুপেন্স তাকে ডেকেছেন। মিসেস বসকোয়ান হঠাৎ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

উনি বললেন "আমি ওপরে হাত মুখ ধুতে গেলে আপনারা কিছু মনে করবেন কি ?"

মিস ব্লাই লাফিয়ে তার চেয়ার ছেড়ে উঠে তার কাছে গিয়ে বললেন, "আপনি মুখ ধুতে যাবেন বৈকি ! আমি আপনাকে ওপরে নিয়ে যাচ্ছি। চলুন। পুরোহিতমশাই আমি যাব কী ?"

মিসেস বসকোয়ান বললেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি ওপরে যাবার রাস্তা চিনি মিসেস বেরেসফোর্ড ?"

টুপেন্স ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন।

মিসেস বসকোয়ান বললেন "কোথায় কি আছে আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব, আসুন আমার সঙ্গে।"

টুপেন্স একটি বাধ্য শিশুর মতো উঠে দাঁড়ালেন। তিনি নিজের থেকে যেতে চাননি কিন্তু তিনি জানতেন যে তাকে ডাকা হয়েছে। এবং যখন মিসেস বসকোয়ান ডাকবেন তখন তোমাকে তা মানতেই হবে।

তারপর মিসেস বসকোয়ান দরজা দিয়ে হলের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং টুপেন্স তাকে অনুসরণ করলেন। মিসেস বসকোয়ান সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলেন এবং টুপেন্স তার পিছন পিছন আসতে লাগলেন।

মিসেস বসকোয়ান বললেন, "সিঁড়ির একেবারে ওপরে একটা খালি ঘর আছে। এটা সর্বদাই লোকদের জন্য প্রস্তুত থাকে। এই ঘরের বাইরেই বাথরুম।"

তিনি সিঁড়ির একেবারে ওপরের দরজাটা খুলে ফেললেন। ভেতরে গিয়ে সুইচ টিপে

আলো জ্বালালেন এবং টুপেন্স তাকে অনুসরণ করে ভেতরে গেলেন।

মিসেস বসকোয়ান বললেন, 'আপনাকে এখানে দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি। আপনারও খুশী হওয়াই উচিত কেননা আমি আপনার সম্বন্ধে চিন্তা করছিলাম। আপনার স্বামী কি কিছু বলেছেন?'

টুপেন্স বললেন, "আমি শুধু শুনেছি ওনাকে আপনি কিছু বলেছেন।"

মিসেস বসকোয়ান দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। দরজাটা এমনভাবে বন্ধ করে দিলেন যেন তিনি টুপেন্সের সাথে কোন গোপন বিষয়ে পরামর্শ করতে চান। "হ্যাঁ আমি খুব চিন্তিত ছিলাম। আপনি কি বুঝতে পেরেছেন যে সাটন চ্যান্সেলর একটি বিপজ্জনক জায়গা ?"

টুপেন্স বললেন, "এটা আমার পক্ষে বিপজ্জনক।"

"হ্যাঁ আমি জানি। দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি বেঁচে গেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় আমি কিছু একটা বুঝতে পেরেছি।"

টুপেন্স বললেন, "আপনি কিছুটা জানেন না। পুরো ব্যাপরাটার মাত্র কিছুটা অংশই আপনি জানেন তাইনা।"

তিনি বললেন, "কোন কোন ভাবে আমি কিছু জানি আবার কোন কোন ভাবে আমি কিছুই জানিনা। আপনি তো জানেনই প্রত্যেক মানুষেরই অনুভূতি উপলব্ধি এবং একটা সহজাত সূক্ষ্ম-বোধ থাকে যেটা তাকে কোন আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সচেতন বা সতর্ক করে দেয়। এখানে একটা বিপজ্জনক এবং বড় ধরনের অপরাধীর দল তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে তবে কি আমাদের এই বিষয়ে কিছুই করার নেই—," তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন।

"আমি মনে করি এটা এমনই একটা জিনিস যেটা সর্বদাই এখানে ঘটেই চলেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটে যাবে। কিন্তু এইসব কাজকর্মগুলো এমন সুন্দরভাবে চালিত করা হয় যাতে কেউ কোন সন্দেহ করতে না পারে। বরং সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম বলেই মনে হয়। একদিক থেকে মনে হচ্ছে এখানে বিপজ্জনক কিছু নেই আবার অন্যদিকে দেখতে গেলে যে এই স্থানেই বিপদ রয়েছে। এখানে থাকতে গেলে জানতে হবে কিভাবে নিজেকে সতর্ক রাখতে হয়। আপনি অবশ্যই সতর্ক থাকবেন মিসেস বেরেসফোর্ড। আপনি এই বিপজ্জনক কাজের মধ্যে আপনার অনুসন্ধানের কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এটা মোটেই নিরাপদ হবে না। বিশেষ করে এখানে।"

টুপেন্স ধীরে ধীরে বলেন, "আমার বৃদ্ধা আন্ট, বরং আপনি বলতে পারেন টমির বৃদ্ধা আন্ট;তাকে কে যেন বলেছিলেন যে নার্সিংহোমে উনি মারা গেছেন সেখানে একজন হত্যাকারী আছেন।"

মিসেস বসকোয়ান মাথা নাড়লেন।

টুপেন্স বললেন, "ওই নার্সিংহোমে দুটো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে যে মৃত্যুদুটো মোটেই সন্দেহমুক্ত নয়।"

"এ থেকেই কি আপনি অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেছেন ?"

"না, এর আগে থেকেই শুরু করেছিলাম।"

মিসেস বসকোয়ান বললেন, "যদি আপনার সময় থাকে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি — যত তাড়াতাড়ি আপনি পারেন আমায় বলবেন কি ওই নার্সিংহোমে বৃদ্ধা মহিলাদের কি ঘটেছিলো ? খুব তাড়াতাড়ি বলবেন কেননা আমাদের কেউ আবার বাধা দিতে পারে।"

টুপেন্স বললেন "হ্যাঁ আমি খুব তাড়াতাড়ি বলতে পারি।"

টুপেন্স বলতে শুরু করলেন..........।

মিসেস বসকোয়ান বললেন "আচ্ছা তার মানে আপনি জানেন না যে মিসেস ল্যানকাস্টার নামক ওই বৃদ্ধা মহিলা এখন কোথায় আছে ?"

"না আমি জানিনা।"

"আপনার কি মনে হয় উনি মৃত।"

"তা হতে পারে।"

"কারন উনি কিছু জেনে গেছিলেন বলে ?"

"হ্যাঁ খুনের ঘটনার ব্যাপারে সে কোন শিশুর ব্যাপারে যাকে সম্ভবত খুন করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে তিনি হয়তো কিছু জেনে গেছিলেন।"

মিসেস বসকোয়ান বললেন, "আপনি ভুল পথে এগিয়েছেন আমার মনে হয় আপনার বৃদ্ধা মহিলাটি অন্য কোন শিশু মৃত্যুর ঘটনা খুনের সাথে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। প্রায়ই এরকম বৃদ্ধ বৃদ্ধারা করে থাকেন। কিন্তু একজন শিশু হত্যাকারী এখানে আছে। তাই নয় কি ? আমি যে মহিলার বাড়িতে বাস করেছিলাম উনিও আমাকে এ কথাই বলেছিলেন।"

"এই গ্রামের এই অংশটাতে কয়েকটি শিশু হত্যা হয়েছিলো। কিন্তু সে অনেকদিন আগের ঘটনা। পুরোহিতও তা জানতেন না। কিন্তু মিস ব্লাই এখানে ছিলেন। সেইসময় উনি খুব সুন্দরী ও তরুণী ছিলেন," বসকোয়ান বললেন।

"আমিও তাই মনে করি।" টুপেন্স বললেন "স্যার ফিলিপের সঙ্গে কি সর্বদাই তার ভালোবাসা ছিলো ?"

"আপনি সেটা লক্ষ্য করেছেন তাই না, আমিও তাই মনে করি সে ফিলিপের কাছে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। আমি আর উইলিয়াম যখন প্রথম এখানে এসেছিলাম তখন থেকেই এটা লক্ষ্য করেছি।"

"আপনি এখানে এসেছেন কেন, আপনি কি কখনো ক্যানাল হাউসে থেকে ছিলেন ?"

"না আমরা কখনও সেখানে থাকিনি। উইলিয়াম বসকোয়ান এ বাড়ির ছবি আঁকতে ভালোবাসতো। সে কয়েকবার এ বাড়িটার ছবি এঁকেছিলো; আপনার স্বামী যে ছবিটা

আমাকে দেখিয়েছিলেন সেটার কি হল ?"

টুপেন্স বললেন "উনি আবার সেটা বাড়ি নিয়ে গেছেন। আপনি নৌকা সম্বন্ধে তাকে যা বলেছিলেন উনি আমাকে সেটা বলেছিলেন — আপনার স্বামী ঐ নৌকার ছবিটা আঁকেননি — ঐ নৌকাটার নাম ছিলো ওয়াটার লিলি —।"

"হ্যাঁ ওই ছবিটা আমার স্বামী আঁকেননি, আমি যখন ছবিটা শেষ দেখেছিলাম তখন তার মধ্যে নৌকা ছিলো না। ওটা বোধহয় অন্য কেউ এঁকে থাকবে।"

"নৌকাটার নাম ওয়াটার লিলি দেওয়া হয়েছিলো। একজন মানুষ যার কোন অস্তিত্বই ছিলোনা সেই মেজর ওয়াটার নামক ব্যক্তিটি —একটি শিশুর কবরের সম্বন্ধে চিঠি লিখেছিলেন — শিশুটির নাম ছিলো লিলিয়ান — কিন্তু ওই কবরে কোন শিশুর দেহ ছিলোনা, শুধু একটা শিশুর কফিন ছিলো এবং সেই কফিনের ভেতর ডাকাতি করা প্রচুর ধনসম্পত্তি ছিলো। ওই ছবির মধ্যে নৌকাটা সংযোজন করার অর্থ হচ্ছে বিশেষ কোন বার্তা পাঠানো — এমনই এক বার্তা যাতে বলা হয়েছে লুটের সম্পত্তি লুকিয়ে রাখা হয়েছে এবং কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এসব কিছু ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে সবকিছুই অপরাধামূলক কাজের সাথে জড়িত . . . .।"

"আপনার কথা শুনে আমার এরকমই বলা উচিত — কিন্তু এখনও তো এব্যাপারে কেউই নিশ্চিত নয় —।"

মিসেস বসকোয়ান খুব দ্রুত থেমে গেলেন। উনি ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, "কেউ আমাদের খুঁজতে আসছে।" তাড়াতাড়ি করে বাথরুমে ঢুকলেন তিনি—

"কে ?"

"নেলী ব্লাই বাথরুমে ঢুকেছেন — দরজায় খিল দিয়ে দিলেন।"

টুপেন্স বাথরুমে যেতে যেতে বললেন, "অত চিন্তার কোন কারণ নেই। সে খুব ব্যস্তবাগীশ।"

"আপনি যা বললেন তার থেকেও বেশী কিছু আছে তার স্বভাবে।"

মিস ব্লাই সাহায্যকারীর ভঙ্গিতে খুব তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ভেতের ঢুকে পড়লেন।

মিস ব্লাই বললেন, "আপনারা যা খুঁজছিলেন তা পেয়েছেন তো ? এখানে নতুন তোয়ালে আর সাবান আছে ? মিসেস কপলি ঐ পুরোহিত মশাইয়েরই দেখাশোনা করার জন্য এসেছেন। কিন্তু আমাকে তো দেখতে হবে তিনি সবকিছু ঠিকঠাক করতে পারছেন কিনা।"

মিসেস বসকোয়ান ও মিস ব্লাই একসাথে নীচে নেমে গেলেন। ওরা যেইমুহূর্তে বসার ঘরে ঢুকেছে ঠিক তখনই টুপেন্সও তাদের সঙ্গে যোগদান করলো। তিনি ঘরে ঢোকা মাত্র স্যার ফিলিপ উঠে দাঁড়ালেন এবং চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে তাঁর পাশে বসে পড়লেন।

"মিসেস বেরেসফোর্ড আপনি কি এই চেয়ারটা পছন্দ করেন ?"

"আপনাকে ধন্যবাদ। এটা সত্যিই আমার পক্ষে আরামদায়ক।" টুপেন্স বললেন।

স্যার ফিলিপ বললেন, "আমি আপনার দুর্ঘটনার কথা জেনে খুব দুঃখিত হয়েছিলাম। এখন এখানে প্রায়ই নানারকম দুর্ঘটনা ঘটছে।" মিঃ স্টারকের গলাটা কেমন ভূতুড়ে শোনালো যেন দূর থেকে তার গলাটা ভেসে আসছে।

স্যার ফিলিপের চোখদুটো টুপেন্সের মুখের উপর কি যেন খুঁজতে লাগলো। টুপেন্স ওই ছবিটা দেখে মনে মনে অনুভব করলেন, "আমি ঠিক তার সম্পর্কে কতটা জেনেছি তা, উনি জরিপ করে নিচ্ছেন।"

টুপেন্স টমিকে সর্তক করবার জন্য চোরা-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন কিন্তু টমি তখন বসকোয়ানের সাথে কথা বলতে ব্যস্ত ছিলেন।

"এই সাটন চ্যান্সেলরে আপনি কি জন্য এসেছেন মিসেস বেরেসফোর্ড ?"

টুপেন্স বললেন, "ওই গ্রামে আমরা একটা বাড়ির খোঁজ করছি, বাড়িটা ঠিক কোথায় আমি জানিনা, আমার স্বামী কংগ্রেস বা অন্য কোন সম্মেলনে যোগ দিতে গেছিলেন, আমি ভাবলাম সেই সুযোগে একটা ট্যুর সেরে নেওয়া যাক — এই আর কি ! আমি শুধু দেখতে চাইছিলাম বাড়িটা কেমন ও কত দামে বিক্রী হবে।"

"আমি শুনেছি আপনি ওই খালের ধারের বাড়িটার ভেতরে ঢুকেছেন বাড়িটা দেখেছেন।"

"হ্যাঁ, আমি দেখেছিলাম। কারণ যে ট্রেন থেকে বাড়িটা আমি একবার দেখেছিলাম। বাইরে থেকে বাড়িটা খুব সুন্দর দেখায়।"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। তবে আমার মনে হয় বাড়ির বাইরেটাও অনেকখানি সংস্কার করা প্রয়োজন। বিশেষ করে ছাদ এবং অন্যান্য কিছু অংশ ভাঙাচোরা। দেখতে গেলে বাড়িটা অত আকর্ষণীয় নয় তাই না ?"

"না বাড়িটা যে পদ্ধতিতে পার্টিসান করা হয়েছে সেটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য লেগেছে।"

"হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। তবে কিছু কিছু লোক আছে যাদের ধারণা আলাদা ধরনের তাই নয় কি ?" স্যার ফিলিপ বললেন।

টুপেন্স এই কথার কোন জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি তো কখনও ওই বাড়িতে থাকেননি। থেকেছেন কি ?"

"না .... না কখনোই না। অনেক বছর আগে আমার বাড়ি পুড়ে গেছিলো। তখনও ঐ-বাড়ির একটা অংশ ঠিক ছিলো, আমি আশা করছি আপনি বোধহয় ঐ অংশটা দেখেছেন। এটা ওই পল্লীগ্রামের ভেতর দিকে পাহাড়টার একটু ওপরে। এই অংশটাকে ওইখানে পাহাড়ী অঞ্চল বলা হয়। আমার বাবা ১৮৯০ সালে ওই বাড়িটা করেছিলেন। বাড়িটা এত বিশাল, অট্টালিকা বা প্রাসাদের মতো গথিক শিল্পের অনুকরণে নির্মিত ওই

বাড়িটা গর্ব করার মতো। এখনকার স্থপতিবিদরা ঐ ধরনের বাড়ি দেখে খুব প্রশংসা করেন। এটা যে চল্লিশ বছরের পুরানো তা জেনে তারা রোমাঞ্চ অনুভব করেন। গ্রামের লোকেদের কাছে বাবার এই বাড়িটা বিশেষ ভদ্রলোকের বাড়ি বলে পরিচিত। এখানে বিলিয়ার্ড রুম, সকালবেলার ঘর, মহিলাদের বৈঠকখানা, বিরাট খাবার ঘর, একটা বল নাচের ঘর, প্রায় ১৪টা শয়নকক্ষ এবং এরকম আরও অনেক কিছু ছিলো। এই বাড়িটা দেখাশোনা করতে ১৪ জন চাকর নিযুক্ত ছিলো।'

"আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি নিজে এটা কখনো পছন্দ করতেন না।"

"আমি কখনোই করিনি। বরং আমি আমার বাবাকে হতাশ করেছিলাম। তিনি একজন অত্যন্ত সফল শিল্পপতি ছিলেন। উনি ভেবেছিলেন আমি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবো। কিন্তু আমি তা করিনি। তিনি আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছিলেন। ভাতা হিসাবে তিনি আমাকে প্রচুর টাকা দিতেন এবং উনি আমাকে নিজের পথে চলবার অনুমতি দিয়েছিলেন।"

"আমি শুনেছিলাম আপনি একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ছিলেন।"

"হ্যাঁ, এটা ছিলো আমার আনন্দের একটা প্রধান উপকরণ। বুনো ফুলের সৌন্দর্য দেখার জন্য আমি বলকান অঞ্চলে চলে যেতাম। আপনি কি কখনো বুনো ফুলের শোভা দেখতে বলকান গেছিলেন ? এটা একটা প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করার চমৎকার জায়গা।"

'আপনার কথা শুনে খুব আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। তারপর আপনি ফিরে এসে এখানে থাকতে শুরু করলেন ?"

"আমি অনেক অনেক দিনের জন্য এখানে আর বাস করিনি। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে আর আমি এখানে ফিরে আসিনি।"

টুপেন্স একটু অপ্রস্তুতভাবে বললেন, "আমি দুঃখিত !"

"এখন এই ঘটনার পর অনেকদিন চলে গেছে। আমার স্ত্রী ১৯৩৮ সালে যুদ্ধের আগে মারা গিয়েছিলেন। তিনি অতীব সুন্দরী ছিলেন।"

"আপনার এখানকার বাড়িতে কি এখনও তার কোন ছবি আছে ?"

"ও .... না .... না। সে বাড়ি তো খালি। সমস্ত আসবাবপত্র ছবি এবং যা কিছু ছিলো সবকিছু অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রাচীনত্বের নিদর্শন হিসাবে। এখন এখানে শুধু একটা শোবার ঘর, একটা অফিসঘর ও একটা বসার ঘর আছে। এখানে এজেন্টরা এসে বসেন। আমাদের এস্টেটের কোন ব্যবসা সংক্রান্ত কোন কাজকর্ম দেখার প্রয়োজনে আমি মাঝে মাঝে এখানে আসি ও এখানেই উঠি থাকার জন্য।"

"এটা কি কখনো বিক্রী করবেন না ?"

"না, এই স্থানটির উন্নয়নের ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। আমি ঠিক জানিনা, আমার

এ ব্যাপারে তেমন আগ্রহও নেই। আমার বাবা চেয়েছিলেন যে তিনি এখানে একটা জনবসতিপূর্ণ এলাকা গড়ে তুলবেন। তার কাজ সফল করার জন্য আমি তাকে সাহায্য করবো এবং আমার কাজে সহযোগীতা করবে আমার ছেলেমেয়েরা। এইভাবেই বংশপরম্পরায় কাজটা চলতেই থাকবে।" তিনি একমিনিটের জন্য থেমে আবার বলতে লাগলেন, "কিন্তু জুলিয়া এবং আমার কোন সন্তান ছিলোনা।"

টুপেন্স কোমল কণ্ঠে বললেন, "ও আচ্ছা।"

"সুতরাং এখানে আসার আর কোন কারণই ছিলোনা। সত্যি কথা বলতে কি আমি কখনোই এখানে আসতে চাইনি। এখানে যা কিছু করার প্রয়োজন তা আমার হয়ে নেলী ব্লাই করে থাকেন।" তিনি মিস ব্লাইয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।

উনি হচ্ছেন সবথেকে যোগ্য সেক্রেটারী এবং বেশ চমৎকার মানুষ। উনি এখনও আমার ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করেন।"

টুপেন্স বললেন, "আপনি আর এখানে কখনো ফিরে আসবেন না তবু আপনি আপনার এস্টেট বা সম্পত্তি বিক্রী করতে চান না ?"

"কেন চাইনা তার পেছনে একটা ভালো কারণ আছে।" ফিলিপ স্টারকে বললেন।

তার শীর্ণ মুখে একটা অস্পষ্ট মৃদু হাসির রেখা খেলে গেল। হয়তো আমার বাবার ব্যবসা-সংক্রান্ত মনোভাবটা আমার মধ্যেও উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে। এই জমিটা এখন উন্নয়ন হচ্ছে সুতরাং এই জমি ও সম্পত্তির আর্থিক মূল্য খুবই বেশী। টাকা যতটা না কাজে লাগবে, তার থেকে অনেক ভালো হবে জমিটাকে উন্নয়নের কাজে লাগালেই , কোনদিন হয়তো এই জমির ওপর একটা আবাসিক শহর গড়ে উঠবে !"

"তাহলে তখন আপনি খুব ধনী হবেন।"

স্যার ফিলিপ বললেন, "বর্তমানে আমি যত ধনী তখন তার চেয়ে বেশী ধনী হবো এবং জেনে রাখুন আমি এখন যথেষ্ট ধনী।"

"আপনার বেশীরভাগ সময় আপনি কি ভাবে কাটান ?"

"আমি ভ্রমণ করি । লন্ডন আমার কাছে আকর্ষণীয় জায়গা। সেখানে আমার একটা ছবির গ্যালারী আছে। আমি ওখানে একজন আর্ট ডিলারের কাজ করি। এতেই আমার অনেকটা সময় চলে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই মুহূর্তটা আসবে এবং একটা হাত আমার কাঁধের কাছে এসে বলবে, চলো তোমার সময় হয়েছে !!"

টুপেন্স বললেন, "এরকম করে বলবেন না। আপনার কথা শুনে আমার শরীরে একটা কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে !"

"আপনার তো এরকম ভয় পাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই , আমার মনে হয় আপনি এখনও অনেকদিন বেঁচে থাকবেন মিসেস বেরেসফোর্ড এবং খুব সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করবেন।"

টুপেন্স বললেন "ধন্যবাদ। বর্তমানে সত্যিই আমি খুব সুখী তবে বয়স হলে মানুষ যেমন ব্যথা বেদনা রোগে কষ্ট পায় আমাকেও তো সেগুলি ভোগ করতে হবে। কানে কম শোনা, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, বাত এবং অন্যান্য রোগে ধরবে।"

"আপনি এখন যতটা ভাবছেন, পরে আর ঐ-বিষয়ে সেরকম চিন্তা করবেন না। আপনি যদি আমায় অনুমিত দেন তাহলে আমি বলতে পারি আপনি ও আপনার স্বামীকে দেখে মনে হয় আপনারা দুজন খুব শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করছেন।"

টুপেন্স বললেন, "হ্যাঁ, সত্যিই আমরা খুব সুখী। বিবাহিত জীবনের মতো এমন আনন্দ আর অন্য কিছুতে নেই তাই না ?"

এক মুহূর্ত পরে টুপেন্সের মনে হলো সে এই কথাটা না বললেই পারতো। তখন তার পাশে বসা স্যার ফিলিপের দিকে চোখ পড়লো সে অনেক অনেক দিন ধরে দুঃখের জীবন যাপন করছে এবং সে তার প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে এখনও বিষাদাচ্ছন্ন তাকে এই কথাগুলি বলে ফেলাতে তার নিজের ওপরই রাগ হতে লাগলো।

ষোড়শ অধ্যায় ❑ পরের দিন সকাল

পার্টির পরের দিন সকালবেলা।

আইভর স্মিথ এবং টমি তাদের আলোচনা থামিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর তারা টুপেন্সের দিকে তাকালেন। টুপেন্স দূরে একটা গর্তের দিকে তাকিয়েছিলেন। তার চোখের দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ ছিলো।

টমি বললেন, "আমরা কোথা থেকে শুরু করবো ?" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুপেন্স তার সুদূরপ্রসারী চিন্তা থেকে সরে এসে দুজনের দিকে তাকালেন।

তিনি বললেন, "এখনও আমার কাছে সব কিছুই জট পাকানো রয়েছে। গতরাতের পার্টিটা কি জন্য ডাকা হয়েছিলো? এ সবের মানে কি?" উনি আইভর স্মিথের দিকে তাকালেন। "আমার মনে হয় তোমরা দুজনেই এর কারণ জানো। তুমি জানো আমরা এখন কোথায় আছি ?"

"আমি বেশী দূরে যাইনি। তবে আমরা ঠিক যেখানে ছিলাম সেখানেও দাঁড়িয়ে নেই। তাইনা ?"

"ঠিকই বলেছো।" দুজন মানুষই টুপেন্সের দিকে গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালো।

টুপেন্স বললেম, "ঠিক আছে। আমি একজন একগুঁয়ে প্রকৃতির মহিলা। আমি মিসেস ল্যানকাস্টারকে খুঁজে বের করতে চাই। আমি নিশ্চিত হতে চাই যে তিনি ভালো আছেন।"

টমি বললেন, "তুমি আগে মিসেস জনসনকে খুঁজে বার করো। মিসেস জনসনকে না পেলে তুমি ল্যানকাস্টারকেও খুঁজে পাবেনা।"

টুপেন্স বললেন, "মিসেস জনসন ? হ্যাঁ, ঠিক বলেছো।" তারপর উনি আইভর

পিয়েের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "আমার মনে হয়না আমার অনুসন্ধানের এই অংশটাতে আপনার আগ্রহ আছে।"

" না — না মিসেস টমি। এ ব্যাপারে আমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে।"

"মিঃ একলেস সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?"

আইভর মৃদু হেসে বললেন, "মিঃ একলেসই সংগোপনে এইসব ঘটনা ঘটিয়ে চলেছেন এটাই আমার ধারনা। এখনও আমি তাকে কব্জা করতে পারিনি। উনি এমনই একজন মানুষ যিনি তার সমস্ত কৌশলগুলো অবিশ্বাস্য দক্ষতায় লুকিয়ে রাখতে পারেন এবং এমনভাবে ওগুলো লুকিয়ে রাখেন যাতে কেউ কল্পনাও করতে পারেনা যে সত্যি সত্যি ওখানে কোন চক্রান্ত লুকিয়ে আছে।" আইভর বেশ চিন্তিতভাবেই বললেন, "উনি একজন সুকৌশলী পরিচালক এবং একজন সুদক্ষ পরিকল্পনাকারী।"

টুপেন্স একটু ইতস্ততঃ করে বলতে শুরু করলেন, "গত রাতের ব্যাপারে আমি কি কোন প্রশ্ন করতে পারি?"

টমি বললেন, "তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারো তবে এখানে উপস্থিত বৃদ্ধ আইভরের কাছে কোন সন্তোষজনক উত্তর আশা কোরনা।"

টুপেন্স বললেন, "স্যার ফিলিপ স্টারকে কোথা থেকে আমাদের মধ্যে এসে পড়লেন? তাকে দেখে তো অপরাধীদের মতো মনে হচ্ছেনা বরং তিনি হচ্ছেন সেই ধরনের যে," টুপেন্স থেমে গেলেন। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো মিসেস কপলির বলা শিশু হত্যাকারীদের ঘটনার কথা।

আইভর স্মিথ বললেন, "স্যার ফিলিপ স্টারকে অত্যন্ত মূল্যবান সংবাদদাতা হিসাবে এখানে এসেছেন। এই গ্রামের এই অংশের সবথেকে বেশী জমির মালিক হচ্ছেন উনি। এই ইংলন্ডের আরও অনেক অংশে তার জমি আছে।"

"কাম্বারল্যান্ডেও কি তার জমি আছে ?"

আইভর স্মিথ টুপেন্সের দিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "কাম্বারল্যান্ড? আপনি হঠাৎ কাম্বারল্যান্ডের কথা উল্লেখ করলেন কেন ? কাম্বারল্যান্ডে সম্বন্ধে আপনি কি জানেন মিসেস টমি।"

টুপেন্স বললেন, "কিছুই জানিনা। নামটা হঠাৎ আমার মাথায় এলো বলেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম।" তিনি ভুরু কোঁচকালেন। তাকে হতভম্বের মতো দেখাচ্ছিল। "সাদা এবং লাল চেক চেক গোলাপ ফুল ঐ বাড়িটার সামনে ছিলো, ঐ পুরোনো ফ্যাসানের গোলাপফুল।"

টুপেন্স মাথা নাড়লেন, "ক্যানাল হাউসটা কি ফিলিপ স্টারকের মালিকানাভুক্ত ?"

"এখানকার জমিগুলোই তার মালিকানাভুক্ত। এখানকার অধিকাংশ জমির মালিকই তিনি।"

"হ্যাঁ, উনি গত রাতে এ-কথাই বলেছিলেন।"

"তার মাধ্যমে আমরা বীজ সংক্রান্ত এবং ডাকাতদের বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছি।"

টুপেন্স বললেন, "মার্কেট স্কোয়ারে আমি যে সব দালালের কাছে গেছিলাম তারা কি সবাই প্রতারক ? না কি এটা আমারই কল্পনামাত্র ?"

"আপনি এখন অতো কল্পনা করবেন না। আমরা আজই সকালে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। আমরা তাদেরকে কতগুলো অস্বস্তিজনক প্রশ্ন করবো।"

টুপেন্স বললেন, "ভালো কথা।"

"আমরা যথাসময়ে ভালোভাবেই কাজ করছি। ১৯৬৫ সালে পোস্ট অফিসে যে বড় ডাকাতি হয়েছিলো সেই কেসের জট খুলে আমরা ধরে ফেলেছি এবং আলবেরী ক্রস ডাকাতি ও আইরিশ মেল ট্রেন সংক্রান্ত ডাকাতির ব্যাপারটাও আমরা সমাধান করেছি। আমরা কয়েকজন ডাকাতকে খুঁজে পেয়েছি। এইসব বাড়িতে তারা খুব চতুরতার সাথে তাদের পরিকল্পনা ও কার্য বাস্তবায়িত করতো। ওপরে ওপরে তারা অন্য কাজ করতো যেমন কোথাও নতুন বাথরুম বা স্নানঘর তৈরী করা, চাকুরীজীবিদের জন্যে অফিস ফ্ল্যাট তৈরী করা। তাদের মধ্যে একজোড়া ছোট ঘর থাকতো সেখানে বসে তারা তাদের কাজের পরিকল্পানা করতো। হ্যাঁ। আমরা প্রচুর তথ্য খুঁজে পেয়েছি।"

টুপেন্স বললেন, "মিঃ একলেস বাদে আর যারা এইসব অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের সম্পর্কে আপনি কিছু জানতে পেরেছেন কি ?"

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই। দুজন লোক ছিল তার মধ্যে একজন নাইট ক্লাবে পালিয়ে গেছিলো। লোকে তাদেরকে হ্যাপী হ্যানিস বলে ডাকতো। সে বানমাছের মতোই পেছল, এত চতুর যে পুলিশ পর্যন্ত তার নাগাল পায়না।'

'আরেকজন মহিলা ছিলেন তার নাম ছিলো কিলার কেট। কিন্তু এসব তো অনেক আগেকার কথা। এরা আমাদের অত্যন্ত পরিচিত অপরাধী ছিলো যারা আমাদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিলো। দলে একটি সুন্দরী মেয়ে ছিলো। কিন্তু তার মানসিক ভারসাম্যের সুস্থতা সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ ছিলো। পাছে সে তাদের বিপদের কারণ হয়, এই ভেবে তারা মেয়েটিকে সরিয়ে দিয়েছিলো। তাদের যাবতীয় অপরাধ ছিলো ডাকাতি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে। কোন খুনের ঘটনায় নয়।"

"ক্যানাল হাউসটা কি তাদের লুকোবার একটা ঘাঁটি ছিলো ?"

"হ্যাঁ"। ঘাঁটি ছিলো। সেইসময় ওই বাড়িটার নাম ছিলো লেডি মিড। বিভিন্ন সময় বাড়িটাকে বিভিন্ন নামে ডাকা হতো।"

টুপেন্স বললেন, " আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে আরও জটিল করার জন্যেই সময়ে সময়ে ওটার নাম বদলানো হত। আমার মনে হয় ওই বাড়িটার সঙ্গে বিশেষ কিছু ঘটনা জড়িত আছে।"

"কি ঘটনা জড়িত আছে?" টুপেন্স বললেন, "হয়তো সত্যি নেই। হয়তো পুরোটাই

আমার মনের কল্পনামাত্র। আপনি যদি জানতেন যে আমি কি বলতে বা বোঝাতে চাইছি আমি নিজেও ঠিক জানিনা। এটাই হচ্ছে আমার অসুবিধা এর মধ্যে একটা ছবির ব্যাপারও আছে। বকসোয়ান ওই বাড়ির ছবি এঁকেছিলেন এবং তারপর কেউ একজন এই ছবির উপর একটা নৌকা এঁকে দিয়েছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলো —।"

" টাইগার লিলি।"

টুপেন্স বললেন, "না। ওয়াটার লিলি। বসকোয়ানের স্ত্রী বলেছেন তার স্বামী ওই ছবিটা আঁকেননি।"

"উনি কি ঠিক জানেন ?"

"আমি আশা করি উনি জানেন। যদি আপনি একজন চিত্রকরকে বিয়ে করেন এবং আপনি নিজেও একজন শিল্পী হন, তাহলে আপনিও জানবেন ওই ছবিটা ছিলো একটু আলাদা স্টাইলে আঁকা ছবি। আমার তো মনে হচ্ছিলো ছবির মধ্যে ঐ নৌকাটা দেখে মিসেস বকসোয়ান একটু ভয়ই পেয়ে গেছিলেন।" টুপেন্স বললেন।

টুপেন্স আবার বললেন, "এবার বুঝতে পারছেন আমি ঠিক কি বলতে চাইছি ? এই যুক্তিগুলো কি আপনার কাছে যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে ?"

"হ্যাঁ।"

এই ব্যাপারে টুপেন্স বললেন, "এই ব্যাপারে মিসেস বসকোয়ান কিছু জানেন, আপনি কি জানেন উনি ঠিক কি জানেন?"

টমি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "আমি জানিনা।"

টুপেন্স বললেন, "কিছু জানার জন্য একটা উপায় আছে। আরেকটা উপায় হচ্ছে মনে মনে অনুভব করা।"

"এই পথেই তো তুমি চলছো টুপেন্স।"

টুপেন্স বললেন, "তোমার যা খুশী আমায় বলতে পারো। পুরো ঘটনাটাই সাটন চ্যান্সেলরকে ঘিরেই ঘনীভূত হয়েছে। এর মধ্যে ক্যানাল হাউসও জড়িত আছে এবং এখানে যখন যারা বাস করে ও আগে যারা বাস করতো সবাই কোন না কোনভাবে জড়িত। আমার মনে হয় এখন আমাদের অনেকটা পথ পিছন ফিরে দেখা ভালো।"

"তুমি মিসেস কপলির কথা ভাবছো।"

টুপেন্স বললেন, "মোটের উপর আমি ভাবছি মিসেস কপলি এমন অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন এই ব্যাপারটা তার ফলে আরও জটিল হয়ে উঠেছে। তিনি তার সময়কার অনেক কথা ও তারিখ গুলিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হয়।"

টমি বললেন, "গ্রামের লোকেরা এরকম করেই থাকে।"

টুপেন্স বললেন, "আমি তা জানি, আমি নিজেই একটা পল্লীগ্রামে বাস করেছিলাম। তারা কোন নির্দিষ্ট তারিখের কথা স্মরণ করলো বিশেষ ঘটনা দিয়ে, বয়স হিসাবে নয়।

তারা কখনো বলে না যে এটা ১৯৩০ সালে ঘটেছিলো অথবা ওটা ১৯২৫ সালে ঘটেছিলো। তারা বলে যে বছর পুরানো মিলটা পুড়ে গেছিলো সে-বছর এই ঘটনা ঘটেছিলো অথবা যে বছর বাজ পড়ে বড় গাছটা পড়ে গেছিল এবং চাষী জেমস মারা গেছিলো সে বছর ওই ঘটনা ঘটেছিলো। এইভাবে কোন বিশেষ ঘটনা স্মরণ করে তারিখ বলাটাই তাদের কাছে স্বাভাবিক।"

হঠাৎ যেন কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছেন এভাবে টমি বললেন, "আমি নিজে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি।"

আইভর দুঃসাহসের সঙ্গে বললেন, " আপনি পার্থিব দিক থেকে যথেষ্ট তরুণী।"

টুপেন্স বললেন, "আমিও গ্রামের লোকেদের মধ্যে একই পদ্ধতিতে সব কিছু স্মরণ করছি সুতরাং আমিও বৃদ্ধা।"

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন।

"এটা একটা বিরক্তিকর হোটেল।" তিনি তার শয়নকক্ষে ঢুকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে ফিরে এলেন।

তিনি বললেন, "না কোন বাইবেল নেই।"

"বাইবেল? হ্যাঁ আপনি তো জানেন পুরানো ফ্যাশনের হোটেলগুলোয় সবসময় বিছানার নীচে বাইবেল থাকে যাতে দিনেরাতে যে কোন সময় আমরা নিজেদের নিরাপদ মনে করতে পারি। এখানে সেরকম কিছু নেই।"

"আপনি কি একটা বাইবেল চান ?"

"হ্যাঁ চাই। আমি যথোচিত ভাবেই মানুষ হয়েছি এবং একজন পাদ্রীর মেয়ের বাইবেল সম্বন্ধে যতটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন আমার তা আছে। কিন্তু দেখ এখন মানুষ কেমন বাইবেলকে ভুলে আছে। যেহেতু এখন আর তারা গীর্জায় গিয়ে বাইবেল সম্বন্ধে কোন রকম পাঠ করেনা তাই এই রকম অবস্থা হয়েছে। এখন নতুন সংস্কার করা বাইবেলগুলোতে যে কথাগুলো আছে সেগুলো হয়ত প্রথাগত দিক দিয়ে ঠিক আছে। কিন্তু আসল বাইবেল পড়ে যেমন অনুভব হয় নতুনগুলো পড়ে কিন্তু তেমন হয়না। তোমরা দুজনে যখন বাড়ির দালালদের কাছে যাবে সেইসময় আমি গাড়ি চালিয়ে সাটন চ্যান্সেলরে যাব।" টুপেন্স বললেন।

টমি বললেন, "কেন যাবে ? আমি কিন্তু তোমাকে বারণ করছি।"

"আরে বাবা আমি কোন তদন্তের কাজে যাচ্ছিনা, আমি শুধু গীর্জায় যাব। এবং সেখানে বাইবেল দেখব। যদি সেটাও আধুনিক সংস্করণ হয় তাহলে আমি গ্রামের পুরোহিতের কাছে যাব এবং তাকে জিজ্ঞাসা করব তার কোন বাইবেল আছে কিনা, আমি যেটা খুঁজছি হয়ত সেটাই পেয়ে যেতে পারি তার কাছে।"

"তুমি আগেকার সংস্করণের বাইবেল চাইছ কেন?"

" আমি শুধু চাইছি আমার স্মৃতি শক্তিকে তাজা করে তুলতে। আমি ঠিক বাইবেলের সেই কথাগুলোই মনে করতে চাইছি যেগুলো ঐ শিশুটির কবরের পাথরের ফলকের ওপর খোদাই করা দেখেছিলাম। .... ওগুলো আমাকে খুব আগ্রহী করে তুলেছিল।"

"খুব ভালো কথা কিন্তু আমি তোমাকে বিশ্বাস করিনা টুপেন্স, একবার আমার চোখের আড়াল হলে তুমি যে আবার কোন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বেনা তা আমি বিশ্বাস করিনা।"

"আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে আমি আর ঐ কবরখানার চত্বরে কোন অনুসন্ধানের কাজ করতে যাচ্ছিনা। এই রোদ ঝলমলে সকালে ঐ পুরোহিতের পূজার ঘরে গিয়ে বসব; ব্যাস এটুকুই। এর থেকে শান্তিপূর্ণ কাজ আর কি হতে পারে ?"

টমি তার স্ত্রীর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে গেলেন।

সাটন চ্যান্সেলরের লিচগেটের কাছে গাড়ি রেখে টুপেন্স সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালেন। গীর্জায় ঢুকবার আগে বারে বারে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন কেউ আছে কিনা। কোন গুপ্ত ঘাতক তার পিছুন পিছুন এসে কবরখানায় লুকিয়ে আছে কিনা তা এখান থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা।

উনি গীর্জার ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলেন একজন বয়স্কা মহিলা হাঁটু গেড়ে বসে কিছু পেতলের জিনিস পালিশ করছেন। টুপেন্স পা টিপে টিপে তার কাছে গেলেন। খুব নিবিষ্ট চিত্তে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন এ-জিনিসগুলোর আয়তন কিরকম হবে। ঐ মহিলাটি যিনি এগুলো পরিস্কার করছিলেন তিনি একটু অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

টুপেন্স আশ্বাসের সুরে বললেন, "আমি চুরি করছিনা ।" তারপর সযত্নে ঐ কার্জটি শেষ করে উনি আবার পা টিপে টিপে গীর্জা থেকে বেরিয়ে এলেন।

যে স্থানটিতে তার আঘাতের ঘটনাটি ঘটেছিল সেই জায়গা পরীক্ষা করে দেখবার খুব ইচ্ছা ছিল তার। কিন্তু তিনি টমিকে ওরকম কোন কাজ না করার জন্য কথা দিয়েছেন।

তিনি নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, "অপরাধকারী ব্যক্তিটি কে হবে ? তার মানে হচ্ছে যে কেউ না কেউ এ-কাজ নিশ্চয় করে থাকবে —"

তিনি ঐস্থান থেকে অল্প দূরে ঐ পল্লীগ্রামের দিকে গাড়ি চালিয়ে গেলেন। সামনের দরজা দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে তিনি সোজা পথ ধরে চলতে লাগলেন। পুরোহিতের বাড়ির দরজায় এসে কলিংবেল বাজালেন। ভেতর থেকে কোন আওয়াজই শুনতে পেলেন না, নিশ্চয় ঐ কলিংবেলটা ভেঙে গেছে। এই ভেবে টুপেন্স দরজায় ধাক্কা দিলেন এবং কার যেন সাড়া পেলেন।

তিনি হলের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালেন। হলঘরের টেবিলের ওপর বিদেশের স্ট্যাম্প লাগানো একটা বড় এনভেলাপের ওপর চোখ পড়লো তার। খামটা অনেকখানি জায়গা নিয়ে ওখানে পড়েছিল। ঐ খামের ওপর লেখা ছিল 'মিশনারী সোসাইটি ইন আফ্রিকা।'

টুপেন্স ভাবলেন : ভাগ্যিস আমি মিশনারী নই।

ঐ অস্কই চিন্তার পেছনে সেখানে এমন কিছু একটা ছিল —যেটা অন্য কোথাও'র একটা হলঘরে এরকমই একটা টেবিলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে এমন কিছু যেটা তার মনে করা উচিত। সেটা কি ফুল পাতা? কোন চিঠি ? নাকি পার্সেল ?

ঠিক সেই মুহূর্তে পুরোহিতমশাই বা-দিকের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন।

উনি বললেন, "আপনি কি আমাকে চান? ও আপনি তো মিসেস বেরেসফোর্ড তাই না ?"

টুপেন্স বললেন, "ঠিক বলেছেন। যেজন্য আমি আপনার কাছে এসেছি সেটা হচ্ছে আমি জানতে চাই আপনার কাছে কোন বাইবেল আছে কিনা?"

পুরোহিতের চোখে মুখে একটা অপ্রত্যাশিত সন্দেহের ভাব ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "বাইবেল?"

টুপেন্স বললেন, "আমি ভেবেছিলাম হয়ত আপনার কাছে বাইবেল আছে।"

পুরোহিত বললেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমার কাছে বেশ কয়েকটা বাইবেল ছিল। সম্প্রতি আমি একটা গ্রীক টেস্টামেন্ট পেয়েছি আপনি নিশ্চয় সেটা চান না।"

টুপেন্স বললেন, "না। আমি মূল সংস্করণটাই চাইছি।"

পুরোহিত বললেন, "হায় কপাল ! আমার বাড়িতে সত্যই কয়েকটা বাইবেল ছিল। আপনি যেটা চাইছেন এ-সংস্করণটা তো এখন গীর্জায় ব্যবহার করা হয়না। আমি খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাকে বিশপের কথা মতোই চলতে হয় এবং বিশপ আধুনিক সংস্করণটার প্রতিই বেশী আগ্রহী যেহেতু এখনকার লোকেরা এটাই পড়তে চায়। আমার লাইব্রেরীতে প্রচুর বইয়ের সাথে ওরকম বাইবেলও কয়েকটা ছিল। কিন্তু কে বা কারা সেগুলো পড়তে নিয়ে গিয়ে আর ফেরৎ দেয়নি। যাইহোক আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি যেটা চাইছেন আমি সেটা আপনাকে খুঁজে এনে দেব। যদি না পাই তাহলে মিস ব্লাইকে জিজ্ঞাসা করব। মিস ব্লাই এখানেই কোথাও আছেন। ওনার কাজ শিশুদের জন্য সর্বদা ফুলদানীর খোঁজ করা। গীর্জাতে যে চিলড্রেনস কর্ণার আছে তাদের পক্ষ থেকে উনি বুনোফুল সংগ্রহ করেন।" তিনি টুপেন্সকে ঐ হলঘরে রেখে যেখান থেকে এসেছিলেন আবার সেখানেই ফিরে গেলেন।

টুপেন্স তাকে অনুসরণ করলেন না। তিনি হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চিন্তা করতে লাগলেন ভুরু কুঁচকে। হঠাৎ হলঘরের শেষ প্রান্তের দরজাটা খুলে যেতেই তিন চমকে উঠে সেদিকে তাকালেন। তিনি দেখতে পেলেন ধাতুর তৈরী একটা অত্যন্ত ভারী ফুলদানী হাতে নিয়ে মিস ব্লাই সেই ঘরে ঢুকলেন।

ঠিক তখনি টুপেন্সের মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো কি যেন একটা ঘটে গেল এবং একসঙ্গে অনেক কথা মনে পড়ে গেল। টুপেন্স নিজের মনেই বললেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

"ও ! আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি ! আমি কি — ওঃ আপনি তো মিসেস বেরেসফোর্ড !"

"হ্যাঁ," টুপেন্স বললেন তারপর সহসা উনি থেমে থেমে বললেন, "আর আপনি তো মিসেস জনসন তাই না।"

ঐ ভারী ফুলদানীটা সহসা মেঝেতে পড়ে গেল। টুপেন্স নীচু হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিলেন ফুলদানীটা কতটা ভারী সেটা তিনি হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। "এটা বেশ চমৎকার, এটা হাতে নিয়ে বেড়াবার মতোই অস্ত্র বটে।" এই কথা বলে তিনি ফুলদানীটা নামিয়ে রাখলেন। "এই জিনিসটা দিয়ে পেছন থেকে খুব ভালোভাবেই কাউকে আঘাত করা যায়। এটাই আমার প্রতি আপনি প্রয়োগ করেছিলেন। তাই না মিসেস জনসন।" টুপেন্স বললেন।

"আমি — আমি! আপনি কি বলছেন? আমি — আমি — আমি কখনই—"

কিন্তু টুপেন্স আর সেখানে থাকবার কোন প্রয়োজন অনুভব করলেন না। তার কথার প্রভাব যে কতখানি কাজ করতে শুরু করেছে তিনি তা দেখে নিয়েছেন। দ্বিতীয়বার মিসেস জনসনের নাম উল্লেখ করতেই তিনি এমনভাবে দূরে পালিয়ে গেলেন যে পরিষ্কার দেখা গেল তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেলেন।

"একজন মিসেস ইয়র্ক-কে সম্বোধন করে লেখা একটা চিঠি একদিন তোমার টেবিলে পড়েছিলো, যেটা কাম্বারল্যান্ডের ঠিকানায় পাঠানো হচ্ছিল। সেখানেই তুমি তাকে নিয়ে গিয়েছ তাইনা মিসেস জনসন। সানি রিজ থেকে তুমি তাঁকে নিয়ে গেলে এখন উনি কোথায়? মিসেস ইয়র্ক-ই হচ্ছেন মিসেস ল্যানকাস্টার। তুমি অপর নামটাই ব্যবহার করতে — ইয়র্ক এবং ল্যানকাস্টার এ-শব্দ দুটি যেন একই সাথে সাদা এবং লাল রঙে মেশানো গোলাপ ফুলের মতো যেটা আমি পেরীর বাগানে দেখেছিলাম—" টুপেন্স বললেন।

টুপেন্স দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালেন এবং মিস ব্লাইকে হলের মধ্যে রেখেই উনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ঐ রেলিং ধরে নিজেকে একটু সামলে নিলেন। টুপেন্স ছুটে গেটের দিকের পথ ধরে বেরিয়ে যেতে লাগলেন। লাফিয়ে তার মোটরে উঠেই গাড়ি চালিয়ে দিলেন। তিনি পেছন ফিরে একবার এ-বাড়ির সামনের দরজার দিকে তাকালেন। কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না। টুপেন্স গাড়ি চালিয়ে গীর্জা ছাড়িয়ে আবার মার্কেট বেসিংয়ের দিকে যাচ্ছিলেন কিন্তু সহসা তার মত বদলে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে যেপথে এসেছিলেন সে-পথেই গাড়ি চালিয়ে দিলেন। যে পথটা ক্যানাল হাউস ব্রীজের দিকে চলে গেছে সেই বাঁ-দিকের পথটা ধরেই চলতে লাগলেন। তিনি গাড়ির গতি একটু কমিয়ে ঐ বাড়ির দিকে একটু উঁকি দিলেন দেখবার জন্য যে বাগানে পেরীরা কেউ আছে কিনা কিন্তু সেখানে তাদের কোন চিহ্নই ছিলনা তিনি ঐ গেট খুলে

ভেতরে ঢুকে পিছনের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। দরজাটা বন্ধ ছিল এবং জানলাগুলোও সব এঁটে বন্ধ করা ছিল।

টুপেন্স বিরক্ত হলেন। হয়ত অ্যালিস পেরী মার্কেট বেসিংয়ে কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছেন। তিনি বিশেষ করে অ্যালিস পেরীকেই চাইছিলেন। দরজায় প্রথমে আস্তে আস্তে এবং পরে জোরে জোরে ধাক্কা দিলেন। কিন্তু কেউ সাড়া দিলো না। তিনি দরজার হাতল ঘোরালেন কিন্তু দরজাটা খুললনা। কারণ ওটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। উনি কি করবেন বুঝতে না পেরে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

অ্যালিস পেরীকে জিজ্ঞাসা করার মতো খুব দরকারী কিছু প্রশ্ন ছিল তার, হয়ত মিসেস পেরী সাটন চ্যাপেলরে গিয়ে থাকবেন। তিনি সেখানেই কি আবার ফিরে যাবেন ? কিন্তু ক্যানাল হাউসের অসুবিধা হচ্ছে যে এখানে কখনও কোন মানুষকেই দেখা যায় না এবং এই ব্রীজের ওপর দিয়ে কদাচিৎ গাড়ি চলাচল করে। সুতরাং আজ সকালে পেরীরা কোথায় গেছে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করবার মতো কেউই নেই।

সপ্তদশ অধ্যায় ❑ মিসেস ল্যানকাস্টার

টুপেন্স ভুরু কুঁচকে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর হঠাৎই অপ্রত্যাশিতভাবে দরজা খুলে গেল। টুপেন্স প্রায় সিঁড়ির ওপর পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়ে হাঁপাতে লাগলেন। সেই মানুষটি তার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন পৃথিবীতে তিনিই সেই শেষ মানুষটি যাকে দেখবার জন্য প্রচণ্ড প্রত্যাশায় খোঁজ করছিলেন। দরজায় দাঁড়ানো সাধারণ পোশাক পড়া সেই মহিলাটি সানি রিজে উনি যেমনভাবে থাকতেন ঠিক তেমনি ভাবেই এবং ঠিক আগের মতো যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিই হলেন মিসেস ল্যানকাস্টার।

টুপেন্স বললেন, "আপনি!"

মিসেস ল্যানকাস্টার বললেন, "সুপ্রভাত। আপনি কি মিসেস পেরীকে চাইছেন ? আপনি তো জানেন আজকে হাট-বার। আপনি ভেতরে আসুন, আমার খুব ভালো লাগবে। কয়েক দিনের জন্য আমি চাবিটা কোথাও খুঁজেই পাইনি। আজ এটা পেয়েছি, মনে হয় এটা নিশ্চয় ডুপ্লিকেট চাবি, ভেতরে আসুন। হয়ত আপনার এককাপ চা অথবা অন্য কিছু খেতে আপনার ভালো লাগবে।"

যেন স্বপ্ন দেখছেন এইভাবে টুপেন্স চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। অতিথি সেবিকার মতো মুখের ভাব ফুটিয়ে তুলে তিনি টুপেন্সকে বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। উনি বললেন, "বসুন। কাপ ডিস এবং আর সব জিনিসগুলো কোথায় যে আছে তা আমি জানি না। মাত্র দু'এক দিন হলো আমি এখানে এসেছি। আচ্ছা আমি দেখছি .... কিন্তু —আমি নিশ্চিত যে আমি যেন আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি।"

টুপেন্স বললেন, "হ্যাঁ আপনি যখন সানি রিজে ছিলেন তখন আমাকে দেখেছিলেন।"

"সানি রিজ সানি রিজ। এটা আমাকে বেশ কিছু ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ওঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে সেখানে প্রিয় মিস প্যাকার্ড ছিলেন, ভারী সুন্দর জায়গা।"

টুপেন্স বললেন, "আপনি তো খুব তাড়াতাড়ি ঐ জায়গাটা ছেড়ে চলে গেছিলেন তাই না?"

মিসেস ল্যানকাস্টার বললেন, "লোকেরা ভারী জোর খাটায় জানেন। ওরা আপনাকেও তাড়া দেবে। তারা সবকিছু ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নেবার সময়টুকু পর্যন্ত আপনাকে দেবেনা। কিছু মনে করবেন না, আমি ঠিকই বলছি। আমি এবিষয়ে নিশ্চিত আমি প্রিয় নেলী ব্লাইকে খুব ভালোবাসি কিন্তু উনি সর্বদা আমার ওপর প্রভুত্ব খাটাতেই বেশী পছন্দ করেন।" মিসেস ল্যানকাস্টার টুপেন্সের দিকে আর একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় উনি ঠিক নন —' তিনি বিশেষ কোন অর্থ বোঝাবার জন্য তার কপালে আঙুল দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। "নিশ্চয় তার ওপর কিছু ঘটেছিল। বিশেষ করে কুমারী। মেয়েদের ভাগ্যে যা ঘটে থাকে। তাই মানে আমি অবিবাহিতা মহিলাদের কথা বলতে চাইছি। তাদেরকে খুব ভালো কাজ দেওয়া হয় এবং তাদের মাথায় মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব কল্পনা চেপে বসে। এসব মহিলাদের অসৎ লোকেরা বিবাহ করবার প্রস্তাব দিয়ে থাকে। কিন্তু সেই ভদ্রলোকটি এ-রকম ধরনের ছিলেন না। এরকম কোন ভাবনা উনি মনেও ঠাঁই দিতে পারতেন না। বেচারা নেলী। কোন কোন ক্ষেত্রে সে এমন দায়িত্বশীল। সে এখানে চমৎকার ভাবে তার কাজ নিয়ে রয়েছে এবং সে সর্বদাই এখানে একজন প্রথম শ্রেণীর সেক্রেটারী। তবে মাঝে মাঝে তাব মাথায় অদ্ভুত ধরনের সব ধারনা ঢোকে। যেমন এক মুহূর্তের নোটিশ দিয়েই সে আমাকে সানি রিজ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তারপর সেখান থেকে কাম্বারল্যান্ডে একটা খুব পুরনো বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলল এবং তারপর হঠাৎ করে আমাকে এখানে নিয়ে আসে—"

টুপেন্স বললেন, "আপনি কি এখন এখানেই থাকবেন ?"

"আপনি যদি সেরকম ভেবে থাকেন তাহলে তাই। এটা খুবই একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা। আমি এখানে মাত্র দুদিন হলো এসেছি।"

"এর আগে আপনি কাম্বারল্যান্ডে রোজট্রেলিস কোর্টে ছিলেন —"

"হ্যাঁ, ঐ বাড়িটার ওরকমই নাম ছিল বটে। ঐ সানি রিজের মতো অত সুন্দর নাম নয় এবং সত্যি কথা বলতে কি আমি কখনই কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারিনি। আপনি বুঝেছেন নিশ্চয় আমি কি বলতে চাইছি। নেলী যে চাকরীটা করে সেটা যথেষ্ট ভালো নয়। সেজন্যই তারা খুব নিম্নমানের কফি ব্যবহার করে থাকে। তবুও আমি এতে অভ্যস্থ, হয়ে গেছি। এবং এখানে দু-একজনের সাথে পরিচিত হয়েছি। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আমার আন্ট — উনি কয়েক বছর ভারতে ছিলেন। আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ হলে খুব ভালো লাগে তাই না ?"

টুপেন্স বললেন, "নিশ্চয়।"

মিসেস ল্যানকাস্টার খুশী মনে বলে যেতে লাগলেন, "এখন দেখা যাক, আপনি সানি রিজে এসেছিলেন কিন্তু থাকতেন না। আপনি হয়ত এখানে বসবাসকারী কোন অতিথিকে দেখতে গিয়েছিলেন।'

টুপেন্স বললেন, 'আমার স্বামীর আন্ট মিস ফ্যানশকে দেখতে যেতাম।'

'ও! হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়েছে সেখানে চিমনীর ধারে আপনার শিশুর কিছু একটা ঘটেছিল না?'

টুপেন্স বললেন, 'না, আমার বাচ্চা ছিল না।'

'সেইজন্যই আপনি এখানে এসেছেন তাইনা?'

এখানে একটা চিমনীকে নিয়ে তারা বিপদে পড়েছিলেন। একটা পাখী এর ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। ঐ জায়গাটা সারানোর দরকার ছিল। এখানে থাকতে আমার মোটেই ভালো লাগছে না। আমি আর এখানে থাকতে চাইনা। নেলীর সাথে দেখা হলেই আমি এটা তাকে বলব।'

'আপনি কি মিসেস পেরীর সঙ্গে বাস করেছেন?'

'একদিক থেকে বলতে গেলে, হ্যাঁ করছি। অন্যদিক থেকে বলতে গেলে, করছিনা। একটা গুপ্ত খবর বলার ব্যাপারে আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি কি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় পারেন।'

'আমি সত্যি কথা বলতে কি এখানে মোটেই ছিলাম না। আমি বাড়ির এই অংশটার কথা বলতে চাইছি। এই অংশটা পেরীদের অংশ।'

তিনি একটু সামনেব দিকে ঝুঁকে এলেন।

'এখানে আর একজন আছেন, আপনি জানেন কি? আপনি আমার সাথে ওপরে চলুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

টুপেন্স উঠে দাঁড়ালেন। তার মনে হচ্ছিল তিনি যেন একটা অত্যাশ্চার্য স্বপ্নের মধ্যে রয়েছেন।

মিসেস ল্যানকাস্টার বললেন, 'আমাদের নিরপত্তার জন্য আমি আগে দরজাটা লক করে দেব।'

মিসেস ল্যানকাস্টার একটা সরু সিঁড়ি বেয়ে টুপেন্সকে দোতালায় নিয়ে গেলেন। শয়ন কক্ষের মধ্যে দিয়ে তিনি তাকে নিয়ে চললেন। ঘরগুলোর মধ্যে অনেক জিনিসপত্র ছিল—এগুলো হয়ত পেরীদের ঘর হবে।

ঐ দরজা দিয়ে ঘর দুটোর বাইরে এসে পরবর্তী ঘরটাতে এসে পড়লেন। এঘরে একটা হাত মুখ ধোয়ার বেসিন এবং ম্যাপল কাঠের তৈরী একটা ওয়ারড্রোব ছিল। তার কিছু ছিলনা। তিনি ওয়ারড্রোবের দিকে এগিয়ে গেলেন।

তারপর ওটার পেছন দিকে হাতরাতে লাগলেন। তারপর সহসা ওটাকে ঠেষল একদিকে সরিয়ে দিলেন। ওয়ারড্রোবের তলায় চাকা লাগানো ছিল তাই সহজেই সেটা দেওয়াল থেকে সরানো গেল। ওয়ারড্রোবের পেছনে আশ্চর্যজনক একটা জাফরি দেখা গেল। সেই জাফরিতে একটা আয়না এবং আয়নার নীচে একটা ছোট শেলফ ছিলো এবং তার ওপরে চিনামাটির তৈরী পাখির পুতুল ছিলো। টুপেন্সর বিস্মিত দৃষ্টির সামনেই মিসেস ল্যানকাস্টার ম্যান্টেল শেলফের মাঝখানে রাখা পাখীটাকে শক্ত করে চেপে ধরলেন এবং জোরে টানলেন, তখনি দেখা গেল পাখীটা ম্যান্টেল পিসের সঙ্গে আটকে গেছে। টুপেন্স হাতের দ্রুত ছোঁয়া দিয়ে বুঝতে পারলেন

সব পাখীগুলোই শক্ত করে আটকানো আছে। কিন্তু মিসেস ল্যানকাস্টার ঐগুলো টান দেওয়ার ফলে ক্লিক করে পুরো সরে গিয়ে সামনের দিকে ঝুলতে লাগলো।

মিসেস ল্যানকাস্টার বললেন, 'এটা খুবই কৌশলের সঙ্গে করা হয়েছে তাই না? অনেকদিন আগে তারা যখন এই বাড়িটার পরিবর্তন করেছিলো তখনই এই কৌশল করেছিলো, এই গর্তটাকে 'প্রিস্ট হোল' বলা হয়। ওরা এই ঘরটাকে এস প্রিস্টন্ হোল (পুরোহিতের গর্ত) নামেই ডাকতো। এটাকে কেন যে প্রিস্টস হোল বলা হত তা আমি বুঝতে পারছিনা। কারণ এর সাথে পুরোহিতদের কোন সম্পর্কই নেই। আরেকটু এগিয়ে আসুন। এখানেই আমি এখন বাস করছি।'

উনি আরেকটা ধাক্কা দিলেন তার সামনের দেওয়ালটা পেছনে সরে গেল এবং দু'এক মিনিট পরে তারা একটা বড় সুসজ্জিত কক্ষে এসে প্রবেশ করলো। ওই ঘরে অনেকগুলো জানালা ছিলো এবং তার নীচেই খাল ও উল্টোদিকে পাহাড়।

মিসেস ল্যানকাস্টার বললেন, 'এটা খুব সুন্দর ঘর তাই না? প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো এত সুন্দর: আমি সবসময় এই ঘরটা পছন্দ করতাম। আমি যখন বালিকা ছিলাম তখন কিছুদিনের জন্য এখানে থেকেছিলাম।'

'ও আচ্ছা।'

মিসেস ল্যানকাস্টার বললেন 'এই বাড়িটা মোটেই সৌভাগ্যজনক নয়, তারা সবসময় এই কথা বলতো। আমি মনে করি আমি সবকিছু আবার চেপে রাখবো। একজন কখনোই অতিরিক্ত সতর্ক হতে পারে না। পারে কি?'

উনি হাত বাড়িয়ে দরজাটা আবার ধাক্কা দিলেন এবং যে পথ দিয়ে এসেছিলেন সে পথে আবার ফিরে গেলেন। দেওয়ালটা আবার ক্লিক শব্দ করে স্ব-স্থানে ফিরে গেল।

টুপেন্স বললেন,'আমার মনে হয় বাড়িটা যারা পরিবর্তন বা সংস্কার করেছিলেন তারাই এইসব করেছিলেন বাড়িটাকে গুপ্তস্থান হিসাবে ব্যবহার করার জন্য।

মিসেস ল্যানকাস্টার বললেন,'তারা অনেক কিছুইই পরিবর্তন সাধন করেছিলো। বসুন বলছি। আপনি কি উঁচু হাতলওয়ালা চেয়ার পছন্দ করেন, না নীচু? আমি নিজে উঁচু চেয়ারই পছন্দ করি কারণ আমার বাত আছে। আমার মনে হয় আপনি হয়তো ভেবেছিলেন এখানে কোন শিশুর দেহ আছে তাই না? এটা সত্যিই একটা উদ্ভট ধারণা, এটা আপনার মনে হয়নি?'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে।'

মিসেস ল্যানকাস্টার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গী করে বললেন, 'ডাকাতরা এখানে থাকতো। যখন একজন কমবয়েসী হয় তখন সে একটু বোকা হয়ে যায়। সেরকম ব্যাপারই এখানে ঘটেছে। বড় বড় ডাকাতি, ডাকাতদল। যখন মানুষ অল্পবয়সী থাকে তখন সে মনে করে বন্দুকধারী ডাকাত হওয়াটাই বোধহয় সবথেকে সুন্দর কাজ এই পৃথিবীতে। আমিও একসময় তাই ভাবতাম। আমাকে বিশ্বাস করুন—।' তিনি টুপেন্সের দিকে ঝুঁকে পড়ে তার হাঁটুর মধ্যে করাঘাত করলেন। 'বিশ্বাস করুন এটা সত্যি নয়। আমিও একসময় এরকমই ভাবতাম কিন্তু আপনি তো জানেন একজন মানুষ এর থেকে বেশী কিছু চায়। জিনিষপত্র চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে সত্যিই কোন রোমাঞ্চ নেই। এই সমস্ত চুরি ডাকাতির জন্য দল গঠনের অপরিহার্যতা আছে।'

'তার মানে আপনি মিসেস জনসন বা মিস ব্রাইয়ের কথা বলতে চাইছেন তো। যে নামেই

তাকে ডাকুন না কেন—।'

'নিশ্চয়ই। সে আমার কাছে সর্বদা নেলী ব্লাই কিন্তু কোন এক বিশেষ কারণ বশতঃ সে কিছুদিনের জন্য মিসেস জনসন নাম নিয়েছে। কিন্তু সে বিবাহিতা নয়, সে সর্বদাই কুমারী।'

ঠিক সেই সময় নীচ থেকে দরজা ধাক্কা দেওয়ার শব্দ হলো।

মিসেস ল্যানকাস্টার বললেন,'হায় ভগবান! নিশ্চয়ই পেরীরা ফিরে এসেছে। তারা যে এত তাড়াতাড়ি ফিরবে তা আমি ভাবতেই পারিনি।'

ধাক্কার শব্দ ক্রমশ বাড়তে লাগলো।

টুপেন্স বললেন,'আমাদের দরজা খুলে ভেতরে আসতে দেওয়া উচিত।'

মিসেস ল্যানকাস্টার বললেন,'না ....না, বাছা। আমরা কখনো তা করবো না। অপরের ব্যাপারে নাক গলানো আমি তাদের পছন্দ করিনা। আমরা এখানে কি সুন্দর কথার্বাতা বলছি। আমার মনে হয় এখন আমরা এখানেই থাকবো—ওঃ ভগবান। এখন তারা জানালার নীচে দাঁড়িয়ে ডাকছে?'

টুপেন্স জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। টুপেন্স বললেন,' উনি মিঃ পেরী?'

নীচে থেকে মিঃ পেরী চিৎকার করতে লাগলেন।

'জুলিয়া! জুলিয়া!'

মিসেস ল্যানকাস্টার তেতে উঠলেন, 'অভদ্র! কোন লোককেই বিশেষ করে অ্যামস পেরীর মতো লোক আমাকে আমার ক্রীশ্চান নাম ধরে ডাকবে এটা আমি কখনোই অনুমোদন করবো না।' উনি আবার বললেন, 'না। আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। এখানে আমরা আগের মতো সুন্দরভাবেই কথা বলে কাটাবো। আমি আপনাকে আমার নিজের সব কথাই বলবো আমার জীবনটা সত্যিই খুব আকর্ষণীয় ও নানান ঘটনায় পরিপূর্ণ ছিলো। আমি মাঝে মাঝে ভাবি আমার জীবনীটা লিখে রাখা উচিত। আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কি ভাবে সবকিছু গুলিয়ে ফেলি। আমি একজন বেপরোয়া মেয়ে ছিলাম এবং একদল অপরাধীদের সঙ্গে মিশে গেছিলাম তাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব খারাপ লোক ছিলো। একটা কথা মনে রাখবেন তাদের মধ্যে কিছু কিছু চমৎকার ধরণের মানুষও ছিলেন, বলতে পারেন তারা অভিজাত শ্রেণীর।'

'মিসেস ব্লাই?'

'না.....না....মিস ব্লাই কখনো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। না, নেলী ব্লাই না। সে গীর্জায় যেতে খুব ভালোবাসে। সে ধার্মিক। কিন্তু ধর্মের বিভিন্ন রকমের দিক আছে। আপনি হয়তো জানেন তাই না?....'

টুপেন্স সায় দিয়ে বললেন,'অনেক ধরনের ধার্মিক মানুষ আছে।'

'হ্যাঁ, সাধারণ লোকেদের জন্যই এ-রকম ধর্মের প্রচলন আছে। কিন্তু সাধারণ লোক ছাড়াও বেশ কিছু অন্য ধরণের লোক আছে যাদের বিশেষ নির্দেশে পুরো দলটা চলে। তারা একটা বিশেষ নীতিতে চলে থাকে। আমি কি বলতে চাইছি আপনি তা বুঝতে পারছেন?'

টুপেন্স বললেন,'আমার মনে হয় না আমি বুঝতে পারছি। আচ্ছা পেরীদের কি তাদের নিজের বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া উচিত ছিলো না? তারা কিন্তু ক্রমশ রেগে যাচ্ছে—।'

'না। আমরা পেরীকে ভেতরে আসতে দেবো না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাকে আমার সমস্ত

কথা বলা হচ্ছে। আপনি ভয় পাবেন না লক্ষ্মীটি। সবই সাধারণ এবং এতে কোন ক্ষতির কারণ নেই। এখানে কোনরকম দুঃখ যন্ত্রনার কিছু নেই। এটা অনেকটা ঘুমোতে যাওয়ার মতো ব্যাপার, এতে কোন খারাপ কিছু নেই।'

টুপেন্স তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তিনি হঠাৎ লাফ দিয়ে দেওয়ালের দিকের দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

মিসেস ল্যানকাস্টার বললেন, 'আপনি এ-পথ দিয়ে যেতে পারবেন না। আপনি জানেন না যে দরজার চাবিটা কোথায় আছে। আপনি যা ভাবছেন চাবিটা কিন্তু মোটেই সেখানে নেই। শুধু আমিই সেটা জানি। এই জায়গার সমস্ত গুপ্ত খবর আমি জানি। আমি যখন বালিকা ছিলাম তখন এখানে এই অপরাধীদের সঙ্গেই বাস করতাম।

তারপর একদিন তাদের কাছ থেকে সরে গিয়ে বিশেষ ধরণের মুক্তি পেয়েছিলাম। আমার প্রতি এ-রকমই আচরণ করা হয়েছিলো— আমার পাপ ঢাকবার জন্য—ওই শিশুটি আপনি জানেন—তাকে খুন করেছিলাম—আমি একজন নৃত্যশিল্পী ছিলাম। আমি কোন বাচ্চা চাইনি—তাই ওখানে ওই দেওয়ালের ওপরে ওটা আমার ছবি, নর্তকীর সাজে.......... ...।'

মিসেস ল্যানকাস্টার যেদিকে আঙুল দেখিয়েছিলেন টুপেন্স সেদিকে তাকালেন। দেওয়ালে একটা পূর্ণদৈর্ঘ্যের তৈলচিত্র ছিলো। সেখানে সাদা সাটিনের পোশাক পড়া একটি নৃত্যরতা মেয়ের ছবি, নীচে লেখা 'ওয়াটার লিলি।'

'প্রত্যেকেই বলতো আমি যে সব চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম তার মধ্যে ওয়াটার লিলিই ছিলো সর্বশ্রেষ্ঠ।'

টুপেন্স ধীরে ধীরে ফিরে এসে বসে পড়লেন। তিনি স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন আর তখনই টুপেন্সর মাথায় সানি রিজে শোনা কথাগুলো ভীড় করে এল— 'সে কি তার অসহায় সন্তান ছিলো। তখন তিনি ভয় পেয়েছিলেন, এখনও আবার তিনি ভয় পেলেন। তিনি নিশ্চিত হতে পারছিলেন না যে ঠিক কি কারনে তিনি ভয় পেয়েছেন কিন্তু সেখানে ভয়ের কিছু একটা ছিলো। ওই স্নেহপূর্ণ হাসি এবং ওই সৌজন্যমূলক মুখের চেহারা দেখে তার ভেতরে একপ্রকার ভয়ের সঞ্চার হলো।

''আমার প্রতি যে আদেশ করা হয়েছিলো তা আমাকে মেনে চলতে হয়েছিলো—সেখানে নানারকম ধ্বংসাত্মক কাজ করার জন্য দালাল ছিলো। আমাকে তাদের সঙ্গে সমঝোতা রেখে চলতে হত। আমার প্রতি যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিলো৷ আমি তা গ্রহণ করেছিলাম। তারা খোলাখুলি ভাবেই পাপ করতো। তাদের ওই পাপের ফলেই অনেক শিশুর জন্ম হত। পাপ করার পক্ষে তাদের কিন্তু যথেষ্ট বয়স ছিলোনা। সুতরাং আমাকে যেভাবে প্রস্তাব করা হত, আনন্দ দেবার জন্য আমি সেভাবেই তাদের কাছে হাজির হতাম। তখনও আমি নিষ্পাপ ছিলাম। কাকে খারাপ কাজ বলে আমি জানতাম না। আপনি দেখুন আমার প্রতি কি চমৎকার সম্মান দেওয়া হয়েছিলো। আমাকে একজনের বিশেষ ভাবে পছন্দের শিকার হতে হয়েছিলো। আমি সর্বদাই শিশুদের ভালোবাসতাম আমার নিজের তো কেউ ছিলোনা। কিন্তু দেখুন কথাটা হয়তো খুব নিষ্ঠুর শোনাবে, কিন্তু আমাকেই একদিন একটা জঘন্য কাজ করতে হয়েছিলো। আপনি হয়তো জানেন, আমি কি করেছিলাম।"

টুপেন্স বললেন, "না। জানিনা।"

"ও। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছিল আপনি অনেক কিছুই জানেন। তাই আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো এটাও জানেন। সেখানে একজন ডাক্তার ছিলেন। আমি তার কাছে গিয়েছিলাম। আমার তখন মাত্র সতেরো বছর বয়স, তাই আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম। উনি আমাকে বলেছিলেন সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে এবং শিশুটিকে এমনভাবে সরিয়ে দিতে হবে যাতে কেউ কিছু জানতে না পারে। কিন্তু কিছুই ঠিক হয়ে যায়নি। আমি নানারকম স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। আমি স্বপ্নে দেখতাম শিশুটি সর্বদাই আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছে, 'সে এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে পেলোনা কেন?' শিশুটি বলতো সে সঙ্গী চায়। শিশুসন্তানটি ছিলো মেয়ে। সে প্রায়ই আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলতো সে আরও অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গী হিসাবে পেতে চায়। তারপর আমি আদেশ পেলাম যে আমি কখনো আর কোনো শিশু পাবোনা। তারপর আমি বিয়ে করলাম। আমি আশা করলাম আমার সন্তান হবে। আমার স্বামী ভীষন বাচ্চা চাইতেন কিন্তু কিছুতেই আর সন্তান হলোনা। আমি জানতাম এ-সবের মূলে আছে অভিশাপ। আপনি বুঝতে পারছেন তো? না কি পারছেন না? এখন একটাই মাত্র পথ আছে। সেটা হচ্ছে আমার প্রায়শ্চিত্তের পথ। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। আমি খুন করেছিলাম এবং আপনি যদি খুনের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান তাহলে আপনাকে আরেকটা খুন করতে হবে কারণ অপর খুনটি সত্যি সত্যিই খুন বলে বিবেচিত হবে না। সেটা হবে আত্মত্যাগ। এটাই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন? সেই শিশুগুলো আমার শিশুকে সঙ্গ দিতে গিয়েছিলো তারা ছিলো বিভিন্ন বয়সের। কেউ কেউ একটু বড়ও ছিলো। ল্যানকাস্টার টুপেন্সকে একটু স্পর্শ করে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, কি চমৎকার একটা আনন্দদায়ক কাজ যে করেছিলাম। আপনি বুঝতে পারছেন তো? ওই শিশুদের মুক্তি দিয়ে আমি কি আনন্দই যে পেয়েছিলাম! বাচ্চাগুলো পাপ কাকে বলে জানতোনা এবং আমি যে পাপী তা তাদের মা বাবারাও জানতোনা। আমি একথা কখনো কাউকে বলিনি এখনও পর্যন্ত কেউ জানেইনা যে ওই কাজটা আমিই করেছিলাম। তবে মাঝে কিছু লোক আমাকে সন্দেহ করছিলো তাই আমি চেয়েছিলাম তাদেরকেও মেরে ফেলতে যাতে আমি সর্বদা নিরাপদে থাকতে পারি। সুতরাং আমি এখনও নিরাপদে আছি। বুঝতে পারছেন কি?"

"না, ভালো করে কিছুই বুঝিনি।"

"কিন্তু আপনি জানেন এবং সেইজন্যই তো এখানে এসেছেন তাইনা? সানি রিজে বসে আমি সেদিনই আপনাকে ওই প্রশ্নটা করেছিলাম। সেদিনই আপনি আমাকে জেনেছিলেন। আমি আপনার মুখ দেখেই সে-কথা বুঝতে পেরেছিলাম আমি বলেছিলাম, 'ওটা কি আপনার শিশু ছিল?'

আমি জানতাম আপনি আসবেন কারণ আপনিও হয়তো একজন মা ছিলেন। যেসব শিশুদের আমি হত্যা করেছি তাদেরই একজনের মা হবেন আপনি। আমি আশা করেছিলাম আপনি অন্য এক সময়ে আসবেন তারপর আমরা একসাথে আপনাকে একগ্লাস দুধ খেতে দেব। এটা সাধারণ দুধ। তবে মাঝে মাঝে এতে কোকো মেশানো হয়। যারা আমাকে চেনে তারা সকলেই একথা জানে।"

উনি আস্তে আস্তে হেঁটে ঘরের কোনায় রাখা একটা কাপবোর্ড খুললেন।

টুপেন্স বললেন "আপনার খুনের তালিকায় একজন কি মিসেস ম্যুডি ছিলেন?"

"ও... আপনি তার কথা জেনে ফেলেছেন তাহলে? তিনি তো একজন মা ছিলেন, না—তিনি তো থিয়েটারের একজন ড্রেসার ছিলেন। উনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন তাই তাকে চলে যেতে হল।" তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে টুপেন্সের দিকে একগ্লাস দুধ এগিয়ে মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, "এটা পান করুন, পান করুন লক্ষ্মীটি।"

টুপেন্স এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে বসে রইলেন তারপর লাফিয়ে উঠে জানলার দিকে ছুটে গেলেন। চেয়ারটাকে শক্ত করে চেপে ধরে গ্লাসটাকে চূর্ণ করে ফেললেন। তারপর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন: "সাহায্য করুন। সাহায্য করুন।"

মিসেস ল্যানকাস্টার হাসলেন। তিনি দুধের গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে তার চেয়ারের ওপব ঝুঁকে পড়ে আবার হাসলেন।

"আপনি কি বোকা! এখানে কে আসবে বলে আপনার মনে হয়? কে আসতে পারে? তাদের দরজা ভেঙে ফেলতে হবে। তারা হয়তো এই দরজার কাছে আসতে পারে কিন্তু যতক্ষনে তারা আসবে—ততক্ষনে আরেকটা ঘটনা ঘটে যাবে—আপনি জানেন নিশ্চয়ই। এর জন্য দুধের প্রয়োজন হবেনা। দুধ তো সহজ পদ্ধতি। দুধ, কোকো এবং চা। মিসেস মুডির ক্ষেত্রে আমি কোকো ব্যবহার করেছিলাম কারণ উনি ওটাই ভালোবাসতেন।'

"মরফিয়া? কেমন করে পেলেন?"

"ওটা তো সহজ ব্যাপার, যে লোকটার সাথে আমি অনেক বছর আগে থাকতাম—তার ক্যানসার হয়েছিলো—ডাক্তার আমাকে তার জন্য কিছু ওষুধের যোগান দিয়েছিলেন আমার চার্জে রাখার জন্য—এর সাথে অন্য ওষুধও ছিলো—আমি পরে বলেছিলাম যে সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি—ওই আচ্ছন্নকারী ওষুধ এবং অন্যান্য ওষুধের সাথে আমি মরফিয়াও রেখে দিয়েছিলাম—আমি ভেবেছিলাম সেগুলো হয়তো কোনদিন কাজে লাগতে পারে—এবং তাই-ই হয়েছে—এখনও আমার কাছে অনেক স্টক আছে—আমি নিজে কিন্তু কখনো আমার জন্য এসব ওষুধের কোনটাই ব্যবহার করিনা—আমি এতে বিশ্বাস করিনা।" উনি টুপেন্সের দিকে দুধের গ্লাসটা ঠেলে দিয়ে বললেন—"নিন দুধটা পান করুন। এটাই সব থেকে সহজতম পদ্ধতি। আরেকটা পথ আছে। তবে ওতে বিপদ আছে। আমার ঠিক মনে পড়ছেনা যে আমি ওটা কোথায় রেখেছি।"

মিসেস ল্যানকাস্টার চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন।

"আমি কোথায় রেখেছিলাম? আমি আজকাল সব ভুলে যাই। আমার বয়স হচ্ছে।"

টুপেন্স আবার চিৎকার করে উঠলেন, "সাহায্য ক...রু...ন।" কিন্তু খালেব ধারে কেউ নেই। তখন ল্যানকাস্টার সারা ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

"আমি নিশ্চই ভেবেছিলাম—ও হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমার সেলাইয়ের ব্যাগে রেখেছি।"

টুপেন্স জানলার দিক থেকে চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো। মিসেস ল্যানকাস্টার তার দিকে এগিয়ে আসছিল।

উনি বললেন, "কি বোকা মহিলা আপনি! এইভাবে সাহায্য চাইছেন!"

তিনি বাঁ হাত বাড়িয়ে টুপেন্সের কাঁধ খামচে ধরলেন। তার পিঠের পেছনে লুকোনো ডান হাতটা বেরিয়ে এল। ওর হাতের মধ্যে একটা লম্বা, পাতলা ধারালো ব্লেড ছিলো। টুপেন্স বাঁচার জন্য লড়াই করতে লাগলেন। উনি ভাবলেন "আমি সহজেই এই মহিলাকে থামাতে পারি। উনি একজন বৃদ্ধা মহিলা তদুপরি দুর্বল, উনি নিশ্চই পারবেন না—।'

সহসা একটা ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত টুপেন্সের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এল। উনি ভাবলেন, "কিন্তু আমিও তো একজন বৃদ্ধা মহিলা। আমি নিজেকে যতটা শক্তিশালী ভাবি ততটা আমি নই। আমি ওই মহিলার মতো শক্তিশালী নই। তার হাতগুলো, ধরার ভঙ্গি, হাতের আঙুলগুলো স...ব আমার থেকে বেশী শক্তিপূর্ণ। তার একটাই কারণ—সে হচ্ছে পাগল। আমি সর্বদাই শুনে এসেছি পাগলদের গায়ে জোর বেশী থাকে।"

ব্লেডটা ঝকমক করে টুপেন্সর আরও কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো। তিনি ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন। তিনি নীচ থেকে কাদের চিৎকার এবং দরজা ধাক্কাবার শব্দ শুনতে পেলেন। তখন দরজায় এত বেশী আঘাত পড়ছে যে মনে হচ্ছে কেউ যেন জোর করে দরজা বা জানালা ভাঙবার চেষ্টা করছে। টুপেন্স ভাবলেন, "তাবা কখনো ভেতরে ঢুকতে পারবেনা। তারা কখনোই এবকম কৌশলপূর্ণ দরজা দিয়ে ভেতরে আসতে পারবেনা। দরজা খোলার যান্ত্রিক কৌশল না জেনে তাদের পক্ষে এখানে আসা সম্ভব নয়।"

টুপেন্স এবার হিংস্রভাবে যুদ্ধ কবতে লাগলেন। উনি এখনও পর্যন্ত মিসেস ল্যানকাস্টারকে তার কাছ থেকে দূবে সরিয়ে রাখতে পেরেছেন। কিন্তু তাব প্রতিপক্ষ শক্তি ও চেহাবায় তার থেকে অনেকটাই বড়ো।

একজন বিশাল শক্তিশালী চেহারার মহিলা। উনি তখনও মৃদুভাবে হেসে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ওই হাসিব মধ্যে কোন স্নেহ বা আন্তরিকতা ছিলোনা। তখন তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো যে তিনি যেন ব্যাপারটা খুব বসিয়ে রসিয়ে উপভোগ কবছিলেন।

টুপেন্স বলে উঠলেন "কিলার কেট!"

"আপনি আমার ডাক নাম জানেন? হ্যাঁ। আমিই হয়তো এটা ভুলে বলে ফেলেছিলাম। আমি ভগবানেব হত্যাকারীতে পরিণত হযেছি। ভগবানেবই ইচ্ছা আমি আপনাকে খুন করি। তাহলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। আপনি দেখতে থাকুন। দেখুন কেমন করে সবকিছু ঠিক করে ফেলছি।" এবার টুপেন্সকে চাপ দিয়ে বড় চেয়ারটার ধারে তিনি সবিযে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ল্যানকাস্টাব তার এক হাত দিয়ে টুপেন্সকে ধবে চেয়ারের এক দিকে ঠেলতে লাগলেন এবং ক্রমশ বেশী করে চাপ দিতে লাগলেন—ফলে টুপেন্সের পক্ষে আর যুদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছিলোনা। এদিকে মিসেস ল্যানকাস্টারের ডানহাতের ব্লেডটা ক্রমশ তাব কাছে এগিয়ে আসছিলো।

টুপেন্স ভাবলেন, "আমি ভয় পাবোনা—কিছুতেই ভয় পাবোনা।" কিন্তু ধারালো ব্লেডটা তার দিকে এগিযে আসছে। দেখে তিনি মনে মনে বললেন। "এখন আমি কি করতে পারি? এখানে লড়াই করা ব্যর্থ হবে।" আবার ভয় তাকে জড়িয়ে ধরলো—সানি রিজে প্রথম যে ভয়টা তিনি অনুভব করেছিলেন—

'এটা কি আপনার অসহায় শিশু?—'

ওটাই ছিলো প্রথম সতর্ক করে দেওয়ার প্রচেষ্টা—কিন্তু তিনি ভুল বুঝেছিলেন—তিনি জানতেন না যে এইভাবে তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিলো।

তার চোখদুটি ধারালো ব্লেডটিকে লক্ষ্য করছিলো। ওই চক্‌চক্ ধারালো ব্লেডটা দেখে ভয়ে তার মন অবশ হয়ে আসছিলো। ব্লেডটার ঠিক ওপরেই হাসিমাখা একটা মুখ দেখা যাচ্ছিলো। সেটা মিসেস ল্যানকাস্টারের—একজন মহিলা যিনি অত্যন্ত সচেতন ও যুক্তিপূর্ণ কোমলতার সঙ্গে তার কর্তব্য করতে সচেষ্ট ছিলেন।

টুপেন্স ভাবলেন, ওনাকে তো পাগলের মতো দেখাচ্ছেনা—এটা একটা অস্বস্তিজনক ব্যাপার—নিশ্চয়ই সে পাগল নয় কারণ তার নিজের মনের ধারনা সে নির্দোষ। সে মনে করে আর সাধারন বিবেকবান মানুষের মতো সেও সুস্থ স্বাভাবিক—ও টমি! টমি! এই সময় আমি নিজে থেকেই কি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম।

মাথা ঘোরা এবং অবশতা তাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেললো। তার স্নায়ুগুলো শিথিল হয়ে পড়লো এবং তিনি ভাঙ্গা গ্লাসের কাঁচের টুকরোব মধ্যে পড়ে গেলেন।

"এটাই ভালো হল—এই তো আপনি ভালো হয়ে উঠছেন—নিন এটা পান করুন মিসেস বেরেসফোর্ড।"

একটা গ্লাস তার ঠোঁটের কাছে চেপে ধরা হলো—তিনি প্রবলভাবে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন—বিষ মেশানো দুধ!— কে যেন একবার এ কথাটা বলেছিলো—বিষ মেশানো দুধের সম্পর্কে কে যেন বলেছিলো?—না তিনি কখনো এরকম দুধ খাবেন না........। না এটা তো দুধ নয়। এতো অন্য রকমের গন্ধ—

উনি নিশ্চিন্ত হলেন। এবং ঠোঁট ফাঁক করে চুমুক দিলেন।

টুপেন্স ঘ্রান নিয়ে বললেন "ব্র্যান্ডি।"

"ঠিক বলেছেন। আরেকটু পান করুন—খেয়ে যান।"

টুপেন্স আবার চুমুক দিলেন। কুশনের ওপব হেলান দিয়ে বসে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। জানলা দিয়ে একটা মইযের মাথা দেখা যাচ্ছে। জানলার ঠিক সামনেই ভাঙা গ্লাসের টুকরো মেঝেতে ছড়িয়ে অছে।

"আমি গ্লাস ভাঙার শব্দ শুনেছিলাম।" স্যার ফিলিপ ঘরে ঢুকে বললেন।

উনি ব্র্যান্ডির গ্লাসটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন এবং যে হাতটা তার মুখের কাছে ধরেছিলো, তার মুখের দিকে তাকালো।

টুপেন্স বললেন "এল গ্রেকো।"

"কি বললেন?"

"না, ও কিছুনা।"

উনি ঘরের দিকে তাকালেন।

"মিসেস ল্যানকাস্টার কোথায়?"

"উনি,—পাশের ঘরে—বিশ্রাম নিচ্ছেন—।"

"আচ্ছা আমি দেখছি।" কিন্তু টুপেন্স নিশ্চিত ছিলেন না তাকে দেখবে কিনা। তিনি তখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ঠিক একটা মাত্র ধারনা এখন তার মাথায় এল—

তিনি ধীরে ধীরে এবং সন্দিগ্ধ গলায় বললেন "স্যার ফিলিপ স্টারকে! যা দেখছি তা কি ঠিক?"

"হ্যাঁ। আপনি কেন 'এল গ্রেকো' কথাটা বলছেন?"

"দুর্ভাগ্যের জন্য।"

"একটু বুঝিয়ে বলুন।"

"ওই ছবিটা টোলেডোতে— অথবা প্র্যাডোতে — আমি ভেবেছিলাম অনেক অনেক দিন আগে — না বহুদিন অগে নয় —।" তিনি কিছু একটা চিন্তা করতে লাগলেন — হঠাৎ কিছু একটা আবিষ্কার করেছেন এরকম ভাবে বললেন— "গত রাতে একটা পার্টি হয়েছিলো — পল্লীগ্রামে —।"

স্যার ফিলিপ তাকে উৎসাহিত করাব ভঙ্গিতে বললেন, "আপনি চমৎকার ভাবে এগোচ্ছেন।" এটা খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে এখানে বসে কোথাও অথবা এখানে এই ভাঙ্গা কাচ ছড়ানো মেঝেব মধ্যে এই ঘরে বসে, ও লোকটির সাথে কথা বলা — ব্যথাকাতর মিলন মুখে—

"আমি সানি রিজেই একটা ভুল করে ফেলেছিলাম আমি তার সম্বন্ধে খুব ভুল করে ফেলেছিলাম। আমি ভযে পেয়ে গেছিলাম। তখনই একটা ভয়ের স্রোত আমার মধ্যে নেমে এসেছিলো। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরেছি ওটা ভুল হয়ে গেছে। আমি ভুল ধরেছিলাম। আমি তাকে দেখে ভয় পাইনি—আমি ভেবেছিলাম কোন একটা দুর্ঘটনা তার উপর ঘটেছে— আমি তাকে রক্ষা করতে—তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। আমি—' টুপেন্স সন্দেহের চোখে স্যার ফিলিপের দিকে তাকালেন। "আপনি বুঝতে পারছেন? নাকি আমার কথাগুলো নির্বোধের মতো শোনাচ্ছে?"

"আমি যেভাবে বুঝতে পারছি, সেভাবে বোঝার মতো পৃথিবীতে আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই।"

টুপেন্স ভুরু কুঁচকে তার দিকে চেয়ে রইলো।

উনি যার কথা বলছেন সে কে? তবে কি উনি মিসেস ল্যানকাস্টারের কথা বলছেন? না কি মিসেস ইয়র্ক — না...না তা তো হতে পারে না—' এমনভাবে কথাটা বললেন যেন এক্ষুনি গাছ থেকে একটা গোলাপফুল তুললেন—ওই মহিলাটি কে? তবে কি উনি নিজেই?

ফিলিপ স্টারকে গম্ভীর স্বরে বললেন:

'উনি কে? উনি কি জন—সত্যিকারের জন?"

"উনি কে? যার ভুরুতে ঈশ্বরের চিহ্ন আঁকা রয়েছে?"

"আপনি কি কখনো পিয়ার জিন্টের লেখা পড়েছেন মিসেস বেরেসফোর্ড?" ফিলিপ জানলার কাছে গিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন—তারপর দ্রুত এদিকে ঘুরলেন।

"উনি ছিলেন আমার স্ত্রী। ভগবান আমাকে সাহায্য করুন।"

"আপনার স্ত্রী—কিন্তু উনি তো মারা গেছেন — গীর্জার পাথরের ফলকে—।"

"উনি বিদেশেই মারা গেছেন। সেই গল্পটা সর্বদা আমার মাথায় ঘুরছে—এবং তার স্মরনে গীর্জায় একটা পাথরের ফলক দান করেছি।"

"লোকেরা অল্পবয়সী বিপত্নীককে বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করতে পছন্দ করেনা সেইজন্যই আমি

এখানে থাকতাম না।"

"কোন কোন লোক বলে থাকে উনি নাকি আপনাকে পরিত্যাগ করেছিলেন?"

"এটাও একটা মেনে নেওয়ার মতোই গল্প বটে— "

"যখন আপনি দেখলেন—শিশুদের ব্যাপার—তখন নাকি আপনি তাকে নিয়ে দূরে চলে গেছিলেন—"

"শিশুদের সম্বন্ধে আপনি এরকমই জানেন তাহলে।"

"উনি আমাকে একথা বলেছিলেন—আমার অবশ্য এটা শুনে মনে হয়েছিলো—অবিশ্বাসযোগ্য"।

"বেশীর ভাগ সময়েই সে স্বাভাবিক থাকতো—কেউ কিছু কল্পনাই করতে পারতোনা—কিন্তু পুলিশই প্রথমে তাকে সন্দেহ করতে শুরু করে—তখন আমাকে অ্যাকশন নিতে হয়েছিলো—আমার তাকে বাঁচাতে হয়েছিলো—তাকে রক্ষা করতে হয়েছিলো—আপনি বুঝতে পারছেন? আমি কি বলতে চাইছি আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন তো?"

টুপেন্স বললেন, "হ্যাঁ, আমি ভালোভাবেই বুঝতে পারছি।

"একসময়—উনি এত সুন্দর ছিলেন—" তার গলাটা একটু কেঁপে গেলো। "আপনি তাকে দেখুন তাকে—ওইখানে।" তিনি দেওয়ালের একটা ছবির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করলেন। "ওয়াটার লিলি—সে একজন বেপরোয়া মেয়ে ছিলো—সর্বদাই—তার মা ছিলেন একজন অপরাধী দলের লোক—অনেক দিনের পুরানো পরিবার—মায়ের নাম হেলেন ওয়ারেণ্ডার—তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছিলেন—ওয়াটার লিলি খুব দুর্ভাগ্যের সঙ্গে মানুষ হয়েছিলো—একজন জেলঘুঘুর মেয়ে স্টেজে অভিনয়কে পেশা হিসেবে বেছে নিলো—তাকে নর্তকী হিসাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিলো—তার সেরা অভিনীত চরিত্র ছিলো ওয়াটার লিলি। তারপর সে অপরাধী দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো উত্তেজনার জন্য— তাদেরকে কলা দেখিয়ে সে পবিত্র অবস্থায় তাদের হাত থেকে পালিয়ে গেলো—সে সর্বদাই হতাশ হয়ে থাকতো—।"

"যখন সে আমাকে বিয়ে করে তখন তার সবকিছুই শেষ হয়ে গেছে—সে স্থিরভাবে থিতু হয়ে সংসার করতে চেয়েছিলো—শান্তিপূর্ণভাবে জীবন কাটাতে চেয়েছিলো—শিশুদের নিয়ে একটা পারিবারিক সুখী জীবন চেয়েছিলো—আমি ধনী ছিলাম—সে যা চেয়েছিলো আমি সবই তাকে দিতে পারতাম কিন্তু আমাদের কোন বাচ্চা হয়নি। আমাদের দুজনের কাছে এটা ছিলো দুঃখজনক ব্যাপার। তারপর তার মনে একটা অপরাধ প্রবনতা জেগে উঠতে শুরু করলো—হয়তো সে একটু মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলো—আমি জানিনা কি কারণে সে তার এসব হয়েছিলো?—সে ছিলো—।"

তার মুখে একটা হতাশার ভাব ফুটে উঠলো। "আমি তাকে ভালোবাসতাম—আমি সর্বদাই তাকে ভালোবাসতাম—সে কেমন ছিলো অথবা কি করেছিলো সেটা আমার কাছে কোন ব্যাপারই ছিলোনা—আমি সর্বদা তাকে নিরাপদে রাখতে চেয়েছিলাম। সে সারা জীবনের জন্য জেলে বন্দী হয়ে কষ্টভোগ করবে এটা আমি চাইনি—এবং সেইজন্যই আমরা অনেকদিনের জন্য তাকে নিরাপদে রেখেছিলাম।"

"আমরা মানে?"

"নেলী। আমার প্রিয় বিশ্বাসী নেলী ব্লাই। আমার প্রিয় নেলী ব্লাই! সে খুব ভালো। কি চমৎকার ভাবে পরিকল্পনা করে সবকিছু করে সে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলো। বৃদ্ধা মহিলাদের জন্য আরামদায়ক ও বিলাসবহুল হোম সে খুঁজে বার করেছিলো। সেখানে কোন লোভের ব্যাপার নেই—কোন শিশুদের ব্যাপার নেই—হোমে বাচ্চাদের প্রবেশ নিষেধ। এই হোমগুলো লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিত—ক্যাম্বারল্যাণ্ড—নর্থ ওয়েলস—হোমে কোন লোকই তাকে ঐ স্থানের লোক বলে চিনতে পারবেনা—আমরা সেরকমই ভেবেছিলাম। এই হোমের ব্যাপারটা মিঃ একলেসের পরামর্শমতো হয়েছিলো। উনি একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন উকিল—তার ফি অত্যন্ত বেশী—কিন্তু তার ওপর আমি নির্ভর করেছিলাম।"

টুপেন্স বললেন "ব্ল্যাকমেল?"

"আমি কখনোই এরকম মনে করিনি, উনি একজন বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন—।"

"ছবিতে 'ওয়াটার লিলি' লেখা নৌকাটি এঁকেছিলো কে?"

"তাকে খুশী করার জন্য আমিই এটা এঁকেছিলাম। ওই ছবি দেখে স্টেজে অভিনীত বিজয়ীর কথা তার মনে পড়তো। এটা ছিলো বসকোওয়ানেরই একটা ছবি। সে তাব ছবিটা পছন্দ করতো। তারপর একদিন সে কালো কয়লা দিয়ে ব্রীজের ওপর একটা নাম লিখেছিলো (ছবির মধ্যে) —একটা মৃত শিশুর নাম—তাই ওই নামটাকে ঢাকবার জন্য আমি একটা নৌকা এঁকে তার ওপর ওয়াটার লিলি লিখে দিয়েছিলাম।"

দেওয়ালের ওই দরজাটা দুলে উঠেই খুলে গেল। বন্ধুভাবাপন্ন ডাইনীটি সেই দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

উনি প্রথমে টুপেন্স ও পরে ফিলিপেব দিকে তাকালেন। উনি বেশ স্বাভাবিক দৃঢ়স্বরেই বললেন, "আবাব সব ঠিক হয়ে গেছে তো?"

টুপেন্স বললেন, "হ্যাঁ।" বন্ধু ভাবাপন্ন ডাইনীর একটা ব্যাপারে টুপেন্সব খুব অবাক লাগলো। তিনি দেখলেন সে কোন গণ্ডগোল কবলোনা।

"আপনার স্বামী নীচে মোটরে অপেক্ষা করছেন? আমি তাকে বলেছি আমি ওপরে গিয়ে আপনাকে তার কাছে পাঠিয়ে দেবো। আপনি তাই চান তো?"

টুপেন্স বললেন, "আমি এটাই চাই।"

তিনি শোবাব ঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মিসেস ল্যানকাস্টার কি এখানে আছেন?"

স্যাব ফিলিপ বললেন, "হ্যাঁ।"

মিসেস পেরী শোবার ঘরে গিয়ে আবার বেরিয়ে এলেন। মিসেস পেরী ফিলিপের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "আমি দেখছি—"

"সে মিসেস বেরেসফোর্ডকে একগ্লাস দুধ খাবার জন্য সাধাসাধি করছিলেন কিন্তু তিনি তা পান করতে চাননি।"

"তাহলে কি আমি বলবো উনি নিজেই সেটা পান করেছেন?"

স্যার ফিলিপ ইতস্তত করে বললেন, "হ্যাঁ,"

মিসেস পেরী বললেন, "ডঃ মার্টিমার পরে আসবেন।"

মিসেস পেরী টুপেন্সকে উঠে দাঁড়াবার জন্য সাহায্য করতে এলেন কিন্তু টুপেন্স কারুর সাহায্য

ছাড়াই উঠে দাঁড়ালেন।

টুপেন্স বললেন, 'আমার আঘাত লাগেনি, আমি শুধু শক্ পেয়েছিলাম মাত্র—এখন আমি পুরোপুরি ঠিক আছি।' তিনি স্যার ফিলিপের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। কারও মুখেই কোন কথা নেই। মিসেস পেরী দরজার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন।

অবশেষে টুপেন্সই কথা বললেন, "এখানে আমার কিছুই করার নেই, তাইনা? কিন্তু একটা প্রশ্ন রয়ে গেল।

স্যার ফিলিপ বললেন, "প্রশ্নটা হল : সেদিন নেলী ব্লাই আপনাকে গীর্জার চত্বরে মাথায় আঘাত করেছিলো।"

টুপেন্স মাথা নেড়ে বললেন, "আমিও সেটা বুঝতে পেরেছিলাম।"

"তার বুদ্ধি গুলিয়ে গেছিলো। সে ভেবেছিলো আপনি হয়তো আমাদের গুপ্ত খবর জেনে গেছেন। আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত যে অনেক অনেক বছর ধরে আমি তার মাথার ওপর ভয়ঙ্কর একটা কাজের ভার চাপিয়ে রেখেছি। তার সহ্য শক্তি ও বুদ্ধি একটু কমে আসাই স্বাভাবিক।"

"আমি মনে করি সে আপনাকে খুব ভালোবাসে কিন্তু এখন আমরা মনে করিনা যে মিসেস জনসনের খোঁজে যাবো। আপনিও হয়তো তাকে খুঁজতে বলবেন না। "

"আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।" আবার কিছুক্ষনের নীরবতা। মিসেস পেরী ধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন। টুপেন্স তার দিকে তাকিয়ে ভাঙা জানালার কাছে গিয়ে নীচের শান্ত খালের দিকে তাকালেন।

"হ্যাঁ। আমি মনে করিনা যে আমি আর কখনো বাড়িটাকে দেখতে পাবো। আমি এখন খুব গভীর দৃষ্টিতে এটা দেখে নিচ্ছি যাতে আমি এটাকে চিরকাল মনে রাখতে পারি।"

"আপনি কি এটা মনে রাখতে চান?"

"হ্যাঁ চাই। একজন আমাকে বলেছিলেন এই বাড়িটা ভুল কাজে ব্যবহার করা হত। তারা কেন একথা বলেছিলেন এখন বুঝতে পেরেছি।"

স্যার ফিলিপ দুচোখে প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে তাকিয়েও কিছু বললেন না।

টুপেন্স জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার খোঁজে কে আপনাকে পাঠিয়েছিলেন?"

"এমা বসকোয়ান।

"আমিও মিসেস বসকোয়ানের কথাই ভেবেছিলাম।"

টুপেন্স মিসেস পেরীর সাথে গুপ্ত দরজার মধ্য দিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

মিসেস বসকোয়ান টুপেন্সকে বলেছিলেন যে এটা প্রেমিক-প্রেমিকাদের বাড়ি। এবং এইভাবেই তিনি (মিসেস ল্যানকাস্টার) বাড়িটাকে ছেড়ে চলে গেলেন। এখানে দুজন প্রেমিক প্রেমিকা ছিলেন। একজন মৃত এবং অন্যজন খুব কষ্ট ভোগ করছেন ও বেঁচে আছে....।

তিনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে মোটরে টমির কাছে দাঁড়ালেন। তিনি মিসেস পেরীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লেন।

টমি বললেন, "টুপেন্স।" টুপেন্স উত্তরে বললেন "আমি জানি।"

টমি বললেন, "এরকম কোরনা। আর কখনো এরকম কোরনা।"

"আমি আর করবোনা।"

"তুমি এখন বলছো, কিন্তু পরে আবার করবে।"

"না...আমি করবোনা। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে।"

টমি স্টার্টারে চাপ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলেন। টুপেন্স বললেন, "বেচারা নেলী ব্রাই।"

"এরকম বলছো কেন।"

"ফিলিপ স্টারকে সে এমনভাবে ভালোবাসে যে তার জন্য এত বছর ধরে সবকিছু করলো—প্রভুভক্ত অবহেলিত কুকুরের ভাগ্যে যেরকম ঘটে থাকে তার ভাগ্যও ঠিক সে-রকম।"

টমি বললেন "ননসেন্স! আমার মনে হয় সে প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করেছে।"

"কিছু কিছু মহিলারা এরকম করে থাকে।"

টুপেন্স বললেন, "হৃদয়হীন শয়তান!"

"তুমি কোথায় যেতে চাও? মার্কেট বেসিং এর 'ল্যাম্ব এ্যাণ্ড ফ্ল্যাগে' তো?"

টুপেন্স বললেন, "না, আমি এখন বাড়ি যেতে চাই। টমাস বাড়িতে, এবং সেখানেই থাকতে চাই।"

মিঃ বেরেসফোর্ড বললেন, "সবকিছুর প্রতি 'আমেন" (বাইবেলের প্রার্থনা) এবং যদি এ্যালবার্ট ওই পুড়ে যাওয়া চিকেন দিয়ে আমাদেব অভ্যর্থনা করতে আসে তবে আমি তাকে মেরেই ফেলবো।"

অনুবাদ ✍ সব্যসাচী সিংহ

দি ক্যারিবিয়ান মিস্ট্রি

এক ❑ গল্প বললেন মেজর প্যালগ্রেভ

"এই কেনিয়ার কথাই ধরুণ," বললেন মেজর প্যালগ্রেভ। 'এমন বহু লোক দেশটা সম্বন্ধে বহু কথা বলছে যারা সেই সম্বন্ধে কিছুই জানে না। আমি ওখানে চোদ্দ বছর কাটিয়েছি। আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সময়টাই বলা যায়—।'

মিস মার্পল সামান্য মাথা নোয়ালেন, অবশ্য নিছক ভদ্রতার খাতিরে। মেজর প্যালগ্রেভ তাঁর সাদামাটা জীবনের রোমন্থন করতে থাকায় মিস মার্পল নিজের চিন্তাভাবনায় নির্বিঘ্নে মগ্ন ছিলেন। এটা তাঁর একটা অভ্যাসই বলা যায়। বদলায় শুধু স্থান কাল পাত্র। অতীতে বিষয়বস্তু হতো মূলত ভারতবর্ষ। একরাশি মেজর কর্ণেল, লেফটেনেন্ট-জেনারেল এবং কিছু পরিচিত শব্দ। সিমলা, বেয়ারা বাঘ, ছোটা হাজারি, টিফিন, খিদমৎগার ইত্যাদি। মেজর প্যালগ্রেভের ক্ষেত্রে সোয়াহিলি। ধরণটা কিন্তু কার্যত একই। অতীতের সুখের দিনগুলিকে স্মৃতিচারণের মাধ্যমে নতুন করে পাওয়ার জন্য উপলক্ষ্য হিসাবে শ্রোতাব প্রয়োজন তো হবেই বৃদ্ধদের। সেই সব দিনগুলি, শরীর যখন ছিল মজবুত , দৃষ্টিশক্তি ছিল প্রখর, শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ, এঁরা কেউ কেউ ছিলেন সুদর্শণ সৈনিক সুলভ বৃদ্ধ। কেউ কেউ অদ্ভুত রকম শ্রীহীন। মেজর প্যালগ্রেভ তাঁর লালচে মুখ, একটি কাঁচের চোখ এবং সেদ্ধ করা ব্যাঙের মতো চেহারার দরুন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন।

মিস মার্পল এঁদের সবাব প্রতি সমান উদার ছিলেন। স্থির হয়ে বসে থেকে মাঝে মাঝে সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে নিজস্ব চিন্তা করার অবসরে উপভোগ্য কিছু থাকলে তা উপভোগ করতে থাকেন—এ ক্ষেত্রে যেমন ক্যারিবিয়ানের ঘন নীল সমুদ্রের মনোরম দৃশ্য।

রেমণ্ডের সদাশয়তাব কথাই তিনি ভাবছিলেন। বৃদ্ধা পিসীর জন্য সে কেন এবকম ঝামেলা করে তা মিস মার্পল জানেন না। বিবেকের দরুণ হয়তো, অথবা পারিবারিক দায়বোধ? কিম্বা, হয়তো সে সত্যিই তাঁকে পছন্দ করে।

মোটের উপর, তাঁর মনে হয় রেমণ্ড তাঁকে পছন্দই করে, বরাবরই। তবে খানিকটা যেন উদ্ধতভাবেই। সে সব সময়ই পিসীকে যুগোপযোগী করে তুলতে চায়। সেই জন্য মাঝে মাঝে বই পড়তে পাঠায়—আধুনিক উপন্যাস। সেগুলি কিছু অপ্রীতিকর লোকের বিষয় যারা খুব অদ্ভুত কিছু কাজ করে, এবং তারা তা উপভোগ করে উঠতে পারে না বলেই মনে হয়। যেমন মিস মার্পলের কৈশোরে "যৌন" কথাটার উল্লেখ-ই হতো না। কিন্তু তার অস্তিত্ব বেশ ভালো রকমই ছিল। এবং উল্লেখ না হলেও তখনকার লোক এটি বেশীই উপভোগ করতো। অন্ততঃ মিস মার্পলের সেরমই মনে হয়। তখন সেটাকে "পাপ" মনে করা হলেও বর্তমানের থেকে ভাল ছিল। বর্তমানে এটা প্রায় একধরণের কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

এক মুহূর্তের জন্য তাঁর দৃষ্টি কোলে খোলা পড়ে থাকা বইটার উপর গিয়ে পড়ল। তিনি তেইশ পাতা অবধি পড়ে উঠতে পেরেছিলেন (এবং আর এগোবার ইচ্ছে তাঁর মনে জাগে নি।)।

"তুমি বলতে চাও তোমার সঙ্গমের অভিজ্ঞতা তোমার একেবারেই হয়নি? "যুবকটি অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করলো।" উনিশ বছর বয়সেও? কিন্তু এটা হওয়া দরকার। এটা খুব প্রয়োজন।"

মেয়েটি বিষন্ন মুখে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকায় মাথার তৈলাক্ত চুল মুখের উপর এসে পড়ে।

'জানি।' চাপা স্বরে সে বলে, 'আমি জানি।'

ছেলেটি তার দিকে তাকাল—রঙচটা পুরোনো জার্সি, খালি পা, নখের ডগায় জমে থাকা ময়লা, বিস্বাদ চর্বির মতো গন্ধ। সে ভাবার চেষ্টা করলো কেন মেয়েটি তাকে এতো আকর্ষণ করলো এবং কি করে?

মিস মার্পলও ভাবছিলেন। সত্যিই সঙ্গমের অভিজ্ঞতা যেন আয়রণ টনিক, ধরে খাইয়ে দিতে হবে। বেচারি.......

রেমণ্ড বলেছিল," জেন পিসী, উটপাখীর মতো বালিতে মাথা গুঁজে বসে থাকার কারণটা কি? সবল গ্রাম্য জীবনেই মুখ গুঁজে কাটিয়ে দিলেন। "প্রকৃত জীবন"—সেটাই তো আসল কথা।"

এবং জেন পিসী প্রকৃত অর্থে লজ্জিত হয়ে স্বীকার করেছিলেন যে সত্যি তিনি প্রাচীন মনোভাবাপন্ন।

বাস্তবে গ্রাম্য জীবন আদপেই সরল নয়। রেমণ্ডকে তো লোকেরা এতো কম জানে! আঞ্চলিক যাজক-পল্লীতে কার্যকালে জেন মার্পল গ্রামীণ জীবন প্রসঙ্গে ভালই জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি কথা বলতে আগ্রহী নন —কিন্তু তিনি জানেন। যথেষ্ট পরিমানে যৌন সম্পর্ক—স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক। ধর্ষণ, সব রকমের বিকৃত কমানা। (এমন কিছুও আছে যা অক্সফোর্ডের বই-লিখিয়ে যুবকেরা কখনো শোনেও নি)।

মিস মার্পল আবার ক্যারিবিয়ানে ফিরে এসে মেজর প্যালগ্রেমের কথায় মনোযোগ দিলেন।

'বিচিত্র অভিজ্ঞতা", উৎসাহ দিয়ে বললেন তিনি। "রোমাঞ্চকর"।

"আপনাকে আরও বলতে পারি। অবশ্য কিছু কথা ভদ্রমহিলার শোনার উপযুক্ত নয়।"

দীর্ঘকাল অভ্যাসের দরুণ মিস মার্পল তাঁর চোখের পাতা নামাতে চাইলেন। মেজর প্যালগ্রেভ উপজাতির রীতিনীতি রঙ চড়িয়ে বলতে থাকায় মিস মার্পল স্বচ্ছন্দে তাঁর প্রিয় ভাইপোর কথা আবার ভাবতে লাগলেন।

রেমণ্ড ওয়েস্ট পেশায় ঔপন্যাসিক, এবং সাফল্যের দরুণ রোজগারও ভাল। সে যতটা পারে তার পিসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের চেষ্টা করে। শীতকালে পিসীর নিউমোনিয়া হওয়ায় ডাক্তার রৌদ্রজ্জ্বল অঞ্চলে সময় কাটানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। রেমণ্ড তখনই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কথা বলে। মিস মার্পল নারাজ ছিলেন—খরচ, দূরত্ব, যাতায়তের অসুবিধা, সেন্ট মেরী মীড-এ তাঁর বাড়ি, প্রভৃতি কারণে। রেমণ্ডই সব বন্দোবস্ত করে দেয়। ওর এক লেখক বন্ধু একটা বই লেখার জন্য গ্রামাঞ্চলে একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজছিল। "ও-ই বাড়ির দেখাশোনো করবে। তবে ও একটু অদ্ভুত। মানে—ঈষৎ লজ্জা পেয়েই রেমণ্ড থেমে যায়—জেন পিসীও নিশ্চয়ই "অদ্ভুত" এর অর্থ বুঝে যাবেন অভিজ্ঞতা থেকে।

এরপরই রেমণ্ড বাকি প্রসঙ্গে চলে যায়। ভ্রমণটা বর্তমানে কিছুই নয়। জেন পিসী প্লেনে যাবেন—এক বান্ধবী, ডায়না হরক্স ত্রিনিদাদ অবধি পিসীর খেয়াল রাখতে পারবে। সঁ্য অনোরেতে

পিসী স্যাণ্ডার্সনদের গোল্ডেন পাম হোটেলে থাকবেন। ভারি ভালো দম্পতি—ওরাই পিসীর খেয়াল রাখবেন।

রেমণ্ডের অজান্তে, স্যাণ্ডার্সনেরা ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের উত্তরসূরী কেণ্ডালরাও খুব ভালো এবং মিশুকে। তারা রেমণ্ডকে আশ্বস্ত করে। প্রয়োজনে দ্বীপে খুব যোগ্য ডাক্তার পাওয়া যাবে, এবং তারা স্বয়ং পিসীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখবে।

তারা কথাটা রেখেছে। মলি কেণ্ডাল এক বিশ বছরের স্বর্ণকেশী যুবতী, মনখোলা এবং হাসি খুশি। মিস মার্পলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর পর থেকেই তার সব প্রয়োজনের দিকেই মলির কড়া নজর। টিম কেণ্ডাল, মলির স্বামী দয়ার প্রতিমূর্ত হয়েই ছিল। টিম কৃশ। গায়ের রঙ ময়লা, বয়স তিরিশের কোঠায়।

এই হলো মিস মার্পলের ক্যারিবিয়ান সাগরে ছুটি কাটাতে আসার ভূমিকা। সম্পূর্ণ নিজের জন্য একটি বাংলো, ফরমায়েস পালনের জন্য কিছু সদাহাস্য ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান মেয়ে, খাবার ঘরে খাদ্যসূচী নিয়ে টিম কেণ্ডালের ঠাট্টা, বাংলো থেকেসমুদ্রসৈকতে যাওয়ার সহজগম্য রাস্তা, সৈকতে বাস্কেট চেয়ারে বসে সমুদ্র স্নান করতে দেখা, এমন কি মিস্টার রাফিয়েল, ডক্টর গ্রাহাম, ক্যানন প্রেসকট ও তাঁর বোন এবং বর্তমান সঙ্গী মেজর প্যালগ্রেভের মতো ব্যক্তিদের সঙ্গ—এর থেকে বেশী এক বৃদ্ধা আর কী চাইতে পারে?

কিন্তু নিজের ভাবতেও খারাপ লাগা সত্ত্বেও মিস মার্পল স্বীকার করতে বাধ্য, তিনি সন্তুষ্ট নন।

উষ্ণ এবং মনোরম, হ্যাঁ—তাঁর বাতের পক্ষে ভাল। চোখ জুড়ানো দৃশ্য, যদিও একটু একঘেয়ে। এতোগুলি তাল গাছ আর প্রত্যেকটি দিনই একদম একরকম, কখনো কিছু ঘটছে না। বরং সেন্ট মেরীমীডে সর্বক্ষণই কিছু না কিছু ঘটে চলেছে। তাঁর ভাইপো সেন্ট মেরীমীডের জীবনকে পাঁকের মতোই নির্জীব বলেছিল একদিন, তাতে মিস মার্পল বলেছিলেন মাইক্রোস্কোপে দেখা যাবে সেই পাঁকের মধ্যে প্রাণের নিদর্শন থাকবে ব্যাপক হারে। হ্যাঁ, সেন্ট মেরীমীডে জীবন ঘটনাবহুল—শ্রীমতী লিনেটের কাশির ওষুধে গোলমাল-পোলগেটের বিচিত্র ব্যবহার-জো আর্ডেন ও তার স্ত্রীর ঝগড়ার আসল কারণ। মানব জীবনের দৈনন্দিন এই সব সমস্যা থেকে জন্ম নেয় অফুরন্ত জল্পনা-কল্পনা। এখানে যদি যে রকম কিছু থাকত।

হঠাৎ সম্বিৎ ফেরায় মিস মার্পল বুঝলেন মেজর প্যালগ্রেভ কেনিয়ার প্রসঙ্গ বদলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। এবং আচমকাই তিনি সাগ্রহে মিস মার্পলকে জিজ্ঞাসা করেছেন, "ঠিক কি না, বলুন?"

দীর্ঘ অভ্যাসে এ-ধরণের প্রশ্নের উত্তর অনায়াসেই দিতে পারেন মিস মার্পল।

"আমার জীবনটা বড়ই নিস্তরঙ্গ। কোনো মতামত দেওয়ার পক্ষে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হয় না।"

"নিস্তরঙ্গ জীবনই তো ভাল, মহাশয়া, ঢের ভালো।"

"আপনার জীবন বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ," বললেন মিস মার্পল, তাঁর অন্যমনস্কতার জন্য দায়ভার লাঘব করতে তিনি তখন বদ্ধ পরিকর।

"মন্দ নয়," সন্তুষ্ট সুরে বললেন মেজর, "একেবারেই নয়"। তারিফের চোখে চারিদিকে

তাকাতে তাকাতে বললেন, "অনবদ্য জায়গা, যাই বলুন।"

"সত্যিই।" মিস মার্পল কিন্তু আর চেপে রাখতে পারলেন না। "আচ্ছা, এখানে কি কখখনো কিছু ঘটে না?"

মেজর অবাক হয়ে তাকালেন।

"দিব্যি ঘটে। কেচ্ছার ছড়াছড়ি। আমি-ই গুটি কয়েই বলতে পারি।"

মিস মার্পল ঠিক কেচ্ছা চাইছিলেন না। কেচ্ছায় মাথা খাটানোর কোনো উপায় নেই। নারী-পুরুষে ঢাকঢোল পিটিয়ে সঙ্গী বদলাচ্ছে, যেটা কিনা সলজ্জভাবে চুপচাপে সম্পন্ন করা উচিত।

"এখানে একটা খুনও হয়েছিল বছর দুয়েক আগে, নাম হ্যারি ওয়েস্টার্ণ। কাগজে বিশাল আলোড়ন হয়েছিল। আপনার মনেও আছে বোধহয়।"

মিস মার্পল নিরুৎসাহে সম্মতি জানালেন, খুনটা তাঁর পছন্দসই ছিল না। আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল কারণ সংশ্লিষ্ট সকলেই ছিল বিশাল ধনী। হ্যারি ওয়েস্টার্ণ যে তাঁর স্ত্রীর প্রেমিক কাউন্ট দ্য ফেরারিকে গুলি করেছিলেন, এবং তাঁর অ্যালিবাই যে মোটা দামে কেনা হয়েছিল, এই দুটো ঘটনাই প্রায় চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়। উপস্থিত সকলেই মদে ডুবে ছিল এবং ড্রাগাসক্তদের বাহুল্য ছিল দৃষ্টিকটু রকমের। দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় মনে হলেও আগ্রহ জাগানোর মতো লোক ছিল না কেউই। মিস মার্পলের পছন্দসই অবশ্যই নয়।

"আর সত্যি কথা বলতে কি, সেই সময়ে ওইটাই একমাত্র খুন ছিল না," বলে মেজর চোখ টিপলেন। "আমার সন্দেহ—যাকগে—"

মিস মার্পলের উলের গোলা পড়ে যাওয়ায় মেজর সেটা তুলে দিয়ে বলতে থাকলেন, "খুনের কথায় মনে পড়ল, আমি একবার একটা অদ্ভুত কেসের কথা জানি—তবে নিজে জড়িত ছিলাম না।"

মিস মার্পল উৎসাহব্যঞ্জকভাবে হাসলেন।

"একদিন ক্লাবে, বুঝলেন, কথায় কথায় একজন একটা কাহিনী বলেন। লোকটা ডাক্তার, এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছিলেন, একদিন মাঝরাতে এক যুবক এসে ভদ্রলোককে ডেকে তোলে। যুবকের স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। বাড়িতে ফোন না থাকায় দড়িটা কেটে স্ত্রীকে নামিয়ে গাড়ি নিয়ে ডাক্তারের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল। স্ত্রী তখনও মারা যায় নি কিন্তু তার খুব একটা বাকিও ছিল না। যাকগে, মহিলা বেঁচে যান। যুবকটি আনন্দে কেঁদে ফেলেছিল। কিছু দিন যাবৎ যুবকটি স্ত্রীর ব্যবহারে অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ্য করেছিল, মাঝে-মাঝেই বিষাদগ্রস্থ থাকত তার স্ত্রী। কিছুদিন সব ঠিক ছিল। কিন্তু একমাস বাদে ঘুমের ওযুধ বেশী মাত্রায় খেয়ে মহিলা আত্মহত্যা করে।"

মেজর প্যালগ্রেভ একটু থেমে কয়েকবার মাথা নাড়লেন, তাঁর বলা শেষ হয়নি বুঝে মিস মার্পল অপেক্ষা করতে লাগলেন।

"খুবই সাধারণ ব্যাপার, মানসিক ভারসাম্যহীনা নারী, খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এর এক বছর বাদে এই ডাক্তারটি আরেক ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। অন্য ডাক্তারটি এক মহিলার কথা বলেন যিনি জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, তাঁর স্বামী তাঁকে বাঁচান, ডাক্তার ডাকেন এবং সুস্থ করে তোলেন। এর কয়েক সপ্তাহ পরে ভদ্রমহিলা গ্যাসের সাহায্যে আত্মহত্যা করেন।

'আরে, কি আশ্চর্য সমাপতন।' আমার পরিচিত ডাক্তারটি বলেন। "আমি প্রায় একই ধরণের একটা কেস পেয়েছিলাম। ভদ্রলোকেব নাম জোনস বোধহয়। তোমার লোকটির নাম কী?'

'মনে করতে পারছি না। বোধহয় রবিনসন, জোন্স নয়।'

দুজনেরই খটকা লাগে। তখন আমার পরিচিত ডাক্তারটি একটি ফটো দেখিয়ে অন্যজনকে বলে, 'এই সেই লোকটি। কয়েকটি খুঁটিনাটি জানতে আমি পরদিন ওদের বাড়ি যাই। দরজার সামনে এক শ্রেনীর হিবিসকাস ফুল দেখতে পাই যা আমি এদেশে আগে দেখিনি। গাড়িতে রাখা ক্যামেরা দিয়ে ছবিটা তোলার সময়ে লোকটি বেরিয়ে আসায় তার ছবিও উঠে যায়, অবশ্য বোধহয় তাঁর অজ্ঞাতেই।' অন্য ডাক্তারটি ছবিটা দেখে বলেন, 'একটু ঝাপসা দেখাচ্ছে—তবু আমি হলফ করে বলতে পারি প্রায় নিশ্চিত হয়েই—এই সেই লোকটি।'

"আমি জানিনা ব্যাপারটা এর পর আব গড়িয়ে ছিল কিনা। মনে হয় জোন্স বা রবিনসন গা ঢাকা দিতে পেরেছিল। কিন্তু বিবরণটা অদ্ভুত নয়। মানে এরকম ঘটে বলে মনেই হয় না"।

"আমার মনে হয়।" শান্তভাবে বললেন মিস মার্পল। "প্রায় প্রতিদিনই এরকম ঘটে।"

"এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?"

"কেউ যদি এমন একটা ফর্মূলা পেয়ে যায় সেটা খুব কার্যকবী, সে থামবে না। চালিয়ে যাবে।"

"মানে, সেই "স্নানের টবে কনে"-র মতো ব্যাপার।"

"হ্যাঁ, অনেকটা সেই বকম।"

"ডাক্তার আমাকে ছবিটা দিয়েছিলেন—মেজর প্যালগ্রেভ তাঁর জিনিসে-ঠাসা ব্যাগ ঘাঁটতে ঘাঁটতে বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, "হাজার রকম জিনিস রয়েছে—কেন যে রেখে দিয়েছি নিজেও জানিনা।"

মিস মার্পলের মনে হল, তিনি জানেন। ঐগুলি মেজরের সম্ভারেবই অংশ। গল্পে রঙ চড়াতে ওগুলির প্রয়োজন। যে কাহিনীটা সবে শেষ করেছেন সেটা শুরুতে এরকম ছিল না বলেই তাঁর মনে হল। বারবার বলতে বলতে গল্পটার রূপ অনেকটাই বদলেছে।

মেজর তখনও ব্যাগ ঘাঁটতে ঘাঁটতে অস্ফুট স্বরে বলে চলেছেন— ! মনেই হবে না—কোথায় রাখলাম—আহ্—এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল—কি চমৎকার হাতির দাঁত! আপনাকে দেখাতেই হবে—"

মেজর থামলেন, একটা ছোট ফটো বার করে খুঁটিয়ে দেখলেন। "জনৈক খুনীর ছবি দেখতে চান আপনি?"

ছবিটা দিতে গিয়ে, মেজর হঠাৎই থেমে গেলেন। মিস মার্পলের ডান কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকায় তাঁকে যেন সেদ্ধ করা ব্যাঙের মতোই দেখাচ্ছিল। সেদিক থেকে তখন পদধ্বনি এবং কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল।

"যাচ্ছলে, আমি মানে, " মেজর তড়িঘড়ি সমস্ত জিনিস তাঁব ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে সেটি পকেটে রেখে দিলেন। তাঁর রক্তাক্ত মুখ তৎক্ষণে আরও লালচে হয়ে উঠেছে। তিনি খুব উচ্চস্বরে কৃত্রিমভাবে বলে উঠলেন, "যা বলছিলাম—হাতির দাঁতগুলো আপনাকে দেখাতে পারলে খুশি হতাম, আমার মারা সবথেকে বড় হাতি। আহ্ হ্যালো।" তাঁর গলায় যেন একটু কৃত্রিম হালকা সুর।

"দেখুন কারা এসেছে। বিশিষ্ট চতুষ্টয়—পুষ্প ও প্রাণী সংগ্রাহক—আজকে ভাগ্য কেমন ছিল?"

হোটেলেরই চার অতিথি, যাদের মিস মার্পল আগে দেখেছিলেন, এসে উপস্থিত হলেন। এঁদের পদবী না জানলেও এরা যে দুটি দম্পতি, এবং বৃহদাকারের কাঁচাপাকা খাড়া চুলের লোকটির নাম যে গ্রেগ এবং তাঁর স্বর্ণকেশী স্ত্রীর নাম যে লাকি তা মিস মার্পল জানতেন। এও জানতেন যে কৃশ শ্যামবর্ণ লোকটি এবং তাঁর সুন্দরী কিন্তু রোদে তামাটে হয়ে যাওয়া স্ত্রীর নাম যথাক্রমে এডওয়ার্ড এবং ইভলিন। তিনি জানতেন এরা উদ্ভিদবিজ্ঞানী। পাখিতেও উৎসাহ আছে।

"খুবই খারাপ", বললেন গ্রেগ—"অন্তত যা খুঁজছিলাম তা পাইনি।"

"মিস মার্পলের সঙ্গে পরিচয় আছে কি? এঁরা হলেন কর্ণেল ও শ্রীমতী হিলিংডন, এবং গ্রেগ ও লাকি ডাইন।"

মিস মার্পলকে ওরা সবাই শুভেচ্ছা জানালেন, এবং লাকি উচ্চস্বরে বলে উঠল, কিছু পান করলে তাঁর পা আর চলছে না।

অদূরে সস্ত্রীক বসে থাকা টিম কেণ্ডাল হিসাবের খাতা মেলাচ্ছিলেন। গ্রেগ তাঁকে ডাকল।

"টিম, কিছু পানীয় এনে দাও।" গ্রেগ বাকিদের জিজ্ঞাসা করলেন, "প্লান্টার্স পাঞ্চ চলবে তো?"

সবাই সায় দিল।

"আপনার জন্যও তাই তো, মিস মার্পল?"

মিস মার্পল ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন তিনি লেবুর সরবত নেবেন।

"আমাদের সঙ্গে তুমিও যোগ দাও না, টিম?"

"দিতে পারলে ভালই হতো। কিন্তু কিছু হিসাব মেলানো পড়ে আছে। সব কিছু তো মলির উপর ছেড়ে দিতে পারি না। ভাল কথা, আজ রাতে কিন্তু স্টীল ব্যাণ্ডের ব্যবস্থা করেছি।"

"দারুণ" বলে উঠল লাকি। "যাচ্ছলে! আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা। উঃ! এডওয়ার্ড আমাকে ইচ্ছে করে কাঁটাঝোপে ঠেলে দিয়েছিল।"

"গোলাপী ফুলগুলো খুব সুন্দর ছিল।"

"আর কাঁটাগুলো আরও সুন্দর ছিল, না? তুমি পাশবিক আনন্দ পাও, তাই না এডওয়ার্ড?"

"আমার মত নয়।" মুচকি হেসে বলল গ্রেগ। "আমি মানবিক দয়ায় ভরপুর।"

ইভলিন হিলিংডন ইতিমধ্যে মিস মার্পলের পাশে বসে সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে কথা বলতে আরম্ভ করেছিল।

মিস মার্পল তাঁর সেলাইয়ের সরঞ্জাম কোলে নামিয়ে রাখলেন। ধীরে ধীরে, এবং ঘাড়ে ব্যাথার দরুণ কষ্ট সত্ত্বেও, মিস মার্পল তাঁর পিছনে ডানদিকে তাকালেন। অদূরেই ছিল একটি বিশাল বাংলো যাতে মিঃ রাফিয়েল নামে এক ধনী থাকেন। কিন্তু সেখানে প্রাণের চিহ্নমাত্র ছিল না।

ইভলিনের মন্তব্যের যথাযোগ্য উত্তর দিতে দিতে সদ্যাগত লোক দুটির মুখ খুঁটিয়ে দেখছিলেন। এডওয়ার্ড হিলিংডন সুদর্শন পুরুষ। শান্ত অথচ মুগ্ধ করে দেয়.....। আর গ্রেগ—বৃহৎকায়, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, হাসিখুশি ধরণের। ও আর লাকি কানাডীয় বা আমেরিকান, ভাবলেন মিস মার্পল।

তিনি মেজর প্যালগ্রেভের দিকে তাকালেন—একটু বেশী স্ফূর্তিপ্রবণ, ঠিক স্বাভাবিক নয়, এরকম আচরণই যেন করে চলেছিলেন উনি।

মিস মার্পলের আগ্রহ জাগল।

দুই ❑ তুলনা করলেন মিস মার্পল

গোল্ডেন পাম হোটেলে সেদিন সন্ধ্যাটা ছিল আনন্দের।

তাঁর কোণের ছোট টেবিলে বসে মিস মার্পল সাগ্রহে চারপাশে তাকাচ্ছিলেন। খাবার ঘরটা বেশ বড় আর তিন দিকে খোলা, তাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নরম উষ্ণ হাওয়ার সেখানে অবাধ গতিবিধি। প্রতিটি টেবিলে রাখা ছিল হালকা রঙের টেবিল ল্যাম্প। মহিলাদের অধিকাংশেরই পরনে ছিল সান্ধ্যপোশাক, হালকা রঙের পোশাকের মধ্য থেকে প্রকট হয়ে উঠছিল তাদের বাদামী কাঁধ এবং পেলব হাত। মিস মার্পলকে তাঁর ভাইপোর স্ত্রী, জোয়ান মিষ্টি সুরে, "একটা ছোট্ট চেক" নিতে বাধ্য করেছিল।

"এটা আপনাকে নিতেই হবে জেন পিসী, কারণ ওখানে খুব গরম হবে, এবং আপনার পাতলা পোশাক আছে কিনা আমার খুব সন্দেহ আছে।"

জেন মার্পল ধন্যবাদ দিয়ে চেকটা নিয়েছিলেন। তাঁর যুগে বয়স্কদের যেমন অল্পবয়স্কদের অর্থসাহায্য করা স্বাভাবিক ছিল, তেমনই স্বাভাবিক ছিল মধ্যবয়স্কদের বৃদ্ধদের খেয়াল রাখা। তবে তাঁর পক্ষে খুব পাতলা কোনো পোশাক পরা সম্ভব নয়। তাঁর বয়সে উষ্ণতম আবহাওয়াতেও গ্রীষ্মমণ্ডল-সুলভ গরম নেই। তাই সেই সন্ধ্যায় তিনি ইংল্যাণ্ডের মহিলাদের ঐতিহ্যময় ধূসর লেসের পোশাক পরেছিলেন।

তবে বয়স্ক ব্যক্তি বলতে তিনি একা ছিলেন না। প্রায় সব বয়সেরই লোক ছিল সেখানে। তৃতীয় বা চতুর্থপক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে বয়স্ক ধনকুবের ছিল, উত্তর ইংল্যাণ্ডের এক মাঝবয়সী দম্পতি ছিল, কারাকাস থেকে আসা একটি হাসিখুশি পরিবার ছিল। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো থেকে আসা অনেকে উচ্চস্বরে স্প্যানিশ বা পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলে চলেছিল। খোদ ইংল্যাণ্ডের দুই পাদ্রী, এক ডাক্তার এবং এখন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিও ছিলেন। এমন কি এক চীনা পরিবারও ছিল সেখানে। পরিবেশনে ছিল মূলত স্থানীয় মেয়েরা, কিন্তু তাদের তদারক করতে উপস্থিত ছিল এক ইতালীয় মুখ্য পরিবেশক, এক ফরাসী সুরা পরিবেশনকারী। এদের সবার উপরে কড়া নজর রেখে চলেছিল টিম কেণ্ডাল এবং মাঝেমধ্যে সে বিভিন্ন টেবিলে অতিথিদের সঙ্গে সামাজিক সৌজন্যমূলক দু-একটা কথা বলছিল। তাঁর স্ত্রীও দক্ষভাবেই স্বামীকে সহায়তা করছিল। মুখের হাসিটা সহজ এবং স্বচ্ছন্দ। মলি কেণ্ডাল খুব অল্প ক্ষেত্রেই মেজাজ হারাতো। ফলে তার কর্মচারীরা তার জন্য সাগ্রহে কাজ করতো। মলির আরেকটা বৈশিষ্ট্য সে অতিথি অনুসারে আচরণ পরিবর্তন করতো। যেমন বয়স্ক লোকেদের সঙ্গে হাসি মস্করা করতে তার জুড়ি নেই। তেমনই অল্পবয়স্ক মহিলাদের পোশাকের প্রশংসাও সে সাবলীল ভাবে করতে পারায় তাদের মনও সহজে জয় করে নেয়।

—"ওহ্, অসাধারণ পোশাক পড়েছেন মিস ডাইসন। আমার এত ঈর্ষা হচ্ছে যে আমি এটা

টেনে নিয়ে পড়তে পারলে খুশি হতাম।" মলিকে কিন্তু তার নিজের পোশাকেই দারুণ লাগছিল, অন্তত মিস মার্পলের মতে—সাদা পোশাকের উপর এক কাঁধে ফেলা সিল্কের শাল, তাতে সবুজ কাজ করা। মিস মার্পলের টেবিলে অবশ্য সে এলো। বৃদ্ধাদের ভার সে তার স্বামীকেই দিতে চায় কারণ—তার মতে বৃদ্ধার পুরুষদেরই বেশী পছন্দ করে।

টিম কেণ্ডাল মিস মার্পলের কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে মিস মার্পলকে প্রশ্ন করল, "বিশেষ কিছু লাগবে নাকি আপনার? সেক্ষেত্রে আমি আপনার জন্য তা তৈরী করিয়ে দিতে পারি। হোটেলের খাবার, তাও গ্রীষ্মমণ্ডলের বোধহয় বাড়ির খাবারের মতো ভাল লাগে না?"

মিস মার্পল অল্প হেসে বললেন ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ তো সেটাই।

"ঠিক আছে তাহলে। তবে যদি কিছু লাগে—"

"যেমন?"

"মানে," টিম কেণ্ডাল ধন্দে পড়ে গেল, "যেমন মাখন-রুটির পুডিং।"

মিস মার্পল স্মিতহাস্যে জানিয়ে দিলেন তখনকার মতো তা না হলেও চলবে, এরপর তিনি চামচ তুলে নিয়ে তাঁর প্রিয় কাটাফল খেতে লাগলেন।

এর কিছু পড়ে ওই দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম আকর্ষণ স্টীল ব্যাণ্ড বাজাতে আরম্ভ করল। মিস মার্পলের এই ধরণের হট্টগোল মোটেই ভাল লাগে না। তবে নিঃসন্দেহে সবাই এটা খুব উপভোগ করছিল, তাই মিস মার্পল স্থির করলেন যে বাজনাটাকে বরদাস্ত করতেই হবে। টিম কেণ্ডালকে ডেকে ব্লু ড্যানিয়ুবেব মৃদুমন্দ সুর বাজাতে বলাটা তো তাঁব পক্ষে সম্ভব নয়! তবে বর্তমানে নাচের ধবণটা কি অদ্ভুত হয়ে গেছে, নাচতে নাচতে দেহ বেঁকে যায় এ নাচে। তবে যৌবন উপভোগ না করার কোনো কারণও নেই— মিস মার্পলের চিন্তায় ছেদ পড়ল। কারণ তিনি খেয়াল করলেন যুবক যুবতীর উপস্থিতি সেখানে খুব একটা নেই। নাচ, গান, বঙবেরঙের আলো—এ-সবই যাদের জন্য তাদের সংখ্যা খুবই নগন্য। মিস মার্পল ভাবলেন, তারা বোধহয় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছে, বা চাকরি করছে, এবং বছরে মাত্র দুসপ্তাহ ছুটি। ছুটি কাটানোর পক্ষে এরকম যতটা দূবে ততটাই খরচসাপেক্ষ। এ ধরণেব ফূর্তিব জীবন তিরিশ-চল্লিশ বছব বয়সীদের জন্য। এবং সেই সব বৃদ্ধদেব জন্য যারা অল্পবয়সী স্ত্রীদের তাল দিযে চলতে চায়। তবে এই পরিস্থিতি মিস মার্পলের খারাপই লাগে।

যুবক-যুবতীদের মধ্যে মলি কেণ্ডাল অবশ্য পড়ে; বেশি হলে বাইশ-তেইশ বছব বয়স তার, আপাতদৃষ্টিতে জীবনকে উপভোগও করছে। তবুও এটা আসলে তাব পেশা।

অদূরে একটা টেবিলে পাদ্রী প্রেসকট এবং তাঁর বোন বসেছিলেন। তাঁদের ইঙ্গিত অনুযায়ী মিস মার্পল তাঁদের টেবিলে কফি খেতে গেলেন। মিস প্রেসকট কৃশ এবং ভয়-জাগানো মুখভারের মহিলা। পাদ্রী প্রেসকট গোলগাল চেহারা, লালচে চোখমুখ এবং ব্যবহারে সদাশয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

টেবিলে কফি আসায় মিস প্রেসকট তাঁর তৈরী কিছু বিকটদর্শন টেবিল ম্যাট বের করে মিস মার্পলকে সেদিনের ঘটনাবলী বলতে লাগলেন। ওঁরা সকালে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। দুপুরে বিশ্রাম নিয়ে তাঁরা একটি আখের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে তাঁদের কিছু বন্ধুদের সঙ্গে চা খেতে একটি পাবে গিয়েছিলেন।

প্রেসকটরা গোল্ডেন পামে মিস মার্পলের তুলনায় বেশি দিন থাকায় সেখানকার অন্যান্য অতিথিদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেত পারলেন মিস মার্পল।

যেমন বৃদ্ধ র‍্যাফিয়েল। উনি প্রতি বছর আসেন, বিশাল ধনী। ইংল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলের তাঁর অনেকগুলি সুপারমার্কেট আছে। তাঁর সঙ্গী অল্পবয়সী মহিলাটি ওঁর সহকারী—এস্থার ওয়াল্টার্স জনৈক বিধবা। (না, না। সে রকম কিছু নয়। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় আশি।)

মিস মার্পল মাথা নেড়ে সম্পর্কটির বৈধতা মেনে নেন। ক্যানন বললেন :

"মহিলা খুব ভাল স্বভাবের। ওঁর মা-ও যতদূর বুঝলাম, বিধবা।"

"মিঃ র‍্যাফিয়েলের সঙ্গে জনৈক ভালেও রয়েছে। পুরুষ নার্সও বলতে পারেন, ম্যাসেজও ভাল করতে পারে বলেই শুনলাম। নাম মনে হয় জ্যাকসন। বেচারা মিঃ র‍্যাফিয়েল প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত। এতো অর্থ থাকা সত্ত্বেও, —খুবই দুঃখের ব্যাপার।"

"ভদ্রলোক উদার এবং মুক্তহস্ত বলেও শুনেছি।" প্রশংসার সুরে বললেন ক্যানন প্রেসকট।

অতিথিরা ততক্ষণে আবার জমায়েত হচ্ছিলেন, কেউ কেউ স্টীল ব্যাণ্ডের কাছে যাচ্ছিলেন, কেউ কেউ সেখান থেকে সরে আসছিলেন। মেজর প্যালগ্রেভ হিলিংডন-ডাইসন চতুষ্টয়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

"আর ওরা," বললেন মিস প্রেসকট। এই সময়ে তাঁর কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিকভাবে নামিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। যদিও স্টীল ব্যাণ্ডের আওয়াজে অন্য কিছুই শোনা না যাওয়ায় তা অনাবশ্যক ছিল।

"হ্যাঁ, আমি এদের কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম।"

"ওরা গত বছরেও এসেছিল। ওরা প্রতি বছর মাস তিনেক ওয়েস্ট ইণ্ডিজে কাটাতে আসে, বিভিন্ন দ্বীপে ভ্রমণই উদ্দেশ্য। লম্বা, রোগা ভদ্রলোক হলেন কর্ণেল হিলিংডন, এবং শ্যামবর্ণ মহিলাটি ওর স্ত্রী, ওরা দুজনেই উদ্ভিদবিজ্ঞানী, অন্য দুজন, অর্থাৎ গ্রেগরী ডাইসন ও তার স্ত্রী, হল আমেরিকান। ভদ্রলোক প্রজাপতি নিয়ে লেখালেখি করে, যতদূর জানি। এবং চারজনেই পাখি সম্বন্ধে খুব উৎসাহী।"

"এ-ধরণের শখ থাকা খুব ভাল।" হাসিমুখে বললেন ক্যানন প্রেসকট।

"ওরা এটাকে শখ বলা পছন্দ করবে বলে মনে হয় না।" বললেন ওঁর বোন। "ওরা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এবং রয়াল হর্টিকালচারাল জার্নালে প্রবন্ধ ছাপায়। ওরা নিজেদের হালকা ভাবে নেয় না।"

ডাইসন-হিলিংডনদের টেবিল থেকে অট্টহাস্য শোনা গেল, স্টীল ব্যাণ্ডের আওয়াজও তাতে চাপা পড়ে যায়। গ্রেগরী ডাইসন চেয়ারে হেলান দিয়ে টেবিল চাপড়াচ্ছিলেন, ওর স্ত্রী প্রতিবাদ করছিল, এবং মেজর প্যালগ্রেভ প্রশংসা করতে করতে তাঁর পানীয়টা শেষ করছিলেন। সেই মুহূর্তে অন্তত ওদের দেখে মনে হচ্ছিল ওরা নিজেদের হালকা ভাবেই নেয়।

"মেজর প্যালগ্রেভের অতো পান করা ঠিক নয়।" কাষ্ঠস্বরে বললেন মিস প্রেসকট। "ওঁর রক্তচাপের রোগ রয়েছে।"

টেবিলে আরেক দফা প্ল্যান্টার্স পাঞ্চ আনা হল।

"কে কোনজন জানলে খুব সুবিধা হয়।" বললেন মিস মার্পল। "আজ দুপুরে যখন এঁদের

সঙ্গে পরিচয় হয় তখন আমি বুঝতেই পারিনি কে কার স্ত্রী।"

ক্ষণিকের নিস্তব্ধতার পর একটু শুকনো কাশি কেশে মিস প্রেসকট বললেন, "মানে, সে কথা বললে—"

"জোয়ান", একটু ভর্ৎসনার সুরেই বললেন ক্যানন, "আর কিছু না বলাই বোধহয় ভাল।"

"সত্যি, জেরেমি, আমি কিছুই বলছিলাম না। তবে গত বছর কেন জানি না আমাদের মিসেস ডাইসনকে মিসেস হিলংডন মনে হয়েছিল, পরে কেউ একজন আমাদের ভুল ভেঙে দেয়।"

"কি অদ্ভুত সমস্ত ধারণা হয় মানুষের, তাই না?" সরল ভাবে বললেন মিস মার্পল। এক মুহূর্তের জন্য মিস প্রেসকটের চোখে চোখ পড়ল তাঁর, নারীসুলভ বোঝাপড়া হয়ে গেল তাদের মধ্যে। ক্যানন একটু বুঝদার পুরুষ হলে বুঝতে পারতেন তিনি অবাঞ্ছিত। দুই নারীর মধ্যে আরেকটা স্পষ্ট ইঙ্গিত আদান-প্রদান হয়ে গেল যার অর্থ "এ নিয়ে পরে কথা হবে...."

"ডাইসনও স্ত্রীকে লাকি বলে ডাকে। ওটা ওর ভাল নাম না ডাক নাম?" জিজ্ঞাসা করলেন মিস মার্পল।

"ভাল নাম বলে তো মনে হয় না।"

"আমি গ্রেগরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।" বললেন ক্যানন, "ও বলেছিল যে ওর স্ত্রী ওর কাছে সৌভাগ্যের প্রতীক। ও না থাকলে ওর ভাগ্য অস্ত যাবে। খাসা বলেছিল কথাটা।"

"গ্রেগরী ঠাট্টাটা ভালই করতে পারে।" বললেন মিস প্রেসকট। ক্যানন বোনের দিকে সন্দেহপূর্ণ চোখে তাকালেন। সেই সময়ে ব্যাণ্ডটা হঠাৎ জোরে বেজে ওঠে এবং একদল নাচিয়ে আবার নতুন করে জড় হয়। মিস মার্পল ও অন্যান্যরা চেয়ারগুলো ঘুরিয়ে নিলেন নাচ দেখতে। নাচটা মিস মার্পলের বাজনার থেকে বেশী ভাল লাগে, বিশেষ করে তালে তালে পা ফেওা এবং দেহ দোলানো। তাঁর কাছে এটাই বেশী স্বাভাবিক।

সেদিনই প্রথম মিস মার্পলের এই নতুন পরিবেশে স্বচ্ছন্দ লাগল। এতদিন তিনি সদ্য পরিচিত লোকগুলোকে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অন্যান্য পরিচিত চরিত্রের সঙ্গে মেলাতে পারছিলেন না, যেটা তিনি সাধারণত অনায়াসে করে থাকেন। তার কারণ ওঁর মতো বোধহয় পারিপার্শিক জমকালোভাব। তবে ওর মনে হলো অচিরেই তিনি কিছু আগ্রহব্যাঞ্জক তুলনা করতে পারবেন।

যেমন, মলি কেণ্ডাল মার্কেট বেসিং-এর বাসের সেই মহিলা কণ্ডাক্টরের মতো (নামটা উনি মনে করতে পারলেন না)। মহিলাটি খুব ভাল, উঠতে সাহায্য করে, না বসা অবধি বাস ছাড়ার সঙ্গেত দেয় না। টিম কেণ্ডাল ঠিক মেডচেস্টারের রয়াল জর্জ হোটেলের হেড ওয়েটারের মতো—আত্মবিশ্বাসী, তবে চিন্তিত। মেজর প্যালগ্রেভের সঙ্গে জেনারেল লেরয়, ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং, অ্যাডমিরাল উইকলো এবং কমাণ্ডার রিচার্ডসনের কোনো পার্থক্য নেই। তবে এ-সমস্ত চরিত্রে চিত্তাকর্ষক কিছু নেই, তাই তিনি অন্যদের কথা ভাবতে লাগলেন। যেমন গ্রেগ—গ্রেগ বিচারের পক্ষে একটু শক্ত কারণ ও আমেরিকান। খানিককটা স্যর জর্জ ট্রলপের মতো (সিভিল ডিফেন্সের আলোচনা সভায় সর্বক্ষণ ঠাট্টা মস্করায় মাতিয়ে রাখতেন)। অথবা কসাই মিস্টার মার্ডকের মতো। মার্ডকের কিছু বদনাম ছিল, তবে লোকে বলে সেসব আসলে গুজব, এবং সেগুলো জিইয়ে রাখতেন স্বয়ং মার্ডক। লাকি? একদম থ্রি ক্রাউন্স-এর মার্লিন-এর মতো। ইভলিন হিলিংডন? ইভলিনকে মিস মার্পল ঠিক মাপতে পারলেন না। পিটার উল্ফের প্রথমা স্ত্রী, ক্যারোলিন উল্ফ।

যে আত্মহত্যা করেছিল? অথবা লেসলি জেমস—স্বল্পবাস সেই মহিলা যে কখনো মনের ভাব প্রকাশ করত না এবং যে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি বিক্রী করে অন্তর্ধান করেছিল। কর্ণেল হিলিংডন? ঠিক বলা যাচ্ছে না, একে আরেকটু পর্যবেক্ষণ করা দরকার। আপাতদৃষ্টিতে শান্ত ও সৌম্য। এঁরা কখন কী ভাবছে বলা শক্ত, অনেক সময়ে এঁরা নিঃশব্দে নিজের গলা কেটে দিয়েছিলেন। কেউ কারণটা জানত। মিস মার্পলের মনে হয় তিনি জানেন, তবে নিশ্চিত নয়.....।

মিস মার্পল মিস্টার র‍্যাফিয়েলের টেবিলের দিকে তাকালেন। এঁর সম্বন্ধে শুধু জানা ছিল ইনি খুব ধনী, প্রতি বছর ক্যারিবিয়ানে আসেন, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, এবং দেখে মনে হয় কোনো জীর্ণ শিকারী পাখি। আলুথালু পোশাকে তাকে দেখে মনে হয় বয়স সত্তর থেকে নব্বইয়ের মধ্যে। ওঁর চোখে একটু ধূর্তভাব ও রূঢ় চাহনি, যদিও কেউ তা খারাপ ভাবে নেয় না, খানিকটা তাঁর সম্পদের জন্য এবং খানিকটা তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের জন্য।

ওঁর সঙ্গে ছিল ওঁর সেক্রেটারি মিসেস ওয়াল্টার্স। খড়ের মত চুলেব রঙ, সুন্দর মুখশ্রী। মিস্টার র‍্যাফিয়েল প্রায়শই এর সঙ্গে উগ্র ব্যবহাব করতেন, কিন্তু এ সেটা প্রায় লক্ষই করত না। সুদক্ষ নার্সের মতই আচরণ ছিল মিসেস ওয়াল্টার্স-এর, হয়তো এককালে তাই ছিল, ভাবলেন মিস মার্পল।

লম্বা, সুদর্শন এক যুবক সাদা জ্যাকেট পরে মিস্টার র‍্যাফিয়েলেব পাশে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধ তার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে চেয়ারেব দিকে ইঙ্গিত করলেন। "মিস্টাব জ্যাকসন বোধহয়, ওঁর ব্যক্তিগত ভ্যালে," ভাবলেন মিস মার্পল। তিনি জ্যাকসনকে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করলেন।

॥ ২ ॥

বারে মলি কেণ্ডাল পিঠ টান করে বসে উঁচু হিলের জুতো খুলে ফেলল। টিম খোলা চত্বর থেকে ফিরে তার কাছে এসে বসল। ক্ষণিকের জন্য তারা তখন একা।

"খুব ক্লান্ত, সোনা?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"সামান্য। পা-টা আজ বড্ড জ্বালাচ্ছে।"

"তোমার ধকলটা খুব বেশী হয়ে যাচ্ছে না তো? এটা খুব কঠিন কাজ।"

মলি হেসে ফেলল। "হাস্যকর কথা বোলো না তো। আমার খাসা লাগছে। সবকিছু খুব বর্ণময়। ঠিক যেমন আমার স্বপ্নটা ছিল—এ যেন তারই বাস্তব রূপ।"

"হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে, তবে অতিথি হিসেবে। কিন্তু হোটেল চালানো, সেটা হাড়ভাঙ্গা কাজ।"

"কিছু না করে কিছুই পাওয়া যায় না, যায় কি?"

টিম ভ্রু কুঁচকে তাকালো। "তোমার কি মনে হয় সব ঠিকঠাক চলছে? আমরা চালাতে পারছি?"

"অবশ্যই পারছি।"

"তোমার মনে হচ্ছে না স্যাণ্ডার্সনদের আমলই ভাল ছিল এ কথা কেউ কেউ বলছে?'

"কেউ কেউ অবশ্যই বলছে, কারণ তারা সবসময়ই বলে। প্রাচীনপন্থীরা ওরকমই। তবে আমি নিশ্চিত আমরা ওদের থেকে অনেক ভাল চালাচ্ছি। আমরা অনেক বর্ণময়। তুমি বৃদ্ধাদের মুগ্ধ করো এবং চল্লিশ-পঞ্চাশের মহিলাদের প্রেম উস্কে দিতে থাকো আর আমি বুড়োগুলোর

বাসনাকে প্রশ্রয় দিয়ে বা ভাবপ্রবণ বৃদ্ধদের মেয়ের মত ভাব করে থাকি। উফ্, আমরা দুর্ধর্ষ চালাচ্ছি।"

টিমের ভ্রু-কুঞ্চন বন্ধ হল। "তুমি সে কথা মনে করলেই ভাল। আমার ভয় হচ্ছে। এই হোটেল চালাতে আমরা সব কিছু বাজিতে লাগিয়েছি। চাকরিটাও ছেড়ে দিয়েছি।"

"ওই একটি ভাল কাজ করেছ।" চট করে জুড়ে দিল মলি। ওতে তোমার অন্তরাত্মা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল।"

টিম হেসে মলির নাকের ডগায় চুম্বন করল।

"সেই একই টেপের কচকচানি। তুমি এত দুশ্চিন্তা কর কেন?"

"আমার ধরণটাই ওরকম, বোধহয়।" বলল টিম, "খালি মনে হয় এই বুঝি খারাপ কিছু হয়ে গেল।"

"যেমন—

"ওহ্, তা জানি না। ধর কেউ ডুবে গেল।"

"সেটা হচ্ছে না। এর থেকে নিরাপদ সৈকত পাওয়া যাবে না। তাছাড়া বিশালাকৃতি সুইডিশ লোকটা নজর রাখে সবসময়ই।

"আমি একটা বুদ্ধু।" বলল টিম। তারপর একটু ইতস্তত করে প্রশ্ন করল, " তুমি—ওইসব স্বপ্নগুলো আর দেখনি তো?"

খানিকটা হেসে মলি বলল, "ওটা একটা খোলাওয়ালা মাছ ছিল।"

তিন ❑ হোটেলে মৃত্যু

অন্যদিনের মতই মিস মার্পল তাঁর প্রাতঃরাশ শয্যাতেই সারলেন। চা, ডিমসেদ্ধ আর একটু পেঁপে।

দ্বীপটার ফল ঠিক প্রত্যাশা মত নয়, ভাবলেন মিস মার্পল। আর ফল বলতে ওই পেঁপেই। তিনি আপেল পেলে খুশি হতেন, কিন্তু দ্বীপে আপেল কী তাই কেউ জানে না বলে মনে হয় মিস মার্পলের।

এক সপ্তাহ দ্বীপটায় থেকে মিস মার্পল বুঝে গেছেন আবহাওয়া কেমন থাকবে প্রশ্নটা অনর্থক, কারণ আবহাওয়া সব সময়ই একই রকম—চমৎকার। কোন বৈচিত্র্যই নয়।

ঝড় অবশ্য প্রায়ই হয়। তবে আবহাওয়া বলতে মিস মার্পল যা বোঝান তাতে আবহাওয়ার অঙ্গ নয়। ঝড় যেন অনেকটাই ঈশ্বরের অবদান। প্রবল বৃষ্টি পাঁচ মিনিট হয়েই থেমে যায়। এক মুহূর্তে সব সম্পূর্ণ ভিজে, পাঁচ মিনিট বাদেই সব শুকনো।

কৃষ্ণবর্ণ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মেয়েটা একটা খাবারের ট্রে মিস মার্পলের হাঁটুর উপর রাখতে রাখতে তাঁকে সুপ্রভাত জানাল। সুন্দর সাদা দাঁতে সদাহাস্য মেয়েগুলিকে মিস মার্পলের ভালই লাগে। দুঃখের বিষয় বিয়ে করতে এদের প্রবল অনীহা। ক্যানন প্রেসকট এ নিয়ে খানিকটা চিন্তাতেই থাকেন। খ্রিষ্টীয় মতে বহু শিশুর নামকরণ হলেও তুলনামূলক ভাবে বিয়ে খুবই কম হয়।

প্রাতরাশ সেরে মিস মার্পল ঠিক করলেন দিনটা কি করে কাটাবেন, তা ঠিক করার মত বিশেষ

কিছু ছিল না। আবহাওয়ার উষ্ণতা এবং ক্রমশ বৃষ্টি বাড়তে থাকায় তিনি ঠিক করলেন ধীরে সুস্থে উঠবেন, মিনিট দশেক বিশ্রাম করে সেলাইয়ের সাজসরঞ্জাম নিয়ে ধীরে ধীরে হোটেলে গিয়ে ঠিক করবেন কোথায় বসবেন—সমুদ্রের উপরের চত্বরে? না সৈকতে, সমুদ্রস্নান রত লোকজনের মধ্যে দুপুরে বিশ্রাম করে একটু বেড়াতে যেতে পারেন। এসবে কিছুই আসে যায় না।

মিস মার্পলের এই ভুলটা অচিরেই ভেঙ্গে যায়।

পরিকল্পনা অনুসারে হোটেলে যাওয়ার পথে তাঁর সঙ্গে মলি কেণ্ডালের দেখা হয়। এই প্রথম তার মুখে হাসি ছিল না। তার মুখের স্পষ্ট বিমর্ষভাব দেখে মিস মার্পল তখনই প্রশ্ন করলেন "কী হয়েছে, সোনা?"

ক্ষণিকের জন্য ইতস্তত করে মলি বলল, "আপনি এমনিতেই যখন জানতে পারবেন প্রত্যেকেই জানতে পারবে তখন না বলার কিছু নেই। ব্যাপারটা মেজর প্যালগ্রেভকে নিয়ে। উনি মৃত।"

"মারা গেছেন?"

"হ্যাঁ। গতকাল রাতে।'

"আহা বেচারা। ভীষণ খারাপ লাগছে।"

"হ্যাঁ, হোটেলে মৃত্যু ঘটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সবারই এতে মন খারাপ হয়ে যায়। অবশ্য ওনার যথেষ্ট বয়েস হয়েছিল।

বয়স হলেই লোকে মৃত্যুর চৌকাঠে প্রতীক্ষমাণ, এই ধারণাটা মিস মার্পলের পছন্দ হল না। তিনি বললেন, "গতকাল তো উনি দিব্যি ছিলেন—স্বাস্থ্যও ঠিক ছিল।"

"ওর রক্তের উচ্চচাপ ছিল," বলল মলি।

"কিন্তু ইদানীং তো সে-সবের জন্য ওষুধও পাওয়া যায়। বিজ্ঞান তো কম প্রগতি করেনি।'

"হ্যাঁ। কিন্তু উনি ওষুধ খেতে ভুলে থাকতে পারেন। অথবা হয়তো বেশী খেয়ে ফেলেছিলেন, যেমন ধরুন ইনসুলিন।"

মিস মার্পলের মতে 'বহুমূত্ররোগ' আর রক্তচাপের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল বেশী। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "ডাক্তার কী বললেন?"

"ডঃ গ্রাহাম যিনি প্রায় অবসরপ্রাপ্ত এবং হোটেলেই থাকেন তিনি দেখেছিলেন। আর স্থানীয় ডাক্তারও এসেছিল ডেথ সার্টিফিকেট দিতে। খুবই সাধারণ ব্যাপার। রক্তচাপের দোষ থাকলে এরকম হতেই পারে, বিশেষ করে মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করলে, এবং মেজর প্যালগ্রেভ সেটা প্রায়শই করতেন, গতকালও করেছিলেন।"

"হ্যাঁ। লক্ষ্য করেছিলাম।"

"ওষুধটা খেতে বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক ঠিকই, তবে কেউই তো চিরকাল বাঁচে না। তবে আমি আর টিম খুব চিন্তিত। মানে, কেউ যদি এর জন্য হোটেলের খাবারের দোষ দেয়।'

"খাদ্যে বিষক্রিয়া আর রক্তচাপের লক্ষণগুলোর সম্পূর্ণ আলাদা হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি?"

"হ্যাঁ। তবে লোকের মুখে তো সবকথাই সহজে আসে। আর তারা যদি মনে করে যে খাবারটা

খারাপ, চলে যায় এবং পরিচিতদের সে কথা বলতে থাকে......"

"আমার মনে হয়না তোমাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ আছে। মেজর প্যালগ্রেভ সত্তরোর্ধ ছিলেন—মারা যেতেই পারেন হঠাৎ করে। এটা দুঃখজনক হলেও বিস্ময়কর নয়।"

"তবু," দুঃখ করে বলল মলি, "ব্যাপারটা যদি এরকম অকস্মাৎ না হতো।"

হ্যাঁ, অকস্মাৎ-ই বটে, ধীরে ধীরে যেতে যেতে ভাবলেন মিস মার্পল। আগের সন্ধ্যাতেই মেজর কি প্রাণবন্ত ছিলেন, বিশেষ করে হিলিংডন ও ডাইসন দম্পতিদের সঙ্গে।

হিলিংডন ও ডাইসন দম্পতি.....মিস মার্পল গতি আরও শ্লথ করলেন...তারপর হঠাৎ থেমে গেলেন। সৈকতে না গিয়ে চত্বরেরই একটা ছায়াভরা কোণে বসে বুনতে লাগলেন তিনি। কিন্তু তাঁর হাতের থেকেও তীব্র গতি কাজ করে চলেছিল তাঁর মগজ। ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভাল লাগছিল না।

তিনি আগের দিনের ঘটনা পরম্পরার কথা খেয়াল করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

মেজর প্যালগ্রেভ রোমন্থন করছিলেন.....খুবই সাদামাটা রোমন্থন এবং শ্রুতিমধুরও নয়—তবে একটু মন দিয়ে শুনলে হয়তো ভাল হতো। প্রথমে কেনিয়া প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন.....তারপর ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—তারপর কোনো প্রসঙ্গে তিনি একটা খুনের কথা বলেন—তখনও মিস মার্পল মনোযোগ দেননি।

কেসটা ওই অঞ্চলের কোনো একটা খুন যেটা খবরের কাগজে নজর কেড়েছিল। তারপরে উলের গোলা কুড়োতে কুড়োতে তিনি একটা ছবির উল্লেখ করেন.... এক খুনীর ছবি।

মিস মার্পল চোখ বুঁজে ঘটনাক্রম মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

গল্পটা একটু বিক্ষিপ্ত ছিল..... মেজর বা অন্য কাউকে কোনো একটা ক্লাবে বলা হয়েছিল.....এক ডাক্তার বলেছিলেন......তিনি আবার আরেক ডাক্তারের কাছে শুনেছিলেন.....এবং কোনো একজন ডাক্তার দরজা দিয়ে বেরনোর সময়ে খুনীর ছবি তুলে ফেলেছিল নিজের অজান্তেই।

হ্যাঁ, এবার ছকটা মিলে গেছে। মেজর মিস মার্পলকে ছবিটা দেখাবেন বলে ব্যাগটা ঘাঁটছিলেন, অনর্গল কথা বলতে বলতে। কথা বলতে বলতেই একবার তিনি চোখ তুলেছিলেন এবং মিস মার্পলের ডান কাঁধের উপর দিয়ে তাঁর পিছনে কিছু একটা তিনি দেখেছিলেন। তা দেখে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে যায়, মুখ হয়ে যায় ফ্যাকাশে। এবং অচিরেই তিনি কাঁপা কাঁপা হাতে সব ব্যাগের ভিতর গুঁজতে গুঁজতে তিনি অস্বাভাবিক উঁচু গলায় হাতির দাঁত নিয়ে কথা বলতে থাকেন।

তার অল্প পরেই হিলিংডন ও ডাইসনরা তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। সেই সময়ে মিস মার্পল তাঁর ডান দিকে পিছনে তাকান, কিন্তু কিছুই দেখতে পারেন নি। তাঁর বাঁ দিকে, হোটেলের কাছে বসে ছিল সস্ত্রীক টিম কেণ্ডাল; তাদের একটু পেছনে একটি ভেনেজুয়েলার পরিবার। কিন্তু মেজর সেদিকে তাকান নি.....।

মধ্যাহ্নভোজ পর্য্যন্ত মিস মার্পল চিন্তায় ডুবে থাকলেন।

মধ্যাহ্নভোজের পর তিনি বেড়াতে গেলেন না।

তার বদলে তিনি ডঃ গ্রাহামকে খবর পাঠালেন এই বলে যে তিনি সুস্থ বোধ করছেন না। ডাক্তার একবার দয়া করে তাঁর কাছে এলে তিনি খুব উপকৃত হবেন।

চার ☐ মিস মার্পল চিকিৎসকের পরামর্শ নিলেন

ডঃ গ্রাহাম ষাট-পঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক এক সদাশয় ব্যক্তি। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে বহুদিন চিকিৎসা করার পরে তাঁর আঞ্চলিক সহকর্মীদের হাতে ভার তুলে দিয়ে প্রায় অবসর নিয়েছেন। হাসিমুখে মিস মার্পলকে অভিবাদন জানিয়ে তিনি জানতে চাইলেন কী হয়েছে তাঁর। মিস মার্পলের বয়সে এমন কোনো না কোনো সমস্যা থেকেই যায় যাতে অনায়াসে রঙ চড়ানো যায়। মিস মার্পল প্রথমে ঠিক করতে পারেনি তাঁর কাঁধের কথা বললেন, না তাঁর হাঁটুর কথা বললেন। অবশেষে তিনি হাঁটুর সমস্যার কথা বলাই ঠিক করলেন।

ডঃ গ্রাহাম তাঁর ভদ্রতার দরুণ উল্লেখও করলেন যে, ওই বয়সেব হাঁটুতে সমস্যা হতেই পারে। তিনি খুব প্রচলিত অথচ কার্যকরী একটা ওষুধ খেতে বললেন। অভিজ্ঞ ডাক্তার জানতেন সাঁ অনোরেত্তে আসা বৃদ্ধা-বৃদ্ধাবা কতটা নিঃসঙ্গ বোধ করে, তাই তিনি কিছুক্ষণ থেকে গেলেন মিস মার্পলের সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে।

"ভদ্রলোক সত্যিই খুব ভাল," ভাবলেন মিস মার্পল। "এঁকে এরকম রাশি রাশি মিথ্যে কথা বলতে হওয়ায় আমি লজ্জিত। কিন্তু এর বিকল্প ও তো চোখে পড়ছে না।"

মিস মার্পলের সত্যের প্রতি অনুরাগে কোনো খাদ নেই। কিন্তু কর্তব্যের প্রয়োজনে তিনি স্বচ্ছন্দে ও সাবলীলভাবে মিথ্যে কথা বলতে পারেন।

তিনি গলা খাঁকড়ে, সামান্য কেশে নিয়ে বললেন, "ডঃ গ্রাহাম, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। কথাটা হয়তো না বললেও চলত, কিন্তু আমি নিরুপায়। অবশ্য এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এটার তাৎপর্য আছে। আশাকরি আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। এবং আমার প্রশ্নগুলোকে অনধিকার চর্চা বলে মনে করবেন না।"

ডঃ গ্রাহাম সদয়ভাবে বললেন, "আপনি কি কোনো কারণে চিন্তিত? আমি কোনো সাহায্য করতে পারলে বলুন।"

"ব্যাপারটা মেজর প্যালগ্রেভকে নিয়ে। অত্যন্ত দুঃখজনক মৃত্যু। ওঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমি খুবই বিস্মিত।"

"হ্যাঁ," বললেন ডঃ গ্রাহাম, "ঘটনাটা হঠাৎ-ই ঘটে গেল। গতকালও-তো উনি খোশমেজাজে ছিলেন।" কথাতেই বোঝা গেল যে ডঃ গ্রহামের কাছে প্যালগ্রেভের মৃত্যুটা এক স্বাভাবিক মৃত্যু। মিস মার্পলের ক্ষণিকের জন্য আশঙ্কা হল যে তিনি শূন্যে হাতড়াচ্ছেন। তার সন্দেহবাতিকটা তাঁর চিন্তাভাবনার পথে অন্তরায় হয়ে উঠছে। তবু সন্দেহের কথাটা এখন আর চেপে রাখার কোনো কারণ নেই।

"আমরা গতকাল দুপুরে বসে, কথাবার্তা বলছিলাম।" বললেন মিস মার্পল, "উনি আমাকে ওঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং উৎসাহব্যঞ্জক জীবনের কথা বলছিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত কেন্দ্র করে।"

ডঃ গ্রাহাম এতে মৌখিক উৎসাহ দেখালেও মেজরের স্মৃতিচারণ বহুবার শুনেছিলেন বলে উৎসাহটা খাঁটি ছিল না।

"তারপর উনি ওঁর পরিবারের, বরং বলা যায় ওঁর ছোটবেলার কথা বলেন। আমি আমার ভাইপো-ভাইঝিদের কথা বলাতে মন দিয়ে শুনেও ছিলেন। তাতে আমি ওঁকে আমার এক

ভাইপোর ছবি দেখাই। ভারি ভাল ছেলে, মানে এখন ঠিক ছেলে নয়, ভদ্রলোকই বলা যায়—

"ঠিকই তো," বলতে বলতে ডঃ গ্রাহাম ভাবলেন বৃদ্ধা আর কতক্ষণ সময় নেবেন মূল বিষয়ে আসতে।"

"উনি ছবিটা যখন দেখাচ্ছিলেন তখন ওই দম্পতি (দেখে তো খুব ভাল লোক মনে হয়), যারা বুনো ফুল আর প্রজাপতি সংগ্রহ করে, নামটা বোধহয় কর্ণেল এবং মিসেস হিলিংডন—"

"ও। হিলিংডন আর ডাইসন পরিবারদুটির কথা বললেন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলছেন। ওরা হেসে হেসে কথা বলতে বলতে হঠাৎই এসে পড়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ভালই কেটেছিল সময়টা। কিন্তু অন্যমনস্কভাবে মেজর প্যালগ্রেভের ছবিটা বোধহয় ওঁর টাকার ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন। তখন সেটা খেয়াল না করলেও পরে মনে পড়ায় আমি ঠিক করেছিলাম ওঁর কাছ থেকে ডেনজিলের ছবিটা চেয়ে নিতে হবে। গতকাল নাচের আসরে কথাটা মনে ছিল কিন্তু সবাই সময়টা এত উপভোগ করছিল যে ওঁকে আর বিরক্ত করিনি। আজ সকালেই চেয়ে নেব ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন তো " মিস মার্পল একটু থামলেন, যেন দম নেওয়ার জন্যই।

"বুঝলাম," বললেন ডঃ গ্রাহাম। "স্বাভাবিকভাবেই আপনি ছবিটা ফেরত চাইছেন। তাই তো?"

মিস মার্পল সাগ্রহে সম্মতি জানালেন।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই। ওটাই আমার কাছে ওর একমাত্র ছবি, নেগেটিভটাও নেই। আর ছবিটা হাতছাড়া করতে চাইছি না কারণ ডেনজিল বছর পাঁচ-ছয় আগে মারা গেছে, আর ভাইপোদের মধ্যে ওই ছিল আমার সবথেকে প্রিয়। এনে দিতে পারেন? মানে, আমি বুঝতে পারছি না আর কাকে এটা করতে বলা যায়। ওঁর জিনিসপত্র কার তত্ত্বাবধানে থাকবে তাও জানি না। তাছাড়া ব্যাপারটা অত সহজও নয়। লোকে নাও বুঝতে পারে যে আমার কাছে ছবিটা অমূল্য।

"অবশ্যই, অবশ্যই।" বললেন ডঃ গ্রাহাম। "আমি বুঝতে পারছি। আপনার মনোভাব খুব স্বাভাবিক। ঘটনাচক্রে, আমি কিছু পরেই আঞ্চলিক অধিকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছি। কাল মেজরের শেষকৃত্য, জিনিসপত্র তল্লাশ করে দেখবে, তারপর তাঁর নিকটাত্মীয় বা অন্য কাউকে খবরটা জানানো হবে। তা, আপনি বলতে পারবেন ছবিটা কি রকম?"

"ছবিটা একটা বাড়ির সামনে তোলা", বললেন মিস মার্পল। "জনৈক ব্যক্তি, ইয়ে, মানে ডেনজিল সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। ছবিটা তুলেছিল আমার আরেক ভাইপো— তার আবার ফুলের খুব শখ, আর ওই ছবিটাতেও আসলে সে হিবিস্কাস ফুলের ছবি তুলছিল। ফুলগুলো নাকি খুব সুন্দর দেখতে—কি যেন নাম—বোধহয় অ্যান্টিপ্যাস্টো লিলি। ডেনজিল তখন হঠাৎই বেরিয়ে আসে। ছবিটা খুব একটা ভাল আসেনি, একটু ঝাপসা ছিল। কিন্তু ছবিটা আমার খুব ভাল লাগে আর আমি ওটা চিরকাল রাখতে চাই।"

"বেশ" বললেন ডঃ গ্রাহাম, "আপনার বর্ণনাটা খুব পরিষ্কার। আপনার ছবিটা উদ্ধার করতে খুব একটা অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না, মিস মার্পল।"

ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। মিস মার্পল তাঁর উদ্দেশ্যে একটু স্মিত হাসলেন।

"আপনি খুবই দয়ালু, ডঃ গ্রাহাম, সত্যিই খুব দয়ালু আপনি, ব্যাপারটা বুঝছেন তো?"

"অবশ্যই বুঝেছি" বলে ডঃ গ্রাহাম খুব উষ্ণভাবে করমর্দন করলেন। "আপনি আর দুশ্চিন্তা করবেন না। অল্পস্বল্প কসরৎ করুন, আর আমি আপনাকে কিছু ওষুধ পাঠিয়ে দেব, দিনে তিনবার খাবেন।

পাঁচ ❑ মিস মার্পল সিদ্ধান্ত নিলেন

তার পরের দিন মেজর প্যালগ্রেভের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হল। মিস মার্পল সেখানে মিস প্রেসকটের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ক্যানন প্রেসকট। এরপর আবার জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যু একটু অপ্রীতিকর ঘটনা হলেও আর পাঁচটা ঘটনার মতই সবাই চট করে ভুলে যেতেই চাইছিল। সাঁ অনোরেতে জীবনের মানে হল রোদ্দুর, সমুদ্র এবং সামাজিক মেলামেশা। মৃত্যুর ক্ষণস্থায়ী ছায়া ক্ষণিকের জন্য এগুলোকে নিস্প্রভ করলেও সেই ছায়া বেশীক্ষণ টেকেনি। তাছাড়া মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কেউ তেমন ঘনিষ্ঠ ছিল না। ভদ্রলোক সর্বদাই তাঁর স্মৃতিচারণ করতেন যদিও কেউই তা শুনতে ইচ্ছুক ছিল না। তাছাড়া কোথাও থিতু হয়ে বসার তাঁর কোন কারণও ছিল না। বহুবছর আগে তাঁর স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে তাঁর জীবন ছিল নিঃসঙ্গ, তাঁর মৃত্যুও হয় নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই। তবে এই নিঃসঙ্গতা উনি কাটাতেন অন্যান্য লোকেদের সান্নিধ্যে। তার কারণ মেজর প্যালগ্রেভ নিঃসঙ্গ হলেও ফূর্তিবাজ ছিলেন। জীবনকে উনি নিজের মত করে উপভোগ করেছিলেন। তাই ওঁর মৃত্যুতে কারুর তেমন কিছু যায় আসে নি, এবং দিন সাতেকের মধ্যে তিনি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবেন।

একমাত্র মিস মার্পলই মেজরের অভাব বোধ করবেন। কোন ব্যক্তিগত ভাললাগার দরুণ না হলেও, মেজর যে ধরণের জীবনের প্রতীক সেই ধরণটা মিস মার্পলের সুপরিচিত— সেই জন্য বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শোনার অভ্যাস হতে থাকে। তাঁর এবং মেজরের মধ্যে যে আদানপ্রদান হয়েছিল তার একটা সূক্ষ্ম মানবীয় দিক ছিল। তাই তিনি শোকস্তব্ধ না হলেও মেজরের অভাব বোধ করছিলেন।

অন্ত্যেষ্টির দিন দুপুরে, মিস মার্পল তাঁর পছন্দের জায়গায় বসে উল বুনছিলেন। ডঃ গ্রাহাম এসে তাঁর কাছে বসায় মিস মার্পল তাঁর হাতের কাজ নামিয়ে রেখে অভিবাদন জানানো মাত্র ডঃ গ্রাহাম কিঞ্চিৎ লজ্জিত স্বরে বললেন, "খবরটা খুব ভাল নয়, মিস মার্পল।"

"তাই ? মানে আমার ব্যাপারটা—"

"হ্যাঁ। ছবিটা আমরা পাই নি। জানি, আপনার খুব খারাপ লাগবে।"

"হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন। তবে বাস্তবিকভাবে তেমন কিছু তো নয়। আবেগের ব্যাপার, বুঝছেন তো। তা, ওটা মেজরের মানিব্যাগে ছিল না?"

"না, ওঁর অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যেও নেই। কিছু চিঠিপত্র কাগজের কাটিং, কিছু পুরোনো ছবি, টুকিটাকি জিনিস—কিন্তু আপনার ছবিটা নেই।"

"তাহলে তো আর কিছু করার নেই।" বললেন মিস মার্পল।

"যাকগে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডঃ গ্রাহাম। আপনাকে অনেক ঝক্কি পোহাতে হল।"

"এতে ঝক্কিটা কোথায়। তবে পারিবারিক স্মারক চিহ্ন (তা সে যতই মামুলি হোক না কেন) যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি। বয়সকালে তো বটেই।"

বৃদ্ধা ব্যাপারটা খুব সহজেই গ্রহণ করেছেন, ভাবলেন ডঃ গ্রাহাম। তাঁর ধারণা মেজর হয়তো কোন সময়ে ছবিটা দেখে, কোত্থেকে এসেছে তাও না বুঝে অপ্রয়োজনীয় ভেবে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। বৃদ্ধার কাছে ছবিটার গুরুত্ব থাকলেও তিনি খুব দার্শনিক সুলভ নিস্পৃহ ভাব দেখালেন বলেই মনে হল ডঃ গ্রাহামের।

আসলে মিস মার্পল একেবারেই নিস্পৃহ ছিলেন না। তাঁর চিন্তা করার জন্য একটু সময় দরকার ছিল, কিন্তু হঠাৎ পাওয়া সুযোগও তিনি হাতছাড়া করতে নারাজ ছিলেন। তাই তিনি সাগ্রহে ডঃ গ্রাহামের সঙ্গে কথা বলতে থাকলেন। ডঃ গ্রাহাম এই আগ্রহটা বৃদ্ধার একাকীত্বর ফলশ্রুতি বলেই ধরে নিয়ে ছবি খোয়ানোর দুঃখ ভুলিয়ে দেবার জন্য অন্যান্য প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে থাকলেন। সাঁ অনোরেতে জীবনযাত্রা, দ্রষ্টব্য জায়গা নিয়ে কথা বলতে বলতে নিজের অজান্তেই বিষয়বস্তু হিসেবে মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যুর কথা উঠল।

"এইভাবে হঠাৎ নিজের বাড়ি থেকে এতদূরে মারা যাওয়া—বড়ই দুঃখের ব্যাপার। তবে ওনার কথায় মনে হয়েছিল পরিবার বলতে ওঁর কিছুই ছিল না। লণ্ডনে একাই থাকতেন।"

"প্রচুর ভ্রমণ করেছিলেন, যতদূর জানি।" বললেন ডঃ গ্রাহাম। "অন্ততঃ শীতকালে তো বটেই। ইংলণ্ডের শীত বরদাস্ত করতে পারতেন। তবে ওনাকে দোষ দিতে পারিনা, অন্তত এই ক্ষেত্রে।"

"খাঁটি কথা বলেছেন", বললেন মিস মার্পল। "আর তাছাড়া শীতকালে দেশের বাইরে থাকার অন্য কারণও হয়তো ছিল, যেমন ধরুন দুর্বল ফুসফুস, বা ওই জাতীয় কিছু।"

"ও না, সে রকম কিছু নয়।"

"ওঁর বোধহয় রক্তচাপের দোষও ছিল। এটা খুব দুঃখজনক। ইদানীং বড় বেশী শুনছি এই রোগটা সম্বন্ধে।"

"উনি এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলেন না কি?"

"না, না, উনি কিছু বলেননি, অন্য কেউ বলেছিল।"

"আহ্, তাই বলুন।"

"এই পরিপ্রেক্ষিতে ওনার মৃত্যুটা হয়তো তেমন আকস্মিক নয়।"

"তেমন মনে করার কারণ নেই।" বললেন ডঃ গ্রাহাম। "রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনের উপায় রয়েছে আজকাল।"

"ওঁর মৃত্যুতে আপনি বোধহয় তেমন অবাক হন নি, তাই না?"

"ওঁর বয়সের বিচারে তেমন অবাক হইনি। তবে আমি এটার আশঙ্কাও করিনি। আমি ওঁর চিকিৎসা করিনি ঠিকই, কিন্তু ওঁকে দেখে আমার কখনো অসুস্থ মনে হয়নি।"

কপট সারল্য দেখিয়ে মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন, "কেউ, মানে কোন ডাক্তার কি কাউকে দেখেই বলতে পারে তার রক্তচাপে দোষ আছে কি না?"

"শুধু দেখে সম্ভব নয়, "হেসে বললেন, ডঃ গ্রাহাম, "পরীক্ষা করতে হবে।"

"ও। মানে সেই রবারের ব্যান্ড হাতে জড়িয়ে পাম্প করা বিশ্রী জিনিসটা তো। আমার খুব

যাজে লাগে জিনিসটা। কিন্তু আমার চিকিৎসকের মতে আমার বয়সের তুলনায় রক্তচাপ খুবই ভাল।"

"শুনেও ভাল লাগল।" বললেন ডঃ গ্রাহাম।

"তবে মেজর প্যাল্গ্রেভ প্লান্টার্স পাঞ্চটা খুব পছন্দ করতেন," চিন্তিতমুখে বললেন মিস মার্পল।

"হ্যাঁ। মদ জিনিসটা রক্তচাপের পক্ষে ভাল নয়।"

"তবে এখন বোধহয় নিয়ন্ত্রক বড়ি পাওয়া যাচ্ছে, তাই না?"

"হ্যাঁ। বাজারে অনেকগুলো পাওয়া যাচ্ছে। মেজরের ঘরে তেমন একটা শিশি ছিল, সেরেনাইট-এর।

"বিজ্ঞান প্রচুর প্রগতি করেছে।" বললেন মিস মার্পল। "ডাক্তাররা এখন কত কি করতে পারে।"

"আমাদের এক বড় প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, প্রকৃতি। আগের দিনের অনেক সাদামাটা চিকিৎসা পদ্ধতি আবার ফিরে আসছে।"

"যেমন সর্দি হলে বুকে মসিনার পুলটিশ দেওয়া এবং কর্পূরমিশ্রিত তেল মাখিয়ে দেওয়া?"

"আপনি দেখছি সব বিষয়ই জানেন।" হাসতে হাসতে উঠে পড়লেন ডঃ গ্রাহাম। "তা আপনার হাঁটুতে আর কোন কষ্ট হয়নি তো?"

"না। ভালই আছে।"

"এটা কার দরুণ বলা মুস্কিল, আমার বড়ি না প্রকৃতির। তবে আপনার জন্য আর কিছু করতে পারলে ভাল লাগত।"

"না, না। আপনি অনেক করেছেন। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। মেজরের মানিব্যাগে কোন ছবি ছিল না বলছেন?"

"না ছবি ছিল, তবে মেজরেরই ছবি। একটাতে পোলো খেলার সময়কার ছবি, আরেকটা মরা বাঘের গায়ে পা দিয়ে। ওই ধরণেরই ছবি। আমি আপনাকে বলছি, আমি খুব ভাল করে দেখেছি। আপনার ভাইপোর ছবিটা ছিল না।"

"না, না। আমি জানি আপনি ভাল করেই দেখেছেন। আমি এমনি-ই জিজ্ঞাসা করছিলাম। লোকে এত টুকিটাকি জিনিসপত্র রেখে দেয়।"

"অতীতের ঐশ্বর্য।" হেসে বললেন ডঃ গ্রাহাম। তারপর উনি বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন।

মিস মার্পল তালগাছ আর সমুদ্রের দিকে একমনে তাকিয়ে রইলেন। উল বোনার সরঞ্জাম তৎক্ষণাৎ তুললেন না তিনি। চিন্তার করার মত বিষয় তিনি পেয়েছেন। মেজর ছবিটা দেখাতে গিয়ে তড়িঘড়ি ঢুকিয়ে রেখেছিলেন মানিব্যাগে সেটা তাঁর মৃত্যুর পর পাওয়া যায়নি। সেটা তাঁর ফেলে দেওয়ারও কোন কারণ নেই। টাকা চুরি যেতে পারে কিন্তু ছবি চুরি যাবার কোন কারণ নেই। যদি না কারও কোন বিশেষ কারণ থাকে....

মিস মার্পলের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তাঁকে ঠিক করতে মেজরের মৃত্যুটা চুপচাপ মেনে নেওয়াই সঙ্গত হবে কিনা? সমস্ত রকম বিঘ্ন, বিপদের উর্দ্ধে উঠে গেছেন মেজর। কিন্তু সেই রাতে তাঁর মৃত্যু কি কাকতলীয় ছিল? না কি তা নিছক সমাপতন ছিল না? ডাক্তাররা বৃদ্ধদের মৃত্যু সহজেই মেনে নেয়। বিশেষতঃ ঘরে যখন রক্তচাপের ওষুধ পাওয়া যায়। কিন্তু কেউ যদি মেজরের মানিব্যাগ থেকে একটা ফটো নিয়ে থাকে, তাহলে সে একটা ওষুধের শিশিও

রেখে দিতে পারে। মিস মার্পল অন্ততঃ মেজরকে কখনো ওষুধ খেতে দেখনে নি ;উনিও রক্তচাপ নিয়ে কখনো কিছু বলেন নি। নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে মেজরের একমাত্র অভিযোগ ছিল তাঁর বয়সটা বেড়ে গেছে। মাঝে মধ্যে একটু হাঁপের টান ছাড়া কোনো অসুবিধাও ছিল না। কিন্তু কেউ একজন মেজরের রক্তের উচ্চচাপের কথা বলেছিল—মলি? মিস প্রেসকট? ঠিক খেয়াল করতে পারলেন না মিস মার্পল।

একটু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস মার্পল। তারপর নিঃশব্দে নিজেকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। "তাহলে জেন, তোমার কী মনে হয়? তুমি পুরো ব্যাপারটা কল্পনা করছ না তো? প্রতিপাদ্য খাড়া করার মতো তথ্য আছে তো?"

তিনি ধাপে ধাপে খেয়াল করতে থাকলেন মেজর খুন ও খুনী প্রসঙ্গে কি কি বলেছিলেন। তিনি ভাবলেন "যদি সত্যিই ঠিক ভেবে থাকি, তাহলেই বা কী কবব আমি?"

তবে উনি জানতেন যে সত্যের অনুসন্ধান তিনি করবেনই।

ছয় ❑ দিনের শুরুতে

মিস মার্পলের ঘুম সেদিন খুব সকালে ভেঙে যায়। অন্যান্য বয়স্ক লোকেদের মতোই মিস মার্পলের ঘুম খুব পাতলা, এবং মাঝেমধ্যেই আধজাগা অবস্থায় থাকতেন তিনি। এই সময়ে পরের দিন বা দিনগুলোয তিনি কী করবেন তার পবিকল্পনা করতেন। সাধারণত এগুলি হতো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়ে যাতে অন্য কারও আগ্রহ জাগবে না। কিন্তু সেদিন সকালে মিস মার্পল স্বচ্ছ মাথায় খুনের কথাই ভাবছিলেন, আর ভাবছিলেন তাঁর সন্দেহ ঠিক সাব্যস্ত হলে সে বিষয়ে তিনি কী করবেন। ব্যাপারটা সহজ হবে না। তাঁর কেবল একটা অস্ত্র ছিল, আর তা হল কথোপকথন।

বৃদ্ধাদের একটা প্রবণতা হল বেশী কথা বলা। লোকে বিরক্ত হয় ঠিকই, কিন্তু কেউই এর পিছনে কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করে না। মিস মার্পল সরাসরি কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না— সত্যি বলতে কি, সরাসরি জিজ্ঞাসা করার মতো কোনো প্রশ্ন তিনি ভাবতেই পারছিলেন না। কয়েকজন লোক সম্বন্ধে তাঁকে আরেকটু কিছু জানতে হবে। তিনি নিজের মনে এদের সম্বন্ধেই ভাবতে লাগলেন।

চেষ্টা করলে তিনি মেজর প্যালগ্রেভ সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে পারবেন, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হবে না বলেই তাঁর মনে হল। মেজর যদি খুন হয়েই থাকেন তবে তাঁর সম্পত্তি, তাঁর উপর প্রতিহিংসা, বা তাঁর জীবনের কোনো গোপন ঘটনার জন্য নয়। তিনি শিকার হলেও এই ক্ষেত্রে শিকার সম্বন্ধে বিস্তৃত ধারণা আদপেই শিকারীকে চিনিয়ে দেয় না। মেজর প্যালগ্রেভের দোষ ছিল যে তিনি, বড় বেশী কথা বলতেন।

মিস মার্পল ডঃ গ্রাহামের কাছে একটা উল্লেখযোগ্য জিনিস জানতে পারেন। মেজর তাঁর ব্যাগে কিছু ফটো রাখতেন—তাঁর পোলো খেলার ফটো, মরা বাঘের ফটো, ইত্যাদি। কিন্তু এরকম ছবি রাখার কারণ কি? মিস মার্পল তাঁর জীবনের দেখা অ্যাডমিরাল, ব্রিগেডিয়ার, জেনারেল এবং মেজরদের ভিত্তিতে বুঝেছিলেন যে মেজর প্যালগ্রেভ তাঁর জীবনের ঘটনাবলী অন্যদের বলতে

অপছন্দ করতেন। সেই একই কারণে খুনের সন্দেহভাজন একজনের কথা বলতে গিয়ে তার ছবি দেখানোর জন্য ফটোটা মানিব্যাগে রাখতেন মেজর।

মিস মার্পলের সঙ্গে গল্পগুজব করার সময়ে খুনের প্রসঙ্গ ওঠে। মিস মার্পলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে তিনি সন্দেহভাজন ব্যক্তিটির ফটো দেখান এবং "একে খুনী বলে মনে হয়" ধরণের কোনো প্রশ্ন করেন। এটা আসলে মেজরের এক ধরণের অভ্যাস। খুনের গল্পটা তাঁর সম্ভারের একটা অঙ্গ। খুনের প্রসঙ্গ উঠলেই মেজর তাঁর সম্ভার মেলে ধরতেন।

সেক্ষেত্রে, ভাবলেন মিস মার্পল, তিনি ঘটনাটা অন্য কাউকেও বলে থাকতে পারেন। একাধিক ব্যক্তিকেও বলে থাকতে পারেন। তা হলে, মিস মার্পল সে রকম কারুর কাছ থেকে ঘটনাটার অন্যান্য বিবরণ পেতে পারেন—যেমন ফটোর লোকটা কেমন দেখতে।

মিস মার্পল সন্তুষ্ট ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন—এভাবে শুরু করা যেতে পারে।

তাছাড়া, মিস মার্পল যাদের "সন্দেহভাজন চতুষ্টয়" বলে নাম দিয়েছিলেন, তারাও কথোপকথনের লক্ষ্য হতে পারে। যদিও মেজর একজন খুনীর কথাই বলছিলেন, খুন হয়েছিল দুটো, খুনীও তাই দুজন হতেই পারে। কর্ণেল হিলিংডন, বা মিঃ ডাইসন—দেখে ঠিক খুনী বলে মনে হয় না, তবে সেরকম লোক খুনী সাব্যস্ত হয়। আর কেউ হতে পারে? তিনি যখন পিছনে তাকিয়েছিলেন তখন কেউ ছিল না। কিন্তু মিঃ র‍্যাফিয়েলের ভ্যালেই একমাত্র সন্দেহের পাত্র হবে। কি যেন নাম লোকটির। ওহ্ হ্যাঁ—জ্যাকসন। জ্যাকসন কি দরজা দিয়ে বেরিয়েছিল? সেক্ষেত্রে তার ভঙ্গীটা ছবির সঙ্গে মিলে যেত। তার আগে অবধি মেজর আর্থার জ্যাকসনকে আগ্রহ সহকারে নিশ্চয় দেখেননি—মেজর বড় নাকউঁচু ছিলেন, আর জ্যাকসন খাঁটি সাহেব নয়। কিন্তু হাতে যদি ছবিটা থাকে, এবং মিস মার্পলের পিছনে দরজা দিয়ে কাউকে বেরোতে দেখে থাকলে...? মনস্থির করলেন মিস মার্পল। তাঁর সেদিনের কাজ হল হিলিংডন ও ডাইসন দম্পতি, এবং আর্থার জ্যাকসন সম্বন্ধে খোঁজ খবর করা।

॥ ২ ॥

ডঃ গ্রাহামেরও সাধারণত তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে যায়। অন্যদিন তিনি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু এইদিন তিনি অস্বস্তি বোধ করায় আর ঘুমোতে পারলেন না। এ ধরণের উদ্বেগ বহুদিন হয়নি তাঁর। এই উদ্বেগের কারণটা অবশ্য খুব পরিষ্কার নয়। তিনি শুয়ে শুয়ে সেটা নিয়েই ভাবতে লাগলেন। ব্যাপারটা মেজর প্যালগ্রেভকে কেন্দ্র করে। সম্ভবত তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে। ডাক্তার যদিও বুঝতে পারলেন অস্বস্তিটা ঠিক কী কারণে। বক্‌বকে বৃদ্ধার কোন কথায় কি? ভদ্রমহিলার ছবি হারানোটা খুব দুঃখজনক কিন্তু ভদ্রমহিলা ব্যাপারটা খুব সহজেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ওঁর কোন কথায় তাঁর অস্বস্তি হচ্ছে? শত হলেও মেজরের মৃত্যুটা স্বাভাবিকই ছিল। অন্তত। তাঁর তো সেরকমই মনে হয়।

এটা অন্ততঃ পরিষ্কার যে মেজরের স্বাস্থ্য- ডঃ গ্রাহামের চিন্তায় ছেদ পড়ল। তিনি সত্যি কতটা জানতেন মেজরের স্বাস্থ্য সম্পর্কে? সবাই বলছে উনি উচ্চ রক্তচাপের রুগী। কিন্তু নিজে তো তা নিয়ে কখনো মেজরের সঙ্গে কথা বলেন নি। অবশ্য মেজরের সঙ্গে তাঁর এমনিতেই

বেশী কথা হয়নি। মেজর খুব বিরক্তিকর লোক ছিলেন, আর ডঃ গ্রাহাম এ রকম লোকেদের এড়িয়ে চলতেই চান। তবে কেন তাঁর মনে হচ্ছে যে কোথাও একটা গোলমাল আছে? বৃদ্ধার কোন কথায় কি? কিন্তু বৃদ্ধা তো কিছুই বলেন নি। যাকগে, তাঁর নাক গলানোর কোন কারণ নেই। আঞ্চলিক অধিকর্তারা কোন সন্দেহ প্রকাশ করেনি। মেজর প্রায় সবার সঙ্গেই তাঁর রক্তচাপ নিয়ে কথা বলেছিলেন, তাছাড়া ঘরে এক শিশি সেরেনাইটও পাওয়া গেছে।

ডঃ গ্রাহাম পাশ ফিরে শুলেন এবং অল্পক্ষণ বাদেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

॥ ৩ ॥

হোটেল চৌহদ্দীর ঠিক বাইরে এলোমেলোভাবে গড়ে ওটা বসতির কোনো একটি ঘরে ভিক্টোরিযা জনসন ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। সাঁ অনোরের স্থানীয় এই মেয়েটিকে দেখে কোনো ভাস্করের কালো মার্বেলের খোদাই করা মূর্তির কথাই মনে হয়। মাথার কালো ঘন ঝাঁকড়া চুলে একবার হাত চালিয়ে নিয়ে সে তার পা দিয়ে সঙ্গীকে খোঁচা মারল।

"এ্যাই, ওঠ....।"

লোকটি গজগাজ করতে করতে পাশ ফিরল। "হয়েছেটা কী? এখনো ভোর হয়নি।"

"ওঠ। একটা কথা বলতে চাই।"

লোকটি উঠে, আড়মোড়া ভেঙে, বিশাল হাই তুলে জিজ্ঞাসা করল "কী হয়েছে, অ্যাঁ?"

"ওই মেজর ভদ্রলোক, যিনি মারা গেলেন। একটা কিছু গোলমাল আছে, আমার ভাল লাগছে না।"

"ও তাতে তোমার কী? বয়স হয়েছিল, মরে গেছে।"

"কথাটা শোনো। বড়ি গুলোব ব্যাপারে। যেগুলোর ব্যাপারে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করছিলেন।"

"কী? সে ব্যাপারে কী? বেশী খেয়ে নিয়েছিলেন বোধহয়।"

"না, সে ব্যাপার নয়, শোন।" মেয়েটি ঝুঁকে পড়ে উত্তেজিতভাবে কথা বলতে লাগলো। লোকটি সেটা শুনে, হাই তুলে আবার শুযে পড়ল।

"ওতে কিছু যায় আসে না। তুমি আর বাজে বকো না।"

"তবু আমি কাল মিসেস কেন্ডালের সঙ্গে কথা বলব। কোথাও একটা গোলমাল আছে।"

"নাক গলিয়ো না।" বলল লোকটি, যাকে মেয়েটি বর্তমানে নিজের স্বামীর মতো করে দেখছে। "ঝামেলা করে কোনো লাভ নেই।"

সাত ☐ সাগরবেলার সকাল

হোটেলের তলার সৈকতে তখন সকালের অনেকটা সময় কেটে গেছে। জল থেকে উঠে এসে ইভলিন হিলিংডন গরম সোনালী বালির উপর বসে পড়ল, এবং সাঁতার কাটার টুপি খুলে নিয়ে মাথা ঝাঁকাতে থাকল। সৈকতটা খুব বড় না হওয়ায় সকাল ও বেলা এগারোটায় প্রায় একধরণের সামাজিক মেলামেশাই হয়ে যেত। ইভলিনের বাঁদিকে একটা সুন্দর বাস্কেট চেয়ারে

বসেছিলেন সিনিয়রা দ্য কাসপিয়ারো, এক ভেনেজুয়েলিয় সুন্দরী। তাঁর পাশেই ছিলেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। তাঁর সঙ্গে ছিল এস্থার ওয়াল্টার্স। এস্থারে সাধারণত সঙ্গে শর্টহ্যাণ্ড নোটবুক আব পেন্সিল রাখে পাছে মিঃ র‍্যাফিয়েলকে ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো তার করতে হয়। মিঃ র‍্যাফিয়েলকে দেখে মনে হয় একরাশ হাড়ের উপর চামড়া জড়ানো, মুমূর্ষু দেখালেও তাঁকে বিগত আট বছরে ঠিক একই রকম মনে হয়েছে। কোঁচকানো গালেব ওপর তাব নীল চোখ দুটো যেন সবসময় জ্বলতে থাকে, আর ওঁর জীবনেব সুখের মূল উৎসে যেন অন্য কোনো ব্যক্তিব যে কোনো কথাকে ভুল প্রতিপন্ন কবা।

মিস মার্পলও উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভ্যাস মত কান খোলা রেখে উল বুনে চলেছিলেন। এবং মাঝেমধ্যে কথাবার্তায় অংশ নিচ্ছিলেন। তিনি যখনই তাব মৌনিভাব ভঙ্গ কবছিলেন তখন সবাই অবাক হচ্ছিল কারণ তাব নিস্তব্ধতায অনেকেই তাঁর উপস্থিতি ভুলতে বসেছিল। ইভলিন হিলিংডন খুশী মুখে তাঁব দিকে তাকাচ্ছিল, বৃদ্ধাকে তাঁব ভাল লেগেছিল।

অল্পবাক সিনিয়রা দ্য কার্সপিয়াবো তাঁব সুন্দব লম্বা পাযে আবেকটু তেল মেখে অসন্তুষ্টভাবে বললেন, "এটা ফ্রাঙ্গিপানিয়োব মতো অত ভাল নয। এখানে ওটা পাওযাই যায় না, কোন মানে হয়?"

"আপনি কি এবাব সমুদ্রে যাবেন, মিঃ ব্যাফিয়েল?" জিজ্ঞাসা কবল এস্থাব ওযাল্টার্স।

"সময় হলেই যাব," মেজাজী সুবে বললেন মিঃ ব্যাফিযেল।

"সাড়ে এগারোটা কিন্তু বেজে গেছে।" বললেন মিসেস ওয়াল্টার্স।

"তাতে কী হয়েছে? সময দিযে আমাকে বাঁধা যাবে একথা তোমাকে কে বলল?"

দীর্ঘদিনেব অভিজ্ঞতায় এস্থাব জানত মিঃ ব্যাফিযেলেব স্নানের ধকল কাটিযে উঠতে একটু সময় লাগে, তাই তাকে সমযেব কথা খেযাল করাতে হয। সেটা কবতে গিযে দশ মিনিট সময হাতে রেখেই বলেছিল এস্থাব যাতে ওব যুক্তি খণ্ডন কবে মিঃ ব্যাফয়েল নিজেব অজান্তেই এস্থারেব উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবে দেন।

"এ ধরণের ক্যাম্বিসেব জুতো আমাব একেবাবেই পছন্দ নয," পাযেব দিকে তাকিযে বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "বুড়ো জ্যাকসনকে বলেছিলাম, কিন্তু লোকটা কোনো কথাই শোনে না।"

"অন্য জুতো এনে দেব, মিঃ ব্যাফিযেল?"

"না, দেবে না। তুমি এখানে স্থিব হযে চুপ কবে বসে থাকবে। লোকেব ব্যস্ত সমস্ত হযে ছুটে বেড়ানো আমি ববদাস্ত কবতে পাবি না।"

ইভলিন একটু নড়েচড়ে বসে হাতদুটো টান কবল। মিস মার্পল, আপাতদৃষ্টি বোনায মগ্ন অবস্থায পা টান করে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা কবলেন।

"খুব দুঃখিত মিসেস হিলিংডন, আমার পাটা আপনাব গায়ে লেগে গেল।"

"না, না, ঠিক আছে," বলল ইভলিন। "আসলে লোকের তুলনায সৈকতে জাযগা খুবই কম।"

"আহা আপনি সরছেন কেন? আমিই বরং আমার চেয়াবটা একটু পিছিয়ে নিচ্ছি যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে।"

মিস মার্পল একটু গুছিয়ে বসতে বসতে বাচ্চাদের মতো কথা বলে যেতে লাগলেন।

"দারুণ লাগছে এখানে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আগে কখনো আসিনি জানেন। জীবনে এখানে আসব এমন কথা ভাবিইঁ নি, শুধু আমার ভাইপোর কল্যাণে আসা হয়ে গেল। আপনি বোধহয় এই অঞ্চলটা খুব ভাল করেই চেনেন, তাই না মিসেস হিলিংডন?"

"আমি এই দ্বীপটাতেই বার দুয়েক এসেছি, তাছাড়া অন্যান্য দ্বীপগুলোতেও গিয়েছি।"

"ওহ্, হ্যাঁ, প্রজাপতি আর বুনো ফুলের সন্ধানে, তাই না? আপনারা আর আপনাদের ওই—আপনাদের বন্ধুরা, না কি ওরা আত্মীয়?"

"নিছক বন্ধুই, আর কিছু নয়।"

"আপনাদের শখ তো এক। একসঙ্গে খুব বেড়ান বোধহয় আপনারা, তাই না?"

"হ্যাঁ, তা গত বছর ধরে ঘুরছি বটে।"

"বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারও হয়েছে নিশ্চয় আপনাদের?"

"ঠিক তা নয়।" হাই তুলে নীরস গলায় বলল ইভলিন। "অ্যাডভেঞ্চার সবসময়েই অন্যদের বরাতে জোটে।"

"সাপখোপ, বন্য জন্তু বা হিংস্র আদিবাসীদের সঙ্গে কোন মোলাকাৎই হয়নি বলছেন?" ('কথাগুলো কি বোকাবোকা শোনাচ্ছে!' ভাবলেন মিস মার্পল)

"পোকার কামড়ের থেকে খারাপ কিছু জোটেনি কপালে।"

"বেচারা মেজর প্যালগ্রেভকে একবার সাপে কামড়েছিল।" বানিয়ে বললেন মিস মার্পল।

"তাই নাকি?"

"আপনাকে বলেন নি উনি?"

"বলেছিলেন হয়তো। মনে নেই।"

"আপনার সঙ্গে ভালো আলাপ ছিল, তাই না?"

"মেজর প্যালগ্রেভের কথা বলছেন? আলাপ প্রায় ছিল না বললেই চলে।"

"ভাবি চাঞ্চল্যপূর্ণ গল্প বলতেন।"

"বৃদ্ধ অত্যন্ত বিরক্তিকর ছিলেন," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "ওঁর বুদ্ধিসুদ্ধিও একটু কম ছিল। নিজের দিকে নজর রাখলে ওভাবে মৃত্যু হয় না।"

"এ আপনি কি বলছেন, মিঃ র‍্যাফিয়েল?" বলল এস্থার।

"ঠিকই বলছি। প্রয়োজন শুধু নিজের যত্ন নেওয়ার। আমাকে দেখ। চিকিৎসকেরা তো কবে হাল ছেড়ে দিয়েছে! ভাল কথা—আমি আমার মতে চলব ঠিক করেছিলাম আর এখন দেখ আমাকে।" বলে গর্বিত ভঙ্গীতে চারিদিকে তাকালেন।

"মেজর প্যালগ্রেভের উচ্চ রক্তচাপের রোগ ছিল," বলল এস্থার।

"বাজে কথা," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"না, না। সত্যি কথা।" বললে ইভলিন।

"কে বলেছে?" বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "উনি বলেছেন একথা?"

"না। অন্য কেউ।"

"ওঁর মুখটা রক্তাভ থাকত সবসময়।" বললেন মিস মার্পল।

"তাতে কিছু যায় আসে না," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "তাছাড়া ওঁর রক্তচাপের দোষ ছিল

না। আমাকে নিজে বলেছিলেন সেকথা।"

"আপনাকে বলেছিলেন মানে?" জানতে চাইলেন এস্থার। "কার কোন রোগ নেই সে কথা তো সচরাচর কেউ বলে না।"

"দিব্যি বলে। একদিন ওঁকে আকণ্ঠ প্লান্টার্স পাঞ্চ পান করতে দেখে বলেছিলাম, খাওয়াদাওয়া একটু সাবধানে করুন। এই বয়সে রক্তচাপের কথাটা মাথায় রাখতে হবে তো। তাতে উনি বলেছিলেন, ওইদিকে কোনো চিন্তা নেই, কারণ বয়সের তুলনায় ওঁর রক্তচাপের অবস্থা খুব ভাল।"

"কিন্তু উনি ওষুধ খেতেন যে।" বললেন মিস মার্পল, "সেরেনাইট না কি যেন নামটা।"

"আমার মনে হয় ওঁর রোগের কথা উনি স্বীকার করতে চাইতেন না।" বলল ইভলিন। "এক ধরণের লোক হয় যারা রোগকে এত ভয় করে যে তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে চায়।"

"আসলে মুস্কিল হচ্ছে," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল, "সবাই অন্যান্য লোকেদের অসুস্থতা নিয়ে বড্ড মাথা ঘামায়। পঞ্চাশ পেরোলেই যেন লোকে টেনশনে বা থ্রম্বোসিসে মারা যাবে। কেউ যদি বলে যে সে সুস্থ, তাহলে সে সুস্থ। তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তার থেকে ভাল কে জানবে? কটা বাজে? পৌনে বারোটা? আগে স্নানটা সেরে নেওয়া উচিত ছিল। আমাকে মনে করাও নি কেন, এস্থার?"

মিসেস ওয়াল্টার্স কোনো প্রতিবাদ করল না। নিজে চট করে উঠে পড়ে মিঃ র‍্যাফিয়েলকে উঠতে সাহায্য করল। তারপর ধরে ধরে ওঁকে সমুদ্রে নিয়ে গেল।

সিনিয়রা দ্য কাসপিয়ারো চোখ খুলে মৃদুস্বরে বললেন, "বৃদ্ধরা কি কুৎসিত হয়। কি কদর্য। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যেই এদের মেরে ফেলা উচিত।"

এডওয়ার্ড হিলিংডন এবং গ্রেগরি ডাইসন সশব্দে সৈকতে এল।

"জলটা কেমন বুঝলে, ইভলিন?"

"অন্যান্য দিনের মতই।"

"একঘেয়ে, না? লাকি কোথায়?"

"জানিনাতো।" বলল ইভলিন।

মিস মার্পল একটু চিন্তিত মুখেই ইভলিনের দিকে তাকালেন। "এবার আমি তিমি মাছের অনুকরণ করব।" বলে গ্রেগরি তার রঙচঙে বার্মুডা শার্ট খুলে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল। এডওয়ার্ড স্ত্রীর পাশে বসে জানতে চাইল, "আবার যাবে না?"

ইভলিন হেসে, সাঁতারের টুপি পড়ে, স্বামীর হাত ধরে জলের দিকে এগিয়ে গেল।

সিনিয়রা দ্যা কাসপিয়ারো আবার চোখ খুললেন।

"প্রথমে এদের দুজনকে দেখে ভেবেছিলাম নবদম্পতী। পরে শুনলাম এরা প্রায় আট-ন বছর বিবাহিত। অবিশ্বাস্য, তাই না?"

"মিসেস ডাইসন গেলেন কোথায়?" বললেন মিস মার্পল।

"ওই লাকি মহিলাটি ? দেখুন, অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে আছে।"

"আপনি ঠিক জানেন?"

"আমি নিশ্চিত।" বললেন সিনিয়রা, "ও সেই ধরণেরই। তবে বয়স তো থেমে নেই। ওর

স্বামী তো এর মধ্যেই অন্যান্য মহিলাদের দিকে ঝুঁকছে সর্বক্ষণ। আমি জানি।"

"হ্যাঁ," বললেন মিস মার্পল, "আমার মনে হয়েছিল আপনি জানবেন।"

সিনিয়ররা চকিতে তাঁর দিকে তাকালেন। এঁর থেকে উনি এরকম মন্তব্য আশা করেননি। মিস মার্পল ততক্ষণে ঢেউয়ের দিকে তকিয়েছেন।

॥ ২ ॥

"আপনার সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে, মাদাম, মিসেস কেণ্ডাল?"

"নিশ্চয়। বল।" বলল মলি। সে তখন অফিসে তার ডেস্কে বসে।

সাদা পোশাকে, জীবনীশক্তিতে ভরপুর ভিক্টোরিয়া জনসন একটু রহস্যময় ভাবেই ঘরে ঢুকে এল।

"আপনাকে একটা কথা বলার ছিল, মিসেস কেণ্ডাল।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। বল। কিছু হয়েছে না কি?"

"আমি ঠিক জানি না। যে ভদ্রলোক মারা গেলেন ওই মেজর, যিনি ঘুমন্ত অবস্থাতেই মারা গেলেন।"

"হ্যাঁ, তা, কি হয়েছে?"

"ওঁর ঘরে একটা ওষুধের শিশি ছিল। ডাক্তারবাবু ওটা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।"

"তো?"

"ডাক্তারবাবু বাথরুমের তাকে টুথ পাউডার, হজমের বড়ি, অ্যাস্পিরিন, ক্যাসকারা আর ওই সেরেনাইট বড়ি— এগুলো পেয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ।"

"ডাক্তারবাবু ওগুলো ভাল করে দেখেছিলেন। ওঁকে দেখে সন্তুষ্ট মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমি পরে ভাবছিলাম বড়িগুলো কিন্তু আগে ওখানে ছিল না। টুথপাউডার, অ্যাস্পিরিন, আফটার শেভ —এ সবই বাথরুমে ছিল। কিন্তু সেরেনাইট বড়িগুলো ওখানে আগে ছিল না।"

"তুমি বলতে চাও—"মলি যেন ধন্দে পড়ে গেল।

"আমি জানি না।" বলল ভিক্টোরিয়া, "শুধু এটা বুঝেছি যে কোথাও একটা গোলমাল আছে। আপনি ডাক্তারবাবুকে ব্যাপারটা বলুন না? হয়তো এর কোন অর্থ আছে। হয়তো কেউ ওটা ওখানে রেখে দিয়েছিল যাতে মেজর ওটা খেয়ে মারা যান।"

'ওহ্। সে রকম কিছু নয় বলেই মনে হয়।" বলল মলি।

ভিক্টোরিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "বলা যায় না, লোকে কত খারাপ কাজই তো করে।"

মলি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। জায়গাটা দেখে মনে হয় ভূস্বর্গ। রোদ্দুর, সমুদ্র, সঙ্গীত, নাচগান —সব মিলিয়ে যেন নন্দন কানন। কিন্তু নন্দনকাননেও ছায়া পড়েছিল—সেই সাপের ছায়া যা শয়তানের উপস্থিতির পরিচায়ক।

"আমি খোঁজখবর করছি।" বলল মলি। "তুমি দুশ্চিন্তা কর না। আর কোনো ধরণের গুজব ছড়িয়ো না।"

ভিক্টোরিয়া যখন কতকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বেরিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই টিম কেণ্ডাল ঘরে ঢুকল।

"কী ব্যাপার, মলি?"

মলি ইতস্ততঃ করল, তারপর ভাবল ভিক্টোরিয়া টিমের কাজেও যেতে পারে, তাই সমস্ত কথাই টিমকে খুলে বলল।

"আমি এসবের কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। ওষুধটা আসলে ছিল কিসের?"

"জানি না টিম। ডঃ রবার্টসন বলছিলেন রক্তচাপ সংক্রান্ত কিছু।"

"তাহলে তো ঠিকই আছে। ওনার রক্তচাপের দোষ ছিল তাই সেজন্য ওষুধও খাওয়াটা স্বাভাবিক। সবাই তাই করে। অমন আমি ঢের দেখেছি।"

"হ্যাঁ," মলি ইতস্ততঃ করল। "কিন্তু ভিক্টোরিয়া ভাবছে ওগুলোর একটা খেয়েই মেজরের মৃত্যু হয়েছে।"

"সোনা, এটা একটু অতি নাটুকে হয়ে গেল। তুমি বলতে চাও কেউ ওঁর ওষুধটা বদলে দিয়েছিল, এবং তাতে বিষক্রিয়া হয়েছিল?"

"তোমার বলার ধরণে এটা সত্যিই অবাস্তব মনে হচ্ছে," মলি বলল, প্রায় ক্ষমা চেয়েই যেন। "কিন্তু ভিক্টোরিয়া অন্ততঃ সেরকমই বলছিল।"

"বোকা মেয়েটা। আমরা ডঃ গ্রাহামকে জিজ্ঞাসা করতে পারি। উনি জানবেন। কিন্তু এরকম ফালতু ব্যাপারে ওঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।"

"আমারও তাই মত।"

"মেয়েটার কিসে অমন ধারণা হলো? ও কী বলছিল, শিশির ওষুধটা বদলে দিয়েছে কেউ?"

"ঠিক বুঝতে পারিনি," অসহায়ভাবে বলল মলি। "ও বোধহয় বলছিল ও শিশিটাই সেদিন প্রথম দেখেছে।"

"যতসব বাজে কথা।" বলল টিম, "রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে মেজরকে সবসময়ই বড়িগুলো খেতে হত।" বলে টিম খুশি মনে হোটেলের বাজার সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে চলে গেল।

কিন্তু মলি ব্যাপারটা অত সহজে মেনে নিতে পারল না। মধ্যাহ্ন-ভোজের পর সে টিমকে বলল: "টিম, ভাবছিলাম, ভিক্টোরিয়া যদি এটা বলে বেড়ায়, তার থেকে আমরা খোঁজখবর করলে হত না?"

"সোনা, রবার্টসন এবং অন্যান্য ডাক্তাররা সব কিছু দেখেছিল এবং যা যা জিজ্ঞাসা করার সব করেছিল।"

"হ্যাঁ, কিন্তু এই মেয়েরা কি রকম হয় তা তো জান?"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। এক কাজ করা যাক। আমরা গিয়ে ডঃ গ্রাহামকে জিজ্ঞাসা করি। উনি জানবেন।"

ডঃ গ্রাহাম বই হাতে একটি আচ্ছাদনের তলায় বসেছিলেন, কেণ্ডাল দম্পতি পৌঁছেই তাদের কথা শুরু করে দিল। মলি প্রথমে অসংলগ্ন কথা বলায় টিম গুছিয়ে বাকিটা বলে দিল।

"ব্যাপারটা বোকা বোকা শোনাচ্ছে," ক্ষমা চেয়ে বলল টিম, "কিন্তু আমি যতদূর বুঝলাম,

মেয়েটির মনে হচ্ছে কেউ বিষের বড়ি রেখে দিয়েছিল ওই, কি যেন নাম—সেরে মানে ওই শিশিটায়।"

"কিন্তু এরকম মনে হওয়ার কারণ কী?" জানতে চাইলেন ডঃ গ্রাহাম। "ও কি কিছু শুনেছে বা দেখেছে? মানে, একটা কারণ থাকবে তো।"

"জানি না", অসহায়ভাবে বলল টিম, "শিশিটা কি বদলে গিয়েছিল? অ্যাঁ, মলি?"

"না," বলল মলি। "ও বোধহয় বলেছিল যে ওখানে একটা শিশি ছিল, লেবেলে লেখা-সেভেন, না সেরেন—"

"সেবেনাইট।" বললেন ডঃ গ্রাহাম। "ঠিকই বলেছে। ওটা খুব নামকরা ওষুধ। নিয়ম করে খেতেন বোধহয়।"

"ভিক্টোরিয়া বলল তার আগে ও ওষুধটা ওখানে দেখেই নি।"

"দেখেনি?" তীব্রস্বরে জানতে চাইলেন ডঃ গ্রাহাম। "তার মানে?"

"মানে, ও তো তাই বলল। বলল বাথরুমের তাকে অনেক কিছুই ছিল—টুথ পাউডার, অ্যাস্পিরিন, আফটার শেভ, আরও কত কি। মেয়েটাই সব পরিষ্কার করত তো, তাই সব মুখস্থ হয়ে গেছে ওর। কিন্তু ওইটা—সেবেনাইট—মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মেয়েটা ও ঘরে দেখেনি।"

"অদ্ভুত।" তীব্রস্বরে বললেন ডঃ গ্রাহাম। "মেয়েটা নিশ্চিত?"

ডঃ গ্রাহামের তীব্রতায় কেণ্ডালরা চমকে উঠল। এই তীব্রতা ওর স্বভাববিরুদ্ধ তো বটেই, ওরা এরকম ব্যবহার আশাও করে নি।

"ও বোধহয় একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে চাইছে।" বলল টিম,

"আমার মনে হয়, আমার ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার।" বললেন ডঃ গ্রাহাম।

ভিক্টোরিয়া তার কাহিনী বলতে পারার সুযোগে খুশিই হল। "আমি ঝামেলায় জড়াতে চাই না," বলল সে। "শিশিটা ওখানে আমি রাখিনি, কে রেখেছে তাও জানি না।"

"কিন্তু তোমার মতে, এটা ওখানে রাখা হয়েছিল?" জানতে চাইলেন ডঃ গ্রাহাম।

"নিশ্চয়ই তাই, ডাক্তারবাবু, তার কারণ ওটা আগে ওখানে ছিল না যে।"

"মেজর প্যালগ্রেভ হয়তো ওটা ড্রয়ারে রেখেছিলেন, বা সুটকেসে।"

"সবসময় খেতে হলে তিনি তা করবেন কি?"

"না। সেটা ঠিকই বলেছ। ওষুধটা দিনে বার কয়েক খাওয়ার কথা। ওঁকে ওষুধটা খেতে দেখেছিলে কখনও?"

"আগে তো ওখানে ছিলই না। যখন শুনলাম ওঁর মৃত্যুর কারণ ওষুধটা হতে পারে তখন মনে হল হয়তো কোনো শত্রু ওটা ওখানে রেখে দিয়েছিল।"

"অবশ্যই না", বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলেন ডঃ গ্রাহাম। ভিক্টোরিয়া হতভম্ব হয়ে জানতে চাইল। "আপনি বলছেন ওষুধটা ভাল?"

"শুধু ভালই না, আবশ্যকও বটে।" বললেন ডঃ গ্রাহাম। "তুমি দুশ্চিন্তা করো না। ওষুধটা ঠিকই ছিল। ওই রোগের জন্য ওষুধটা কার্যকরী।"

"বাঁচালেন।" বলে ভিক্টোরিয়া একগাল হেসে দিল। কিন্তু ডঃ গ্রাহামের সন্দেহটা দানা বাঁধল।

আট ☐ এস্থার ওয়াল্টার্সের সঙ্গে কিছু কথা

"জায়গাটা আর আগের মত নেই।" বললেন মিঃ র্যাফিয়েল, গলায় ক্ষোভের সুর। তার কারণ মিস মার্পল সেদিকেই আসছিলেন যেখানে তিনি এবং এস্থার বসেছিলেন। "প্রতি পদে কোন না কোন বুড়ি ঠিক এসে পড়বে। বৃদ্ধারা ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আসে কেন কে জানে?"

"আপনার মতে তাদের কোথায় যাওয়া উচিত?" জানতে চাইল এস্থার।

"চেল্টেনহ্যাম," চটজলদি জবাব দিলেন মিঃ র্যাফিয়েল, "অথবা বোর্নমাউথ, বা টরকে, বা লাণ্ড্রিন্ডড ওয়েলস। যাবার জায়গার কোন অভাব নেই। ওখানে তাদের ভালই লাগে।"

"তাদের এখানে আসার সাধ্য নেই বোধহয়। সবাই তো আপনার মত ভাগ্যবান হয় না।"

"চালিয়ে যাও।" বললেন মিঃ র্যাফিয়েল। "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে যাও। গাঁটে-গাঁটে পেশীতে-পেশীতে ব্যাথা। সামান্য সুখও বরদাস্ত হচ্ছে না। আর তুমি তো কোন কাজই করছ না, চিঠিগুলো এখনও টাইপ করনি কেন?"

"সময় পাই নি।"

"এবার করে নাও। তোমাকে কাজ করতে আনা হয়েছে, রৌদ্রস্নান আর শরীর দেখানোর জন্য নয়।"

অন্য কেউ হলে এ ধরনের মন্তব্য সহ্য করত না। কিন্তু মিসেস ওয়াল্টার্স জানত যে ব্যাথায় জর্জরিত মিঃ র্যাফিয়েল এই ভাবেই কড়া কথা বলে নিজের কষ্ট লাঘব করতে চান। তাই এস্থার কোন কথাই ধর্তব্যের মধ্যে আনল না।

"বিকেলটা ভারি সুন্দর, তাই না?" তাদের কাছে থেমে বললেন মিস মার্পল।

"হবে না কেন?" বললেন মিস র্যাফিয়েল, "এই জন্যই তো আসা।"

মিস মার্পল হেসে ফেললেন : "আপনি ভীষণ কড়াকড়া কথা বলেন। অবশ্য ভুলেই যাই যে আবহাওয়া নিয়ে কথার শুরু করা কেবল ইংরেজদেরই প্রবণতা। আরে বা, ভুল রঙের উল নিয়ে এসেছি।" উল বোনার সরঞ্জাম বাগানের টেবিলে নামিয়ে রেখে তিনি নিজের বাংলোর দিকে ফিরে চললেন।

"জ্যাকসন," হাঁক পাড়লেন মিঃ র্যাফিয়েল। শুনতে পেয়ে জ্যাকসন বেরিয়ে এল।

"আমাকে ভিতরে নিয়ে চল। ওই বাক্যবাগীশ বৃদ্ধা ফেরার আগেই আমি ম্যাসেজ করিয়ে নেব। ম্যাসেজে কাজ হচ্ছে এমন কথা যদিও আমি বলতে পারছি না।" উনি উঠে দাঁড়াতেই জ্যাকসন তাঁকে ধরে ধরে বাংলোর মধ্যে নিয়ে গেল।

এস্থার সেদিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঘুরিয়ে দেখল মিস মার্পল একটা উলের গোলা নিয়ে তার পাশেই বসেছেন।

"বিরক্ত করছি না তো?" বললেন মিস মার্পল।

"অবশ্যই না।" বলল এস্থার। "আমার কিছু টাইপিং করার আছে। কিন্তু তার আগে আমি মিনিট দশেক সূর্যাস্ত দেখব।"

মিস মার্পল বসে শান্ত গলায় কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। কথা বলতে বলতে তিনি এস্থারকে মেপে নিতে থাকলেন। খুব সুন্দরী না হলেও আকর্ষণীয়া হতে পারত এস্থার একটু চেষ্টা করলে।

সেই চেষ্টা করে না দেখে মিস মার্পল অবাক হলেন। হয়তো বা মিঃ র‍্যাফিয়েল পছন্দ করবেন না, তবে মিস মার্পলের মনে হল না যে মিঃ র‍্যাফিয়েল কিছু বলতেন। উনি নিজেকে নিয়ে এত মগ্ন থাকেন যে নিজে অবহেলিত না হলে স্বর্গের অপ্সরার মতো সাজলেও এস্থারকে কিছু বলতেন না। তাছাড়া উনি রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েন। তাই এস্থার চাইলে রাতে নাচের আসরে মধ্যমণি হয়ে থাকতে পারত।

মিস মার্পল ধরে সূস্থে প্রসঙ্গটা জ্যাকসনের দিকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে এস্থার দ্ব্যর্থহীন কথা বলল না।

"ও খুবই দক্ষ। ম্যাসেজ করাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।"

"মিঃ র‍্যাফিয়েলের সঙ্গে বহুদিন আছে বোধহয়?"

"না, না, ন-দশ মাস হবে।"

"বিবাহিত না কি?"

"বিবাহিত?" অবাক সুরে বলল এস্থার। "তা তো ঠিক জানি না। কখনো বলে নি তো, তাই মনে হয়....." তারপরই সুর বদলে বলল, "না, বিবাহিত নয়। নিশ্চয়ই নয়" —গলায় যেন একটু মজা উপভোগ করার সুর।

মিস মার্পল বুঝে নিলেন ইঙ্গিতটা "অন্ততঃ আচার আচরণে বিবাহিত বলে তো মনে হয় না...."। কিন্তু মিস মার্পল ভাবলেন সেটা কত জনের আচরণেরই বা মনে হয়?

"দেখতে কিন্তু ভারি সুন্দর", বললেন মিস মার্পল।

"হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।" গলায় উৎসাহের অভাবটা খুব পরিষ্কার। মিস মার্পল ভাবলেন, পুরুষে নিরাসক্তি। নাকি একপুরুষে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছে? স্বামীহারা হয়েছেন বুঝি?"

"চার-পাঁচ বছর। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে আমাকে আবার চাকরি করতে হয়। আমার এক মেয়ে স্কুলে, আর্থিক স্বাচ্ছল্যও তেমন নয়।"

"মনিব হিসবে মিঃ র‍্যাফিয়েল কি খুব কড়া ধাঁচের?"

"তেমন কিছু নয়, অন্তত ওনাকে বুঝে উঠতে পারলে তো বটেই। মাঝে মধ্যে খুব রেগে যান আর পরস্পর বিরোধী কথা বলেন, আসলে খুব তাড়াতাড়ি লোকজন সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েন। গত দু'বছরে পাঁচজন ভ্যালে রেখেছেন। আসলে বকাঝকা করতে নতুন লোক চান। আমি অবশ্য ভালই মানিয়ে নিয়েছি।"

"জ্যাকসনকে খুব বাধ্য বলে মনে হয়।"

"ও খুব কৌশলী এবং উদ্ভাবনশীল," বলল এস্থার। "তবে মাঝে মধ্যে......."

".... ফ্যাসাদে পড়ে যায়?" বললেন মিস মার্পল।

"হ্যাঁ। তবে ....মোটের ওপর সময়টা ভালই কাটছে।"

মিস মার্পল ভাবতে লাগলেন, তবে তাঁর কাজে কিছুই লাগল না। উনি তারপর প্রকৃতিপ্রেমী হিলিংডন ও ডাইসনদের প্রসঙ্গে আনলেন।

"হিলিংডনরা এখানে বছর চারেক ধরে আসছে," বলল এস্থার। "তবে গ্রেগ ডাইসন আরও বেশী দিন ধরে আসছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খুব ভাল করেই ঘোরা ভদ্রলোকের। প্রথমে এখানে আসে ওর প্রথমা স্ত্রীকে নিয়ে, স্ত্রীর স্বাস্থ্যেরই কারণে—শীতকালে উষ্ণ অঞ্চলে যেতে হত

মহিলাকে।"

"সে কি মারা যায়, না ডিভোর্স হয়?"

"না, মারা যায়। এখানেই, যতদূর জানি। মানে এই দ্বীপে নয়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজেরই কোথাও। কোনও একটা ঝামেলা হয় সেটা নিয়ে, কেচ্ছা, আর কি। ভদ্রলোক প্রথমা স্ত্রীর প্রসঙ্গে কথাও বলে না। আমাকে অন্য কেউ বলেছিল। ওদের মধ্যে বনিবনা হত না।"

"আর তার পরেই 'লাকি'-কে বিয়ে করে।" বললেন মিস মার্পল। যেন বলতে চাইলেন 'কি বিদঘুটে নাম।'

"লাকি বোধহয় প্রথমা স্ত্রীরই কোন এক আত্মীয়া।"

"হিলিংডনদের সঙ্গে ওদের পরিচয় কি বহুদিনের?"

"ওই ঘরে থেকে ওরা এদিকে আসা আরম্ভ করেছে। চার পাঁচ বছর।"

"হিলিংডনরা খুব ভাল মনে হয়।"

"হ্যাঁ। দুজনেই খুব চুপচাপ।"

"সবাই বলে ওরা একে অপরের প্রতি খুব অনুরক্ত।" বললেন মিস মার্পল। তাঁর কথার ধরনের জন্য এস্থার খুঁটিয়ে তাকাল তার দিকে।

"আপনার মনে হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।" বলল সে।

"তোমার সন্দেহ হয় না?"

"মানে। মাঝে মাঝে ভাবি "

"কর্ণেল হিলিংডনের মতো শান্ত লোকেদের মাঝেমধ্যেই উচ্ছল নারীদের প্রতি আকর্ষণ জাগে।" একটু ইঙ্গিতপূর্ণ বিরতির পর বললেন "লাকি-নামটা অদ্ভুত, না? তোমার কি মনে হয় মিঃ ডাইসন জানেন কি ঘটছে?"

"কুৎসা রটানো বুড়ি,' ভাবল এস্থার। মুখে খুব অপ্রসন্নভাবে বলল, "জানি না।"

মিস মার্পল প্রসঙ্গ বদলালেন। "মেজর প্যালগ্রেভের ব্যাপারটা দুঃখজনক, তাই না?"

নিছক ভদ্রতার খাতিরেই সম্মতি জানিয়ে এস্থার বলল, "আমার সত্যিই খারাপ লাগে কেণ্ডালদের জন্য।"

"লোকে এখানে আসে উপভোগ করতে, তাই না?" বলল এস্থার। "রোগভোগ, মৃত্যু, আয়কর বরফ জমে যাওয়া পাইপ, দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য জিনিস ভুলতে। নশ্বরতার কথা তারা মনে করতেই চায় না।"

মিস মার্পল তাঁর উলের গোলা নামিয়ে রেখে বললেন, "হ্যাঁ, একদম খাঁটি কথা বলেছ। ষোলো আনা সত্যি।"

"আর দেখুন, ওদের বয়সটাও অল্প। স্যাণ্ডার্সনদের থেকে মাত্র ছ-মাস আগে ওরা ভার নিয়েছে। ওদের অভিজ্ঞতা নেই বলে সফল হবে কি হবে না, তাই নিয়ে ওরা ভীষণ উদ্বিগ্ন।"

"মানে তুমি বলছ এতে ওদের অসুবিধা হতে পারে?"

"না, ঠিক তা বলতে চাইছি না আমি," বলল এস্থার। "এখানকার পরিবেশে কেউই দু-একদিনের থেকে বেশী মনে রাখবে না মৃত্যুটা। মৃত্যু বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টার জন্য একটা ধাক্কা দেয়, কিন্তু অন্ত্যেষ্টির পর আর কেউ এসব খেয়াল রাখে না, যদি না অবশ্য ব্যাপারটা মনে করানো

হয়। মলিকে আমি এটা বলেছি, কিন্তু ওর দুশ্চিন্তা করার বাতিক আছে।"

"মিসেস কেণ্ডালের দুশ্চিন্তার প্রবণতা আছে? কই, দেখে তো মনে হয় না?"

"ওর ওই নিশ্চিন্ত ভাবটা লোক দেখানো," আস্তে আস্তে বলল এস্থার। "ও হচ্ছে সেই ধরণের নারী যারা সবসময় ভাবে এই বুঝি খারাপ কিছু ঘটল।"

"আমার তো মনে হয় স্বামীটির দুশ্চিন্তা করার দোষ আছে।"

"মানতে পারলাম না। আমার মনে হয় স্ত্রী দুশ্চিন্তা করে বলেই ওকে দুশ্চিন্তা করতে হয়—মানে, বুঝতে পারলেন তো?"

"ব্যাপারটা দেখছি খুব মজার," বললেন মিস মার্পল।

"আমার মনে হয় মলি খুব হাসিখুশি দেখাতে চায়। এতে ওর এতো পরিশ্রম হয় যে কিছু পরেই ও শ্রান্ত হয়ে পড়ে, আর বিপদে ভুগতে থাকে। ও ঠিক, মানে, এর মধ্যে ভারসাম্যের অভাব রয়েছে।"

"বেচারি," বললেন মিস মার্পল। "এবকম লোক অনেক রয়েছে, এবং অন্যরা সেটা বুঝতেও পারে না।"

"না, ওরা যে সেটা বুঝতে দেয় না।" বলল এস্থার। "যাকগে, আমার মনে হয় না মলির এক্ষেত্রে দুশ্চিন্তা করার কিছু আছে। আজকাল তো লোকে হামেশাই করোনারি থ্রম্বোসিস বা সেরিব্রাল হেমারেজে মারা যাচ্ছে। আগেব থেকে বেশী হারে তো বটেই। টাইফয়েড বা খাদ্যে বিষক্রিয়ার দরুণ মৃত্যু হলেই কেবল লোকে মাতামাতি করে।"

"মেজর প্যালগ্রেভ আমাকে কখনো বলেননি ওঁর রক্তচাপের রোগ আছে। তোমাকে বলেছিলেন কি?" জানতে চাইলেন মিস মার্পল।

"উনি কাউকে একথা বলেছিলেন—ঠিক জানি না কাকে—হয়তো মিঃ র‍্যাফিয়েলকে। উনি এখন ঠিক উল্টোটাই বলছেন, কিন্তু এটাই ওঁর ধরণ। জ্যাকসন আমাকে একবার বলেছিল সেটা আমি খেয়াল করতে পারছি। বলেছিল মেজরের মদ্যপান কম করা উচিত।"

"আচ্ছা", চিন্তিত সুরে বললেন মিস মার্পল। "ভদ্রলোককে ভীষণ একঘেয়ে লাগত, না? উনি অনেক গল্প বলতেন আর বারবার পুনরাবৃত্তি করতেন বোধহয়।"

"সেটাই তো ঝামেলা ছিল," বলল এস্থার। "ঠেকাতে না জানলে একই গল্প বারবার শুনতে হত।"

"আমার কিছু যেত আসত না, কারণ আমি এসবে অভ্যস্ত," বললেন মিস মার্পল। "পুনরাবৃত্তিতেও আমার আপত্তি নেই কারণ আমি সবসময়েই গল্প ভুলে যাই।"

"খুব বাঁচোয়া আপনার", হাসতে হাসতে বলল এস্থার।

"উনি একটা খুনের গল্প বলতে ভালবাসতেন। তোমাকেও বলেছিলেন বোধহয়?"

এস্থার ততক্ষণে হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে কিছুক্ষণ খোজার পর লিপস্টিক বার করল। "আমি ভেবেছিলাম এটা হারিয়ে ফেলেছি। ওহ্, হ্যাঁ, আপনি কি যেন বলছিলেন?"

"বলছিলাম, মেজর তোমাকে তার খুনের গল্পটা বলেছিলেন?"

"বোধহয় বলেছিলেন। ওই সেই এক দম্পতির গ্যাস দিয়ে আত্মহত্যার ব্যাপারটা তো? যেটাতে পরে জানা গেল স্ত্রীই স্বামীকে গ্যাস দিয়ে হত্যা করেছিল? সেই যে স্বামীকে ঘুমের

ওষুধ দিয়ে গ্যাস চুল্লীতে মাথা ঢুকিয়ে দেওয়া, সেটা তো?"

"না, ঠিক সেরকম নয়।" বললেন মিস মার্পল, মুখে চিন্তার ছাপ।

"উনি এত গল্প বলতেন," প্রায় ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বলল এস্থার, "মন দিয়ে শুনতেও ইচ্ছে করত না।"

"একটা ছবি ছিল যেটা উনি সবাইকে দেখাতেন "

"হ্যাঁ, দেখিয়েছিলেন বোধহয়—এখন ঠিক খেয়াল করতে পারছি না। আপনি দেখেছিলেন ছবিটা?"

"না," বললেন মিস মার্পল, "অন্যান্য লোকজন এসে পড়েছিল।"

নয় ❑ মিস প্রেসকট ও অন্যান্যরা

"আমি যতদূর জানি" চারিদিক দেখে নিয়ে নীচু স্বরে বললেন মিস প্রেসকট।

মিস মার্পল তাঁর চেয়ারটা একটু এগিয়ে নিলেন। মিস প্রেসকটের সঙ্গে এই অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা করতে একটু বেগই পেতে হয়েছিল তাকে। প্রায় সর্বক্ষণই ক্যানন প্রেসকট তাঁর বোনের সঙ্গে থাকায় দুই বৃদ্ধারই পরচর্চা করতে একটু অসুবিধাই হচ্ছিল।

"যতদূর জানি," বললেন মিস প্রেসকট, "যদিও আমি কুৎসা রটাতে চাই না, আর আমি এ বিষয়ে সত্যিই কিছু জানি না—"

"ঠিকই তো, বুঝতে পারছি," বললেন মিস মার্পল।

"খুব সম্ভবত প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকার সময়েই একটা কেচ্ছা রটেছিল। এই মহিলাটি, লাকি— ওই মহিলার কোন রকমে তুতো বোন এখানে আসে এবং গ্রেগরীর সঙ্গে ফুল, না প্রজাপতি, বা অন্য কিছু নিয়ে কাজ করে। লোকে ওদের সহজ মেলামেশা নিয়ে অনেক কিছু বলাবলি করত বুঝতেই পারছেন।"

"লোকেদের চোখে অনেক কিছুই পড়ে, তাই না?" বললেন মিস মার্পল।

"তারপরেই শ্রীমতি ডাইসনের অকস্মাৎ মৃত্যু—"

"এই দ্বীপেই মারা যান নাকি?"

"না। ওরা বোধহয় তখন মার্টিনিক বা টোবাগোতে ছিল।"

"ও, আচ্ছা।"

"যতদূর শুনেছিলাম, ডাক্তার খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না ওই মৃত্যু স্বাভাবিক কি না সে বিষয়ে।"

"তাই?" বললেন মিস মার্পল, চোখেমুখে আগ্রহ।

"নিছক গুজবই নিশ্চয়, কিন্তু মিঃ ডাইসন খুব তাড়াতাড়ি আবার বিয়ে করেন।" বলে গলা নামিয়ে বললেন, "একমাসের মধ্যেই।"

"মাত্র একমাস!"

দুই বৃদ্ধা দৃষ্টি বিনিময় করলেন। "সহানুভূতির একটু অভাব মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক", বললেন মিস প্রেসকট।

"হ্যাঁ, সত্যিই স্বাভাবিক," বলে থামলেন মিস মার্পল। তারপর প্রশ্ন করলেন "এতে টাকা পয়সার ব্যাপার কিছু জড়িয়ে ছিল কি না জানেন কিছু?"

"জানি না। ওর ওই ঠাট্টাটা শুনেছেন তো যে ওর স্ত্রীই ওর ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছে।"

"হ্যাঁ, শুনেছি," বললে মিস মার্পল।

"কেউ কেউ বলে এর অর্থ ধনী স্ত্রীই ওর ভাগ্যের পরিচায়ক। অবশ্য মেয়েটি খুব সুন্দরী। আর আমার মনে হয় প্রথমা স্ত্রী ছিল ধনী।"

"হিলিংডনরা কি স্বচ্ছল?"

"মনে হয়। মানে বিশাল বিত্তশালী কিছু নয়। ওদের দুই ছেলে পাবলিক স্কুলে আছে, আর ইংলণ্ডে ওদের একটা সুন্দর বাড়িও আছে। আর প্রতি শীতে ওরা ভ্রমণেও বেরিয়ে পড়ে।"

এই সময়ে ক্যানন এসে তাঁর বোনকে হাঁটতে যাবার কথা বলাতে মিস প্রেসকটা উঠে পড়লেন। মিস মার্পল যদিও বসেই থাকলেন।

কয়েক মিনিট পরে গ্রেগরী ডাইসন তাঁর পাশ দিয়ে হোটেলে যাবার সময় সহাস্যে জানতে চাইল, "কী ভাবছেন?"

মিস মার্পল মুচকি হেসে ভাবলেন, 'তুমি খুনী কি না, তাই ভাবছি,' বললে ওর প্রতিক্রিয়া কী হতো।

ওকে খুনী ভাবার কারণ ছিল। প্রথমতঃ মিসেস ডাইসনের মৃত্যু—মেজর প্যালগ্রেভ তো এক পত্নীহন্তার কথাই বলেছিলেন—পুরো ছকটাই মিলে গেছে। কিন্তু মিস মার্পলের মনে হল সেটা যেন একটু বেশী ভালই মিলে গেছে। তারপরেই ভাবলেন মেপে খুন করার জন্য চাহিদার কোনো কারণ নেই তাঁর।

এই সময়ে একটি কর্কশ কণ্ঠস্বরে তিনি চমকে উঠলেন।

"গ্রেগকে দেখেছেন। মিস-আ-মিস।"

মিস মার্পল বুঝতে পারলেন লাকির মেজাজ খারাপ।

"এই মাত্র হোটেলের দিকে যেতে দেখলাম।"

"হ্যাঁ, সেখানেই তো ওরে যেতে হবে", বিরক্তি প্রকাশ করে লাকিও সেদিকেই চলে গেল।

"বয়স চল্লিশের একদিনও কম নয়। আর সেটা বোঝাই গেল আজকে," ভাবলেন মিস মার্পল। তাঁর সমবেদনা জাগল লাকির মতো নারীদের জন্য, যারা সময়ের কাছে সহায়-সম্বলহীন।

পিছনে একটা আওয়াজ পেয়ে মিস মার্পল ঘুরে বসলেন। দেখলেন জ্যাকসনের সাহায্য নিয়ে মিঃ র‍্যাফিয়েল অধৈর্য্য জ্যাকসনকে যেতে বললেন, এবং জ্যাকসনও নির্বিবাদে হোটেলের দিকে চলে গেল।

যে কোন মুহূর্তে এস্থার এসে যেতে পারে বলে মিস মার্পল সময় নষ্ট না করে এগিয়ে গেলেন, মিঃ র‍্যাফিয়েলের সঙ্গে একান্তে কথা বলাটা দরকার। এবং এর থেকে ভাল সুযোগ পাওয়া মুস্কিল। যা বলার তা গৌরচন্দ্রিকা ছাড়াই বলতে হবে, কারণ মিঃ র‍্যাফিয়েল বয়স্কদের অসংলগ্ন কথা বলা পছন্দ করেন না। হয়তোবা বাংলোতেই পালাবেন। তাই মিস মার্পল সোজাসুজি কথা বলাই স্থির করলেন।

ওঁর কাছে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে তিনি বললেন, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে

চাই, মিঃ র‍্যাফিয়েল?"

"বেশ। বলে ফেলুন। কী দরকার, চাঁদা নিশ্চই? আফ্রিকার কোন মিশন, বা চার্চ মেরামতের জন্য, বা ওই জাতীয় কিছু বোধহয়।"

"হ্যাঁ", বললেন মিস মার্পল। "এই ধরনের উদ্যোগে আমার আগ্রহ আছে, এবং আপনি কিছু সাহায্য করলে বাধিত হব। কিন্তু বর্তমানে আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন। আমি জানতে চাই মেজর প্যালগ্রেভ আপনাকে খুনের কাহিনী বলেছিলেন কি না?"

"ওহো" বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল, "তাহলে আপনাকেও বলেছিলেন উনি? আর আপনিও নির্বিচারে পুরোটা বিশ্বাস করে গিয়েছিলেন বোধহয়?

"আমি ঠিক জানি না, আপনাকে উনি কী বলেছিলেন, বলুন তো?"

"উনি এক সুন্দরীর কথা বলেছিলেন, যেন সাক্ষাৎ লুক্রেসিয়া বোর্গিয়া। সুন্দরী, কমবয়সী, স্বর্ণকেশী—সবকিছু।"

"ওহ্।" খানিকটা হতবাক হয়ে গেলেন মিস মার্পল। "কাকে খুন করেছিল সে?"

"কাকে হতে পারে? অবশ্যই তার স্বামীকে।"

"বিষ দিয়ে।"

"না। ঘুমের ওষুধ দিয়ে পরের গ্যাস চুল্লীতে মেরেছিল বোধহয়। বুদ্ধি ছিল মহিলার। আত্মহত্যা প্রতিপন্ন করে বেঁচে যায়—রায় হয়েছিল কর্তব্যে অবহেলা গোছের কিছু সুন্দরী যা হয়। ধুঃ।"

"মেজর কি আপনাকে কোনো ছবি দেখিয়েছিলেন?"

"কী —ওই মহিলার ছবি? না। আর দেখাবেনই বা কেন?"

"ওহ্", হতভম্ব হয়ে বললেন মিস মার্পল। যতদূর বুঝলেন তাতে এটা পরিস্কার যে মেজর শুধু তাঁর শিকার কাহিনীই বলতেন না, খুনের ঘটনাও বলতেন, এবং সে রকম কাহিনীর কোন কমতি ছিল না তাঁর সম্ভারে। মানতেই হবে—হঠাৎ "জ্যাকসন" বলে মি র‍্যাফিয়েল হাঁক পাড়ায় চমকে উঠলেন মিস মার্পল। কিন্তু কোন সাড়া এলো না।

"ওকে খুঁজে আনব?" উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলেন মিস মার্পল।

"আপনি পারেন না। নিশ্চই কোনো মহিলার পিছনে ছুটেছে। লোকটা ভাল নয়, চরিত্র খারাপ। তবে আমি মোটামুটি কাজ চালিয়ে নিচ্ছি।"

"আমি দেখি যদি ওকে খুঁজে পাই," বললেন মিস মার্পল।

মিস মার্পল জ্যাকসনকে হোটেলের অন্য প্রান্তে টিম কেণ্ডালের সঙ্গে পান করতে দেখে ওকে জানিয়ে দিলেন মিঃ র‍্যাফিয়েল ওকে খুঁজছেন।

মুখ বিকৃত করে পানীয়টা শেষ করে জ্যাকসন উঠে দাঁড়াল।

"হয়ে গেল" বলল জ্যাকসন। "শান্তির উপায় নেই। দুটো ফোন আর বিশেষ খাদ্যতালিকা তৈরীর ছুতোতে ভেবেছিলাম অন্ততঃ সওয়া ঘন্টার জন্য রেহাই পাব—সে উপায় নেই। ধন্যবাদ, মিস মার্পল। পানীয়টার জন্য ধন্যবাদ, মিঃ কেণ্ডাল।"

সে চলে যাওয়ার পর টিম বলল, "বেচারার জন্য খারাপ লাগে। মাঝেমধ্যে ওর মনমেজাজ ভাল করার জন্য পান করার জন্য ডাকি।"

"আপনি কিছু নেবেন না, মিস মার্পল? লেবুর সরবত? ওটা তো খুব পছন্দ করেন।"

"এখন না, ধন্যবাদ—মিঃ র‍্যাফিয়েলের মত লোকের জন্য কাজ করা খুব ক্লান্তিকর বলেই তো মনে হয়। অথর্বরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব মেজাজী হয়।"

"শুধু তাই বলতে চাই নি—মাইনেটা ভাল, আর, একটু খামখেয়ালীপনা মেনে নিতে তো হবেই। আর মিঃ র‍্যাফিয়েল মানুষ হিসেব খারাপ নন। আমি বলতে চাইছি," বলে ও একটু ইতস্তুতঃ করল।

মিস মার্পল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

"মানে—কীভাবে যে বলি—মুস্কিলটা আসলে সামাজিক দিক থেকে। লোকে এত হাস্যকর রকমের উন্নাসিক—ওর শ্রেণীর কেউ এখানে নেই। ওর শ্রেণীটা ভৃত্যশ্রেণীর উপরে কিন্তু সাধারণ পর্যটকের নীচে—অন্তত তারা তাই মনে করে। ঠিক কোন ভিক্টোরীয় গৃহশিক্ষিকার মতো এদেব চিন্তাধাবা। ওই সেক্রেটারি মহিলাটি, মিসেস ওয়াল্টার্স—উনিও নিজেকে ওর উপরে মনে করেন সামাজিকভাবে। এসবই পরিস্থিতিটা ঘোবালো করে তোলে।" টিম একটু থেমে আন্তরিকভাবে বলল, "এসব জায়গায় এরকম সামাজিক সমস্যা অসহ্য।"

ডঃ গ্রাহাম বই হাতে তাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে একটি টেবিল সংলগ্ন চেয়ারে বসল।

"ডঃ গ্রাহামকে চিন্তিত মনে হচ্ছে।" মন্তব্য কবলেন মিস মার্পল।

"ও! আমরা সকলেই চিন্তিত।"

"তুমিও? মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যু নিয়ে?"

"ও বিষয়ে চিন্তা করা আমি ছেড়ে দিয়েছি। সবাই প্রায় ভুলেই গেছে, বা খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। না, আমি মলিকে নিয়ে চিন্তিত— আপনি স্বপ্ন সম্বন্ধে কিছু জানেন?"

"স্বপ্ন?" অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মিস মার্পল।

"হ্যাঁ, দুঃস্বপ্ন। আমরা সবাই দেখে থাকি মাঝেমধ্যে। কিন্তু মলি—ও সবসময় দুঃস্বপ্ন দেখে, আর এতে ও একটু ভয়ও পায়। ও ঘুমের ওষুধ খাচ্ছে, কিন্তু তাতে সমস্যাটা যেন আরও বাড়ছে। ও জাগতে চাইলেও পারে না।"

"দুঃস্বপ্নগুলো কী নিয়ে?"

"কেউ বা কিছু একটা যেন ওকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে অথবা ওর উপর নজর রাখছে। ও জেগে উঠলেও এই অনুভূতিটা হতেই থাকে।"

"ডাক্তার দেখালেই তো"—

"ডাক্তার সম্বন্ধে ওর একটা মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে। কানেই তোলেনা এবিষয়ে কোনো কথা। যাকগে, আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যাবে কোনোদিন। কিন্তু আমরা খুব সুখী ছিলাম, জানেন—কি আনন্দেই না কাটিতো আমাদের। আর এখন, হঠাৎই—বোধহয় মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যুই ওকে একটু বিগড়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে ও যেন একদম আলাদা কোনো লোক।"

টিম উঠে পড়ল।

"কিছু কাজ পড়ে আছে, সেরে ফেলি গিয়ে। আপনি তাহলে সত্যিই লেবুর সরবত খাবেন না?"

মিস মার্পল মাথা নেড়ে না বলে দিলেন।

তিনি বসে বসে ভাবতেই থাকলেন—চোখেমুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। তারপর ডঃ গ্রাহামের দিকে একবার তাকালেন, এবং তৎক্ষণাৎ মনস্থির করলেন।

তিনি উঠে ডঃ গ্রাহামের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এলাম ডঃ গ্রাহাম।" বললেন মিস মার্পল।

"তাই নাকি?" অবাক বিস্ময়ে তাকালেন ডঃ গ্রাহাম। তারপর একটা চেয়ার টেনে দিলেন বৃদ্ধাকে।

"আমি একটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছি।" বললেন মিস মার্পল। "আমি জেনে বুঝে আপনাকে ডাহা মিথ্যে কথা বলেছি!"

ভয় ভয় দৃষ্টি ডাক্তারের দিকে তাকালেন মিস মার্পল।

ডঃ গ্রাহাম মর্মাহত না হলেও অবাক হলেন।

"তাই নাকি?" উনি বললেন, "যাক্‌গে, ও নিয়ে বেশী ভাববেন না।" উনি ভাবতে লাগলেন, কী নিয়ে মিথ্যে কথা বলেছেন বৃদ্ধা : ওঁর বয়স নিয়ে? কিন্তু সেটা নিয়ে আদৌ কথা হয়েছিল বলে তিনি মনে করতে পারলেন না। কিন্তু ভদ্রমহিলা যেহেতু স্বীকারোক্তি করতে দৃঢ়সঙ্কল্প তখন তাঁকে নিরাশ করতে চাইলেন না ডঃ গ্রাহাম। তিনি বললেন, "আপনি ওই বিষয়ে কিছু বলতে চাইলে বলে ফেলুন।"

"আমি আমার এক ভাইপোর ছবির কথা বলেছিলাম, মনে পড়ে? যেটা আমি মেজরকে দেখিয়েছিলাম এবং যেটা আমি ফেরৎ পাই নি?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই মনে পড়ে। ওটা আপনাকে উদ্ধার করে দিতে না পারায় আমি খুব দুঃখিত।"

মিস মার্পল একটু ভীত স্বরে বললেন, "ওই ছবির কোনো অস্তিত্বই নেই।"

"অ্যাঁ, কী বললেন?"

"ও ধরণের কিছুই নেই। আমাকে মাফ করবেন, আমি পুরোটাই বানিয়ে বলেছিলাম।"

"বানিয়ে বলেছিলেন?" এবার ডঃ গ্রাহাম স্পষ্টতই বিরক্ত। "কেন?"

মিস মার্পল ওঁকে পুরোটাই বললেন, কোনোরকম গৌরচন্দ্রিকা ছাড়াই— মেজর প্যালগ্রেভের খুনের কাহিনী ; মিস মার্পলকে ছবি দেখাতে গিয়ে, হঠাৎই বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে না দেখানো মিস মার্পলের নিজস্ব উৎকণ্ঠা, এবং পুরো ঘটনাটা জানার সঙ্কল্পের কথা —সবই বললেন।

"আর সত্যি কথা বলতে কি, ঘটনাটা জানার জন্য আপনাকে মিথ্যে বলা ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না," বললেন মিস মার্পল। "আশাকরি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

"আপনার ধারণা উনি আপনাকে যে ছবিটা দেখাতে যাচ্ছিলেন সেটা একটা খুনীর?"

"উনি সে রকমই বলেছিলেন। ছবিটা নাকি যিনি গল্পটা ওনাকে বলেন তিনি দিয়েছিলেন।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আর —মাফ করবেন—আপনি ওঁকে বিশ্বাস করেছিলেন।"

"তখন ঠিক বিশ্বাস করিনি বোধহয়, কিন্তু পরের দিনই ওঁর মৃত্যু হয়।"

"ঠিক।" বললেন গ্রাহাম। ওই পরের দিনই ওঁর মৃত্যু হয়," কথাটি ডঃ গ্রাহামকে নাড়া দিল।

"আর ছবিটাও বেপাত্তা হয়ে যায়।"

ডঃ গ্রাহাম বৃদ্ধার দিকে তাকালেন, কী বলবেন বুঝতে পারছিলেন না তিনি।

"কিছু মনে করবেন না, মিস মার্পল," অবশেষে বললেন ডঃ গ্রাহাম, "আপনি এখন যা বললেন—এগুলো সব সত্যি তো?"

"আপনি যে সন্দেহ করছেন তাতে আপনাকে দোষ দিই না।" বললেন মিস মার্পল। "আপনার জায়গায় থাকলে আমিও করতাম। হ্যাঁ, এবার আমি যা বলছি তা নিখাদ সত্য, তবে এটাও ঠিক যে কোনো প্রমাণ আমি আপনাকে দিতে পারছি না। তবু, আমাকে বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমার মনে হল আপনাকে এটা জানানো দরকার, তাই জানালাম।"

"কেন?"

"আমার মনে হল আপনার সমস্ত তথ্য জানা দরকাব যদি....."

"যদি কী?"

"যদি আপনি এ বিষয়ে কিছু করতে চান।"

দশ ❑ জেমস টাউনের সিদ্ধান্ত

ডঃ গ্রাহাম জেমসটাউনে প্রশাসকের অফিসে তাঁর বন্ধু ড্যাভেন্ট্রির ঘবে বসেছিলন। ড্যাভেন্ট্রির বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, মুখভাব গম্ভীর।

"ফোনে তোমাব গলাটা রহস্যময় মনে হচ্ছিল, গ্রাহাম," বললেন ড্যাভেন্ট্রি। "বিশেষ কিছু ঘটেছে না কি?"

"জানিনা, "বললেন ডঃ গ্রাহাম। "তবে আমি একটু চিন্তিত।" ড্যাভেন্ট্রিব ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে, পানীয় আসছে দেখে মাথা নেড়ে দিলেন। উনি ওঁর সম্প্রতি মাছ ধবতে যাওয়ার কথা বলতে থাকলেন। ভৃত্যটি চলে যাওয়ার পব চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার ডাক্তারের দিকে তাকালেন।

"হ্যাঁ, এবার বল।" বললেন ড্যাভেন্ট্রি।

ডঃ গ্রাহাম তাঁর চিন্তার বিষয়টা বিশদ বৃত্তান্ত খুলে বললেন। তা শুনে ড্যাভেন্ট্রি শিষ দিয়ে উঠলেন।

"বুঝলাম। তোমার মনে হচ্ছে মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যুটা একটু জটিল? এটা আব স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হচ্ছে না তোমার? ডেথ সার্টিফিকেট কে দিয়েছিল? রবার্টসন নিশ্চয়ই? ওর কোনো সন্দেহ হয়নি বোধহয়. তাই না?

"না। তবে বাথরুমে সেরেনাইট বড়িগুলো পাওয়াটা ওর দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। ও আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল মেজরের উচ্চ রক্তচাপ আছে কিনা—আমি বলেছিলাম আমি নিজে ওঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা না বললেও অন্য অতিথিরা সেরকমই বলেছেন। ঐ বড়িগুলো, আর মেজরের অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে বলা কথা—এই সবের জন্য সন্দেহের কোনো কারণই ছিল না তখন। স্বাভাবিক মৃত্যুই মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন আমার সে বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছে। আমাকে যদি সার্টিফিকেট দিতে হত তাহলে আমি দিয়েই দিতাম, কারণ সাক্ষ্যপ্রমাণে তখন মৃত্যুটা স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছিল। এই ছবিটা বেপাত্তা না হলে আমি কোনো সন্দেহকেই আমল দিতাম না।"

"কিন্তু গ্রাহাম, দেখ," বললেন ড্যাভেন্ট্রি। "যদি কিছু মনে না করো তাহলে একটা কথা বলি। তুমি এক বয়স্কা মহিলার আজগুবি কাহিনীতে একটু বেশী ভরসা করছ না কি? বৃদ্ধারা কেমন হয় তা তো জানই। সামান্য কোনো ঘটনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তিল থেকে তাল করে দেবে।"

"জানি," অখুশীভাবে বললেন ডঃ গ্রাহাম। "ভাল করেই জানি। আমি বারবার নিজেকে বলেছি ব্যাপারটা তেমন হতেই পারে, হয়তো সত্যিই তাই। কিন্তু নিজেকে আশ্বস্ত করতে পারছি না। ভদ্রমহিলা তাঁর ব্যাখ্যা এত স্বচ্ছ আর বিশদভাবে করেছিলেন যে কথাটা আমি অগ্রাহ্য করতে পারছি না।"

"পুরো ঘটনাটাই আমার কি রকম অসম্ভব মনে হচ্ছে।" বললেন ড্যাভেন্ট্রি। "এ বৃদ্ধা একটা ছবির কথা বলছেন যেটা অকুস্থলে থাকার কথা নয়— না, গুলিয়ে গেল—ঠিক উল্টোটাই, তাই না?—কিন্তু তোমার পক্ষে একটা মাত্র অকাট্য যুক্তি হচ্ছে ওই পরিচারিকাটির দাবী যে ওষুধের ভিত্তিতে মেজরের মৃত্যু স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে সেটা তার আগের দিন পর্যন্ত ওঁর ঘরে ছিল না, কিন্তু এর তো শতাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে। হয়তো মেজর শিশিটা সর্বক্ষণ তাঁর পকেটেই রাখতেন।"

"হ্যাঁ, তা হতে পারে।"

"তবেই বোঝো।"

আস্তে আস্তে ডঃ গ্রাহাম বললেন, "পরিচারিকাটি কিন্তু খুব জোর দিয়ে বলছে।"

"সাঁ অনোরের লোকেরা যে খুব ভাবপ্রবণ হয় তা জানো তো। সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তোমার কী মনে হয়—মেয়েটি যা বলছে তার থেকে বেশী জানে?"

"হতে পারে।"

"তাই যদি হয় তবে খবরটা ওর থেকে জেনে নেওয়ার চেষ্টা কর। বেকার ঝামেলা সৃষ্টি করতে চাই না, তাই সঠিকভাবে না জেনে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া ঠিক নয়। তা, রক্তচাপে মারা না গিয়ে থাকলে, কিসে মারা গেছেন বলে মনে হয়?"

"আজকাল অনেক কিছুই হতে পারে," বললেন ডঃ গ্রাহাম।

"মানে এমন সব জিনিস যা সহজে ধরা যায় না?"

শুকনো গলায় ডঃ গ্রাহাম বললেন, "সবাই আর্সেনিক ব্যবহার করার মতো সহৃদয় নয়।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও, পরিষ্কার করে বুঝতে দাও—কী বলতে চাইছ তুমি? আসল ওষুধের শিশির জায়গায় অন্য কোন শিশি রাখা হয়? এবং তার ফলে বিষক্রিয়ায় মেজর প্যালগ্রেভ মারা যান?"

"না, তা নয়। পরিচারিকাটি (ভিক্টোরিয়া না কি যেন নাম) সেইরকমই ভাবছে, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। মেজরকে মেরে ফেলতে হলে কোন কিছুতে, বিশেষত কোন পানীয়তে কিছু মিশিয়ে দেওয়াটাই স্বাভাবিক। তারপর মৃত্যুটাকে স্বাভাবিক দেখাতে রক্তচাপের ওষুধ ওঁর ঘরে রেখে দিলেই যথেষ্ট। আর সেই সঙ্গে গুজব ছড়াতে হবে যে ওঁর রক্তচাপের দোষ আছে।"

"গুজবটা ছড়িয়েছিল কে?"

"জানতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু এখনও পারিনি। ব্যাপারটা খুব চতুরভাবে করা হয়েছে। 'ক' বলছে বোধহয় 'খ' বলেছে ; 'খ' বলছে না আমি বলিনি তবে একদিন 'গ' একথা বলেছিল

'গ' বলছে অনেকই বলেছে কথাটা, তাদের মধ্যে একজন বোধহয় 'ক'। অর্থাৎ যে তিমিরে সে তিমিরেই।"

"বলছ, কোন একজন খুব ধূর্ত?"

"হ্যাঁ। মৃত্যুটা জানাজানি হবার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই মেজরের রক্তচাপ ও সে বিষয়ে অন্যদের মন্তব্য নিয়ে কথা বলতে থাকে।"

"বিষ দিয়ে ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলাই অনেক সহজ হত না কি?"

"না। তাতে তদন্ত হতো—হয়তো-বা ময়না তদন্তও হতো। কিন্তু এভাবে ডাক্তার মৃত্যুটা স্বাভাবিক বলে মেনে নেবে এবং সার্টিফিকেট দেবে—যা বাস্তবে ঘটেছে।"

"আমাকে কী করতে বল? সি.আই.ডি. কে ডাকব?

"কবর খুঁড়ে দেহটা বার করতে বলব? এতে ঝামেলা—"

"ব্যাপারটা ঢাকঢোল না পিটিয়েও করা যায়।"

"তাই নাকি? সাঁ অনোরেতে? এই ধারণাটা কোত্থেকে হল? ঘটনাটা ঘটার আগে সবাই জেনে যাবে। তবুও," দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ড্যাভেন্ট্রি, "তবুও কিছু একটা করাই বোধহয় উচিত। তবে আমার মতে তুমি আলেয়ার পিছনে ছুটছ।"

"আশা করি, আন্তরিকভাবেই আশা করি তাই যেন হয়।" বললেন ডঃ গ্রাহাম।

এগারো ❑ গোল্ডেন পামে সন্ধ্যা

মলি খাবার ঘরে টুকিটাকি কাজ সেরে নিচ্ছিল—যেমন বাড়তি একটা ছুরি সরিয়ে নেওয়া, একটা সোজা করে রাখা, এরকমই কিছু কাজ। তারপরে একটু দূর থেকে কেমন দেখাচ্ছে দেখে সে চত্বরে গিয়ে দাঁড়াল। চত্বরে আর কেউ না থাকায় মলি সেটার অন্য প্রান্তে থামগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। কিছু পরেই সন্ধ্যা নামবে—অনর্গল কথাবার্তা, মদ্যপান, ফূর্তি, নিশ্চিন্তভাবে—অর্থাৎ সেইসব জিনিস যা মলি বরাবর চেয়ে এসেছে এবং কয়েকদিন আগে পর্যন্ত উপভোগ করেছে। আর এখন, টিমও যেন উদ্বিগ্ন। ওর একটু চিন্তা করাই হয়তো স্বাভাবিক, কারণ হোটেলের জন্য ওদের হাড় ভাঙানো খাটুনির সফল হওয়াটা আবশ্যক। তার কারণ ওদের প্রায় সব অর্থই এই হোটেলের জন্য খরচ হয়ে গেছে।

কিন্তু, মলি ভাবতে থাকল। ও সে বিষয়ে চিন্তিত নয়। ও আমার বিষয়ে চিন্তিত। কিন্তু মলি নিজেকেই বোঝাতে লাগল, ও আমার বিষয়ে চিন্তা কেন করছে বুঝতে পারছি না। টিম যে ওর বিষয়ে চিন্তিত তাতে মলির কোনো সন্দেহ নেই। যে ধরণের প্রশ্ন করে, উদ্বিগ্ন চোখে মাঝে মধ্যে তাকায়—সে সবেই সেটা স্পষ্ট। কিন্তু কেন? "আমি তো খুব সাবধানে চলি।" মলি মনে করতে পারছিল না এটা শুরু হয়েছিল কবে। মলি বুঝতে পারছিল না তার আসলে হয়েছেটাই বা কী। ও লোকজনকে ভয় পেতে শুরু করেছিল—কেন, তা সে জানে না। কী করতে পারে তারা? কেনই-বা তাকে কেউ কিছু করতে যাবে?

মলি মাথা ঝাঁকাল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার হাতে কেউ হাত রাখায় চমকে উঠল। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল গ্রেগরী ডাইসন।

"দুঃখিত। খুব চমকে দিলাম, ছোট্ট খুকি?"

'ছোট্ট খুকি' সম্বোধনটা মলির পছন্দ নয়। তবু চট করে সে বলল, "আপনার আসার আওয়াজ শুনতে পাইনি তো, মিঃ ডাইসন, তাই আর কি।"

"মিঃ ডাইসন? লৌকিকতা আজরাতের মতো বাদ দিলে কেমন হয়? এখানে আমরা একটা বড় পরিবারের মতোই রয়েছি—এড, আমি, লাকি, ইভলিন, তুমি, টিম, এস্থার, ওয়াল্টার্স, আর বৃদ্ধ র‍্যাফিয়েল। আমাদের মধ্যে আবার লৌকিকতা কিসের।"

"এর মধ্যেই ভালমাত্রায় পান করে ফেলেছে," ভাবল মলি, মুখে যদিও মিষ্টি হাসি।

"ওহ্, মাঝেমধ্যে তো গৃহকর্ত্রীর গুরুদায়িত্ব পালন করতেই হয়," হালকাসুরে বলল মলি।

"টিম আর আমি মনে করি কারও পদবী দিয়ে সম্বোধন করাই সৌজন্যের পরিচায়ক।"

"ছ্যাঃ। আমরা এ ধরণের আড়ষ্টতা পছন্দ করি না, এসো, মলি সোনা, দুজনে কিছু পান করি।"

"এখন না, পরে," বলল মলি। "এখন আমার কাজ আছে।"

"পালিয়ে যেও না," মলির হাত জড়িয়ে ধরে বলল গ্রেগ। "তুমি চমৎকার মেয়ে মলি। আশাকরি টিম বোঝে ও কতটা ভাগ্যবান।"

"অবশ্যই। ও নিজে না বুঝলে আমি বুঝিয়ে দিই," হাসিমুখে বলল গ্রেগ। "তবে সে কথা আমার স্ত্রী না জানলেই ভাল।"

"দুপুরে কেমন বেড়ালেন?"

"মোটামুটি। তুমি বলেই বলছি মাঝেমধ্যে বিরক্তিকর লাগে। পাখি আর প্রজাপতি কখন-সখনো ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। আচ্ছা, একদিন শুধু তোমাতে-আমাতে চড়ুইভাতি করতে যাবে?"

"দেখা যাবে," হাসিমুখে বলল মলি, "গেলে ভালই লাগবে।"

অল্প হেসে মলি সেখান থেকে পালিয়ে বাবে চলে গেল।

"হ্যালো মলি, " বলল টিম, "তাড়া আছে মনে হচ্ছে। কার সঙ্গে কথা বলছিলে বাইরে?"

"গ্রেগরী ডাইসন।"

"কী চায় সে?"

"ফষ্টিনষ্টি করছিল।"

"হতভাগাকে কড়কে দেওয়া দরকার," বলল টিম।

"চিন্তা করো না," বলল মলি। "আমিই কড়কে দেব।"

টিম উত্তর দিতে গিয়ে ফার্নাণ্ডোকে দেখতে পাওয়ায় তার কাছে গিয়ে কিছু নির্দেশ দিল। মলি ততক্ষণে রান্নাঘরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সমুদ্রসৈকতে নেমে গেছে।

গ্রেগরী ডাইন নিঃশব্দে কিছু গালিগালাজ করে ধীরপদে নিজের বাংলোর দিকে এগিয়ে গেল। বাংলোর কাছেই হঠাৎই একটা ঝোপের আড়াল থেকে ওকে কেউ ডেকে ওঠায় গ্রেগরী চমকে উঠল। মাথা ঘুরিয়ে যা দেখল তা সূর্যাস্তের আলোয় প্রথমে ভূত বলেই মনে হয়েছিল। তারপরেই গ্রেগ হেসে ফেলল। আপাতদৃষ্টিতে ধড়টা মুণ্ডহীন বলে মনে হয়েছিল কারণ পোশাকটা সাদা হলেও মুখটা কুচকুচে কালো।

ভিক্টোরিয়া ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে পথের ওপর এসে দাঁড়াল।

"মিঃ ডাইসন?"

"হ্যাঁ। কী ব্যাপার।"

হতচকিত হয়ে যাওয়ায় লজ্জিত গ্রেগের গলায় একটু অধৈর্যের সুর খুব স্পষ্ট ছিল।

"আপনাকে এটা দিতে এসেছিলাম, স্যার।" সে হাত বাড়িয়ে ধরল, তাতে ধরা একটা ওষুধ ভর্তি শিশি। "এটা আপনার তো, তাই না, স্যার?"

"আরে, আমার সেরেনাইটের শিশিটা। কোথায় পেলে এটা?"

"যেখানে রাখা হয়েছিল। ঐ ভদ্রলোকটির ঘরে।"

"কী বলতে চাও—কোন ভদ্রলোকটির ঘরে?"

"যে ভদ্রলোক মারা গেলেন" গম্ভীর সুরে বলল মেয়েটি।

"ওঁর আত্মা শান্তিতে নিদ্রিত বলে মনে হয় না।"

"কোন দুঃখে?" জানতে চাইল ডাইসন।

ভিক্টোরিয়া গ্রেগের দিকে তাকিয়ে থাকল।

"আমি কিন্তু ঠিক বুঝলাম না তুমি কী বলতে চাইছ। তুমি বলছ এই শিশিটা মেজর প্যালগ্রেভের বাংলোতে পেয়েছ?"

"ঠিক তাই। ডাক্তারবাবু আর জেমসটাউনের লোকগুলি চলে যাওয়ার পরে আমাকে বাথরুমের জিনিসগুলো সব ফেলতে বলা হয়েছিল। টুথপেস্ট, লোশন, সবকিছু—এটাও।"

"তা, তুমি ফেলে দাওনি কেন?"

"কারণ এগুলো তো আপনার। আপনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মনে পড়ছে, আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?"

"হ্যাঁ, মানে, হ্যাঁ মনে পড়েছে। আমি—আমি ভেবেছিলাম কোথাও হারিয়ে ফেলেছি বোধহয়।"

"না। আপনি হারান নি ওগুলো। ওগুলো আপনার বাংলো থেকে নিয়ে মেজর প্যালগ্রেভের বাংলোয় রাখা হয়।"

"তুমি জানলে কী করে?" রূঢ়ভাবে জানতে চাইল গ্রেগ।

"আমি জানি। আমি দেখেছি।' মেয়েটার হাসিতে ওর দুধ সাদা দাঁত অনাবৃত হয়ে গেল। "কেউ একজন এগুলো মৃত ভদ্রলোকের ঘরে রেখেছিল। এখন আমি ওগুলো আপনাকে ফেরত দিলাম।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। কী বলতে চাইছ তুমি? কী, কাকে দেখেছিলে তুমি?"

মেয়েটা তড়িঘড়ি ঝোপের আড়ালে চলে গেল। গ্রেগ তার পিছনে যেতে গিয়েও গেল না। সে দাঁড়িয়ে তার থুতনি চুলকোতে থাকল।

"কী ব্যাপার গ্রেগ? ভূত দেখছ নাকি?" বাংলোর পথ ধরে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস ডাইসন।

"কয়েক মিনিটের জন্য তাই মনে হয়েছিল।"

"কার সঙ্গে কথা বলছিলে?"

"আমাদের বাংলোতে যে মেয়েটি কাজ করে, ভিক্টোরিয়া না কি যেন নাম?"

"কী বলছিল? রঙ্গরস করছিল না কি?"

"বোকার মতো কথা বোলো না, লাকি। মেয়েটার মাথায় একটা আজগুবি ধারণা জন্মেছে।"

"কী বিষয়ে?"

"মনে পড়ে, আমার সেবেনাইটের শিশিটা পাচ্ছিলাম না?"

"তুমি তাই বলেছিলে।"

"তার মানে? আমি বলেছিলাম, আমি পাচ্ছি না?—এর অর্থ কী?"

"উফ্। অসহ্য। তোমাকে কী সব বিষয়েই আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে?"

"আমি দুঃখিত," বলল গ্রেগ। "সবাই কী রকম রহস্যময় ব্যবহার করছে।" ও শিশিটা দেখিয়ে বলল, "মেয়েটা এটা ফেরতে দিয়ে গেল।"

"চুরি করেছিল না কি?"

"না, ও – কোথাও একটা খুঁজে পেয়েছে, মনে হয়।"

"বেশ। তাতে কী? রহস্যটা কোথায়?"

"ও কিছু না," বলল গ্রেগ। "আমাকে খানিকটা উত্ত্যক্ত করে গেল, আর কিছু নয়।"

"গ্রেগ, ব্যাপারটা কী, এসো, নৈশভোজের আগে একটু পান করা যাক।"

॥ ২ ॥

মলি সৈকতে গিয়ে একটা স্বল্প ব্যবহৃত পুরনো বাস্কেট চেয়ার টেনে বসল। সমুদ্রের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে মাথা নীচু করে হঠাৎ-ই কান্নায় ভেঙে পড়ল। কিছুক্ষণ অঝোরে কাঁদার পর একটা খসখসে আওয়াজ পাওয়ায় চকিতে ফিরে দেখল মিসেস হিলিংডন তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

"হ্যালো, ইভলিন। তোমার আওয়াজ পাইনি আমি—কিছু মনে করো না।"

"কী হয়েছে, সোনা?" বলল ইভলিন। সে আরেকটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলল "আমাকে বল।"

"কিছুই না। কিছু না।"

"অবশ্যই হয়েছে। না হলে তুমি শুধু শুধু বসে কাঁদতে না। আমাকে বলতে পারবে না? তোমার আর টিমের কোনো ঝামেলা হয়েছে?"

"আরে না।"

"বাঁচা গেল। তোমাদের দুজনকে খুব সুখী দেখায়।"

"তোমাদের দুজনের থেকে বেশী নয়।" বলল মলি। "টিম আর আমি বলাবলি করি যে এতদিনের পরও তোমাদের দাম্পত্য জীবন কি সুন্দর।"

"ও আচ্ছা।" বলল ইভলিন। তার গলার কড়া সুরটা মলির দৃষ্টি এড়িয়ে গেল।

"লোকে এত ঝগড়া করে নিজেদের মধ্যে!" বলল মলি। "একে অপরকে খুব ভালবাসলেও ঝগড়া করাটা যেন স্বাভাবিক, আর সেটা জনসমক্ষে হল কি না তাতেও কিছুই যায় আসে না।"

"অনেকেই এভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।" বলল ইভলিন। "এর কোনো তাৎপর্যই নেই।"

"যাই বলো। প্রকাশটা জঘন্য।" বলল মলি।

"আমিও তাই মনে করি।"

"কিন্তু এডওয়ার্ড আর তোমাকে দেখে—"

"না। কোনো ভুল ধারণা আঁকড়ে থেকো না মলি। তোমাকে আমি কোনো ভুল ধারণায় থাকতে দিতে চাইনা। এডওয়ার্ড আর আমি—," একটু থেমে ইভলিন বলল, "তুমি যদি সত্য জানতে চাও তাহলে শোনো—গত তিন বছরে নিজেদের মধ্যে আমরা প্রায় কথাই বলিনি।"

"সে কী!" মলি বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকাল। "বিশ্বাস করতেও অসুবিধা হচ্ছে।"

"হ্যাঁ। জনসমক্ষে আমরা চমৎকার অভিনয় করি। সবার সমানে ঝগড়া করার মানসিকতা আমাদেব দুজনের নেই। আর তাছাড়া ঝগড়া করার মতোও কিছু নেই।"

"কিন্তু কী হয়েছিল?"

"যা হয়ে থাকে সাধারণত।"

"সাধাবণত যা হয় মানে। আবেকটি—"

"হ্যাঁ, আবেকটি নারী। কে সে তা অনুমান কবতে অসুবিধা হবে না বোধহয়।"

"মানে, মিসেস ডাইসন—লাকি?"

ইভলিন মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

"ওরা বঙ্গবস করে জানি। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম শুধুই—"

"শুধুই উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ?" বলল ইভলিন। "আসলে কিছুই না?"

"কিন্তু কেন?" মলি থেমে আবাব শুরু করল, "কিন্তু তোমরা কী—মানে, না আমার বোধহয় জিজ্ঞাসা কবা উচিত হবে না।"

"যা ইচ্ছে জিজ্ঞাসা কর। আমি চুপ করে থেকে ক্লান্ত ; এক মার্জিত সুখী স্ত্রীর ভূমিকাতেও আমি ক্লান্ত। এডওয়ার্ড লাকির বিষয়ে বোধবুদ্ধি বিসর্জন দিয়েছে। আর আমাকে সে কথাটাও বলেও দিয়েছে। নিজের পাপবোধ কমাবার জন্যই বোধহয়। সত্যানুরাগী, সম্মানজনক— সেই বকমই কিছু বোধহয়। ও ভাবেওনি যে তাতে আমার খারাপ লাগতে পারে।"

"ও কি তোমাকে ছেড়ে যেতে চেয়েছিল?"

ইভলিন মাথা ঝাঁকাল। "আমাদের দুটো সন্তান আছে যে। আমবা দুজনেই ওদের খুব ভালবাসি। ওরা ইংল্যাণ্ডের স্কুলে আছে। আমরা সংসারটা ধ্বংস করতে চাই না। তাছাড়া লাকিও ডিভোর্স চায় না—গ্রেগ খুবই সম্পদশালী। প্রথমা স্ত্রীর সূত্রে বিশাল সম্পত্তি পেয়েছিল। তাই আমরা আপস করেছি—এডওয়ার্ড আর লাকি সুখী অবৈধ জীবন নিয়ে আছে, গ্রেগ রয়েছে সম্পূর্ণ অন্ধকারে, আর এডওয়ার্ড আর আমি বয়েছি বন্ধুর মতো।" ইভলিনের গলায় তিক্ততা ঝরে পড়ছিল।

"তুমি এটা মেনে নিচ্ছ কী করে?"

"সবকিছুতেই অভ্যস্ত হতে হয়। তবে মাঝেমধ্যে—"

"কী?"

"মাঝেমধ্যে ঐ মহিলাকে খুন করতে ইচ্ছে হয়।" ইভলিনের গলায় রোষের মাত্রাটা বুঝতে পরে মলি চমকে উঠল।

"আমার কথা বাদ দাও।" বলল ইভলিন। "তোমার ব্যাপারে কথা বলা যাক। আমি জানতে চাই, ঘটনাটা কি?"

মলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তেমন কিছু নয়। আমার শুধু মনে হয় আমার কিছু একটা হয়েছে।"

"কিছু হয়েছে? কী হয়েছে?"

মলি অসুখীভাবে মাথা নাড়ল। "আমার ভয় করছে, ভীষণ ভয় করছে।"

"কিসের ভয়?"

"সব কিছুর। আর এটা ক্রমশ বাড়ছে। ঝোপঝাড়ে কণ্ঠস্বর, পায়ের আওয়াজ, লোকে কী বলল তাতে। ঠিক যেন কেউ আমাকে সবসময় নজরে রাখছে। কেউ যেন আমাকে ঘৃনা করে। এটা সবসময় মনে হয়—কেউ আমাকে ঘৃণা করে।"

ইভলিন খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, "সোনা, এরকম কতদিন ধরে চলেছে?"

"জানিনা। এটা ক্রমশ বেড়েছে। আর আগে অন্য রকমও হয়েছিল।"

"কী রকম?"

"আমি অনেক সময়ের কথা একদম মনে করতে পারি না," ধীরে ধীরে বলল মলি।

"মানে, ব্ল্যাকআউট গোছের কিছু?"

"বলতে পারো। মানে —ধর পাঁচটা বাজে, কিন্তু দুটো বাজার পর থেকে কী ঘটেছে কিছুই মনে করতে পারি না।"

"ধুর। তুমি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলে।"

"না, না। একেবারেই সে রকম নয়। কারণ ঘুম বা তন্দ্রায় যেমন হয় একেবারেই সে রকম নয়। তাছাড়া আমি তখন অন্য জায়গায়, কখনো কখনো অন্য পোশাকেও থাকি। কখনো কখনো কী কাজ করেছি, কাকে কী বলেছি কিছুই মনে থাকে না।"

উৎকণ্ঠিত ইভলিন বলল, "সেক্ষেত্রে মলি সোনা, তোমার ডাক্তার দেখানো উচিত।"

"আমি ডাক্তার দেখাবো না। আমি দেখাতে চাই না। কোনো ডাক্তারের কাছে-পিঠেও যাব না।"

মলির দিকে ভাল করে তাকিয়ে ইভলিন তার হাত ধরল। "তুমি হয়তো শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ মলি। অনেক ধরণের স্নায়ুরোগ আছে যা সাধারণ। একজন ডাক্তার সারিয়ে দিতে পারবেন।"

"নাও পারতে পারে। হয়তো বলবে আমার গুরুতর কিছু হয়েছে।"

"গুরুতর রোগ হতে যাবে কী জন্য?"

"কারণ" —মলি চুপ করে গেল। "না, কোন কারণ নেই বোধহয়।"

"তোমার পরিবারের কেউ—মা বা বোন কেউ নেই, যারা এখানে আসতে পারবেন?"

"মার সঙ্গে আমার বনিবনা হয় না, কোনদিনই হয় নি। বোনেরা আছে—সবাই বিবাহিত, তবে আসতে বললে আসতে পারবে মনে হয়। কিন্তু আমি চাই না—টিম ছাড়া কাউকে চাই না আমি।"

"টিম জানে এত কিছু? তুমি বলেছ ওকে?"

"পুরোটা নয়। তবে আমার ব্যাপারে ও খুব উদ্বিগ্ন, তাই সবসময় আমাকে চোখে চোখে

রাখে। ঠিক যেন ও সবসময় আমাকে রক্ষা করছে। কিন্তু তার মানে আমার সুরক্ষার দরকার আছে, তাই না?"

"ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি অনেকটা তোমার কল্পনা। তবে তোমার ডাক্তার দেখানো উচিত।"

"কাকে? ডঃ গ্রাহাম? উনি কিছু করতে পারবেন না?"

"দ্বীপে অন্যান্য ডাক্তারও তো আছে।"

"আরে বাবা, সব ঠিক আছে।" বলল মলি। "শুধু ও-নিয়ে চিন্তা না করতেই হল। যাচ্ছলে —খুব দেরী হয়ে গেল। খাবার ঘরে কাজ পড়ে আছে। আমি চলি।"

মলি খুব কড়া, আপত্তিকর দৃষ্টিতে ইভলিনের দিকে তাকিয়ে তড়িঘড়ি চলে গেল। ইভলিন তার দিকে তাকিয়ে রইল।

বারো ❑ পুরনো পাপের লম্বা ছায়া

"বুঝলে, আমি একটা ব্যাপার জানতে পেরেছি।"

"কী বলছ, ভিক্টোরিয়া?"

"আমি একটা ব্যাপার জানতে পেরেছি, তাতে ভাল আমদানী হতে পারে—মোটা টাকার ব্যাপার।"

"শোনো মেয়ে," বলল লোকটি, "কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ো না। হয়তো ব্যাপারটা আমারই দেখা উচিত।"

ভিক্টোরিয়া অনেকক্ষণ ধরে খিলখিল করে হাসল। তারপর বলল, "তুমি শুধু দেখে যাও। আমি জানি কী করতে হবে। এতে টাকা আসবে—প্রচুর টাকা। আমি খানিকটা দেখেছি, বাকিটা আন্দাজ করেছি। আন্দাজ মনে হয় ঠিকই।"

রাতের অন্ধকারে আবার ওর খিলখিল করে হাসি শোনা গেল।

।। ২ ।।

"ইভলিন....."

"কী?"

ইভলিন উত্তর দিল যান্ত্রিকভাবে। স্বামীর দিকে তাকালও না সে।

"ইভলিন, এসব ছেড়েছুঁড়ে ইংলণ্ডে ফিরে গেলে তোমার কোন আপত্তি আছে?"

ইভলিন তার চুল আঁচড়াচ্ছিল। তার হাত চট করে চুল থেকে সরে এল। সে তার স্বামীর দিকে তাকল।

"তুমি বলতে চাও—কিন্তু সবে এলাম তো। তিন সপ্তাহও তো হয়নি।"

"জানি। কিন্তু, তোমার আপত্তি আছে কি?"

"তুমি সত্যিই ইংলণ্ডে ফিরতে চাও? বাড়িতে?"

"হ্যাঁ।"

"লাকিকে ছেড়ে?"

গ্রেগ চমকে উঠল। "তুমি না হলে জানতে যে—যে এটা চলছে?"

"ভালভাবেই।"

"কখনো কিছু বলো নি।"

"কেন বলব? বহুদিন আগেই তো নিস্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। ডিভোর্স কেউই চাই নি। যে যার নিজের মতো থাকব—লোকের সামনে অভিনয় করব।" গ্রেগ কিছু বলার আগেই ও বলল।

"কিন্তু এখন কেন ইংল্যাণ্ডে ফিরতে চাও?"

"কারণ আমি আর পারছি না।" ধীর স্থির এডওয়ার্ডের একটা পরিবর্তন দেখা দিল। ওর হাত কাঁপতে লাগল, শান্ত আবেগশূন্য মুখে যন্ত্রনা ফুটে উঠল।

"ঈশ্বরের দোহাই এডওয়ার্ড, হয়েছেটা কী?"

"কিছু না, আমি শুধু এখানে থেকে যেতে চাই।"

"তুমি লাকির প্রেমে পড়েছিলে, এখন সেটা কাটিয়ে উঠেছ, তাই বলতে চাইছ কি?"

"হ্যাঁ। তবে তুমি হয়তো আর আগের মতো থাকবে না।"

"সে কথা বাদ দাও, আমি জানতে চাই তুমি এরকম ভেঙে পড়ছ কেন?"

"ভেঙে পড়িনি তো।"

"অবশ্যই ভেঙে পড়েছ। কিন্তু কেন?"

"সেটাও ভেঙে বলতে হবে?"

"হ্যাঁ হবে, ব্যাপারটা পরিস্কার হওয়া দরকার। তোমার সঙ্গে এক নারীর সম্পর্ক ছিল—যেমন হামেশাই হয়। এখন সেটা চুকে গেছে। নাকি যায় নি? হয়তো তার দিকে এখনও চুকে যায়নি তাই কি? গ্রেগ জানে ব্যাপারটা?"

"জানি না," বলল এডওয়ার্ড। "কখনো কিছু বলে নি। ও সবসময়েই খুব স্বাভাবিক ব্যবহারও করে।"

"পুরুষরা অত্যন্ত নীরেট হতে পারে।" একটু ভেবে ইভলিন বলল, "অথবা হয়তো ওর স্বার্থেই ও কিছু বলে নি।"

"ও তোমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছে। তাই না? বলো।"

"—আমি জানি, ও করেছে।"

"হ্যাঁ।" গাছাড়া ভাবে বলল ইভলিন। "তবে ও সেরকম সবার সঙ্গেই করে। ওটাই ওর ধরণ। ওতে কিছু যায় আসে না।"

"তুমি কি ওকে পছন্দ কর, ইভলিন। আমি সত্যটা জানতে চাই।"

"গ্রেগ? ওকে ভাল লাগে—ওকে দেখে মজা পাই, ও একজন ভাল বন্ধু।"

"ব্যাস্? এই সব? তোমাকে বিশ্বাস করতে পারলে খুশি হতাম।" শুকনো গলায় ইভলিন বলল, "তোমার তাতে কি যায় আসে বুঝলাম না।"

"এটাই বোধহয় আমার প্রাপ্য।"

ইভলিন জানলার দিকে এগিয়ে গেল, বারান্দা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ফিরে এল।

"তুমি কিসে এতটা উদ্বিগ্ন জানলে ভাল হত, এডওয়ার্ড।"

"বললাম তো।"

"সন্দেহ আছে।"

"তোমার পক্ষে বোঝা হয়তো কঠিন যে মিটে যাওয়ার পর এ-ধরণের ক্ষণিকের উম্মাদনা কী রকম অদ্ভুত লাগে।"

"আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু ভাবছি লাকি তোমাকে ভালই কব্জা করেছে। ও কোন সাধারণ পরিত্যক্তা রক্ষিতা নয়—ও একজন হিংস্র বাঘিনী। আমাকে সত্যি কথাটা বলো, এডওয়ার্ড, যদি আমাকে তোমার পাশে চাও।"

নীচুস্বরে এডওয়ার্ড বলল, "এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে না গেলে ওকে আমি খুন করে ফেলব।"

"লাকিকে মারবে?—কেন?"

"আমাকে দিয়ে ও যা করিয়েছে, তার জন্য—"

"আমি ওকে একটা খুন করতে সাহায্য করেছি।"

কথাটা বলামাত্র সবকিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ইভলিন স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকল।

"যা বলছ ভেবে বলছ?"

"হ্যাঁ। করার সময় জানতাম না কী করছি। কিছু ওষুধ আনিয়েছিল আমাকে দিয়ে কিসের ওষুধ জানি না। প্রেসক্রিপশন দেখিয়েছিল, সেটা আমাকে দিয়ে কপি করিয়েছিল।"

"এটা কবেকার ঘটনা?"

"চার বছর আগে। মার্টিনিক দ্বীপে ছিলাম তখন। যখন—যখন গ্রেগের স্ত্রী—"

"গ্রেগের স্ত্রী? মানে —গেইল্? তুমি বলছ লাকি তাকে বিষ দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ—আর আমি সহায়তা করেছিলাম। যখন বুঝলাম—"

ইভলিন ওকে থামিয়ে দিল। "যখন তুমি বুঝলে তখন লাকি তোমাকে বলল প্রেসক্রিপশনটা তোমার লেখা, ওষুধটা তুমি কিনেছিলে, আর তোমরা দুজনেই এতে জড়িত, তাই তো?"

"হ্যাঁ। ও বলেছিল ও গেইলের কষ্ট আর সহ্য করতে পারছিল না। গেইল নাকি ওকে দুঃখ ঘুচিয়ে দিতে বলেছিল।"

"ইউথানেসিয়া। আর তুমি ওকে বিশ্বাস করেছিলে? একটু চুপ করে থেকে এডওয়ার্ড বলল, "না—মনে মনে করিনি। কিন্তু এটা মেনে নিয়েছিলাম কারণ আমি এটা বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম। কারণ আমি ওর প্রেমে উন্মাদ ছিলাম।"

"আর ও যখন গ্রেগকে বিয়ে করল, তখনও বিশ্বাস করেছিলে?"

"ততদিনে আমি ওটা মেনে নিয়েছিলাম।"

"আর গ্রেগ—ও এ' বিষয়ে কতটা জানত?"

"কিচ্ছু না।"

"বিশ্বাস করা কঠিন।"

এডওয়ার্ড ভেঙে পড়ল। "ইভলিন আমাকে এটার থেকে রেহাই পেতে হবে। লাকি এখনও আমাকে এই ঘটনা মনে করিয়ে চলেছে। ও জানে ওকে আমি আর ভালবাসি না।—

ভালবাসা—"

"আমি ওকে ঘৃণা করি। কিন্তু ও দেখায় যে আমি ওর সঙ্গে বাঁধা—আমার কৃতকর্মের দৌলতে।"

ইভলিন একটু পায়চারি করে বলল, "তোমার মুস্কিল কী জান? তুমি ভীষণ আবেগপ্রবণ, আর সেটা সবাই বুঝতে পারে। ওই শয়তান নারী তোমার অপরাধবোধের সুযোগ নিয়ে যথেচ্ছাচার করছে। আর বাইবেলের কথায় বলতে গেলে তোমার অপরাধবোধ তোমার অবৈধ সম্পর্কের দরুণ—খুনের জন্য নয়। তুমি লাকির সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে অপরাধবোধে ভুগছ, আর ও তোমাকে খুনে ব্যবহার করে তোমাকে বোঝাচ্ছে তুমিও খুনে সমান দোষী। আসলে তুমি কিন্তু দোষী নও।"

ইভলিন এক মিনিট থামল, স্বামীর দিকে ভাল করে তাকাল। "এডওয়ার্ড—তুমি সত্যি বলছ তো? নাকি বানিয়ে বলছ?"

"ইভলিন! কী বলছ তুমি? সেরকম করব কেন আমি?"

"জানি না। হয়তো—আমি আর বিশ্বাস করতে পারি না, কাউকেই না। আর—নাহ্ জানি না—বোধহয় আমার সত্য চিনতে একটু অসুবিধা হয়।"

"এসব ছেড়ে দিয়ে চল ইংলণ্ডে ফিরে যাই।"

"হ্যাঁ যাব। তবে এখন নয়।" বলল ইভলিন।

"কেন?"

"আমাদের দেখাতে হবে যেন কিছুই হয়নি আপাততঃ। এটা গুরুত্বপূর্ণ। বুঝলে না? লাকিকে বুঝতে দেওয়া চলবে না আমরা কী চাই।"

তেরো ❑ বিদায় ভিক্টোরিয়া জনসন

দিনের শেষে তখন স্টীলব্যাণ্ডের বাজনা মন্থর হয়ে এসেছে। টিম খাবার ঘরের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে চত্বরের দিকে তাকিয়েছিল। যে সব টেবিল খালি হয়েছিল সেগুলোর আলো নেভাচ্ছিল ও। একটা গলার আওয়াজে টিম চমকে উঠল।

"টিম, তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?"

"হ্যালো ইভলিন। কী? কিছু দরকার?"

ইভলিন এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "এই টেবিলটায় এসো, একটু বসা যাক।"

ওরা চত্বরের অন্যপ্রান্তে গিয়ে বসল যেখানে কাছে পিঠে আর কেউ ছিল না।

"টিম, কিছু মনে কোরো না, আমি মলির ব্যাপারে চিন্তিত।"

"কী হয়েছে মলির?" টিমের গলায় আড়ষ্ট ভাব প্রকট হল।

"ও খুব একটা ভাল নেই। বিষাদে ভুগছে।"

"ইদানীং অল্পতেই বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে ও।"

"ওর ডাক্তার দেখানো উচিত।"

"জানি, কিন্তু ও দেখাতে চায় না যে। ডাক্তার দেখানোয় ওর তীব্র আপত্তি।"

"কেন?"

"অ্যাঁ? কী বলতে চাইছ?"

"আমি বলছি, কেন? ডাক্তার দেখানোতে আপত্তি কেন?"

"মানে", টিম ভাসাভাসাভাবে বলল, "অনেকের এরকম হয়, এতে নাকি নিজেদের সম্বন্ধে ভয় বাড়ে।"

"তুমি ওর বিষয়ে চিন্তিত, তাই না টিম?"

"হ্যাঁ। তা তো বটেই।"

"ওর কাছে এসে থাকার মতো ওর পরিবারে কী কেউই নেই?"

"না, আর সেখানেই তো গোলমালটা বাড়ছে।"

"ঝামেলাটা কী মানে, ওর পরিবারের সঙ্গে?"

"এমনিই সাধারণ কিছু। ও সহজেই ঘাবড়ে যায়—তাই কারও সঙ্গে মানাতে পারেনি, বিশেষত ওর মার সঙ্গে। কোনোদিনই না। ওদের পরিবারটা একটু অস্বাভাবিক, মলি ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। আমার মতে, ও ভালই করেছিল।"

ইভলিন ইতস্ততঃ করে বলল—"ওর মাঝেমধ্যে স্মৃতিলোপ ঘটছে, আর ও যেমন বলল তাতে মনে হয় ওর পারসিকিউশন ম্যানিয়া হয়েছে।"

"একথা বলছ কেন?" রাগত স্বরে বলল টিম। "লাঞ্ছিত বা নির্যাতিত মনোভাব রোগ! সবাই অন্য লোকের ক্ষেত্রে এই কথাই বলে। হ্যাঁ, ও একটু সহজেই ঘাবড়ে যায় সেটা ঠিক। হয়তো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আসার জন্যই। একরাশি কৃষ্ণাঙ্গ মুখ, জানো, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর কৃষ্ণাঙ্গদের সম্বন্ধে লোকের অদ্ভুত ধারণা থাকে।"

"মলির মতো মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা খাটে না নিশ্চয়ই?"

"আরে, কে কীসে ভয় পায় তা অন্যরা কেমন করে জানবে? অনেকে ঘরে বেড়াল থাকলে টিকতে পারে না, অনেকে গায়ে শুঁয়োপোকা পড়লে অজ্ঞান হয়ে যায়।"

"বলতেও খারাপ লাগছে, কিন্তু ওর কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখানো উচিত নয় কি?"

"কিছুতেই না" টিম ফেটে পড়ল। "ওধরণের লোক ওকে নিয়ে বাঁদরামি করুক তা আমি চাই না। ওতে আরও খারাপ হয়। ওর মা যদি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ না দেখাতেন—"

"তাহলে এই ধরণের একটা ব্যাপার ঘটেছিল? মানে মানসিক ভারসাম্যহীনতা সংক্রান্ত?"

"আমি এনিয়ে কথা বলতে চাই না। আমি এসবের হাত থেকে সারিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, ও ঠিক হয়েও উঠেছিল। শুধু সহজেই উৎকণ্ঠিত হওয়ার প্রবণতা থেকে যায়। কিন্তু এসব বংশানুক্রমিক নয়—সবাই জানে সেটা। মলি একদম ঠিক আছে। শুধু-ওফ্-আমার মনে হয় ওই হতচ্ছাড়া প্যালগ্রেভের মৃত্যুতে এসবের সূত্রপাত।"

"আচ্ছা," চিন্তিত মুখে বলল ইভলিন। "কিন্তু মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যুতে চিন্তিত হওয়ার মতো কিছু ছিল কি?"

"অবশ্যই না। কিন্তু হঠাৎ কোনো মৃত্যুতে এরকম ধাক্কা লাগতেই পারে।"

টিমকে এত অসহায় দেখাচ্ছিল যে ইভলিনের বিবেকে লাগল। সে টিমের হাতে হাত রাখল।

"আশাকরি তুমি কী করছ তুমি জান, টিম। কিন্তু আমি যদি কোনো সাহায্য করতে পারি—

মানে আমি মলিকে নিউইয়র্ক বা মায়ামি অথবা অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারি সেখানে প্রথম শ্রেণী চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়া যাবে।"

"ধন্যবাদ ইভলিন। খুব ভাল লাগল এটা শুনে। তবে মলি ঠিক আছে। ও এমনিতেই সেরে উঠছে।"

ইভলিন সন্দেহে মাথা নাড়ল। সে চত্বরের অন্য দিকে তাকাল। অধিকাংশ লোকই তাদের বাংলোয় ফিরে গেছে। ইভলিন উঠে তার নিজের টেবিলের দিকে গেল কিছু ফেলে এসেছে কি না দেখার জন্য। হঠাৎই টিমের উত্তেজিত গলা শুনে সে ঘুরে দাঁড়াল। টিম একদৃষ্টে চত্বরের অন্যপ্রান্তে তাকিয়ে আছে দেখে সেও সেদিকে তাকালো, এবং তাকানো মাত্রই এক মুহূর্তের জন্য তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

মলি সৈকতের দিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিল। কান্নার দরুণ তার নিশ্বাস স্বাভাবিক ছিল না, আর সে উদ্দেশ্যহীনভাবে দৌড়ে আসছিল। টিম চীৎকার করে উঠল :

"মলি। কী হয়েছে?"

টিম মলির দিকে ছুটল, ইভলিন তাকে অনুসরণ করল। মলি ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছে। দু-হাত পিছনে রেখে দাঁড়িয়ে সে কাঁদতে কাঁদতে বলল :

"আমি মেয়েটাকে দেখেছি..... ও ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে ... ঝোপের মধ্যে .... আর আমার হাতটা দেখ, আমার হাতটা।" মলি হাতটা এগিয়ে দিতেই ইভলিনের হৃদ স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল। অল্প আলোতে দাগগুলো অন্যরকম দেখালেও সে বুঝল ওগুলো আসলে লাল।

"কী হয়েছে, মলি?" উত্তেজিত গলায় জানতে চাইল টিম।

"ওখানে, ... ঝোপের মধ্যে," মলির পা কেঁপে উঠল। টিম ইতস্তত: করল তারপর মলিকে ইভলিনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে গেল। ইভলিন মলিকে জড়িয়ে ধরল।

"এসো। এখানে বসো, মলি। তোমার একটা পানীয় দরকার।" বিধ্বস্ত মলি চেয়ারে বসে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কপালটা হাতে রেখে মাথা নীচু করে বসে রইল। ইভলিন আর কোনো প্রশ্ন করল না। সে ভাবল ওকে সামলে নেওয়ার সময়টা দেওয়া দরকার। সে বলল, "সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আমি জানি না," বলল মলি। "আমি জানি না কী হয়েছে। আমি কিচ্ছু জানি না। আমি মনে করতে পারছি না।" হঠাৎ সে মাথা তুলল। "আমার কী হয়েছে? আমার হয়েছেটা কী?"

"সব ঠিক আছে, সোনা, সব ঠিক আছে।"

টিম সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিল, মুখ ফ্যাকাশে। ইভলিন তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভ্রু তুলল।

"আমাদের এক পরিচারিকা," বলল টিম। "কী যেন নাম —হ্যাঁ, ভিক্টোরিয়া। কেউ ওকে ছুরি মেরেছে।"

চোদ্দ ❑ তদন্ত

মলি বিছানায় শুয়েছিল। একদিকে দাঁড়িয়েছিলেন ডঃ গ্রাহাম আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ পুলিশের ডাক্তার রবার্টসন, অন্যদিকে টিম। রবার্টসন মলির নাড়ীতে হাত রেখে মলির পায়ের দিকে দাঁড়ানো লম্বা কৃষ্ণাঙ্গ পুলিশ অফিসারটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। পুলিশ অফিসারটির নাম ইনস্পেক্টর ওয়েস্টন, উনি সঁা অনোরে পুলিশ বাহিনীর লোক।

"শুধু বয়ানটাই নিতে পারবেন, আর কিছু নয়।" বললেন ডঃ রবার্টসন।

ওয়েস্টন মাথা নেড়ে জানালেন তিনি রাজী।

"মিসেস কেণ্ডাল, মেয়েটিকে আপনি কীভাবে দেখতে পেলেন বলুন তো।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হল মলি শুনতে পায়নি। তারপর সে ক্ষীণ, যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা গলায় বলল :

"ঝোপের মধ্যে... সাদা কিছু একটা....."

"আপনি সাদা কিছু একটা দেখে .... সেটা কী দেখতে এগিয়ে যান। তাই বলছেন কী?"

"হ্যাঁ... সাদা—পড়েছিল —আমি চেষ্টা করলাম তুলতে—মেয়েটা—রক্ত—আমার হাতে রক্ত।"

মলি কাঁপতে লাগল।

ডঃ গ্রাহাম মাথা ঝাঁকালেন। ডঃ রবার্টসন নীচু স্বরে বললেন, "উনি কিন্তু আর বেশী বরদাস্ত করতে পারবেন না।"

"আপনি সৈকতে কী করছিলেন, মিসেস কেণ্ডাল?"

"উষ্ণ—সুন্দর লাগছিল—সমুদ্রের ধারে।"

"মেয়েটিকে আপনি চিনতেন?"

"ভিক্টোরিয়া। ভাল-ভাল মেয়ে—হাসত-ও খুব হাসত ওহ্, এখন আর হাসবে না—কখনো না। আমি ভুলব না, কখনো ভুলব না।" মলির হিস্টিরিয়া হওয়ার উপক্রম দেখা দিল।

"মলি—না।" বলে উঠল টিম।

"আস্তে, আস্তে," ডঃ রবার্টসনের গলায় কর্তৃত্বের শীতল রেশ।

"ঠাণ্ডা হোন, ঠাণ্ডা হোন—একটু লাগবে"। উনি ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জটা বের করে নিলেন।

"আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় একে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না," বললেন তিনি।

।। ২ ।।

বিশালকৃতি সুদর্শন নিগ্রোটা টেবিলের অন্যদিকে দুজনের দিকেই তাকাল।

"ঈশ্বরের দোহাই," বলল সে, "এছাড়া আমি কিছুই জানি না। আপনাদের যা বললাম তার বাইরে কিছুই জানি না।" ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

ড্যাভেন্ট্রি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। টেবিলের অন্য লোকটি, ইন্সপেক্টর ওয়েস্টন লোকটিকে চলে যেতে ইঙ্গিত করল। বিশালাকার জিম এলিস বেরিয়ে গেল।

"ও আরও কিছু জানে তাতে সন্দেহ নেই," বললেন ওয়েস্টন, "দ্বীপের অন্যান্য লোকেদের মতোই ওঁরও নীচুস্বরে কথা বলার অভ্যাস। তবে ওর থেকে আর কিছুই আমরা জানতে পারব না।"

"ও নিজে নির্দোষ তো?" জানতে চাইলেন ড্যাভেন্ট্রি।

"হ্যাঁ, ওরা দুজনে বেশ ভালই ছিল বলে মনে হল।"

"বিবাহিত ছিল না বোধহয়।"

ওয়েস্টনের ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলে গেল। "না, বিবাহিত ছিল না। এই দ্বীপে বিয়ে জিনিসটা

বেশী হয় না, সন্তানের নামকরণ হয় যদিও। ওর যেমন ভিক্টোরিয়ার দৌলতে দুটি সন্তান আছে।"

"তোমার কী মনে হয়, ব্যাপারটা যাই হোক, ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে ও জড়িত ছিল?"

"মনে হয় না। ও তাহলে সহজেই ঘাবড়ে যেত। আরও মনে হয় যে ভিক্টোরিয়া কিছু জানলেও খুব বেশী জানত না।"

"কিন্তু ব্ল্যাকমেল করার পক্ষে যথেষ্ট?"

"তাও বলা যাবে কিনা, জানি না। মেয়েটা কথাটার অর্থ জানত বলেই মনে হয় না। জানো তো, এখানে যে সমস্ত অভ্যাগতরা আসে তাদের অনেকেই ধনী, আর তাদের নীতিবোধ খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।"

"হ্যাঁ, সব ধরণের লোকই আছে," বললেন ড্যাভেন্ট্রি। "কোনো মহিলা কারও শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার কথা গোপন রাখতে চেয়ে তাঁর পরিচারিকাকে কোনো উপহার দিতেই পারে। সেক্ষেত্রে সেটা তাঁব মুখে আর্গল দেওয়ার জন্য বলে ধরা হবে।"

"ঠিক তাই।"

"কিন্তু এক্ষেত্রে তো তা নয়। এখানে একটা খুন জড়িত আছে।"

"আমার সন্দেহ আছে। মেয়েটা আদৌ গুরুতর কিছু জানত কি না। ও সন্দেহজনক কিছু দেখেছিল, রহস্যময় কিছু একটা ওষুধের শিশি সংক্রান্ত। শিশিটা শুনলাম মিঃ ডাইসনের। এবার ওঁকেই ডাকা যাক।"

গ্রেগরী তার স্বাভাবিক খোলামেলা মুখবয়ব নিয়ে ঢুকল।

"এসে গেছি, বলুন কী করতে পারি?" বলল গ্রেগ। "মেয়েটার কথা শুনলাম, খারাপ লাগল। মেয়েটা ভাল ছিল। আমরা দুজনেই ওকে পছন্দ করতাম। কারও সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল বোধহয়। কিন্তু দেখে তো মনে হয়নি কোনো ঝামেলা চলছিল। গতকাল রাতেই তো ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম।"

"শুনলাম আপনি নাকি সেরেনাইট বলে একটা ওষুধ খান। মিঃ ডাইসন?"

"ঠিকই শুনেছেন। ছোট ছোট গোলপী ট্যাবলেট।"

"ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে খাচ্ছেন তো?"

"হ্যাঁ। দেখতে চাইলে দেখাতে পারি। অন্যান্য অনেকের মতোই রক্তচাপে ভুগছি কি না।"

"সে কথা তো বিশেষ কেউ জানে না।"

"স্বাভাবিক। আমি এসব নিয়ে বলাবলি করি না। আমি-মানে, বরাবরই একটু আমুদে , যারা সর্বক্ষণ অসুস্থতার কথা বলে বেড়ায় তাদের দু-চক্ষে দেখতে পারি না।"

"দিনে কবার বড়ি খান আপনি?"

"দু-তিনবার।"

"আপনার সঙ্গে ওষুধ মজুদ আছে?"

"হ্যাঁ। গোটা ছয়েক শিশি আছে। কিন্তু যেটা ব্যবহার করি সেটা ছাড়া বাকিগুলো সুটকেসে থাকে।"

"সম্প্রতি আপনার একটা শিশি খোয়া যায় শুনলাম?"

"ঠিকই শুনেছেন।"

"আর আপনি এই ভিক্টোরিয়া জনসনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সে দেখেছে কি না জানতে।"

"ঠিক কথা।"

"সে কী বলেছিল?"

"বলেছিল সে শিশিটা আমাদের বাথরুমে দেখেছিল। বলেছিল খুঁজে দেখবে।"

"তারপর?"

"কিছুদিন বাদে শিশিটা ফেরত দিয়ে জানতে চায় সেই শিশিটাই কি না।"

"আপনি কী বললেন?"

"বললাম, হ্যাঁ, সেটাই, কোথায় পেলে এটা? ও বলল ওটা মেজর প্যালগ্রেভের ঘরে পেয়েছে। আমি বললাম, 'ওটা ওখানে গেল .কী করে?'

"মেয়েটা কী বলল?"

"ও বলল ও জানে না, তবে"— গ্রেগ ইতস্ততঃ করতে লাগল।

"হ্যাঁ, বলুন মিঃ ডাইসন?"

"আমার মনে হয়েছিল ও যা বলছে তার থেকে বেশী ও জানে। তবে সেটা নিয়ে আমি আর মাথা ঘামায় নি। আমার অন্যান্য ওষুধ ছিল তো। আমি ভেবেছিলাম হয়তো রেস্তোরাঁতে শিশিটা ফেলে এসেছিলাম, কোনো কারণে প্যালগ্রেভ সেটাকে তুলে নিয়ে রেখে দিয়েছিল। হয়তো ফেরত দেবার জন্য পকেটে রেখে পরে ভুলে গেছিলেন।"

"এই সব তো, মিঃ ডাইসন?"

"আর কিছু তো জানি না। কাজ লাগলাম না বলে দুঃখিত। ব্যাপারটা কি গুরুত্বপূর্ণ?"

ওয়েস্টন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, " যা অবস্থা, সবকিছুই গুরত্বপূর্ণ হতে পারে।"

"ওষুধের প্রসঙ্গটা কেন এল, বুঝলাম না। আমি ভেবেছিলাম মেয়েটার খুন হওয়ার সময়ে আমার গতিবিধির কথা জানতে চাইবেন। আমি সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখে রেখেছি, মানে যতটা সম্ভব।"

চিন্তান্বিত ওয়েস্টন বললেন—"তাই? আপনাকে ধন্যবাদ। এটা খুব কাজে লাগবে মিঃ ডাইসন।"

"সবার ঝামেলা বাঁচানো, আর কী।" বলে গ্রেগ একটা কাগজ এগিয়ে দিল। ওয়স্টন সেটা দেখতে লাগলেন, ড্যাভেন্ট্রিও চেয়ারটা টেনে নিয়ে তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে পড়তে থাকলেন।

"খুব পরিস্কার", কিছুক্ষণ বাদে বললেন ওয়েস্টন। "নটা বাজতে দশ মিনিট পর্য্যন্ত আপনি এবং আপনার স্ত্রী নৈশভোজে যাওয়ার জন্য পোশাক পাল্টাচ্ছিলেন। তারপরে চত্বরে গিয়ে আপনারা সিনিয়রবা দাঁ কাসপিয়েরোর সঙ্গে পান করেন। সওয়া নটায় কর্ণেল ও মিসেস হিলিংডন এলে আপনারা খেতে যান। আর যতদূর খেয়াল করতে পারছেন সাড়ে এগারোটায় শুতে যান।"

"অবশ্য আমি জানি না মেয়েটা কখন মারা যায়—" বলল গ্রেগ।

গ্রেগের কথায় প্রচ্ছন্ন প্রশ্নটা লেফটেনান্ট ওয়েস্টন না বোঝার ভান করলেন।

"মৃতদেহটা মিসেস কেণ্ডাল আবিষ্কার করেছেন শুনলাম। ভীষণ মানসিক ধাক্কা লেগেছে বোধহয়?"

"হ্যাঁ। ডঃ রবার্টসন ঘুমের ওষুধ দিতে বাধ্য হয়েছেন।"

"ঘটনাটা বেশীর ভাগ লোক শুতে যাওয়ার পর হয়েছে না?"

"হ্যাঁ।"

"মৃতদেহটা পাওয়ার আর খুনের সময়ের মধ্যে পার্থক্য কতটা?"

"এখনও সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না," অবলীলায় বললেন ওয়েস্টন।

"বেচারি মলি। ভীষণ ধাক্কা লেগেছে। ওকে গতকাল দেখিনি। ভেবেছিলাম হয়তো মাথাব্যাথা বা অন্য কোনো কারণে বিশ্রাম নিচ্ছে।"

"আপনি মিসেস কেণ্ডালকে শেষ কখন দেখেছিলেন?"

"অনেক আগে, পোশাক ছাড়তে যাওয়ার সময়। ও তখন খাবার ঘরে সাজসজ্জা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ছুরি-কাঁচি সাজানো, আর কি?"

"আচ্ছা।"

"বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছিল ওকে। ইয়ার্কি-ঠাট্টা করল। ও দারুণ মেয়ে। আমরা সবাই ওকে পছন্দ করি। টিম খুব ভাগ্যবান।"

"ধন্যবাদ মিঃ ডাইসন। ও, ভিক্টোরিয়া মেয়েটি শিশি ফেরত দেবার সময় আর কিছু বলেছিল কি না মনে পড়ল?"

"না, যা বলেছি তার বাইরে কিছুই না।"

"শিশিটা মেজরের ঘরে কেউ রেখেছিল তা কিছু বলে নি?"

"না বোধহয়। মনে পড়ছে না।"

"ধন্যবাদ মিঃ ডাইসন।"

গ্রেগরী বেরিয়ে গেল।

কাগজটাতে টোকা দিতে দিতে ওয়েস্টন বললেন, "গতকাল রাতে লোকটা কী করছিল তা জানাতে লোকটা যেন একটু বেশী ব্যগ্র।"

"একটু বেশী চিন্তিত, বলছ?"' বললেন ড্যাভেন্ট্রি।

"বলা শক্ত। কিছু লোক আছে যারা নিজেদেব নিরাপত্তা নিয়ে একটু বেশী উদ্বিগ্ন হয়, বিশেষ করে কোনো কিছুতে জড়িয়ে পড়া নিয়ে। তার মানে এই নয় যে তারা কিছু জানে, তবে জানতেও পারে।"

"সুযোগের দিক দিয়ে দেখলে কেমন হয়? অ্যালিবাই তো কারুরই তেমন কিছু নেই। ব্যান্ড বাজতে থাকায় সবাই উঠছে, নাচতে যাচ্ছে, টেবিলে ফিরে আসছে। মহিলারা প্রসাধন করতে যাচ্ছে, পুরুষরা হাঁটছে যাচ্ছে। ডাইসন গিয়ে থাকতেই পারে, যে কেউই পারে। কিন্তু ও যে যায় নি সেটা প্রমাণ করতেই যেন ও বেশী ব্যগ্র।" ড্যাভেন্ট্রি গ্রেগের বয়ানের দিকে চিন্তিত মুখে তাকালেন। "মিসেস কেণ্ডাল তাহলে ছুরি সাজাচ্ছিলেন টেবিলে। লোকটা ইচ্ছে করে সেটার উল্লেখ করল কি না ভাবছি।"

"তোমার তাই মনে হয়?"

"হতে পারে।" ভেবে বললেন ড্যাভেন্ট্রি। ঘরের বাইরে তখন কেউ তীক্ষ্মস্বরে চেঁচাচ্ছিল।

"আমার কিছু কথা বলার আছে, আমার কিছু বলার আছে। পুলিশের লোকটা যেখানে আছে সেখানে আমাকে নিয়ে চলুন।"

একজন উর্দিপরা পুলিশ ভিতরে ঢুকল। "একজন বাবুর্চি আপনাদের কাছে আসতে চায়। বলছে ওর আপনাদেরকে কিছু বলার আছে।"

ভীত সন্ত্রস্ত মুখে যে বাবুর্চি ঢুকল। সে স্থানীয় লোক নয়, কিউবার লোক।

"আপনাদের জানা দরকার। উনি রান্নাঘরের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় দেখেছিলাম, ওঁর হাতে একটা ছুরি ছিল, ছুরি। উনি রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বাগানে চলে যান। আমি দেখেছিলাম।"

"স্থির হও। স্থির হও।" বললেন ড্যাভেন্ট্রি। "কার কথা বলছ?"

"বলছি। আমি মালিকের স্ত্রীর কথা বলছি। মিসেস কেণ্ডাল। আমি ওঁর কথা বলছি। ওঁর হাতে ছুরি ছিল, আর উনি অন্ধকারে বেরিয়ে যান। নৈশভোজের আগে এবং উনি ফেরেন নি।"

পনেরো ❑ আরো তদন্ত

"আপনাব সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে, "মিঃ কেণ্ডাল?"

"নিশ্চযই।" টিম ডেস্ক থেকে মুখ তুলে তাকাল। তারপর সামনের কাগজগুলো সরিয়ে সামনে রাখা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল। আর কিছু জানতে পারলেন? এ জায়গায় যেন অভিশাপ লেগেছে। অনেকে ফিরে যেতে চাইছে, জানেন। বিমানের টিকিটেব চেষ্টা করছে। ঠিক যখন মনে হচ্ছিল সাফল্য হাতের মুঠোয়। হা প্রভু। আপনারা জানেন না মলি আর আমার কাছে এ জায়গাটার গুরত্ব কতটা। এর জন্য আমরা সব কিছু বাজি রেখেছি।"

"ব্যাপারটা আপনার পক্ষে খুব দুর্ভাগ্যজনক," বললেন ওয়েস্টন। "আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে আপনাদের সঙ্গে।"

"ব্যাপারটা যদি তাড়াতাড়ি মিটে যেত।" বলল টিম। "ওই হতচ্ছাড়ি ভিক্টোরিয়া—ওহ্। আমার এরকম বলা উচিত নয়। মেয়েটা ভাল ছিল। কিন্তু —ব্যাপারটার ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই খুব সাধারণ কিছু—হয়তো প্রেম ঘটিত কিছু। হয়তো ওর স্বামী—"

"জিম এলিস ওর স্বামী নয়, যদিও ওরা যে কোন দম্পতিব মতোই থাকত।"

"ব্যাপারটা যদি তাড়াতাড়ি মিটে যেত," আবার বলল টিম। "মাফ্ করবেন। আপনারা বোধহয় কিছু বলতে বা জানতে চাইছিলেন।"

"হ্যাঁ। গতরাতের প্রসঙ্গে। ডাক্তারের মতে ভিক্টোরিয়া রাত সাড়ে দশটা থেকে মাঝরাতের মধ্যে কোন সময়ে খুন হয়েছে। এক্ষেত্রে অ্যালিবাই প্রমাণ করা সহজ নয়। চত্বরে সর্বক্ষণ চলাফেরা, যাওয়া-আসা চলছিল।"

"সেটা হয়তো ঠিক। কিন্তু আপনারা বলছেন। ভিক্টোরিয়াকে অতিথিদের কেউ হত্যা করেছে?"

"সম্ভাবনাটা আমরা উড়িয়ে দিচ্ছিনা, মিঃ কেণ্ডাল। তবে আপনার এক বাবুর্চির বিবৃতি নিয়েই আপাতত আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই।" .

"আচ্ছা ? কোন জন? কী বলছে সে?"

"লোকটা খুব সম্ভবত কিউবান।"

"আমাদের দুজন কিউবান আর একজন পুয়েটোরিকান বাবুর্চি আছে।"

"লোকটির নাম এনরিকো। ওর মতে আপনার স্ত্রী যখন খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে বাগানে যান তখন ওঁর হাতে একটা ছুরি ছিল।"

টিম বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। "মলি? ছুরি হাতে? তাতে কী হয়েছে? মানে— আপনারা কী বলতে চাইছেন?"

"সবাই খাবার ঘরে জমায়েত হওয়ার আগের কথা বলছি। ধরুন তখন বাজে সাড়ে আটটা। আপনি স্বয়ং খাবার ঘরে ছিলেন। বোধহয় হেড ওয়েটার ফার্নান্ডোর সঙ্গে কথা বলছিলেন।"

"ঠিক।" টিম মনে করার চেষ্টা করল। "মনে পড়েছে বটে।"

"তখন আপনার স্ত্রী চত্বর থেকে ফিরে আসেন?"

"হ্যাঁ। ও সবসময়েই টেবিলের দেখাশোনাটা করে থাকে। কখনো সখনো ভুলভাল সাজান হয় কি-না—মানে ধরুণ কাঁটা চামচ দেওয়া হয় না। সেই রকমই কিছু হবে। হয়তো কোথাও একটা বাড়তি ছুরি ছিল যেটা ওর হাতে ছিল।"

"খাবার ঘরে ওঁর সঙ্গে আপনার কথা হয়?"

"হ্যাঁ। ছুটকো-ছাটকা দু-একটা কথা?"

"কী বিষয়ে মনে করতে পারছেন কি?"

"বোধহয় আমি জানতে চেয়েছিলাম ও কার সঙ্গে কথা বলছিল। ওর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম কি না।"

"কার সঙ্গে কথা ববলছিলেন উনি?"

"গ্রেগরী ডাইসন।"

"ওহ্, হ্যাঁ, মিঃ ডাইসন ও সেকথাই বললেন।"

টিম বলতে থাকল, "গ্রেগ মলির সঙ্গে রঙ্গরস করছিল—এটাই ওর স্বভাব। আমি চটে গিযে বলেছিলাম কিছু করা দরকার। তাতে মলি বলেছিল যা করার ও-ই করবে। এ সব দিকে মলির বুদ্ধি খুব, জানেন। ব্যাপারটা খুব জটিল। খদ্দেরকে চটানোও যায় না তাই মলির মতো সুন্দরীদের এসব হেসে উড়িয়ে দিতে হয়। আর গ্রেগ সুন্দরী মহিলা দেখলে আর নিজেকে সামলাতে পারে না।"

"ওঁদের মধ্যে কি কোন কথা কাটাকাটি হয়েছিল?"

"না, মনে হয়। ও বোধহয় অন্যান্য বারের মতোই হেসে উড়িয়ে দিযেছিল।"

"ওঁর হাতে ছুরি ছিল কি না বলতে পারেন?"

"খেয়াল করতে পারছি না। তবে বোধহয় ছিল না—না অবশ্যই ছিল না।"

"কিন্তু এইমাত্র যে বললেন...."

"দেখুন, আমি বলছিলাম যে খাবার ঘরে বা রান্নাঘরে থাকলে ওর হাতে ছুরি থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু স্পষ্ট খেয়াল করতে পারছি যে ও যখন খাবার ঘর থেকে আসে তখন ওর হাতে কিছুই ছিল না। কিচ্ছু না। এখানে কোন ভুল নেই।"

"বুঝলাম।" বললেন ওয়েস্টন।

টিম অস্বস্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকাল। "আপনি কী বলতে চাইছেন, একটু বলবেন? ওই নির্বোধ এনরিকো, নাকি ম্যানুয়েল—আসলে বলেছেটা কী?"

"ও বলছে, আপনার স্ত্রী যখন রান্নাঘরে ঢোকেন তখন তাঁকে বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল, আর ওঁর হাতে ছুরি ছিল।"

"রঙ চড়িয়ে বলছে।"

"আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এরপরে আর কথাবার্তা হয়েছিল?"

"বোধহয় না। আমি সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম।"

"নৈশভোজের সময়ে আপনার স্ত্রী খাবার ঘরে ছিলেন?"

"আমি—মানে—ও হ্যাঁ। আমরা সবসময়েই অতিথিদের খাওয়ার পর্যবেক্ষণ করি, মানে কারুর কিছু দরকার কি না।"

"ওঁর সঙ্গে কোন কথাই হয় নি আপনার?"

"বোধহয় না... বললাম না, আমরা সাধারণত খুব ব্যস্ত থাকি। পরস্পর কী করছি খেয়ালও রাখি না, আর কথা বলারও সময় থাকে না।"

"মানে মৃতদেহটা আবিষ্কার হওয়ার আগে কথা বলেছিলেন কি না খেয়াল নেই, বলছেন?"

"ঘটনাটা মলিকে খুব বিব্রত করেছে।"

"জানি। খুব মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। তা উনি সৈকতে হাঁটতে গেলেন কী জন্য?"

"নৈশভোজের ভিড় কমে গেলেও মাঝেমধ্যেই একটু টহল দিতে যায়। মানে একটু স্বস্তিতে দম নেওয়ার জন্য, আর কি।"

"উনি যখন ফিরলেন, আপনি তখন বোধহয় মিসেস হিলিংডনের সঙ্গে কথা বলছিলেন?"

"হ্যাঁ। বাদ বাকি সবাই মোটামুটি শুতে চলে গিয়েছিল।"

"আপনাদের কথোপকথনের বিষয়টা শোনা যায় কি?"

"বিশেষ কিছু নয়। কেন? মিসেস হিলিংডন কী কিছু বললেন?"

"এখনও অবধি কিছু না। কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় নি এখনও।"

"সাধারণ বিষয়েই কথা হচ্ছিল—মলি, হোটেল চালানো, এই আর কি।"

"আর তখনই আপনার স্ত্রী সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে আপনাদের বলেন কী হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"ওর হাত রক্তাক্ত ছিল?"

"অবশ্যই ছিল। ও মেয়েটিকে তোলার চেষ্টা করেছিল—বোঝেইনি কী হয়েছে। হাতে রক্ত বিলক্ষণ ছিল! আচ্ছা, আপনারা কী বলতে চাইছেন? কিছু বলতে চাইছেন কি?"

"দয়া করে শান্ত হোন," বললেন ড্যাভেন্ট্রি। "আপনার উপর বিশাল চাপ পড়ছে মানছি, কিন্তু আমাদের ঘটনাটা পরিষ্কার করে জানতে হবে। আপনার স্ত্রী সম্প্রতি খুব ভাল ছিলেন না, শুনলাম?"

"বাজে কথা—ও সম্পূর্ণ ঠিক আছে। মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যুতে ও একটু মুষড়ে পড়েছে—মলি ভীষণ অনুভূতিপ্রবণ।"

"উনি একটু সুস্থ হলেই আমরা ওনাকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করব," বললেন ওয়েস্টন।

"এটা আপনারা করতে পারবেন না। ওকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে রাখা হয়েছে, আর ডাক্তার চান না ওকে বিরক্ত করা হোক। আমি ওর ওপর কোনরকম জবরদস্তি হতে দেব না, বুঝেছেন?

"আমরা কোন জবরদস্তি করতে চাই না," বললেন ওয়েস্টন। "শুধু ঘটনাগুলো ঠিকঠাক জানতে চাই। আমরা এখন কিছুই করব না, কিন্তু ডাক্তারের অনুমতি পাওয়া মাত্র ওঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই হবে।" ওয়েস্টনের স্বর মৃদু হলেও অনমনীয়।

টিম কিছু বলতে চেয়ে মুখ খুলেছিল, কিন্তু কিছু বলল না।

॥ ২ ॥

স্বভাবতই ধীর স্থির ইভলিন হিলিংডন নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলেন। তাঁকে করা প্রশ্নগুলো সম্বন্ধে ভাল করে ভাবল সে। তারপর ওয়েস্টনের দিকে চিন্তিত মুখে তাকাল।

"হ্যাঁ," ইভলিন বলল, "মিসেস কেণ্ডাল যখন এসে খুনের কথাটা বলেন তখন আমি ওঁর স্বামীর সঙ্গে কথা বলছিলাম।"

"আপনার স্বামী উপস্থিত ছিলেন সেখানে?"

"না। উনি শুতে চলে গিয়েছিলেন।

"মিঃ কেণ্ডালের সঙ্গে কথা বলার বিশেষ কোন কারণ ছিল?" ইভলিন তার সূক্ষ্মভাবে আঁকা ভ্রূ তুলে তাকাল—তাতে ভর্ৎসনা খুব স্পষ্ট।

সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "খুব অদ্ভুত প্রশ্ন। না—বিশেষ কোন কাবণ ছিল না।"

"আপনারা কি ওঁর স্ত্রীব স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলেছিলেন?" ইভলিন আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "মনে নেই?"

"আপনি নিশ্চিত?"

"আমি মনে করতে পারছি কি না? অদ্ভুত কথা বললেন—লোকে কত বিষয়ে কথা বলে।'

"মিসেস কেণ্ডাল ইদানীং সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন না, শুনলাম।"

"ঠিক আছেন বলেই তো মনে হয়। একটু ক্লান্ত হতেই পারেন, এ ধরণের একটা হোটেল চালাতে গেলে প্রচুর চিন্তার কারণ ঘটে আর উনি যথেষ্ট অনভিজ্ঞ। তাই মাঝে মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই উনি একটু বিব্রত হন।"

"বিব্রত—কথাটা ভেবে বললেন তো?"

"কথাটা একটু পুরনো আমলের হলেও কার্যকরী, অন্তত আধুনিক পরিভাষাব তুলনায় ত বটেই—যেমন ধরুণ পিত্তির রোগকে বলা হয় ভাইরাস সংক্রমণ, দৈনিক চিন্তাভাবনাকে বলা হয় উদ্বেগজনিত নিউরোসিস—"

ইভলিনের হাসিতে ওয়েস্টনের নিজেকে হাস্যাস্পদ মনে হল। তিনি ভাবলেন মহিলা খুব চতুর। ড্যাভেন্ট্রির ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি অনুমান করতে চাইলেন ড্যাভেন্ট্রি কী ভাবছেন।

"ধন্যবাদ, মিসেস হিলিংডন," বললেন ওয়েস্টন।

॥ ৩ ॥

"আপনাকে বিব্রত করতে চাই না, মিসেস কেণ্ডাল, কিন্তু মেয়েটির দেহ আবিষ্কার সংক্রান্ত বিবৃতিটা আমাদের নিতে হবে। ডঃ গ্রাহাম বললেন তার পক্ষে আপনি যথেষ্ট সুস্থ।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি একদম ঠিক হয়ে গেছি।" মলি একটু ফ্যাকাশে হাসি হাসল। "শুধু ধাক্কাটা—ব্যাপারটা খুব মর্মান্তিক তো!"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়—আপনি নৈশভোজের পর একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলেন বোধহয়?"

"হ্যাঁ, যেমন প্রায়ই করি।"

মলির চোখে অস্বস্তি এবং হাতের আঙুলের একবার মুঠো হওয়া একবার খুলে যাওয়া—ড্যাভেন্ট্রির নজর এড়ালো না।

"তখন কটা বেজেছিল বলে মনে হয়, মিসেস কেণ্ডাল?"

"ঠিক বলতে পারছিনা—ঘড়ির দিকে প্রায় কেউই নজর দিই না।"

"স্টীল ব্যান্ড বাজছিল কি তখনও?"

"হ্যাঁ—বোধহয়—সঠিক বলতে পারছি না।"

"আর আপনি কোন দিকে হাঁটছিলেন?"

"কেন? সৈকতে পথ ধরে।"

"ডানদিকে না বাঁ দিকে?"

"ওহ্ দুদিকেই—আগে একদিকে, পরে অন্যদিকে। আমি, মানে ঠিক লক্ষ করিনি।"

"কেন লক্ষ করেননি, মিসেস কেণ্ডাল?"

মলি ভ্রূ কুঁচকে তাকালো। "আমি একটু চিন্তিত ছিলাম।"

"বিশেষ কিছু ভাবছিলেন কি?"

"না, না, বিশেষ কিছু নয়। ওই হোটেলের কিছু কিছু কাজ করার ছিল, এই নিয়েই আর কি।" মলি আবার মুঠি খুলে বন্ধ করল। "আর তারপরেই—সাদা কিছু একটা চোখে পড়ল—একটা হিবিস্কাস ঝোপের মধ্যে—ভাবলাম জিনিসটা কী। আমি দাঁড়িয়ে সেটাকে টানতে চেষ্টা করলাম—" মলি অতি কষ্টে ঢোক গিলল। "দেখলাম—ভিক্টোরিয়া গুটিশুটি হয়ে পড়ে আছে—ওর মাথাটা তুলতে গেলাম আর আমার হাতে রক্ত লেগে গেল।"

মলি ওদের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত মুখে বলল, যেন অসম্ভব কোনো ঘটনার কথাই বলেছে সে ঃ

"রক্ত—আমার হাতে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। ওই অংশটা আর বলার দরকার নেই। মৃতদেহটা পাবার আগে কতক্ষণ হেঁটেছিলেন বলে মনে হয় আপনার?"

"জানি না। বলতে পারছি না।"

"এক ঘণ্টা? আধঘণ্টা? না কি একঘণ্টারও বেশী—"

"জানি না।"

ড্যাভেন্ট্রি খুব সাধারণ স্বরে প্রশ্ন করল ঃ

"হাঁটতে যাওয়ার সময় আপনার সঙ্গে কি কোন ছুরি ছিল?"

"ছুরি?" মলির কথায় বিস্ময় ফুটে উঠল। "ছুরি নিয়ে যাব কেন?"

"এ কথা বলার কারণ আপনাদের এক কর্মচারীর বয়ানে রয়েছে যে রান্নাঘরের মধ্যে দিয়ে বাগানে যাওয়ার সময় আপনার হাতে ছুরি ছিল।"

"কিন্তু আমি রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে যাইনি—ও, আপনি নৈশভোজের আগের কথা বলছেন, আমি —না, মনে হয় না।"

"আপনি বোধহয় টেবিলে ছুরি কাঁটা সাজাচ্ছিলেন।"

"মাঝেমধ্যে করতে হয় বই কি। উল্টোপাল্টা রাখে ওরা—কোথাও বেশী দিয়ে দেয়, কোথাও কম, মানে কাঁটা-চামচ।"

"ওদিন রাতেও সেরকম হয়েছিল?"

"হতে পারে। মানে, ব্যাপারটা এত স্বাভাবিক যে এসব মনেও থাকে না।"

"অর্থাৎ সেই সন্ধ্যায় রান্নাঘর থেকে বেরনোর সময় আপনার হাতে ছুরি থাকতেও পাবে?"

"আমর মনে হয় ছুরি ছিল না, অবশ্যই ছিল না," মলি বলল।

"টিম ছিল ওখানে, ও জানবে। ওকে জিজ্ঞাসা করবেন।"

"ভিক্টোরিয়া মেয়েটিকে কেমন লাগত? কাজকর্ম ভাল করত সে?" জানতে চাইলেন ওয়েস্টন।

"হ্যাঁ—খুব ভালো ছিল মেয়েটা।"

"আপনার সঙ্গে কোন ঝগড়া হয়নি ওর?"

"ঝগড়া? না।"

"ও আপনাকে কখনো ভয় দেখিয়েছিল—কোন ভাবে?"

"ভয় দেখিয়েছিল? কী বলতে চাইছেন আপনি?"

"বাদ দিন। তা ওকে কে হত্যা করেছিল সে সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে?"

"না," দৃঢ়ভাবে বলল মলি।

"ধন্যবাদ মিসেস কেণ্ডাল," বলে ওয়েস্টন একটু হাসলেন। "কী, জিজ্ঞাসাবাদটা ভয়াল-ভয়ঙ্কর কিছু হয়নি তো?"

"হয়ে গেল?"

"আপাতত।"

ড্যাভেন্ট্রি উঠে মলিকে দরজা খুলে ধবলেন, এবং সে বেরিয়ে যাওয়া অবধি তাকে লক্ষ কবলেন। তারপর ফিরে চেয়াবে বসতে বসতে মলিকে উদ্ধৃত কবে বললেন :

"টিম জানবে—আর টিম নিশ্চিত যে ওঁব কাছে ছুরি ছিল না।"

"যে কোন স্বামীই সে কথা বলার কর্তব্য বলে মনে কববে," গম্ভীর মুখে বললেন ওয়েস্টন।

"খুনের পক্ষে খাবার কাটার ছুবি, মিঃ ড্যাভেন্ট্রি। আর ওগুলো ধাবালো দেখেই রাখা হয়।"

"যে মহিলাব সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলাম তাকে একজন নৃশংস খুনী হিসেবে ভাবতে পারছি না, ওয়েস্টন।"

" এখনও অবধি ভাবার দরকারও হয়নি। হয়তো নৈশভোজের আগে বাগানে যাওয়ার সময় মিসেস কেণ্ডালের হাতে একটা বাড়তি ছুরি ছিল উনি হয়তো সেটা খেয়ালই করেননি এবং নিজের অজান্তে কোথাও রেখে দিয়েছিলেন, অথবা ফেলে দিয়েছিলেন। অন্য কেউ সেটা পেয়ে ব্যবহার করে থাকতে পারে। এই মহিলাকে আমি খুনী বলে মনে করি না।"

"তবু" চিন্তিত মুখে বললেন ড্যাভেন্ট্রি," ভদ্রমহিলা কিছু চেপে গেলেন। সময়ের ব্যাপারে অনিশ্চয়তাটা একটু অদ্ভুত —কোথায় ছিলেন উনি—সেখানে কী করছিলেন? সেদিন খাবারঘরে ওঁকে কেউ দেখেছিল বলে মনে করতে পারছে না।"

"ওর স্বামী অন্যান্য দিনের মতোই ছিলেন—কিন্তু উনি না।"

"আপনার কী মনে হয় উনি কোন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে যান—যেমন ভিক্টোরিয়া জনসন?"

"হয়তো—অথবা হয়তো যে ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যায় তাকে দেখেছিলেন।"

"আপনি কী গ্রেগরী ডাইসনের কথা ভাবছেন?"

"উনি যে ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে কথা বলেছিলেন তা তো জানি। হয়তো পরে দেখা করার কথা ছিল—মনে রাখবেন সবাই সহজভাবে ঘোরাঘুরি করছিল—বারে যাতায়াত তো নিরন্তরভাবে চলছিল।"

"স্টীলব্যাণ্ডের মতো অ্যালিবাই হয় না।" কাষ্ঠস্বরে বললেন ড্যাভেন্ট্রি।

ষোল ❑ মিস মার্পল সাহায্য চাইলেন

বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা শান্ত সৌম্য বৃদ্ধাকে কেউ দেখলে ভাবত বৃদ্ধা দিনটা কীভাবে কাটাবেন সেই চিন্তাতেই মগ্ন। হয়তো ক্যাস্‌ল ক্লিফ বা জেমসটাউনে যাওয়া—বা পেলিকান পয়েন্টে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজ অথবা সমুদ্র সৈকতেই নীরবে অবকাশ যাপন—

আসলে কিন্তু বৃদ্ধার সেদিন জঙ্গী মনোভাবই ছিল।

"কিছু একটা করতেই হবে," ভাবলেন মিস মার্পল। তিনি এটাও জানতেন যে নষ্ট করার মতো সময় নেই। কিন্তু সেটা তিনি বোঝাবেন কাকে? হাতে সময় থাকলে তিনিই রহস্যের সমাধান করতে পারতেন। এর মধ্যেই তিনি অনেকটা জেনে ফেলেছেন—কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। আর সময়ও নেই হাতে। তিনি এটাও ভাবলেন যে এই নন্দন কাননে তাঁর সহজাত সহযোগী বলতে কেউ নেই।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের উচ্চপদস্থ অফিসার হওয়ার পরেও ডার্মট মিস মার্পলের মতামতের মূল্য দেন। কিন্তু নীচুস্বরে কথা বলেন যে স্থানীয় পুলিশ অফিসারটি তিনি কি মিস মার্পলের গুরুত্ব দেবেন? বা ডঃ গ্রাহাম? কিন্তু ডঃ গ্রাহাম ঠিক মিস মার্পল যা চান তা নন—উনি বেশী ভদ্র এবং বেশী দ্বিধাগ্রস্ত। চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়া বা সেগুলি কার্যকরী করার লোক নন তিনি।

ঈশ্বরের সামান্য এক অনুচরের মতোই মিস মার্পল বাইবেলের ভাষায় বলে উঠলেন :

"আমার তরে কে যাবে?
কাকে পাঠাব আমি?"

বলামাত্র যে কণ্ঠস্বরটা মিস মার্পল শুনলেন সেটা তাঁর 'প্রার্থনার' জবাব বলে একেবারে ভাবেন নি। অবচেতন মনে তাঁর মনে হয়েছিল কেউ হয়তো তাঁর কুকুরকে ডাকছে।

"হাই!"

চিন্তামগ্ন মিস মার্পল তাকে পাত্তাই দিলেন না।

"হাই!" "মিঃ র‍্যাফিলেয়লের গলায় ধৈর্য্যের অভাবটা প্রকট।

"শুনুন, আপনি—"

মিস মার্পল প্রথমে বুঝতে পারেন নি 'ওহে শুনুন' বলে মিঃ র‍্যাফিয়েল তাঁকে সম্বোধন করছিলেন। এই ভাবে তাঁকে কেউ কখনো ডাকেনি—সম্বোধনটা ভদ্রলোকসুলভ একেবারেই

নয়। মিস মার্পল কিছু মনে করলেন না, কারণ মিঃ র‍্যাফিয়েলের খামখেয়ালীপনা কেউই গ্রাহ্য করে না। উনি মনে করেন উনিই আইন, অন্যান্যদেরও সেই অনুযায়ীই দেখেন। মিস মার্পল দেখলেন মিঃ র‍্যাফিয়েল নিজের বাংলোর বারান্দায় বসে তাঁকে ডাকছেন।

"আমাকে ডাকছিলেন?" জানতে চাইলেন মিস মার্পল।

"অবশ্যই ডাকছিলাম। আপনার কি মনে হল আমি কোন বেড়ালকে ডাকছিলাম? এখানে আসুন।"

মিস মার্পল তাঁর হাতব্যাগটা নিয়ে মিঃ র‍্যাফিয়েলের বাংলোর দিকে গেলেন।

"আমাকে কেউ সাহায্য না করলে আমি আপনার কাছে যেতে পারব না, তাই আপনাকেই আমার কাছে আসতে হল," বললে মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"হ্যাঁ হ্যাঁ। সে ঠিক আছে।" আশ্বস্ত করলেন মিস মার্পল। মিঃ র‍্যাফিয়েল তাঁকে একটি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "বসুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে। এই দ্বীপে কিছু উদ্ভট ঘটনা ঘটছে।"

"ঠিকই বলেছেন," চেয়ারে বসতে বসতে বললেন মিস মার্পল। খানিকটা অভ্যাসের বশেই উল বোনার সরঞ্জাম তাঁর হাতে উঠে এল।

"এখন উল বুনবেন না," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "আমি ওটা বরদাস্ত করতে পারি না। বিরক্তি লাগে।"

মিস মার্পল তাঁর উলবোনার সরঞ্জাম ব্যাগে রেখে দিলেন। ভয় পেয়ে নয়, এক খিটখিটে বৃদ্ধকে না চটাতে চেয়েই যেন।

"অনেক কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। বাজি ফেলতে পারি এর পিছনে আপনি, ওই পাদ্রী আর ওঁর বোনটি রয়েছেন।"

"বর্তমান পরিস্থিতিতে কানাঘুষো হওয়াটাই স্বাভাবিক।" তেজের সঙ্গে বললেন মিস মার্পল।

"দ্বীপের ওই মেয়েটি ছুরিকাঘাতে মারা গেছে। মৃতদেহটা একটা ঝোপের মধ্যে পাওয়া গেছে খুব সাধারণ ঘটনা হতেই পারে। যে লোকটির সঙ্গে মেয়েটি সহবাস করছিল, সে হয়তো অন্য কারও ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। অথবা লোকটি হয়তো অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল, তাতে মৃত মেয়েটির সঙ্গে ঝামেলা হয়। এধরণেরই কিছু একটা হয়তো ঘটেছিল। আপনার কী মত?"

"না। " মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন মিস মার্পল।

"প্রশাসনও একথা মানে না।"

"প্রশাসন আমার থেকে আপনাকে বেশী কথা বলবে।"

"তাও, আমি মনে করি আপনি আমার থেকে বেশীই জানেন। অনেক কানাঘুষো শুনেছেন আপনি।"

"তা, শুনেছি বই কি।"

"কানাঘুষো শোনা ছাড়া বেশী কিছু করেন না, বোধহয়?"

"ওটা অনেক ক্ষেত্রেই কাজে লেগে যায়।"

"আপনার সম্বন্ধে আমার কিছু ভুল ধারণা ছিল, জানেন।" মিস মার্পলকে একটু খুঁটিয়ে দেখে

বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "লোকের অনুমান সম্বন্ধে আমি সচরাচর এরকম ভুল করি না। আপনার সম্বন্ধে যতটা অনুমান করেছিলাম তার থেকে অনেক বেশী অনুমান করতে পারিনি। এই মেজর প্যালগ্রেভের কাহিনী নিয়ে কী সব কথাবার্তা চলছে— আপনার মতে ওঁকে খুন করা হয়েছে, তাই না?"

"সেরকমই আশঙ্কা করছি।" বললেন মিস মার্পল।

"ঠিক আশঙ্কাই করেছেন।"

মিস মার্পল একটা গভীর নিশ্বাস নিলেন। "আপনি নিশ্চিত তো?"

"হ্যাঁ। ড্যাভেন্ট্রি বলল আমাকে। ময়না তদন্তের ফলাফল এখনো আসে নি, তাই আমি গোপনীয়তা রক্ষা করছি। তবে মোটামুটি বলতে গেলে আপনি ডঃ গ্রাহামকে কিছু একটা বলেছিলেন ; গ্রাহাম ড্যাভেন্ট্রির কাছে যান ; সে যায় প্রশাসনিক অধিকর্তার কাছে ; সি. আই. ডি. কে জানানো হয়। সবাই একমত হন যে কিছু একটা গোলামাল আছে—ফলে মেজরের দেহ কবর খুঁড়ে তোলা হয়েছে এবং ময়না তদন্ত করা হয়েছে।"

"কী জানা গেল?"

"জানা গেল যে উনি এমন একটা জিনিসের প্রাণঘাতী ডোজ নিয়েছিলেন যেটার উচ্চারণ কবার সাধ্য কোনো ডাক্তাব ছাড়া কারও নেই। যতদূর মনে করতে পারছি ওটার নাম ডাই-ফ্লোরহেক্সাগোনল-ইথাইল কারবোনজল। নামটা ঠিক ওটা নয় তবে অনেকটা ওরকমই। পুলিশের ডাক্তার ওই নামটা ব্যবহার করেছিল, বোধহয় যাতে কেউ জানতে না পারে সেইজন্য। আসল নামটা হয়তো এভিপাল বা ভেরেসাল বা ইস্টনের সিরাপ কিম্বা অন্য কিছু। এ ধরণের নাম সাধারণ লোককে বিভ্রান্ত করার জন্যই। যাকগে, এই বস্তুটা বেশী মাত্রায় নেওয়া হলে মৃত্যু অবধারিত, আর লক্ষণগুলি দেখে মনে হবে কোন রক্তচাপের রোগী আগের দিনের অতিরিক্ত মদ্যপানের ধাক্কা সামলাতে পারে নি। সেই জন্যই সবাই মৃত্যুটা স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়। আর এখন সবাই ভাবছে ওঁর আদৌ রক্তচাপেব দোষ ছিল কি না। এ নিয়ে উনি আপনাকে কিছু বলেছিলেন?"

"না।"

"তবেই বুঝুন। সবাই কিন্তু ধরে নিয়েছিল যে ওঁর সেই রোগটা ছিল।"

"উনি নাকি সেরকমই নাকি কয়েকজনকে বলেছিলেন, বলে শোনা যাচ্ছে।"

"এটা অনেকটা ভূত দেখার মতো," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। " যে স্বয়ং ভূত দেখেছে তাকে কেউ দেখতে পায় না। সবসময়েই এটা কোন তুতোভাই, মাসি-পিসি, ভাই, বন্ধু বা বন্ধুর বন্ধু —এরাই সবসময়ে দেখে থাকে। বাদ দিন। সবাই ভেবেছিল মেজরের রক্তচাপ রয়েছে কারণ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রক কিছু ওষুধ ওঁর ঘরে পাওয়া যায়। এবং যা বুঝলাম এই মেয়েটি বলছিল যে ওষুধটা ওখানে অন্য কেউ রেখেছিল। শিশিটা ওই গ্রেগ লোকটির।"

"হ্যাঁ। মিঃ ডাইসনের রক্তচাপের দোষ আছে। ওঁর স্ত্রী সে কথাই বলেছিলেন।" বললেন মিস মার্পল।

"অর্থাৎ শিশিটা প্যালগ্রেভের ঘরে রাখা হয় যাতে মৃত্যুটা স্বাভাবিক বলে মনে হয়।"

"ঠিক তাই," বললেন মিস মার্পল।" আর ওঁর রক্তচাপের রোগের আষাঢ়ে গল্পটা সুকৌশলে

কাঁদা হয়েছে। তবে এরকম গল্প ছড়ানো খুব সোজা, জানেন। এরকম আমি অনেক দেখেছি।"

"বাজি ফেলতে পারি যে আপনি সত্যিই অনেক দেখেছেন," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"এদিকে সেদিকে অল্প ফিসফাস করাই যথেষ্ট," বললেন মিস মার্পল।

"আপনি নিজে কিছু বলবেন না। শুধু বলবেন যে শ্রীমতি খ আপনাকে বলেছেন যে উনি কর্ণেল গ-র কাছে কথাটা শুনেছেন। এভাবে কানাঘুষোর উৎসে পৌঁছনো দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। আর তারপর আপনি যাদের বলবেন তারা এমন ভাবে কথাটা বলবেন যেন তারা জেনেই বলছে।"

"কেউ খুব চালাকি করেছে," বললেন চিন্তামগ্ন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"আপনার সঙ্গে আমি একমত।"

"মেয়েটি বোধহয় কিছু দেখে বা জেনে ফেলেছিল, এবং ব্ল্যাকমেল করতে গিয়েছিল।"

"মেয়েটি হয়তো ওটা ব্ল্যাকমেল বলে ভাবে নি," বললেন মিস মার্পল। "এ ধরণের বড় হোটেলে পরিচারিকারা অনেক কিছু জেনে ফেলে যা অতিথিরা জানাজানি হওয়া চাইবে না। সেক্ষেত্রে পরিচারিকাদের ভালমতো বখশিস লাভ হয়। এই মেয়েটি হয়তো যা জেনে ফেলেছিল তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে নি।"

"তবুও পিঠে ছুরির হাত থেকে নিস্তার পায় নি," নিষ্ঠুরভাবে বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"হ্যাঁ। বোঝাই যাচ্ছে কেউ একজন চায় নি ও মুখ খোলে।"

"বেশ। আপনার কী মনে হয়?"

মিস মার্পল তাঁর দিকে তাকালেন।

"আপনার কিসে মনে হল যে আমি আপনার থেকে বেশি জানি?"

"হয়তো জানেন না," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল, "কিন্তু আপনি যা জানেন সে প্রসঙ্গে আপনার মতামত জানতে আমি আগ্রহী।

"কিন্তু কেন?"

"এখানে অর্থোপার্জন ছাড়া বিশেষ কিছু করার নেই বলে," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

মিস মার্পল বিস্মিত হলেন।

"অর্থোপার্জন? এখানে?"

"সাঙ্কেতিক ভাষায় দিনে আধডজন তার করতে পারেন আপনি, মানে ইচ্ছে থাকলে। আমি এতে মজা পাই।"

"টেকওভার সংক্রান্ত?" জানতে চাইলেন মিস মার্পল, গলায় অনিশ্চয়তার সুরে মনে হল যেন দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে তিনি কোন বিদেশী ভাষা বলছেন।

"বলতে পারেন," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।" অন্যের বুদ্ধির সঙ্গে টক্কর দিয়ে নিজের বুদ্ধিতে শান দেওয়া, আর কি। মুস্কিল হচ্ছে এতে যথেষ্ট সময় কাটে না—তাই আমার এই ব্যাপারটায় আগ্রহ জেগেছে। আমার কৌতূহলের উদ্রেক করেছে। প্যালগ্রেভ আপনার সঙ্গে প্রচুর কথাবার্তা বলেছিলেন—আর কেউ-তো ওঁকে পাত্তাই দিত না। তা, কী বলেছিল আপনাকে?"

"উনি অনেক গল্প বলেছিলেন।" বললেন মিস মার্পল।

"জানি। অধিকাংশগুলোই অত্যন্ত একঘেয়ে। আর মাত্র একবারে রেহাই পাওয়া যেত না। ওঁর কাছাকাছি থাকলে বার-চারেক শোনা যেত।"

"হ্যাঁ।" বললেন মিস মার্পল। "যেমনটা বৃদ্ধরা করে থাকেন।" মিঃ র‍্যাফিয়েল উগ্র দৃষ্টিতে তাকালেন। "আমি গল্প বলি না। যাক গে বলে যান। ব্যাপারটার সূত্রপাত্র ওঁরই কোনো গল্পতে, তাই না?"

"উনি বলেছিলেন উনি এক খুনীর কথা জানেন," বললেন মিস মার্পল।

"অবশ্য সেটা তেমন কিছু নয়—সবাই-ই কাউকে না কাউকে চেনে।"

"বুঝলাম না," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"আমি বিশেষ কিছুর কথা বলছি না। কিন্তু মিঃ র‍্যাফিয়েল মনে করে দেখুন হামেশাই কি আপনি শোনেননি, যে 'হ্যাঁ, আমি অমুককে ভাল করেই চিনতাম, লোকটা হঠাৎ একদিন মারা যায়। লোকে বলে ওর স্ত্রীই ওকে মেরে ফেলেছে—তবে সেটা বোধহয় গুজব। আপনি কি এরকম বলতে কাউকে শোনেন নি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সে-তো হাল্কাভাবে।"

"ঠিক তাই। কিন্তু মেজর প্যালগ্রেভ এগুলো খেলাচ্ছলে নিতেন না। উনি গল্প বলাটা উপভোগ করতেন। উনি বলেছিলেন খুনীটির একটা ছবি ছিল তার কাছে। উনি আমাকে দেখাতেও যাচ্ছিলেন, কিন্তু—পেরে ওঠেননি।"

"কেন?"

"কারণ উনি কিছু একটা দেখেছিলেন," বললেন মিস মার্পল। "অথবা কাউকে। ওঁর মুখ লাল হয়ে যায়, ছবিটা উনি ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে প্রসঙ্গটা বদলে ফেলেন।"

"কাকে দেখেছিলেন উনি?"

"ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আমরা আমার বাংলোর বাইরে বসেছিলাম, উনি বসেছিলেন আমার বিপরীতে। উনি যাকেই দেখে থাকুন, সে ছিল আমার পিছনে ডানদিকে।"

"এমন কেউ যে আপনার ডানদিকের রাস্তা দিয়ে আসছিল, যে রাস্তাটা খাঁড়ি আর গাড়ি রাখার জায়গাটার দিকে যায়।"

"হ্যাঁ।"

"ঐ রাস্তা দিয়ে তখন কেউ আসছিল?"

"ডাইসন এবং হিলিংডন দম্পতিদ্বয়।"

"আর কেউ?"

"জানি না। তাছাড়া আপনার বাংলোতেও কেউ ওঁর চোখে পড়ে থাকতে পারে।"

"আহ্! তাহলে এস্থার আর জ্যাকসনকেও ধরা যেতে পারে, তাই তো? ওদের যে কেউই বেরিয়ে আবার আপনার অগোচরে ঢুকেও যেতে পারে।"

"হতে পারে। আমি তৎক্ষণাৎ পিছনে তাকাই নি।"

"ডাইসন দম্পতি, হিলিংডন দম্পতি, এস্থার, জ্যাকসন—এদের মধ্যেই কেউ তাহলে খুনী।" তারপর একটু ভেবে বললেন, "অথবা আমি।"

মিস মার্পল অল্প হাসলেন।

"খুনী কি কোনো পুরুষ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে ইভলিন হিলিংডন, লাকি আর এল্থার তালিকা থেকে বাদ। তাহলে এই আষাঢ়ে ব্যাপারটা সত্যি হলে ডাইসন, হিলিংডন আর ওই বাচাল জ্যাকসনের মধ্যে যে কোন একজন খুনী।"

"অথবা আপনি," বললেন মিস মার্পল।

শেষ মন্তব্যটা মিঃ র‍্যাফিয়েল গ্রাহ্য করলেন না।

"আমাকে চটানোর উদ্দেশ্যে কোন মন্তব্য করবেন না।" বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "আচ্ছা, একটা কথা ভেবেছেন কি? ঐ তিনজনের একজন খুনী হলে প্যালগ্রেভ সে কথা আগে বলেনি কেন? চুলোয় যাক। গত দুসপ্তাহে ওরা তো সর্বক্ষণই চোখের সামনে চলাফেরা করেছে। এর কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না আমি।"

"আমি পাচ্ছি।"

"যেমন?"

"লোকটিকে মেজর প্যালগ্রেভ কিছু স্বচক্ষে কখনো দেখেননি। ঘটনাটা এক ডাক্তারের কাছে শুনেছিলেন, ডাক্তারটিই ওঁকে ছবিটা একটা স্মারক হিসেবে দেয়। ছবি তখন হয়তো মেজর দেখেছিলেন কিন্তু তারপরে আর দেখেননি। মাঝেমধ্যে হয়তো কাউকে ঘটনাটা বলার সময় দেখাতেন। তাছাড়া ঘটনাটা কতদিন আগের তাও আমরা কেউ জানি না। পাঁচ-দশ—ওনার কিছু গল্প বিশ বছর আগেকারের।

"সেটাই স্বাভাবিক।" বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"তাই আমি মনে করি না হঠাৎই খুনীর মুখোমুখি হলে মেজরের তাকে চেনা সম্ভব। আমার মনে হয় ছবিটা বার করতে গিয়ে উনি ছবিটা দেখেন, এবং মুখ তুলে দেখেন সেই লোকটি-ই অথবা অনেকটা সে রকম দেখতে কেউ দশ-বারো হাত দূর থেকে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে।" "হ্যাঁ।" ভেবেচিন্তে বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল "এটা হতে পারে।"

"উনি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে ছবিটা ব্যাগে তড়িঘড়ি ঢুকিয়ে ফেলে অন্য বিষয়ে কথা বলতে শুরু করেন।"

"ওঁর তো নিশ্চিত হবার উপায় ছিল না," বিচক্ষণভাবে বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"তা ছিল না। কিন্তু উনি পরে ছবিটা খুঁটিয়ে দেখতেন এবং লোকটার সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করতেন যে লোকটি সেই খুনীই কিনা। নাকি সেরকম দেখতে অন্য লোক।"

মিঃ র‍্যাফিয়েল একটু ভেবে মাথা নেড়ে বললেন, "একটা সমস্যা আছে। খুনের মোটিভটা কিন্তু যথেষ্ট নয়। একেবারেই নয়। উনি খুব উচ্চকণ্ঠে কথা বলছিলেন না কি?"

"হ্যাঁ। যেমনটা সাধারণত বলতেন।"

"তা ঠিক। উনি রীতিমতো চেঁচিয়ে কথা বলতেন। অর্থাৎ যেই আপনাদের দিকে আসছিলেন, ওনার কথা শুনে ছিলেন বলে মনে হয়?"

"আশে পাশে অনেকেই হয়তো শুনেছিলেন।"

মিঃ র‍্যাফিয়েল আবার মাথা ঝাঁকালেন। "একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। যে কেউ এটা শুনলে হেসে ফেলবে। কোনো এক বৃদ্ধ তাঁর শোনা একটা গল্প একজনকে শুনিয়ে একটা ছবি দেখালেন, সেটা নাকি সেই গল্পের খুনীর ছবি। হয়তো বহুদিনের ছবি, হয়তো নয়। এ তে কেউ চিন্তিত

হবে কেন? প্রমাণও ত নেই, শুধুই একটা শোনা গল্প। খুনী তার চেহারার সঙ্গে ছবিটার স্বীকারও করতে পারে : 'আরে, আমাকে অনেকটা এই লোকটার মতোই দেখতে যে-হাঃ হাঃ। সেক্ষেত্রে প্যালগ্রেভের কথায় কেউ গুরুত্বও দিত না। না-আমি এটা মানব। লোকটির, মানে আদৌ সে খুনী হলে ভয় পাওয়ার মতো কিছু ছিল না। এধরণের অভিযোগ হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়। সে কেন প্যালগ্রেভকে খুন করতে যাবে? কোনো প্রয়োজনই নেই। এটা নিশ্চয়ই ভেবে দেখেছেন আপনি।"

"অবশ্যই ভেবেছি। এবং আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত," বললেন মিস মার্পল। "আর সেই জন্যই আমার অস্বস্তি হচ্ছে। এতটাই অস্বস্তি হচ্ছে যে কাল রাতে আমি ঘুমোতে পারিনি।"

মিঃ র‍্যাফিয়েল একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। "আপনার মনের কথাটা শোনা যাক।"

দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন মিস মার্পল," হয়তো আমি পুরোপুরি ভুল করছি।"

"হয়তো," তাঁর স্বভাবসুলভ অমার্জিতভাবে বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "তবু ভোর রাত অবধি জেগে আপনি কী ভাবলেন শোনা যাক।"

"মোটিভটা খুব জোরালো হতে পারে যদি—" থামলেন মিস মার্পল।

"যদি কী?"

"যদি—খুব শিগগিরই—আরেকটা খুন হবার সম্ভাবনা থাকে।"

মিঃ র‍্যাফিয়েল একদৃষ্টে তাকিয়েই থাকলেন, তারপর চেয়ারে একটু উঠে বসার চেষ্টা করে বললেন—"ব্যাপারটা ভাল করে বোঝা যাক।"

"আমার ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা না থাকারই মতো," অসংলগ্নভাবে এবং তাড়াতাড়ি বললেন মিস মার্পল—তাঁর গালে তখন লালচে ভাব।

"ধরে নিন একটা খুনের পরিকল্পনা রয়েছে। খেয়াল রাখুন যে মেজর প্যালগ্রেভের কাহিনীতে এক, ভদ্রলোকের স্ত্রী সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে মারা যান। কিছুদিন বাদে ঠিক একই রকম আরেকটা মৃত্যু হয়। দুই, ডাক্তার ঘটনাচক্রে দুই স্বামীকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে বুঝতে পারেন। সেক্ষেত্রে এধরণের খুনটা খুনীর অভ্যাসে পরিণত হয়নি বলে মনে করার কোনো কারণ আছে?"

"মানে আপনি বলছেন সেই 'স্নানের টবে কনে'—কাহিনীতে স্মিথ চরিত্রটার মতো? হ্যাঁ, আপনি ঠিক হতেই পারেন।"

"লোকেদের কথা শুনে এবং যতদূর পড়েছি তাতে যা বুঝলাম," বললেন মিস মার্পল, "তাতে মনে হয় প্রথমবার এরকম কিছু করে পার পেয়ে গেলে, খুনী উদ্বুদ্ধ হয়। সে ভাবে এটা করা খুব সহজ, এবং সে খুব চালাক। তাই যে পুনরাবৃত্তি করে। এবং ক্রমশ যেমন বললেন আপনি, 'স্নানের টবে কনে'-র স্মিথের মতো সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। প্রত্যেকবার একটা আলাদা জায়গায়, আলাদা নামে থাকলেও অপরাধটা একই ধরণের হয়। তাই, মনে হয়, অবশ্য আমি ভুল করতেই পারি—"

"কিন্তু, আপনি ভুল করছেন বলে মনে করেন না, তাই না?" "খুব বিচক্ষণ ভাবে বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

উত্তর না দিয়েই মিস মার্পল বলতে থাকলেন—"যদি তাই হয়ে থাকে, এবং লোকটি এখানেও আরেকটা খুনের পরিকল্পনা করে থাকে। এবং যদি সেটা তৃতীয় বা চতুর্থ অপরাধ হয়, সেক্ষেত্রে

মেজরের কাহিনীর তাৎপর্য থাকবে। অন্তগুলো খুনের সঙ্গে এর সাদৃশ্যের উল্লেখমাত্রই বিপজ্জনক হতে পারে। খেয়াল করুন—শিশিও ঠিক এইভাবেই ধরা পড়ে। তাই এই শয়তান যদি খুনের ফন্দী এঁটেই থাকে, তাহলে মেজরের গল্প বলে বেড়ানোটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়।"

মিস মার্পল একটু থেমে মিঃ র‍্যাফিয়েলের দিকে তাকিয়ে বললেন "তাই দেখছেন, খুনীকে চটজলদি কিছু একটা করতে হত।" মিঃ র‍্যাফিয়েল বললেন, "যেটা কিনা সে রাতেই করা হয়েছিল।"

"হ্যাঁ," বললেন মিস মার্পল।

"হাতে সময় খুব অল্প ছিল, তবে করা সম্ভব ছিল।" বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "ওষুধের শিশিটা প্যালগ্রেভের ঘরে রেখে দেওয়া উচ্চ রক্তচাপের গুজব ছড়ানো, আর প্লান্টার্স পাঞ্চে ওই চোদ্দ অক্ষরের নামযুক্ত ওষুধটা মিশিয়ে দেয়া। এই তো?"

"হ্যাঁ। কিন্তু ওটা তো মিটে গেছে—ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই। ভাবতে হবে ভবিষ্যতের কথা। বর্তমানের কথা। মেজর প্যালগ্রেভ মারা যাওয়াতে, আসল পরিকল্পিত খুনটা তো ফন্দী অনুসারেই এগোবে।"

মিঃ র‍্যাফিয়েল শিস দিয়ে উঠলেন। "ভেবেচিন্তে বার করেছেন বটে।"

মিস মার্পল স্বভাববিরুদ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন "আমাদের এটা থামাতে হবে। আপনাকে থামাতে হবে। মিঃ র‍্যাফিয়েল।"

"আমি?" বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল "আমি কেন?"

"কারণ আপনি বিত্তশালী এবং প্রভাবশালী," সহজসুরে বললেন মিস মার্পল। "আপনি কিছু বললে লোকে সেটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করবে, আমাকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই আনবে না। ভাববে বৃদ্ধার কল্পনাশক্তি খুব বেশী।"

"আপনার তত্ত্বে সে কথা ভাবতেই পারে," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"মূর্খের দল। তবে, বলতেই হচ্ছে, আপনাকে এমনিতে কথাবার্তা বলতে শুনলে কেউ ভাববেও না আপনার মাথায় এত বুদ্ধি আছে। আসলে আপনি যুক্তি দিয়ে বিচার করেন—খুব কম মহিলাই এটা করে।" মিঃ র‍্যাফিয়েল আবার চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। "এস্থার বা জ্যাকসন কোন চুলোয় গেল? আমাকে ঠিক করে বসাতে হবে। না, না, আপনি পারবেন না। আপনি এটা করার মতো শক্তিশালী নন। আমাকে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্য যে কী, কে জানে।"

"আমি বরং ওদের খুঁজে আনি।"

"না। আপনি যাবেন না। এখানেই থেকে সমস্যাটার সমাধান করে ফেলা যাক। কে করেছে মনে হয়? ওই অসহ্য গ্রেগ? ওই ধীর স্থির হিলিংডন, নাকি আমার অনুচর জ্যাকসন? এদের মধ্যেই কে সে?"

সতেরো ❑ মিঃ র‍্যাফিয়েল দায়িত্ব নিলেন

"জানি না," বললেন মিস মার্পল।

"কী বলতে চান? গত বিশ মিনিট ধরে তাহলে কী কথা হল?"

"আমার মনে হচ্ছে আমার ভুল হয়ে থাকতে পারে।"

"বোঝো," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল, "অথচ আপনার কথায় মনে হচ্ছে আপনি নিশ্চিত।"

"ওহ্, আমি সত্যিই নিশ্চিত— খুনের ব্যাপারটায়। তবে খুনীর ব্যাপারে আর নিশ্চিত নই। কারণ মেজরের একাধিক খুনের গল্প বলার প্রমাণ পেয়েছি—যেমন আপনাকে বলেছিল লুক্রেসিয়া বোর্গিয়ার মতো কারো কথা—"

"তা তো বলেইছিলেন—তবে সেটা তো আলাদা রকমের।"

"জানি। আর মিসেস ওয়াল্টার্সকে বলেছিলেন গ্যাসের উনুনে হত্যার গল্প—"

"কিন্তু আপনাকে বলা গল্পতেও তো"—

মিস মার্পল মিঃ র‍্যাফিয়েলকে থামিয়ে দিলেন—"যা সচরাচর কেউ করে না।"

"বুঝছেন না—নিশ্চিত হওয়া এক্ষেত্রে শক্ত। আসলে কেউই মন দিয়ে শোনে না—মিসেস ওয়াল্টার্সকে জিজ্ঞাসা করুন। উনিও বলবেন প্রথম মন দিয়ে শুনলেও শেষের দিয়ে মনোযোগ দেওয়া যায় না। হঠাৎই আপনি বুঝতে পারবেন আপনি গল্পের খানিকটা অংশ শোনেননি, তাই বাদ পড়ে গেছে। আমি ভাবছি সেই পুরুষ খুনীটির কথা বলার এবং তার ছবি দেখানোর মাঝে সেরকম কোনো ফাঁক রয়েছে কি না।"

"কিন্তু আপনার তো ধারণা ছিল যে উনি কোন পুরুষের ছবির কথাই বলেছেন?"

"তাই ভেবেছিলাম—সেটা ঠিক। ভাবিও নি যে অন্যরকম কিছু হতে পারে। কিন্তু এখন —নিশ্চিত হই কী করে?"

মিঃ র‍্যাফিয়েল তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার দোষ হচ্ছে আপনি বিবেককে বড় বেশী প্রাধান্য দেন। এটা ভুল। মনস্থির করুন, দোলাচল কোনো কাজের নয়। প্রথমে তো দ্বিধা হয় নি আপনার। কিছু মনে করবেন না, ওই পাদ্রী আর তার বোনের সঙ্গে গল্পগুজবেই এটা হয়েছে আপনার।"

"হয়তো আপনি ঠিক বলেছেন।"

"যাকগে, বাদ দিন। প্রথমে যা ভেবেছিলেন সেটা নিয়ে এগোও। কারণ প্রতি দশ বারের মধ্যে ন'বার প্রথম ধারণাই ঠিক হয়—অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে। সন্দেহভাজন হল তিনজন—এদের কথা ভাবা যাক। কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়ে আগে আলোচনা করবেন?"

"না—তিনজনকেই খুনী হিসেবে ভাবা কষ্ট সাধ্য।"

"তাহলে গ্রেগকে দিয়েই শুরু করা যাক," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "লোকটাকে সহ্য করতে পারিনা—অবশ্য তাতে সে খুনী হয়ে যায় না। তবু ওর বিরুদ্ধে দু-একটা জিনিস বলার আছে—রক্তচাপের ওষুধগুলো ওরই, ও কাজে লাগিয়ে থাকতে পারে।"

"সেটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের প্রকট হয়ে যাবে না?" মিস মার্পল প্রতিবাদ করলেন।

"মনে তো হয় না। চট করে কিছু করার দরকার ছিল, আর ওর কাছে ওষুধগুলো ছিল। অন্য কারও ওষুধ আছে কিনা খোঁজার মতো সময় ছিল না। ধরা যাক গ্রেগই করেছে। ঠিক আছে। যদি সে লাকিকে মারতে চেয়ে থাকে (মহৎ উদ্দেশ্য, আমার সহানুভূতি রইল) —আমি ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না। খুব সম্পদশালী। সম্পত্তিটা প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর পাওয়া-সেক্ষেত্রে ওকে খুনী বলে ভাবা যেতে পারে, কিন্তু সেটা চুকে গেছে। লাকি ওর প্রথমা স্ত্রীর

গরীব আত্মীয়—অর্থাৎ এতে কোন টাকা জড়িত নেই। সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হতে পারে অন্য কাউকে বিয়ে করা। সেরকম কিছু শুনেছেন না কি?"

মিস মার্পল মাথা ঝাকালেন।

"আমি অন্ততঃ শুনি নি। উনি তো সব নারীর সঙ্গেই সমান মনোহর।"

"ব্যাপারটা খুব ভাল," সংযত প্রাচীনপন্থী বাচনভঙ্গীতে বললেন। "ঠিক আছে, ও নিজেকে রঙ্গরসেই সীমাবদ্ধ রাখে। যথেষ্ট নয়। এবার এডওয়ার্ড হিলিংডনকে ধরা যাক— এ হচ্ছে যথার্থ ছুপে রুস্তম।"

"ও ঠিক সুখী নয়," বললেন মিস মার্পল।

"আপনার কী মনে হয়, খুনীকে সুখী হতে হবে।"

"আমার অভিজ্ঞতা সেরকমই বলে," একটু কেশে বললেন মিস মার্পল।

"আপনার অভিজ্ঞতার দৌড় এতদূর বলে মনে তো হয় না।"

এই ধারণাটা যে ভুল সে কথা মিস মার্পল বলতে পারতেন, কিন্তু বললেন না। তিনি জানতেন পুরুষরা জানতে চায় না তারা ভুল করতে পারে।

"ব্যক্তিগতভাবে আমি হিলিংডনকে পছন্দ করি," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "আমার মনে হয় ওর আর ওর স্ত্রীর মধ্যে একটা কিছু অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে। আপনি লক্ষ্য করেছেন?"

"হ্যাঁ, করেছি। লোকজনের সামনে ওদের ব্যবহার নিখুঁত, অবশ্য সেটাই আশা করা হয়।"

"এ ধরণের লোকজন সম্বন্ধে আপনি বোধহয় আমার থেকে বেশী জানবেন," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "বেশ—সবকিছু স্বাভাবিক মনে হলেও ধরা যাক এডওয়ার্ড হিলিংডন ইভলিনকে হত্যা করতে চায়, ঠিক আছে?"

"সেক্ষেত্রে অন্য এক মহিলাকে থাকতে হবে," বললেন মিস মার্পল। তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা সহজ বলে মনে হচ্ছে না।"

"বেশ, তা হলে এর পরে কে? জ্যাকসন? আমাকে বাদ দেওয়া যাক।"

মিস মার্পল প্রথমবার হাসলেন। "কেন, আপনাকে বাদ দেব কেন?"

"কারণ আমার খুনীর হওয়ার সম্ভাবনা আলোচনা করতে গেলে আপনাকে সেটা অন্য কারও সঙ্গে করতে হবে। আমার বিষয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না। আর তাছাড়া এসব কি আমার দ্বারা হবে? অসহায়, সাহায্য ছাড়া নড়তে অপারগ, জামাকাপড় পরতে সাহায্য লাগে, হুইল চেয়ার ছাড়া নড়তে পারি না—কাউকে খুন করার সম্ভাবনা কোথায়?"

"অন্যদের মতই সম্ভাবনা আপনারও রয়েছে," জোর দিয়ে বললেন মিস মার্পল।

"কীসে মনে হল একথা?"

"আপনার বুদ্ধি আছে সেটা মানেন তো?"

"অবশ্যই আছে। এখানে অন্য যে কোন লোকের থেকে বেশী আছে।"

"এবং এতেই আপনি আপনার শারীরিক অক্ষমতা জয় করতে পারবেন।"

"জয়টা খুব কষ্টকর হবে।"

"হ্যাঁ, তা হবে," বললেন মিস মার্পল। "তবে আমার মনে হয় আপনি সেটা উপভোগ করবেন।"

মিঃ র‍্যাফিয়েল বৃদ্ধার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে অট্টহাস্য করে উঠলেন।

"বলিহারি আপনার দুঃসাহস," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "আপনাকে যতটা অবলা, শান্ত বৃদ্ধা মনে হয় তা আপনি নন তা, আমাকে খুনী বলে মনে হয়।"

"না, হয় না।"

"কেন?"

"কারণ আপনাব বুদ্ধি আছে। বুদ্ধি থাকায় আপনি কার্যসিদ্ধি করতে খুনের সাহায্য নেবেন না। খুন মূর্খামির পরিচায়ক।"

"আর তাছাড়া, কোন হতচ্ছাড়াকেই বা আমি খুন করতে চাইব?"

"এটা ভাল প্রশ্ন," বললেন মিস মার্পল। "তবে আপনার সম্বন্ধে তত্ত্ব খাড়া করতে পারার মতো পর্যাপ্ত আলাপ-আলোচনা হয়নি আপনার সঙ্গে।"

মিঃ র‍্যাফিয়েলের হাসিটা মুখে থেকেই গেল।

"আলাপ-আলোচনা বিপজ্জনক হতে পারে," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"আলাপ-আলোচনা বিপজ্জনক হয় যদি গোপন করা মতো কিছু থাকে।"

"বোধহয় ঠিক বলছেন। যাক গে, জ্যাকসনএ আসা যাক। জ্যাকসন সম্বন্ধে কী মনে হয়?"

"বলা শক্ত। আমি ওর সঙ্গে তো কথাই বলিনি।"

"মানে আপনার কোনো মতামত নেই ওর সম্বন্ধে?"

"আমি যেখানে থাকি," একটু ভেবে বললেন বৃদ্ধা, "তার টাউন ক্লার্কের অফিসে জোনস প্যাবী বলে একজন লোক আছে। জ্যাকসনকে দেখলেই আমার তার কথা মনে পড়ে।"

"এবং—" জানতে চাইলেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"সে খুব সন্তোষজনক ব্যক্তিত্ব নয়।"

"জ্যাকসনও পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়। আমার চলে যায়। ওর কাজ ও দারুণ করে, কটু কথাতেও কিছু মনে করেনা। ও জানে যে ও ভালই মাইনে পাচ্ছে, তাই মুখ বুঁজে সব মেনে নিচ্ছে। ও বিশ্বস্ততার প্রয়োজন আছে এমন কাজ আমি দেব না, কিন্তু ওকে বিশ্বাস করার কোনো প্রয়োজনও নেই। ওর অতীত নিষ্কলুষ হতেও পারে, নাও হতে পারে। ওর শংসাপত্রগুলো ভালই ছিল, তবে কিছু কথা যেন লেখা হয়নি বলে মনে হয়। সৌভাগ্যবশত গোপন রাখার মতো আমার কিছু নেই, তাই আমাকে ব্ল্যাকমেল করার উপায় নেই।"

"গোপন করার মতো কিছু নেই।"

"গোপন করার মতো কিছু নেই? ব্যবসার সূত্রেও না?"

"জ্যাকসনের নাগালে অন্ততঃ নেই। না, জ্যাকসন আর যাই হোক খুনী নয়।"

একটু থেমে মিঃ র‍্যাফিয়েল হঠাৎ বলে উঠলেন—"দেখুন, একটু নিরপেক্ষভাবে ভেবে দেখলে মেজর প্যালগ্রেভ ওর গল্পগুলো, আর অন্যান্য ঘটনাগুলো থেকে মনে হবে আমরা ভুল দিকে ভাবছি। আমার-ই তো খুন হওয়া উচিত।"

মিস মার্পল বিস্মিত চোখে তাকালেন।

"একদম ছাঁচে ঢালা,"ব্যাখ্যা করলেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "খুনের গল্পে সাধারণত শিকার কে হয়? সম্পদশালী কোনো বৃদ্ধ। এবং সেই টাকা পাওয়ার জন্য অনেক লোকেরই তাঁর মৃত্যু কামনা

করা দরকার। সেটাও খাটছে কি?" জানতে চাইলেন মিস মার্পল। মিঃ র‍্যাফিয়েল ভেবে বললেন, "আমি—লণ্ডনে পাঁচ-ছ জনকে চিনি যারা আমার মৃত্যু সংবাদ পড়ে ভেঙে পড়বে না। কিন্তু তারা আমাকে খুন করতেও চেষ্টা করবে না। তারা তা করবেই বা কেন? আমি যে কোনওদিন তো এমনিতেই মারা যাব। আমি যে বেঁচে আছি তাতেই তো হতচ্ছাড়ারা অবাক—এমনকি আমার চিকিৎসকরাও।"

"আপনার বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা আছে," বললেন বৃদ্ধা।

"সেটা আপনার আজব লাগে বোধহয়?"

"একদম লাগে না," বললেন মিস মার্পল। "আমার মনে হয় এটাই স্বাভাবিক। এ জীবন বাঁচানো সার্থক, এবং আগ্রহের মাত্রাটা এর শেষভাগেই বাড়ে।। হওয়া উচিত নয় হয়তো, তবু বাস্তব এটাই। যৌবনে যখন কেউ দৃঢ়, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, জীবন যখন পুরোটা পড়ে থাকে তখন কেউ সেটা গ্রাহ্যই করে না। সেইজন্য দেখবেন, উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় অল্প বয়সীরাই বেশী আত্মহত্যা করে। কিন্তু বয়স্করা জানে জীবনের মূল্য কতখানি।"

"হাঃ। দুই বুড়োবুড়ির কথা যদি কেউ শুনত।"

"যাই বলুন, কিছু ভুল বললাম কি?"

"ঠিকই বলেছেন। তবু আমারই কী খুন হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক নয়?"

"সেট নির্ভর করছে আপনার মৃত্যুতে কে লাভবান হচ্ছে তার উপর।"

"কেউ না, অন্ততঃ আমার ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীরা ছাড়া, যারা ধরেই নিয়েছে যে আমার দিন সীমিত। আমার সম্পত্তি আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে ভাগ করে রাখার মতো বুদ্ধু আমি নই। সরকার নেওয়ার পর তাদের জন্য প্রায় কিছুই থাকবে না। এ সব অনেক আগেই বন্দোবস্ত করে রেখেছি—ট্রাস্ট খুলে।"

"জ্যাকসন আপনার মৃত্যুতে কিছু পাবে না?"

"একটা কানাকড়িও না।" খুশী মনে বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "অন্যত্র যা পাবে, আমি তার দ্বিগুণ মাইনে দিই ওকে। ও খুব ভাল করেই জানে, আমার মৃত্যুতে ওর লোকসান।"

"আর মিসেস ওয়াল্টার্স?"

"একই ব্যাপার। এস্থার ভাল মেয়ে। প্রথম শ্রেণীর সেক্রেটারী, বুদ্ধিমতী, ঠাণ্ডা মাথার, আমার মতিগতি বোঝে, আমি রেগে গেলেও মেজাজ হারায় না, অপমান করলে গায়ে মাখে না। দুরন্ত, দামাল বাচ্চার আয়ার মতো ব্যবহার করে। মহিলা হিসবে খুব সাধারণ, কিন্তু আমার পক্ষে আদর্শ। জীবনে অনেক ঝক্কি সামলেছে—স্বামীটি সুবিধের ছিল না। পুরুষ মানুষ সম্বন্ধে ভাল বোঝে না। যেই দুর্ভাগ্যের ব্যাখ্যা করে তারই খপ্পরে পড়ে যায়। ও মনে করে পুরুষদের দরকার শুধু নারীসুলভ সহানুভূতির—বিয়ে হলেই তার সব ঠিক হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই তা হয় নি। স্বামী মারা যায়—মদ্যপ অবস্থায় বাসের সমানে চাপা পড়ে সে। একটি মেয়ে থাকায় এস্থারকে আবার চাকরি করতে হয়। আমার সঙ্গে ও আছে পাঁচ বছর। গোড়াতেই বলে দিয়েছিলাম আমার মৃত্যু হলে কিছু পাবে না। ওকে গোড়া থেকেই মোটা মাইনে দিয়েছি, আর প্রতি বছর ২৫ করে বাড়িয়ে গেছি। যত ভালই কেউ হোক না কেন, কাউকে বিশ্বাস করা যায় না, তাই গোড়াতেই জানিয়ে দিয়েছি আমার মৃত্যুতে ওর লাভ নেই। আমি যতদিন বাঁচব, প্রতি বছর ও বেশী মাইনে

পেতে থাকবে। তা থেকে যদি জমাতে থাকে, যেটা ও করেছে বলেই আমার মনে হয়, তাহলে আমার মৃত্যুর পর ও বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই কাটাবে। ওর মেয়ের পঠনপাঠনের দায়িত্ব আমি নিয়েছি, আর সে পূর্ণবয়স্কা হলে একটা ট্রাস্টে রাখা কিছু অর্থ সে পাবে। অর্থাৎ, আমার মৃত্যুতে এস্থারের আর্থিক ক্ষতি হবে। আর ও সেটা বোঝে। এস্থার প্রচুর বুদ্ধি রাখে,"

"ওর আর জ্যাকসনের বনিবনা কেমন?" জানতে চাইলেন মিস মার্পল।

"কিছু দেখেছেন নাকি?" চকিতে বৃদ্ধার দিকে তাকালেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "হ্যাঁ ইদানীং জ্যাকসন এস্থারের দিকে নজর দিয়েছে। জ্যাকসন ছোকরা রূপবান ঠিকই, কিন্তু ওখানে চিঁড়ে ভেজে নি। শ্রেণীগত পার্থক্য রয়ে গেছে একটা। এস্থার ওর ওপরের সারিতে, যদি বেশী ওপরে নয়। খুব ওপরে থাকলে কিছু হতো না—কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্তরা একটু স্পর্শকাতর হয় এ-বিষয়ে। এস্থারের মা ছিলেন শিক্ষিকা, বাবা ব্যাঙ্ক ক্লার্ক। না, এস্থার জ্যাকসনকে নিয়ে কোনো বোকামি করবে না।"

"শ্‌শ্‌! এস্থার আসছে।" বললেন মিস মার্পল।

দুজনেই এস্থারের দিকে তাকালেন।

"এস্থার দেখতে ভাল, জানেন। জমকালো নয়। কেন জানি না, ওকে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

মিস মার্পল ভাবলেন এত সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও এস্থারের একটা অভাব ছিল। সেটা তিনি বহুভাবে বলতে শুনেছেন—"আকর্ষণীয়া নয়," "যৌন আবেদন নেই," কাছে টানভাবটা নেই,". "ভিড়ে কেউ ফিরে দেখবে না," —ইত্যাদি।

"ওর আবার বিয়ে করা উচিত" ; নীচুস্বরে বললেন মিস মার্পল।

"অবশ্যই। স্ত্রী হিসেবে ও খুবই ভাল হতে পারে।"

এস্থাব এসে পড়াতে মিঃ র‍্যাফিয়েল একটু কৃত্রিম উচ্চস্বরে বললেন : "অবশেষে এলে। দেরী হল কেন?"

"সবাই দেখলাম তার করতে ব্যস্ত," বলল এস্থার। "তাছাড়া অনেকেই হোটেল ছেড়ে দিচ্ছে।"

"ছেড়ে দিচ্ছে? এই খুনের জন্য?"

"বোধহয়। টিম কেণ্ডাল বেচারা তো চিন্তায় আধমরা হয়ে গেছে।"

"স্বাভাবিক। দুর্ভাগ্য ওদের।"

"হ্যাঁ। সবকিছু বাজি ধরেছিল, সাফল্য নিয়ে চিন্তাও ছিল ওদের।"

"সফল তো হয়েছিল" বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "টিম খুব খাটতে পারে, আর দক্ষও বটে। মলি মেয়েটা ভাল, তাছাড়া আকর্ষণীয়া। ওরা নিগ্রোদের মতো খেটেছে—যদিও নিগ্রোরা খুব একটা খাটে বলে দেখলাম না। সেদিন দেখছিলাম ওদের একজন প্রাতঃরাশ করতে নারকেল গাছ সাফ করে বাকি দিনটা ঘুমিয়ে কাটাল। সুখের জীবন।"

একটু থেমে মিঃ র‍্যাফিয়েল বললেন, "আমরা খুনের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম।"

এস্থার একটু চমকে উঠে মিস মার্পলের দিকে তাকাল।

"আমি ওঁর সম্বন্ধে ভুল ভেবেছিলাম," স্পষ্টভাবে বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "বৃদ্ধাদের কোনও কালেই বরদাস্ত করতে পারি নি—খালি উল বোনা আর বাজে বকা। কিন্তু এঁর চোখ আর কান

আছে, এবং ইনি দুটোরই ব্যবহার করেন।"

এস্থার ক্ষমা চাওয়ার দৃষ্টিতে বৃদ্ধার দিকে তাকাল কিন্তু মিস মার্পল আগের মতোই নিরুৎসাহ রইলেন।

"উনি কিন্তু প্রায় একরকম প্রশংসাই করে ফেলেছেন," বলল এস্থার।

"তা বুঝেছি," বললেন মিস মার্পল। "আরও বুঝেছি যে ওঁর মনে হয় উনি বিশেষ কিছু অধিকারের মালিক।"

"অধিকার?—কী বলতে চান?" জানতে চাইলেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"ইচ্ছে মতো রূঢ় হবার," বললেন মিস মার্পল।

"আমি কোনো রূঢ়তার পরিচয় দিয়েছি?" জানতে চাইলেন বৃদ্ধ, "দিয়ে থাকলে আমি দুঃখিত।"

"আমাকে চটাতে পারেননি আপনি। আমি মানিয়ে নিই।"

"জ্বালিয়ো না, এস্থার। একটা চেয়ার নিয়ে বসো। হয়তো তুমি সাহায্য করতে পারবে," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

এস্থার বারান্দা থেকে একটা বাস্কেট চেয়ার নিয়ে এসে বসল। "কথা চালানো যাক। আমরা মৃত প্যালগ্রেভ আর তার চিরকালীন গল্প নিয়ে কথা বলছিলাম।"

"ওরে বাপ্‌রে," বলল এস্থার। "আমাকে তো ধরার আগেই আমি পালাতাম।"

"মিস মার্পল ধৈর্য ধরে শুনেছিলেন," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "আচ্ছা এস্থার, উনি তোমাকে কখনো কোনো খুনীর গল্প বলেছিলেন?"

"মানে," এস্থার ভাবল, "আমি তো ঠিক মনযোগ দিয়ে শুনি। মানে, এটা সেই রোডেশিয়ার সিংহ শিকারের মতোই— শেষ আর হতো না। তাই সবটা মন দিয়ে শোনা হয়নি।"

"বেশ, যা মনে আছে তাই বলো।"

"কাগজে কোনো একটা খুনের প্রসঙ্গে বলেছিলেন। বলেছিলেন ওঁর একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল যা সচরাচর কারুর হয় না। উনি নাকি একজন খুনীকে দেখেছিলেন, মুখোমুখি।"

"দেখেছিলেন?" মিঃ র‍্যাফিয়েল উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন। "উনি বলেছিলেন যে উনি দেখেছিলেন?"

এস্থারকে বিভ্রান্ত দেখাল। "মনে হয়। অথবা হয়তো উনি বলেছিলেন একজন খুনীকে দেখাতে পারেন।"

"দেখেছিলেন না দেখাতে পারেন—কোনটা বলেছিলেন?"

"নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি না।....বোধহয় বলেছিলেন এক খুনীর ছবি দেখাতে পারেন।"

"তবু ভাল।"

"তারপর উনি লুক্রেসিয়া বোর্গিয়াকে নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন।"

"নিপাত যাক লুক্রেসিয়া বোর্গিয়া। ওর সম্বন্ধে আমরা জানি।"

"বিষ দিয়ে হত্যা করেছে এরকম অনেকের কথা বলেছিলেন উনি। বলেছিলেন লুক্রেসিয়া বোর্গিয়া খুব সুন্দরী ছিল, ওর চুল রক্তবর্ণ। আরও বলেছিলেন পৃথিবীতে বিষ দিয়ে হত্যা করেছে যারা তাদের মধ্যে নারীই বেশী।"

"সেটা বোধহয় ঠিকই," বললেন মিস মার্পল।

"আরও বলেছিলেন যে বিষই যে কোন মহিলার খুনের অন্যতম মাধ্যম।"

"অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলছিলেন বৃদ্ধ," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"হ্যাঁ, তা উনি সবসময়ই করতেন। তাই যে কেউ শোনা বন্ধ করে 'তাই নাকি', 'কি বলছেন' ধরণের মন্তব্য করে ওঁকে এড়িয়ে যেত।"

"কী একটা ছবির কথা বললে না তুমি?"

"মনে নেই, বোধহয় কোনো কাগজে দেখেছিলেন।"

"তোমাকে কোনো ফটো দেখাননি তাহলে?"

"ফটো? না। সে প্রসঙ্গে সন্দেহ নেই। উনি বলেছিলেন মহিলাটি এত সুন্দরী যে দেখে খুনী বলে মনেই হবে না।"

"মহিলা?"

"দেখেছেন," বললেন মিস মার্পল, "বললাম না ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর।"

"উনি কোনো মহিলার সম্বন্ধেই বলেছিলেন?" জানতে চাইলেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

"ফটোটা জনৈক মহিলার?"

"হ্যাঁ।"

"হতে পারেনা!"

"কিন্তু ঘটনাটা তাই," এস্থার প্রতিবাদ করল। "উনি বলেছিলেন মহিলাটি এই দ্বীপেই আছে। আপনাকে দেখাব, তারপর ঘটনাটা বলব।"

মিঃ র‍্যাফিয়েল মেজর প্যালগ্রেভ সম্বন্ধে কিছু অশ্রাব্য কথা বলে উঠলেন।

"লোকটা যা বলে বেরিয়েছে তার একবর্ণও সত্যি না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয়," বললেন বৃদ্ধ।

"তা মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক," বললেন মিস মার্পল।

"তবেই বুঝুন। লোকটা আপনাকে শিকার কাহিনী বলে আরম্ভ করেছিলেন—শুয়োর শিকার, বাঘ আর হাতি শিকার, সিংহের হাত থেকে কোনোমতে বাঁচা। দু-একটা হয়তো সত্যিই ঘটেছিল, কিছু অন্য কারও জীবনে ঘটেছিল—বাকিটা বৃদ্ধের মস্তিষ্কপ্রসূত। তারপর উনি পরপর খুনের ঘটনা বলে যেতে থাকেন। এবং এমনভাবে বলেছিলেন যেন উনি কোনোপ্রকারে ওগুলোর সঙ্গে যুক্ত। দশে-এক বাজি, অধিকাংশই কাগজে পড়া বা টি.ভিতে দেখা বিবরণের খিচুড়ি।"

এত কথা বলে মিঃ র‍্যাফিয়েল এস্থারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি বললে মন দিয়ে শোনোনি। কোন ভুল করছ না তো?"

এস্থার দৃঢ়ভাবে বলল, "উনি যে কোনো মহিলার সম্বন্ধে বলছিলেন তাতে আমি নিঃসন্দেহ, কারণ কে হতে পারে সে বিষয়ে আমি অনেক ভেবেছিলাম—"

"কার কথা ভেবেছিলেন আপনি?" জানতে চাইলেন মিস মার্পল।

"ওহ্ মানে আমি—মানে, এ বিষয়ে কিছু না বলাই সঙ্গত হবে বোধহয়," এস্থার স্পষ্টতই একটু লজ্জিত এবং অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

মিস মার্পল জোর দিলেন না। মিঃ র‍্যাফিয়েলের উপস্থিতিতে আর কিছু এস্থার বলতে সাহস পাবে না সেটা উনি বুঝেছিলেন। এ ধরণের কথা শুধু দুই মহিলার নিভৃত আলাপচারিতায় বলা যায়। তাছাড়া এস্থার মিথ্যে কথাও বলে থাকতে পারে। অবশ্য একথা উনি জোরে বললেন না, তাছাড়া তাঁর নিজেরও সেরকম বিশ্বাস হচ্ছিল না। কারণ প্রথমত এস্থারকে মিথ্যেবাদী বলে মনে হয় না ; দ্বিতীয়ত মিথ্যে কথা বলার এক্ষেত্রে কোনো কারণ নেই।

"কিন্তু আপনি বললেন যে মেজর আপনাকে এক পুরুষ খুনীর ফটো দেখাতে চলেছিলেন," মিস মার্পলকে বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"সে রকমই মনে হয়েছিল।"

"মনে হয়েছিল? আপনি নিঃসন্দেহ নন?"

মিস মার্পল সতেজে উত্তর দিলেন, "কোনো আলাপচারিতায় নিখুঁত বিবরণ দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়। সকলেই প্রথমে তার নিজের মতে অন্যজন কী বলছে ভেবে নেয়, পরে সেই বিবরণকে কথাবার্তার আকারে বলে। মেজর প্যালগ্রেভ বলেন তাঁকে ঘটনাটা যিনি বলেছিবলন তিনি ওঁকে একটা ফটোও দিয়েছিলেন। এরপরই উনি বলেছিলেন 'জনৈক খুনীর ফটো দেখতে চান আপনি?'—তাই আমি ধরে নিয়েছিলাম উনি সেই খুনীর কথাই বলছিলেন। তবে মানতেই হবে, যে অসম্ভব শোনালেও এমন হতে পারে যে ফটোর প্রসঙ্গে মেজরের সাম্প্রতিক কালে ওঁর তোলা কোনো মহিলার ফটোর কথা মনে পড়ে, এমন কোনো মহিলা যাকে উনি খুনী বলে ভাবতেন।"

"মেয়েদের নিয়ে আর পারা যায় না," রাগে গজগজ করতে লাগলেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "আপনারা সবাই সমান, কোনো তারতম্য নেই! কখনো ঠিকঠাক কথা বলতে পারেন না।" বেশ চড়া সুরে উনি বললেন, "তাহলে ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়াল? ইভলিন হিলিংডন, না গ্রেগের স্ত্রী, লাকি? পুরো ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে গেল।"

মিঃ র‍্যাফিয়েলের পিছনে একটা কাশির শব্দ শোনা গেল। আর্থার জ্যাকসন মিঃ র‍্যাফিয়েলের পিছনে একদম নিঃসাড়ে আসায় কেউ বুঝতেও পারে নি।

মিঃ র‍্যাফিয়েল মেজাজ হারিয়ে ফেললেন।

"এভাবে পিছন থেকে চুপিচুপি এসে চমকে দেওয়ার অর্থ কী? তোমার আসার শব্দ শুনতেই পাইনি।"

"খুব দুঃখিত, স্যার।"

"আজকে আর ম্যাসাজ দরকার নেই। কোনো উপকারই হয় না।"

"এরকম বলবেন না, স্যার," জ্যাকসনের গলায় পেশাদারী স্ফূর্তির ছোঁয়া। "ওটা কিছুদিন ছেড়ে দিলেই তারতম্যটা বুঝবেন।"

জ্যাকসন সুদক্ষ হাতে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

মিস মার্পল উঠে দাঁড়িয়ে, এস্থারের দিকে একটু হেসে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আঠারো □ যাদুকরী সুবিধা ছাড়া

সেই সকালে সাগরবেলায় ভিড় ছিল না বললেই চলে। গ্রেগ স্বভাবতই সশব্দে সাঁতার কাটছিল। লাকি তার রোদেপোড়া পিঠে তেলমেখে উপুর হয়ে শুয়েছিল, তার সোনালি চুল কাঁধের

উপর অবিন্যস্ত। হিলিংডনরা কেউ ছিল না। সিনিয়রা দা কাসপিয়ারো চিত হয়ে কয়েকজন লোকের সঙ্গে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছিলেন। জলের ধারে কয়েকটি ফরাসী ও ইতালীয় ছেলেমেয়ে খেলছিল। ক্যানন এবং মিস প্রেসকট চেয়ারে বসে এসব দেখছিলেন। ক্যাননের টুপিতে তাঁর চোখ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, দেখে মনে হচ্ছিল তিনি ঘুমোচ্ছেন। মিস প্রেসকটের পাশে রাখা চেয়ারটাতে গিয়ে মিস মার্পল বসে পড়লেন।

"আহা বেচারা," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মিস মার্পল।

"যথার্থ বলেছেন," বললেন মিস প্রেসকট।

"বেচারি মেয়েটা", দুঃখ প্রকাশ করলেন মিস মার্পল।

"খুব দুঃখজনক," বললেন ক্যানন। "জঘন্য।"

"জেরেমি আর আমি তো কিছুক্ষণের জন্য ভেবেছিলাম চলেই যাব। তারপর মত বদলালাম। এরকম করাটা কেন্ডালদের প্রতি সুবিচার হবে না। শত হলেও ওদের দোষ নেই। এ-রকম তো যে কোনো জায়গাতেই হতে পারে।"

"জীবনমৃত্যু নিয়েই এই বেঁচে থাকা," গুরুগম্ভীর গলায় বললেন পাদ্রী প্রেসকট।

"ওদের সাফল্যটা দরকার জানেন," বললেন মিস প্রেসকট। "ওদের পুরো পুঁজিই ওরা এই হোটেলের জন্য ঢেলে দিয়েছে।"

"মেয়েটা খুব সুন্দর," বললেন মিস মার্পল। "তবে ইদানীং ওকে খুব একটা ভাল দেখাচ্ছে না।"

"হ্যাঁ, একটু ঘাবড়ে আছে," বললেন মিস প্রেসকট। "অবশ্য ওর পরিবার", তিনি মাথা ঝাঁকালেন।

"সত্যি, জোয়ান," একটু ভর্ৎসনার সুরেই বললেন ক্যানন, "কিছু কথা না বলাই—"

"সবাই জানে একথা," বললেন মিস প্রেসকট। "ওর পরিবারের লোকজন আমাদের কাছেই থাকে। ওর এক দিদিমা—খুব অদ্ভুত, আর ওর এক মামা তো টিউব রেল-রেল স্টেশনে সবসময়ই জামাকাপড় খুলে ফেলে। গ্রীণ পার্ক স্টেশনে বোধহয়।"

"জোয়ান, এটা আর কখনো কোথাও বলবে না।"

"খুব দুঃখজনক", বললেন মিস মার্পল, "তবে এমনটা যে হয় না, তা নয়। আমরা যখন আর্মেনিয়ান রিলিফ-এ কাজ করতাম, তখন সেখানকার এক বয়স্ক যাজকের এরকম হয়েছিল। তাঁর স্ত্রীকে ফোন করে ডাকা হয়, তিনি তখুনি চলে এসে ভদ্রলোককে কম্বলে মুড়ে ট্যাক্সি করে বাড়ি নিয়ে যান।"

"অবশ্য, মলির নিজের পরিবারে এরকম কিছু নেই," বললেন মিস প্রেসকট। "ওর মার সঙ্গে বনিবনা হতো না, তবে আজকাল খুব অল্প মেয়েদেরই বনিবনা হয়।"

"এটা খুব দুঃখজনক," মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন মিস মার্পল, "কারণ কমবয়সী মেয়েদের সত্যিই তাদের মায়েদের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।"

"ঠিক তাই," জোর দিয়ে বললেন মিস প্রেসকট। "মলি একটা লোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল—লোকটি সুবিধের ছিল না।"

"এমন তো হামেশাই হচ্ছে," বললেন মিস মার্পল।

"খুব স্বাভাবিকভাবেই ওর পরিবারের লোকজন ব্যাপারটা পছন্দ করেনি। মলি ওদের কিছু বলেওনি। ওরা অন্য কারও থেকে ব্যাপারটা জানতে পারে। মলির মা অবশ্য বলেছিল লোকটিকে বাড়িতে নিয়ে আসতে যাতে ওরা তাকে ঠিক করে দেখতে পারে। মলি সাফ্‌ না বলে দেয়। ওর মতে এই পরিবারের সবার দেখা ব্যাপারটা খুব অপমানজনক—যেন ঘোড়া কেনাবেচা হচ্ছে।"

মিস মার্পল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে খুব মেপে পা ফেলতে হয়।"

"মোটের ওপর এই হলো ইতিবৃত্তান্ত। ওই লোকটির সঙ্গে দেখা করতে মলিকে নিষেধ করা হয়।"

"এসব আজকাল করা যায় না কি," বললেন মিস মার্পল। "মেয়েরা আজকাল চাকরি করে, কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়—এ ধরণের নিষেধাজ্ঞা চলে না।"

"ওর ভাগ্য ভাল এরকম সময় ও টিম কেন্ডালকে পেয়ে যায়," বললেন মিস প্রেসকট। " অন্য লোকটি যেন হাওয়ায় মিশে যায়। বলাই বাহুল্য ওর পরিবারের লোকজন খুব স্বস্তি পেয়েছিল।"

"আশা করি ওরা সেই স্বস্তি ভাবটা প্রকাশ্যে জাহির করেনি," বললেন মিস মার্পল। "এতে অনেক ভাল সম্বন্ধ ভেঙে যায়।"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।"

"নিজের কথা মনে পড়ে গেল, " মৃদুস্বরে বললেন মিস মার্পল, এবার মন ফিরে গেল অতীতে। একটা ক্রোকেট পার্টিতে জনৈক যুবকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। লোকটাকে খুব ভাল লেগেছিল,। হাসিখুশি, প্রায় বোহেমীয়। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে মিস মার্পলের বাবা ছেলেটিকে সানন্দে মেনে নেন। যুবকটি উপযুক্ত ছিল সবদিক থেকেই, বহুবার ওঁদের বাড়িতেও এসেছিল—তারপর মিস মার্পল বুঝলেন লোকটি নীরস, নিস্তেজ।"

পাত্রী প্রেসকটকে নিদ্রাচ্ছন্ন মনে হওয়ায় মিস মার্পল তাঁর অভিপ্রেত বিষয়ে ফিরে এলেন।

"আপনি তো এখানে বহুদিন ধরে আসছেন," নীচুস্বরে বললেন মিস মার্পল। "জায়গাটা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানেন।"

"অনেকদিন মানে গত তিন বছর। আমাদের সাঁ অনোরে জায়গাটা খুব পছন্দ হয়ে গেছে। এখানে পর্যটকরা ভাল, উন্নাসিক, প্রবল বিত্তশালী লোকেরা বিশেষ আসে না।"

"তাহলে আপনি হিলিংডন আর ডাইসনদের ভালমতোই চেনেন।"

"হ্যাঁ, ভাল মতোই।"

মিস মার্পল একটু কেশে নিয়ে গলাটা আরও নামালেন।

"মেজর প্যালগ্রেভ আমাকে একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী বলেছিলেন," বললেন বৃদ্ধা।

"ওঁর গল্পের ভাণ্ডার প্রায় অফুরন্ত ছিল, তাই না? অবশ্য উনি প্রচুর ভ্রমণও করেছেন—আফ্রিকা, ভারতবর্ষ—চীনদেশেও গিয়েছিলেন মনে হয়।"

"হ্যাঁ," বললেন মিস মার্পল। "তবে আমি ওই গল্পগুলোর কথা বলছি না। এ গল্পটা—মানে, একটু আগে যাদের কথা বললাম তাদের একজনকে নিয়ে।"

"ওহ্‌। ইঙ্গিতপূর্ণ স্বরে বললেন মিস প্রেসকট।

"হ্যাঁ। আমি এখন ভাবি—" মিস মার্পল তাঁর দৃষ্টি ধীরে ধীরে সৈকতের চারদিক ঘুরে রৌদ্রস্নানরত লাকির উন্মুক্ত পিঠে গিয়ে থামল। "লাকির গায়ের রঙটা খুব অস্বাভাবিক তামাটে তাই না?" বললেন মিস মার্পল, "আর ওর চুল—খুব আকর্ষনীয়। অনেকটা মলি কেন্ডালের মতো, কি বলেন?"

"পার্থক্য হচ্ছে যে মলিরটা স্বাভাবিক আর এরটা শিশির মধ্যে থাকে।"

হঠাৎই যেন জেগে উঠে ক্যানন প্রতিবাদ করলেন, "সত্যি জোয়ান, এটা খুব নির্দয় মন্তব্য।"

"নির্দয় মন্তব্য নয়," তিক্ত গলায় বললেন মিস প্রেসকট, "এটা ঘটনা।"

"দেখতে তো দিব্যি লাগে," বললেন ক্যানন।

"সে তো লাগবেই। সে জন্যই তো ও ওটা ব্যবহার করে। কিন্তু এটা জেনে রাখো জেরেমি, ওটা দিয়ে কোনো নারীকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। যাবে কি?"—মিস প্রেসকট মিস মার্পলের মতামত জানতে চাইলেন।

"মানে, দেখুন—" বললেন মিস মার্পল, "আমি আপনার মতো অভিজ্ঞ নই—তবে—হ্যাঁ এটা বলব যে ওটা স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। প্রতি পাঁচ-ছ দিন অন্তর চুলের গোড়ার আবির্ভাব হয়—" বৃদ্ধা মিস প্রেসকটের দিকে তাকালেন, এবং দুজনই একে অপরের মতে সায় জানালেন।

ক্যাননকে আবার ঘুমে এলিয়ে পড়তে দেখা গেল।

"মেজর প্যালগ্রেভ আমাকে একটা বিচিত্র কাহিনী বলেছিলেন," মৃদুস্বরে বললেন মিস মার্পল। "কী বিষয়ে সেটা ঠিক বলতে পারছি না। কানে একটু কম শুনি কিনা। উনি বলছিলেন—।" মিস মার্পল থামলেন।

"কী বলতে চাইছেন বুঝেছি। প্রচুর কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল—"

"মানে যখন—"

"যখন প্রথম মিসেস ডাইসন মারা যান। মৃত্যুটা অপ্রত্যাশিত ছিল। আসলে সবাই জানত মহিলার রোগ-রোগ বাতিক আছে। তাই ওঁর হঠাৎ মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা-কল্পনারা হয়েছিল।"

"কোনো-সমস্যা-হয়নি?"

"ওঁর ডাক্তার একটু বিস্মিত হয়েছিল। বয়স অল্প, তেমন অভিজ্ঞও নয়। সবাইকে অ্যান্টিবায়োটিক ধরিয়ে দিত। রোগীদের তেমন খুঁটিয়ে দেখত না। যে কোনো একটা ওষুধ দিয়ে শুরু করত, তাতে কাজ না হলে অন্য ওষুধ দিয়ে দিত। হ্যাঁ, সে বিস্মিত হয়েছিল, তবে মনে হয় আগে থেকে মিসেস ডাইসনের গ্যাস্ট্রিক জনিত সমস্যা ছল। অন্তত ওঁর স্বামীর সে-রকমই মত, আর সেটা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না।"

"কিন্তু আপনার মতে—"

"আমি খোলা মনের লোক। তবে এত লোকে এত কথা বলে যে মাঝে মধ্যে মনে হয়—"

"জোয়ান!" উঠে বসলেন ক্ষুব্ধ ক্যানন। "আমি বরদাস্ত করব না—এ ধরণের বাজে ভিত্তিহীন গুজবের পুনরাবৃত্তি আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না। আমরা সবসময়েই এসবের

বিরুদ্ধাচরণ করেছি। খারাপ কিছু দেখব না, শুনব না, বলব না—এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল খারাপ কিছু ভাববও না। প্রত্যেক যথার্থ খ্রীশ্চান নরনারীরই জীবনাদর্শ হওয়া উচিত সেটা।"

উভয় ভদ্রমহিলাই নীরবে বসে থাকলেন, ভর্ৎসনার শিকার হয়েও দুজনেই প্রথামত প্রতিবাদ করলেন না, কারণ তাদের ভর্ৎসনা করেছেন এক পুরুষ। কিন্তু আসলে তার আদপেই অনুতপ্ত ছিলেন না—বরং কিছুটা বিরক্ত এবং নিরাশ বোধ করছিলেন। মিস প্রেসকট বিরক্ত চাহনিতে তাঁর ভাইকে দেখলেন। মিস মার্পল তাঁর উলবোনার সরঞ্জাম নিয়ে বসলেন। কিন্তু হঠাৎই ভাগ্যদেবী দুই মহিলার প্রতি সদয় হলেন।

"পাদ্রী মশাই," একটা নীচু কিন্তু তীক্ষ্ণ স্বর শোনা গেল। জলের ধারে ফরাসী বাচ্চাগুলো খেলছিল তাদেরই একজন সবার অলক্ষ্যে ক্যাননের চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

"হ্যাঁ, সোনা কি, কিছু বলবে ছোট্ট সোনা?"

বাচ্চাটি বলল তাদের খেলা সংক্রান্ত বিবাদে মধ্যস্থতা করতে পাদ্রী প্রেসকটের সহায়তা প্রয়োজন। পাদ্রী প্রেসকট শিশুদের খুব পছন্দ করেন, বিশেষ করে ছোট মেয়েদের, এবং তাদের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করাটাও তিনি উপভোগ করেন। তিনি তাই সানন্দে ফরাসী মেয়েটির সঙ্গে এগিয়ে গেলেন। দুই বৃদ্ধাও তৎক্ষণাৎ একে অপরের দিকে ঘুরে বসলেন।

"জেরেমি বাজে গুজবে ঘোর বিরোধী," বললেন মিস প্রেসকট, "এবং তাই হওয়া উচিত। কিন্তু লোকের কথাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর যখন প্রচুর কথা বলাবলি হয়েছিল।"

"তাই?" সাগ্রহে বললেন মিস মার্পল।

"ওই মহিলা, নামটা বোধহয় মিস গ্রেটোরেক্স ছিল তখন—ঠিক বলতে পারছি না,—উনি মিসেস ডাইসনের কোনো-তুতো বোন ছিলেন। সব ওষুধ-টষুধ দিতেন আর কি।" অর্থপূর্ণ একটা বিরতির পর আবার মিস প্রেসকট বললেন, "ওঁর সঙ্গে মিঃ ডাইসনের কিছু একটা ব্যাপার চলছিল, বুঝলেন। অনেকেই লক্ষ্য করেছিল, মানে এরকম জায়গায় যেমনটা সহজেই চোখে পড়ে। তারপর শোনা যায় এডওয়ার্ড হিলিংডন ওঁকে ওষুদের দোকান থেকে কিছু একটা এনে দেয়।"

"আচ্ছা, তাহলে এতে এডওয়ার্ড হিলিংডনও জড়িয়ে আছে?"

"হ্যাঁ, ও যে লাকির প্রতি আকৃষ্ট ছিল তা সবার চোখ পড়ে আর লাকি—অর্থাৎ মিস গ্রেটোরেক্স ওদের দুজনকে একে অপরের বিরুদ্ধে ভিড়িয়ে দেয়—গ্রেগরী ডাইসন এবং এডওয়ার্ড হিলিংডন। মানতেই হবে—ও সময়েই আকর্ষনীয়া ছিল।"

"বয়সটা কিন্তু থেমে থাকে নি।"

"ঠিক বলেছেন। কিন্তু ও সবসময়েই সুসজ্জিত থাকে, প্রসাধনও করে ভালমতোই। অবশ্য যখন অর্থাভাবে ছিল তখন এত জাঁকজমক করত না। মনে হতো যে ওর রুগ্ন আত্মীয়ার জন্য ও অনেক কিছুই করতো—তা উদ্দেশ্যটা পরে বোঝা গেল।"

"ওই ওষুধের দোকানের ব্যাপারটা জানাজানি হলো কি করে?"

"ঘটনাটা ঘটেছিল মার্টিনিক-এ, জেমসটাউনে না, ফরাসীদের ওষুধের ব্যাপারে আমাদের মতো বাড়াবাড়ি নেই। ওষুধের দোকানের লোকটি কাউকে বলেছিল, কথাটা ছড়িয়ে পড়ে—বুঝতেই পারছেন কিভাবে।"

মিস মার্পল বুঝলেন, সাধারণ লোকের থেকে বেশীই বুঝলেন।

"লোকটা বলেছিল এডওয়ার্ড হিলিংডন একটা ওষুধ চেয়েছিলেন। কিন্তু জানতেন সেটা কী—কাগজ দেখে বলতে হচ্ছিল। এই নিয়েই বলাবলি চলে।"

"কিন্তু কর্ণেল হিলিংডন কেন—" চিন্তিত মুখে বললেন মিস মার্পল।

"ওঁকে বোধহয় ব্যবহার করা হয়েছিল ওর অজান্তেই। একমাসও কাটে নি তখনো।"

দুই মহিলা দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

"কিন্তু সত্যিই কেউ সন্দেহ করে নি?" জানতে চাইলেন মিস মার্পল।

"না। শুধু একটু মন কষাকষি হয়েছিল। অবশ্য পুরোটাই হয়তো ভিত্তিহীন।"

"মেজর প্যালগ্রেভ তা মনে করতেন না।"

"সেরকম বলেছিলেন নাকি?"

"খুব একটা মন দিয়ে শুনিনি।" স্বীকার করলেন মিস মার্পল, "কিন্তু ওনি আপনাকে কিছু বলেছিলেন না কি?"

"একদিন ওর দিকে দেখিয়েছিলেন বটে।"

"তাই? ওকে দেখিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল উনি মিসেস হিলিংডনকে দেখাচ্ছেন। উনি একটু ফিকফিক করে হেসে বলেছিলেন, ঐ মহিলাকে দেখুন: আমার মতে উনি একটি খুন করে পার পেয়ে গেছেন।" অবশ্যই আমি চমকে উঠেছিলাম। বলেছিলাম, "আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন।" উনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, এটাকে ঠাট্টাই বলা যাক।' ডাইসন আর হিলিংডনরা আমাদের কাছাকাছিই ছিল, আমি ভয় পেয়েছিলাম পাছে ওরা শুনতে পেয়ে যায়। উনি বলেছিলেন—পার্টিতে এদের একজনের হাতের পানীয় আমি গ্রহণ করব না। সেটা অনেকটা বোর্গিয়াদের সঙ্গে নৈশভোজের মতো হয়ে যাবে।"

"বলেন কি? আচ্ছা উনি কোনো ফটোর উল্লেখ করেছিলেন।"

"মনে নেই।....কোনো খবরের কাগজের থেকে কাটা?"

মিস মার্পল কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। রোদে যেন হঠাৎই একটা ছায়া পড়ল। ইভলিন হিলিংডন এসে ওঁদের কাছে দাঁড়াল।

"সুপ্রভাত," বলল ইভলিন।

"আমি ভাবছিলাম আপনি কোথাও গেছেন," হাসিমুখে বললেন মিস প্রেসকট।

"জেমসটাউনে গিয়েছিলাম—কেনাকাটা করতে।"

"ও, আচ্ছা।"

মিস প্রেসকট এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন দেখে ইভলিন বলল, "না,না, এডওয়ার্ডকে সঙ্গে নইনি। পুরুষ মাত্রেই কেনাকাটা অপছন্দ করে।"

"চিত্তাকর্ষক কিছু পেলেন?"

"তেমন কিছু কিনতে যাই নি। ওষুধের দোকানে যেতে হয়েছিল।" ইভলিন হেসে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল।

"হিলিংডনরা লোক হিসেবে ভাল," বললেন মিস প্রেসকট। "তবে মহিলাটি সহজে মিশতে চায় না, তাই না? মানে সর্বদাই হাসিমুখে রয়েছে, তবে কেউই ওর মনের ভাবটা বুঝতে পারে না।"

চিন্তান্বিত মিস মার্পল সায় জানালেন।

"সেটাই হয়তো ভাল,"বললেন তিনি।

"আজ্ঞে?"

"তেমন কিছু না, তবে মনে হয় ওর মনের ভাব প্রকাশ না পাওয়াই ভাল।"

"ওহ্," বিভ্রান্ত মুখে বললেন মিস প্রেসকট, "বুঝলাম।" বলে উনি প্রসঙ্গ বদলাতে চাইলেন। "হ্যাম্পশায়ারে ওদের একটা চমৎকার জায়গা আছে জানেন, আর ওদের একজন ছেলে নাকি দুজন—যারা নাকি ওদের একজন—উইঞ্চেস্টারে রয়েছে।"

"টিনি না বললেই চলে। ওরা অ্যান্টনের কাছাকাছি কোথাও থাকে?"

"ক্যালিফোর্নিয়া," বললেন মিস প্রেসকট, "মানে যখন বাড়িতে থাকে। এমনিতে ওরা প্রচুর ঘুরে বেড়ায়।"

"ভ্রমণকালে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয় তাদের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। মানে তারা আদৌ সত্যি বলছে কিনা। যেমন ধরুন আপনি নিশ্চিত জানেন না ডাইসনরা ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকে কি না।"

মিস প্রেসকট বিস্মিত হয়ে তাকালেন।

"আমি নিশ্চিত, মিঃ ডাইসন আমাকে নিজে বলেছেন।"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি সেটাই বলছি। আর হিলিংডনদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য মানে আপনি যে বললেননা হ্যাম্পশায়ারে থাকে, সেটা ওদের থেকেই জানা, তাই তো?"

মিস প্রেসকট একটু বিচলিত হলেন। "বলতে চান ওরা হ্যাম্পশায়ারে থাকে না?"

"না, না, তা বলিনি। মানে লোকজন সম্বন্ধে আমরা কত কম জানি সেটা উদাহরণ দিয়ে বোঝালাম। যেমন আমি বলেছি, আমি যে মেরী মীড-এ থাকি— বাজি ফেলছি আপনি জায়গাটার নামও শোনেননি। কিন্তু সত্যিই আমি সেখানে থাকি কিনা তা তো আপনি প্রত্যক্ষ জানেন, জানেন কি?"

মিস প্রেসকট মুখের ওপর বললেন না যে বৃদ্ধার বাসস্থান কোথায় তাতে ওঁর কিছু যায় আসে না। জায়গাটা দক্ষিণ ইংল্যান্ডে, এটুকুই ওঁর জানা। উনি মুখে বললেন, "বুঝলাম।"

মিস মার্পল তখন একটু অন্য চিন্তা করছিলেন। তিনি নিজের কাছে জানতে চাইলেন, পাদ্রী প্রেসকট ও তাঁর বোন বাস্তবিকভাবেই পাদ্রী ও মিস প্রেসকট তো? তাদের সে-রকমই মত, এবং এর বিপক্ষে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণও নেই। তবে পাদ্রীর পোষাক পরে পাদ্রীসুলভ কথাবার্তা বলা খুব কঠিন কাজ নয়। শুধু যদি কোনো মোটিভ থাকত....

মিস মার্পল তাঁর অঞ্চলের পাদ্রীদের বিষয়ে খোঁজ খবর রাখেন, কিন্তু প্রেসকটরা উত্তরদিকের লোক—সম্ভবত ডারহ্যাম থেকে আসছেন। ওঁদের পরিচয় নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই ঠিকই—তবে লোকের মুখের কথাতেই বিশ্বাস করতে হচ্ছে কিনা। সেক্ষেত্রে, ভাবলেন, মিস মার্পল, চোখ-কান খোলা রাখাই বাঞ্ছনীয়।

উনিশ ☐ জুতোর ব্যবহার

পাদ্রী প্রেসকট হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলেন (বাস্তবিকভাবেই, ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা খুব পরিশ্রান্ত করে দেয়)। অল্প পরেই তিনি বোনকে নিয়ে হোটেলে ফিরে গেলেন কারণ সৈকত ক্রমশ গরম হয়ে উঠছিল।

"কিন্তু সৈকত বেশী গবম হবে কি করে?" অবজ্ঞাভরে বললেন সিনিয়রা দ্য কাস্‌পিয়ারো। "একদম বাজে কথা। আর মহিলার পোশাকটা দেখুন—হাত, ঘাড় সবই ঢাকা। অবশ্য একদিকে সেটা ভালই। ওঁব ত্বক কুৎসিৎ, ঠিক ছাল ছাড়ানো মুরগীর মতো।"

মিস মার্পল একটা গভীর শ্বাস নিলেন। সিনিয়রার সঙ্গে কথা বলাব এর থেকে ভাল সময় পাওয়া যাবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে কী প্রসঙ্গে কথা বলবেন সেটাই ভেবে উঠতে পারলেন না বৃদ্ধা।

"আপনার সন্তান-সন্ততি আছে, সিনিয়রা?" জানতে চাইলেন তিনি।

"আমার তিনটি দেবশিশু আছে," আঙুলের ডগা চুম্বন করে বললেন সিনিয়রা।

মিস মার্পল ঠিক বুঝতে পারলেন এর অর্থ কী—সিনিয়রার সন্তানরা স্বর্গে, না কি উনি ওদের চরিত্রের কথা বললেন।

সঙ্গে থাকা একজন লোক স্প্যানিশভাষায় কিছু বলায় সিনিয়বা উচ্চস্বরে সুবেলা হাসি হেসে উঠলেন।

"ও কী বলল বুঝলেন?" মিস মার্পলকে প্রশ্ন করলেন সিনিয়রা।

"আজ্ঞে না," বললেন বৃদ্ধা।

"ভালই হয়েছে। ও লোক সুবিধের নয়।"

এরপর তীব্রগতি স্প্যানিশভাষায় কিছু হাসিঠাট্টা হল।

তারপর সিনিযরা আবার ইংরেজীতে কথা বলতে লাগলেন। "এটা অবিচার, অন্যায়। আমাদের এই দ্বীপে রেখে দিয়ে পুলিশ খুব অনায় করছে। আমি রীতিমতো হাত পা ছুঁড়ে চেঁচামেচি করেছি। কিন্তু তাদের মুখে একই বুলি—না! এর শেষ কিসে হবে জানেন—আমাদের সবার মৃত্যুতে এর শেষ হবে।"

সিনিয়রার দেহরক্ষী ওঁকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন।

"তবে হ্যাঁ—জায়গাটা অলক্ষণের। গোড়া থেকেই জানতাম। ওই মেজর লোকটি, বিকট দর্শন—ওর চোখটা শয়তানের মতো, মনে পড়ছে? ওঁর চোখটা ট্যারা ছিল—আমার দিকে তাকালেই আমি শিঙের ভঙ্গী করতাম। অবশ্য উনি ট্যারা হওয়ায় কখন আমার দিকে তাকাচ্ছে কিনা সবসময়ে বুঝতে পারতাম না—"

"ওঁর একটা চোখ কাঁচের ছিল, ব্যাখ্যা করলেন মিস মার্পল "চোখটা একটা দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে যায়।"

"আমি বলছি লোকটা অপয়া — ওর চোখ দেখলেই দিন খারাপ যেত।" সিনিয়রা তার 'শিঙের ভঙ্গী' করলেন—তর্জনী আর কড়ে আঙুল তুলে, মধ্যমা আর অনামিকা ভাঁজ করে

রাখার এই ভঙ্গী দক্ষিণ আমেরিকায় খুবই প্রচলিত। "যাকগে, লোকটা মৃত, ওকে আর দেখতেও হবে না। বিকট দর্শন লোকেদের আমি দেখতে চাই না।"

কথাটা মিস মার্পলের কাছে খুব নিষ্ঠুর শোনাল।

কিছুটা দূরে গ্রেগরী ডাইসন সমুদ্র থেকে উঠে এল। লাকি বালিতে উপুর হয়ে শুয়ে ছিল। ইভলিন হিলিংডন যেভাবে লাকির দিকে তাকিয়ে ছিল তাতে মিস মার্পল শিউড়ে উঠলেন। তিনি উঠে ধীরে ধীরে নিজের বাংলোর দিকে ফিরে গেলেন।

যাওয়ায় পথে মিঃ র‍্যাফিয়েল এবং এস্থার ওয়াল্টার্সের সঙ্গে দেখা। মিঃ র‍্যাফিয়েল তাঁকে চোখ টিপলেন—মিস মার্পল অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন।

বাংলোতে ফিরে মিস মার্পল শুয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তাঁর অবসন্ন লাগছিল এবং একটু দুশ্চিন্তাও হচ্ছিল। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন অপচয় করার মতো সময় তাঁর হাতে নেই। ..দেরী হয়ে যাচ্ছে.. সূর্য অস্তগামী সূর্য. সূর্যের দিকে কালো কাঁচের মধ্যে দিয়ে তাকাতে হয়। সেই কাঁচটা কোথায় গেল? না সেটা লাগবে না—সূর্যের সামনে কেউ একজন দাঁড়ানোতে সূর্য আড়াল হয়ে গেছে। ছায়ামূর্তি—ইভলিন হিলিংডনের ছায়া—না ইভলিন হিলিংডন নয়—ছায়াটা (কিসের যেন ছায়াটা) —মনে পড়েছে, মৃত্যুর উপত্যকার ছায়া। তাঁকে যেন কী করতে হবে? শিঙের ভঙ্গী করতে হবে—শয়তানের চোখ এড়াতে—মেজর প্যালগ্রেভের শয়তানী চাহনি।

মিস মার্পলের চোখ খুলে গেল। তিনি বুঝলেন তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সত্যিই একটা ছায়ামূর্তি ছিল—কেউ একজন জানলাতে উঁকি দিচ্ছিল।

ছায়ামূর্তিটা সরে যেতেই বৃদ্ধা বুঝলেন লোকটা জ্যাকসন।

"এভাবে উঁকি মারাটা অসভ্যতা," ভাবলেন তিনি। "ঠিক জোস প্যারীর মতো।"

তুলনাটা জ্যাকসনের পক্ষে বলার মতো নয়।

তারপর বৃদ্ধা উঁকি মারার কারণটা ভাবলেন। বৃদ্ধা ঘরে আছেন কিনা দেখার জন্য, নাকি ঘরে ঘুমোচ্ছেন সেটা দেখার জন্য।

তিনি উঠে বাথরুমে গিয়ে সাবধানে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন।

আর্থার জ্যাকসন পাশের বাংলোর দরজায় দাঁড়িয়েছিল। মিঃ র‍্যাফিয়েলের বাংলো। লোকটা চট করে এদিক-ওদিক দেখে বাংলোতে ঢুকে গেল। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, ভাবলেন মিস মার্পল। ওরকম চুপিসাড়ে ঢোকার কারণ কী? ওই বাংলোতে তো জ্যাকসন নিজেই থাকে। সে তো সবসময়েই ঢুকছে বেরোচ্ছে। তাহলে লুকোচুরি কেন? একটা কিছু করতে ঢুকেছে যে ও চায়নি যে, কেউ ওকে ঢুকতে দেখে ফেলে।"

অবশ্য যারা বেড়াতে গেছে তারা ছাড়া সবাই তখন সমুদ্রের ধারে। মিনিট কুড়ি বাদে জ্যাকসন নিজেই সেখানে যাবে মিঃ র‍্যাফিয়েলের কাছে। সবার অলক্ষ্যে বাংলোতে সে কিছু করতে চাইলে এটাই উৎকৃষ্ট সময়। ও ধরে নিয়েছিল যে মিস মার্পল নিদ্রিত, অন্যরা কেউ কাছে পিঠে নেই—ও মনে করছিল ওকে লক্ষ্য করার মতো কেউ নেই। মিস মার্পল কিন্তু ওর ওপর নজর রাখতে মনস্থির করে ফেলেছিলেন।

খাটে বসে মিস মার্পল স্যান্ডাল বদলে একজোড়া জুতো পরলেন। তারপর সেটাও খুলে

তাঁর সুটকেসের থেকে একটা হিলভাঙা জুতো বার করলেন। তারপব তিনি নড়বড়ে জুতোটাকে উখা দিয়ে ঘষে আরও নড়বড়ে করলেন। এক দক্ষ শিকারীর মতোই মিস মার্পল মিঃ র‍্যাফিয়েলের বাংলো প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর সাবধানে বাংলোটার এক কোণে গিয়ে তাঁর হাতে হিল ভাঙ্গা জুতোতে একটা মোচড় দিয়ে সেটা পড়ে ফেললেন। তারপর তিনি হাঁটুতে ভর দিয়ে ধীরে সুস্থে একটা জানলার তলায় বসে পড়লেন। জ্যাকসন কোনো শব্দ শুনে জানলা দিয়ে তাকালে দেখবে বৃদ্ধা জুতোর হিল ভেঙ্গে যাওয়াতে পড়ে গেছেন। তবে জ্যাকসন কিছু শুনতে পায় নি।

আস্তে আস্তে মিস মার্পল মাথা তুলেনে। জানলাগুলো খুব উঁচু নয়। একটা লতাব আড়াল থেকে বৃদ্ধ ভিতরে উঁকি দিলেন....

জ্যাকসন হাঁটু গেড়ে একটা খোলা সুটকেসেব সামনে বসে ছিল। সুটকেসটায় বিবিধ কাগজ পত্র রাখার জন্য আলাদা আলাদা খোপ করা ছিল। জ্যাকসন কাগজপত্রগুলো ঘাঁটছিল, মাঝেমধ্যে কোনো খাম থেকে কাগজ বার করে দেখছিল। মিস মার্পল বেশীক্ষণ থাকলেন না। জ্যাকসন কি কবছিল সেটাই শুধু জানার দরকার ছিল। সে অনধিকাব চর্চা কবছিল। জ্যাকসন কি করছিল সেটাই শুধু জানার দরকাব ছিল। সে বিশেষ কিছু খোঁজ করছিল না সহজাত প্রবৃত্তিতে কাজ কবছিল তা জানাব কোনো উপায় ছিল না। তবে জ্যাকসন আব জোনস পাারীর সাদৃশ্য যে রূপেই শুধু নয় তা তিনি বুঝতে পারলেন।

ফিরে যাওয়াটাই মিস মার্পলের কাছে সমস্যা মনে হল। তিনি খুব সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে জানলার কাছ থেকে সরে গেলেন, বাংলোতে ফিরে হিল-ভাঙা জুতো সযত্নে সরিয়ে রাখলেন। সস্নেহে ভাবলেন, প্রয়োজনে ওটা আবার ব্যবহার করা যাবে। তারপর পায়ে স্যান্ডাল গলিয়ে ভাবিতমুখে তিনি সৈকতের দিকে গেলেন।

এস্থার ওয়াল্টার্স সমুদ্রে নামা মাত্রই মিস মার্পল এস্থারের চেয়ারেব গিয়ে বসলেন।

কাছেই গ্রেগ আব লাকি সিনিয়রাব সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলছিল এবং হাসিঠাট্টা করছিল।

মিঃ র‍্যাফিয়েলের দিকে না তাকিয়েই মিস মার্পল নীচু স্বরে বললেন, "জ্যাকসন াপনার কাগজ পত্র লুকিয়ে চুরিয়ে দেখে আপনি জানেন?"

"আশ্চর্য কিছু নেয়। ওকে হাতে হাতে ধরেছেন নাকি?"

"জানলা দিয়ে দেখলাম। আপনাব কাগজপত্র দেখছিল।"

"কোনোভাবে চাবিটা পেয়েছে, আর কি। চালাক ছোকবা। তবে হতাশ হবে। ওর কাজের জিনিস কিছুই পাবে না।"

ক্যাম্বিসের হোটেলের দিকে তাকিয়ে মিস মার্পল বললেন, "ও আসছে।"

"আমার অর্থহীন সমুদ্রস্নানের সময় হয়ে গেছে।" বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "আর আপনি বেশী দুঃসাহস দেখাবেন না। এরপরে আপনার অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিতে চাই না। বয়সটা মনে রেখে একটু সাবধান হোন। মনে রাখবেন, এখানে অনেক ব্যক্তি বিবেককে খুব একটা পাত্তা দেয় না।

কুড়ি ☐ রাতে বিপদ সংকেত

সন্ধ্যা নামায় চত্বরে আলো জ্বলে উঠল। সমবেত সকলে কথাবার্তা, হাসিঠাট্টায় মগ্ন ছিল, যদিও দিন দুই আগে যতটা উঁচুস্বরে বা ফূর্তিতে চলছিল সেসব ততটা কোনোমতেই নয়। স্টীলব্যান্ড বাজছিল।

নাচগান সে রাতে আগেই শেষ হল। সবাই হাই তুলতে তুলতে শুতে চলে গেল—আলো নিভে গেল। চারপাশে অন্ধকার ও নিস্তব্ধ। গোল্ডেন পাম নিদ্রাচ্ছন্ন।

"ইভলিন, ইভলিন!" স্বরটা চাপা হলেও উদ্দেশ্যটা জরুরী মনে হল। ইভলিন বালিশে পাশ ফিরল।

"ইভলিন, দয়া করে ওঠো।"

এবার ইভলিন, উঠে বসল। দরজার কাছে টিম কেন্ডালকে দেখে বিস্মিত হল।

"ইভলিন, একটু আসতে পারবে কি? মানে-মলি। ও অসুস্থ। কী হয়েছে জানিনা। কিছু খেয়ে ফেলেছে বোধহয়।"

ইভলিন চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

"ঠিক আছে টিম, আসছি। তুমি এগোও। আমার এক মিনিটও লাগবে না।"

টিম কেন্ডাল চলে গেল। ইভলিন খাট থেকে নেমে একটা ড্রেসিং গাউন চড়িয়ে খাটের দিকে তাকাল। ওর স্বামীর ঘুম ভাঙেনি বলেই মনে হল। একটু ইতস্ততঃ করে স্বামীকে না জাগানোই ঠিক মনে করল ইভলিন। সে বেরিয়ে হোটেলের মূল প্রাঙ্গনে কেন্ডালদের বাংলোর দিকে গেল। দরজার কাছেই সে টিমকেও ধরে ফেলল।

মলি খাটে শুয়ে ছিল। চোখ বোজা, শ্বাসপ্রশ্বাস স্পষ্টতই স্বাভাবিক ছিল না। ইভলিন ঝুঁকে পড়ে ওর একটা চোখের পাতা তুলে, নাড়ী অনুভব করে, খাটের পাশের টেবিলের দিকে তাকাল। ওখানে একটা ব্যবহার করা গ্লাস ছিল। তার পাশে রাখা ছিল খালি ওষুধের শিশি। ইভলিন সেটা তুলে দেখল।

"ওটাতে ওর ঘুমের ওষুধ ছিল।" বলল টিম। "গতকাল বা পরশু ওটা ভর্তি দেখেছিলাম। পুরোটাই খেয়ে ফেলেছে বোধ হয়।"

"ডঃ গ্রাহামকে ডাকো," বলল ইভলিন। "আর কাউকে বলো খুব কড়া কফি নিয়ে আসতে। যত কড়া সম্ভব। জলদি।"

টিম ছুটে বেরিয়ে গেল। ঠিক দরজার মুখে ওর এডওয়ার্ড হিলিংডনের সঙ্গে ধাক্কা লাগল।

"ওহ্, দুঃখিত এডওয়ার্ড।"

"কী হয়েছে? ব্যাপারটা কী?"

"মলির কিছু হয়েছে। ইভলিন ওর সঙ্গে রয়েছে। ডাক্তার আনতে যাচ্ছি। আগেই যাওয়া উচিত ছিল বোধ হয়,—কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কী করব, ভাবলাম ইভলিন যদি বুঝতে পারে। প্রয়োজন ছাড়া ডাক্তার ডাকলে মলি চটে যেত।"

টিম ছুটতে লাগল। এডওয়ার্ড ওর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শোবার ঘরে ঢুকল।

"কী হয়েছে? গুরুতর কিছু?"

"ও, এসেছ এডওয়ার্ড? আমি ভাবছিলাম তুমি জেগেছ কি না। বোকা মেয়েটা বেশী ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেলেছে।"

"কী রকম অবস্থা?"

"কতটা খেয়েছে না জানলে বলা মুস্কিল। সময় মতো ধরে ফেললে খুব গুরুতর হবে না মনে হয়। কফি আনতে বলেছি। একটু খাইয়ে দিতে পারলেই—"

"এরকম একটা কান্ড করল কেন? তোমার কি মনে হয়?"

"কী মনে হয়?"

"মনে হয় কি যে ওই তদন্তের জন্য—মানে পুলিশ, আর ওইসব—

"হতেই পারে। ওর মতো স্নায়বিক মেয়ের এতো বিচলিত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।"

"মলিকে তো স্নায়বিক বলে মনে হতো না।"

"বলা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে খুব শক্ত সমর্থ লোকও স্নায়ুদৌর্বল্যের রুগী হতে পারে।"

"হ্যাঁ। মনে পড়ছে বটে..."—বলল এডওয়ার্ড।

"ঘটনা হচ্ছে যে কেউ অন্য কারো সম্বন্ধে কিছু জানে না। ঘনিষ্ঠতম লোক সম্বন্ধেও নয়।"

"এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না কি, ইভলিন?"

"মনে হয় না। কারো সম্পর্কে কিছু 'জানা' মানে তার যে ভাবমূর্তিটা তুমি নিজের মনে গড়ে রেখেছ সেটা সম্বন্ধে জানা।"

"আমি তোমাকে চিনি, জানি," শান্ত স্বরে বলল এডওয়ার্ড।"

"না, আমি নিশ্চিত। আর তুমিও আমাকে চেনো, জানো।" এডওয়ার্ডের দিকে একটু তাকিয়ে ইভলিন মলিকে ধরে একটু ঝাঁকালো।

"আমাদের কিছু করা উচিত। তবে ডঃ গ্রাহাম আসা অবধি অপেক্ষা করাটাই বোধ হয় ঠিক হবে। মনে হচ্ছে উনি আসছেন।"

॥ ২ ॥

"ফাঁড়া কেটে গেছে," বলে ডঃ গ্রাহাম উঠে দাঁড়িয়ে, কপালের ঘাম মুছে স্বস্তির শ্বাস ফেললেন।

"ও ঠিক হয়ে যাবে তো, স্যার?" উদ্বিগ্ন সুরে জানতে চাইল টিম।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। সময়মতো চিকিৎসা হয়েছে। তবে, মারা যাবার মতো যথেষ্ট পরিমাণে ওষুধ ও খায়নি। দু-এক দিনের মধ্যেই ও ঠিক হয়ে যাবে, তবে ওই দিন দুই ওর অবস্থা খুব খারাপ থাকবে।" ডঃ গ্রাহাম খালি শিশিটা তুলে নিলেন। "এটা ওকে কে দিয়েছিল?"

"নিউ ইয়র্কের একজন ডাক্তার। ওর ঘুম হচ্ছিল না।"

"হ্যাঁ। ইদানীং ডাক্তাররা যথেচ্ছ ওষুধ দিতে থাকে। কেউ আর ঘুম না এলে ভেড়া গুনতে বলেনা, বা বিস্কুট খেতে, কিম্বা খান দুই চিঠি লিখে শুতে যেতেও বলে না। মাঝে মধ্যে মনে হয় এসব ওষুধ দেওয়াটাই অনুচিত। সব পরিস্থিতিতেই মানিয়ে নিতে পারা উচিত। কান্না

থামতে একটা বাচ্চার মুখে চুষিকাঠি গুঁজে দেওয়া যায়, কিন্তু কোনো প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে তো তা করা যায় না।" একটু হেসে ফেলে ডঃ গ্রাহাম বলতে থাকলেন, "মিস মার্পলকে জিজ্ঞাসা করুন ঘুম না এলে উনি কী করেন, বাজি ফেলছি উনি বলবেন উনি ভেড়া গোনেন।" উনি খাটের দিকে ফিরে তাকালেন কারণ মলির জ্ঞান তৎক্ষণে ফিরে এসেছে। সে সবার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকাল। ডঃ গ্রাহাম তার একটা হাত ধরলেন।

"সোনা, এটা কী করে বসেছিলে?"

মলি চোখ পিট পিট করতে থাকল।

"কেন করলে মলি? কেন? আমাকে বলো। "অন্য হাতটা ধরে বলল টিম।

মলির দৃষ্টি স্থির। মলি যদি কারও দিকে তাকিয়েই থাকে তবে সে ইভলিন হিলিংডন, দৃষ্টিতে যেন একটু জিজ্ঞাসাও মিশে আছে। ইভলিন যেন তারই উত্তর দিয়ে বলল, "টিম ডেকেছে আমাকে।"

মলির দৃষ্টি টিমের দিকে গেল, তারপর ডঃ গ্রাহামের দিকে।

"তুমি ঠিক হয়ে যাবে," বললেন ডঃ গ্রাহাম, "তবে ভবিষ্যতে এমন কোরো না।"

"ও এটা করতে চায়নি, আমি নিশ্চিত, শুধু একটু ভাল করে ঘুমোতে চেয়েছিল মনে হয়। হয়তো প্রথমে অল্প ওষুধ খেয়েছিল, কাজ না হওয়াতে পরে আরেকটু খায়। তাই কি, মলি?"

মলি মাথা নেড়ে না বলল।

"মানে, তুমি এটা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছ?"

"হ্যাঁ" বলল মলি।

"কিন্তু কেন, মলি? কেন?"

ওর চোখের পাতা কেঁপে গেল। "ভয়", এত আস্তে বলল মলি যে প্রায় শোনাই গেল না কথাটা।

"ভয়? কিসের?"

"এখন বাদ দাও, পরে কথা বোলো এই নিয়ে।" বললেন ডঃ গ্রাহাম, কিন্তু টিম থামল না।

"কিসের ভয়? পুলিশের? তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে বলে? তোমাকে দোষ দিই না। যে কেউ ভয় পেয়ে যেত। কিন্তু ওদের কাজের ধরণটাই যে ওই রকম। কেউ এক মুহূর্তের জন্য ভাবে নি।"

ডঃ গ্রাহাম এবার টিমকে থামতে বাধ্য করলেন।

"একটু ঘুমোতে চাই," বলল মলি।

"হ্যাঁ, বর্তমানে সেটাই তোমার পক্ষে ভাল," বললেন ডঃ গ্রাহাম। তিনি দরজার দিকে যাওয়াতে সবাই তাঁকে অনুসরণ করল।

"আমার কী করণীয়?" একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে জানতে চাইল টিম।

"দরকার হলে আমি থাকতে পারি," বলল ইভলিন।

"না, না। তার দরকার নেই।" বলল টিম।

ইভলিন মলির কাছে ফিরে গেল। "আমি থাকব, মলি?"

মলির চোখ খুলে গেল। "না, শুধু টিম।"

টিম ফিরে এসে খাটের পাশে বসে মলির হাত ধরে বলল, "আমি আছি, মলি। তুমি ঘুমোও, আমি যাব না।"

ছোট একটা শ্বাস ফেলে মলি চোখ বুঁজল।

বাংলোর বাইরে ডঃ গ্রাহাম এবং হিলিংডনরা একটু থামলেন।

"আমাদের আর কিছু করার নেই, বলছেন?" জানতে চাইল ইভলিন।

"হ্যাঁ। এখন কিছু করার নেই। ও এখন ওর স্বামীর সঙ্গে থাকলেই ভাল। তবে কাল টিম যখন হোটেলের কাজে ব্যস্ত থাকবে তখন মলির সঙ্গে কারো থাকা দরকার।"

"আপনার কী মনে হয়, ও আবার চেষ্টা করবে?"

ডঃ গ্রাহাম একটু বিরক্ত হয়ে কপালে হাত ঘষলেন।

"এসব ক্ষেত্রে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যায় না। সত্যি বলতে কি, সম্ভাবনা তেমন নেই। নিজেই তো দেখলেন, নিরাময়ের প্রক্রিয়াটা কত অপ্রীতিকর। তবে জোর দিয়ে তো কিছুই বলা যায় না। ও আরও কিছু ওষুধ লুকিয়ে রেখে থাকতে পারে।"

"মলির মতো মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে ভাবাই যায় না—" বলল ইভলিন।

শুকনো গলায় ডঃ গ্রাহাম বললেন, "যারা সবসময় আত্মহত্যার কথা বলে তারা অনেক সময়েই আত্মহত্যা করে না। ওই ভাবে তারা চাপটা কাটিয়ে ওঠে।"

"মলিকে সবসময় খুব সুখী মনে হতো। মনে হয়—" ইভলিন একটু ইতস্ততঃ করল—"মনে হয় কথাটা আপনাকে বলা উচিত, ডঃ গ্রাহাম।" ইভলিন ডঃ গ্রাহামকে ভিক্টোরিয়া যে রাতে মারা যায় সেদিন মলির সঙ্গে তার কথাগুলো জানাল। সবশুনে ডঃ গ্রাহাম গম্ভীর হয়ে গেলেন।

"আমাকে এটা বলার জন্য ধন্যবাদ, মিসেস হিলিংডন। বদ্ধমূল কিছু সমস্যার নিশ্চিত লক্ষণ এখানে চোখে পড়ছে। কাল সকালে ওর স্বামীর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হবে।"

॥ ৩ ॥

"কেণ্ডাল, তোমার স্ত্রীর বিষয়ে একটু কথা বলার ছিল।"

ওঁরা টিমের অফিসে ছিলেন। ইভলিন মলির কাছে ছিল, এবং লাকি এসে ইভলিনকে 'রেহাই' দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। টিম হোটেল আর স্ত্রী উভয়ের মধ্যে দোলাচলে ছিল।

"বুঝতে পারছি না", বলল টিম। "মলিকে আমি আর বুঝতে পারছি না। ও যেন বদলে গেছে, সম্পূর্ণ বদলে গেছে।"

"শুনলাম ও নাকি ইদানীং দুঃস্বপ্ন দেখছিল।"

"হ্যাঁ, প্রায়ই সে কথা বলত।"

"কত দিন?"

"জানি না, তা প্রায়—এক মাস মতো—বেশীও হতে পারে। ও—মানে আমরা-ভেবেছিলাম-

মানে সাধারণ দুঃস্বপ্ন বই তো নয়।"

"তা বুঝলাম। কিন্তু সমস্যার কথা হচ্ছে যে ও কাউকে ভয় পাচ্ছিল। এ বিষয়ে কিছু বলেছিল তোমাকে?"

"তা বলেছিল। ও বারদুয়েক বলেছিল ওকে কেউ অনুসরণ করছে, নজর রাখছে।"

"আচ্ছা! নজর রাখার কথা বলেছিল?"

"হ্যাঁ, একবারই কথাটা ব্যবহার করেছিল। বলছিল ওর কিছু শত্রু আছে, আর তারা ওকে অনুসরণ করে এখানে এসেছে।"

"ওর শত্রু আছে না কি, কেণ্ডাল?"

"না, অবশ্যই না।"

"ইংল্যাণ্ডে কিছু ঘটে থাকতে পারে কি, তোমাদের বিয়েব আগে?"

"না, না, সেরকম কিছু নয়। ওর পরিবারের সঙ্গে বনিবনা হতো না। আর কিছু নয়। ওর মা একটু উৎকেন্দ্রিক ধরণের ছিলেন, সঙ্গে থাকার পক্ষে যোগ্যতম লোক নয়, তবে—"

"পরিবারে মানসিক ভারসাম্য হীনতার কোন ঘটনা ছিল কি?"

টিম আবেগের সঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎই চুপ করে গেল। সে সামনে রাখা একটা কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

ডঃ গ্রাহাম বললেন, "সেরকম কিছু থাকলে আমার জানা দরকার।"

"বেশ,.. হ্যাঁ, ওরকম কিছু ছিল। মারাত্মক কিছু নয়, তবে পিসি বা মাসি জাতীয় কেউ একটু ভারসাম্যহীন ছিলেন শুনেছি। তবে সেটা তো কিছু নয়। এবকম তো সব পরিবারেই থাকে।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক। আমি তোমাকে বিচলিত করতে চাইছিনা, তবে, চাপে পড়লে মলির-মানে, অলীক কল্পনার প্রবণতা থাকলেও থাকতে পারে—অর্থাৎ পরিবারে এরকম কিছু সত্যিই যদি থাকে।"

"দেখুন, আমি খুব বেশী জানিনা। মানে, কেউই তো নিজের পরিবারের ইতিহাস অন্য কাউকে বিশদ ভাবে বলে না।"

"হ্যাঁ, সেটা ঠিক। আচ্ছা-ওর কি কোনো অন্য পুরুষ বন্ধু ছিল যার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, বা যে ওকে হুমকি দিতে পারে?"

"জানি না। মনে হয় না। আমি আসার আগে ওর আরেকজনের সঙ্গে বিয়ের কথা ছিল ঠিকই। ওর বাবা-মার আপত্তিতে বিয়েটা হয়নি, তবে ও যে লোকটিকে আঁকড়ে ছিল তার একমাত্র কারণ ওর বাবা মা আপত্তি করছিলেন।" হঠাৎ হাসল টিম, "জানেনই তো, তারুণ্যের সহজাত প্রবৃত্তি কেমন হয়! লোকে যত না বলবে তত জেদ চেপে বসবে।"

ডঃ গ্রাহামও হেসে ফেললেন। "হ্যাঁ, এমনটা প্রায়শই হচ্ছে।"

কারো সন্তানের বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে আপত্তি জানানোটা অনুচিত। সাধারণত ওরা নিজেরাই অসদসংসর্গ ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। তা এই লোকটি, সে যেই হোক, মলিকে কোনো হুমকি দেয়নি তো?"

"না। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তাহলে মলি আমাকে বলত। ও বলেছিল ওটা যৌবনের উচ্ছ্বাস ছাড়া কিছুই ছিল না। আর সেটার কারণও ছিল লোকটার বদনাম।"

"বেশ। এটা তেমন গুরুতর মনে হচ্ছে না। আরেকটা কথা। মলির শুনলাম মাঝে মধ্যেই ক্ষণিকের জন্য স্মৃতি লোপ পায়। তুমি এ বিষয়ে কিছু জান?"

"না", ধীরে ধীরে বলল টিম। "জানতাম না তো, কখনো এ বিষয়ে কিছু বলে নি। অবশ্য মাঝে মধ্যে খটকা লাগত না তা নয়.... "টিম যেন চিন্তায় পড়ে গেল।" হ্যাঁ, এবার মিলে গেছে। মাঝে মধ্যেই আমি বুঝতে পারতাম না ও সাধারণ কিছু ঘটনা ভুলে যাচ্ছে কি করে, বা দিন না রাত মনে করতে পারছে না কেন। আমি ভাবতাম ও অন্যমনস্ক।"

"তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, টিম। তোমার স্ত্রীকে একজন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে চিকিৎসা করাও।"

টিম রেগে গেল। "কী বলতে চান? নিশ্চয়ই মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কথা বলছেন?"

"এ সব তকমা দেখে ঘাবড়ালে চলবে না, ওর দরকার একজন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ। কিংসটনে একজন ভাল বিশেষজ্ঞ, অথবা নিউ ইয়র্কেও যেতে পারো। কিছু একটা তোমার স্ত্রীর ভয়ের কারণ, কারণটা হয়তো মলি নিজেও জানে না। এ বিষয়ে ওর শলাপরামর্শ দরকার, টিম। আর সেটা তুমি যত তাড়াতাড়ি জোগাড় করতে পার তত ভাল।"

ডঃ গ্রাহাম টিমের পিঠ চাপড়ে উঠে পড়লেন। "এখুনি অবশ্য চিন্তার কিছু নেই। মলির বন্ধুভাগ্য খুব ভাল, আর আমরা সবাই ওর ওপর নজর রাখব।"

"ও এরকম আর করতে পারে কি?"

"মনে তো হয় না।"

"আপনি নিশ্চিত?"

"আমার পেশার প্রথম শিক্ষা হচ্ছে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। তবে, দুশ্চিন্তা কোরো না।"

ডঃ গ্রাহাম দরজা দিয়ে বেরনোর সময়ে টিম কতকটা আনমনেই বলল, "কবার থেকে বলা সহজ। আমি তো রক্তমাংসেরই মানুষ।"

একুশ ☐ প্রসাধন প্রসঙ্গে জ্যাকসন

"আপনার অসুবিধা হবে না তো, মিস মার্পল?" বলল ইভলিন।

"না, না। বললেন মিস মার্পল। " কাজে লাগতে পেরেই আমি খুশি। এই বয়সে সবারই মনে হয় প্রয়োজন বোধহয় ফুরিয়েছে। বিশেষ করে কখন এরকম জায়গায় নিজেকে উপভোগ করা ছাড়া কিছু করার নেই। কোনো কাজ নেই। না, মলির কাছে থাকতে আমার ভালই লাগবে। তা এবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে —পেলিকান পয়েন্ট?"

"হ্যাঁ", বলল ইভলিন। "এডওয়ার্ড আর আমার দুজনেরই জায়গাটা খুব প্রিয়। পাখিগুলোর নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছ ধরার দৃশ্য দেখার মতো। এখন টিম রয়েছে মলির কাছে, ও তো কাজ ফেলে রাখতে পারবে না, তবে মলিকে একা রাখতে চাইছে না।"

"ঠিকই তো। ওর জায়গা আমিও চাইতাম না। বলা তো যায় না যে একবার চেষ্টা করলে

আরেকবার চেষ্টা করবে না, আচ্ছা আপনি এগোন।"

ইভলিন তার জন্য অপেক্ষারত দলটার দিকে চলে গেল। দলে তার স্বামী, ডাইসনরা এবং আরও তিন-চারজন ছিল। মিস মার্পল তার উলবোনার সরঞ্জাম নিয়ে কেন্ডালদের বাংলোর দিকে রওনা দিলেন।

কেন্ডালদের বারান্দায় ওঠামাত্রই তিনি টিমের গলা শুনলেন। "এটা কেন করতে গেলে বলবে, মলি? কেন? আমি কোনও কারণে দায়ী কি? একটা না একটা কারণ তো আছেই, সেটা বল আমাকে।"

মিস মার্পল থামলেন। একটু বিরতির পর মলির ক্লান্ত, প্রাণহীন স্বর শোনা গেল, "জানি না টিম, সত্যিই জানি না। মাথাটা গুলিয়ে গেছিল বোধহয়।"

মিস মার্পল জানলা টোকা দিয়ে ঢুকে পড়লেন।

"ও, মিস মার্পল, এসে গেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ।"

"না, না, এ কি কথা! উপকার করতে পেরে আমি খুব খুশি। এই চেয়ারে বসি? তারপর মলি-তোমাকে তো এখন ভালই দেখাচ্ছে। খুব ভাল লাগছে।"

"এখন ঠিক আছি। শুধু একটু ঘুম পাচ্ছে।" বলল সে।

"আমি কথা বলব না। তুমি ঘুমোও, আমি উল বুনে কাটিয়ে দেব।"

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে টিম বেরিয়ে গেল। মলি বাঁ পাশ ফিরে, শ্রান্ত দৃষ্টিতে শুয়ে ছিল। সে প্রায় ফিসফিস করে বলল "আপনার বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ মিস মার্পল। আমি-আমি বরং একটা ঘুমিয়ে নিই।" মলি বালিসে পাশ ফিরে চোখ বুজে শুয়ে রইল। ওর নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত হয়ে এল, যদিও স্বাভাবিক হতে তখনও দেরী ছিল। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার দরুণ মিস মার্পল প্রায় সহজাত ভঙ্গীতে গায়ের চাদরটা টেনে দিয়ে গদীর তলার পাশদুটো গুঁজে দিলেন। এবং তখনই তাঁর হাতে শক্ত চারকোণা কিছু একটা লাগল। একটু অবাক হয়েই তিনি সেটা বার করে দেখলেন মলি ঘুমোচ্ছে। বইটা খুলে মিস মার্পল দেখলেন বইটা স্নায়ুরোগ নিয়ে সদ্য লেখা বই। বইটা আপনা থেকেই যে অংশটা খুলে গেল তার বিষয়বস্তু হলো নির্যাতন ভীতি এবং সিজোফ্রেনিয়ার অন্যান্য ধরণের বিবরণ। বইটা সাধারণের বোধগম্য হওয়ার মতো করেই লেখা। পড়তে পড়তে বৃদ্ধা গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু পরে তিনি বইটা বন্ধ করে ভাবতে থাকলেন, এবং তারও একটু পরে সেটা যথাস্থানে রেখে দিলেন।

তিনি একটু ভাবিত হয়েই মাথা ঝাঁকালেন। তারপর নিঃশব্দে তাকানো মাত্রই, মলির খোলা চোখ বুঁজে গেল। মিস মার্পল সঠিক বুঝতে পারলেন না যে সেটা মিস মার্পলের কল্পনা মাত্র, না মলি সত্যিই তাকিয়েছিল। মলি কি তবে ঘুমের ভান করছিল। সেটা অস্বাভাবিক নয়। হয়তো ও কথা বলতে চাইছিল না। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই।

মলির চাহনিতে কি একটু দৃষ্টিকটু ধূর্ত ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল? মিস মার্পল নিশ্চিত হতে পারলেন না। তিনি স্থির করলেন ডঃ গ্রাহামের সঙ্গে শিগগিরি একটু কথা বলতে হবে। তিনি ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন। মিনিট পাঁচেক বাদে তিনি নিশ্চিত হলেন মলি সত্যিই ঘুমোচ্ছে। টানা অতক্ষণ নড়াচড়া না করে থাকা যায় না। মিস মার্পল আবার উঠে পড়লেন। ঘরের বিপরীত মুখী দেয়ালের দুটো জানলাতেই তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন।

হোটেল প্রাঙ্গন জনহীন, শান্ত ছিল। ফিরে এসে বসতে গিয়ে মিস মার্পল বাইরে একটা ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেলেন। বারান্দায় জুতোর আওয়াজ কি? এক মুহূর্ত দ্বিধা করে তিনি জানলা দিয়ে বারান্দায় বেরোলেন, তারপর ঘরের ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে বললেন, "এক্ষুণি আসছি সোনা, আমার বাংলোতেই বোধহয় উলের নক্সাটা ফেলে এসেছি। আমি না আসা অবধি তুমি ঠিক থাকবে তো?" তারপর আনমনেই বললেন, "বেচারি ঘুমিয়ে পড়েছে। ভালই হল।"

মিস মার্পল বেরিয়ে বারান্দা বরাবর চুপিসাড়ে এগিয়ে গিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে ডানদিকে ঘুরলেন। হিবিস্কাস ঝোপের আড়াল থেকে কেউ তাকালে সে অবাক হয়ে দেখত যে মিস মার্পল মালঞ্চের কাছ থেকে দিক পরিবর্তন করে বাংলোর পিছন দিক দিয়ে ঘুরে আবার বাংলোয় ঢুকলেন, তবে অন্য দরজা দিয়ে। সেটা দিয়ে যে ঘরটা টিম মাঝে মধ্যে অফিস হিসেবে ব্যবহার করত সেই ঘরে যাওয়া যায়। তার পরের ঘরটাই বসার ঘর। এ ঘরের দরজায় পর্দা টেনে বাধা হতো যাতে ঘরটা গরম না হয়ে যায়। এরকমই একটা পর্দার পিছনে বৃদ্ধা লুকিয়ে পড়লেন। জানলা দিয়ে মলির ঘরে কেউ ঢুকলে তাকে দেখা যাবে। মিনিট পাঁচেক বাদেই সেরকম কিছু তার চোখে পড়ল।

সাদা পোশাক পরিহিত জ্যাকসন সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে এল। একটু দাঁড়িয়ে চারদিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে সে খোলা জানলায় টোকা দিল। মিস মার্পল অন্ততঃ কোনো সাড়া শুনতে পেলেন না। জ্যাকসন আবার চারদিকে তাকিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। মিস মার্পল পাশের যে দরজাটা দিয়ে সংলগ্ন বাথরুমে যাওয়া যায় সেদিকে এগোলেন। তিনি একটু বিস্মিতই হয়েছিলেন। তিনি একটু ভেবে বাথরুমে ঢুকে গেলেন।

জ্যাকসন বেসিনের ওপরের তাকটা খুঁটিয়ে দেখছিল, সে চমকে ফিরে তাকাল, খুব স্বাভাবিক কারণেই।

"ওহ্, মানে, আমি-না, জ্যাকসন আমতা আমতা করতে লাগল।"

"মিঃ জ্যাকসন।" মিস মার্পলের গলায় বিস্ময়ের সুর।

"আমি ভেবেছিলাম আপনাকে এখানেই কোথাও পাব," বলল জ্যাকসন।

"কিছু দরকার আপনার?"

"আসলে মিসেস কেণ্ডালের মুখের ক্রীমের ব্র্যাণ্ডের নামটা জানতে চাইছিলাম।"

জ্যাকসনের হাতে ক্রীমটা ছিল—সে যে সেটার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়ে ওর বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে তার তারিফ না করে থাকতে পারলেন না, বৃদ্ধা, অবশ্য সেটা মনে মনে ভাবলেন।

"ভারি সুন্দর গন্ধ," নাক কুঁচকে গন্ধটা শুঁকে বলল জ্যাকসন।

"জিনিসটা ভাল, সস্তার জিনিসগুলো ত্বকের পক্ষে ভাল নয়। লাগালেই অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। পাউডারের ক্ষেত্রে একই প্রযোজ্য।"

"এ বিষয়ে আপনার দেখছি বেশ জ্ঞান রয়েছে।"

"ওষুধের জগতে একটু কাজ করেছিলাম—সেই সূত্রেই প্রসাধনদ্রব্য সম্বন্ধে জানা, আর কি। একটা রঙচঙে শিশিতে কিছু ভরে বাজারে ছাড়ুন, দেখে অবাক হয়ে যাবেন কত মহিলা বোকা বনতে হাজির হয়ে গেছে।"

"আপনি কি তাই—?" ইচ্ছাকৃতভাবেই বৃদ্ধা কথাটা শেষ করলেন না।

"না, এ কথা বলতে আমি আসি নি," মানল জ্যাকসন।

"মিথ্যে কথাটা ভাবতে বেশী সময় পায়নি," ভাবলেন মিস মার্পল। "দেখা যাক এবার কি বলে।"

"আসলে," বলল জ্যাকসন, "মিসেস ওয়্যান্টার্স ওঁর লিপস্টিকটা সেদিন মিসেস কেণ্ডালকে ধার দিয়েছিলেন—সেটা ফেরত নিতে এসেছিলাম। জানলায় টোকা দিয়ে দেখলাম উনি ঘুমোচ্ছেন, তাই ভাবলাম যদি নিজেই পেয়ে যাই।"

"আচ্ছা। তা, পেয়েছেন ওটা?"

জ্যাকসন মাথা নেড়ে না বলল, "ওঁর হাতব্যাগে আছে হয়তো। কিছু যায় আসে না মিসেস ওয়্যান্টার্সের তেমন কোনো দরকার নেই।" তারপর তাকের দিকে দেখে বলল, "খুব বেশী প্রসাধন সামগ্রী নেই, তাই না? অবশ্য, এই বয়সে ত্বক সুন্দরও স্বাভাবিক হয়। ওসবের প্রয়োজন হয় না।"

"আপনি সাধারণ পুরুষদের থেকে আলাদা চোখে মহিলাদের দেখেন," একটু হেসে বললেন মিস মার্পল।

"হ্যাঁ, তা বিভিন্ন চাকরিতে থাকার দরুণ দৃষ্টিভঙ্গী একটু আলাদা ঠিকই।"

"ওষুধ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন বোধ হয়?"

"হ্যাঁ, কাজ চালিয়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সত্যি বলতে কি ইদানিং যেন একটু বেশীই ব্যবহার হচ্ছে ওষুধের—ঘুমের ওষুধ থাকলে ঠিক আছে কিন্তু সবসময়েই তা লাগেনা। আর এর ফল মারাত্মক হতে পারে।"

"হ্যাঁ, এটা বোধহয় বলেছেন," বললেন মিস মার্পল।

"ওগুলো আচার-আচরণ প্রভাব ফেলে, জানেন। মাঝেমধ্যেই তরুণদের মধ্যে হিস্টিরিয়া দেখা যায়। এদের অধিকাংশ স্বাভাবিক কারণে হয় না, সাধারণত এইসব ওষুধ খেলে হয়। অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়, বরাবরই এমন হতো। প্রাচ্যদেশে তো অদ্ভুত-অদ্ভুত অনেক কিছুই হতো। স্ত্রীরা স্বামীদের কি করতো শুনলে আশ্চর্য লাগবে আপনার। আগেকার দিনে যেমন ভারতবর্ষে তরুণীদের বিয়ে হত বুড়োদের সঙ্গে। বুড়ো মারা গেলে হয় সতী হয়ে পুড়ে মরতে হতো, অথবা বাকী জীবন প্রায় অচ্ছুৎ হয়ে কাটাতে হতো। বৈধব্যে কোনো সুখ ছিল না, বুঝলেন। তাই স্ত্রীরা বৃদ্ধদের নেশার ওষুধ দিয়ে অকর্মণ্য করে রেখে দিত। যাচ্ছেতাই ব্যাপার।"

সে বলতে থাকল, "আর এদিকে ধরুণ ডাইনীরা। এদের সম্বন্ধে এখন অনেক কিছু জানা গেছে। ওরা কেন স্বীকার করত বলুন তো যে ওরা ডাইনী, ঝাঁটায় চড়ে ঘুরে বেড়ায়?"

"অত্যাচারের জন্য," বললেন মিস মার্পল।

"সবসময় তা নয়। হ্যাঁ, অত্যাচার একটা ব্যাখ্যা হতে পারে, কিন্তু অত্যাচারের উদ্ভব হওয়ার আগেও স্বীকারোক্তি করা হতো। স্বীকারোক্তি নয়, বলা চলে গর্ব ভরে দাবী করত। ওরা আসলে গায়ে এক ধরণের মলম মেখে নিত যাতে অলীক কল্পনা হতো—যেন সে উড়ে চলেছে। বেলাডোনা, অ্যাট্রোপাইন, ওই ধরণের জিনিস, আর কি। ওরা কিন্তু কল্পনা বলে মনে করত না—বেচারিরা। অথবা অ্যাসাসিনদের দেখুন—মধ্যযুগের সিরিয়া না লেবানন কোন জায়গার

লোক। ভারতীয় হেম্প খাইয়ে দিলে ওরা স্বর্গের এমনকি অনন্তকালের কথাও বলতে পারত। ওদের বলা হতো এটাই ওদের মৃত্যুর পরের অবস্থা। কিন্তু ওই অবস্থায় পৌছতে হলে ওদের নরবলি দিতে হতো। সত্যিই ওরা এটাকে ধর্মীয় আচার বলে মানত, এটাই মোদ্দা কথা।"

"মোদ্দা কথা হচ্ছে এরা সহজেই সবকিছু মেনে নিত।"

"হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।"

"ওদের যা বলা হতো, তাই বিশ্বাস করে নিত। হ্যাঁ, এটা ঠিক আমরা সবাই তাই করি।" তারপর অকস্মাৎই বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন, "ভারতীয় নারীদের ধুতরোর রস দিয়ে স্বামীকে নিস্তেজ করার গল্প কে বলল, মেজর প্যালগ্রেভ নাকি?"

জ্যাকসন একটু অবাক। "মানে, হ্যাঁ। উনি আমাকে এমন বহু গল্পই বলেছেন। উনি এ বিষয়ে জানতেন বলেই তো মনে হতো।"

"মেজর প্যালগ্রেভ মনে করতেন উনি সব বিষয়েই জানতেন। অনেক সময়ে উনি অনেক ভুলভাল কথা বলতেন।"

বলে চিন্তান্বিত মিস মার্পল মাথা ঝাঁকালেন।

লাগোয়া শোয়ার ঘরে আওয়াজ পেয়ে মিস মার্পল চকিতে ঘুরে সেদিকে গেলেন। জানলার ঠিক ভিতরেই দাঁড়িয়ে ছিল লাকি ডাইসন।

"আমি, মানে, জানতাম না আপনি এখানে আছেন, মিস মার্পল।"

"একটু বাথরুমে গিয়েছিলাম।"

"ভাবছিলাম আপনার আর মলির কাছে একটু বসে যাই।" খাটের দিকে তাকিয়ে লাকি বলল, "ও ঘুমোচ্ছে, না?"

"মনে হয়। তা, আমার ধারণা ছিল আপনারা বেড়াতে গেছেন।"

"আমি যেতাম, কিন্তু এমন মাথা ধরেছিল। যে শেষ পর্যন্ত আমি যাই নি। তো, ভাবলাম যে থেকেই গেলাম যখন, কাজে লাগতে পারলে মন্দ কি?"

"তা ভাল," বলে মিস মার্পল বুনতে আরম্ভ করলেন। "তবে আমি এখানে দিব্যি রয়েছি।"

লাকি একটু ইতস্ততঃ করে চলে গেল। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে মিস মার্পল উঠে বাথরুমে গিয়ে দেখলেন জ্যাকসন চলে গেছে, নিশ্চয়ই অন্য দরজাটা দিয়ে। ও যে শিশিটা দেখছিল সেটা তিনি পকেটে ভরে ফেললেন।

বত্রিশ ☐ অন্য কোনো পুরুষ?

মিস মার্পল চাইছিলেন না যে তাঁর প্রশ্নগুলি অযাচিত গুরুত্ব পাক। তাই সরাসরি ডঃ গ্রাহামকে না ডেকে কথা প্রসঙ্গে প্রশ্নগুলো করতে চাইছিলেন। আর হঠাৎই খুব দুষ্কর হয়ে দেখা দিল।

টিম ফিরে এসেছিল, এবং মিস মার্পল কথা দিয়েছিলেন যে আবার নৈশভোজের সময় তিনি মলির সঙ্গে থাকবেন, যখন টিম খাবার ঘরে ব্যস্ত থাকবে। টিম বলেছিল যে লাকিই

সে কাজটা করতে রাজি, কিন্তু মিস মার্পল বলেছিলেন কমবয়সী নারী মাত্রেই ফূর্তিপ্রবণ—তাঁর আগে খাওয়া হয়ে গেলে সুবিধাই হবে। হোটেলের বিভিন্ন বাংলোগুলো জরীপ করতে করতে মিস মার্পল ভাবছিলেন এর পরে তাঁর কী করনীয়।

মিস মার্পলের মাথায় তখন পরস্পরবিরোধী চিন্তাভাবনা—আর এই পরিস্থিতিটা ওঁর কোনকালেই পছন্দ হয়নি। গোড়াতে ব্যাপারটা সাদামাটা ছিল। মেজর প্যালগ্রেভের একঘেয়ে গল্প—এবং তার একটার ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর মৃত্যু, এই অবধ ঠিক আছে।

কিন্তু, তাঁকে মানতেই হল, এরপর থেকে গোলমাল। একসঙ্গে বহু সম্ভাবনাই থেকে যাচ্ছে—বিশেষ করে যদি ধরে নেওয়া হয় যে সবাই কেউ একজন খুন হতে যাচ্ছে, আর ওঁর মনে হচ্ছে সেটা সে শুনেছেন। কেউ একজন ঘটনাটার সঙ্গে যোগ আছে এরকম কিছু বলেছিল জোয়ান প্রেসকট? সে তো অনেক কিছুই বলেছে। কেচ্ছা? গুজব? ঠিক কী বলেছিল সে'

গ্রেগরী ডাইসন, লাকি—বৃদ্ধা লাকির কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁর সন্দেহ মোটামুটি বদ্ধমূল ধারণায় বদলে গিয়েছিল যে লাকি গ্রেগরী ডাইসনের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত। তবে কী গ্রেগরী ডাইসনই পরবর্তী শিকার? লাকি কি আবার অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে চাইছে, আর এই স্বাধীনতা ছাড়াও স্বামীর সম্পত্তি চাইছে কি?

"কিন্তু এতো শুধুই অনুমান," স্বগতোক্তি করলেন মিস মার্পল।

"বোকামি করছি। সত্যটা খুব সহজ তবে চোখে পড়ছে না।"

"নিজের সঙ্গে কথা বলছেন?" তিনি খেয়ালই করেননি যে বৃদ্ধ এস্থার ওয়ান্টার্স-এর সাহায্য নিয়ে চত্বরের দিকেই আসছেন।

"আপনার ঠোঁট নড়ছিল। তা আপনার তাড়াহুড়ো করা শেষ হয়েছে?"

"না। খুব সামান্য একটা সত্য আমার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে।"

"ব্যাপারটা সামান্য জেনে খুশি হলাম। আমার প্রয়োজন হলে বলবেন।"

জ্যাকসন আসছে দেখে মিঃ র‍্যাফিয়েল সেদিকে তাকালেন।

"এই যে জ্যাকসন। কোন চুলোয় ছিলে? যখন প্রয়োজন তখন তোমাকে পাওয়া যায় না।"

"দুঃখিত মিঃ র‍্যাফিয়েল," বলে সে দক্ষহাতে নিজের কাঁধে ভর দিয়ে মিঃ র‍্যাফিয়েলকে তুলল। "চত্বরে যাবেন তো?"

"পান্থশালায় নিয়ে চল," বললেন বৃদ্ধ। "ঠিক আছে, এস্থার। তুমি গিয়ে সান্ধ্যপোশাক পরে আধঘণ্টা পরে চত্বরে দেখা করো।"

বৃদ্ধ চলে যেতেই এস্থার নিজের হাত ঘষতে ঘষতে মিস মার্পলের পাশের চেয়ারে বসে পড়ল।

"ওঁকে দেখে হালকা মনে হলেও আমার হাত ব্যাথা হয়ে যায়। তা আপনাকে সারা দুপুর দেখলাম না তো, মিস মার্পল!"

"হ্যাঁ। আমি মলির সঙ্গে ছিলাম। ও এখন একটু ভাল আছে।"

"দেখুন, আমার মতে, ওর তেমন কিছুই হয় নি।" এস্থারের নীরস গলা শুনে মিস মার্পল ভ্রূ তুলে তাকালেন।

"মানে—ওর আত্মহত্যার প্রচেষ্টা—"

"ও ওরকম কোনো চেষ্টাই করেনি," বলল এস্থার। "আমি বিশ্বাস করিনা ও বেশী ওষুধ খেয়েছে। আর ডঃ গ্রাহামও সেটা বিলক্ষণ বুঝেছেন বলেই মনে হয়।"

"এরকম মনে হওয়ার কারণ...?"

"এরকম প্রায়শই হচ্ছে। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার দারুণ উপায় এটা।"

"মানে আমি মরে গেলে তোমার খারাপ লাগবে গোছের ব্যাপার?"

"হ্যাঁ, তবে ঠিক তা নয়। এরকম কেউ তখনই করে যখন স্বামীর সঙ্গে বিরোধ হয়, এবং যদি সে স্বামীকে ভালবাসে।"

"তোমার মতে মলি টিমকে পছন্দ করে না?"

"আপনার কী মনে হয়—করে?"

মিস মার্পল ভাবতে লাগলেন। "সেরকমই তো ধরে নিয়েছিলাম। হয়তো আমারই ভুল।"

এস্থার কাষ্ঠহাসি হাসল। "আমি ওর সম্বন্ধে অল্প কিছু শুনেছি। পুরো ব্যাপারটাই।"

"মিস প্রেসকটের কাছ থেকে?"

"হ্যাঁ, আরও দু তিনজনের থেকেও। এতে একজন পুরুষ রয়েছে। যাকে ও বিয়ে করতে চেয়েছিল—পরিবারের আপত্তি ছিল তাতে।"

"হ্যাঁ," বললেন মিস মার্পল। "জানি।"

"তারপর ও টিমকে বিয়ে করে, হয়তো পছন্দও করত। তবে অন্য লোকটি হাল ছাড়েনি। দু-একবার আমার মনে হয়েছে লোকটা এখানেও এসেছে।"

"তাই! কিন্তু-সে কে?"

"জানি না। ওরা কাজটা খুব সন্তর্পণে করছে।"

"তোমার কী মনে হয়? ও অন্য লোকটাকে পছন্দ করে?"

এস্থার কাঁধ ঝাঁকাল। "লোকটা সুবিধের নয়, তবে মানতেই হবে মেয়েদের হৃদয় জয় করার পন্থাটা তার জানা আছে।"

"লোকটা কী ধরনের, কী করে—এসব জানো?"

"না। লোকে আন্দাজ করে ঠিকই, কিন্তু সেসব অর্থহীন। লোকটা হয়তো বিবাহিত। মলির বাবা-মার আপত্তির সেটাই হয়তো কারণ। অথবা হয়তো লোকটা মদ্যপ বা অপরাধী। জানি না। তবে এটা জানি যে মলি ওকে এখনও ভালবাসে।"

"তুমি কি কিছু দেখেছ, বা শুনেছ?"

"না খুনগুলো—" বলতে গেলেন মিস মার্পল।

"খুনের প্রসঙ্গটা বাদ দেওয়া যায় না। এতে আপনি মিঃ র‍্যাফিয়েলকেও ভাবিয়ে তুলেছেন। বাদ দিন না। আমি নিশ্চিত আপনি আর কিছুই জানতে পারবেন না।"

মিস মার্পল এস্থারের দিকে তাকালেন।

"তুমি তাই মনে কর?"

"হ্যাঁ। মনে করি।"

"তাহলে তুমি যা জানো সেটা বলা উচিত নয় কি?"

"কেন বলব? তাতে হবেটা কী? কোনো প্রমাণতো নেই। তাছাড়া লোকে অল্পতেই সব ভুলে যায়। লঘু পাপ বলে কয়েক বছরের হাজতবাস—ব্যাস ধোয়া-তুলসীপাতা গঙ্গাজল।"

"তুমি না বলাতে যদি আরেকজন মারা যায়?"

এস্থার দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল। "তা হবে না।"

"তুমি নিশ্চিত?"

"হ্যাঁ, নিশ্চিত। তাছাড়া করবেটা কে?" এস্থার ভ্রূ কুঁচকালো। "যাকগে—এটা সত্যিই হয়তো লঘু পাপ। মানে মানসিক ভারসাম্যহীন হলেতো দায় পুরোপুরি থাকে না। তাছাড়া ও ওর পছন্দের লোকটার সঙ্গে গেলেই তো সব চুকে যায়।"

এস্থার ঘড়ি দেখে আঁতকে চিৎকার করে উঠে পড়ল। "যাই, পোশাকটা বদলে আসি।"

মিস মার্পল ভাবতে লাগলেন। এস্থার তাহলে মনে করে যে খুনী একজন নারী। মিস মার্পলের অদ্ভুত কথা শুনে সেরকমই মনে হল।

"আহ্, মিস মার্পল। কী করছেন একা একা? উলও তো বুনছেন না দেখছি।"

কথাটা বললেন ডঃ গ্রাহাম, যাকে তিনি বিকেল থেকে বৃথাই খুঁজছিলেন। মিস মার্পল ভাবলেন, উনি বেশীক্ষণ থাকবেন না, কারণ উনি পোশাক বদলাতে যাবেন, তাছাড়া নৈশাহার উনি তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেন। বৃদ্ধা বললেন তিনি দুপুরে মলির সঙ্গে ছিলেন।

"ও খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠল," বললেন মিস মার্পল।

"সেটা খুব আশ্চর্য নয়। ওষুধটা বেশী মাত্রায় যায়নি কিনা," বললেন ডঃ গ্রাহাম।

"আমার ধারণা ছিল ও প্রায় আধ-শিশি খেয়েছিল।"

ডঃ গ্রাহাম হেসে বললেন, "না, অতটা খায়নি। খেতে চেয়েছিল হয়তো, তবে বোধকরি শেষ মুহূর্তে অর্ধেকটা ফেলে দিয়েছিল। অনেকে আত্মহত্যা করতে গেলেও আসলে তা করতে চায় না। এটা ঠিক ঠকানো নয়। বলতে পারেন অবচেতন মনে আত্মরক্ষার এটা একটা উপায়।"

"অথবা, হয়তো এটা ইচ্ছাকৃত, মানে, দেখাতে চাওয়া যে"—বৃদ্ধা থামলেন।

"হতে পারে," বললেন ডঃ গ্রাহাম।

"যেমন ধরুণ ওর আর টিমের ঝগড়া হয়ে থাকলে—?"

"ওদের তেমন ঝগড়া হয় না, দুজনে দুজনকে খুব পছন্দ করে। তবে একবার তো হতেই পারে। না, মলির বিপদ আর নেই বলেই মনে হয়। ও এবার চলাফেরাও করতে পারবে' তবে দিন দুই যেমন আছে তেমন থাকলেই ভাল—"

ডাক্তার উঠে পড়ে হোটেলের দিকে চলে গেলেন। মিস মার্পল বসেই রইলেন। অনেক চিন্তা তাঁর মাথায় খেলতে থাকল—মলির গদীর তলার বইটা—মলির ঘুমের অভিনয়—জোয়ান প্রেসকট এবং এস্থার ওয়াল্টার্সের বলা কিছু কথা—আর গোড়াতে মেজর প্যালগ্রেভের কিছু কথা—

মেজর প্যালগ্রেভ সংক্রান্ত কোনো একটা কথা তিনি কিছুতেই মনে করতে পারছেন না,—পারলেই—

তেইশ ❑ শেষ দিন

প্রভাতে আর সাঁঝে ছিল শেষের সেদিন, আপনমনে আবৃত্তি করলেন মিস মার্পল। তারপর গুলিয়ে যাওয়ায় তিনি উঠে বসলেন। স্টীলব্যান্ড বাজাকালীন ঘুমিয়ে পরার অসাধ্য কাজটি তিনি করেছেন দেখে বুঝলেন জায়গাটাতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কোন উদ্ধৃতিটা যেন ভুল বলে ফেলেছিলেন তিনি—হ্যাঁ "শেষের সেদিন" নয়, কথাটা "প্রথম সেদিন"। তাই হওয়া উচিত।

তিনি সিধে হয়ে বসলেন। আসলে তিনি ক্লান্ত—বিশেষত ব্যর্থতার কারণেই। মলির সেই অপ্রীতিকর আধবোজা চোখের চাহনিটার কথা মনে পড়ল তাঁর। মেয়েটা কী ভাবছিল কে জানে। অথচ, ভাবলেন মিস মার্পল, টিম এবং মলি কেণ্ডালকে সুখী দম্পতি বলেই মনে হয়েছিল। হিলিংডনদের মনে হয়েছিল এক শান্ত সৌম্য দম্পতি। বহির্মুখী ডাইসনদের দেখে মনে হয়েছিল ওরা জীবনকে উপভোগ করছে। ক্যানন প্রেসকট আপাদমস্তক ভদ্রলোক; জোয়ান প্রেসকট গুজবপ্রিয় হলেও ভাল মহিলা—আর ভাল মহিলাদের স্বভাবই হল চাল আর ডাল পেলেই তাকে খিচুড়ি বলে চালিয়ে দেওয়া, এরা ক্ষতিকারক হয় না। মিঃ র‍্যাফিয়েল তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণে অবিস্মরণীয়। মিঃ র‍্যাফিয়েল সম্বন্ধে আরেকটা জিনিস বুঝেছিলেন তিনি। ডাক্তাররা অনেক দিন বলেছেন তাঁর দিন সীমিত—এবার বৃদ্ধ নিজেও সে বিষয়ে নিশ্চিত। সে ক্ষেত্রে উনি কি কোনো কিছু করে বসতে পারেন?

এটাই, মিস মার্পল মনে করলেন, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন। উনি একটা কথা বলার সময়ে একটু বেশি জোরে বলেছিলেন 'বেশী নিশ্চিত লেগেছিল'। বহুদিনের কণ্ঠস্বর বিশ্লেষণের অভ্যাসের দরুণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কথাটা মিথ্যে। কিন্তু কোন কথাটা?

মিস মার্পল চারপাশে তাকালেন। রাতের নির্মল হাওয়া, ফুলের মিষ্টি-গন্ধ, আলোকিত টেবিল, মনোহর পোশাকে সুন্দরী নারীরা—ইভলিন গাঢ় নীল আর সাদা ছোপের জামা পরে, লাকির পরণে সাদা জামা তার সোনালী চুল যেন জ্বলছিল। সবাইকে খুব প্রাণবন্ত লাগছিল। এমনকি টিম কেণ্ডালও হাসছিল। সে নিজে এসে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে গেছিল মলি তার পরের দিন থেকেই স্বাভাবিক কাজকর্ম করবে।

কথাটা শুনে মিস মার্পল যে হাসিটা হেসেছিলেন সেটা জোর করে হাসা। তিনি বড় পরিশ্রান্ত ছিলেন. । তিনি উঠে তাঁর বাংলোর দিকে গেলেন। ভাবনাচিন্তা করতে পারলে তিনি খুশিই হতেন। কিন্তু তিনি আর পারছিলেন না। তাঁর ক্লান্ত মন তখন ঘুমোতে চাইছিল অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে।

মিস মার্পল জামাকাপড় বদলে খাটে শুয়ে কিছুক্ষণ টমাস সা কেম্পিসের কাব্য পড়ে আলো নিভিয়ে দিলেন। তিনি প্রার্থনা করতে লাগলেন। সত্যিই সব কাজ একা করা যায় না। সাহায্য প্রয়োজন হবেই। "আশা করি আজ রাতে কিছু ঘটবে না," মৃদুস্বরে বললেন তিনি।

॥ ২ ॥

হঠাৎই ঘুম ভেঙে যাওয়ায় মিস মার্পল উঠে বসলেন। আলো জ্বেলে খাটের পাশের ঘড়িতে দেখলেন দুটো বাজে। কিন্তু রাত দুটোতেও বাংলোর বাইরে যেন ব্যস্ততার আওয়াজ পাওয়া

যাচ্ছে। ভঠে ড্রেসিং গাউন আর চটি পড়ে মাথায় উলের স্কার্ফ জড়িয়ে তিনি বেরোলেন। দেখলেন টর্চ হাতে অনেকে ঘোরাঘুরি করছে—তাদেব মধ্যে রয়েছেন ক্যানন প্রেসকট।

"কী হয়েছে?" জানতে চাইলেন মিস মার্পল।

"ওহ্, মিস মার্পল। আমরা মলি কেণ্ডালকে খুঁজছি। ওঁর স্বামী ঘুম থেকে উঠে দেখেন বিছানা শূন্য, এবং মলি বাড়িতে নেই।"

পাদ্রী দ্রুত পাযে এগিয়ে গেলেন। মিস মার্পল ধীর পাযে তাঁকে অনুসরণ করলেন। কোথায় গেল মলি? কেন? পাহারা একটু শিথিল হলেই, এবং স্বামী ঘুমিয়ে থাকাকালীন পালানোর পরিকল্পনাই কি সে করেছিল? মিস মার্পল ভাবলেন, হতে পারে। কিন্তু কেন? তবে কি এস্থারের সন্দেহ মতো কোনো দ্বিতীয় পুরুষ আছে। সে কে? নাকি আরও ভয়ঙ্কর কোনো কারণ আছে?

চারপাশের ঝোপঝাড়ের দিকে তাকিয়ে চলাকালীন মিস মার্পল শুনতে পেলেন একটা ক্ষীণ স্বর—এখানে...এদিকে."

গলাটা হোটেলের অনেকটা দূর থেকেই এসেছিল। তিনি অনুমান কবলেন খাঁড়িটা যেখানে সমুদ্রে মিলেছে সেখানেই তার উৎস। তিনি দ্রুত পাযে সেদিকে চললেন। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয়েছিল অনুসন্ধানকারীরা সংখ্যায তাব অনেক কম। অধিকাংশ লোকই তখনো নিদ্রিত। তিনি ভিড়ের দিকেই যাচ্ছিলেন, তাঁকে প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়ে ছুটে সেদিকে চলে গেল টিম কেণ্ডাল। দু-এক মিনিট পরেই তিনি টিমেব আর্ত চিৎকার শুনলেন ঃ

"মলি—হা ঈশ্বব, মলি।"

একটু পরেই মিস মার্পল অকুস্থলে পৌঁছে গেলেন। সেখানে উপস্থিত ছিল একজন কিউবান ওয়েটার, ইভলিন হিলিংডন, ও দুটি স্থানীয় মেয়ে। মিস মার্পল দেখলেন টিম ঝুঁকে পড়ে দেখছে।

"মলি..." টিম হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। মলি খাঁড়িতে পড়ে ছিল, মুখটা জলেব তলায়, সোনালী চুলগুলো গায়ের সবুজ শালটার উপরে অবিনাস্ত। ঝরা পাতা আব খাঁড়িতে জলোচ্ছ্বাস—সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল যেন হ্যামলেট নাটকে ওফেলিয়াব মৃত্যুদৃশ্য..

টিম হাত বাড়িয়ে মলিকে ধরতে যেতেই মিস মার্পল কড়া সুরে নির্দেশ দিলেন "ওকে ধরবেন না, মিঃ কেণ্ডাল। ওকে কিছুতেই নাড়ানো হবে না।"

টিম বিভ্রান্ত মুখে তাঁর দিকে তাকাল। "কিন্তু—মলিকে—আমি—"

ইভলিন ওর কাঁধে হাত রাখল। "ও মৃত, টিম। আমি ওব নাড়ীটা দেখেছি।"

"মৃত? মারা গেছে? মানে বলছ—ও জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে?" অবিশ্বাস ঝরে পড়ল টিমের কথায।

"হ্যাঁ, সেরকমই মনে হচ্ছে।"

"কিন্তু কেন?" চিৎকার করে উঠল টিম। "কেন? আজ সকালেই ওকে খুব খুশি দেখাচ্ছিল। কাল কী করা হবে সে পরিকল্পনা করল। কেন ওকে আবার ওই মৃত্যুর ইচ্ছা পেয়ে বসল? কেন এভাবে লুকিয়ে এসে জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে হল? কী দুঃখ ছিল ওর—আমাকে কিছু বলল না কেন?"

"জানি না," বলল ইভলিন। "সত্যিই জানি না।"

"কেউ ডঃ গ্রাহামকে খবর দিন, আর পুলিশে ফোন করে জানান"—বললেন মিস মার্পল।

"পুলিশ কেন?" টিম কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, "তারা কী করবে?"

"আত্মহত্যা হলে পুলিশকে জানাতে হয়," বললেন মিস মার্পল।

টিম উঠে দাঁড়াল। "ডঃ গ্রাহামকে আমি ডাকছি। এখনও যদি কিছু করা যায়।" সে হোটেলের দিকে হোঁচট খেতে খেতে চলে গেল।

ইভলিন বলল, "দেরী হয়ে গেছে। দেহ ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। অন্তত এক ঘণ্টা হল মারা গেছে। কি দুঃখের ব্যাপার। ও মনে হয় সবসময়ই একটু ভারসাম্যহীন ছিল।"

"না," বললেন মিস মার্পল, "ও ভারসাম্যহীন ছিল না।"

"এ আপনি কী বলছেন?"

এমন সময়ে চাঁদের আলোতে মলির চুল যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তাই দেখে মিস মার্পল অস্ফুটস্বরে চিৎকার করে হাত বাড়িয়ে মলির মাথায় হাত দিলেন। তারপর ইভলিনকে বললেন "একটু যাচাই করা দরকার।"

"সেকি? আপনিই তো কিছু ধরতে বারণ করলেন।"

"হ্যাঁ, কিন্তু এখনো তো চাঁদ ওঠেনি। দেখতে পাইনি যে—" বলে তিনি চুলগুলো সরিয়ে দিলেন যাতে ডগাটা দেখা যায়।

ইভলিন চিৎকার করে উঠল, "এতো লাকি! মলি নয় লাকি।"

"হ্যাঁ, "বললেন মিস মার্পল। "ওদের দুজনের চুলের রঙ এক ছিল, কিন্তু লাকিরটা রঙ করা, তাই ডগাটা গাঢ় ছিল।"

"কিন্তু ওযে মলির চাদর গায়ে দিয়ে রয়েছে।"

"চাদরটা ওর পছন্দ ছিল। বলেছিল ওরকম একটা কিনবে। দেখা যাচ্ছে ও কিনেছিল।"

মিস মার্পল ইভলিনের দিকে তাকালেন। "ওর স্বামীকে জানাতে হবে।"

একটু চুপ করে থেকে ইভলিন বলল, "বেশ। কাজটা আমিই করব।"

ইভলিন চলে যেতেই বৃদ্ধা একটু পাশ ফিরে বললেন, "বলুন, কর্ণেল হিলিংডন।"

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এডওয়ার্ড। "আপনি জানতেন আমি ওখানে ছিলাম।"

"আপনার ছায়া পড়েছিল।"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে এডওয়ার্ড বলল, "যাক, বাড়াবাড়ির শেষ হল।"

"এই মৃত্যুতে আপনাকে খুশি মনে হচ্ছে?"

"অবাক হলেন? না। অস্বীকার করব না, আমি খুশি।"

"মৃত্যু অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয়।"

এডওয়ার্ড ও মিস মার্পল ঠাণ্ডা চোখে পরস্পরের দিকে তাকালেন, এডওয়ার্ড কয়েক পা এগিয়ে রুক্ষস্বরে বলল, "আপনি কি মনে করেন—"

"মিঃ ডাইসনকে নিয়ে আপনার স্ত্রী এখনি এসে পড়বেন; মিঃ কেণ্ডালও ডঃ গ্রাহামকে নিয়ে এসে পড়বেন এখনই।"

এডওয়ার্ড শান্ত হয়ে মৃতদেহটার দিকে ফিরে তাকাল।

মিস মার্পল চট করে তাঁর বাংলোর দিকে রওনা দিলেন। বাংলোর ঠিক আগে যেখানে মেজর তাঁকে ছবিটা দেখাতে যাচ্ছিলেন। সেখানে তিনি থেমে গেলেন। তাঁর মনে পড়ল মেজর

কী ভাবে তাকিয়েছিলেন। তাঁর মুখটা লাল হয়ে গেছিল। তাঁর চোখ—সিনিয়রা দ্য কাস্‌পিয়ারোর ভাষায় "শয়তানের চোখ"। শয়তানের চোখ—চোখ..

চব্বিশ ❑ নেমেসিস

রাতের ওই হইচই মিঃ র‍্যাফিয়েলের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটায়নি। তাই যখন তাঁকে ঝাঁকিয়ে তোলা হল তখন তিনি ঘুমোচ্ছিলেন।

"অ্যাঁ—চুলোয় যাক—কী হচ্ছে?"

"এটা আমি," বললেন মিস মার্পল। যদিও গ্রীকরা একটা যথোপযুক্ত নাম ব্যবহার করত। নেমেসিস—প্রতিকারের দেবী।"

মিঃ র‍্যাফিয়েল যতদূর পারলেন উঠে বসে বৃদ্ধাকে দেখলেন—তাঁকে আদৌ নেমেসিস বলে মনে হচ্ছিল না।

"তাহলে, আপনি হলেন নেমেসিস?"

"আপনার সাহায্য পেলে হয়ে যাব।"

"কী বলতে চান খুলে বলুন।"

"জলদি কাজ করতে হবে। খুব বড় একটা বোকামি করেছি। আমার আগে থেকেই বোঝা উচিত ছিল—ব্যাপারটা এত সহজ।"

"সহজ? কিসের কথা বলছেন?"

"আপনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন। একটা লাশ পাওয়া গেছে। সবাই ভেবেছিলাম ওটা মলি কেণ্ডাল। পরে জানা গেল ওটা লাকি। ডুবে মারা গেছে।"

"লাকি, অ্যাঁ? ডুবে মরেছে? খাঁড়িতে? তা ডুবেছে, না ডুবিয়ে মারা হয়েছে?"

"মারা হয়েছে।"

"বুঝলাম। মানে তাই মনে হয়। তাই বলছেন তো—যে গ্রেগ ডাইসন সবসময়েই প্রথম সন্দেহভাজন ছিল, আর দেখা গেল সেটাই ঠিক। তাই ভাবছেন তো? আর ভাবছেন পালিয়ে না যায় লোকটা।"

মিস মার্পল গভীর শ্বাস নিলেন। "মিঃ র‍্যাফিয়েল, একটা খুন রুখতে হবে।"

"এই যে বললেন একটা খুন হয়েছে।"

"সেটা ভুলবশতঃ হয়েছে। আরেকটা যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে। সময় নষ্ট করার উপায় নেই। এখনি যেতে হবে।"

"আপনার পক্ষে বলা সহজ। আমি করবটা কী? আপনি প্রায় একশ বছরের বৃদ্ধা, আর আমি জড়ভরত।"

"আমি জ্যাকসনের কথা বলছিলাম। ও আপনার আদেশ মানবে তো?"

"উপরি রোজগার হলে আলবাৎ মানবে। ওকে ডাকব?"

"হ্যাঁ। আমার সঙ্গে আসতে বলুন, আর আমার কথামতো কাজ করতে বলুন।"

"বেশ। বোধহয় জীবনের সব থেকে বড় ঝুঁকি নিচ্ছি, তবে প্রথমবার নয়।" মিঃ র‍্যাফিয়েল

জ্যাকসনের নাম ধরে ডেকে বৈদ্যুতিক বেলটাও বাজালেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জ্যাকসন পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

"ডাকলেন, স্যর?" তারপর বৃদ্ধাকে দেখে বলল, "কী ব্যাপার?"

"শোনো জ্যাকসন। তুমি মিস মার্পলের সঙ্গে যাবে, ওঁর কথামতো কাজ করবে। যা বলবেন তাই শুনবে। বুঝেছ?"

"আমি—"

"বুঝেছ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"তাতে লাভ বই ক্ষতি হবে না। আমি পুষিয়ে দেব।"

"ধন্যবাদ স্যার।"

"আসুন মিঃ জ্যাকসন"। বলে মিস মার্পল মিঃ র‍্যাফিয়েলকে বললেন, "যাওয়ার পথে এস্থারকে বলছি আপনাকে নিয়ে যেতে।"

"কোথায় নিয়ে যেতে?"

"কেণ্ডালদের বাংলোতে। মলি ওখানেই ফিরবে মনে হয়।"

॥ ২ ॥

মলি সমুদ্রের দিক থেকে আসছিল। শূণ্য দৃষ্টি নিয়ে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বারান্দায় উঠে, একটু থেমে শোবার ঘরে ঢুকে গেল। আলো জ্বললেও ঘর খালি ছিল। মলি খাটে বসে কপালে হাত দিয়ে ভ্রু কুঁচকালো। তারপর চারদিকে তাকিয়ে গদীর তলা থেকে বইটা বের করে একটা বিশেষ পাতা পড়তে লাগল। হঠাৎ বাইরে দৌড়নোর শব্দে আবার বইটা পিছনে লুকিয়ে ফেলল মলি।

হাঁপাতে হাঁপাতে টিম ঢুকে মলিকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

"বাঁচলাম। কোথায় ছিলে মলি। আমরা খুঁজে খুঁজে হয়রান।"

"আমি খাঁড়িতে গিয়েছিলাম।"

"তুমি খাঁড়িতে—" টিম থেমে গেল।

"হ্যাঁ গিয়েছিলাম। কিন্তু থাকতে পারিনি। ওখানে এক মহিলা মরে পড়ে ছিল।"

"মানে—জান, আমি ভেবেছিলাম ওটা তুমি। পরে জানলাম ওটা লাকি।"

"টিম আমি ওকে মারিনি, সত্যি বলছি। আমি নিশ্চিত। তাহলে তো আমার মনে পড়ত তাই না—?"

টিম খাটে বসে পড়ল। "তুমি নিশ্চিত জান—? না। অবশ্যই তুমি মারোনি।" তারপর চেঁচিয়ে বলল, "একদম ওরকম ভাববে না। লাকি জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। হিলিংডন ওকে ত্যাগ করেছিল, তাই।"

"লাকি আত্মহত্যা করার মতো মেয়ে নয়। তবে আমি করিনি, শপথ করে বলছি।"

"সোনা, জানি তো, তুমি করোনি।" টিম মলিকে জড়িয়ে ধরতে গেল কিন্তু মলি সরে

গেল।

"একটা কালো ছায়া আমাকে গ্রাস করছে," চেঁচিয়ে উঠল মলি। "আমি আর পারছি না।"

"চুপ কর, মলি, থামো।" টিম বাথরুমে গিয়ে গ্লাসে পানীয় নিয়ে ফিরল। "এটা খেয়ে নাও, শান্ত হতে সাহায্য করবে।"

"না, কিছু খেতে পারব না। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ সোনা, দিব্যি পারবে।" টিম মলিকে জড়িয়ে ধরে তার মুখের কাছে গ্লাসটা নিয়ে গেল। "নাও সোনা, খেয়ে নাও।"

জানলার কাছে মিস মার্পলের গলা শোনা গেল। "জ্যাকসন, গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে ওটা ধরে থাকুন। সাবধান—ওর গায়ে জোর আছে, এবং ও বেপরোয়া।"

জ্যাকসন আদেশ পালনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, তাছাড়া ওর মনিব ওকে পুষিয়ে দেবে বলেছে—আর অর্থের লোভ জ্যাকসনের ভালই। আর ওর গায়ে জোরও নেহাৎ কম নয়। সে চকিতে ঘরে ঢুকে টিমের হাত মুচড়ে গ্লাসটা কেড়ে নিল। অন্যহাতে সে টিমকে জাপটে ধরল। টিম প্রবল চেষ্টা করল মুক্ত হওয়ার। কিন্তু জ্যাকসনের আলিঙ্গন বড়ই কঠিন।

"কী হচ্ছেটা কি? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে। পাগল হয়ে গেলে নাকি?"

"ধরে থাক ওকে," বললেন মিস মার্পল।

"কী হল? কী ব্যাপার", এস্থারের কাঁধে ভর দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে জানতে চাইলেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"কী ব্যাপার জানতে চান?" চেঁচিয়ে উঠল টিম। "আপনার অনুচর উন্মাদ হয়ে গেছে—এই হল ব্যাপার। আমাকে ছাড়তে বলুন।"

মিঃ র‍্যাফিয়েল মিস মার্পলের দিকে ফিরলেন। "নেমেসিস, আপনি বলুন।"

"আমি মূর্খামি করেছি, কিন্তু আর নয়," বললেন মিস মার্পল। "ওই পানীয়টা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বাজি ফেলছি—হ্যাঁ, বাজি ফেলছি যে ওতে নেশার ওষুধের কোনো প্রাণঘাতী ডোজ আছে। পুরো ব্যাপারটা মেজরের গল্পের ছকে ফেলে দেখুন—বিষাদগ্রস্ত স্ত্রী, আত্মহত্যায় সচেষ্ট, স্বামী প্রাণ বাঁচায়—কিন্তু দ্বিতীয় বারে মহিলা সফল হয়। হ্যাঁ—এটাই ঠিক ছক। মেজর গল্পটা বলে ছবিটা বার করে মুখ তুলে—"

"আপনার ডান কাঁধের ওপর দিয়ে দেখেন—"যোগ দিলেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"না," মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ "আমার ডান কাঁধের ওপর দিয়ে কিছু দেখেন নি উনি।"

" সে কি? তবে, আমাকে যে বললেন—"

"ভুল বলেছিলাম— বোকার মতো। কারণ ওঁর বাঁ চোখের দৃষ্টি ছিল আমার ডান কাঁধের ওপর—কিন্তু সে চোখে উনি দেখতে পেতেন না কারণ সেটা ছিল কাচের।"

"ঠিক কথা—ভুলেই গিয়েছিলাম। তাহলে উনি কাউকে দেখেননি?"

"অবশ্যই দেখেছিলেন, তবে সেটা ডান চোখ দিয়ে, অর্থাৎ আমার বাঁদিকে।"

"আপনার বাঁদিকে কেউ ছিল না কি?"

"ছিল। অদূরেই বসে ছিল সস্ত্রীক টিম কেণ্ডাল। হিবিস্কাস ঝোপের ধারে বসে হিসেব করছিল।

অর্থাৎ মেজর মুখ তুলে আমার পিছনে বাঁদিকে হিবিস্কাস ঝোপের ধারের ছবির সেই মুখটাই দেখেন, অবশ্য তাতে বয়সের ছাপ পড়েছিল। টিম গল্পটা শুনতে পায় এবং বুঝতে পারে মেজর ওকে চিনতে পেরেছে—তাই ওঁকে খুন করে সে। পরে ভিক্টোরিয়াকেও খুন করে টিম কারণ সে টিমকে মেজরের ঘরে ওষুধের শিশি রাখতে দেখে ফেলেছিল। মেয়েটা প্রথমে ভেবেছিল টিম হয়তো শিশিটা ফেরত দিতে যায়, কিন্তু পরে ওর সন্দেহ হয়—তাই ওকে সরে যেতে হয়। তবে আসলে এই খুনটারই ফন্দী আঁটছিল ও।"

"কী আবোল তাবোল বকছেন," প্রতিবাদ করে উঠল টিম।

হঠাৎ রাগতস্বরে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল। এস্থার ঝাঁপিয়ে পড়ল জ্যাকসনের ওপর। "ওকে যেতে দাও, যেতে দাও। এটা হতে পারে না। একবর্ণও সত্যি নয়। টিম, টিম সোনা—এ হতে পারে না। তুমি কাউকে খুন করতে পারো না। আমি জানি তুমি পারো না। তোমার ওই হতচ্ছাড়ি স্ত্রী—ওই তোমার নামে এসব রটিয়েছে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি—" এস্থারের কণ্ঠে অসহায় ব্যাকুলতা ঝরে পড়ছে।

টিম কেণ্ডাল আর স্থির থাকতে পারল না। "ঈশ্বরের দোহাই—শয়তান কুত্তা। চুপ কর। আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে চাও? মুখ বন্ধ কর।"

"বেচারি," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল—"ব্যাপার তাহলে এই?"

পঁচিশ ❑ কল্পনার দ্বারস্থ হলেন মিস মার্পল

মিঃ র‍্যাফিয়েল নিভৃতে মিস মার্পলের সঙ্গে আলাপচারিতা করছিলেন।

"তাহলে টিম কেণ্ডালের সঙ্গে ওর প্রেমলীলা চলছিল?"

"মনে হয় না," বললেন বৃদ্ধা। "একটা রোম্যান্টিক সম্পর্কমাত্র, হয়তো ভবিষ্যতে বিয়ের প্রতিশ্রুতিও ছিল।"

"মানে—ওর স্ত্রীর মৃত্যুর পরে?"

"এস্থার বোধহয় সেটা জানত না। টিম ওকে মলির জীবনে অন্য এক পুরুষের গল্প বলেছিল। এস্থার ভেবেছিল টিম ডিভোর্স পেয়ে যাবে। মেয়েটা সত্যিই টিমকে ভালবেসেছিল।"

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু টিম না হয় সুদর্শন, এস্থারের মধ্যে টিম কী দেখেছিল?"

"সেটা তো আপনি জানেন। তাই না?" বললেন বৃদ্ধা।

"মনে হয় জানি। কিন্তু সেটা আপনিই বা জানবেন কোত্থেকে আর টিম কেণ্ডালই বা জানবে কোত্থেকে? আপনি যখন এতটাই বুঝেছেন, তখন বাকিটাও বলুন।"

"বেশ, তবে আমাকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হচ্ছে—সেদিক থেকে আপনি বললেই ভাল হতো। যাকগে—জ্যাকসন বোধহয় আপনার কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতো। ও বোধহয় সেই সুবাদে আপনার উইলটা পড়ে ফেলে।"

"হতে পারে। এক কপি উইল সঙ্গে এনেছি বটে।"

"আপনি একদিন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিলেন যে এস্থার আর জ্যাকসন যে কানাকড়িও

পাবে না আপনার মৃত্যুর পরে সেটা আপনি ওদের জানিয়ে দিয়েছেন। কথাটা জ্যাকসনের ক্ষেত্রে ঠিকই, কিন্তু এস্থারের ক্ষেত্রে নয়। তাই না। যদিও এস্থার ঘুণাক্ষরেও টের পেতো না।'

"হ্যাঁ। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?"

"আপনি ওই কথাটায় একটু বেশী জোর দিয়েছিলেন। এটা মিথ্যে কথার লক্ষণ।"

"হার মানছি। হ্যাঁ, এস্থার পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পাবে। তাহলে টিম কেণ্ডাল এটা জানতে পারে এবং মলিকে মেরে এস্থারকে বিয়ের কথা ভাবে, যাতে পরে তাকেও মেরে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পেতে পারে। কিন্তু টিম জানল কীকরে যে এস্থার অর্থ পাবে।"

"জ্যাকসন বলেছিল। টিম কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই জ্যাকসনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল, এবং কথায় কথায় হয়তো জ্যাকসন বলেছিল ও এস্থারকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক কারণ এস্থারের ভালই অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে।"

"আপনার কল্পনাশক্তি খুব বাস্তবানুরাগী," বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"আমি কিন্তু কয়েকটা বড় ভুল করেছিলাম। ব্যাপাবটা কিন্তু আদৌ জটিল ছিল না। টিম কেণ্ডাল অজস্র গুজব ছড়িয়েছিল—যেমন মলির একজন বদমায়েশকে বিয়ে করতে চাওয়া। আমার মনে হয় লোকটা টিম স্বয়ং। হয়তো মলির বাড়ির লোকেরা ওর কুখ্যাতি শুনেছিল, তাই ওকে দেখতে চায়। ও রেগে যাওয়ার ভান করে, এবং পরে একটা ফন্দী আঁটে যাতে মলিও বাজি হয়ে যায় খুব মজা হবে ভেবে। সেই ফন্দীমতো মিঃ টিম কেণ্ডাল এসে উপস্থিত হয়। মলির বাবা-মায়েব পরিচিত কয়েকজনেব কথা বলে ওদেব হৃদয় জয় করে নেয়। মলি আব টিম দুজনেই, বাজি ফেলবে এতে দারুণ মজা পায়। যাকগে, বিয়েতে পাওয়া টাকা দিয়ে ওরা এখানে চলে আসে—এবং এস্থারকে দেখে টিমের আরও টাকা পাবার সাধ হয়।"

"আমাকে মারল না কেন?" জানতে চাইলেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"বোধহয় ও এস্থারকে বাজিয়ে নিতে চাইছিল। তাছাড়া—" একটু থামলেন মিস মার্পল।

"ও আন্দাজ করেছিল আমার দিন সীমিত, তাই তো? আর আমার মৃত্যুটা স্বাভাবিক হওযাই বাঞ্ছনীয়, তাই তো? ধনকুবেরদের মৃত্যু স্ত্রীদেব মৃত্যুর থেকে বেশী নজর কাড়ে।"

"ঠিক বলেছেন। টিম আবও মিথ্যে কথা বলেছে। যেমন মলির মনেও গেঁথে দিয়েছে যে ও মনোরোগী—ওই মনোবোগ সম্বন্ধিত বইটা ওর হাতে দিয়ে। তাছাড়া ও দিবাস্বপ্ন বা অলীক স্বপ্ন যাতে দেখে সে জন্য ওকে ড্রাগ দিত টিম। আপনার জ্যাকসন বোধহয় এটা আন্দাজ করেছিল—তাই ও সেদিন মলির প্রসাধন সামগ্রী দেখতে গিয়েছিল। মুখের ক্রীমে বেলাডোনা ঘষলে ওরকম হতে পারে। এগুলো বোধহয় ওর মেজর প্যালগ্রেভের গল্প থেকে মাথায় এসেছিল।"

"মেজর প্যালগ্রেভ!" বললেন মিঃ র‍্যাফিয়েল, "ধন্যি লোক।"

"বেচারা, উনি নিজের দোষে খুন হলেন, এবং একটা সরল স্থানীয় মেয়ের মৃত্যুর কারণ ঘটালেন। তবে উনি খুনীকে ঠিক চিনেছিলেন।"

"মেজবের কাঁচের চোখের কথা কিসে মনে পড়েছিল আপনার?"

"সিনিয়রা দ্য কাস্পিয়ারোর একটা কথায়—যে, মেজর ট্যারা হওয়ায় তাঁর চোখদুটো শয়তানের চোখ বলে মনে হয়। গতকাল লাকির মৃত্যুর পরে কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে যায়।"

"টিম কেণ্ডাল ভুল লোককে মারল কেন?"

"দুর্ভাগ্য। ও সবাইকে বুঝিয়েছিল যে মলি অপ্রকৃতিস্থ। সে রাতে মলিকে আরেক ডোজ ড্রাগ দিয়ে ও বলেছিল সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ওরা খাঁড়ির কাছে একসঙ্গে বসে খুনের কিনারা করে ফেলবে। ও বলেছিল ও বুঝতে পেরেছে খুনী কে, ও তাকে ফাঁদে ফেলবে। মলি সেখানে যায় ঠিকই, কিন্তু নেশাচ্ছন্ন থাকায় আস্তে আস্তে যায়। ফলে টিম আগে পৌঁছয়, এবং সবুজ শাল ও সোনালী চুল দেখে লাকিকে মলি ভেবে পিছন থেকে মুখ চেপে ধরে জলে শ্বাসরোধ করে খুন করে।"

"খাসা। কিন্তু একটু বেশী মাত্রায় ড্রাগ দিলেই তো চুকে যেত।"

"হ্যাঁ, কিন্তু তাতে সন্দেহ হতো, কারণ মনে রাখবেন মলির হাতের নাগালের বাইরে সব ওষুধ সরিয়ে ফেলা হয়। তাই মলি আরও ওষুধ সে পেয়ে থাকে, তাহলে তার স্বামীকেই তো সবাই সন্দেহ করবে। তাছাড়া স্বামী ঘুমন্ত থাকাকালীন অবসাদে আচ্ছন্ন স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে—এর থেকে রোম্যান্টিক আর কী হতে পারে। তাছাড়া, খুনীরা জটিলতা ভালবাসে।"

"আপনার দেখছি ধারণা যে আপনি খুনীদের সম্বন্ধে যা জানার সব জানেন! তা আপনি বিশ্বাস করেন যে টিম জানত না ও ভুল নারীকে খুন করেছে?"

"ও লাকির মুখের দিকে তাকায়নি। তড়িঘড়ি ফিরে গিয়ে একঘণ্টা বাদে ওকে খুঁজতে থাকে দিশেহারা স্বামীর ভূমিকায়।"

"তা তো হল, কিন্তু মাঝরাতে খাঁড়িতে লাকি কী করছিল?"

মিস মার্পল একটু কেশে নিলেন। "ও বোধহয় কারো জন্য অপেক্ষা করছিল।"

"এডওয়ার্ড হিলিংডন?"

"না, ওটা চুকে গেছিল। আমার মনে হয় জ্যাকসনের জন্য।"

"জ্যাকসনের জন্য?"

"আমি ওকে মাঝেমধ্যে জ্যাকসনের দিকে তাকাতে দেখেছি।" মিঃ র‍্যাফিয়েল শিস দিয়ে উঠলেন।

"সাবাস রোমিও। টিম যখন জানতে পারল ও ভুল করেছে তখন নির্ঘাৎ শক খেয়েছিল।"

"হ্যাঁ। ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। একদিকে মলি, জীবিত এবং অক্ষত। মনোরোগ চিকিৎসককে দেখালে ওর আষাঢ়ে গল্প ধোপে টিকত না। আর মলিকে যে খাঁড়িতে যেতে বলেছিল টিম সেটা জানাজানি হয়ে গেলে ওর মুস্কিল হতো। তাই মলিকে জলদি মেরে ফেলাই ওর একমাত্র বাঁচার উপায় ছিল। সেক্ষেত্রে লোকে ভাবত ও ঘোরের মধ্যে লাকিকে হত্যা করে আতঙ্কে আত্মহত্যা করেছে।"

"আর ঠিক তখনই আপনি নেমেসিসের ভূমিকায় হাজির হলেন, তাই তো?" বলে মিঃ র‍্যাফিয়েল অট্টহাস্য করে উঠলেন।

"ওফ্—সে রাতে গোলাপী কমফর্টারে যা হাস্যকর দেখাচ্ছিল তা যদি জানতেন তাহলে নিজেকে নেমেসিস বলে চালাতেন না। ও দৃশ্য আমি জীবনে ভুলব না।"

পরিশিষ্ট

মিস মার্পল বিমানবন্দরে তাঁর বিমানের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অনেকে তাঁকে বিদায় জানিয়ে গেছে। হিলিংডনরা আগেই ফিরে গেছে। গ্রেগরী ডাইসন অন্য আরেকটি দ্বীপে চলে গেছে। গুজবে বলে এবার তার লক্ষ এক আর্জেন্টিনীয় বিধবা মহিলা। সিনিয়রা দ্য কাসপিয়ারো দক্ষিণ আমেরিকায় ফিরে গেছিলেন।

বিদায় জানাতে মলিও এসেছে। ওকে একটু ফ্যাকাশে দেখালেও ধাক্কাটা সে খুব সাহসের সঙ্গেই নিয়েছে। সে তখন মিঃ র‍্যাফিয়েলের এক বিশ্বস্ত সহযোগীর সাহায্যে হোটেল চালাচ্ছিল—লোকটিকে মিঃ র‍্যাফিয়েল তার করে ইংল্যান্ড থেকে আনিয়েছিল।

"ব্যস্ত থাকাই তোমার পক্ষে ভাল," বলেছিলেন মিঃ র‍্যাফিয়েল।

"ভাবনাচিন্তা করতে হবে না। হোটেলটা দারুণ।"

"খুনের কিনারা হলেই লোকে আর সেটাকে অপছন্দ করে না," বলেছিলেন মিঃ র‍্যাফিয়েল। "তুমি নিশ্চিন্তে এগিয়ে চল। একটা খারাপ লোক দেখেছ বলে সবাইকে অবিশ্বাস কোরোনা।"

"আপনার কথাটা ঠিক মিস মার্পলের মতোই শোনালো। উনি বলেছেন সঠিক লোক একদিন না একদিন পেয়ে যাব।"

শুনে মিঃ র‍্যাফিয়েল ঈষৎ হেসেছিলেন।

মলির সঙ্গে ছিলেন প্রেসকটরা, মিঃ র‍্যাফিয়েল আর এস্থার—এস্থারের মুখে বয়সের আর বিষাদের ছাপ, মিঃ র‍্যাফিয়েলও তার প্রতি প্রায়শই অতিরিক্ত সদয় হয়ে গেছেন। জ্যাকসনও এসেছিল, সে তখন মিস মার্পলের মালপত্র পাহারা দিচ্ছিল। ওর মুখের হাসি জানান দিচ্ছিল যে সদ্য কিছু অর্থাগম হয়েছে।

প্লেন এসে পৌঁছল। এখানে অত কড়াকড়ি নেই যেমনটা অন্য বিমানবন্দরে থাকে। চ্যানেল-৮ বা চ্যানেল-৯ গিয়ে দাঁড়াবার কোনো ব্যাপার নেই। প্যাভিলিয়ন থেকে হেঁটে বিমানে গিয়ে উঠলেই হোলো।

"বিদায়, মিস মার্পল," বলে মলি চুমু খেল।

"বিদায়। একবার আমাদের ওখানে ঘুরে যাবেন," উষ্ণভাবে করমর্দন করে বললেন মিস প্রেসকট।

"আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা খুব আনন্দের। আমার বোনের নিমন্ত্রনটা কিন্তু আমাদের দুজনের তরফেই," বললেন পাদ্রী প্রেসকট।

"বিদায়, ম্যাডাম।" বলল জ্যাকসন। "বিনামূল্যে ম্যাসাজ দরকার হলে জানিয়ে দেবেন, অ্যাপয়েন্ট করে ম্যাসাজ করে দিয়ে আসব।"

শুধু এস্থারই বিদায়ের সময়ে একটু দূরে ছিল। মিস মার্পল ওকে আর বিব্রত করলেন না। সবশেষে মিঃ র‍্যাফিয়েল তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন।

"আভে সীজার", লাতিন ভাষায় বললেন বৃদ্ধ, "যারা মৃত্যুপথযাত্রী নয় তারা আপনাকে সেলাম জানাচ্ছে।"

"মাফ করবেন," বললেন মিস মার্পল। "আমি লাতিন জানি না।"

"কিন্তু কি বললাম আন্দাজ করতে পেরেছেন তো।"

"হ্যাঁ।" মিস মার্পল সত্যিই বুঝেছিলেন।

"আপনাদের সবার সঙ্গে আলাপ হওয়াটা আনন্দের ছিল," বলে তিনি টারম্যাকটা হেঁটে পার হয়ে বিমানে উঠে গেলেন।

অনুবাদ ✍ কিংশুক চট্টোপাধ্যায়

মিস মার্পল টেলস এ স্টোরি

সে আজ বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা, রীতিমত রহস্যজনক। প্রিয় বাছারা, রেমণ্ড আর জন, হ্যাঁ জন তোমাকে সেই ঘটনার কথা আমার মনে হয় না এর আগে কখনো বলেছি। সে যাইহোক, আমি ব্যর্থ হতে চাইনি। অবশ্যই আমি জানি, তোমাদের মতো যুবকদের তুলনায় আমি আদৌ বুদ্ধিমতি নই। অখুশী যুবক যুবতীদের সম্পর্কে রেমণ্ডের লেখা সেই সব অত্যন্ত আধুনিক বই, আর জনের আঁকা সমাজের উল্লেখযোগ্য গণ্যমান্য লোকের সেই সব ছবিগুলোর কথা কি ভোলা যায় বাছা! খুবই বুদ্ধিমান তোমরা, কিন্তু সব সময় রেমণ্ড বলে থাকে (যথেষ্ট দয়া করে, কারণ সে আমার সব থেকে প্রিয় ভাইপো), আমি নাকি একজন অকর্মণ্য ভিক্টোরিয়ান। মিঃ আলমা ট্যাডেমা আর মিঃ ফ্রেডেরিক লেটনের প্রশংসা আমি করি, আর আমার ধারণা তোমাদেরও নিশ্চয়ই মনে হবে, অকর্মণ্য তারা। এখন দেখা যাক, হ্যাঁ, কি যেন আমি বলছিলাম? ও হ্যাঁ, আমি নিজেকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করতে চাইনি। কিন্তু আমি কোনো সাহায্য করতে পারিনি। আমার সাফল্য আমি নিজের সন্তুষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একটা অতি সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে আমি এমন একটা সমস্যার সমাধান করেছিলাম যা কিনা আমার থেকেও বেশি চতুর লোকেব মাথাও ঘুরিয়ে দিয়েছিল। যদিও সত্যি কথা বলতে কি একেবারে শুরু থেকে সমস্ত ব্যাপারটা যে সুস্পষ্ট ছিলো সে কথা আগেই আমার ভাবা উচিত ছিলো......

ঠিক আছে, আমি আমার সেই ছোট্ট গল্পটা বলব তোমাদেব। আর তোমরা যদি ভাবো, এ ব্যাপারে আত্মগর্ব প্রচারে আমার ঝোঁক আছে বলেই বলছি তোমাদের তাহলে বলব, মনে রেখ, অন্তত একজন মানুষকে আমি সাহায্য করতে পেরেছি, যে এক সময় খুবই বিপদে পড়েছিল।

একদিন এক সন্ধ্যায, তখন প্রায় ন'টা হবে সেই প্রথম ব্যাপারটা জানতে পারি, গোয়েন—(গোয়েনকে তোমাদের মনে পড়ে? আমার সেই লাল চুলের বাচ্চা পরিচারিকা, হ্যাঁ সেই গোয়েন ভেতরে ঢুকে আমাকে বলে মিঃ পেথেরিক আর একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাদের ড্রইংরুমে বসিয়ে এসেছে গোয়েন, ঠিকই করেছিল। আমি তখন ডাইনিংরুমে বসেছিলাম কারণ বসন্তে দু'জায়গায় অগ্নিচুল্লি জ্বালিয়ে রাখাটা অপচয় বলে মনে করি।

আমি তখন গোয়েনকে বলি চেরি ব্র্যাণ্ডি আর কয়েকটা গ্লাস পৌঁছে দেওয়ার জন্য, তারপর আমি দ্রুতপায়ে ড্রইংরুমে চলে যাই। জানি না মিঃ পেথেরিককে তোমাদের মনে আছে কিনা। বছর দুই আগে মারা যান তিনি। কিন্তু বহু বছর ধরে তিনি আমাদের বন্ধু ছিলেন, আমার আইন সংক্রান্ত কাজকর্ম দেখতেন। দারুণ বিচক্ষণ লোক, আর সত্যিই তিনি ছিলেন একজন অতি চতুর সলিসিটর। তাঁর ছেলে এখন আমার কাজকর্ম দেখাশোনা করে থাকে, চমৎকার ছেলে সে আর একেবারে কেতাদুরস্ত। কিন্তু যে কারণেই হোক, মিঃ পেথেরিকের প্রতি যে

আহা! আমার ছিলো তার ক্ষেত্রে ঠিক সেরকমটি অনুভব করি না।

অগ্নিচুল্লির ব্যাপারটা মিঃ পেথেরিকের কাছে ব্যাখ্যা করতেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন। তিনি এবং তাঁর বন্ধু ড্রইংরুমে যাবেন। আর সেখানেই তিনি তাঁর বন্ধুটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন,— মিঃ রোডস। তাকে প্রায় যুবকই বলা যায়, চল্লিশের ওপর খুব একটা বেশি হবে না। আর তার মুখের দিকে একবার তাকানো মাত্র সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর গোলমালের আভাস পেলাম। তার আচরণ খুবই অদ্ভুত বলে মনে হলো। বেচারা যে একটা চাপের মধ্যে ছিলো তখন, যদি কেউ সেটা উপলব্ধি না করত, তাহলে যে কেউ তার সেই অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যা করত তাকে রুঢ় প্রকৃতির লোক বলে।

আমরা তখন ডাইনিংরুমে থিতু হয়ে বসেছি, চেরি ব্র্যান্ডি রেখে গেছে গোয়েন, সেই সময় মিঃ পেথেরিক তাঁর আগমনের ব্যাখ্যা করলেন।

'মিস মার্পল', বললেন তিনি, 'একটা বিশেষ সুযোগ নেওয়ার জন্য আশাকরি একজন পুরনো বন্ধুকে অবশ্যই আপনি ক্ষমা করবেন। জানেন, আপনার কাছে একটা পরামর্শের জন্য এসেছি।'

তিনি যে কি বোঝাতে চাইলেন প্রথমে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, আর তিনি বলে গেলেন ঃ

'যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তার মনে দু'জনের কথা উদয় হয়, একজন স্পেশালিস্ট আর একজন পারিবারিক চিকিৎসক। এক্ষেত্রে যে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অতি প্রয়োজনীয় সেটা ভাবাই যুক্তিগ্রাহ্য, কিন্তু আমি সে কথা মানতে একেবারেই রাজী নই। বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতা কেবল তার নিজের বিষয়ে অর্থাৎ একটা বিশেষ কোনো অসুখের ব্যাপারে, তবে হয়তো পারিবারিক চিকিৎসকের জ্ঞান কম থাকতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞতা বিশাল।'

তিনি কি বলতে চাইলেন আমি জানি। কারণ খুব বেশি দিনের কথা নয়, আমার এক ভাইঝির শিশু অসুস্থ হয়ে পড়লে তার পারিবারিক চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা না করেই সোজা একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে ছুটে যায়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ব্যয়বহুল চিকিৎসার বিধান দেয়। পরে দেখা গেলো, সেই সময় সব শিশুরাই এক অস্বাভাবিক হাম-রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

এ ঘটনার কথা আমি কেবল উল্লেখ করি, যদিও অপ্রাসঙ্গিক কোনো ব্যাপারে আমার তীক্ষ্ণ আতঙ্ক ছিলো, স্রেফ মিঃ পেথেরিকের যুক্তির প্রশংসা করার জন্য। কিন্তু তাঁর বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে কোনদিকে যে মোড় নিতে যাচ্ছিল, তখনো আমার ধারণা হয়নি।

'যদি মিঃ রোডস অসুস্থ হয়ে থাকেন,' —বলেই আমি চুপ করে যাই এই কারণে যে, আমার কথা শুনে বেচারা হেসে উঠল, তার সেই হাসির মধ্যে যেন একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার আভাস ছিলো।

বলল সে; 'কয়েক মাসের মধ্যেই গলার হাড় ভেঙ্গে মৃত্যুর আশঙ্কা করছি আমি।'

আর তারপরেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেলো। প্রায় মাইল কুড়ি দূরে বার্নচেস্টারে এক খুনের ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় সে ঘটনার ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দিইনি। কারণ সেই সময় গ্রামে ডিস্ট্রিক্ট নার্সকে কেন্দ্র করে প্রচুর উত্তেজনা হয়েছিল, সেই সঙ্গে দেশের বাইরে ভারতে ভূমিকম্পের ঘটনাতেও মনটা চঞ্চল ছিলো। তাই বার্নচেস্টারে খুনের ঘটনাটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ হলে স্থানীয় মানুষ তেমন উত্তেজনাবোধ করেনি। আমার ধারণা গ্রামবাসীরা এমনি

হয়ে থাকে। তবু আমার মনে আছে, একটা হোটেলে একজন মহিলা ছুরিকাঘাতের খবরটা আমি পড়েছিলাম, যদিও তার নামটা আজ আর মনে করতে পারছি না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সেই মহিলাটিই মিঃ রোডসের স্ত্রী, আর সত্যি সত্যি স্ত্রীকে হত্যা করার জন্য সন্দেহ করা হয়েছিল তাকে।

এ-সব খুবই পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করলেন মিঃ পেথেরিক। করোনারের জুরির রায় হলো, একজন কিংবা একের অধিক লোক খুন করলেও মিঃ রোডসের বিশ্বাস, দু'একদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার হতে পারে সে, আর সেই কারণেই মিঃ পেথেরিক আরো বলেন, সেদিনই বিকেলে স্যার ম্যালকম ওল্ড্রি কে. সি.'র সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন তাঁরা, এবং কেসটা যদি বিচারের জন্য আদালতে ওঠে, মিঃ রোডসের হয়ে কেস লড়বেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন মিঃ ম্যালকম।

'স্যার ম্যালকম বয়সে একজন তরুণ', বললেন মিঃ পেথেরিক, তাঁর কাজের পদ্ধতি অত্যন্ত আধুনিক, এ-কেস লড়ার পক্ষে একটা নির্দিষ্ট লাইনও ঠিক করে ফেলেছেন তিনি। কিন্তু অপরাধ খণ্ডন করার সেই লাইনটার ব্যাপারে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন মিঃ পেথেরিক।

'দেখুন প্রিয় লেডি,' তিনি বলেন, 'ওই যে একটু আগে স্পেশালিস্টের উদাহরণ দিলাম, তারই নিরীখে আমি বলতে চাই, স্যার ম্যালকমের পদ্ধতিকে যথেষ্ট খুঁত আছে। স্যার ম্যালকমকে একটা কেস দিয়ে দেখুন, তিনি কেবল একটা পয়েন্টই দেখতে পান, মামলার পক্ষে সওয়াল করার সেই মামুলি পদ্ধতি অতি সাধারণ তথ্য প্রমাণ। কিন্তু এ-কেসের আমি মনে করি যে পয়েন্টটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেটাই তিনি অগ্রাহ্য করে যান। আসলে কি ঘটেছিল, সেটা তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে চান না।'

তারপর আমার উপলব্ধি, আমার বিচার-বিবেচনার মানুষের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে আমার জ্ঞানের প্রসঙ্গ তুলে অনেক মিষ্টি মিষ্টি আর খোসামোদি ভাষায় কথা বললেন। তারপর এই কেসের কাহিনী শোনাবার অনুমতি চাইলেন এই আশায় যে, হয়ত আমি আমার মতামত জানাতে পারি।

কিন্তু মিঃ রোডসের মুখের ভাব দেখে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, খুব সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠলে সে, এবং তাকে এখানে আনার জন্য খুবই বিরক্ত সে। কিন্তু তাকে কোনো পাত্তা দিলেন না পেথেরিক। ৮ই মার্চ রাতে যে ঘটনাটা ঘটেছিল তার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে যেতে থাকলেন তিনি।

বার্নচেস্টারে ক্রাউন হোটেলে থাকত মিষ্টার ও মিসেস রোডস।

বেশ সতর্ক ভাষায় কথা বলেছিলেন মিঃ পেথেরিক, তবু তা সত্ত্বেও তাঁর কথা থেকে বুঝতে অসুবিধে হলো না, স্নায়বিক রোগগ্রস্ত রোগিনী ছিলো মিসেস রোডস। সেদিন নৈশভোজের পরেই শুতে চলে যায় সে। সে এবং তার স্বামী পাশাপাশি দু'টো ঘরে থাকত, মাঝে সংযোগ রক্ষার জন্য একটা দরজা ছিলো। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ওপর একটা বই লিখছিল মিঃ রোডস, পাশের ঘরে সেই বই লেখার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে অচিরেই। রাত তখন এগারোটা, কাগজপত্তর গুছিয়ে শুতে যাওয়ার জন্য তৈরী হলো। শুতে যাওয়ার আগে সে তার স্ত্রীর ঘরে চকিতে একবার উঁকি মেরে দেখে দেখল তার কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা। সে দেখল আলো জ্বলছে এবং তার স্ত্রী বুকে ছুরি বিদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে বিছানায়। অন্তত এক ঘন্টা আগে মৃত্যু হয়েছিল তার, হয়ত তার আগেও হতে পারে। আর এই

পয়েন্টগুলো নোট করার মতো; মিসেস রোডসের ঘর থেকে করিডোরে যাওয়ার আরো একটা দরজা ছিলো। এই দরজাটা ভেতর থেকে তালাবদ্ধ ছিলো। ঘরের একমাত্র জানালাও ভেতর থেকে বন্ধ এবং পর্দা টানা ছিলো। মিঃ রোডসের বক্তব্য অনুযায়ী কেবলমাত্র চেম্বারমেড ছাড়া, যে কিনা গরম জলের বোতল দিতে এসেছিল, অন্য আর কেউ তার ঘর দিয়ে যাতায়াত করেনি। ক্ষতস্থানে যে অস্ত্রটা পাওয়া যায় সেটা ছোরা জাতীয় একটা স্টিলেটো, মিসেস রোডসের ড্রেসিং-টেবিলের ওপর পড়ে থাকতে দেখা গেছে। কাগজ কাটার ছুরি হিসেবে সেটা ব্যবহার করার অভ্যাস ছিলো তার। সেটার ওপর কোনো আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি।

এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে কেবল মিঃ রোডস আর সেই হোটেল পরিচারিকা ছাড়া নিহত মিসেস রোডসের ঘরে অন্য কেউ প্রবেশ করেনি। সেই হোটেল পরিচারিকার সম্পর্কে আমি খোঁজখবর নিয়েছি।

'সেটাই আমাদের তদন্তের প্রথম পদক্ষেপ,' বললেন, মিঃ পেথেরিক। 'মেরি ছিল একজন স্থানীয় মহিলা। বছর দশেক ধরে ক্রাউন হোটেলে পরিচারিকার কাজ করছে সে। হঠাৎ একজন অতিথিকে খুন করার পিছনে কোনো কারণই থাকতে পারে না। সে যাইহোক, অস্বাভাবিক ভাবে বোকা সে, বুদ্ধি-সুদ্ধি প্রায় নেই বললেই হয়। তার কাহিনী কখনো যাচাই করে দেখা হয়নি। সেদিন মিসেস রোডসের জন্য গরম জলের বোতল নিয়ে যায় সে এবং বলে ভদ্রমহিলা তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলো, যাকে বলে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আর কি। সত্যি কথা বলতে কি আমি বিশ্বাস করিনি। আর আমি এও নিশ্চিত যে, কোনো অপরাধ সে করতে পারে, বলে জুরি বিশ্বাস করবে।'

আরো কিছু বাড়তি তথ্য সংযোজন করলেন মিঃ পেথেরিক। ক্রাউন হোটেলের সিঁড়ির ওপর একটা ছোটখাটো লাউঞ্জ ছিলো। এক এক সময় বোর্ডাররা সেখানে বসে কফি পান করে থাকে। তারই পাশ দিয়ে ডান দিকে একটা বারান্দা চলে গেছে, আর সেখানকার শেষ দরজাটাই ছিলো মিঃ রোডসের অধিকৃত ঘরের। তারপরেই বারান্দাটা আবার ডানদিকে ঘুরে গেছে, এক কোণায় প্রথম দরজাটা মিসেস রোডসের ঘরের প্রবেশ পথ। দেখা যায়, প্রত্যক্ষদর্শীরা উভয় দরজাই দেখতে পারে অনায়াসে। মিঃ রোডসের ঘরের দরজাটা প্রথম বলে ধরা যাক এবং সেটা বলা যাক দরজা "এ", যা কিনা দেখার কথা চারজন লোকের, দু'জন ব্যবসায়িক ভ্রমণার্থী এবং এক জোড়া বয়স্কা দম্পতি, সেই সময় কফি পান করছিল তারা। তাদের মতে দরজা—"এ" দিয়ে কেউ ঢোকেনি কিংবা বাইরেও আসেনি। কেবল মিঃ রোডস কিংবা হোটেল পরিচারিকা ছাড়া। বারান্দার অপর দরজা—"বি", একজন ইলেকট্রিসিয়ান সেখানে কাজ করছিল। সে-ও জোর দিয়ে বলছে হোটেল পরিচারিকা ছাড়া দরজা—"বি" দিয়ে কেউ প্রবেশ করেনি কিংবা বাইরে আসেনি।

এটা নিশ্চয়ই একটা অত্যন্ত রহস্যজনক এবং আকর্ষণীয় কেস। এই সব তথ্য-প্রমাণের নিরীখে আপাত দৃষ্টিতে মিঃ রোডস অবশ্যই তার স্ত্রীকে খুন করেছে বলে মনে হলেও, আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম মিঃ পেথেরিক তাঁর মক্কেল যে সম্পূর্ণ নির্দোষ সে সম্পর্কে নিশ্চিত তিনি, আর মিঃ পেথেরিক ছিলেন একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি।

তদন্তের সময় একজন মহিলার কাহিনী বলতে গিয়ে মিঃ রোডসের মধ্যে কেমন যেন একটা ইতস্তত ভাব দেখা গিয়েছিল, তার কথার মধ্যে একটা অসংলগ্ন ভাব ছিলো। যাইহোক,

তার বক্তব্য ছিলো, সেই মহিলাটি তার স্ত্রীকে হুমকি দিয়েছিল, ভয় দেখিয়েছিল। পরে আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, তার সেই কাহিনী ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস্য ছিলো। মিঃ পেথেরিককে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজেই তার সেই কাহিনী সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

'সত্যি কথা বলতে কি,' তিনি বলেছিলেন, 'সেটা আমি কখনো বিশ্বাস করিনি। আমার মনে হয়েছিল, এসবই অ্যামির বানানো গল্প।'

হ্যাঁ, খবর নিয়ে আমি জেনেছি, অলীক মিথ্যাবাদীদের মধ্যে একজন রোডস, যারা তাদের জীবনের রং চড়ায়, রাতকে দিন করে থাকে। তার নিজের হিসেব মতো এ-ধরণের মিথ্যাচারণ বছরে কতবার যে করেছিল সে শুধুই অবিশ্বাস্য। কলার খোসায় পা ফেলে সে যদি মাটিতে পড়ে যায়, রঙ চড়িয়ে সে তখন রটাবে, মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে। যদি দেখা যায়, একটা ল্যাম্পশেডে আগুন লেগেছে, সে তখন রটিয়ে দেবে একটা জ্বলন্ত বাড়ির ভেতর থেকে কোনো রকমে বেঁচে ফিরে এসেছে সে। তার এ ধরণের মিথ্যাভাষণ, স্বীকারোক্তির কোনো পাত্তা না দেওয়ার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তার স্বামীর। একবার হলো কি, কোনো এক মহিলার ছেলেকে গাড়ি চাপা দিল। জখম হয় সে, তা সেই মহিলা নাকি তার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেওয়ার সংকল্প নেয়, মিসেস রোডসের কল্প-কাহিনী এই রকমই। যাই হোক তাতে কোনো কান দেয়নি মিঃ রোডস। তা সেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল তার স্ত্রীকে বিয়ে করার আগে। সেই মহিলাটি নাকি বেশ কয়েকটি চিঠি লিখেছিল তাকে, সেই সব চিঠিতে ভয়ঙ্কর জেদের ভাষা প্রতিফলিত হয়েছিল। তার স্ত্রী তাকে সেই সব চিঠিগুলো পড়িয়ে শোনালে তার সন্দেহ হয়, চিঠিগুলো সে নিজেই লিখে থাকবে বোধহয়। আসলে এর আগেও দু'একবার এরকম কাজ সে করেছিল। সে ছিল একজন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত নারী যে কোনো ব্যাপারে তার উত্তেজনা সৃষ্টি করার প্রবণতা ছিলো।

এখন সে সব আমার কাছে অবশ্যই খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়, কারণ আমাদের গ্রামে ঠিক এ-ধরণেরই একটি মহিলা আছে, তার মতো সে-ও একই ধরণের কাজ করেছিল। এ ধরণের লোকের বিপদটা কোথায় জানো, যখন তাদের জীবনে সত্যিকারের কোনো অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে, তখন তারা যে সত্যি কথা বলছে, এ কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। তাই আমার মনে হয়, এ কেসে সেরকমই ঘটেছিল। আমি জেনেছি, পুলিশের বিশ্বাস মিঃ রোডস নিজেকে সন্দেহমুক্ত করার জন্য এমন এক অবিশ্বাস্য কাহিনীর অবতারণা করেছে।

আমি তখন খোঁজ নিই সেই হোটেলে তখন অন্য কোনো মহিলা থাকত কিনা। জানা যায়, দু'জন মহিলা থাকত; একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বিধবা মিসেস গ্রেনবি ; আর একজন অশ্বপ্রিয় অবিবাহিতা মিস ক্যারুথার্স যে তখন তার গ্ল্যামার হারিয়ে বসেছিল। মিঃ পেথেরিক আরো বলেন, তদন্তে জানা যায়, দুর্ঘটনার সময় এই দু'জন মহিলার মধ্যে কাউকেই ঘটনাস্থলে দেখা যায়নি, এবং এই অপরাধের সঙ্গে তাদের কাউকেই জড়ানো যায় না। আমি তখন তাদের ব্যক্তিগত চেহারার বিবরণ দিতে বলি তাঁকে তখন। তিনি বলেন, মিসেস গ্রেনবির চুল ছিলো লাল, অবিন্যস্ত, শীর্ণ ফ্যাকাসে পান্ডুর মুখ, বয়স প্রায় পঞ্চাশ। তার পোশাক ছিলো বেশ জাঁকজমকপূর্ণ, বেশির ভাগই সিল্কের। মিস ক্যারুথার্সের বয়স প্রায় চল্লিশ, চোখে শিংয়ে আঁটা চশমা, পুরুষের মতো ছোট করে ছাঁটা চুল, পরণে পুরুষের মতো কোট আর স্কার্ট।

'দেখুন মশাই,' আমি তাঁকে বলি, 'আপনি এতক্ষণ যা যা বলে গেলেন, তা থেকে প্রকৃত অপরাধী যে কে, সেটা নির্ণয় করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।'

মিঃ পেথেরিক আমার দিকে তাকালেন, তাঁর চোখে অনেক প্রশ্ন, কিন্তু ঠিক তখন এর বেশি কিছু আমি আর বলতে চাইনি। তাই আমি তখন জানতে চাইলাম, স্যার ম্যালকম ওল্ডি কি বলেছিলেন।

স্যার ম্যালকমের বিশ্বাস, মেডিক্যাল রিপোর্টের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব থেকে গেছে, এবং হাতের ছাপ সংগ্রহে অসুবিধা দূর করার জন্য পরামর্শ দেন তিনি। মিঃ রোডসকে জিজ্ঞেস করি তার কি ধারণা। উত্তরে সে বলে, ডাক্তাররা সবাই বোকা, কিন্তু তার স্ত্রী যে আত্মহত্যা করতে পারে সত্যিই বিশ্বাস করে না সে। 'সে ধরণের মহিলা ছিলো না সে,' স্রেফ এই কথাই বলেছিল সে, আর আমি তাকে বিশ্বাস করি। হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্ত লোকেরা সাধারণত আত্মহত্যা করে না।

মুহূর্তের জন্য আমি চিন্তা করি, তারপর আমি জিজ্ঞেস করি, মিসেস রোডসের ঘর থেকে সোজা করিডোরে যাওয়ার দরজা ছিলো কিনা। উত্তরে মিঃ রোডস বলে, না, বাথরুম ও ল্যাভেটরির মধ্যে ছোট্ট একটা হলওয়ে ছিলো। শয়নকক্ষ থেকে হলওয়ে যাওয়ার একটা দরজা ছিলো, আর ভেতর থেকে সেটা বন্ধ ছিলো।

'সেক্ষেত্রে,' আমি তখন বলি, 'সমস্ত জিনিষটাই উল্লেখযোগ্য ভাবে সহজ সরল।'

আর জানো, সত্যি তাই হয়েছিল .... পৃথিবীতে সব থেকে সহজতম জিনিষ। তাছাড়া, সে ভাবে কেউ দেখতেও চায়নি।

কিন্তু মিঃ পেথেরিক এবং মিঃ রোডস দুজনেই আমার দিকে এমন অবাক চোখে তাকাল, তাতে আমি খুব অস্বস্তিবোধ করতে থাকলাম।

'সম্ভবত,' মিঃ রোডস বলে, অসুবিধাটা ঠিক মতো বুঝতে চাননি মিস মার্পল।'

'হ্যাঁ,' উত্তরে 'আমি বলি, 'আমি মনে করি আমি বুঝেছি। এখানে চারটে সম্ভাবনা থেকে যায়। হয় মিসেস রোডসকে তার স্বামী কিংবা হোটেল পরিচারিকা খুন করে থাকবে, কিংবা আত্মহত্যা করে থাকবে, কিংবা বাইরের এমন কেউ একজন তাকে খুন করে থাকবে যাকে কেউ তার ঘরে প্রবেশ করতে কিংবা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেনি।'

'আর সেটা একেবারেই অসম্ভব,' প্রতিবাদ করে উঠল মিঃ রোডস। 'আমার দৃষ্টি এড়িয়ে কেউ তার ঘরে ঢুকতে কিংবা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। এমন কি কেউ যদি ইলেক্ট্রিসিয়ানের দৃষ্টি এড়িয়ে আমার স্ত্রীর ঘরে এসে থাকে, সেই শয়তানটা কি ভাবেই বা ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ঘরের দরজাটা যখন ভেতর থেকে বন্ধ ছিলো?'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন মিঃ পেথেরিক ; 'তাহলে মিস মার্পল?' তার কণ্ঠস্বরে একটা উৎসাহের সুর বেজে ওঠে।

'মিঃ রোডস,' আমি তখন বললাম, 'একটা প্রশ্ন আমি আপনাকে করতে চাই, কি রকম দেখতে ছিলো সেই হোটেল পরিচারিকাটি?'

উত্তরে সে বলে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় সে, তার মনে হয় দীর্ঘাঙ্গী। ফর্সা না কালো ছিলো সে মনে করতে পারে না মিঃ রোডস। আমি তখন মিঃ পেথেরিকের দিকে ফিরে সেই একই প্রশ্ন করলাম। তাঁর কাছ থেকে জানা যায়, সে ছিলো মাঝারি উচ্চতার, সুন্দর চুল, চোখ দু'টি নীল এবং সুন্দর গায়ের রঙ।'

মিঃ রোডস বলে, 'পেথেরিক, আপনি আমার থেকে ভাল প্রত্যক্ষদর্শী।'

তার কথায় সায় দিতে পারলাম না আমি। তখন আমি মিঃ রোডসকে আমার বাড়ির পরিচারিকার চেহারার বিবরণ দিতে বলি। সে কিংবা মিঃ পেথেরিক কেউই তা বলতে পারল না।

'এর কি অর্থ হতে পারে আপনারা জানেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'আপনারা দু'জনেই এখানে এসেছেন আপনাদের নিজেদের কাজের ব্যাপারে। আর যে মানুষটি আপনাদের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়, সে ছিলো আমার পরিচারিকা। এই একই ঘটনা ক্রাউন হোটেলে মিঃ রোডসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তার ইউনিফর্ম এবং অ্যাপ্রন দেখেছিলেন তিনি। তিনি তাঁর কাজে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন ছিলেন তখন। কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ে মিঃ পেথেরিক সেই মহিলাটির ইণ্টারভিউ নিয়েছিলেন। শুধু একজন লোক হিসেবেই তিনি তাকে দেখেছিলেন।

'আর এই ভাবেই খুনী মহিলাটিকে গন্য করা হয়েছিল।'

তাই স্বভাবতই আমাকে বলতে হচ্ছে, যেন তারা দেখেনি।

'আমার মনে হয়,' আমি বললাম, 'ব্যাপারটা এরকমই ঘটে থাকবে। হোটেল পরিচারিকা দরজা 'এ' পথে ঘরে প্রবেশ করে থাকবে, তারপর মিঃ রোডসের ঘরের ভেতর দিয়ে হাতে গরম জলের বোতল নিয়ে মিসেস রোডসের ঘরে চলে যায় এবং হলওয়ের পথে দরজা—'বি' দিয়ে হলওয়েতে প্রবেশ করে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল সেখানে কোনো এক অ্যাপার্টমেণ্টে এবং হোটেল পরিচারিকা চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকে। তারপর মিসেস রোডসের ঘরে প্রবেশ করে ড্রেসিংটেবিলের ওপর থেকে স্টিলেটোটা তুলে নিয়ে (নিঃসন্দেহে সেদিন আগে কোনো এক সময় ঘরে প্রবেশ করে সব কিছু লক্ষ করে থাকবে) বিছানার কাছে যায়, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মিসেস রোডসকে ছুরিকাঘাত করে। তারপর স্টিলেটোর ওপর থেকে তার হাতের ছাপ মুছে ফেলে যে দরজা দিয়ে মিসেস রোডসের ঘরে প্রবেশ করেছিল সেটা ভেতর থেকে বন্ধ করে মিঃ রোডসের ঘরের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যায়।'

'কিন্তু আমি তাকে দেখতে পেতাম।' প্রতিবাদ করে উঠল মিঃ রোডস। 'তাছাড়া ইলেক্ট্রিসিয়ান তাকে মিসেস রোডসের ঘরে প্রবেশ করতে দেখতে পেত।'

'না,' আমি বললাম। 'এখানেই আপনি ভুল করছেন। তাকে দেখার কথা নয় আপনার, যদি তার পরনে হোটেল পরিচারিকার পোশাক থেকে তাকে।' তাকে ভাববার কিছু সময় দিয়ে আমি আবার বলতে থাকি, 'আপনি তখন আপনার কাজের মধ্যে ডুবেছিলেন। তবু তারই মাঝে ভাসা ভাসা চোখে আপনি দেখেন, একজন হোটেল পরিচারিকা আপনার ঘরের ভেতর দিয়ে মিসেস রোডসের ঘরে ঢুকে যায়। খানিক পরে, সে আবার আপনার ঘর দিয়ে বেরিয়ে যায়। সেই একই পোশাক, কিন্তু একই মহিলা নয়। আর সেই কারণেই যারা তখন মিনি লাউঞ্জে বসে কফি পান করছিল, তারা একজন হোটেল পরিচারিকাকে ঘরে ঢুকে আবার খানিক পরে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল। ইলেক্ট্রিসিয়ানও একই দৃশ্য দেখেছিল। আমি জোর গলায় বলতে পারি, যদি একজন হোটেল পরিচারিকা অত্যন্ত সুন্দরী হতো, একজন না একজন ভদ্রলোকের ঠিক নজরে পড়ত, এটাই পুরুষমানুষের ধর্ম। কিন্তু সে যদি একজন অতি সাধারণ মধ্যবয়স্কা মহিলা হয়, তার ওপর সে যদি হোটেল পরিচারিকার পোশাক পরিহিতা হয়, তখন তুমি তাকে পুরুষের চোখ দিয়ে কখনোই লক্ষ করবে না।'

'তাহলে কে সে?' চিৎকার করে উঠল মিঃ রোডস।

'সেটা বলা একটু কঠিন হবে,' আমি বললাম। 'হয় সে মিসেস গ্রেনবি কিংবা মিসেস

ক্যারুথার্সও হতে পারে। সাধারণত মিসেস গ্রেনবি পরচুলো পরে থাকে, তাই একজন হোটেল পরিচারিকা হিসেবে সে তার নিজের পরচুলোই ব্যবহার করে থাকতে পারে। অপরপক্ষে, হোটেল পরিচারিকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য মিস ক্যারুথার্স তার পুরুষের মতো ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলের ওপর পরচুলো ব্যবহার করে থাকতে পারে। আমি এখন জোর গলায় বলতে পারি, তাদের মধ্যে কে খুনী সহজেই চিহ্নিত করা যায়।'

আর সত্যি কথা বলতে কি বৎসে, গল্পের শেষ এখানেই। ক্যারুথার্স একটা নকল নাম, কিন্তু সে যে একজন মহিলা ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার পরিবারে পাগলামির লক্ষণ ছিলো। মিসেস বোডস অত্যন্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং বিপজ্জনক চালক ছিলো, তার বাচ্চা মেয়েকে গাড়ি চাপা দেয় সে। এর ফলে মহিলাটি তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। তবে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে তার পাগলাম ভাবটা গোপন করলেও পরে মিসেস বোডসকে লেখা তার তার চিঠির ভাষায় পরিষ্কার পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেখা যায়। বেশ কিছু সময় ধরে মিসেস বোডসকে অনুসরণ করছিল সে এবং অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে তার পরিকল্পনার রূপ দেয়। পরদিন সকালেই সে তার পরচুলা আর পরিচারিকার পোশাক ডাকে পার্সেল করে পাঠিয়ে দেয়। সত্য প্রকাশ পেলে সে তখন সঙ্গে সঙ্গে অকপটে তার অপরাধ স্বীকার করে। এখন ব্রাডমুরে এটা একটা বাজে নজীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্যই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন ঘটনা, কিন্তু সেটা একটা অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত সুপরিকল্পিত অপরাধ।

কিছুদিন পরে আমার কাছে এসেছিলেন মিঃ পেথেরিক, এবং মিঃ বোডসের কাছ থেকে একটা চমৎকার চিঠি নিয়ে এসেছিলেন। সত্যি, চিঠিটা আমাকে ভীষণ লজ্জা পাইয়ে দিয়েছিল। তখন আমার সেই পুরনো বন্ধুটি জিজ্ঞেস করেন ; 'একটা কথা, গ্রেনবি নয় ক্যারুথার্সই খুনী, এ কথা কেন আপনার মনে হলো? বিশেষ করে তাদের কাউকেই যখন আপনি আগে কখনো দেখেননি।'

'বেশ, তা হলে বলি শুনুন,' উত্তরে আমি বলি, 'এর কারণ একটাই, গ্ল্যামারের প্রশ্ন। আপনি বলেছিলেন, সে তার গ্ল্যামার হারিয়ে ফেলেছিল। এখন কথা হচ্ছে গল্প-উপন্যাসে শিকারের খোঁজে অনেক শিকারীকে এরকম করতে দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবে সাধারণ মানুষকে এরকমটি করতে শুনিনি কখনো অবশ্যই ষাট বছর বয়সের নিচে কাউকে তো নয়ই। আপনি আবার এও বলেছিলেন, এই মহিলাটির বয়স চল্লিশ। এই বয়সে যাদের গ্ল্যামার হারাতে দেখা যায়, আমার ধারণা, কোনো ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য এরকম করে থাকবে সে।'

এর জবাবে মিঃ পেথেরিক কি বলেছিলেন সে কথা আমি তোমাদের বলব না। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। সত্যি কথা বলতে কি একটা ছোটখাটো ব্যাপারে খুশি না হয়ে থাকতে পারলাম না।

আর এই পৃথিবীর ভালর জন্য ঘটনার মোড় কেমন অভূতপূর্ব ভাবে ঘটেছিল তা বলছি তোমাদের। আবার বিয়ে করেছেন মিঃ বোডস, এক অত্যন্ত চমৎকার, বুদ্ধিমতী মেয়েকে। আর তাদের একটা সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চাও হয়েছে। একে কি মনে করো তোমরা? তারা আমাকে গডমাদার হতে বলেছে। তাদের কাছে এটা চমৎকার নয়?

এখন আমি আশাকরি, তোমরা নিশ্চয়ই মনে করছ না, খুব একটা বড় গল্প ফেঁদে বসেছি . . .

অনুবাদ ✍ সৌরেন দত্ত

টেপ মেজার মার্ডার

কটেজের দরজায় আলতো হাতের ছোঁয়ায় কড়া নাড়ল মিস পোলিট। বেশ কিছুক্ষণ বিরতির পর আবার কড়া নাড়ল সে। তার বাঁ-হাতের বাঁধন থেকে প্যাকেটটা একটু বুঝি বা আলগা হলো, ফিরে আবার গুছিয়ে রাখল। প্যাকেটের ভেতরে মিসেস স্পেনলোর শীতের নতুন সবুজ পোশাক ছিলো। মিস পোলিটের বাঁ-হাতে একটা কালো সিল্কের ব্যাগ ঝুলছিল, তাতে রয়েছে পোশাক মাপার একটি ফিতে, একটা পিন-কুশান আর একটা বড় আকারের কাঁচি।

দীর্ঘদেহী মিস পোলিটের চেহারা রোগাটে ধরণের, টিকোল নাক, চাপা ঠোঁটদ্বয় এবং ধূসর রঙের চুল তেমন ঘন নয়। তৃতীয়বার কড়া নাড়ার আগে ইতস্তত করল সে। চকিতে একবার রাস্তার দিকে তাকাতেই সে দেখল, একটা ছায়ামূর্তি দ্রুত এগিয়ে আসছে তার দিকে। পঞ্চান্ন বছরের হাসিখুশিতে ভরা, রোদে-পোড়া মিস হার্টনেল তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় চিৎকার করে উঠলেন, 'গুড আফটারনুন মিস পোলিট।'

প্রতিসম্ভাষণ জানাল ড্রেসমেকার, 'গুড আফটারনুন মিস হার্টনেল।' তার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক মিহি এবং নম্র। তার জীবনের শুরু একজন লেডির পরিচারিকা হিসেবে। 'মাপ করবেন,' বলতে শুরু করল সে, 'আচ্ছা, আপনি কি জানেন, মিসেস স্পেনলো বাড়িতে নেই?'

'না, আমার কোনো ধারণা নেই,' উত্তরে বললেন মিসেস হার্টনেল। 'দেখুন, ব্যাপারটা কেমন যেন একটু অদ্ভুত লাগছে। আজ বিকেলে মিসেস স্পেনলোর একটা নতুন পোশাক ট্রায়াল দেওয়ার কথা ছিলো। তিনি আমাকে সাড়ে-তিনটেয় আসতে বলেছিলেন। অথচ.......'

মিস হার্টনেল তাঁর কব্জিঘড়ির ওপর দৃষ্টি ফেললেন। 'আধঘণ্টা সময় এখন অতিক্রান্ত।'

'হ্যাঁ, তিন তিনবার দরজায় কড়া নেড়েছি, কিন্তু কোনো সাড়া পাইনি। তাই মনে হয়, আমার এখানে আসবার কথা ভুলে গিয়ে হয়ত বাইরে কোথাও বেরিয়ে গিয়ে থাকবেন। কিন্তু কাউকে কথা দিয়ে তিনি তো ভুলে যাওয়ার পাত্রী নন। তাছাড়া এই নতুন পোশাকটা আগামী পরশু পরার কথা তাঁর।'

গেট পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন মিসেস হার্টনেল। এবং খানিকটা পথ হেঁটে এসে ল্যাবুরনাম কটেজের দরজার সামনে মিস পোলিটের সঙ্গে মিলিত হলেন।

'কেন যে গ্লেডিস সাড়া দিলো না?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ওহো, না, আজ বৃহস্পতিবার, গ্লেডিসের বাইরে যাওয়ার দিন। আশাকরি মিসেস স্পেনলো ঘুমিয়ে পড়ে থাকবেন। আমার মনে হয় না এ ব্যাপারে খুব বেশি সোরগোল তুলেছিলেন আপনি।'

দরজার কড়া ধরে কান ঝালাপালা করার মতো করে নাড়তে থাকলেন তিনি, সেই সঙ্গে দরজার প্যানেলে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে থাকলেন। তারপর চিৎকার করে উঠল সে : 'কি ব্যাপার, চুপচাপ কেন, ভেতরে কি হয়েছে?'

কোনো সাড়া নেই।

বিড়বিড় করে বলল মিস পোলিট, 'আমার মনে হয়, মিসেস স্পেনলো নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন, তিনি ঘরে নেই, বেরিয়ে গেছেন। আমি বরং পরে এক সময় আসব।' এই বলে ফিরে যেতে থাকে সে।

'ননসেন্স,' দৃঢ়স্বরে বললেনল মিস হার্টনেল। 'তিনি কখনই বাইরে যেতে পারেন না। বাইরে বেরুলে আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হতো। ঠিক আছে, জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছি, জীবনের কোনো লক্ষণ দেখেতে পাই কিনা।'

তিনি তাঁর সেই স্বভাবজাত দিলখোলা হাসিতে ফেটে পড়লেন। বোঝাতে চাইলেন যে, এটা নেহাতই একটা ঠাট্টা এবং নেহাতই কর্তব্যের খাতিরে গোছের একটা খোলা জানালা পথে উঁকি মারলেন ঘরের ভেতরে। কর্তব্যের খাতিরে এই কারণে যে, তিনি বেশ ভাল করেই জানতেন, সামনের ঘরটা কচিৎ ব্যবহার করা হতো। পিছনের ছোট্ট বসবার ঘরটাই বেশি পছন্দ করতেন মিস্টার ও মিসেস স্পেনলো।

যাইহোক, যদিও নেহাতই কর্তব্যের খাতিরে হলেও তাঁর সেই গাছাড়া গোছের প্রচেষ্টা সাফল্য এনে দিলো। এ কথা সত্যি, জীবনের কোনো চিহ্নই দেখতে পেলেন না মিস হার্টনেল। অপরপক্ষে জানালা পথে তিনি দেখলেন, ফায়ারপ্লেসের সামনের কম্বলের ওপর পড়ে রয়েছে মিসেস স্পেনলোর মৃতদেহ।

'অবশ্যই,' পরে সেই কাহিনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে মিস হার্টনেল বলেন, 'কোনো রকমে আমি আমার মাথা ঠিক রাখলাম। কিন্তু ওই পোলিট মেয়েটির সামান্যতম ধারণাও ছিলো না, কি যে করতে হবে জানত না সে। এখন আমাদের মাথা ঠিক রাখতে হবে,' আমি তাকে বললাম, 'তুমি এখানে থাক, আমি এখন কনস্টেবল পকের কাছে চললাম।' হয়ত সে বলতে চাইছিল, তার থাকার ইচ্ছে নেই, কিন্তু আদৌ আমি কোন পাত্তাই দিলাম না। এ ধরণের লোকের সঙ্গে সব কিছু দৃঢ়ভাবেই মোকাবিলা করতে হয়। আমি সব সময় দেখেছি, এরা অযথা হৈ চৈ করতে ভালবাসে। তাই আমি সেখান থেকে চলে যেতে চাইলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির এক কোণায় এসে হাজির হলেন মিঃ স্পেনলো।'

এখানে মিস হার্টনেলের নীরব হওয়াটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে তাঁর দর্শক-শ্রোতারা কৌতূহল প্রকাশ করে উঠল, 'বলুন, তখন ওঁকে কেমন দেখাচ্ছিল?'

তারপর বলতে থাকলেন মিস হার্টনেল, 'সত্যি কথা বলতে কি, তখনি আমি সন্দেহ করেছিলাম। ওঁকে খুবই শান্ত স্থির দেখাচ্ছিল। বিন্দুমাত্র অবাক হতে দেখলাম না ওঁকে। হয়ত আপনি যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর খবর শোনার পরেও কোনো স্বামীর ভাবান্তর না ঘটাটা অবশ্যই স্বাভাবিক হতে পারে না কিছুতেই।'

এ কথায় সবাই একমত হলো, এমন কি পুলিশও। মিঃ স্পেনলোর অমন নিস্পৃহ ভাব দেখে স্বভাবতই পুলিশের সন্দেহ হলো , স্ত্রীর মৃত্যুটা কেনই-বা গুরুত্ব দিতে চাইলেন না তিনি। আশ্চর্য, স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁর চোখে-মুখে বেদনার কোনো ছাপই নেই কেন। তবে বিয়ের পরেই মিসেস স্পেনলো উইল করে তাঁর সমস্ত অর্থ স্বামীর নামে লিখে গেছেন, এ খবরটা জানার পরেই মিঃ স্পেনলোর ওপর তাঁর সন্দেহ আরো বেড়ে গেলো।

সুন্দর মুখের অবিবাহিত বয়স্কা মহিলা মিস মার্পল থাকতেন ঠিক পাশের বাড়িতে। মিসেস স্পেনলোর খুনের ঘটনা আবিষ্কৃত হওয়ার আধঘন্টা পরেই তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া হলো।

পুলিশ কনস্টেবল পক নোটবুক হাতে নিয়ে এগিয়ে যান তাঁর কাছে। 'ম্যাডাম, যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন তিনি, 'কেন, মিসেস স্পেনলোর খুনের ব্যাপারে?'

অবাক হয়ে গেলেন পক। 'আচ্ছা ম্যাডাম, এ খবর আপনি জানলেন কি করে?'

'জল থেকে তুলতে হয়েছে,' রহস্য করে বললেন মিস মার্পল।

কনস্টেবল পকের কাছে উত্তরটা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত বলে মনে হলো। খবরটা যে মৎস্য ব্যবসায়ীর ছেলের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে, তাঁর এ হেন ধারণা নির্ভুল। ছেলেটি নিশ্চয়ই মিস মার্পলের নৈশভোজের সঙ্গে দিয়ে গেছে।

তেমনি সবজান্তার মতো নম্রভাবে বলতে থাকেন মিস মার্পল ; 'বসবার ঘরের মেঝেতে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। সম্ভবত একটা অত্যন্ত সরু বেল্ট দিয়ে তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। যাইহোক, যে জিনিষ দিয়েই তাঁর গলা টেপা হয়ে থাকুক না কেন, সেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

পকেব মুখ দেখে মনে হলো, তিনি খুবই রেগে গেছেন। 'কিন্তু আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, এই যুবক ফ্রেড সব কিছু জানলই বা কি কবে?'

কনস্টেবল পক-এর কথায় বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন মিস মার্পল, 'আপনার জামায় একটা পিন আছে।'

নিচের দিকে তাকালেন পক, তাঁর দু'চোখে গভীর বিস্ময়। 'ওরাও তাই বলে . একটা পিন দেখতে পেলেই তুলে নাও, দেখবে সারাটা দিন তোমার ভাল যাবে।'

'আশাকরি সেটা সত্যে পরিণত হবে। যাইহোক, এখন বলুন, আপনি আমার কাছ থেকে কি জানতে চান?'

গলা পরিস্কার করে কনস্টেবল পক তাঁর নোটবুকের ওপব দৃষ্টি ফেললেন। মৃতা মিসেস স্পেনলোর স্বামী মিঃ আর্থার স্পেনলো আমার কাছে একটা জবানবন্দী দিয়েছেন। মিঃ স্পেনলো বলেছেন, যতদূর তাঁর মনে পড়ে, আড়াইটের সময় মিস মার্পল তাঁকে ফোন করেন, এবং তাঁকে বলা হয় সোয়া তিনটের সময় তিনি আসতে পারবেন কিনা, কারণ কোনো একটা ব্যাপারে তিনি নাকি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য খুবই চিন্তিত। ম্যাডাম, এখন বলুন, কথাটা কি সত্যি?'

'নিশ্চয়ই নয়,' বললেন মিস মার্পল।

'তার মানে আড়াইটের সময় মিঃ স্পেনলোকে আপনি ফোন করেননি?'

'না আড়াইটের সময় না অন্য কোনো সময়ে।'

'আঃ,' গোঁফে জিভ বুলিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কনস্টেবল পক।

'আর কি বলেছেন মিঃ স্পেনলো?'

'মিঃ স্পেনলো তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন, আপনার অনুরোধ মতো তিনটে দশে তিনি তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখানে এসেছিলেন ; এখানে পৌছালে পরিচারিকা তাঁকে জানায়, মিস মার্পল "বাড়িতে নেই।"

'এর একটা অংশ সত্য,' বললেন মিস মার্পল। 'মিঃ স্পেনলো এখানে আসেননি, কিন্তু আমি তখন উইমেন ইনস্টিট্যুটের একটা মিটিং-এ গিয়েছিলাম।'

'আঃ,' আবার একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কনস্টেবল পক।

মিস মার্পল জানতে চাইলেন, 'বলুন কনস্টেবল, মিঃ স্পেনলোকে সন্দেহ করেন?'

'এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বলা ঠিক হবে না, কিন্তু কারোর নাম না নিয়ে বলতে পারি, আমার মনে হচ্ছে কেউ একজন চালাক সাজার চেষ্টা করছে।'

চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন মিস মার্পল, 'মিঃ স্পেনলো?'

মিঃ স্পেনলোকে পছন্দ করতেন তিনি। ছোটখাটো চেহারার লোক তিনি, বুদ্ধি বা একটু কঠিন প্রকৃতির, কথাবার্তায় সেই চিরাচরিত সুর, এটা সম্ভ্রান্ত ভাব। তিনি যে কান্ট্রিতে বসবাস করতে এসেছিলেন, সেটাই কেমন যেন অদ্ভুত লাগে, বিশেষ করে যে মানুষটি সারাটা জীবন অমন পরিষ্কার ভাবে শহরে কাটালেন। গোপন কারণটা মিস মার্পলের কাছে খুলে বলেছিলেন তিনি। তিনি বলেন, 'ছেলেবেলা থেকে সব সময় আমার ইচ্ছে হতো, কিছু দিন কান্ট্রিতে বসবাস করি, সেখানে আমার একটা নিজস্ব বাগান থাকবে। সব সময় ফুল আমি ভালবাসতাম, ফুল ছিলো আমার চিরসঙ্গী। জানেন, আমার স্ত্রীর একটা ফুলের দোকান ছিলো। আর সেখানেই আমি প্রথম ওকে দেখি।'

এ যেন একটা নীরস স্বীকারোক্তি, কিন্তু রোমান্সের একটা দুয়ার খুলে দেয়। ফুলে ফুলে শোভিত একটা সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ততোধিক সুন্দরী তরুণী মিসেস স্পেনলোর আবির্ভাব , কবির কল্পনা নয়, বাস্তবের প্রতিমূর্তি।

যাইহোক, ফুল সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই ছিলো না মিঃ স্পেনলোর। ফুলের বীজ ছাঁটা, ফুলের কেয়ারি করা, এ সব কোনো কিছুরই অভিজ্ঞতা ছিলো না তার। তাঁর কেবল ছিলো দৃষ্টিশক্তি, দেখার প্রবল ইচ্ছে, একটা ছোট্ট কটেজের সামনে বাগান, বাগানে নানান রঙের ফুলের মিষ্টি সুবাস, কুড়ি থেকে নিত্য নতুন ফুল ফোটার মনোরম দৃশ্য তিনি ধরে রাখতে চেয়েছিলেন তাঁর চোখের মণিতে, প্রায় বিষণ্ণ সুরে পরামর্শ চেয়েছিলেন তিনি, এবং মিস মার্পলের উত্তরগুলো তিনি তাঁর নোটবুকে টুকে রেখেছিলেন।

তাঁর কাজের ধরণই ছিলো ধীর, স্থির শান্ত স্বভাবের। সম্ভবত এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাঁর স্ত্রীকে খুন হতে দেখে তাঁর সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে পুলিশ। নিহত মিসেস স্পেনলোর ব্যাপারে ধৈর্য ও অধ্যাবসায় অনেক কিছুই জেনেছিল পুলিশ, এবং অচিরে সেন্ট মেরি মীডের সবাই জেনে গেলো।

মিসেস স্পেনলো তাঁর জীবন শুরু করেন একটা বড় বাড়িতে পরিচারিকা হিসেবে। দ্বিতীয় মালিকে বিয়ে করার জন্য সেই চাকরিটা ছেড়ে দেন, এবং স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডনে একটা ফুলের দোকান খুলে বসেন। দোকানটা তাঁর জীবনে খুবই সাফল্য এনে দেয়। তবে বাগানের সেই মালির মতো নয়, যে অনেক আগেই অসুস্থ হয়ে মারা যান।

তাঁর বিধবা স্ত্রী দোকানটা চালিয়ে যেতে থাকেন এবং নিজের উচ্চাকাঙ্খার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য দোকানটা বড় করে সাজিয়ে তোলেন। তিনি তাঁর সাফল্য ও সৌভাগ্য ক্রমশই বাড়িয়ে তোলেন। তারপর একদিন বেশ ভাল দামে দোকানটা বিক্রী করে দেন এবং মিঃ স্পেনলোর সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মাঝবয়সী মিঃ স্পেনলো একটা জুয়েলারীর মালিক ছিলেন। যাইহোক, সেই ছোটখাটো ব্যবসাটা একদিন বিক্রী করে দিয়ে সেন্ট মেরিমীডে চলে আসেন স্থায়ী ভাবে বসবাস করার জন্য।

মিসেস স্পেনলো একজন সুপ্রতিষ্ঠিত মহিলা তখন। ফুলের দোকান থেকে লাভ করে মোটা টাকা এক বিশেষ উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে বিনিয়োগ করেন, সবার কাছে এই ভাবেই ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি। তাঁর সব বিনিয়োগই একটা বিরাট সাফল্য এনে দেয় তাঁকে, প্রচুর মুনাফা করেন তিনি। মনে করতেন তাঁর আত্মিক ভাবে বিশ্বাসটাই তাঁকে সেই অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দিয়েছিল। মূলত প্রচার মাধ্যমগুলোকে এড়িয়ে চলতেন মিসেস স্পেনলো, এবং সেই সময়টা তিনি তাঁর মনপ্রাণ দিয়ে ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিক ভাবে নিজেকে বিলীন করে দিতে চেয়েছিলেন। যাইহোক, তিনি যখন সেন্ট মেরীমিডে ফিরে আসেন, তখন আগের মতো আবার সেই গোঁড়া খৃষ্ট ধর্মে, ইংলন্ডের চার্চে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। পল্লীযাজকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ভালই ছিলো, এবং একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চার্চে যেতেন। গ্রামের দোকানগুলোয় তাঁর অবদান ছিলো প্রচুর, স্থানীয় ঘটনায় আগ্রহ প্রকাশ করতেন এবং গ্রাম্য ব্রীজ খেলায় মেতে উঠতেন।

প্রতিদিনের জীবনে একঘেয়েমি। এবং হঠাৎ খুন।

ইন্সপেক্টর স্ল্যাককে জরুরী তলব করলেন চীফ কনস্টেবল কর্ণেল মেলকেট। দৃঢ়চেতা মানুষ এই স্ল্যাক। কোনো কাজে একবার মনঃস্থির করে ফেললে, সেটা সম্পন্ন না করে থামত না সে। নিশ্চিত ভাবে নির্ভর করা যায় তার ওপর। সে এখন স্থির নিশ্চিত, 'স্যার, এ খুন ভদ্রমহিলার স্বামীই করেছেন,' বলল সে।

'তা তুমি কি তাই মনে করো?'

'হ্যাঁ, একেবারেই নিশ্চিত। এখন ওঁর ওপর নজর রাখতে হবে আপনাকে। নরকের কীটের মতোই দোষী তিনি। দুঃখবোধ কিংবা কোনো রকম ভাবাবেগ প্রকাশ করেননি। তাঁর স্ত্রী যে মৃত সেটা জেনেই বাড়ি ফিরে আসেন তিনি।'

'আচ্ছা, অনুতপ্ত স্বামী হিসেবে অভিনয় করার চেষ্টা কি তিনি করতে পারতেন না?'

'না স্যার, ওঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। মনে মনে খুবই খুশি হয়েছিলেন তিনি। কোনো কোনো ভদ্রলোক আছেন, যারা অভিনয় করতে পারে না। অত্যন্ত কঠিন প্রকৃতির লোক তারা।'

'ওঁর জীবনে অন্য কোনো নারী আছে বলে মনে হয়?' জিজ্ঞেস করলেন কর্ণেল মেলকেট।

'সেরকম কিছুর খোঁজ এখনো করতে পারিনি। অবশ্যই তিনি একজন চতুর প্রকৃতির লোক। তিনি তাঁর গোপন কার্যকলাপ চাপা দেওয়ার চেষ্টা তো করবেনই। আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, স্ত্রীর সঙ্গ তাঁর কাছে একঘেয়েমি হয়ে উঠেছিল। ভদ্রমহিলার প্রচুর অর্থ ছিলো। আর আমি এও বলব, একটা বিশেষ "মতাদর্শে" বাঁচতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর স্বামী তা চাননি। মিঃ স্পেনলো ঠাণ্ডা মাথায় ঠিক করেন, তিনি তাঁর স্ত্রীর হাত থেকে রেহাই পেতে চান এবং একা নিজের মতো করে থাকতে চান।'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয়, কেসটা সেরকমই হতে পারে।'

'সেটার ওপর নির্ভর করেই এমনটি ধরে নেওয়া যায়। অতি সাবধানে তিনি তাঁর পরিকল্পনা করেন। একটা ফোন-কল পাওয়ার ভান করেন—'

তাকে বাঁধা দিয়ে বললেন মেলকেট, 'কোনো কলের হদিশ পাওয়া গেছে?'

'না স্যার। এর থেকে ধরে নেওয়া যায়, হয় তিনি মিথ্যে কথা বলেছেন, কিংবা সেই

কোন কোন পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে করা হয়েছিল। এই গ্রামে মাত্র দু'টি পাবলিক টেলিফোন বুথ আছে, একটা স্টেশনে, আর একটা পোস্ট অফিসে। পোস্ট অফিসের বুথ অবশ্যই নয়, কারণ যারা সেখান থেকে ফোন করে তাদের প্রত্যেককেই দেখে থাকে মিসেস-ব্রেড, পর দৃষ্টি এড়িয়ে কেউ ফোন করে সেখান থেকে চলে যেতে পারে না। স্টেশনের বুথ হতে পারে। দু'টো-সাতাশে ট্রেন এসে পৌঁছয়, তখন সেখানে খুব হৈচৈ হয়ে থাকে। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো, মিঃ স্পেনলো বলেছেন, মিস মার্পল তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তবে অবশ্যই সে কথা সত্যি নয়। তাই মিস মার্পলের বাড়ি থেকে ফোন আসেনি, এবং তিনি নিজেই তখন উইমেন ইনস্টিটিউটে ছিলেন।'

'আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, কেউ হয়ত মিঃ স্পেনলোকে ইচ্ছাকৃত ভাবে বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যায়, মিসেস স্পেনলোকে খুন করার অভিপ্রায় ছিলো তার। এই সম্ভবনাটা তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে না তো?'

'টেড জেরাডের কথা আপনি ভাবছেন, তাই না স্যার? হ্যাঁ তার মোটিভের অভাব আছে। মিসেস স্পেনলোকে খুন করে তাঁর কোন লাভ হওয়ার কথা নয়।'

'যদিও একটু অনভিপ্রেত চরিত্র সে। তার কৃতিত্বে আত্মসাৎ করার একটা ছোটখাটো চিহ্ন।'

'আমি বলছি না, সে ভুল করেনি। তবু তার সেই আত্মসাৎ করার ঘটনার ব্যাপারে কিছুমাত্র গোপন না করে স্বীকার করার জন্য সে তার বসের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু তার নিয়োগকর্তা তার প্রতি সুবিচার করেনি।'

'অক্সফোর্ড গ্রুপের কেউ একজন,' বললেন মেলকেট।

'হ্যাঁ স্যার। সে তখন অসৎ পথ থেকে সরে এসেছে, সৎ হতে চেয়েছে। সহজ সরল পথই বেছে নিয়েছিল সে। সে যে টাকা চুরি করেছিল, কোনো কিছু গোপন না করে স্বীকারোক্তি দিতে গিয়েছিল সে। তবে তাই বলে সে যে কোনো ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়নি, এ কথা আমি বলছি না, মনে রাখবেন। তাকে যে সন্দেহ করা হচ্ছে, হয়ত সে ভেবে থাকবে। আর তাই কি সৎ অনুশোচনার ওপর জুয়া খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে?'

'স্ল্যাক, তোমার মনটা বড় সন্দেহপ্রবণ হে,' বললেন কর্ণেল মেলকেট। 'ভাল কথা, তুমি কি আদৌ এ-ব্যাপারে মিস মার্পেলের সঙ্গে কথা বলেছ?'

'কিন্তু স্যার, এ-ব্যাপারে তাঁর কি করার থাকতে পারে?'

'ওহো, কিছু নয়। কিন্তু তুমি তো জানো সব কিছু মনোযোগ সহকারে শোনেন তিনি। তাই তাঁর কাছে গিয়ে কেনই বা তুমি আলোচনা করছ না? ভদ্রমহিলা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল স্ল্যাক। 'স্যার, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। নিহত মিসেস স্পেনলো প্রথম যে বাড়িতে ঘরোয়া-কাজ করতে শুরু করেন, স্যার বর্বাট অ্যাবেক্রম্বির বাড়িতে। হ্যাঁ সেখানেই জহরত ডাকাতি হয়, পান্না, একটা দামী প্যাকেট। সেগুলো কখনো ফেরত পাওয়া যায়নি। আমি সেটার খোঁজ করছি। এই স্পেনলো মহিলাটি যখন সেখানে ছিলো তখনি সেটা ঘটেছিল। অবশ্য তিনি তখন নেহাতই বালিকা ছিলেন। সেই ঘটনার সঙ্গে তিনি যে জড়িত, স্যার আপনি মনে করেন না? জানেন, স্পেনলো ছিলো দু'পেনির জুয়েলার।'

মাথা নাড়লেন মেলকেট। 'সেটার সঙ্গে যে কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে করো না।

এমন কি সেই সময় স্পেনলোকে জানতেনই না তিনি। কেসটা আমার মনে আছে। পুলিশ সার্কেলের মতামত হলো, সেই ঘটনার সঙ্গে সেই বাড়িরই একটি ছেলে জড়িত ছিল তার নাম জিম অ্যাবেরক্রম্বি, ভয়ঙ্কর অপচারী ছেলে। বাজারে প্রচুর দেনা, ডাকাতির পর সে সব দেনা শোধ করে দেয়, তথ্যটা সত্যি-মিথ্যে জানি না। বৃদ্ধ অ্যাবেরক্রম্বি কেসটা আড়াল করতে চেয়েছিলেন ; পুলিশী তদন্ত বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন।'

'স্যার, আমার মনে হয়, এটা একটা ধারণা মাত্র,' বলল স্ল্যাক।

বেশ খুশি মনেই ইন্সপেক্টর স্ল্যাককে অভ্যর্থনা জানালেন মিস মার্পল, বিশেষ করে কর্ণেল মেলকট তাকে পাঠিয়েছে শুনে।

'সত্যি, এ যেন কর্ণেল মেলকেটের অত্যন্ত বদান্যতা। জানি না, কি করেই বা আমাকে মনে রাখলেন তিনি।'

'বেশ ভাল ভাবেই তিনি আপনাকে মনে রেখেছেন। তিনি আমাকে কি বলেছেন জানেন? সেন্ট মেরীমিডে ঘটে যাওয়া যে সব ঘটনার কথা আপনি জানেন না, কিংবা মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি, আসলে সেগুলোর কোনো মূল্যই নেই।'

'এটা তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এই খুনের ব্যাপারে আমি আদৌ কিছু জানি না।'

'এ ব্যাপারে জনশ্রুতির কথা তো আপনি জানেন?'

'অবশ্যই, কিন্তু সেটা কোনো কাজের কথা নয়। স্রেফ অলস কথাবার্তার পুনরাবৃত্তি করে কি কোনো লাভ আছে?'

স্ল্যাক এবার ঘরোয়া ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করল। 'আপনাকে বলে রাখি, এটা কোনো সরকারি আলোচনা নয়। বলা যায়, এটা খুবই গোপন আলোচনা।'

'এখনাকার লোকজন কি বলছে, সত্যি তুমি তা জানতে চাও? সে সব আলোচনা সত্যি হোক কিংবা না হোক?'

'হ্যাঁ, আমার ধারণা সেরকমই।'

'বেশ, তাহলে তো নিশ্চিত করে বলা যায়, সে ঘটনা বহু আলোচিত, এবং নানা লোক নানা ধারণা করে নিয়েছিল। বাস্তবিক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামাবাসীরা পরিষ্কার দু'টো ক্যাম্পে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। কিছু লোকের ধারণা স্বামীই তার স্ত্রীকে খুন করেছে। এ-ধরণের কেসে স্বামী কিংবা স্ত্রীকে স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহ করা যেতে পারে, তোমার কি তা মনে হয় না?'

'হতে পারে,' সতর্কতার সঙ্গে বলল ইন্সপেক্টর।

'জানো, অমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেখানে ওঁদের দু'জনকে ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কথা ভাবাই যায় না। তারপর আছে টাকার প্রশ্ন। শুনেছি, মিসেস স্পেনলোর প্রচুর টাকা ছিলো, অতএব ওঁর মৃত্যুতে বিশেষ লাভবান হন মিঃ স্পেনলো। আমার আশঙ্কা, এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে অমন নির্মম জনিতা প্রায়শই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়।'

'তার মানে ভদ্রলোকের প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি ঘটে, এই তো!'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তাই আপাত দৃষ্টিতে তার স্ত্রীকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করাটা

ন্যায় সঙ্গত বলেই মনে হয়, তাই নয় কি। তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে আমার বাড়িতে এসে আমার খোঁজ করা, আমি তাঁকে ফোনে ডেকে পাঠিয়েছি এরকম একটা ভান করা। আমাকে না পেয়ে ফিরে গিয়ে তাঁর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীকে খুন হতে দেখা, এই সব ঘটনাগুলো পর পর সাজিয়ে তুলে তিনি এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, কোনো ভবঘুরে কিংবা পেশাদার চোর চুরি করতে এসে বাঁধা পেয়ে তাঁর স্ত্রীকে খুন করে থাকবে।'

মাথা নাড়ল ইন্সপেক্টর। 'এখন টাকার প্রসঙ্গে আসা যাক। সম্প্রতি টাকার ব্যাপারে ওঁদের মধ্যে কোনো রকম মনোমালিন্য—'

তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন মিস মার্পল। 'ওহো না, না, তাঁদের মধ্যে সেরকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি।'

'এতটা নিশ্চিত হলেন কি করে, ওঁদের মধ্যে সত্যিই ঝগড়া যে হয়নি, আপনি কি জানেন?'

'ঝগড়া হলে প্রত্যেকেই জানতে পারত! পরিচারিকা, গ্লেডিস ব্রেন্ট, একটুও দেরী না করে খবরটা সারা গ্রামে ছড়িয়ে দিত তাহলে।'

'হয়ত জানত না সে,' নিস্তেজ গলায় বলে মৃদু হাসল ইন্সপেক্টর।

তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলতে থাকেন মিস মার্পল, 'আর তারপর জানেন, আমার কি আশঙ্কা, এই সব সুপুরুষ যুবকরা মহিলাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আমাদের শেষ সহকারী পল্লীযাজকের মধ্যে একটা যাদুকরি প্রভাব ছিলো। সকাল-সন্ধ্যায় প্রার্থনা জানানোর জন্য সব মেয়েরাই চার্চে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিত, তার জন্য স্লিপার, স্কার্ফ তৈরি করে দিত। বেচারা যুবকটিকে বিহ্বল করে তুলত তারা।'

'দেখি ব্যাপারটা কোথায় গড়ায়? ও হ্যাঁ, এই যুবক টেড জেরার্ডকে নিয়ে নানান কথা ওঠে। প্রায়ই মিসেস স্পেনলোর সঙ্গে দেখা করতে আসত সে। মিসেস স্পেনলো একদিন নিজের থেকেই আমাকে বলেছিলেন, এই যুবকটি নাকি একটি ধর্মীয় আন্দোলন সংস্থা অক্সফোর্ড গ্রুপের একজন সদস্য। অত্যন্ত অনুগত এবং আন্তরিক তারা, এ আমার একান্ত বিশ্বাস, আর এসবই স্পেনলোকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।'

নিঃশ্বাস নিয়ে মিস মার্পল আবার বলতে শুরু করলেন : 'সেটার মধ্যে তার থেকেও আরো বেশি কিছু আছে, বিশ্বাস করার মতো কোনো কারণ যে নেই আমি নিশ্চিত। কিন্তু তুমি জানো, লোকেদের কি ধারণা? সেই যুবকটির প্রতি মিসেস স্পেনলো যে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, বহু লোক বুঝে গিয়েছিল। আর তাই কি তিনি পড়ে অনেক টাকা ধার দিয়েছিলেন তাকে। সেদিন স্টেশনের কাছে তাকে যে দেখা গিয়েছিল, সে কথা ধ্রুব সত্য এবং দু'টো সাতাশের ডাউন ট্রেনেও যে তাকে দেখা গিয়েছিল এ কথাও সত্য। কিন্তু ট্রেনের উল্টোদিকের দরজা দিয়ে নেমে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা তার পক্ষে খুবই সহজ আর এর ফলে স্টেশনের প্রবেশ পথ দিয়ে তার বেরিয়ে আসারও কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। তাই তাকে কটেজে যেতে দেখারও প্রয়োজন থাকে না। মিসেস স্পেনলোর পরনের পোশাক যে অদ্ভুত ধরনের ছিলো, লোকেরা অবশ্যই তাই মনে করত।

'অদ্ভুত ধরনের?'

'হ্যাঁ, কিমোনো। সেটা কোনো পোশাকই নয়।' মিস মার্পলের মুখটা আরক্তিম হয়ে উঠল। 'জানো, ও ধরণের জিনিষ সম্ভবত লোকেদের কাছে ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে থাকে।'

'সেটা যে ইঙ্গিতপূর্ণ আপনি মনে করেন?'

'ওহো না, না, আমি তা মনে করি না। আমার ধারণা, সেটা খুবই স্বাভাবিক।'

'তাহলে সত্যিই আপনি সেটা স্বাভাবিক বলে মনে করেন?'

'এই পরিস্থিতিতে বলব হ্যাঁ।' মিস মার্পলের দৃষ্টি নিরুত্তাপ এবং প্রতিফলিত।

'এর থেকে তাঁর স্বামীর আর একটা মোটিভ জানা যায়,' বলল ইন্সপেক্টর স্ল্যাক, 'ঈর্ষা।'

'ওহো তা নয়, মিঃ স্পেনলো কখনই ঈর্ষান্বিত হতে পারেন না। এরকম ছোটখাটো ঘটনার নজর দেওয়ার মতো লোকই নন তিনি। যদি তাঁর স্ত্রী একটা পিনকুশানের নিচে একটা নোট লিখে রেখে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেন, তাহলে ধরে নিতে হয়, সেরকম কিছু সেই প্রথম তিনি জানতে পারতেন।'

কথাটা বলে মিস মার্পল যে ভাবে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়েছিলেন, তাতে হতবাক হয়ে গেলো সে। এখন তার মনে হলো, তাঁর সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে এমন একটি কিছুর আভাস দেওয়ার ইচ্ছে ছিলো যা সে আদৌ বুঝতে পারেনি। এবার বেশ একটু জোর দিয়েই তিনি বললেন,' ইন্সপেক্টর, খুনের জায়গায় কোনো ক্লু তুমি খুঁজে পাওনি?'

'আজকাল অপরাধীরা খুবই চতুর হয়ে গেছে। খুনের জায়গায় হাতের ছাপ কিংবা সিগারেটের টুকরো ফেলে রেখে যায় না মিস মার্পল।'

'কিন্তু আমি মনে করি,' মন্তব্য করলেন তিনি, 'এটা একটা পুরনো ফ্যাশানের অপরাধ।'

তীক্ষ্ণস্বরে বলল স্ল্যাক, 'আপনি এর কি মানে করতে চাইলেন?'

'আমার মনে হয়,' ধীরে ধীরে বললেন মিস মার্পল, 'কনস্টেবল পক এ-ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। অপরাধ অনুষ্ঠানের জায়গায় তিনিই প্রথম গিয়ে হাজির হয়েছিলেন।'

একটা ডেক চেয়ারে বসেছিলেন মিঃ স্পেনলো। খুবই বিহ্বল দেখাচ্ছিল তাঁকে। মিহি গলায় তিনি বলেন, 'কি যে ঘটেছিল, অবশ্যই আমি অনুমান করতে পারি। আমি কানে খুব একটা ভাল শুনতে পাই না। কিন্তু আমার পরিস্কার মনে আছে, একটা বাচ্চা ছেলেকে আমার নাম ধরে ডাকতে শুনেছি, 'ক্রিপেন কে?' তার সে কথায় আমার মনে তখন একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায়, ছেলেটি ধরে নিয়েছে, আমি, হ্যাঁ আমিই আমার প্রিয় স্ত্রীকে খুন করেছি।'

ধীর শান্ত গলায় বললেন মিস মার্পল, 'নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর এ-ধরণের একটা উপলব্ধির কথা বলতে চেয়েছিলেন।'

'কিন্তু ওই ছোট ছেলেটির মাথায় সম্ভাব্য কোন্ মানুষটি অমন একটা ধারণা ঢুকিয়েছে বলুন তো?'

কাশলেন মিস মার্পল। 'নিঃসন্দেহে বড়দের মতামত শুনেই তার অমন ধারণা হয়ে থাকবে।'

'আপনি, সত্যি আপনি কি মনে করেন, অন্য লোকেরাও সেরকম চিন্তা করে থাকে?'

'সেন্ট মেরীমিডের অর্ধেক লোকের ধারণা সেরকমই।'

'কিন্তু প্রিয় মহাশয়া, সম্ভাব্য কোন্ কারণে এমন একটা ধারণার উদয় হলো? আন্তরিক ভাবে স্ত্রীর সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম। হায়, আমি যতটা আশা করেছিলাম, এই কান্ট্রিতে বসবাস করবে সে, কিন্তু প্রতিটি বিষয়ে নিখুঁত বোঝাপড়ার একটা অসম্ভব ধারণা থাকবে তার

মধ্যে। আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি, আমি তাকে হারানর ব্যথা আমি অনুভব করি।'

'সম্ভবত তাই। কিন্তু আপনি যদি আমাকে বলার অনুমতি দেন তো বলি, আপনি যে রকম মনে করছেন আপনার কথা শুনে ঠিক সেরকমটি মনে হচ্ছে না।'

মিঃ স্পেনলো তাঁর রোগেট চেহারাটা সোজা করে তুলে ধরলেন। 'প্রিয় মহাশয়া, অনেক, অনেক বছর আগে আমি এক চীনা দার্শনিকের জীবনী পড়েছিলাম, তার মৃতা প্রিয়তমা স্ত্রীকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শান্ত ভাবে ক্রমাগত ঘন্টা বাজিয়ে গিয়েছিল, সে এক অবসর বিনোদনের রেওয়াজ চীনাদের। আমার মনে হয় সেটাই স্বাভাবিক। তার সেই বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতায় শহরের লোকেরা খুবই প্রভাবিত হয়েছিল।'

'কিন্তু,' বললেন মিস মার্পল, 'সেন্ট মেরীমিডের লোকেদের প্রতিক্রিয়া ছিলো অন্যরকম। চীনা-দর্শন তাদের মনে কোনো রকম দাগ কাটতে পারেনি।'

'কিন্তু আপনি বুঝেছিলেন?'

মাথা নাড়লেন মিস মার্পল। 'আমার কাকা ছিলেন,' ব্যাখ্যা করলেন তিনি, 'অস্বাভাবিক আত্মসংযম প্রকৃতির মানুষ। তাঁর ভাবধারা ছিলো, "কখনো আবেগ প্রকাশ করবে না।" তাঁরও ফুল খুব প্রিয় ছিলো।'

'আমি ভাবছিলাম,' আগ্রহ প্রকাশের মতো করে বললেন মিঃ স্পেনলো, 'কটেজের পশ্চিম দিকে সম্ভবত গাছের লতাপাতার একটা আচ্ছাদন আছে। আকাশ ভরা গ্রহতারার মতো রাশি রাশি ফুলের সারি, এই মুহূর্তে সেই ফুলের নামটা আমার মনে পড়ছে না।'

তিন বছরের নাতির সঙ্গে যে সুরে কথা বলেন মিস মার্পল, ঠিক সেই ভাবেই বললেন তিনি, 'এখানে আমার কাছে একটা সুন্দর ক্যাটালগ আছে, তাতে ছবিও আছে। সম্ভবত সেটা দেখতে আপনার ভাল লাগবে। এখন আমি চলি, আমাকে একটু গ্রামে যেতে হবে।'

হাতে ক্যাটালগ নিয়ে খুশির মেজাজে বসে রইলেন মিঃ স্পেনলো। এদিকে মিস মার্পল তাঁর ঘরে ঢুকে দ্রুত হাতে বাদামী রঙের কাগজে একটা পোশাক মুড়ে নিলেন। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে পোস্ট অফিস পর্যন্ত হেঁটে গেলেন। পোস্ট অফিসের ওপরতলার একটা ঘরে ড্রেসমেকার মিস পোলিট থাকত।

কিন্তু তখনি ওপরতলায় উঠলেন না মিস মার্পল। তখন ঠিক আড়াইটে। এক মিনিট দেরী করে মাচ বেনহাম বাস পোস্ট অফিসের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। সেন্ট মেরীমিডে দিনের এ একটা ঘটনা। জনসাধারণের পার্সেল এবং পোস্ট অফিস সংলগ্ন তার নিজের দোকানের পার্সেল সঙ্গে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো পোস্টমিস্ট্রেস। পোস্ট অফিসের কাজ ছাড়াও পাশেই তার একটা দোকান আছে, মিষ্টি, সস্তা দামের বই, বাচ্চাদের খেলনার দোকান।

মিনিট চারেক পোস্ট অফিসে একা ছিলেন মিস মার্পল।

পোস্টমিস্ট্রেস ফিরে না আসা পর্যন্ত সেই ফাঁকে ওপরতলায় উঠে গিয়ে মিস পোলিটকে বললেন মিস মার্পল, তিনি তাঁর পুরনো ধূসর রঙের ক্রেপের ডিজাইন বদল করে হালফ্যাশানের ঢঙে বানাতে চান, অবশ্য যদি সম্ভব হয় তবেই। মিস পোলিট তাঁকে আশ্বস্ত করে বলে, সে তার সাধ্যমতো চেষ্টা করবে।

মিস মার্পলের নাম তাঁর কাছে তুলতেই অবাক হলেন চীফ কনস্টেবল। অনেক কৈফিয়ত

নিয়ে হাজির হলেন তিনি। 'আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমি জানি, আপনি খুব ব্যস্ত। কিন্তু আমি আবার এও জানি, আপনি খুবই সজ্জন এবং দয়ালু। কর্ণেল মেলকেট, আমার মনে হলো, ইন্সপেক্টর স্ল্যাকের বদলে আপনি এলেই ভাল হয়। ব্যাপার কি জানেন, কনস্টবেল পককে ঘৃণা করি, তাতে কোনো কাজ দিয়ে অসুবিধেয় পড়তে চাই না আমি। হয়ত কথাটা খুব কঠিন শোনাবে, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার মনে হয়, আদৌ কোনো কিছু তার স্পর্শ করা উচিত নয়।'

মিস মার্পলের কথা শুনে একটু হতভম্ব হয়ে গেলেন কর্ণেল মেলকট। পক?' বললেন তিনি, 'সেন্ট মেরীমিডের কনস্টেবল, তাই না? তা সে এখন কি করছে সেখানে?'

'জানেন, একটা পিন সংগ্রহ করেছিল সে। সেটা তার পোশাকে দেখা গিয়েছিল। সেই সময় আমার মনে হয়ছিল, সম্ভবত মিসেস স্পেনলোর বাড়ি থেকে সেটা সংগ্রহ করে থাকবে।'

'খুব সম্ভবত তাই হবে। কিন্তু কি ধরণের সেই পিনটা বলুন তো? আসলে কি জানেন, মিসেস স্পেনলোর মৃতদেহ থেকে পিনটা সংগ্রহ করেছিল সে। গতকাল স্ল্যাকের কাছে এসে সেই ঘটনার কথা বলেছিল। আমার মনে হয়, আপনি কি এই ভাবেই চিহ্নিত করতে চাইছেন তাকে? তবে এ কথাও ঠিক যে, ও ভাবে কারোরই ঘটনাস্থলের কোনো জিনিষ স্পর্শ করা উচিত নয়। কিন্তু একটু আগে ওই যে জিজ্ঞেস করলাম, কি ধরণের পিন ছিল বলুন তো? সাধারণ পিন! মহিলারা ব্যবহার করে থাকে সেরকম কিছু?'

'ওহো না, না কর্ণেল মেলকেট, এখানেই ভুল করছেন আপনি, একজন পুরুষের চোখে সম্ভবত সেটা একটা অতি সাধারণ পিন হতে পারে, কিন্তু তা নয়। সেটা একটা বিশেষ ধরণের ছিল। যা আপনি বাক্সের জন্য কিনে থাকেন, যা বেশির ভাগ ড্রেসমেকাররা ব্যবহার করে থাকে।'

তাঁর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন মেলকেট। যেন উপলব্ধির একটা ক্ষীণ আলো দেখতে পেলেন তিনি। ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘন ঘন মাথা নাড়লেন মিস মার্পল।

'হাঁ, অবশ্যই। আমার কাছে সেটা খুবই সুস্পষ্ট বলে মনে হয়েছিল। তাঁর পরণে ছিলো কিমানো, কারণ তিনি তাঁর নতুন পোশাকের মাপ নেওয়ার ব্যাপারে কিছু বলে মিস পোলিট তখন। এবং তাঁর গলার ওপর মাপ নেওয়ার ফিতেটা লাগায়। এবং তখন কেবল একটা কাজই করতে হয়, মিসেস স্পেনলোর গলার ওপর সেটা আড়াআড়ি ভাবে রেখে টেনে দেওয়া শুনেছি, কাজটা খুবই সহজ। তারপর সে নিশ্চয়ই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা টেনে থাকবে। এবং দরজায় এমন ভাবে নক্ করতে থাকে, দেখে মনে হয়, যেন সেই মাত্র সে এসে পৌঁছেছিল সেখানে। কিন্তু পিনটা বলে দেয় যে, অনেক আগেই ঘরের ভেতরে গিয়েছিল সে।'

'আর স্পেনলোকে ফোন করেছিল কি এই মিস পোলিট?'

'হ্যাঁ, আড়াইটের সময় পোস্ট অফিস থেকে, ঠিক বাস যখন আসে, আর পোস্ট অফিস ফাঁকা হয়ে যায়।'

'কিন্তু কেন মিস মার্পল?' জানতে চাইলেন কর্ণেল মেলকেট। 'ঈশ্বরের দোহাই, বলুন কেন? এই খুন? মোটিভ না থাকলে কেউ কাউকে খুন করতে পারে না।'

'তা অবশ্য ঠিক, আর সেই উপলব্ধি থেকে বলছি, আপনি জানেন কর্ণেল মেলকেট, আমি শুনেছি, বহুদিন আগেই অপরাধের জন্ম হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে আমার দুই ভাইপোর কথা

মনে পড়ে যায়, অ্যান্টনি আর গর্ডন। অ্যান্টনি যা করে সব সময়েই ঠিক হয়ে থাকে। আর বোকা গর্ডন ঠিক তার উল্টো। রেসের ঘোড়া যদি খোঁড়া হয়ে যায়, তখন স্টক কমে যায়, বিষয় সম্পত্তিতে ভাঁটা পড়ে যায়। ভায়ে ভায়ে বিবাদ শুরু হয় তখন। তেমনি এক্ষেত্রেও এক সময় এই দু'জন মহিলা কোনো ব্যাপারে একত্রিত হয়ে থাকবে।'

'কিসে?'

'একটা ডাকাতির কেসে। সে অনেকদিন আগেকার কথা। আমি যা শুনেছি, অত্যন্ত মূল্যবান পান্না চুরি হওয়ার কথা। মেয়েটি ছিলো পরিচারিকা, এবং বলতে গেলে তখন বালিকা। ভাল কথা, একটা কথা বলা হয়নি, কি ভাবে, কখন এই বালিকা বাগানের মালিকে বিয়ে করল, আর একটা ফুলের দোকান খোলার জন্য তাদের কাছে কি যথেষ্ট পরিমাণ টাকা ছিলো?' 'উত্তর হলো, টাকাটা সেই মেয়েটির, চুরির জিনিষ বিক্রী করে তার ভাগের টাকা। আমার মনে হয়, এটাই সঠিক ব্যাখ্যা। সে যা করেছিল সবই ভাল হয়েছিল। টাকায় টাকা হয়। কিন্তু অপর পরিচারিকাটি? বেচারী, অভাগা। তার পরবর্তী জীবিকা হলো, গ্রাম্য ড্রেসমেকার। তারপর আবার দেখা হয় তাদের দু'জনের। আমার ধারণা, মিঃ টেড জেরার্ড আসা না পর্যন্ত গোড়ায় সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল।'

'দেখুন, ইতিমধ্যেই বিবেকের তাড়নায় ভুগছিলেন মিসেস স্পেনলো। ভাবপ্রবণতায় ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি। নিঃসন্দেহে এই যুবকটি তাঁকে অপরাধ স্বীকার করতে বলে থাকবে, এবং পাপমুক্ত হয়ে নিজেকে সৎমানুষ হিসেবে গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়ে থাকবে। আর আমি জোর গলায় বলতে পারি, নিজেকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর জন্য তাই করেছিলেন তিনি। কিন্তু মিস পোলিট সেদিকটার কথা ভাবেনি। তার বিবেক তাকে পরামর্শ দেয়, অনেক বছর আগে ডাকাতি করার অপরাধে তার জেলে যাওয়া উচিত। তাই এ-সব বন্ধ করার জন্য মন স্থির করে ফেলে সে। জানেন, আমার আশঙ্কা, সব সময় অন্য মনোভাব নিয়ে কাজ করে সে। যদি সেই চমৎকার অথচ বোকা প্রকৃতির মিঃ স্পেনলোর ফাঁসি হতো, আমার বিশ্বাস হয় না অনুশোচনায় সে তার একগাছা চুলও ছিঁড়ত।'

'আপনার এই মতবাদ মিলিয়ে দেখতে পারি আমরা,' ধীরে ধীরে বললেন কর্ণেল মেলকেট। 'অ্যাবেরক্রম্বির বাড়িতে পরিচারিকা হিসেবে পোলিট মেয়েটির পরিচিতি, কিন্তু—'

তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন মিস মার্পল, 'সে তো খুবই সহজ কাজ হবে। সত্য প্রকাশ পেলে সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়তে বাধ্য সে, এরকমই মেয়ে সে। তারপর কি জানেন, তার জামার মাপ নেওয়ার ফিতেটা আমার কাছে আছে। গতকাল সেটা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে এরকমই মনে হয়েছে আমার। সে যখন জানতে পারবে, ফিতেটা হারিয়ে বসে আছে, এবং সেটা পুলিশের হাতে চলে যেতে পারে তখুনি বুঝবে, যে ভাবেই হোক খুনের কেসটা তার বিরুদ্ধে যাবে।'

কর্ণেল মেলকটের দিকে তাকিয়ে, উৎসাহব্যঞ্জক হাসি হাসলেন মিস মার্পল। 'আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। মেলকেটের মনে পড়ে যায়, স্যান্ডহার্স্টে একবার তাঁর প্রিয় কাকীমা ঠিক মিস মার্পলের মতো স্নেহের সুরে বলেছিলেন, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করতে পারেন না তিনি। আর সত্যিই তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

অনুবাদ ঃ গৌরেন দত্ত